সংখ্যা

পুরোহিত-সর্ব্বস্ব।

ঋক্, যজুঃ, সাম এই বেদত্রয় বিহিত দশকর্ম্ম,
শ্রাদ্ধ, ব্রত, নিয়ম, যাগ, যজ্ঞ, প্রতিষ্ঠা,
দুর্গোৎসব, দীপান্বিতা, রাস, দোল,
জগদ্ধাত্রী পূজা, অপরাপর সমস্ত
পূজা, স্তব, কবচ, ন্যাস, ধ্যান,
দীক্ষা, চক্র, যন্ত্র, প্রমাণ
ইত্যাদি সমস্ত বিষয়
সম্বলিত গ্রন্থ।

২৮।১নং বিডন রো, দর্জ্জিপাড়া, "শাস্ত্রপ্রচার" কার্য্যালয় হইতে

শ্রীমৎ প্রসন্নকুমার শাস্ত্রি ভট্টাচার্য্য
সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

শ্রীমৎ বসন্তকুমার বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য
সংশোধিত।

সন ১৩১৩।

মূল্য ৪৲ স্থলে ৩৲ টাকা মাত্র [illegible]
ঐ পোষ্টাফী বাঁধাই ২॥০ টাকা।

ডাক্ মাশুলাদি ।৵০ আনা।

কলিকাতা,
২৮।১ নং বিডন রো, দর্জ্জিপাড়া,
"শাস্ত্রপ্রচার প্রেসে"
শ্রীকুলচন্দ্র দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রীর

প্রকাশিত পুস্তকাবলী।

কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও শ্রীমৎ প্রসন্নকুমার শাস্ত্রিকর্ত্তৃক অনুবাদিত ও প্রকাশিত। মূল্য ৬৲ টাকার স্থলে ৩৲ টাকা। মাশুল ।৹ চারি আনা।

১৫। সানুবাদ বৃহৎ অমরার্থচন্দ্রিকা। বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রসহ অমরসিংহ কৃত অমরকোষ অভিধান। মূল্য ১৲, মাশুল ৶৹।

১৬। শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ।—ভক্ত চূড়ামণি জয়দেব কৃত। বিশুদ্ধটীকা ও বঙ্গানুবাদসহ। মূল্য ॥৹, মাশুল ৴৹।

১৭। বঙ্গানুবাদসহ শ্যামারহস্য তন্ত্র। মূল্য ১৲, মাশুল ৴৹ আনা।

১৮। শ্রীকৃষ্ণের লীলাত্মক সহস্র নাম। মূল্য ৶৹।

১৯। বঙ্গানুবাদসহ গুরুগীতা ও স্ত্রীগুরুগীতা। মূল্য ৶৹।

২০। বঙ্গানুবাদসহ ভগবতী গীতা। মূল্য ৶৹।

২১। গায়ত্রীর সহস্র নাম। মাশুলসহ ৶১৹।

২২। কালীর ককারাদি সহস্র নাম। মূল্য ৵৹ মাশুল ১৹।

২৩। বিষ্ণুর সহস্র নাম। মূল্য ৶৹। ২৪। গোপালসহস্র নাম। মূল্য ৶৹।

২৫। ভগবতীর সহস্র নাম। মূল্য ৶৹। ২৬। শিবসহস্র নাম। মূল্য ৴৹।

২৭। সত্যনারায়ণের পাঁচালী। মূল্য ৵৹।

২৮। কাতন্ত্রধাতুবৃত্তি।—মনোরমা টীকা এবং ধাতুরূপাবলীসহ কলাপ-ব্যাকরণের গণ। সূচীপত্রসহ। মূল্য ১৷৹, মাশুল ৵৹ আনা।

২৯। প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব। মূল ও গোস্বামীর টীকাসহ। মূল্য ১৵৹।

৩০। সানুবাদ কর্ম্মবিপাক। মূল্য ৶৹। ৩১। রাধিকার সহস্র নাম। মূল্য ৵৹।

৩২। সানুবাদ কৃষ্ণকর্ণামৃত। ভক্তিগ্রন্থ। মূল্য ৸৹ আনা।

৩৩। পঞ্চগীতা।—রামগীতা, উত্তরগীতা, শান্তিগীতা, পাণ্ডবগীতা ও পরাশরগীতা; এই পাঁচখানি অমূল্যগ্রন্থ বঙ্গানুবাদ ও টিপ্পনীসহ একত্র। মূল্য ।৴৹ পাঁচ আনা, মাশুল ৴৹ আনা।

৩৪। অন্নদাকল্প তন্ত্র। বঙ্গানুবাদসহ। মূল্য ।৹ চারি আনা, মাশুল ৴৹।

৩৫। তারারহস্য তন্ত্র। বঙ্গানুবাদ সহ। মূল্য ।৶৹ ছয় আনা।

৩৬। শনির পাঁচালী। মূল্য ৴৹ আনা।

৩৭। পকেট অমরকোষ অভিধান। মূল্য ।৹ আনা। মাশুল ৴৹।

ভি, পি, ডাকে লইলে সর্ব্বত্র স্বতন্ত্র ৴৹ এক আনা লাগে।

ঠিকানা—শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী। ১৮।১ নং বিডন রো, দর্জ্জিপাড়া, শাস্ত্রপ্রচার কার্য্যালয়, কলিকাতা।

উৎসর্গ পত্র।

—:*:—

অশেষ শুভনিকেতন সতত স্বধর্ম্মানুষ্ঠানপূত-মানস

ভগবদারাধনার্পিতান্তঃকরণ

শ্রীলশ্রীযুক্ত হরদাস আচার্য্য চৌধুরী

মুক্তাগাছা জমিন্দার মহোদয় কর-কমলেষু

মহাত্মন্ !

আপনি অতুল বিভবের অধীশ্বর হইয়াও নিরন্তর সৎ-ক্রিয়ানুষ্ঠানে অনুরক্ত। জনকাদি নৃপগণ যেমন রাজ্যাশ্রমে থাকিয়াও ঋষিব্রতপরায়ণ, আপনিও তেমনি রাজ্যাশ্রমে মুনিব্রতাবলম্বন করিয়া সতত ক্রিয়ানুষ্ঠানে উদ্যমশীল, তাই আমার বহু যত্ন ও পরিশ্রমের সামগ্রী এই ক্রিয়ানুষ্ঠান-পদ্ধতি "সটীক পুরোহিত-সর্ব্বস্ব" গ্রন্থ খানি আপনার সুপবিত্র করে অর্পণ করিয়া শান্তিলাভ করিলাম ; ইহা ক্ষুদ্র হইলেও আপনার বিশিষ্ট আদরের হইবে, এই আশায় আশ্বস্ত রহিলাম।

ইতি শকাব্দ

১৮২৮।

চির আশ্রিত—

শ্রীপ্রসন্নকুমার শাস্ত্রী।

২৮।১নং বিডন রো, কলিকাতা।

ভূমিকা

—:*:—

পদ্ধতিকার মহামনা ভবদেবভট্ট সামবেদীয়গণের, মহাত্মা কালেশি ঋগ্বেদীয়গণের এবং পণ্ডিত পশুপতি যজুর্ব্বেদীয়গণের দশকর্ম্ম পদ্ধতি এবং শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠেয় বিষয়ের পদ্ধতি সঙ্কলন করিয়া মানবগণের ক্রিয়ানুষ্ঠান-পন্থা সুপরিষ্কৃত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ইহাঁদের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াই সকলের সমস্ত বিহিত ক্রিয়াবলী অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কালক্রমে অস্মদ্দেশে সংস্কৃত ভাষার লুপ্তপ্রচার হওয়ায় সংস্কৃত ভাষায় লিখিত উল্লিখিত পণ্ডিতগণের পদ্ধতি অনেকের নিকটই দুর্ব্বোধ হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং ক্রিয়ানুষ্ঠান-প্রণালী মাতৃভাষায় বিশদ করিয়া, বুঝাইয়া দিলে, ক্রিয়ানুষ্ঠাতৃগণের বিশেষ সুবিধা হইবে এবং ক্রিয়াকাণ্ডও যথাবিধানে অনুষ্ঠিত হইয়া অনুষ্ঠাতার বিশিষ্ট ফলপ্রদ হইবে; এই চিন্তা করিয়া আমি এক খানি ক্রিয়ানুষ্ঠান-পদ্ধতি সঙ্কলনার্থে বহুদিন যাবৎ চেষ্টা করিতেছিলাম। কিন্তু নানা বিঘ্ন বাধায় কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। আমার "শাস্ত্রপ্রচার কার্য্যালয়" হইতে নানা প্রকার শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশিত হইলেও একখানি বিশিষ্ট পদ্ধতি গ্রন্থের প্রকাশ না হওয়ায় আমার শাস্ত্রপ্রচার কার্য্য এত দিন অঙ্গহীন বলিয়া মনে করিয়াছি। সেই অভাব দূরীকরণ-মানসে অদ্য এই "সটীক পুরোহিত-সর্ব্বস্ব" প্রকাশিত হইল। আজ ষণ্মাস যাবৎ অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া এই গ্রন্থ জনসমাজে প্রকাশ করিলাম।

আমি এই গ্রন্থের সঙ্কলন কার্য্যে ভবদেব, কালেশি এবং পশুপতির দশকর্ম্ম-পদ্ধতি ও শ্রাদ্ধপদ্ধতি এবং অপরাপর পূজা, ব্রত, নিয়ম, প্রতিষ্ঠা ও অন্যান্য এই গ্রন্থনিবিষ্ট বিবিধ বিষয়ের সংকলনার্থ নানা প্রকার প্রাচীন সংস্কৃত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছি। এই গ্রন্থে আমার স্বকপোল-কল্পিত কিছুই নাই। আমি মূল পদ্ধতির পাঠ্য মন্ত্রাদি সংশোধনপূর্ব্বক অবিকল তৎসমস্ত ইহাতে লিপিবদ্ধ করিয়া অনুষ্ঠান-প্রণালী অংশের বঙ্গানুবাদ করিয়া বিশদভাবে সমস্ত বুঝাইয়া দিয়াছি।

এই গ্রন্থ পঞ্চকাণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছে। ১ম কাণ্ডে ত্রিবেদীয় বিবাহ, চূড়া,

উপনয়নাদি সমস্ত দশকর্ম্ম। ২য় কাণ্ডে বিবিধ বিষয়—অর্থাৎ আচমন হইতে আরম্ভ করিয়া হিন্দু নরনারীর যাহা কিছু কর্ত্তব্য কর্ম্ম তৎসমস্ত এবং দেব-প্রতিষ্ঠা, মঠপ্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। ৩য় কাণ্ডে সমস্ত দেব-দেবীর পূজাপদ্ধতি, ব্রত, ব্রতকথা ইত্যাদি। চতুর্থকাণ্ডে ত্রিবেদীয় শ্রাদ্ধকাণ্ড এবং পঞ্চমকাণ্ডে বহুবিষয়ের প্রমাণ প্রয়োগ, তিথি, শ্রাদ্ধ ও অশৌচ ব্যবস্থা এবং পরিশিষ্ট অংশ সমস্তই সন্নিবেশিত হইয়াছে। ফল পক্ষে, এই গ্রন্থে পুরোহিত এবং যজমানের জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয়ই নিবেশিত করিয়াছি।

এই গ্রন্থ ৭০ হইতে ৮০ ফর্ম্মার মধ্যে সমাপ্ত করিব এই প্রকার সঙ্কল্প ছিল, কিন্তু বিষয়ের অপরিহার্য্যতা নিবন্ধন সেই সঙ্কল্প স্থির রাখিতে পারিলাম না। পুস্তকখানি একশত ফর্ম্মার উপরে হইয়াছে, এই কারণেই মুদ্রণকার্য্যে বিলম্ব ঘটিয়াছে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই গ্রন্থের মুদ্রণবিষয়ে, পরম শুভাশয় শ্রীমৎ বসন্তকুমার বিদ্যানিধি আমার যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। ইহাঁর কঠোর পরিশ্রমে এবং অনুশীলনে আমি এত শীঘ্র এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছি। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, ইনি দীর্ঘ-জীবন লাভ করিয়া সদ্বিষয়ের অনুশীলনদ্বারা আত্মজীবন কৃতার্থ করুন এবং ধর্ম্মপিপাসুর আনন্দ বর্দ্ধন হউন। ইতি ১৩১৩ সন, অগ্রহায়ণ।

শ্রীপ্রসন্নকুমার শাস্ত্রী।

সূচীপত্র।

—:*:—

প্রথম কাণ্ড

দ্বিতীয় হইতে ৪র্থ কাণ্ড সমাপ্ত

পঞ্চমকাণ্ড

সূচীপত্র সমাপ্ত

সটীক

পুরোহিত-সর্ব্বস্ব।

প্রথম কাণ্ড।

সামবেদীয় সাধারণ কুশণ্ডিকা।

সকল আহুতিযুক্ত কর্ম্মেই কুশণ্ডিকাপরিশুদ্ধ অগ্নির আবশ্যক, সুতরাং প্রথমেই কুশণ্ডিকা লিখিত হইতেছে।

শর্করা (চাড়া বা খোলা) অঙ্গার, অস্থি, কেশ ও তুষাদি রহিত, পূর্ব্ব ও উত্তর দিগ্‌ভাগ কিঞ্চিৎ নিম্ন অথবা সমান, বিতান যুক্ত চারি হস্ত পরিমিত * চতুষ্কোণ ভূমি গোময় দ্বারা লেপন করিয়া হোমকর্ত্তা স্নানাদি শৌচ-কার্য্য সমাপনানন্তর আচমন করত কুশসহিত আসনে পূর্ব্বমুখ হইয়া উপবেশন-পূর্ব্বক উত্তরদিকে অভ্যুক্ষণের জন্য কুশপুষ্পযুক্ত জলপাত্র স্থাপন করিয়া দক্ষিণ হাঁটু মৃত্তিকাতে পাতিত করিয়া অগ্নিস্থাপন পর্য্যন্ত উত্তরাগ্র কুশোপরি বামহস্তের প্রাদেশ (১) ভূমিতে স্থাপন করিয়া দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলীধৃত কুশমূল দ্বারা স্থণ্ডিলের দক্ষিণভাগে নিজের অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ দ্বাদশ আঙ্গুল দীর্ঘ "ওঁ রেখেয়ং পৃথ্বীদেবতাকা পীতবর্ণা" বলিয়া একটী রেখা অঙ্কিত করিয়া, উক্ত রেখাকে পৃথিবী-দেবতা ও পীতবর্ণ চিন্তা করিবে। অনন্তর ঐ রেখার মূলপ্রদেশ হইতে একবিংশ অঙ্গুলী দীর্ঘ "ওঁ রেখেয়ং অগ্নিদেবতাকা লোহিতবর্ণা" এই মন্ত্র দ্বারা উত্তরাভিমুখী একটী রেখা দিয়া তাহাকে অগ্নিদেবতা ও লোহিত বর্ণ চিন্তা করিবে। তৎপার প্রথম দ্বাদশাঙ্গুল রেখার সাত আঙ্গুল ব্যবধানে একুশ আঙ্গুল রেখার সহিত যুক্ত করিয়া "ওঁ

---

* নিজের অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলীর চতুর্ব্বিংশতি অঙ্গুলীতে এক হস্ত হয়।

(১) অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী অঙ্গুলীর প্রসারিত পরিমাণকে প্রাদেশ কহে।

রেখেয়ং প্রজাপতিদেবতাকা কৃষ্ণবর্ণা" বলিয়া প্রাদেশ প্রমাণ পূর্ব্বাভিমুখী একটী রেখা পাত করিয়া তাহাকে প্রজাপতি-দেবতা ও কৃষ্ণবর্ণা চিন্তা করিবে। পুনর্ব্বার প্রাদেশ প্রমাণ পূর্ব্বাভিমুখী রেখার সাত অঙ্গুলী ব্যবধানে একবিংশ অঙ্গুলী রেখার সহিত সংযুক্ত করিয়া "ওঁ রেখেয়ং ইন্দ্রদেবতাকা নীলবর্ণা" এই মন্ত্রে প্রাদেশ প্রমাণ পূর্ব্বাভিমুখী একটী রেখা অঙ্কিত করিয়া তাহাকে ইন্দ্র-দেবতা ও নীলবর্ণ চিন্তা করিবে। তৎপর প্রাদেশ প্রমাণ পূর্ব্বাভিমুখী রেখার সাত আঙ্গুল ব্যবধানে একুশ অঙ্গুলী পরিমিত রেখার সহিত যুক্ত করিয়া "ওঁ রেখেয়ং সোমদেবতাকা শুক্লবর্ণা" এই মন্ত্রে পূর্ব্বাভিমুখী একটী রেখা অঙ্কিত করিয়া তাহাকে সোম-দেবতা ও শুক্লবর্ণ চিন্তা করিবে।

অনন্তর বামহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলী দ্বারা ক্রমান্বয়ে রেখাস্থ উদ্ধৃত মৃত্তিকা গ্রহণ করিয়া "প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা উৎকর-নিরসনে বিনিয়োগঃ। ওঁ নিরস্তঃ পরাবসুঃ।" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক ঈশানকোণে অরত্নি (ক) প্রমাণ ব্যবধানে নিক্ষেপ করিবে। তৎপর পূর্ব্বস্থাপিত জল দ্বারা রেখা সমুদয়কে অভ্যুক্ষণ করিয়া সন্নিহিত অগ্নি হইতে প্রজ্বলিত কাষ্ঠ গ্রহণ করিয়া "প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা অগ্নিসংস্কারে বিনিয়োগঃ। ওঁ ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিণোমি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ।" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক দক্ষিণপশ্চিমকোণে নিক্ষেপ করিবে। পুনর্ব্বার প্রজ্বলিত কাষ্ঠ গ্রহণ করিয়া "প্রজাপতির্ঋষির্বৃহতীচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বরোম্।" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক প্রথম কৃত প্রাদেশ প্রমাণ পূর্ব্বমুখী রেখার উপর আত্মাভিমুখ করিয়া অগ্নিস্থাপন করিবে। অনন্তর বামহস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে, যথা,—"ওঁ ইহৈবায় মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্। ওঁ সর্ব্বতঃ পাণিপাদান্তঃ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখঃ। বিশ্বরূপো মহানগ্নিঃ প্রণীতঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।"

তদনন্তর "ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গজঠরোঽরুণঃ। ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ।" এই মন্ত্রে অগ্নির ধ্যান করিয়া "ওঁ অগ্নে ত্বং অমুকনামাসি।" (খ) এই প্রকারে অগ্নির নামকরণ করিয়া,

---

(ক) দক্ষিণ হস্তের কনুই হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্তের পরিমাণকে অরত্নি বলে।

(খ) ক্রিয়া বিশেষে অগ্নির পৃথক পৃথক নামকরণ করিতে হয়। কোন্ কার্য্যে কি নাম প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহা সেই সেই স্থানেই দ্রষ্টব্য।

ঘৃতযুক্ত প্রাদেশ প্রমাণ ঔডুম্বর সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া পরে ব্রহ্মস্থাপন করিবেন। যথা,—সার্দ্ধদ্বয় বেষ্টনযুক্ত ঊর্দ্ধমুখ সাগ্রপঞ্চাশৎ কুশপত্র নির্ম্মিত দর্ভব্রাহ্মণ, অধীত-বেদব্রাহ্মণ, ছত্র, উত্তরীয় বস্ত্র, অথবা কমণ্ডলুকে ব্রহ্মরূপে কল্পনা করিয়া, হোমকর্ত্তা উত্থিত হইয়া জলপাত্র গ্রহণ করত, সেই জলদ্বারা ধারা দিতে দিতে অগ্নির উত্তরাংশ হইতে প্রদক্ষিণক্রমে দক্ষিণদেশে (অগ্নিকোণ সমীপে) আসিয়া অগ্নির অরত্নি প্রমাণ স্থান ব্যবধানে পূর্ব্বাভিমুখ জলধারা দিয়া সেই জলধারার উপরিভাগে ব্রহ্মার আসনের নিমিত্ত কতকগুলি পূর্ব্বাগ্র কুশ বিস্তার করিয়া পশ্চিমাভিমুখে দণ্ডায়মান থাকিবেন। তৎপরে বামহস্তের অনামা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলীর দ্বারা আস্তৃত কুশ হইতে একগাছি কুশ গ্রহণ করিয়া, "প্রজাপতিঋ র্ষিরনুষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা তৃণনিরসনে বিনিয়োগঃ। ওঁ নিরস্তঃ পরাবসুঃ।" এই মন্ত্র পাঠ করত দক্ষিণপশ্চিম কোণে নিক্ষেপ করিবেন। তদনন্তর জলস্পর্শপূর্ব্বক দক্ষিণপদ দ্বারা বামপদ আক্রমণ করত উত্তরমুখ হইয়া পূর্ব্বস্থাপিত কুশ জল দ্বারা অভ্যুক্ষিত করিয়া ব্রহ্মরূপে কল্পিত ব্রাহ্মণাদিকে স্মরণ করত "প্রজাপতিঋ র্ষিরনুষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা ব্রহ্মোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আবসোঃ সদনে সীদ।" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক কুশরচিত ব্রাহ্মণাদিকে পূর্ব্বাগ্রভাবে স্থাপন করিবে। কোন ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মা করিলে তাঁহাকে উত্তরমুখ করিয়া স্থাপন করিবেন এবং তাঁহার উপর কতকগুলি কুশ দিয়া জল দ্বারা অভ্যুক্ষণ করত কুশ ও পুষ্প দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিবেন। (পূর্ব্ব কথিত যে কোন দ্রব্য ব্রহ্মরূপে স্থাপন করিবে, তাহাকেই পূজা করিতে হইবে।) ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মরূপে স্থাপন করিলে ব্রাহ্মণ নিজেই "ওঁ সীদামি" এই কথা বলিবেন। পরে হোমকর্ত্তা পূর্ব্বপন্থা অবলম্বন করত প্রত্যাগমন করিয়া স্বীয় আসনে উপবেশনপূর্ব্বক অযজ্ঞীয় বাগ্ বচন (বৃথা বাক্য কথন) জন্য মন্ত্র পাঠ করিবেন। যদি ব্রহ্মোপকল্পিত ব্রাহ্মণ অযজ্ঞীয় বাক্য বলেন তবে, "প্রজাপতিঋ র্বির্গায়ত্রীচ্ছন্দো বিষ্ণুর্দ্দেবতা অযজ্ঞীয় বাগ্ বচননিমিত্ত জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢ়মস্য পাংশুলে।" এই মন্ত্র পাঠ করিবেন। কুশাদি রচিত ব্রহ্মস্থাপন করিলে হোমকর্ত্তা কৃত ও অকৃত দর্শনাদি ব্রহ্মকার্য্যের কর্ত্তৃত্ব নিবন্ধন স্বয়ংই উক্ত মন্ত্র পাঠ করিবেন।

যে কার্য্যের উদ্দেশে কুশণ্ডিকা করা হইতেছে, যদি সেই কার্য্যে 'চরুহোম'

থাকে, তবে এই সময় চরু পাক করিয়া, তদুপরি ঘৃতাভ্যুক্ষণ দিয়া অগ্নির উত্তরদিকে কুশোপরি স্থাপন করত ভূমি-জপাদি কার্য্য করিবেন। যথা,— অধোমুখ দক্ষিণ হস্তের উপর, অধোমুখ বামহস্ত বিপরীত ভাবে স্থাপনপূর্ব্বক হস্তদ্বয় ভূমিসংলগ্ন করিয়া, এই মন্ত্র একবার পাঠ করিবেন; যথা,—"পরমেষ্ঠী ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা ভূমিজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদং ভূমের্ভজামহে ইদং ভদ্রং সুমঙ্গলং। পরা সপত্নান্ বাধয়স্বান্যেষাং বিন্দতে ধনম্।" যদি রাত্রিতে কুশণ্ডিকা করিতে হয়, তবে মন্ত্রস্থ 'ধনং' শব্দ স্থানে 'বসু' এইরূপ পাঠ করিবে। তৎপরে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কতিপয় কুশ গ্রহণ করিয়া অগ্নির উত্তর দিক্ হইতে দক্ষিণাবর্ত্তে চতুর্দ্দিকে এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তৃণাদি মার্জ্জনপূর্ব্বক তিনবার স্থান শোধন করিবে। মন্ত্র যথা,—"কৌৎস-ঋষির্জ্জগতীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা পৃষ্ঠস্য ষড়হস্য ষষ্ঠেঽহন্যগ্নিমারুতে শস্তে পরি-সমূহনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইমং স্তোমমর্হতে জাতবেদসে রথমিব সম্মহেমা মনীষয়া ভদ্রা হি নঃ প্রমতিরস্য সংসদ্যগ্নে সখ্যে মারিষামা বয়ন্তব (১)। ওঁ ভরামেধ্মং কৃণুবামা হবীংষি তে চিতয়ন্তঃ পর্ব্বণা পর্ব্বণা বয়ং জীবাতবে প্রতরাং সাধয়া ধিয়োঽগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ন্তব (২)। ওঁ শকেম ত্বা সমিধং সাধয়া ধিয়স্তে দেবা হবিরদন্ত্যাহুতং ত্বামাদিত্যা মাবহতাং হ্যশ্ম-

---

ইমং স্তোমমিত্যাদি।—জগতীত্রয়মিদং কৌৎসঋষিরগ্নির্দ্দেবতা পৃষ্ঠস্য ষড়হস্য ষষ্ঠেঽহন্যগ্নিমারুতে শস্ত্রে পরিসমূহনে বিনিয়োগঃ। তথা চ গৃহ্যং ইমং ভরাম শকেমেতি তৃণান্ সমূহতে। অস্যার্থঃ,—ইমং স্তোমং স্তবং বয়ং সম্মহেমা মহপূজায়াং সম্যক্ পূজোপকরণযুক্তং কুর্ম্মহে। কিমর্থং. জাতবেদসে জাতবিদ্যো জাতধনো রাজা তজ্জ্ঞানে বা অগ্নিস্তদর্থং। কিম্ভূতায় অর্হতে স্তুতিযোগ্যায় কয়া মনীষয়া প্রজ্ঞয়া রথমিব। সারথিরিব হি যস্মাৎ নোঽস্মাকং অস্যাগ্নেঃ সকাশাৎ প্রসাদাদ্বা ভদ্রা কল্যাণী সুখাবহা প্রমতি প্রকৃষ্টা বুদ্ধিঃ সংসদি জন-সমাজে জায়তে যয়া বয়মপি স্তোতুং জানীমঃ। তস্মাৎ হে অগ্নে! তব সখ্যে মিত্রত্বে স্থিতা বয়ং কেনচিৎ দুরাত্মনা মারিষ্কমা মাং হিংস্যামহে। সম্মহেমা মারিষ্কমা ইতি ঋচিতি-ত্যাদি সূত্রেণ দীর্ঘঃ। (১)। ভরামেধ্মমিত্যাদি।—তদর্থং ইধ্মং যজ্ঞদারু ভরাম আহরাম হবীংষি চরুপ্রভৃতীনি পর্ব্বণা পর্ব্বণি পর্ব্বণি চিতয়ন্তঃ উৎপাদয়ন্তঃ কৃণুবামা সম্পাদয়ামঃ নির্ব্বপামেতি যাবৎ। তথা চ শ্রুতিঃ—অমাবস্যায়াং অমাবাস্যেন যজেৎ। পৌর্ণমাস্যাং পৌর্ণমাসেনেতি। কিমর্থং প্রতরাং অতিশয়েন অর্থাৎ সুদীর্ঘকালং জীবাতবে জীবনায়। কিঞ্চ সাধয়া ধিয়ঃ। ধীরিতি কর্ম্মণো নাম অস্মাভিঃ ক্রিয়মাণানি সাধয় সফলানি কুরু। অগ্নে সখ্যে ইত্যাদেঃ পূর্ব্ববদেবার্থঃ। ভরামেতি হগ্রহোর্ভশ্ছন্দসীতি ভত্বং। কৃণুবামা ইতি ঋচিতিত্যাদিনা দীর্ঘঃ। পর্ব্বণা পর্ব্বণা ইতি সুপাং সুপ্ ইত্যাদিনা সপ্তম্যাঃ স্থানে আ। সাধয়া ইতি অন্যেষামপীতি দীর্ঘঃ (২)। শকেমিত্যাদি,—হে অগ্নে। অস্মাকং

স্যগ্নে সখ্যে মারিষামা বয়ন্তব (৩)।” এই মন্ত্র তিনটীর ঋষ্যাদি এক রূপ জানিবে। এই মন্ত্র পাঠ করত মার্জ্জনকুশসমূহ ঈশানকোণে নিক্ষেপ করিবে।

তদনন্তর পূর্ব্বাদি প্রত্যেক দিকের জন্য সাতাইশ (২৭) গাছি হিসাবে ১০৮ গাছি ছিন্নমূল ও সমানাগ্র কুশ সংগ্রহ করিবে। আচ্ছাদনে প্রত্যেক কুশ পূর্ব্বাগ্র থাকিবে এবং পূর্ব্ববর্ত্তী কুশের অগ্রভাগ দ্বারা পরবর্ত্তী কুশের মূলভাগ আচ্ছাদিত থাকিবে। প্রথমতঃ স্থণ্ডিলের পূর্ব্বদিকে উত্তরাংশে তিনগাছি পূর্ব্বাগ্রকুশ স্থাপন দ্বারা উপরের কুশের মূলদেশ আচ্ছাদন করিয়া আরো তিনগাছি কুশের মূলদেশের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধস্থানে ভাঙ্গিয়া ঐ কুশদ্বারা উপরের কুশের মূল আচ্ছাদন করিবে এবং এই কুশের দ্বারা ইহারও মূল আচ্ছাদিত করিবে, পরে পূর্ব্ব কুশাচ্ছাদনের সমশী-র্ষক কিঞ্চিৎ দক্ষিণে পূর্ব্ববৎ ঊর্দ্ধ হইতে অধঃক্রমে অপর নয় গাছি কুশ স্থাপন করিবে। তৎপরে পূর্ব্বদিকে দক্ষিণাংশে পূর্ব্বের ন্যায় ঊর্দ্ধ হইতে অধঃ ক্রমে অপর নয়গাছি কুশ আস্তৃত করিবে। এই প্রকারে অগ্নির দক্ষিণ দিকে পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমদিক্ পর্য্যন্ত, পশ্চিমদিকে দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরদিক্ পর্য্যন্ত, এবং উত্তরদিকে পূর্ব্বদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমদিক্ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব কথিত নিয়মানুসারে কুশ আস্তরণ করিবে।

তৎপর পূর্ব্বাদি দিকৃক্রমে দশদিকে নিম্ন লিখিত মন্ত্রে আতপ তণ্ডুল বিক্ষিপ্ত করিবে। যথা,—“ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা, ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা, ওঁ যমায় স্বাহা, ওঁ নৈর্ঋ-তায় স্বাহা, ওঁ বরুণায় স্বাহা, ওঁ বায়বে স্বাহা, ওঁ কুবেরায় স্বাহা, ওঁ ঈশানায় স্বাহা, ওঁ অনন্তায় স্বাহা, ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা।” অতঃপর খদির (খয়ের), পলাশ বা যজ্ঞডুমুর ইহাদিগের অন্যতম প্রাদেশ প্রমাণ বিংশতি কাষ্ঠ গ্রহণ করিয়া তন্মধ্যে ঘৃত ধারা দিয়া প্রজাপতিকে মনে মনে ধ্যান করিয়া হোতা কিঞ্চিৎ উত্থিত হইয়া অমন্ত্রক অগ্নিতে আহুতি দিবেন। পরে আস্তরণ কুশ

ধিয়ঃ কর্ম্মাণি বৃক্কীর্ব্বা সাধয়া দেবারাধনযোগ্যানি সম্পাদয়। যথা বয়ং ত্বা ত্বাং সমিধং বারি রক্ষিতুং শকেম শক্নুয়াম। তে ত্বয়ি হুতং হবির্দ্দেবা ইন্দ্রাদয়োঽদন্তি ভক্ষয়ন্তি তন্মুখত্বা-ত্তেষাং। অতস্ত্বং আদিত্যান্ অদিতেঃ পুত্রান্ দেবান্ আবহ আবাহয়। হি যস্মাত্তান্ আদিত্যান্ বয়ং উশ্মসি কাময়ামহে উদ্দেশ্যত্বেনেচ্ছামঃ। শাকমেতি লিঙ্যালিঙ্ শিষ্যঙ্। সমিধমিতি তুমর্থে শকিন্নুমকস্থনাবিতি কস্থন্। সাধয়া ইতি স্বন্যেষামপি দৃশ্যতে ইতি দীর্ঘঃ। তে ইতি সপ্তম্যর্থে ষষ্ঠী আদিত্যাৎ ইতি দীর্ঘাদি চ সমান ইতি মত্বং। আমিতি মলোপঃ আতোঽচনিত্যমিতি অনুনাসিকং। উষ্মসীতি বস কান্তৌ গ্রহীজ্যাদীনাং সম্প্রসারণং। ইদন্তোমসীতি ইকারান্তা (৩)।

হইতে সাগ্র দুইগাছি কুশপত্র গ্রহণ করিয়া তাহা অপর কুশ দ্বারা বেষ্টন করত "প্রজাতির্ঋষিঃ পবিত্রে দেবতে পবিত্রচ্ছেদনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ।" এই মন্ত্রে প্রাদেশ প্রমাণ পবিত্র নখব্যতিরেকে ছেদন করিয়া এবং "প্রজাপতির্ঋষিঃ পবিত্রে দেবতে পবিত্রমার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্ণুর্ম্মনসা পূতে স্থঃ।" এই মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিয়া তাম্রাদি নির্ম্মিত পাত্রে উহা (উক্ত পবিত্র) স্থাপন করিয়া তাহাতে হোমার্থ ঘৃত রক্ষা করিবে। তৎপর উক্ত কুশপত্রদ্বয়ের (পবিত্রের) অগ্রভাগ দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা এবং মূলদেশ বামহস্তের অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলির দ্বারা গ্রহণ করিয়া অধোমুখ বামহস্তের উপরিভাগ দিয়া বামহস্তের সমভাবে দক্ষিণ হস্ত অধোমুখ করিয়া "প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ আজ্যং দেবতা আজ্যোৎপবনে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেবস্ত্বা সবিতোৎপুনাত্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ স্বাহা।" এই মন্ত্রে কুশপত্র দ্বয়ের মধ্যভাগ দ্বারা ঘৃত আলোড়িত করত অগ্নিতে একবার আহুতি দিবে এবং উক্ত ঘৃত দ্বারা মন্ত্র ভিন্ন দুইবার আহুতি দিবে। তৎপর উক্ত কুশপত্রদ্বয়কে জলের দ্বারা অভ্যুক্ষণ করত অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। তদনন্তর ঘৃত সহিত পূর্ব্ব সংগৃহীত তাম্রপাত্রকে জল দ্বারা মার্জ্জন, অগ্নির উপর স্থাপন এবং অগ্নি হইতে নামাইয়া উত্তর দিকে মৃত্তিকায় স্থাপন করিবে। ইহাকে আজ্য সংস্কার বলে। এইরূপ তিনবার করিতে হয়। তৎপর অঙ্গুষ্ঠপর্ব্ব পরিমিত গর্ত্তযুক্ত খদির, পলাশ বা যজ্ঞডুমুর নির্ম্মিত অরত্নি প্রমাণ স্রুব গ্রহণ করিয়া আজ্য সংস্কারের নিয়মানুসারে তিনবার উহাকে সংস্কার করিবে। ইহাকে স্রুব সংস্কার বলে।

যে স্থলে চরু হোম আছে, সেই স্থলে অগ্নির পশ্চিমভাগে চরুস্থালী অবতারণপূর্ব্বক আস্তরণ কুশের উপরে প্রথমত আজ্যস্থালী, পরে চরুস্থালী স্থাপন করিবে। তদনন্তর হোমকর্ত্তা দক্ষিণ জানু ভূমিতে পাতিত করিয়া এক অঞ্জলি জলগ্রহণপূর্ব্বক "প্রজাপতির্ঋষিরদিতির্দ্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অদিতেঽনুমন্যস্ব।" এই মন্ত্রপাঠ করিয়া অগ্নির দক্ষিণ ভাগে পশ্চিম হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত ঐ অঞ্জলিস্থিত জলধারা দিবে। পুনরপি "প্রজাপতির্ঋষিরনুমতির্দ্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অনুমতেঽনুমন্যস্ব।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অগ্নির পশ্চিম দিক্ ভাগে দক্ষিণ হইতে উত্তর দিক্ পর্য্যন্ত এবং "প্রজাপতির্ঋষিঃ সরস্বতী দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ সরস্বত্য-

স্বমন্যস্ব।" এই মন্ত্রে অগ্নির উত্তর ভাগে পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অঞ্জলিস্থিত জলের ধারা দিবে। পুনর্ব্বার জল গ্রহণ করিয়া "প্রজাপতির্ঋষিঃ সবিতা দেবতা অগ্নিপর্য্যুক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞং প্রসুব যজ্ঞপতিং ভগায় দিব্যো গন্ধর্ব্বঃ কেতপূঃ কেতন্ন পুনাতু বাচস্পতির্ব্বাচন্ন স্বদতু।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দক্ষিণাবর্ত্ত ক্রমে অগ্নির বেষ্টন করিবে। তদনন্তর হোমকর্ত্তা দক্ষিণ জানু ভূমি হইতে উত্তোলনপূর্ব্বক দক্ষিণ হস্ত উপরে ও বাম হস্ত নীচে রাখিয়া ফলপুষ্পযুক্ত কুশমুষ্টি গ্রহণ করিবেন; যদি কাম্যকর্ম্মার্থ কুশণ্ডিকা হয়. তবে এই সময়ে এই মন্ত্রটী পাঠ করিবেন।"—ওঁ তপশ্চ তেজশ্চ শ্রদ্ধা চ হ্রীশ্চসত্যঞ্চাক্রোধশ্চ ত্যাগশ্চ ধৃতিশ্চ ধর্ম্মশ্চ সত্ত্বঞ্চ বাক্ চ মনশ্চাত্মা চ ব্রহ্ম চ তানি প্রপদ্যে তানি মম বন্তু। পরে বিরূপাক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন। যদি কাম্যকর্ম্মার্থ কুশণ্ডিকা না হয়, তবে কেবল বিরূপাক্ষ জপই করিবেন। মন্ত্র যথা,—

"পরমেষ্ঠী ঋষী রুদ্ররূপোঽগ্নির্দ্দেবতা বিরূপাক্ষজপে বিনিয়োগঃ। ওঁভূর্ভুবঃ স্বরোম্ মহান্তমাত্মানং প্রপদ্যে বিরূপাক্ষোঽসি দন্তাঞ্জিস্তস্য তে শয্যা পর্ণে গৃহান্তরীক্ষে বিমিতং হিরণ্ময়ং তদ্দেবানাং হৃদয়ান্যয়স্ময়ে কুম্ভোঽন্তঃ সন্নিহিতানি তানি বলভৃচ্চ রক্ষতোঽপ্রমণী অনিমিষতত্ সত্যং যত্তে দ্বাদশপুত্রাস্তে ত্বা সম্বৎসরে সম্বৎসরেণ কামপ্রেণ যজ্ঞেন যাজয়িত্বা পুনর্ব্রহ্মচর্য্য মুপযন্তি ত্বং দেবেষু ব্রাহ্মণোঽস্যহং মনুষ্যেষু ব্রাহ্মণোবৈ ব্রাহ্মণমুপধাবামি জপতং মা মা প্রতিজাপী-র্জুহ্বন্তং মা মা প্রতিহৌষীঃ কুর্ব্বন্তং মা মা প্রতিকার্ষীস্ত্বাং প্রপদ্যে ত্বয়া প্রসূত ইদং কর্ম্ম করিষ্যামি তন্মে রাধ্যতাং তন্মে সমৃধ্যতাং তন্ম উপপদ্যতাং সমুদ্রো মা বিশ্বব্যচা ব্রহ্মাঽনুজানাতু তুথো মা বিশ্ববেদা ব্রহ্মণঃ পুত্রোঽনুজানাতু শ্বাত্রো মা প্রচেতা মৈত্রাবরুণো হ্যনুজানাতু তস্মৈ বিরূপাক্ষায় দন্তাঞ্জয়ে সমুদ্রায় বিশ্বব্যচসে তুথায় বিশ্বদেবসে প্রচেতসে সহস্রাক্ষায় ব্রহ্মণঃ পুত্রায় নমঃ।"

এই মন্ত্র জপ করিয়া গৃহীত কুশমুষ্টি স্থণ্ডিলের ঈশানকোণে ত্যাগ করিয়া-ফল ও পুষ্প ব্রাহ্মণকে সমর্পণ করিবেন।

সামবেদীয় সাধারণ কুশণ্ডিকা সমাপ্ত ॥ * ॥

প্রকৃত কর্ম্ম।

প্রাগুক্ত বিধানে কুশণ্ডিকা করিয়া পরে প্রকৃত কর্ম্ম আরম্ভ করিবে, সুতরাং এখন প্রকৃত কর্ম্ম লিখিত হইতেছে। প্রকৃত কর্ম্ম বলিতে যে কার্য্য

করিবার উদ্দেশ্যে হোম আরম্ভ করা হইয়াছে, সেই কর্ম্ম.—যেমন উপনয়ন, বিবাহ, ব্রত-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি। প্রথমত প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া মহাব্যাহৃতি হোম করিবে।

মহাব্যাহৃতিহোম যথা,—"প্রজাপতিঋ র্ষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ ভূঃ স্বাহা। প্রজাপতিঋ র্ষিরুষ্ণিক্‌-ছন্দো বায়ুর্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ ভুবঃ স্বাহা। প্রজাপতিঋ র্ষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ স্বঃ স্বাহা।" এই তিনিটী মন্ত্র দ্বারা তিনবার ঘৃতাহুতি দিয়া পরে "প্রজাপতিঋ র্ষির্ বৃহতীচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা ব্যস্ত-সমস্ত-মহাব্যাহৃতি-হোমে বিনিয়োগঃ ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা"। এই মন্ত্রে একবার ঘৃতাহুতি দিবে।

প্রকৃত কর্ম্মে যদি চরুহোম থাকে, তবে প্রথমে চরুহোম সমাপন করিয়া পরে উক্ত মহাব্যাহৃতিহোম করিবে।

তদনন্তর প্রকৃত কর্ম্ম সমাপন করিয়া পুনরায় উল্লিখিত মন্ত্রে ব্যস্ত সমস্ত মহাব্যাহৃতি হোম করিবে। তৎপর প্রাদেশপ্রমাণ একটী ঘৃতাক্ত সমিধ্ অগ্নিতে মন্ত্রভিন্ন আহুতি দিয়া শাট্যায়নহোমাদি বামদেব্যগানান্ত সর্ব্ব কর্ম্ম-সাধারণীয় উদীচ্য কর্ম্ম করিবে।

যথা,—সঙ্কল্প পাত্র দক্ষিণ হস্তে লইয়া সঙ্কল্প করিবে,—

ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুক কর্ম্মণি যৎকিঞ্চিদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ-প্রশমনায় শাট্যায়নহোমমহং কুর্ব্বীয়।

হাত যোড় করিয়া বলিবে, "অগ্নে ত্বং বিধুনামাসি" এইরূপে অগ্নির "বিধু" এই নামকরণপূর্ব্বক অগ্নির ধ্যান করিবে। যথা,—

ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গজঠরোঽরুণঃ। ছাগস্থঃ সাক্ষ-সূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ॥

এইরূপে অগ্নির ধ্যান করিয়া 'বিধুনামাগ্নে ইহা গচ্ছাগচ্ছ" বলিয়া আবাহন করত পূজা করিবে এবং তৎপর অগ্নিতে একটী ঘৃতাক্ত প্রাদেশ প্রমাণ সমিধ্ অমন্ত্রক আহুতি দিয়া পূর্ব্ববৎ মহাব্যাহৃতিহোম করিয়া শাট্যায়ন-হোমরূপ প্রায়শ্চিত্ত-হোম করিবে। যথা,—

"প্রজাপতিঋ র্ষিরগ্নির্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ পাহি-

নোহগ্ন এনসে স্বাহা। প্রজাপতিঋ'ষির্ব্বিশ্বে দেবা দেবতা প্রায়শ্চিত্ত-হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ পাহি নো বিশ্ববেদসে স্বাহা। প্রজাপতিঋ'ষির্ব্বি-ভাবসুর্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যজ্ঞং পাহি বিভাবসো স্বাহা। প্রজাপতিঋ'ষিঃ শতক্রতুর্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ সব্যং পাহি শতক্রতো স্বাহা। প্রজাপতিঋ'ষিরনুষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নি-র্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ পাহি নোঽগ্ন একয়া পাহ্যুত দ্বিতীয়য়া পাহি গীর্ভিস্তিসৃভিরূর্জ্জাং পতে পাহি চতসৃভির্ব্বসো স্বাহা। প্রজাপতিঋ'ষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্ত-হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ পুনরূর্জ্জা নিবর্ত্তস্ব পুনরগ্ন ইষায়ুষা পুনর্নঃ পাহ্যংহসঃ স্বাহা। প্রজাপতিঋ'ষিরনুষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্ত-হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ সহর্জ্জা নিবর্ত্তস্বাগ্নে পিন্বস্ব ধারয়া বিশ্বপ্স্যা বিশ্বতঃ পরি স্বাহা। প্রজাপতিঋ'ষিরনুষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্ত-হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অজ্ঞাতং যদনাজ্ঞাতং যজ্ঞস্য ক্রিয়তে মিথঃ। অগ্নে তদস্য কল্পয় ত্বং হি বেত্থ যথাযথং স্বাহা। প্রজাপতি-ঋ'ষিঃ পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরিতা বভূব। যৎ-কামাস্তে জুহুমস্তন্নোঽস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাং স্বাহা।

তৎপরে প্রায়শ্চিত্ত হোম ঘৃতদ্বারা করিতে হয়। প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত একটী সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে আহুতি দিয়া পূর্ব্ববৎ মহাব্যাহৃতি হোম করিবে। অনন্তর নবগ্রহ হোম করিবে।

ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ হিরণ্য-য়েন সবিতা রথেন দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্ স্বাহা। সূর্য্য ১। ওঁ আপ্যায়স্ব স মে তু তে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্ণ্যং ভবা বাজস্য সঙ্গথে স্বাহা। চন্দ্র ২। ওঁ অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়মপাং রেতাংসি জিম্নতি স্বাহা। মঙ্গল ৩। ওঁ অগ্নে বিবস্ব-দুষসশ্চিত্রং রাধোঽমর্ত্ত্য আদাশুষে জাতবেদো বহা ত্বমাদ্যা দেবা উষর্বুধঃ স্বাহা। বুধ ৪। ওঁ বৃহস্পতে পরিদীয়া রথেন রক্ষোহা মিত্রা অপবাধমানঃ প্রভঞ্জৎ সেনাঃ প্রমৃণো যুধা জয়ন্নস্মাকমেধ্যবিতা

স্বাহা। বৃহস্পতি ৫। ওঁ শুক্রন্তেহন্যদ্‌যজতন্তেহন্যদ্বিষুরূপেহহনী দ্যৌরিবাসি। বিশ্বা হি ময়া অবসি স্বধাবন্ ভদ্রা তে পুষন্নিহ রাতিরস্তু স্বাহা। শুক্র ৬। ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে শন্নো ভবন্তু পীতয়ে শংযোরভিস্রবন্তু নঃ স্বাহা। শনি ৭। ওঁ কয়ানশ্চিত্র আভুব দূতী সদাবৃধঃ সখাকয়া সচিষ্টয়া বৃতা স্বাহা। রাহু ৮। ওঁ কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে পেশো মর্য্যা অপেশসে সমুষদ্ভি রজায়থা স্বাহা। কেতু ৯।

এইরূপে নবগ্রহের হোম সমাপন করিয়া তৎপর ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালের হোম করিবে। যথা,—

ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা। ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা। ওঁ যমায় স্বাহা। ওঁ নৈর্ঋতায় স্বাহা। ওঁ বরুণায় স্বাহা। ওঁ বায়বে স্বাহা। ওঁ কুবেরায় স্বাহা। ওঁ ঈশানায় স্বাহা। ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা। ওঁ অনন্তায় স্বাহা।

অতঃপর প্রত্যক্ষদেবতার * হোম করিয়া একটী ঘৃতাক্ত সমিধ্ মন্ত্রভিন্ন অগ্নিতে আহুতি দিয়া দক্ষিণ জানু ভূমিতে পাতিত করিয়া জলাঞ্জলি গ্রহণ করত নিম্ন মন্ত্রে অগ্নি পর্য্যুক্ষণ করিবে। যথা,—

প্রজাপতিঋর্ষিগায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা অগ্নিপর্য্যুক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞং প্রসুব যজ্ঞপতিং ভগায় দিব্যো গন্ধর্ব্বঃ কেতপূঃ কেতন্নঃ পুনাতু বাচস্পতির্ব্বাচন্নঃ স্বদতু।

উপরোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া হস্তস্থিত জলাঞ্জলি দ্বারা দক্ষিণাবর্ত্তক্রমে অগ্নি বেষ্টন করিয়া পুনরপি জলাঞ্জলি গ্রহণ করত পাঠ করিবে,—

প্রজাপতিঋর্ষিরদিতির্দ্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অদিতেঽনুমন্যস্ব।

উক্ত মন্ত্রে স্থণ্ডিলের দক্ষিণ ভাগে পশ্চিমদিক্ হইতে পূর্ব্বদিক্ পর্য্যন্ত গৃহীত জলাঞ্জলি ধারা দিবে; পুনরায় জলাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া পাঠ করিবে,—

প্রজাপতিঋর্ষিরনুমতির্দ্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অনুমতেঽনুমন্যস্ব।

* ওঁ নারায়ণায় স্বাহা। ওঁ লক্ষ্মৈ স্বাহা। ওঁ সরস্বত্যৈ স্বাহা। ওঁ ষষ্ঠ্যৈ স্বাহা। [illegible] স্বাহা। ওঁ শনমাধে স্বাহা। ওঁ গঙ্গায়ৈ স্বাহা।

উক্ত মন্ত্রে অগ্নির পশ্চিমে দক্ষিণ হইতে উত্তর পর্য্যন্ত গৃহীত জলাঞ্জলি-ধারা দিয়া পুনার্ব্বার জলাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিবে,—

প্রজাপতির্ঋষিঃ সরস্বতী দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ সরস্বত্যন্বমংস্থাঃ।

উক্ত মন্ত্রে গৃহীত জলাঞ্জলি দ্বারা অগ্নির উত্তর ভাগে পশ্চিমকোণ হইতে পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জলধারা দিবে।

অনন্তর হোতা উত্তান (চিৎ) ভাবাপন্ন হস্তদ্বয় দ্বারা মুট করিয়া প্রাদেশ প্রমাণ কতিপয় আস্তরণ কুশ গ্রহণ করত নিম্ন মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া কুশগুলির অগ্র, মধ্য এবং মূলে ঘৃত লাগাইবে। মন্ত্র,—

প্রজাপতির্ঋষির্ব্বয়োদেবতা দর্ভতৃণাভাঞ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অক্তং রিহানা ব্যন্তু বয়ঃ।

অতঃপর ঐ সমুদয় কুশ জলের দ্বারা অভ্যুক্ষণ করত নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিবে। মন্ত্র যথা,—

প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দো রুদ্রো দেবতা দর্ভজুটিকাহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যঃ পশূনামধিপতী রুদ্রস্তন্তিচরোবৃষা। পশূনস্মাকং মা হিংসী রেতদস্তু হুতং তব স্বাহা।

পরে কুশগুলি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। তৎপর পূর্ণাহুতি দিবে। যথা,—

"অগ্নে ত্বং মৃড়নামাসি" এই বলিয়া অগ্নির নামকরণ করিয়া আবাহন করত গন্ধ, মাল্য, বস্ত্র ও তাম্বূলাদি দ্বারা অগ্নির, অর্চ্চনা করিয়া ফলপুষ্পযুক্ত ঘৃত কুশিতে লইয়া দণ্ডায়মান হইয়া নিম্ন মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক আহুতি দিবে। মন্ত্র যথা,—

প্রজাপতির্ঋষির্ব্বিরাড় গায়ত্রীচ্ছন্দঃ ইন্দ্রো দেবতা যশস্কামস্য যজনীয়প্রয়োগে বিনিয়োগঃ। ওঁ পূর্ণহোমং যশসে জুহোমি যোঽস্মৈ জুহোতি বরমস্মৈ দদাতি বরং বৃণে যশসা ভামি লোকে স্বাহা।

তৎপর ব্রহ্মদক্ষিণার্থ পূর্ণপাত্র উৎসর্গ করিয়া দিবে। যথা,—

"এতে গন্ধপুষ্পে পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যায় নমঃ" এইরূপে গন্ধপুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া কুশবারিদ্বারা অভ্যুক্ষণ করতঃ "বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি, অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুক-কর্ম্মাঙ্গভূতহোমকর্ম্মণি ব্রহ্ম-

কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যং ব্রহ্মণে তুভ্যমহং সম্প্রদদানি। এইরূপে দক্ষিণান্ত করিয়া "চতুর্ব্বদনসম্পন্ন-চতুর্ব্বেদকুটুম্বিনে। দ্বিজানুষ্ঠানসৎকর্ম্মসাক্ষিণে ব্রহ্মণে নমঃ।" এই মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে "ওঁ ত্বমগ্নে সর্ব্বভূতানামন্তশ্চরসি পাবকঃ। হব্যং বহসি দেবানামতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে। ওঁ পিঙ্গাক্ষ লোহিতগ্রীব প্রতাংপিংশ্চ হুতাশন। সাক্ষী ত্বং পুণ্যপাপানাং ধনঞ্জয় নমোঽস্তু তে।" এই মন্ত্রে প্রণাম করিবে।

অনন্তর "ব্রহ্মন্ ক্ষমস্ব" বলিয়া কুশব্রাহ্মণকে বিসর্জ্জন করিবে। অতঃপর "অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ" এই মন্ত্রে অগ্নিকে বিসর্জ্জন করত অগ্নির ঈশান কোণে দুগ্ধাদি নিক্ষেপ করিয়া "ওঁ পৃথ্বি ত্বং শীতলা ভব" বলিবে।

তৎপরে স্রুব দ্বারা স্থণ্ডিলের ঈশান কোণ হইতে ভস্ম গ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিত স্থান সমূহে নিম্নলিখিত মন্ত্রে তিলক করিবে। মন্ত্র যথা,—

ললাটে ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং। কণ্ঠে ওঁ যমদগ্নেস্ত্র্যায়ুষং। বাহুমূলে ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং। হৃদয়ে ওঁ তন্মেঽস্তু ত্র্যায়ুষং।

অতঃপর পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিয়া "মহাবামদেব্য ঋষির্ব্বিরাড্ গায়ত্রী ছন্দ ইন্দ্রোদেবতা শান্তিকর্ম্মণি জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ কয়ানশ্চিত্র আভুব দূতি সদা বৃধঃ সখা কয়া সচিষ্টয়া বৃতা। ওঁ কস্ত্বা সত্যো মদানাং মংহিষ্টোমৎসদন্ধসঃ দৃঢ়াচিদারুজে বসু। ওঁ অভীষুণঃ সখীনামবিতা জরিতৄণাং। শতং ভবাঃ স্যূতয়ে। ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি ন স্তার্ক্ষ্যোঽরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দ্দধাতু ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি।" এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া শান্তি করিবে। অনন্তর দক্ষিণা, অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বিষ্ণুস্মরণ করিবে।

সামবেদী বিবাহকর্ম্ম। *

বিবাহ সংস্কারের প্রথমেই জ্ঞাতিকর্ম্ম কর্ত্তব্য। সুতরাং প্রথমতঃ জ্ঞাতি-

---

* সংসারক্ষেত্রে মানবজীবনের বিবাহ একটী প্রধান সংস্কার। চতুর্ব্বর্ণ বা সঙ্কর জাতি, সকলেরই ইহাতে অধিকার আছে। বিবাহ আট প্রকার, তন্মধ্যে শাস্ত্রোক্ত এই বিধিবোধিত বিবাহই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই সংস্কারের—পাণিগ্রহণের যে কি মহৎ উদ্দেশ্য, তাহা মন্ত্রগুলির মহত্ত্ব ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। [illegible] সম্যক্ প্রবৃত্ত হইলুম না।

কর্ম্ম কথিত হইতেছে, যথা।—প্রথমতঃ বিবাহদিবসে পিতৃসপিণ্ড বা কোন সুহৃৎ মুগ, যব, মাষকলাই ও মসুরের সূক্ষ্মচূর্ণ সমূহ একত্র করিয়া কন্যার শরীরে মাখাইয়া "প্রজাপতির্ঋষিঃ প্রস্তাবপঙ্ক্তিশ্ছন্দঃ কামো দেবতা জ্ঞাতিকর্ম্মণি কন্যায়াঃ শরীরপ্লাবনে বিনিয়োগঃ। ওঁ কামদেব তে নাম মদো নামাসি সমানয়ামুং। ('অমুং' স্থলে পতির দ্বিতীয়ান্ত নাম উল্লেখ করিবে)। পরে "সুরা তেঽভবৎ পরমত্র জন্মাগ্নে তপসো নির্ম্মিতোঽসি স্বাহা।" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক জলপূর্ণ কলসী দ্বারা কন্যাকে স্নান করাইবে। তৎপরে "প্রজাপতির্ঋষির্মধ্যে জ্যোতির্জ্জগতীচ্ছন্দ উপস্থরূপঃ কামো দেবতা জ্ঞাতিকর্ম্মণি কন্যায়া উপস্থপ্লাবনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইমন্ত উপস্থং মধুনা সংসৃজামি প্রজাপতের্ম্মুখমেতদ্দ্বিতীয়ং। তেন পুংসোঽভিভবসি সর্ব্বানবশান্ বশিন্যসি রাজ্ঞী স্বাহা।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া কিঞ্চিৎ জল কন্যার মস্তকে দিয়া ক্রোড়দেশে প্রচুর জল দিবে। যেন তদ্দ্বারা কন্যার উপস্থ দেশ প্লাবিত হয়। তদনন্তর পুনর্ব্বার "প্রজাপতির্ঋষিরুপরিষ্টাৎ জ্যোতিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ উপস্থরূপঃ কামো দেবতা জ্ঞাতিকর্ম্মণি কন্যায়া উপস্থপ্লাবনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিং ক্রব্যাদমকৃণ্বন্ গৃহাণাঃ স্ত্রীণামুপস্থমৃষয়ঃ পুরাণাস্তেনাজ্যমকৃন্বং ত্রৈশৃঙ্গং ত্বাষ্ট্রং ত্বয়ি তদ্দধাতু স্বাহা।" এই মন্ত্র দ্বারা পূর্ব্ববৎ কিঞ্চিৎ জল মস্তকে দিয়া ক্রোড়ে বহুতর জল দিবে। এরূপ ভাবে জল দিবে, যেন তদ্দ্বারা উপস্থদেশ প্লাবিত হয়।

জ্ঞাতিকর্ম্ম সমাপ্ত।

সম্প্রদান।

বিবাহদিবসে সম্প্রদাতা নিত্যক্রিয়াসমাপন পূর্ব্বক বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ (শ্রাদ্ধ প্রকরণ দেখ) করিয়া শুভলগ্নে সম্প্রদান শালার উত্তরদিকে স্ত্রীগবী বন্ধন করত বিষ্টরাদি সজ্জিত করিয়া পশ্চিমাভিমুখে উপবেশন করিবেন। *

পরে বর সমাগত হইলে দাতা দুইবার আচমন করত কুশহস্তে "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্।" এই মন্ত্র পাঠ করিবেন।

* দেশভেদে সম্প্রদাতার ও বরের বসিবার নিয়ম স্বতন্ত্র। যাঁহার দেশে যেরূপ ব্যবহার আছে, তিনি তাহাই করিবেন।

অনন্তর গণেশাদি দেবতাগণকে গন্ধপুষ্প প্রদান করিবেন, যথা—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গণপতয়ে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আদিত্যাদিনবগ্রহেভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শিবাদিপঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ইন্দ্রাদি-দশদিক্‌পালেভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ প্রজাপতয়ে নমঃ; এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ।

অতঃপর সম্প্রদাতা আতপ তণ্ডুল হস্তে লইয়া বলিবেন, "ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শুভবিবাহকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু।" তৎপর জামাতা, (অন্য কার্য্যে ব্রাহ্মণগণ) তিনবার "ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং। এইরূপ বলিলেন। পুনরায় দাতা বলিবেন—"ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শুভবিবাহকর্ম্মণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু।" পরে বর পূর্ব্ববৎ "ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি" বলিবেন। পরে সংপ্রদাতা, বলিবেন, "ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শুভ-বিবাহকর্ম্মণি ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু।।" তৎপর বর পূর্ব্ববৎ বলিবেন, ওঁ ঋদ্ধ্যতাং ওঁ ঋদ্ধ্যতাং ওঁ ঋদ্ধ্যতাং।

তদনন্তর কন্যাদাতা স্ববেদোক্ত স্বস্তিবাচন * করত "ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহঃক্ষপা। পবনো দিক্‌পতির্ভূমি রাকাশং খচরামরাঃ। ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিং।" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক বিষ্ণুস্মরণ করিয়া বরের দিকে দৃষ্টিপাত করত কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবেন, "ওঁ সাধু ভবানাস্তাং" বর—'ওঁ সাধ্বহমাসে' বলিবেন। দাতা—"ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তং।" বলিলে, বর "ওঁ অর্চ্চয়" বলিবেন। পরে দাতা আচারানুসারে জামাতার হস্তে গন্ধপুষ্প, অঙ্গুরীয়ক, যজ্ঞোপবীত ও বস্ত্র 'এতানি গন্ধপুষ্পযজ্ঞোপ-বিতাঙ্গুরীয়কবাসাংসি বরায় নমঃ" বলিয়া দিবেন, জামাতা "ওঁ স্বস্তি" বলিয়া গ্রহণ করিবেন। বরকে এই সময়ে যজ্ঞোপবীতটী ও নূতন বস্ত্র পরিধান করাইবে।

অনন্তর দাতা কিঞ্চিৎ আতপ তণ্ডুল লইয়া দক্ষিণহস্তদ্বারা বরের দক্ষিণজানু স্পর্শ করিয়া "বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রং অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রং অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রং, অমুকগোত্রং অমুকপ্রবরং শ্রীঅমুকদেব-শর্ম্মাণং বরং অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং অমুক-

* স্বস্তিবাচন ২য় কাণ্ডে দ্রষ্টব্য।

গোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং শ্রীমতীং অমুকীদেবীং শুভবিবাহেন দাতুমেভিঃ পাদ্যাদিভিরভ্যর্চ্চ্য বরত্বেন ভবন্তমহং বৃণে” এইরূপ বাক্য করিবেন। বর –ওঁ বৃতোঽস্মি” বলিবেন। সম্প্রদাতা—ওঁ “যথাবিহিতং বিবাহকর্ম্ম কুরু।” বলিবেন। জামাতা—ওঁ ‘যথাজ্ঞানং করবাণি, ইহা বলিবেন।

অনন্তর দাতা সম্প্রদান স্থলের উত্তরভাগে একটী ধেনু সম্বদ্ধ রাখিয়া পশ্চিমাভিমুখে উপবেশন করিবেন। পরে কুলবধূগণ বরকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া স্ত্রী-আচার করিবেন এবং সেই স্থানে অথবা সম্প্রদানস্থানে বরকন্যার পরস্পর মুখদর্শন ও দণ্ডায়মান বরের সম্মুখে কন্যাকে বসাইবেন।

পরে সম্প্রদাতা এই মন্ত্র পাঠ করিবেন।—

“প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দোঽহর্নীয়া গৌর্দ্দেবতা গবোপস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অহর্নাঃ পুত্রবাসসা ধেনুরভবদ্ যমে সা নঃ পয়স্বতী দুহা মুত্তরামুত্তরাং সমাম্।”। পরে জামাতা আপন আসনে বসিবার জন্য নিম্ন লিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন. “প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো বিরাড্ দেবতা উপবিশদর্হণীয়জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদমহমিমাং পদ্যাং বিরাজমন্নাদ্যায়াধিতিষ্ঠামি”। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আসনে উপবেশন করিবেন।

পরে সম্প্রদানকারী একটী বিষ্টর * গ্রহণ করিয়া, ওঁ বিষ্টরো বিষ্টরো বিষ্টরঃ প্রতিগৃহ্যতাং” বলিয়া জামাতার হস্তে প্রত্যর্পণ করিবেন এবং জামাতা “ওঁ বিষ্টরং প্রতিগৃহ্লামি” বলিয়া বিষ্টর গ্রহণ করিবেন এবং “প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দ ওষধ্যো দেবতা বিষ্টরস্যাসনদানে বিনিয়োগঃ। ওঁ যা ওষধিঃ সোমরাজ্ঞীর্ব্বহ্বীঃ শতবিচক্ষণাস্তামহ্যমস্মিন্নাসনেঽচ্ছিদ্রাঃ শর্ম্ম যচ্ছত। “এই মন্ত্র পাঠ করিয়া জামাতা আপনার নিজ আসনে উত্তরাগ্র করিয়া বিষ্টর রাখিয়া তদুপরি উপবেশন করিবেন। পরে সম্প্রদাতা আর একটী বিষ্টর লইয়া পুনর্ব্বার বলিবেন,—“ওঁ বিষ্টরো বিষ্টরো বিষ্টরঃ প্রতিগৃহ্যতাং এবং পূর্ব্ববৎ জামাতা বিষ্টর গ্রহণ করিয়া বলিবেন,—“ওঁ বিষ্টরং প্রতিগৃহ্লামি” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া জামাতা উভয় পদতলে উত্তরাগ্র বিষ্টর অর্পণ করিবেন। মন্ত্র যথা, প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দ ওষধ্যো দেবতা বিষ্টরস্য পাদয়োরধস্তাদ্দানে বিনিয়োগঃ। ওঁ যা ওষধীঃ সোমরাজ্ঞীর্বিষ্টিতাঃ পৃথিবীমনু তা মহ্যমস্মিন্ পাদয়োরচ্ছিদ্রাঃ শর্ম্ম যচ্ছত”। পরে দাতা

* সাগ্র পঞ্চবিংশতি কুশপত্র দ্বারা বামাবর্ত্তে অধোমুখ ক্রমে দুইবার বেষ্টন করিবে।

কুশীতে জল লইয়া বলিবেন,—'ওঁ পাদ্যাঃ পাদ্যাঃ পাদ্যাঃ প্রতিগৃহ্যন্তাং' জামাতা সেই কুশী গ্রহণ করিয়া বলিবেন 'ওঁ পাদ্যং প্রতিগৃহ্নামি।' এবং কুশী ভূমিতে স্থাপন করিয়া দর্শনপূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন।

"প্রজাপতির্ঋষির্ব্বিরাড্ গায়ত্রীচ্ছন্দ আপো দেবতাঃ পাদপ্রক্ষালনার্থোদকবীক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ যতো দেবীঃ প্রতিপশ্যাম্যাপস্ততো মা ঋদ্ধিরাগচ্ছতু॥

পরে জামাতা ঐ জল হইতে অঞ্জলি করিয়া জল লইয়া—

"প্রজাপতির্ঋষির্ব্বিরাড্‌গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীর্দ্দেবতা সব্যপাদপ্রক্ষালনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সব্যং পাদমবনেনিজেঽস্মিন্ রাষ্ট্রে শ্রিয়ং দধে" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া গৃহীত জলাঞ্জলি বামপদে দিবেন।

পুনরায় এক অঞ্জলি জল লইয়া নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিয়া দক্ষিণপাদে প্রদান করিবেন, মন্ত্র যথা,—

"প্রজাপতির্ঋষির্ব্বিরাড্‌গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীর্দেবতা দক্ষিণপাদপ্রক্ষালনে বিনিয়োগঃ। ওঁ দক্ষিণং পাদমবনেনিজেঽস্মিন্ রাষ্ট্রে শ্রিয়মাবেশয়ামি"।

পুনরপি এক অঞ্জলি জল লইয়া "প্রজাপতির্ঋষির্ব্বিরাড্‌গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীর্দ্দেবতা উভয়পাদপ্রক্ষালনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পূর্ব্বমন্য মপরমন্য মুভৌ পাদাবনেনিজে রাষ্ট্রস্যর্দ্ধ্যা অভয়স্যাবরুদ্ধ্যৈ॥" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া উভয় পদে প্রদান করিবে।

তদনন্তর দাতা দূর্ব্বা ও আতপ তণ্ডুল যুক্ত অর্ঘ্য তাম্রপাত্রে বা শঙ্খে লইয়া,—"ওঁ অর্ঘ্যমর্ঘ্যমর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্যতাং॥" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া, জামাতাকে দিবেন এবং জামাতা "ওঁ অর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্নামি।" বলিয়া অর্ঘ্য গ্রহণ করত "প্রজাপতির্ঋষিরর্ঘ্যং দেবতা অর্ঘ্যপ্রতিগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ অন্নস্য রাষ্ট্রীরসি রাষ্ট্রীস্তে ভূয়াসং" এই মন্ত্রে গৃহীত অর্ঘ্য আপনার মস্তকে দিবেন।

পরে কন্যাদাতা পুনর্ব্বার জলপাত্র লইয়া—"ওঁ আচমনীয়মাচমনীয়মাচমনীয়ং প্রতিগৃহ্যতাং" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া জামাতার হস্তে দিবেন। জামাতা,—"ওঁ আচমনীয়ং প্রতিগৃহ্নামি" বলিয়া উহা গ্রহণ করত নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়িবেন,—"প্রজাপতির্ঋষিরাচমনীয়ং দেবতা আচমনীয়াচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ যশোঽসি যশো ময়ি ধেহি"॥

এই মন্ত্র পাঠ করত উত্তরমুখ হইয়া ঐ জল দ্বারা আচমন করিবেন।

পরে দাতা কাংস্যপাত্রে মধুপর্ক * গ্রহণ করিয়া তাহা পাত্রান্তর দ্বারা আচ্ছাদন করত "ওঁ মধুপর্কো মধুপর্কো মধুপর্কঃ প্রতিগৃহ্যতাং" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া জামাতাকে মধুপর্ক অর্পণ করিবেন। জামাতা "ওঁ মধুপর্কং প্রতিগৃহ্লামি।" বলিয়া মধুপর্ক গ্রহণপূর্ব্বক, "প্রজাপতিঋর্ষির্মধুপর্কো দেবতা অর্হনীয়মধুপর্কগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ যশসো যশোঽসি" এই মন্ত্র পড়িয়া জামাতা গৃহীত মধুপর্ক ভূমিতে স্থাপন করত "প্রজাপতিঋর্ষির্মধুপর্কো দেবতা অর্হনীয়মধুপর্কপ্রাশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ যশসো ভক্ষ্যোঽসি মহসো ভক্ষ্যোঽসি শ্রীর্ভক্ষ্যোঽসি শ্রিয়ং ময়ি ধেহি" এই মন্ত্রে তিনবার মধুপর্ক আঘ্রাণ করিয়া অমন্ত্রক একবার আঘ্রাণ করিবেন। অনন্তর গোরোচনা কুঙ্কুমাদি মাঙ্গলিক দ্রব্য লিপ্ত বরের দক্ষিণহস্তের উপর পূর্ব্ববৎ মাঙ্গলিক দ্রব্য লিপ্ত কন্যার দক্ষিণহস্ত স্থাপন করিয়া পতিপুত্রবতী সৌভাগ্যশালিনী রমণী উলু- (জোকার) ধ্বনি করত "ওঁ ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ চন্দ্রার্কাবশ্বিনাবুভৌ। তে ভবা গ্রন্থিনিলয়ং দধতাং শাশ্বতীঃ সমাঃ।" এই মন্ত্রে কুশদ্বারা উভ- য়ের হস্ত এক যোগে বন্ধন করিয়া ঘটের উপর স্থাপন করিবে।

পরে সম্প্রদাতা কুশ, তিল, তুলসী ও পুষ্পযুক্ত জল পাত্র গ্রহণ করিয়া বামহস্তে কন্যাকে ধারণ করত অর্চ্চনা করিবেন। যথা,—"এতে গন্ধপুষ্পে সবস্ত্রালঙ্কারায়ৈ কন্যায়ৈ নমঃ" এই বাক্য দ্বারা তিনবার কন্যার উপরে জলের ছিটা দিয়া পরে "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতদধিপতয়ে প্রজাপতয়ে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানায় বরায় নমঃ" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অর্চ্চনা করিবেন।

তৎপর দাতা পূর্ব্বপাত্রস্থ জল দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলীর দ্বারা কন্যাকে স্পর্শ করিয়া বামহস্ত দ্বারা কন্যাকে ধারণ করত দক্ষিণহস্ত কোশার মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক "বিষ্ণুরোম্ তৎসদোমদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা * শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ" এই পর্য্যন্ত একবার মাত্র বলিয়া পরে "অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায়, অমুকগোত্রস্য

---

* ঘৃত, মধু ও দধি এই তিন দ্রব্যের একত্র মিশ্রণকেই মধুপর্ক বলে।

* কন্যার পিতা বা মাতার নাম। প্রতিনিধি ব্যক্তি দান করিলে "দেবশর্ম্মা" স্থলে অমুকদেবশর্ম্মণঃ মাতা নিজে দান করিলে অমুকদেবশর্ম্মা স্থানে শ্রীঅমুকীদেবী এই রূপ বলিবেন। অথবা মাতার বিষ্ণুপ্রীত্যর্থ দান হইলে প্রতিনিধি ব্যক্তি দেবী স্থলে দেব্যাঃ বলিবেন।

অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুক-দেবশর্ম্মণঃ পুত্রায়, অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে বরায়।” এইরূপে বরপক্ষের তিন পুরুষের নাম দুইবার উল্লেখ করিয়া তৃতীয়বারে পূর্ব্ববৎ নামাদি উল্লেখ করিয়া “দেবশর্ম্মণে বরায়” এ কথার পর “অর্চ্চিতায় তুভ্যং” এই কথা বলিবেন।

অতঃপর অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং অমুক-গোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং শ্রীঅমুকদেবীং এই ক্রমে কন্যাপক্ষের নাম তিনবার পাঠ করিবে।

এইরূপে উভয়পক্ষের নাম তিনবার বলা হইলে, এনাং সবস্ত্রাং সাল-ঙ্কারাং প্রজাপতিদেবতাকাং কন্যাং অহং সম্প্রদদে।”

এই বলিয়া দাতা বর-কন্যার হস্তদ্বয়ের উপর ত্রিপত্র ও তিলসংযুক্ত জল দিবেন।

‘পরে বর—“ওঁ স্বস্তি” বলিয়া একবার গায়ত্রী পাঠপূর্ব্বক “ওঁ কন্যেয়ং প্রজাপতিদেবতাকা” ইহা বলিয়া কামস্তুতি পাঠ করিবেন। যথা—

“ওঁ ক ইদং কস্মা আদাৎ কামঃ কামায়াদাৎ কামো দাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা কামঃ সমুদ্রমাবিশৎ কামেন ত্বা প্রতিগৃহ্লামি কামৈতত্তে॥”

পরে দাতা নিম্ন লিখিতক্রমে বাক্য করিয়া দক্ষিণা করিবেন। যথা—অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎসবস্ত্রালঙ্কারকন্যাসম্প্রদানকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামেতৎ কাঞ্চনং তন্মূল্যং বা শ্রীবিষ্ণুদৈবতং অগ্নিদৈবতং বা অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে বরায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে”।

অনন্তর জামাতা,—“ওঁ স্বস্তি।” বলিয়া দক্ষিণা গ্রহণ করিবেন। এই সময় দাতা যৌতুক দ্রব্যাদি জামাতাকে উৎসর্গ করিয়া দিবে। পরে কোন পতিপুত্রবতী স্ত্রী দম্পতীর বস্ত্রদ্বয়ের অগ্রভাগ একত্র করিয়া একটী গাঁইট বাঁধিয়া দিবেন। পরে দাতা কুশগ্রন্থি খুলিয়া দিবেন, এবং ভর্ত্তার দক্ষিণে কন্যাকে উপবেশন করাইবেন, এবং এই সময় বর কন্যাকে কাপড় দিয়া ঢাকিয়া পরস্পরের মুখদর্শন করাইবেন। তৎপূর্ব্বে নাপিত “গোঁগোঁঃ” শব্দ উচ্চারণ করিলে, বর নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন।

প্রজাপতির্ঋষির্বৃহতীচ্ছন্দো গৌর্দ্দেবতা পূর্ব্ববদ্ধগোমোক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ মুঞ্চ গাং বরুণপাশাদ্দ্বিষন্তং মেঽভিধেহি তং জহ্যমুষ্য চোভয়োরুৎসৃজ গামত্তু তৃণানি পিবতূদকং ॥ পরে নাপিত ধেনুর বন্ধন খুলিয়া দিলে জামাতা পুনর্ব্বার—প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো গৌর্দ্দেবতা গবানুমন্ত্রণে বিনিয়োগঃ। ওঁ মাতা রুদ্রাণাং দুহিতা বসূনাং স্বসাদিত্যানা-মমৃতস্য নাভিঃ প্রনুবোচং চিকিতুষে জনায় মা গামনাগামদিতিং বধিষ্ঠা॥ ইহা পাঠ করিয়া ধেনু ত্যাগ করিবেন।

অনন্তর অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া পরে "ওঁ অদেত্যাদি কৃতেঽস্মিন্ কন্যা-দানকর্ম্মণি যৎকিঞ্চিদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে"। এইরূপ বাক্য করিয়া বিষ্ণুস্মরণ পূর্ব্বক দাতা, বর ও কন্যা নারায়ণকে প্রণাম করিবেন। অতঃপর বরকন্যাকে ঘরে লইয়া যাইবে।

সম্প্রদান সমাপ্ত।

বিবাহ-হোম। *

সম্প্রদানানন্তর বর কুশণ্ডিকোক্ত বিধানে যোজক নামক অগ্নি স্থাপন করিয়া বিরূপাক্ষজপান্ত (৭ পৃঃ দেখ) কুশণ্ডিকা করিবে।

পরে জামাতার কোন বয়স্য (বন্ধু) জলপ্রপূরিত জলাশয় হইতে একটি জলপূর্ণ কুম্ভ হস্তে করিয়া নিজ শরীর বস্ত্রাবৃত করিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া অগ্নির পূর্ব্ব-দিক্ হইতে দক্ষিণদিকে আসিয়া, উত্তরাভিমুখে দাঁড়াইয়া থাকিবেন। পরে অন্য বয়স্য পাঁচুনিদণ্ড হাতে লইয়া পূর্ব্ব বয়স্যের ন্যায় গমন করত জল কলসীধারী বয়স্যের পৃষ্ঠদেশে দাঁড়াইয়া থাকিবেন।

পরে জামাতা অগ্নির পশ্চিম দিকে গমন করিয়া উত্তরভাগে চারি অঞ্জলি পরিমিত লাজ (খই) একখানি শূর্পে (কুলায়) রাখিয়া তৎসন্নিধানে শিলা ও শিলাপুত্র (নোড়া) স্থাপন করিয়া তৎপশ্চিমভাগে বীরণপত্র রচিত বস্ত্রা-বৃত একখানি কট (চেটাই) স্থাপিত করিয়া গৃহপ্রবেশ করণানন্তর নূতন ধৌতবস্ত্র ও উত্তরীয় বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে জায়াকে পরিধান করাইবেন। মন্ত্র যথা,— প্রজাপতির্ঋষির্জ্জগতীচ্ছন্দঃ পরিধাপয়িত্র্যো দেবতা অধোবস্ত্রপরিধাপনে বিনি-

* বিবাহের পরদিবস কুশণ্ডিকা করা ইহা আধুনিক রীতি।

য়োগঃ। ওঁ যা অকৃন্তন্নবয়ন্ যা অতন্বত যাশ্চ দেব্যোঽন্তানভিতোঽততন্ততাস্ত্বা * দেব্যো জরসা সংব্যয়স্ত্বায়ুষ্মতীদং পরিধৎস্ব বাসঃ॥ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া জায়া অধোভাগে বস্ত্র পরাইবেন। পরে—"প্রজাপতিঋর্ষি-স্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ পরিধাপয়িত্র্যো দেবতা উত্তরীয়-বস্ত্র-পরিধাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পরিধত্ত ধত্ত বাসসৈনাং শতায়ুষীং কৃণুত দীর্ঘমায়ুঃ শতঞ্চ জীব শরদঃ সুবর্চ্চা বসূনি চার্য্যে বিভূজাসি জীবন্॥" এই বলিয়া যজ্ঞোপবীতের আকারে জায়াকে উত্তরীয় কাপড় পরিধাপন করাইবেন।

পরে স্বামী পত্নীকে অগ্নি অভিমুখী করিয়া, নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা,—"প্রজাপতিঋর্ষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সোমো দেবতা পত্ন্যুঃ কন্যানয়ন-জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ সোমোঽদদদ্গন্ধর্ব্বায় গন্ধর্ব্বোঽদদদগ্নয়ে। রৈঞ্চ পুত্রাংশ্চাদদদগ্নি-র্মহ্যমথো ইমাং।" তৎপরে পত্নী অগ্নির পশ্চিমদিকে গমনপূর্ব্বক দক্ষিণ পদ দ্বারা বীরণ (বেণা বা বীন্না) পত্র রচিত বস্ত্র বেষ্টিত কটকে আস্তরণ দেশের নিকট আনয়ন করিলে, জামাতা পত্নীকে এই মন্ত্র পড়াইবেন,—"প্রজাপতি-ঋর্ষির্দ্বিপাজ্জগতীচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা কটপাদপ্রবর্ত্তনে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রমে পতি-যানঃ † পন্থাঃ কল্পতাং শিবা অরিষ্টা পতিলোকং গমেয়ং।" যদি লজ্জাবশত স্ত্রী এই মন্ত্র পাঠ না করেন, তবে জামাতা স্বয়ং নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন,—"প্রজাপতিঋর্ষির্দ্বিপাজ্জগতীচ্ছন্দঃ পতির্দ্দেবতা কন্যাকটপাদপ্রবর্ত্তনে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রাস্যাঃ পতি-যানঃ পন্থাঃ কল্পতাং শিবা অরিষ্টা পতিলোকং গম্যাঃ"। পরে স্ত্রী পতির দক্ষিণ ভাগে কটের পূর্ব্বার্দ্ধে এবং জামাতা বধূর উত্তর দিকে উপবিষ্ট হইলে প্রকৃত কর্ম্ম আরম্ভ করণ জন্য জামাতা একটী সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন। (৮ পৃঃ দেখ) পরে পত্নী দক্ষিণ হস্ত দ্বারা স্বামীর দক্ষিণস্কন্ধ স্পর্শ করিয়া উভয়ে দণ্ডায়মান হইলে জামাতা পরবর্ত্তী ছয়টী মন্ত্রে ছয়বার আহুতি দিবেন। যথা—"প্রজা-পতিঋর্ষিরতিজগতী-চ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিরৈতু প্রথমো দেবতাভ্যঃ সোঽস্যৈ প্রজাং মুঞ্চাতু মৃত্যুপাশাত্তদয়ং রাজা বরুণোঽ-নুমন্যতাং যথেয়ং স্ত্রী পৌত্রমঘং ন রোদাৎ স্বাহা॥ ১॥ প্রজাপতিঋর্ষি-রতিজ-গতীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইমামগ্নিস্ত্রায়তাং গার্হপত্যঃ প্রজামস্যৈ জরদষ্টিং কৃণোতু অশূন্যোপস্থা জীবতামস্তু মাতা পৌত্রমানন্দমভিবুধ্য-তামিয়ং স্বাহা॥ ২॥ প্রজাপতিঋর্ষিঃ শর্করীচ্ছন্দো বিশ্বেদেবা দেবতা আজ্য-

* ততস্ত্বা ইতি কেচিৎ। † পতির্যানঃ ইতি কেচিৎ।

হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ দ্যৌস্তে পৃষ্ঠং রক্ষতু বায়ুরূরূ অশ্বিনৌ চ স্তনন্ধয়ন্তে পুত্রান্ সবিতাভিরক্ষত্বাবাসসঃ পরিধানাদ্বৃহস্পতির্বিশ্বেদেবাশ্চাভিরক্ষন্তু পশ্চাৎ স্বাহা ॥ ৩ ॥ প্রজাপতির্ঋষিরতিজগতীচ্ছন্দোঽগ্ন্যাদয়ো দেবতা আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ মা তে গৃহেষু নিশি ঘোষ উথাদন্যত্র ত্বদ্রুদত্যঃ সংবিশন্তু মা ত্বং রুদত্যুর আবধিষ্ঠা জীবপত্নীপতিলোকে বিরাজ পশ্যন্তি প্রজাং সুমনস্যমানাং স্বাহা ॥ ৪ ॥ প্রজাপতির্ঋষি রুপরিষ্টাদ্বৃহতীচ্ছন্দোঽগ্ন্যাদয়ো দেবতা আজ্য-হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অপ্রজস্যং পৌত্রমর্ত্ত্যং পাপ্মানমুতবা অঘং শীর্ষঃ স্রজমিবোন্মুচ্য দ্বিষদ্ভ্যঃ প্রতিমুঞ্চামি পাশং স্বাহা ॥ ৫ ॥ প্রজাপতির্ঋষিরত্যুষ্ণিক্-ছন্দো বৈবস্বতো দেবতা আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ পরৈতু মৃত্যুরমৃতং ম আগাদ্বৈবস্বতো নোঽভয়ং কৃণোতু পরং মৃত্যোঽনুপরে হি পন্থাং যত্র নোঽন্য ইতরো দেবযানাচ্চক্ষুষ্মতে শৃণ্বতে তে ব্রবীমি মা নঃ প্রজাং রীরিষো মোত বীরান্ স্বাহা ॥ ৬ ॥ এইরূপে ছয়টী আহুতি প্রদান করিয়া পরে ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন। তৎপরে, বর যদি ভৃগুগোত্র বা ভার্গব প্রবর হয়েন, তবে স্রুব দ্বারা গৃহীত ঘৃত পাঁচবার স্রুকের উপর দিয়া—"ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা"। এই বলিয়া অগ্নির উত্তরাংশে পূর্ব্বাভিমুখী ঘৃতের ধারা দিয়া পুনরায় পূর্ব্বক্রমে ঘৃত লইয়া,—'ওঁ সোমায় স্বাহা'। এই মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণ ভাগে পূর্ব্ববৎ পূর্ব্বাভিমুখী আজ্য ধারা দিবেন। যদি বর অন্য প্রবর বা গোত্র হয়েন, তবে স্রুব দ্বারা স্রুকের উপর চারিধারে আজ্যধারা দিয়া উল্লি-খিত ক্রমে উক্ত মন্ত্র দ্বারা দুইবার ঘৃতধারা দিবেন।

লাজহোম।

বর বধূর সহিত উঠিয়া পত্নীর পৃষ্ঠদেশ দিয়া তাহার দক্ষিণে গমন করত উত্তরাভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা অঞ্জলীকৃত পত্নীর হস্তদ্বয় গ্রহণ করিলে, কন্যার মাতা, ভ্রাতা অথবা অন্য কোন ব্রাহ্মণ পূর্ব্বস্থাপিত লাজ (খৈ) গ্রহণ করিয়া স্ত্রীর অগ্রভাগে পেষণীযুক্ত শীলা স্থাপন করিয়া দক্ষিণ পদাগ্র-দ্বারা বধূকে শিলার উপর সংস্থাপিত করিলে জামাতা এই মন্ত্র পড়িবেন। যথা—. প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দোঽশ্মা দেবতা অশ্মাক্রমণে বিনিয়োগঃ। ও ইমমশ্মান-মারোহাশ্মেব ত্বং স্থিরা ভব দ্বিষন্তমপবাধস্ব মা চ ত্বং দ্বিষতামধঃ" ॥ যদি জামাতা ভৃগুগোত্র বা ভার্গব প্রবর হয়েন, তবে তিনি পত্নীর অঙ্গুলীতে দুইবার ঘৃতধারা

দিবেন। পরে কন্যার মাতা, ভ্রাতা অথবা অন্যকোন ব্রাহ্মণ তাহার ঐ অঞ্জলির উপর পাঁচবার খৈ প্রদান করিলে পতি তদুপরি দুইবার ঘৃতধারা দিবেন। যদি জামাতা অন্য গোত্র বা অন্য প্রবর হয়েন, তবে স্ত্রীর অঞ্জলীতে একবার ঘৃত ধারা দিবেন। পরে কন্যার মাতা, ভ্রাতা বা অন্য ব্রাহ্মণ তদুপরি চারিবার খৈ প্রদান করিবেন এবং তাহার উপর পতি দুইবার ঘৃতধারা দিয়া নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—"প্রজাপতিঋর্ষিরুপরিষ্টাজ্জ্যোতি-ষ্মতীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা লাজহোম বিনিয়োগঃ। ওঁ ইয়ং নার্য্যুপব্রূতেঽগ্নৌ লাজা-নাবপন্তী দীর্ঘায়ুরস্তু মে পতিঃ শতং বর্ষাণি জীবত্বেধন্তাং জ্ঞাতয়ো মম স্বাহা"। ইহা পাঠ করিয়া কন্যা অঞ্জলি বিভাগ না করিয়া অগ্নিতে হস্তস্থ লাজনিক্ষেপ করিবে। পরে বর বধূকে অগ্রে করিয়া নিম্ন লিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া অগ্নি প্রদক্ষিণ করিবেন। মন্ত্র যথা,—"প্রজাপতিঋর্ষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ কন্যা দেবতা কন্যাপরিণয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ কন্যলা পিতৃভ্যঃ পতিলোকং যতীয়ম-পদীক্ষামযষ্ট। কন্যা উত ত্বয়া বয়ং ধারা উদন্যা ইবাতিগাহেমহি দ্বিষঃ।"

পুনর্ব্বার পতি পূর্ব্ববৎ জায়ার অঞ্জলি গ্রহণ করিয়া উত্তরমুখ হইয়া দণ্ডায়মান থাকিবেন এবং পূর্ব্ববৎ ভার্য্যাকে শিলারোহণ করাইলে, জামাতা "প্রজাপতিঋর্ষিরনুষ্টুপ্ ছন্দোঽশ্মা দেবতা অশ্মাক্রামণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইমমশ্মানমারোহাশ্মেব ত্বং স্থিরা ভব দ্বিষন্তমপবাধস্ব মা চ ত্বং দ্বিষতামধঃ"। ইহা পাঠ করা হইলে স্বামিদত্ত ঘৃতধারাদ্বয় যুক্ত অঞ্জলির উপর ভার্য্যার মাতা, ভ্রাতা বা অন্য কোন ব্রাহ্মণ দ্বারা পূর্ব্বোক্ত গোত্র প্রবরানুসারে খৈ দেওয়া হইলে জামাতা, ঐ খৈর উপর দুইবার ঘৃত দিয়া, নিম্ন মন্ত্র পড়িবেন। যথা,—"প্রজাপতিঋর্ষি-রুপরিষ্টাৎ বৃহতীচ্ছন্দোঽর্য্যমা দেবতা লাজহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অর্য্যমণং নু দেবং কন্যা অগ্নিমযক্ষত স ইমাং দেবো-ঽর্য্যমা প্রেতো মুঞ্চাতু মামুত স্বাহা।" অতঃপর জামাতা কন্যাকে অগ্রে করিয়া পূর্ব্ববৎ মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অগ্নি প্রদক্ষিণ করিবেন। যথা,—"প্রজাপতিঋর্ষি-স্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ কন্যা দেবতা কন্যাপরিণয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ কন্যলা পিতৃভ্যঃ পতিলোকং যতীয়মপদীক্ষামযষ্ট কন্যা উত ত্বয়া বয়ং ধারা উদন্যা ইবাতিগাহেমহি দ্বিষঃ।" পরে পূর্ব্বের ন্যায় বধূর অঞ্জলি গ্রহণ করিবেন। তৎপরে, কন্যার মাতা ভ্রাতা বা অন্য কোন ব্রাহ্মণ তাহার দক্ষিণ পদ দ্বারা শিলা আক্রমণ করাইলে জামাতা নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়িবেন। যথা,—"প্রজাপতিঋর্ষিরনুষ্টুপ্ ছন্দোঽশ্মা দেবতা অশ্মাক্রমণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইমমশ্মানমারোহাশ্মেব ত্বং স্থিরা ভব

দ্বিষন্তমপবাধস্ব মা চ ত্বং দ্বিষতামধঃ।" পরে পূর্ব্বক্রমানুসারে বধূর অঞ্জলিতে বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পড়িয়া খৈ ও ঘৃত ধারা দান করিয়া পূর্ব্ববৎ হোম করিবেন। যথা,—"প্রজাপতির্ঋষিরুপরিষ্টাদ্ বৃহতীচ্ছন্দঃ পূষা দেবতা লাজহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ পূষণং নু দেবং কন্যা অগ্নিমযক্ষত স ইমাং দেবঃপূষা প্রেতো মুঞ্চাতু মামুত স্বাহা।" পরে জামাতা কন্যাকে অগ্রে করিয়া নিম্ন লিখিত মন্ত্র পাঠ-পূর্ব্বক অগ্নিকে বেষ্টন করিবেন। মন্ত্র যথা,—"প্রজাপতির্ঋষি-স্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ কন্যা দেবতা কন্যাপরিণয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ কন্যলা পিতৃভ্যঃ পতিলোকং যতী-য়মপদীক্ষামযষ্ট কন্যা উত ত্বয়া বয়ং ধারা উদন্যা ইবাতিগাহেমহি দ্বিষঃ।"

পরে, জামাতা ঐ কুলার শেষার্দ্ধ ভাগের উপর দুইবার আজ্যধারা দিয়া তাহার উপর অবশিষ্ট খৈ রাখিয়া তদুপরি পুনরায় দুইবার আজ্যধারা দিয়া পূর্ব্বের ন্যায় বধূর হাত ধরিয়া "ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা।" ইহা পাঠ করিয়া কুলার অগ্রভাগ দ্বারা অগ্নিতে লাজনিক্ষেপ করিবেন। যদি জামাতা অন্য গোত্র বা অন্য প্রবর হয়েন, তবে শূর্পের উপর একবার ঘৃতধারা দিয়া পরে লাজোপরি দুইবার দিবেন।

সপ্তপদীগমন।

তদনন্তর স্থণ্ডিলের ঈশান কোণে সাতটী মণ্ডলিকা অঙ্কিত করিবে। পরে জামাতা নিজের দক্ষিণ পদ দ্বারা শিলার উপরে দণ্ডায়মানা বধূর দক্ষিণ পদকে প্রথম মণ্ডলিকাতে পরিচালিত করিবেন এবং বধূ নিজে বামচরণ ঐ মণ্ডলি-কাতে আনয়ন করিবে। এই সময়ে জামাতা "সা বামপাদেন দক্ষিণং পাদ-মাক্রামম্।" ইহা পত্নীকে বলিয়া পূর্ব্বক্রমানুসারে নিম্নলিখিত সাতটী মন্ত্রে ক্রমে সপ্ত মণ্ডলিকার উপরে দক্ষিণ চরণ পরিচালিত করিবেন। যথা,—"প্রজাপতির্ঋষি-রেকপাদ্বিরাট্‌ছন্দো বিষ্ণুর্দ্দেবতা পাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ। ওঁ একমিষে বিষ্ণুস্ত্বানয়তু॥ ১॥ প্রজাপতির্ঋষির্দ্বিপাদ্বিরাট্‌ছন্দো বিষ্ণুর্দ্দেবতা দ্বিপাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ। ওঁ দ্বে উর্জ্জে বিষ্ণুস্ত্বানয়তু॥ ২॥ প্রজাপতির্ঋষি-স্ত্রিপাদ্বিরাট্‌ছন্দো বিষ্ণুর্দ্দেবতা ত্রিপাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ত্রীণি ব্রতায় বিষ্ণুস্ত্বানয়তু॥ ৩॥ প্রজাপতির্ঋষিশ্চতুষ্পাদ্বিরাট্‌ছন্দো বিষ্ণুর্দ্দেবতা চতুষ্পাদা-ক্রমণে বিনিয়োগঃ। ওঁ চত্বারি মায়োভবায় বিষ্ণুস্ত্বানয়তু॥ ৪॥ প্রজাপতি-ঋষিঃ পঞ্চপাদ্বিরাট্‌ছন্দো বিষ্ণুর্দ্দেবতা পঞ্চপাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ। ওঁ পঞ্চ-

পশুভ্যো বিষ্ণুস্ত্বানয়তু ॥ ৫ ॥ প্রজাপতিঋ্ষিঃ ষট্‌পাদ্‌বিরাট্‌ছন্দো বিষ্ণুর্দ্দেবতা ষট্‌পাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ষড়্‌রায়স্পোষায় বিষ্ণুস্ত্বানয়তু ॥ ৬॥ প্রজাপতিঋ্ষিঃ সপ্তপাদ্বিরাট্‌ছন্দো বিষ্ণুর্দ্দেবতা সপ্ত পাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ। ওঁ সপ্ত-সপ্তেভ্যো হোত্রাভ্যো বিষ্ণুস্ত্বানয়তু ॥ ৭ ॥ *

পরে জামাতা নিম্নলিখিত মন্ত্রে বধূর নিকট প্রার্থনা করিবেন। যথা,—"প্রজাপতিঋ্ষিঃ সামিকী পঙ্‌ক্তিছন্দঃ কন্যা দেবতা পাদাক্রমণানন্তরমাশাসনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সখা সপ্তপদীভব সখ্যন্তে গমেয়ং সখ্যন্তে মা যোষাঃ সখ্যন্তে মাযোষ্ঠ্যাঃ।' পরে জামাতা বিবাহদর্শনার্থ সমাগত লোকসকলকে নিম্ন মন্ত্র পাঠ করত আমন্ত্রণ করিবেন। যথা,—"প্রজাপতিঋ্ষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দ আশাস্যমানা দেবতা বিবাহপ্রেক্ষকজনানুমন্ত্রণে বিনিয়োগঃ। ওঁ সুমঙ্গলীরিয়ং বধূরিমাং সমেত পশ্যত সৌভাগ্যমস্যৈ দত্ত্বা যাথাস্তং বিপরেতন।" পরে পূর্ব্ব স্থাপিত জলকলসধারী বন্ধু অগ্নির পশ্চিমদিক্‌ দিয়া সপ্ত [illegible] স্থানে আসিয়া পূর্ব্বরক্ষিত কলস হইতে জল লইয়া বরের মস্তকে অভিষেক করিবে, এই সময় জামাতা মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা,—"প্রজাপতিঋ্ষি-রনুষ্টুপ্‌ছন্দো বিশ্বেদেবা দেবতা মূর্দ্ধাভিষেচনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সমঞ্জন্তু বিশ্বেদেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ সম্মাতরিশ্বা সন্ধাতা সমুদেষ্ট্রী দধাতু নৌ॥" অতঃপর এই মন্ত্রই পাঠ করিয়া বধূকে অভিষেক করিবে।

পাণিগ্রহণ।

অনন্তর জামাতা অধোমুখস্থিত বামহস্ত দ্বারা কন্যার অঞ্জলি এবং দক্ষিণ করের দ্বারা উত্তান (চিৎ) ভাবাপন্ন বধূর অঙ্গুষ্ঠের সহিত দক্ষিণ কর গ্রহণ করিয়া পরবর্ত্তী ছয়টী মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা।—প্রজাপতিঋ্ষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ ছন্দো ভগাদয়ো দেবতা গৃহীতকন্যাপাণেঃ পত্যুর্জ্জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ গৃভ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথাসঃ। ভগোঽর্য্যমা সবিতা পুরন্ধির্মহ্যং ত্বাদুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ ॥ ১ ॥ প্রজাপতিঋ্ষি-স্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ

* প্রথম মন্ত্রটী পাঠ করিয়া প্রথম মণ্ডলিকাতে দক্ষিণপদ অর্পণ করিবে, পরে দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ করিয়া দক্ষিণপদ দ্বিতীয় মণ্ডলিকাতে দিয়া বামচরণ প্রথম মণ্ডলিকাতে দিবে; এইরূপ তৃতীয় মন্ত্র পাঠ করত দক্ষিণ চরণ তৃতীয় মণ্ডলিকাতে অর্পণ করিয়া দ্বিতীয় মণ্ডলিকাতে বামপদ প্রদান করিবে, এইরূপে সপ্ত মণ্ডলিকা গমন করিতে হইবে।

কন্যা দেবতা গৃহীতকন্যাপাণেঃ পত্যুর্জ্জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ অঘোর-চক্ষুরপতিঘ্ন্যেধি শিবা পশুভ্যঃ সুমনাঃ সুবর্চ্চাঃ বীরসূর্জ্জীবসূ-র্দ্দেবকামা স্যোনা শং নো ভব দ্বিপদেশং চতুষ্পদে ॥ ২ ॥ প্রজাপতির্ঋষির্জ্জগতীচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা গৃহীতকন্যাপাণেঃ পত্যুর্জ্জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ আনঃ প্রজাং জনয়তু প্রজাপতি-রাজরসায়-সমনক্ত্বর্য্যমা। অদুর্ম্মঙ্গলীঃ পতিলোক-মাবিশ শন্নো ভব দ্বিপদেশং চতুষ্পদে ॥ ৩ ॥ প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দ ইন্দ্রো দেবতা গৃহীতকন্যাপাণেঃ পত্যুর্জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইমাং ত্বমিন্দ্রমীঢ্বঃ সুপুত্রাং কৃধি দশাস্যাং পুত্রানাধেহি পতিমেকাদশং কৃধি ॥ ৪ ॥ প্রজা-পতির্ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ কন্যা দেবতা গৃহীতকন্যাপাণেঃ পত্যুর্জ্জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্বং ভব ননান্দরি চ সম্রাজ্ঞী ভব অধি-দেবৃষু ॥ ৫ ॥ প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ প্রার্থ্যমানা দেবতা গৃহীতকন্যা-পাণেঃ পত্যুর্জ্জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু মম চিত্ত-মনু চিত্তং তেঽস্তু। মম বাচমেকমনা জুষস্ব বৃহস্পতিস্ত্বা নিযুনক্তু মহ্যং ॥৬॥

পরে বধূর সহিত বর অগ্নির সমীপে আগমন করিয়া ব্যস্ত সমস্ত মহা-ব্যাহৃতি হোম করিবেন। (৮পৃঃ দেখ)। *

উত্তরবিবাহ।

জামাতা পুনরায় যোজকনামক অগ্নির সংস্থাপন করিয়া বিরূপাক্ষ জপান্ত কুশণ্ডিকা (৭পৃঃ দেখ) সমাপন করিয়া (ক) ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া পরবর্ত্তী ছয়টী মন্ত্রে যথাক্রমে ঘৃত দ্বারা ছয়টী আহুতি দিবেন এবং প্রত্যেক আহুতি দিবার পর স্রুব-সংলগ্ন ঘৃতবিন্দু বধূর মস্তকে দিবেন। যথা—

“প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ কন্যা দেবতা উত্তরবিবাহে পাণিগ্রহণস্যা-জ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ লেখাসন্ধিষু পক্ষ্মস্বাবর্ত্তেষু তে চ যানি তানি তে

---

* বর্ত্তমান রীতি অনুসারে একদিনই কুশণ্ডিকানন্তর সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করা হয়। যদি বিবাহের চতুর্থ দিবসে চতুর্থী হোম করে তবে পাণিগ্রহণের পরে শাট্যায়ন মোহাদি উদীচ্য কর্ম্ম সমাপন করিবে।

(ক) যদি দিবাভাগে বিবাহ হয় তবে নক্ষত্রোদয় পর্য্যন্ত অবস্থিত থাকিয়া পরে বৃষের রক্তবর্ণ শুষ্ক চর্ম্ম পূর্ব্বাগ্র ভাবে আস্তরণ করিয়া ঐ লোমযুক্ত চর্ম্মের পৃষ্ঠ ভাগে সংযত বাক্ বধূকে উপবেশন করাইয়া জামাতা উপবেশন করিবেন।

পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহং স্বাহা ॥ ১ ॥ (প্রত্যেক মন্ত্রের পূর্ব্বে "প্রজাপতির্ঋষি ইত্যাদি "হোমে বিনিয়োগঃ। ইত্যন্ত ঋষিচ্ছন্দটী পাঠ করিবে।) ওঁ কেশেষু যচ্চ পাবকমীক্ষিতে রুদিতে চ যৎ। তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহং স্বাহা ॥ ২ ॥ ওঁ শীলে যচ্চ পাপকং ভাষিতে হসিতে চ যৎ। তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহং স্বাহা ॥ ৩ ॥ ওঁ আরোকেষু চ দন্তেষু হস্তয়োঃ পাদয়োশ্চ যৎ। তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহং স্বাহা ॥ ৪ ॥ ওঁ উর্ব্বোরুপস্থে জঙ্ঘয়োঃ সন্ধানেষু চ যানি তে তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহং স্বাহা ॥ ৫ ॥ ওঁ যানি কানি চ ঘোরাণি সর্ব্বাঙ্গেষু তবাভবন্। পূর্ণাহুতিভিরাজ্যস্য সর্ব্বাণি তান্যশীশমং স্বাহা ॥ ৬ ॥"

অনন্তর বর জায়ার সহিত উত্থিত হইয়া বাহিরে গমন পূর্ব্বক তাহাকে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করাইয়া ধ্রুব দর্শন করাইবেন। যথা,—প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দো ধ্রুবোদেবতা ধ্রুবদর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং পতিকুলে ভূয়াসম্॥ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ শ্রীঅমুকী দেবী অহং। * বর পুনরায় পত্নীক নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করাইবেন,—"প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ কন্যা দেবতা অরুন্ধতীদর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অরুন্ধত্যবরুদ্ধাহমস্মি ॥" অনন্তর স্ত্রীকে দেখিয়া জামাতা এই মন্ত্র পড়িবেন। যথা,—"প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ কন্যা দেবতা কন্যানুমন্ত্রণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ধ্রুবা দ্যৌর্ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ। ধ্রুবাসঃ পর্ব্বতা ইমে ধ্রুবা স্ত্রী পতিকুলে ইয়ম্।"

পরে জায়া পতির গোত্র উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে এই বলিয়া অভিবাদন করিবে, যথা,—'অভিবাদয়ে অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকীদেব্যহং ভোঽভিবাদয়ে" পরে প্রতি পত্নীকে পরবর্ত্তী মন্ত্রে প্রত্যভিবাদন করিবেন। যথা,—আয়ুষ্মতী ভব সৌম্যে।"

অনন্তর পতিপুত্রবতী রমণীগণ আম্রপল্লবান্বিত জলপূর্ণ কলস হইতে জল লইয়া কন্যা ও বরকে স্নান করাইবেন। অনন্তর জামাতা অগ্নিতে সমিধ্ নিক্ষেপ করিয়া ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন।

* অমুকদেবশর্ম্মণঃ স্থলে স্ত্রী স্বামীর নাম ও "অমুকী দেবী" স্থলে নিজের নাম উল্লেখ করিবে।

ভোজনধৃতিহোম।

জামাতা পরবর্ত্তী মন্ত্র দ্বারা অন্নাভিমন্ত্রণ করিয়া, অক্ষার লবণ ও হবিষ্যান্নভোজন করিবেন। মন্ত্র যথা,—"প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দোঽন্নং দেবতা অন্নভোজনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অন্নপ্রাশেন মণিনা প্রাণসূত্রেণ পৃশ্নিনা। বধ্নামি সত্যগ্রন্থিনা মনশ্চ হৃদয়ঞ্চ তে॥ প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ প্রার্থ্যমানা দেবতা দম্পত্যোর্হৃদয়ৈক্যপ্রার্থনে বিনিয়োগঃ। ওঁ যদেতদ্ধৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম। যদেদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব॥ প্রজাপতির্ঋষির্দ্বিপাজ্জগতীচ্ছন্দোঽন্নং দেবতা অন্নস্ততৌ বিনিয়োগঃ। ওঁ অন্নং প্রাণস্য পঙ্‌ক্তিংশ স্তেন বধ্নামি ত্বাসৌ স্বাহা॥ (অসৌস্থলে পত্নীর সম্বোধনান্ত নাম করিবে।) যদি এই সময় ভোজন করিতে না পারেন, তবে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র তিনটী দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া কোন পবিত্র স্থলে অন্নাদি রাখিয়া দিবেন। পরে বর ভোজন করিয়া ভুক্তাবশিষ্ট স্ত্রীকে দিবেন। ঐ দিন হইতে ত্রিরাত্রি পর্য্যন্ত দম্পতি অক্ষার লবণ ভোজন করিবেন। এবং ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করত মৃত্তিকায় শয়ন করিবেন। পরে বর নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিয়া বধূকে রথারোহণ করাইয়া স্বগৃহে গমন করিবেন। "যথা,—প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ কন্যা দেবতা যানারোহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ সুকিংশুকং শাল্মলিং বিশ্বরূপং সুবর্ণবর্ণং সুকৃতং সুচক্রং। আরোহ সূর্য্যেঽমৃতস্য নাভিং স্যোনং পত্যে বহন্তং কৃণুষ॥"

পরে বর পত্নীর সহিত গমনকালে নিম্নমন্ত্র পাঠ করিয়া চতুষ্পথ প্রভৃতিকে প্রার্থনা করিবেন। যথা—"প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ পন্থানো দেবতা চতুষ্পথাদ্যামন্ত্রণে বিনিয়োগঃ। ওঁ মা বিদন্ পরিপন্থিনো য আসীদন্তি দম্পতী সুগেভির্দুর্গমতী তামপযান্ত্বরাতয়ঃ।" অনন্তর যান হইতে অবতরণ করিয়া বামদেব্যগান (১২ পৃঃ দেখ) করত জায়াকে গৃহপ্রবেশ করাইবেন।

তৎপর সৌভাগ্যশালিনী পুত্রবতী সধবা ব্রাহ্মণরমণীগণ মঙ্গলাচরণপূর্ব্বক পূর্ব্বাগ্র আস্তৃত রক্তবর্ণ বৃষচর্ম্মের উপর কন্যাকে উপবেশন করাইবেন। তৎকালে বর ইহা পাঠ করিবেন। যথা,—"প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দো গবাদয়ো দেবতা অনডুচ্চর্ম্মোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইহ গাবঃ প্রজায়ধ্বমিহাশ্বা ইহো পুরুষা ইহো সহস্রো দক্ষিণহোপি পূষা নিষীদতু"॥

পরে ব্রাহ্মণ স্ত্রীগণ কন্যার ক্রোড়ে কোন সুলক্ষণ ব্রাহ্মণকুমারকে বসাইয়া

তাহার হস্তে শালূক মূল বা ফল প্রদান করিবেন। অনন্তর জামাতা পত্নীর ক্রোড় হইতে কুমারকে উঠাইয়া পূর্ব্বোক্ত কুশণ্ডিকা বিধানে ধৃতিনামক অগ্নি স্থাপন, সমিধ্ প্রক্ষেপ ও ব্যস্ত সমস্ত মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া নিম্নলিখিত আটটী মন্ত্রে ঘৃতাহুতি দিবেন। যথা,—"প্রজাপতির্ঋষিবৃর্হতীচ্ছন্দো বধূর্দ্দেবতা ধৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইহ ধৃতিঃ স্বাহা॥ ১॥ ওঁ ইহ স্বধৃতিঃ স্বাহা॥ ২॥ ওঁ ইহ রতিঃ স্বাহা॥ ৩॥ ওঁ ইহ রমস্ব স্বাহা॥ ৪॥ ওঁ ময়ি ধৃতিঃ স্বাহা॥ ৫॥ ওঁ ময়ি স্বধৃতিঃ স্বাহা॥ ৬॥ ওঁ ময়ি রমঃ স্বাহা॥ ৭॥ ওঁ ময়ি রমস্ব স্বাহা॥ ৮॥ (এই আটটী মন্ত্রের ঋষ্যাদি একরূপ জানিবে)।

পরে বর ঘৃতাক্ত সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন এবং ভার্য্যাকে "অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকীদেবী ভো অভিবাদয়ে" এই বাক্য বলাইয়া পতি-গোত্র উল্লেখপূর্ব্বক তাহার দ্বারা শ্বশুর প্রভৃতিকে অভিবাদন করাইবেন। পরে বর ব্যস্ত সমস্ত মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া সর্ব্বকর্ম্মসাধারণীয় শাট্যায়ন হোমাদি বামদেব্য গানান্ত উদীচ্য কর্ম্ম (৮ পৃঃ দেখ) সমাপন করিয়া কর্ম্ম-কারয়িতা ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবেন।

চতুর্থীহোম।

প্রথমতঃ বর, কুশণ্ডিকোক্ত বিধানে শিখি নামক অগ্নির স্থাপন করত বিরূপাক্ষ জপান্ত কুশণ্ডিকা (৭ পৃঃ দেখ) সমাপন করিয়া অমন্ত্রক অগ্নিতে একটী সমিধ্ নিক্ষেপ করিয়া মহাব্যাহৃতি হোম করত দক্ষিণ ভাগে স্ত্রীকে উপবেশন করাইয়া কুশপুষ্পসমন্বিত জলপাত্র দক্ষিণে রাখিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্র দ্বারা অগ্নিতে কুড়িবার ঘৃতাহুতি দিবেন এবং প্রত্যেক আহুতিশেষ স্রুবসংলগ্ন ঘৃতবিন্দু জলপাত্রে নিক্ষেপ করিবেন। যথা—"প্রজাপতির্ঋষিরামন্ত্র্যমাণোঽগ্নির্দ্দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যাঃ পাপী লক্ষ্মীস্তামস্যা অপজহি স্বাহা॥ ১॥ প্রজাপতির্ঋষি-রামন্ত্র্যমাণো বায়ুর্দ্দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বায়ো প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যাঃ পাপী লক্ষ্মী-স্তামস্যা অপজহি স্বাহা॥ ২॥ প্রজাপতির্ঋষি-রামন্ত্র্যমাণশ্চন্দ্রো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ চন্

প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যাঃ পাপীলক্ষ্মীস্তামস্যা অপজহি স্বাহা ॥ ৩॥ প্রজাপতির্ঋষি রামন্ত্র্যমাণঃ সূর্য্যোদেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ সূর্য্য প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যাঃ পাপীলক্ষ্মীস্তামস্যা অপজহি স্বাহা ॥ ৪ ॥ প্রজাপতির্ঋষিরামন্ত্র্যমাণা অগ্নি-বায়ু-চন্দ্র-সূর্য্যাশ্চতস্রো দেবতাশ্চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নি-বায়ু চন্দ্র-সূর্য্যাঃ প্রায়শ্চিত্তয়োযূয়ং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তয়ঃ স্থ ব্রাহ্মণো বো নাথকাম উপধাবামি যাস্যাঃ পাপীল ক্ষ্মীস্তামস্যা অপহত স্বাহা ॥৫॥ প্রজাপতির্ঋষিরামন্ত্র্যমাণোঽগ্নির্দ্দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নে প্রায়-শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যাঃ পতিঘ্নী তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা ॥ ৬॥ প্রজাপতির্ঋষিরামন্ত্র্যমাণো বায়ু-র্দ্দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বায়ো প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তি-রসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যাঃ পতিঘ্নী তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা ॥৭॥ প্রজাপতির্ঋষিরামন্ত্র্যমাণশ্চন্দ্রো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যা পতিঘ্নী তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা ॥ ৮ ॥ প্রজাপতির্ঋষি-রামন্ত্র্যমাণঃ সূর্য্যো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ সূর্য্য প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যা পতিঘ্নী তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা ॥ ৯ ॥ প্রজাপতির্ঋষিরামন্ত্র্যমাণা অগ্নিবায়ুচন্দ্রসূর্য্যা দেবতাশ্চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিবায়ুচন্দ্রসূর্য্যা যূয়ং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তয়ঃ স্থ ব্রাহ্মণো বো নাথকাম উপধাবামি যাস্যাঃ পতিঘ্নী তনূস্তামস্যা অপহত স্বাহা ॥ ১০ ॥ প্রজাপতির্ঋষিরামন্ত্র্যমাণোঽগ্নির্দ্দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নে প্রায়-শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি, যাস্যা অপুত্র্যা তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা ॥ ১১ ॥ প্রজাপতির্ঋষিরামন্ত্র্যমাণো বায়ুর্দ্দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বায়ো প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যা অপুত্র্যা তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা ॥ ১২ ॥ প্রজাপতির্ঋষিরামন্ত্র্যমাণশ্চন্দ্রো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ চন্দ্র প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তি-রসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যা অপুত্র্যা তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা ॥১৩॥ প্রজাপতির্ঋষিরামন্ত্র্যমাণঃ সূর্য্যোদেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ সূর্য্য প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যা

অপুত্র্যা তনূস্তামস্তা অপজহি স্বাহা ॥ ১৪ ॥ প্রজাপতির্ঋষির্বিরামন্ত্র্যমাণা অগ্নিবায়ু-চন্দ্রসূর্য্যা দেবতাশ্চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ অগ্নিবায়ুচন্দ্রসূর্য্যাঃ প্রায়-শ্চিত্তয়ো যূয়ং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তয়ঃ স্থ ব্রাহ্মণো বো নাথকাম উপাধাবামি যাস্যা অপুত্র্যা তনূস্তামস্তা অপহত স্বাহা ॥ ১৫ ॥ প্রজাপতির্ঋষিরামন্ত্র্যমাণোঽগ্নির্দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যা অপশব্যা তনূস্তামস্তা অপজহি স্বাহা ॥১৬॥ প্রজাপতির্ঋষির্বায়ুর্দ্দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ বায়ো প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যা অপশব্যা তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা ॥ ১৭ ॥ প্রজাপতির্ঋষি-রামন্ত্র্যমাণশ্চন্দ্রো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ চন্দ্র প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যা অপশব্যা তনূস্তামস্তা অপজহি স্বাহা ॥১৮॥ প্রজাপতির্ঋষি রামন্ত্র্যমাণঃ সূর্য্যো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ সূর্য্য প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যা অপশব্যা তনূস্তামস্তা অপজহি স্বাহা ॥ ১৯ ॥ প্রজাপতির্ঋষি-রামন্ত্র্যমাণা অগ্নি-বায়ুচন্দ্রসূর্য্যা দেবতাশ্চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ অগ্নিবায়ুচন্দ্রসূর্য্যাঃ প্রায়শ্চিত্তয়ে যূয়ং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তয়ঃ স্থ ব্রাহ্মণো বো নাথকাম উপধাবামি যাস্যা অপশব্যা তনূস্তামস্তা অপহত স্বাহা ॥ ২০ ॥

পরে বধূর সহিত বর উঠিয়া উভয়ে উত্তরদিকে যাইয়া ধ্রুবলগ্ন ঘৃতমিশ্রিত জলদ্বারা বধূকে স্নান করাইবেন । তৎপরে আচার বশতঃ জামাতা বধূর সীমন্তে সিন্দূর তিলক ও বস্ত্রাদি দিবেন ।

পরে প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতযুক্ত সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া, শাট্যায়ন হোমাদি উদীচ্য কর্ম্ম সমাধানান্তে কর্ম্ম-কারিতা ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবেন ।

বিবাহ কর্ম্ম সমাপ্ত ।

গর্ভাধান ।

প্রথম রজোদর্শনের দিন হইতে ষোড় দিনের মধ্যে প্রথম দিন হইতে চতুর্থ দিন এবং একাদশ ও ত্রয়োদশ দিন ত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট দশ দিনের মধ্যে জ্যোতিষশাস্ত্রবিহিত দিবসে শুভলগ্নে অতীত সায়ংসন্ধ্যায় সুন্দরপরিচ্ছদধারী

পতি পূর্ব্বমুখ হইয়া ভার্য্যাকে বামে লইয়া উপবেশন করিবেন। পরে স্বস্তিবাচন করিয়া সংকল্প করিবেন, যথা,—বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রায়াঃ শ্রীমৎপত্ন্যা অমুকীদেব্যা গর্ভাধানকর্ম্মণি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা বিশিষ্টপুত্রোৎপত্তিকামো গণপত্যাদি-ষষ্ঠীমার্কণ্ডেয়পূজাপূর্ব্বকং সূর্য্যার্ঘ্যদানমহং করিষ্যে। পরে ষষ্ঠী ও মার্কণ্ডেয়ের ধ্যানপূর্ব্বক যথাশক্তি পূজা করিবেন।

পরে দম্পতি দণ্ডায়মান হইয়া বধূর হস্তদ্বয় সংস্পৃষ্ট স্বীয় করদ্বয়দ্বারা তাম্রপাত্রস্থ অর্ঘ্য লইয়া নিম্নলিখিত নয়টী মন্ত্র পাঠ করিয়া সূর্য্যদেবকে নয়টী অর্ঘ্য প্রদান করিবেন,—"ওঁ বিশ্বা বিশ্বপ্সা বিশ্বতঃ কর্ত্তা বিশ্বযোনিরযোনিজঃ। নবপুষ্পোৎসবে চার্ঘ্যং গৃহাণ ত্বং দিবাকর॥ ১॥ সম্পদাকৃতিরাকাশে ক্ষোভরূপী জগৎপ্রভো। সাক্ষী ত্বং সর্ব্বভূতানাং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর॥ ২॥ ময়া চ যৎ কৃতং কর্ম্ম সাম্প্রতং ফলহেতবে। তিমিরঘ্ন মহাতেজো গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর॥ ৩॥ নবপুষ্পোৎসবে চার্ঘ্যং দদামি ভক্তিতৎপরঃ। সম্পদাং হেতুকর্ত্তা চ গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর॥ ৪॥ নমস্তে ভগবন্ সূর্য্য লোকসাক্ষিন্ বিভাবসো। পুত্রার্থী চ প্রপন্নোঽহং গৃহাণার্ঘং দিবাকর॥৫॥ কমলাকান্ত দেবেশ সাক্ষী ত্বঞ্চ জগৎপতে। ভক্তস্তব প্রপন্নোঽহং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর॥ ৬॥ স্বর্গদীপ নমস্তেঽস্তু নমস্তে বিশ্বতাপন। নবপুষ্পোৎসবে চার্ঘ্যং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর॥ ৭॥ নমস্তে পদ্মিনীকান্ত সুখমোক্ষপ্রদায়ক। ছায়াপতে জগৎস্বামিন্ স্বর্গদীপ নমোঽস্তু তে॥ ৮॥ বিশ্বাত্মা বিশ্ববন্ধুশ্চ বিশ্বেশো বিশ্বলোচনঃ। নবপুষ্পোৎসবে চার্ঘ্যং গৃহাণ ত্বং দিবাকর॥ ৯॥ * অনন্তর পতি, ভার্য্যার পশ্চাতে থাকিয়া, দক্ষিণহস্তদ্বারা তাহার স্কন্ধের উপর হইতে যোনিস্থান স্পর্শ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিবেন,—

প্রজাপতিঋষি-রনুষ্টুপ্ ছন্দো বিষ্ণু-ত্বষ্টৃ-প্রজাপতি-ধাতারো দেবতা গর্ভাধানে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্ণুর্য্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংষতু। আসিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে ॥ ১॥ প্রজাপতিঋষি-রনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সিনীবালীসরস্বত্যশ্বিনো দেবতা গর্ভাধানে বিনয়োগঃ। ওঁ গর্ভং ধেহি

* বর্ত্তমান রীতি অনুসারে এই নয়টী মন্ত্রদ্বারা অর্ঘ্যপ্রদান আর করা হয় না। কেবল ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে ইদমর্ঘ্যং ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ॥ এই বলিয়া একটী অর্ঘ্য প্রদান করা হয়।

সিনীবালি গর্ভং ধেহি সরস্বতি। গর্ভন্তে অশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ ॥ ২ ॥ পরে এক খণ্ড সুবর্ণদ্বারা স্ত্রীর নাভিদেশ স্পর্শ করিয়া ইহা পাঠ করিবেন,—ওঁ জীববৎসা ভব ত্বং হি সুপুত্রোৎপত্তিহেতবে। তস্মাত্ত্বং সর্ব্বকল্যাণি অবিঘ্নগর্ভধারিণি। ওঁ দীর্ঘায়ুষং বংশধরং পুত্রং জনয় সুব্রতে।” পরে কোন পতিপুত্রবতী নারী বা কোন বালক দ্বারা শোধিত পঞ্চগব্য বধূকে পূর্ব্বাভিমুখী করিয়া পান করাইবে।

গর্ভাধান সমাপ্ত ॥

পুংসবন।

প্রথম গর্ভের তৃতীয়মাসের উপক্রমে শুভদিনে অতি প্রত্যুষে প্রাতঃক্রিয়া সমাপন করত বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি করিয়া চন্দ্রনামক অগ্নিস্থাপনানন্তর বিরূপাক্ষজপান্ত কুশণ্ডিকা সমাধা করিয়া পরে কৃতস্নাতা পত্নীকে সুন্দর বস্ত্র পরাইয়া অগ্নির পশ্চিমদিকে পূর্ব্বাগ্র কুশোপরি পূর্ব্বমুখী করিয়া পতির দক্ষিণপার্শ্বে বসাইবে। প্রকৃত কার্য্যারম্ভে পতি অগ্নিতে অমন্ত্রক সমিধ্ নিক্ষেপ করিয়া মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন। (৮ পৃঃ দেখ)

অনন্তর বর পত্নীর-পৃষ্ঠদেশে যাইয়া দক্ষিণস্কন্ধ স্পর্শ করত অবতীর্ণ হস্তে নাভিদেশস্পর্শ করিয়া ইহা পড়িবেন। যথা,—“প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দো মিত্রাবরুণাশ্ব্যগ্নিবায়বো দেবতাঃ পুংসবনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পুমাংসৌ মিত্রাবরুণৌ পুমাংসাবশ্বিনাবুভৌ। পুমানগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ পুমান্ গর্ভস্তবোদরে।” এই এক প্রকার পুংসবন।

অপর প্রকার পুংসবনার্থ স্বামী বটবৃক্ষের ঈশানকোণস্থিত ফলদ্বয়-যুক্ত শাখা হইতে কীট কর্তৃক অদষ্ট বটশুঙ্গাকে, যব অথবা মাষকলাইয়ের গুড়াড় সহিত নিম্নলিখিত সাতটী মন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রিত করিবে। যথা,—প্রজাপতিঋষিঃ সোমবরুণ-বসুরুদ্রাদিত্যমরুদ্বিশ্বেদেবা দেবতা ন্যগ্রোধশুঙ্গা-পরিক্রমণে বিনিয়োগঃ। ওঁ যদ্যসি সৌমী সোমায় ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি ॥ ১ ॥ ওঁ যদ্যসি বারুণী বরুণায় ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি ॥ ২ ॥ ওঁ যদ্যসি বসুভ্যো বসুভ্যস্ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি ॥ ৩ ॥ ওঁ যদ্যসি রুদ্রেভ্যো রুদ্রেভ্যস্ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি ॥ ৪ ॥ ওঁ যদ্যসি আদিত্যেভ্য আদিত্যেভ্যস্ত্বা রাজ্ঞে পরি-

ক্রীণাণি॥ ৫॥ ওঁ যদ্যসি মরুদ্ভ্যো মরুদ্ভ্যস্ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি॥ ৬॥ ওঁ যদ্যসি বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যস্ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি॥ ৭॥

অনন্তর নিম্নমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত বটশুঙ্গা আহরণ করিবে। যথা—'প্রজাপতির্ঋষি-রোষধ্যো দেবতা ন্যগ্রোধশুঙ্গাচ্ছেদনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ওষধয়ঃ সুমনসোঽস্যাং বীর্য্যং সমাধত্ত, ইদং কর্ম্ম করিষ্যতি।' পরে সেই বটশুঙ্গাগুলি তৃণদ্বারা বেষ্টিত করিয়া অন্তরীক্ষে স্থাপন করিবে। তৎপর অগ্নির শোভন নাম করণ করিয়া তাহার উত্তর ভাগে ধৌত শিলার উপর ব্রহ্মচারী, কুমারী বা গর্ভবতী স্ত্রীলোক অথবা অধীতবেদ কোন ব্রাহ্মণ আচার বশতঃ শিশির জল দ্বারা নোড়াযোগে ঐ শুঙ্গাগুলি পুনঃপুনঃ পেষণ করিবেন। অতঃপর অগ্নির পশ্চিমভাগে উত্তরাগ্র কুশোপরি পশ্চিমাভিমুখে উপবিষ্টা পত্নীর মস্তক পূর্ব্বদিকে অবনামিত করিয়া পতি তাহার পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করত দক্ষিণহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা বস্ত্রবদ্ধ ঐ পিষ্ট বটশুঙ্গা গ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক উহার রস পত্নীর দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে প্রদান করিবেন। যথা,—

"প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দোঽগ্নীন্দ্রবৃহস্পতয়ো দেবতা ন্যগ্রোধশুঙ্গারসদানে বিনিয়োগঃ। ওঁ পুমানগ্নিঃ পুমানিন্দ্রঃ পুমান্ দেবো বৃহস্পতিঃ। পুমাংসং পুত্রং বিন্দস্ব ত্বং পুমাননুজায়তাম্।"

অতঃপর মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে আহুতি দিয়া সর্ব্বকর্ম্ম সাধারণ শাট্যায়ন হোমাদি বামদেব্যগানান্ত উদীচ্য কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া কর্ম্মকারয়িতা ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দান করিবে।

সীমন্তোন্নয়ন।

দশবিধ সংস্কার বিধিতে গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়নের পৌর্ব্বাপর্য্য নিয়ম আছে বলিয়া প্রথম গর্ভের চতুর্থ, ষষ্ঠ অথবা অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন করা কর্ত্তব্য। যদি দৈবপ্রতিকূলতা বশতঃ গর্ভাধান ও পুংসবন কর্ম্ম সমাপন করা না হইয়া থাকে, তবে সীমন্তোন্নয়ন দিবসে শাট্যায়ন হোমাদিরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গর্ভাধান ও পুংসবন কর্ম্ম সমাপ্ত করত পরে সীমন্তোন্নয়ন করিবে। তাহার প্রণালী এইরূপ।—পতি প্রাতঃস্নান করিয়া বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি করত "মঙ্গল" নামক অগ্নি স্থাপন পূর্ব্বক বিরূপাক্ষ জপান্ত (৭ পৃঃ দেখ) সামান্য কুশণ্ডিকা করিয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা—"ওঁ অদ্যেত্যাদি এতন্মদীয়পত্ন্যা

যথাকালে গর্ভাধানপুংসবনকর্ম্মণোরকরণজনিত দোষপ্রশমনায় শাট্যায়ন হোম-মহং কুর্ব্বীয়।" তৎপর শাট্যায়ন হোম করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধানে গর্ভাধান ও পুংসবন কর্ম্ম সমাপন করিয়া সীমন্তোন্নয়ন করিবে। যথা.—পতি কৃত-স্নানা বধূকে অগ্নির পশ্চিমভাগে নিজের দক্ষিণে উত্তরাগ্র কুশোপরি পূর্ব্বাভি-মুখে উপবেশন করাইয়া প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ মন্ত্র ব্যতীত অগ্নিতে নিক্ষেপপূর্ব্বক মহাব্যাহৃতি হোম করিবে। পরে পতি পত্নীর পৃষ্ঠভাগে পূর্ব্বাভিমুখে থাকিয়া আচারানুসারে স্বর্ণাদি নির্ম্মিত, যব প্রতিকৃতির সহিত, রক্ষার্থ পরিকল্পিত নিম্ব, সর্ষপ, ভল্লাতক ও বচ প্রভৃতি সম্বলিত বাসুদেবপাদদ্বয়. এবং এক বৃন্তস্থিত পট্টসূত্রাদি দ্বারা গ্রথিত উডুম্বর ফলদ্বয় গ্রহণ করিয়া "প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ স্ত্রীদেবতা ঔডুম্বরফলযুগলবন্ধনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অয়মূর্জ্জাবতো বৃক্ষ উর্জ্জীব ফলিনী ভব। পর্ণং বনস্পতে নুত্বা নুত্বা চ সূয়তাং রয়ি॥" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পত্নীর কণ্ঠে দিবে। পরে দর্ভপিঞ্জ-লিত্রয় গ্রহণ করিয়া "প্রজাপতির্ঋষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা দর্ভপিঞ্জ-লিভিঃ সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ।" ইহা বলিয়া দর্ভপিঞ্জলীত্রয় পত্নীর কেশাগ্রভাগ হইতে সীমন্ত (সিন্দূর প্রদান স্থান) দেশ পর্য্যন্ত কেশ উন্নীত করিয়া ঐ দর্ভপিঞ্জলী তিনটী পত্নীর মস্তকে স্থাপন করিবে। পুনরায় দর্ভপিঞ্জলীত্রয় লইয়া প্রজাপতির্ঋষিরুষ্ণিক্ছন্দো বায়ুর্দ্দেবতা দর্ভপিঞ্জলীভিঃ সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ।" এই মন্ত্র পাঠ করতঃ পূর্ব্ববৎ সীমন্ত উন্নয়ন করিবে, এবং উহা কেশমধ্যে রাখিবে। পুনর্ব্বার দর্ভপিঞ্জলীত্রয় লইয়া,—"প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা দর্ভপিঞ্জলীভিঃ সীমন্তো-ন্নয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ।' এই মন্ত্রদ্বারা পূর্ব্ববৎ সীমন্তোন্নয়ন ও স্থাপন করিবে। পরে সেজারুর কণ্টক লইয়া—"প্রজাপতির্ঋষি-স্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ স্ত্রীদেবতা শরেণ সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ যেনাদিতেঃ সীমানং নয়তি প্রজাপতির্ম্মহতে সৌভাগ্যায় তেনাহমস্যৈ সীমানং নয়ামি প্রজামস্যৈ জরদষ্টিং কৃণোমি"। ইহা পাঠপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ কেশ উন্নয়ন করিয়া ঐ সেজারুকাঁটা কেশমধ্যে রাখিবে। পরে সূত্রপূর্ণ তর্কু (টাকুর বা টেকো) গ্রহণ করিয়া,—প্রজাপতির্ঋষির্জ্জগতীচ্ছন্দো রাকা দেবতা সূত্রপূর্ণতর্কুণা সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ রাকামহং সুহবাং সুষ্টুতী হুবে শৃণোতু নঃ সুভগা বোধতু ত্মনা। সীব্যত্বপঃ সূচ্যা অচ্ছিদ্যমানয়া দদাতু বীরং শতদায়ু-মুখ্যং" ইহা পাঠ করিয়া তর্কুর অগ্রভাগ দ্বারা পূর্ব্ববৎ উন্নয়ন ও স্থাপন করিবে।

পরে তিনটী শ্বেতবর্ণ শেজারু কাঁটা লইয়া "প্রজাপতির্ঋষির্জগতীচ্ছন্দো রাকা দেবতা ত্রিশ্বেতয়া শললায়া সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ যাস্তে রাকে সুমতয়ঃ সুপেশসো যাভির্দ্দদাসি দাশুষে বসূনি তাভির্নোহদ্য সুমনা উপাগহি সহস্র-পোষং সুভগে ররাণা॥" ইহা পাঠ করত ঐ সেজারু কাঁটা দ্বারা পূর্ব্বের ন্যায় কেশ উন্নয়ন ও কেশমধ্যে স্থাপন করিবে।

অনন্তর তিলতণ্ডুল ও মাষকলাইযুক্ত স্থালীপাকের অর্থাৎ চরুর উপর ঘৃত দিয়া ঐ স্থালীপাক বধূকে দেখাইয়া "প্রজাপতির্ঋষিঃ স্ত্রীদেবতা বধূপ্রশ্নে বিনি-য়োগঃ। ওঁ কিং পশ্যসি। এই মন্ত্রে বধূকে প্রশ্ন করিবে। পরে বধূ উক্ত চরু দর্শন করিলে পতি নিম্নলিখিত মন্ত্র বধূকে পড়াইবেন,—"প্রজাপতির্ঋষিঃ স্ত্রীদেবতা স্থালীপাকাবেক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রজাং পশূন্ সৌভাগ্যং মহ্যং দীর্ঘায়ুষ্ট্বং পত্যুঃ॥"

পরে মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া প্রাদেশ প্রমাণ সঘৃত সমিধ্ অগ্নিতে নিক্ষেপপূর্ব্বক সর্ব্বকর্ম্ম সাধারণ শাট্যায়ন হোমাদি বামদেব্যগানান্ত উদীচ্য কর্ম্ম সমাপন করিয়া কর্ম্মকারয়িতা ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবে।

পরে কোন সধবা পুত্রবতী নারীগণ বধূকে বেদীতে উঠাইয়া জলদ্বারা তাহাকে স্নানাদি মঙ্গলকর্ম্ম করাইয়া বধূকে বলিবে "বীরসূস্ত্বং ভব, জীবপত্নী ত্বং ভব।" পরে গর্ভিণী উক্ত চরু ভক্ষণ করিবেন।

শোষ্যন্তী কর্ম্ম।

আসন্নপ্রসবা পত্নীর সুখপ্রসব নিমিত্ত শোষ্যন্তী কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। প্রথ-মতঃ পতি স্নান করিয়া "ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রায়া মৎপত্ন্যা অমুকাভি-ধানায়াঃ সুখপ্রসবকামঃ শোষ্যন্তীহোমমহং কুর্ব্বীয়।" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া পূর্ব্ববৎ অগ্নিস্থাপন করিয়া বিরূপাক্ষ জপান্ত কুশণ্ডিকা সমাপন করত প্রকৃত কর্ম্মারম্ভে প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে আহুতি দিয়া, মহাব্যাহৃতি হোম করিবে। অনন্তর নিম্নলিখিত দুইটী মন্ত্রে দুইবার আজ্যাহুতি দিবে। যথা,—"প্রজাপতির্ঋষিঃ পংক্তিশ্ছন্দঃ সংরাধনী দেবতা শোষ্যন্তী হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যা তে তিরশ্চী নিপদ্যতে, বিধরণীতি তাং ত্বাং ঘৃতস্য ধারয়া যজে সংরাধনী মহং সংরাধয়ে দেব্যৈ দেষ্ট্র্যৈ স্বাহা॥১॥ প্রজাপতি-

ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দো বিপশ্চিদ্দেবতা শোষ্যন্তীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিপশ্চিৎ পুচ্ছমভরত্তাতা পুনরাহরৎ। পরে হি ত্বং বিপশ্চিৎ পুমানয়ং জনিষ্যতেঽসৌ নাম স্বাহা ॥ ২ ॥ উক্ত মন্ত্রস্থ 'অসৌ' শব্দ স্থলে ভবিষ্যৎ পুত্রের নাম মনে মনে কল্পনা করিয়া "অমুকদেবশর্ম্মাণং স্বাহা" এইরূপ বলিবে।

তদনন্তর মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া অগ্নিতে প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত একটী সমিধ্ মন্ত্র ব্যতীত নিক্ষেপ করিয়া সর্ব্বকর্ম্ম সাধারণ শাট্যায়ন হোমাদি বামদেব্য গানান্ত উদীচ্য কর্ম্ম করিয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবে।

জাতকর্ম্ম।

পুত্র জন্মিলেই পিতা "মা নাভিং কৃন্তত" (অর্থাৎ তোমরা নাভিচ্ছেদ করিও না।) এবং "স্তন্যঞ্চ মা দত্ত" (অর্থাৎ স্তন্য দিও না) এই প্রকার বলিয়া পরিধেয় বস্ত্রসহ স্নান করিয়া বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিবেন। পরে কুমারী, গর্ভবতী অথবা কোন বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন ব্রাহ্মণ দ্বারা একখানি শিল ধৌত করত ব্রীহি ও যব চূর্ণ করিবেন এবং দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকাদ্বারা উহা লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া কুমারের জিহ্বা মার্জ্জন করিবেন। যথা,—

"প্রজাপতির্ঋষিরয়ং দেবতা ব্রীহিযবচূর্ণেন কুমারস্য জিহ্বামার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইয়মাজ্ঞেদমন্নমিদমায়ুরিদমমৃতং।" পরে একটী স্বর্ণ শলাকায় ঘৃতসংযুক্ত করিয়া এই মন্ত্রে জিহ্বামার্জ্জনা করিবেন,—"প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দো মিত্রবরুণাগ্ন্যশ্বিনো দেবতাঃ কুমারস্য সর্পিঃপ্রাশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ মেধান্তে মিত্রাবরুণৌ মেধামগ্নির্দধাতু তে। মেধান্তে অশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ স্বাহা।" পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ "প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ ইন্দ্রো দেবতা কুমারস্য সর্পিঃপ্রাশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সদসস্পতিমদ্ভুতং প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যং সনিং মেধাময়াসিষং স্বাহা।" এই মন্ত্রে পূর্ব্বের ন্যায় জিহ্বামার্জ্জনা করিবেন। এবং "নাভিং কৃন্তত" (অর্থাৎ নাভি ছেদন কর) এবং "স্তন্যং চ দত্ত" (অর্থাৎ স্তন্যদান কর) এই বলিয়া শিশুর নাড়ীচ্ছেদ ও স্তন্যদান করিতে আদেশ করিয়া পুনর্ব্বার স্নান করিবেন।

নিষ্ক্রমণ।

পিতা শিশুকে স্নান করাইয়া সায়ং সন্ধ্যা গত হইলে চন্দ্রাভিমুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান হইবেন। অনন্তর কুমারের মাতা পবিত্রবস্ত্র দ্বারা পুত্রকে আবৃত করিয়া স্বামীর বামদিকে পশ্চিমাভিমুখী হইয়া কুমারকে উত্তরশিরা করিয়া কুমারের পিতার হস্তে দিবেন এবং ভর্ত্তার পৃষ্ঠদেশ দিয়া উত্তরদিকে আসিয়া চন্দ্রের দিকে মুখ করিয়া বসিবেন। তৎপরে পিতা "প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দশ্চন্দ্রো দেবতা কুমারস্য চন্দ্রদর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ যত্তে সুষীমে হৃদয়ং হিতমন্তঃ প্রজাপতৌ। বেদাহং মন্যে তদ্ ব্রহ্মাহং পৌত্রমুখং নিগাং। প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দশ্চন্দ্রো দেবতা কুমারস্য চন্দ্রদর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ যৎ পৃথিব্যা অনামৃতং দিবি চন্দ্রমসি শ্রিতং। বেদামৃতস্যাহং নাম মাহং পৌত্রমুখং রিষং। প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দ ইন্দ্রাগ্নী দেবতে কুমারস্য চন্দ্রদর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইন্দ্রাগ্নী শর্ম্ম যচ্ছতং প্রজায়ৈ মে প্রজাপতী যথায়ং ন প্রমীয়েত পুত্রো জনিত্রা অধি।"

ইহা পাঠকরত কুমারকে চন্দ্র দেখাইবেন। পরে পিতা চন্দ্রোদ্দেশে নিম্নলিখিত মন্ত্রে অর্ঘ্য দিবেন,—ওঁ ক্ষীরোদার্ণবসম্ভূত অত্রিনেত্রসমুদ্ভব। গৃহাণার্ঘ্যং শশাঙ্কেদং রোহিণ্যা সহিতো মম॥

পরে পিতা সেই উত্তরশিরস্ক কুমারকে তদবস্থায় স্ত্রীর হস্তে দিয়া—'মহাবামদেব্যঋষি' ইত্যাদি (১২ পৃঃ দেখ) শান্তি মন্ত্র পাঠ করিয়া কুমারের মঙ্গল কামনা করত গৃহে যাইবেন। পরে পিতা ইহার পরবর্ত্তী তৃতীয় শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে সায়ংসময়ে চন্দ্র দেখিয়া জলাঞ্জলি গ্রহণ করত প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দশ্চন্দ্রো দেবতা কুমারস্য চন্দ্রদর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ যদদশ্চন্দ্রমসি কৃষ্ণং পৃথিব্যা হৃদয়ং শ্রীতং। তদহং বিদ্বাংস্তৎ পশ্যন্মাহং পৌত্রমুখং রুদং।" এই মন্ত্রপাঠ করিয়া জলাঞ্জলি ত্যাগ করিবেন এবং আরও দুইবার মন্ত্র ব্যতীত জলাঞ্জলি দিবেন। পরে পিতা বামদেব্য গান এবং কুমারের মঙ্গলচিন্তা করিবেন।

যদি পিতা বিদেশবাসী হন, তবে পত্নীর নিকট হইতে পুত্রের গ্রহণাদি না করিতে পারিলেও নিষ্ক্রমণ কর্ম্মের অঙ্গীভূত বামদেব্য গানরূপ উদীচ্য কর্ম্ম করিবেন।

নামকরণ।

গৃহ্য বচন দ্বারা জননানন্তর একাদশাহে, শত দিবসে বা সংবৎসরে নামকরণের কর্ত্তব্যতা অবধারিত হইলেও আচার বশত দ্বাদশাহে, একাধিক শতদিবসে অথবা জন্মদিনে নামকরণ করিবে।

পিতা স্নান করত বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি সমাপন করিয়া 'পার্থিব নামক' অগ্নিস্থাপন পূর্ব্বক বিরূপাক্ষ জপান্ত কুশণ্ডিকা (৭ পৃঃ দেখ) করিয়া ঘৃতপ্রক্ষিত সমিধ মন্ত্র ব্যতীত অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিয়া, মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন। (৮ পৃঃ দেখ)। পরে, কুমারের মাতা পবিত্র বস্ত্রদ্বারা কুমারকে আচ্ছাদিত করিয়া ভর্ত্তার দক্ষিণদিকে অবস্থিতি পূর্ব্বক বালককে উত্তরশিরা করিয়া স্বামীর হস্তে দিবেন। তৎপর পতির পৃষ্ঠদেশ দিয়া উত্তর দেশে গমন করত উত্তরাগ্র কুশোপরি পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিবেন।

তৎপর পিতা—"ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা" মন্ত্রে একবার ঘৃতাহুতি দিয়া কুমারের জন্মতিথি ও তদধিষ্ঠাত্রী দেবতা, জন্মনক্ষত্র ও নক্ষত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতার হোম করিবে, যথা,—প্রতিপদে জন্মিলে, ওঁ প্রতিপদে স্বাহা। ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা। দ্বিতীয়ায়, ওঁ দ্বিতীয়ায়ৈ স্বাহা। ওঁ ত্বষ্ট্রে স্বাহা। তৃতীয়ায়, ওঁ তৃতীয়ায়ৈ স্বাহা, ওঁ জনার্দ্দনায় স্বাহা। চতুর্থীতে, ওঁ চতুর্থ্যৈ স্বাহা, ওঁ যমায় স্বাহা। পঞ্চমীতে, ওঁ পঞ্চম্যৈ স্বাহা, ওঁ সোমায় স্বাহা। ষষ্ঠীতে ওঁ ষষ্ঠ্যৈ স্বাহা, ওঁ কুমারায় স্বাহা। সপ্তমীতে ওঁ সপ্তম্যৈ স্বাহা, ওঁ মুনিভ্যঃ স্বাহা। অষ্টমীতে ওঁ অষ্টম্যৈ স্বাহা, ওঁ বসুভ্যঃ স্বাহা। নবমীতে ওঁ নবম্যৈ স্বাহা, ওঁ পিশাচেভ্যঃ স্বাহা। দশমীতে ওঁ দশম্যৈ স্বাহা, ওঁ ধর্ম্মায় স্বাহা। একাদশীতে ওঁ একাদশ্যৈ স্বাহা, ওঁ রুদ্রায় স্বাহা। দ্বাদশীতে ওঁ দ্বাদশ্যৈ স্বাহা, ওঁ বায়বে স্বাহা। ত্রয়োদশীতে ওঁ ত্রয়োদশ্যৈ স্বাহা, ওঁ কামদেবায় স্বাহা, চতুর্দ্দশীতে ওঁ চতুর্দ্দশ্যৈ স্বাহা, ওঁ যক্ষেভ্যঃ স্বাহা। পূর্ণিমায় ওঁ পৌর্ণমাস্যৈ স্বাহা, ওঁ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা। অমাবস্যাতে ওঁ অমাবস্যায়ৈ স্বাহা, ওঁ পিতৃভ্যঃ স্বাহা।

নক্ষত্রহোম যথা,—ওঁ কৃত্তিকাভ্যঃ স্বাহা অগ্নয়ে। রোহিণীভ্যঃ, প্রজাপতয়ে। মৃগশিরসে স্বাহা, সোমায়। আর্দ্রায়ৈ, রুদ্রায়। পুনর্ব্বসবে, অদিতয়ে। পুষ্যায়ৈ, বৃহস্পতয়ে। অশ্লেষাভ্যঃ, সর্পেভ্যঃ। মঘায়ৈ, পিতৃভ্যঃ। পূর্ব্বফল্গুনীভ্যাং, ভগায়। উত্তরফল্গুনীভ্যাং, অর্য্যম্ণে। হস্তায়ৈ, সবিত্রে। চিত্রায়ৈ, ত্বষ্ট্রে। স্বাত্যৈ, বায়বে। বিশখাভ্যঃ, ইন্দ্রাগ্নীভ্যাং। অনুরাধাভ্যঃ, মিত্রায়। জ্যেষ্ঠায়ৈ, ইন্দ্রায়। মূলায়ৈ, নৈর্ঋতায়। পূর্ব্বাষাঢ়াভ্যঃ, অদ্ভ্যঃ। উত্তরা-

ষাঢ়াভ্যঃ, বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ। শ্রবণায়ৈ, বিষ্ণবে। ধনিষ্ঠাভ্যঃ, বসুভ্যঃ। শতভিষাভ্যঃ, বরুণায়। পূর্ব্বভাদ্রপদাভ্যাং, অজৈকপাদায়। উত্তরভাদ্রপদাভ্যঃ, অহিব্রধ্নায়। রেবত্যৈ, পূষ্ণে। আশ্বিন্যৈ, অশ্বিনীকুমারাভ্যাং। ভরণ্যৈ, যমায়।” কি প্রকার বাক্য করিয়া কোন্ নক্ষত্রের হোম করিতে হয়, তৎসমস্তই লিখিত হইল। যে বালক যে নক্ষত্রে জন্মিয়াছে, তাহার নামকরণকালে সেই নক্ষত্রের হোম করিবেন। প্রত্যেক চতুর্থ্যন্ত নামের আদিতে ওঁ এবং অন্তে স্বাহা শব্দ যোগ করিয়া হোম করিতে হইবে।

অনন্তর পিতা কঠিনী (খড়ি) দ্বারা প্রস্তরে দুইটী নাম (রাশ্যাশ্রিত ও দেবতাশ্রিত) লিখিয়া দুইটী ঘৃত প্রদীপ প্রজ্বালিত করত তদগ্নিশিখায় দুইটী নাম কল্পনা করিবে এবং যে নামে প্রদীপ অধিক প্রজ্বলিত হয় তাহাই কুমারের নাম হইবে। পরে পিতা সন্তানের মুখ, নাসিকা, চক্ষু ও কর্ণ দক্ষিণহস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া, পশ্চাল্লিখিত মন্ত্র দুইটী পাঠ করিবেন,—প্রজাপতির্ঋষির্বিরহর্পতি র্দেবতা নামকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ কোঽসি কতমোঽস্যেষোঽস্য মৃতস্পত্যং মাসং প্রবেশ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মন্॥ ১॥ প্রজাপতির্ঋষির্বিরাদিত্যো দেবতা নামকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ সত্বাহ্নে পরিদদাত্বহস্ত্বা রাত্র্যৈ পরিদদাতু রাত্রিস্ত্বাহোরাত্রাভ্যাং পরিদদাত্বহোরাত্রৌ ত্বা অর্দ্ধমাসেভ্যঃ পরিদত্তামর্দ্ধমাসাস্ত্বা মাসেভ্যঃ পরিদদতু মাসাস্ত্বর্ত্তুভ্যঃ পরিদদতু ঋতবস্ত্বা সম্বৎসরায় পরিদদতু সম্বৎসরস্ত্বায়ুষে জরায়ৈ পরিদদাতু শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মন্।

পরে পিতা কুমারের মাতার বামকর্ণে বলিবেন, “শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মায়ং তে পুত্রঃ।” কুমারের দক্ষিণকর্ণে বলিবেন, “শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাসি।” *

পরে মাতৃক্রোড়ে শিশুকে দিয়া পিতা মহাব্যাহৃতিহোম করত অগ্নিতে অমন্ত্রক সমিধ্ নিক্ষেপ করিয়া শাট্যায়ন হোমাদি বামদেব্য গানান্ত, উদীচ্য কর্ম্ম করিবেন।

পৌষ্টিক-কর্ম্ম।

বালকের জন্মদিবস হইতে সংবৎসর পর্য্যন্ত প্রতিমাসীয় জন্মতিথিতে বা প্রত্যেক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে পিতা স্নানাদি নিত্যক্রিয়া সমাপন করতঃ কুমারের পৌষ্টিক কার্য্যার্থ সঙ্কল্প করিবেন। যথা,—“অদ্যেত্যাদি

* সর্ব্বত্র “অমুক” স্থলে কুমারের নাম বলিতে হইবে।

অমুকগোত্রস্য মৎপুত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ শুভকামঃ পৌষ্টিককর্ম্মাহং কুর্ব্বীয়।” এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া বরদ নামক অগ্নিস্থাপন পূর্ব্বক বিরূপাক্ষ জপান্ত কুশণ্ডিকা সমাপন করিয়া প্রকৃত কর্ম্মারম্ভে প্রাদেশ প্রমাণ একটি ঘৃতাক্ত সমিধ্ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া মহাব্যাহৃতি হোম করিবে।

তৎপর “ওঁ ইন্দ্রাগ্নিভ্যাং স্বাহা। ওঁ দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং স্বাহা। ওঁ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা।” এই বলিয়া তিনবার আজ্যাহুতি দিবেন। এবং নাম করণোক্ত জন্মতিথি ও নক্ষত্রাদির ক্রমবিপর্য্যয়ে * নামোল্লেখে আজ্যাহুতি দিবেন। পরে মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ মন্ত্রব্যতীত অগ্নিতে আহুতি দিয়া সর্ব্বকর্ম্ম সাধারণীয় শাট্যায়ন হোমাদি বামদেব্যগানান্ত উদীচ্য কর্ম্ম সমাপন করিবেন।

অন্নপ্রাশন।

বালকের ষষ্ঠ বা অষ্টমমাসে, কন্যার পঞ্চম কিম্বা সপ্তমমাসে জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত শুভদিনে পিতা নিত্যক্রিয়া শেষ করিয়া বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ নির্ব্বাহ করিয়া “শুচি” নামক অগ্নিস্থাপন পূর্ব্বক বিরূপাক্ষ জপান্ত কুশণ্ডিকা সম্পন্ন করিয়া প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে আহুতি দিয়া মহাব্যাহৃতি হোম (৮ পৃ দেখ) করিবেন। পরে, নিম্নলিখিত দশটী মন্ত্রে পৃথক্ পৃথক্ ঘৃতাহুতি দিবেন। যথা,—

“প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ আদিত্যো দেবতা পুরুষাধিপত্যকামস্য চতুষ্পথে অগ্নাবাদিত্যাভিমুখস্যাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অন্নং বা একচ্ছন্দস্যমন্নং হ্যেক ভূতেভ্যশ্ছন্দয়তি স্বাহা ॥ ১ ॥ প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ আদিত্যো দেবতা পুরুষাধিপত্যকামস্য চতুষ্পথে অগ্নাবাদিত্যাভিমুখস্যাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ শ্রীর্ব্বা এষা যৎ সত্বানো বিরোচনো ময়ি সত্বমবদধাতু স্বাহা ॥ ২ ॥ প্রজাপতির্ঋষির্বৃহতীচ্ছন্দ আদিত্যো দেবতা পুরুষাধিপত্যকামস্য চতুষ্পথে অগ্নাবাদিত্যাভিমুখস্যাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অন্নস্য ঘৃতমেব রসস্তেজঃ সম্পৎকামো-জুহোমি স্বাহা ॥ ৩ ॥ প্রজাপতির্ঋষিঃ ক্ষুদ্দেবতা বৃত্ত্যবিচ্ছিত্তিকামস্য সায়ং প্রাতঃ

---

* ক্রমবিপর্য্যয়,—অর্থাৎ নামকরণ প্রণালীর বিপরীত ক্রমে আহুতি দিবে। অর্থাৎ অগ্রে তিথিনক্ষত্রাধিষ্ঠিত দেবতার এবং পরে তিথিনক্ষত্রের হোম করিবে। যেমন—প্রতিপদে জাত ব্যক্তির “ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা, প্রতিপদে স্বাহা।” কৃত্তিকানক্ষত্রে জাত ব্যক্তির “ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা, ওঁ কৃত্তিকাভ্যঃ স্বাহা। ইত্যাদি। এইরূপ সর্ব্বত্র জানিবেন।

ক্ষুদ্ধোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ক্ষুধে স্বাহা। ॥ ৪ ॥ প্রজাপতির্ঋষিঃ ক্ষুৎ-পিপাসে দেবতে বৃত্ত্যবিচ্ছিত্তিকামস্য সায়ং প্রাতঃ ক্ষুত্তৃড্‌ঢোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ক্ষুৎপিপাসাভ্যাং স্বাহা ॥৫॥ ওঁ প্রাণায় স্বাহা ॥ ৬ ॥ ওঁ অপানায় স্বাহা ॥ ৭ ॥ ওঁ সমানায় স্বাহা ॥ ৮ ॥ ওঁ উদানায় স্বাহা ॥ ৯ ॥ ওঁ ব্যানায় স্বাহা ॥ ১০ ॥

অনন্তর পুনর্ব্বার মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া অমন্ত্রক ঘৃতাক্ত সমিধ্ অগ্নিতে দিয়া বামদেব্যগানান্ত উদীচ্য কর্ম্ম করিবেন। পরে কুমারের মুখে নিম্ন লিখিত মন্ত্রে অন্নদান করিবেন। যথা—প্রজাপতির্ঋষির্বৃহতীচ্ছন্দোঽন্নপতি-র্দ্দেবতা কুমারস্যান্নপ্রাশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অন্নপতেঽন্নস্য নো ধেহি দ্বিপদেশং চতুষ্পদে স্বাহা। পরে, কর্ম্মকারয়িতা ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবে।

নৈমিত্তিক পুত্রমূর্দ্ধাভিঘ্রাণ কর্ম্ম।

চির প্রবাস হইতে আগত পিতা শুদ্ধচিত্তে পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া নিজের হস্তদ্বয় দ্বারা জ্যেষ্ঠপুত্রক্রমে মস্তক ধারণ করতঃ 'প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা পুত্রস্য মূর্দ্ধানমুপসংগৃহ্য জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ অঙ্গাদঙ্গাৎ সংশ্রবসি হৃদয়াদধিজায়সে। প্রাণস্তে প্রাণেন সন্দধামি জীবসে যাবদায়ুষং ॥ ১ ॥ ওঁ অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদধিজায়সে। বেদো বৈ পুত্রনামাসি সংজীব শরদঃ শতং ॥ ২ ॥ ওঁ অশ্মা ভব পরশুর্ভব হিরণ্যমমৃতং ভব আত্মাসি পুত্র মা মৃথাঃ সংজীব শরদঃ শতং। অতঃপর নিম্নোক্তমন্ত্র পাঠ করিয়া পিতা পুত্রের মস্তকাঘ্রাণ করিবেন।—'প্রজাপতির্ঋষিঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা পুত্রস্য মূর্দ্ধাভিঘ্রাণে বিনিয়োগঃ। ওঁ পশূনাং ত্বা হিঙ্কারেণাভিজিঘ্রামি শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মন্। অনন্তর বামদেব্যগান করিয়া দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন।

যদি পিতা প্রবাসে না থাকিয়া গৃহেই থাকেন, তবে পুত্র যখন "মমায়ং পিতা"—অর্থাৎ 'ইনি আমার পিতা" এইরূপ জানিবে. তখন পিতার এই কার্য্য করা কর্ত্তব্য। আর যদি তৎকালে করিতে না পারেন. তবে উপনয়নানন্তর করিবেন।

চূড়াকরণ।

কুলাচার বশতঃ প্রথম বা তৃতীয় বর্ষে চূড়াকরণ কর্ত্তব্য। যথাসময়ে কৃত না হইলে ব্রাহ্মণের উপনয়ন কালেও চূড়াকার্য্য করিতে পারা যায়।

পিতা স্নান ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি সমাধা করত, বিরূপাক্ষ জপান্ত কুশণ্ডিকা শেষ করিয়া অগ্নির দক্ষিণদিকে একবিংশতি দর্ভপিঞ্জলীকে সাত সাতটি করিয়া অন্য কুশদ্বারা বেষ্টন করত উহা এবং কাংস্যপাত্রে উষ্ণজল. তাম্রনির্ম্মিত ক্ষুর, তদভাবে দর্পণ, এবং লৌহক্ষুরহস্ত নাপিতকে এবং অগ্নির উত্তরভাগে বৃষ-গোময়, তিল, তণ্ডুল, মাষকলাই, সর্ষপ ও তিলতণ্ডুল, অগ্নির পূর্ব্বদিকে মিশ্রিত ব্রীহিযবপূর্ণ তিনটীপাত্র, এবং মিশ্রিত তিলতণ্ডুল ও মাষকলাই পূর্ণ পাত্রত্রয় স্থাপন করিবেন। অনন্তর বালকের মাতা শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া পুত্রকে কোলে লইয়া স্বীয় বস্ত্রাঞ্চলে বালকের শরীর আবৃত করিয়া অগ্নির পশ্চিমভাগে পতির বামপার্শ্বে উত্তরাগ্র কুশোপরি পূর্ব্বমুখী হইয়া বসিবেন। পরে, পিতা প্রকৃত কর্ম্মারম্ভে প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ অগ্নিতে মন্ত্র ব্যতীত নিক্ষেপ করিয়া ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন (৮ পৃঃ দেখ)। পরে পিতা উত্থিত হইয়া পত্নীর পশ্চিমদিকে পূর্ব্বাভিমুখে অবস্থিত থাকিয়া ক্ষুরহস্ত নাপি-তকে দেখিয়া তাহাকে সূর্য্যরূপে ভাবনা করিয়া পরবর্ত্তী মন্ত্রপাঠ করিবেন,—প্রজাপতির্ঋষিঃ সবিতা দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ অয়মগাৎ সবিতা ক্ষুরেণ।" পরে, কাংস্যপাত্রস্থিত শীতোষ্ণ জল দর্শন করিয়া বায়ুকে মনে মনে চিন্তা করিয়া, 'প্রজাপতির্ঋষির্বায়ুর্দ্দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ উষ্ণেন বায় উদকেনৈধি।" ইহা পাঠ করিবেন।

অনন্তর কাংস্য পাত্রস্থিত উষ্ণোদক দক্ষিণহস্তে লইয়া "প্রজাপতির্ঋষি-রাপো দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপ উন্দন্তু জীবসে।" এই মন্ত্রে কুমারের দক্ষিণ কপুষ্টিকা * দেশ আর্দ্র করিবেন। তৎপরে ক্ষুর দর্শন করত, "প্রজাপতির্ঋষির্বিষ্ণুর্দ্দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ॥ ওঁ বিষ্ণোর্দ্দংষ্ট্রোঽসি" এই মন্ত্র পাঠ করিবেন। অতঃপর কুশবদ্ধ সপ্তদর্ভপিঞ্জলী গ্রহণ করত আর্দ্র দক্ষিণকপুষ্টিকাদেশ ঊর্দ্ধমূল করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করত বাঁধিবেন। যথা—"প্রজাপতির্ঋষিরোষধির্দ্দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ওষধে ত্রায়স্বৈনং।

* শিখা স্থানের নিম্ন, দক্ষিণ ও বামকর্ণের ঊর্দ্ধবর্ত্তী স্থানকে কপুষ্টিকা কহে।

পরে, বামহস্তগৃহীত দর্ভপিঞ্জলী সহিত কপুষ্টিকাস্থানে দক্ষিণহস্তস্থিত ক্ষুর স্পর্শ করাইবেন। মন্ত্র যথা—"প্রজাপতির্ঋষিঃ স্বধিতির্দ্দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ।ওঁ স্বধিতে মৈনং হিংসীঃ।" যে স্থানে কেশচ্ছেদ না হয়, সেস্থানে এইরূপভাবে নিম্নলিখিত মন্ত্রে উক্ত কপুষ্টিকাস্থানে ক্ষুর স্পর্শ করাইবেন। মন্ত্র যথা,—"প্রজাপতি ঋষিঃ পূষা দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ যেন পূষা বৃহস্পতের্ব্বায়োরিন্দ্রস্য চাপবৎ তেন তে বপামি ব্রহ্মণা জীবাতবে জীবনায় দীর্ঘায়ুষ্ট্বায় বলায় বর্চ্চসে।" তৎপরে মন্ত্র ব্যতীত ঐরূপে দুইবার ক্ষুর স্পর্শ করাইয়া লৌহ ক্ষুর দ্বারা কপুষ্টিকাদেশস্থ কেশ ছেদন করিয়া দর্ভপিঞ্জলীর সহিত বালকের মিত্রধৃত পাত্রস্থ গোময়োপরি উহা নিক্ষেপ করিবে।

পরে কুমারের কপুচ্ছল * দেশস্থিত কেশ পূর্ব্ববৎ উষ্ণোদক দ্বারা ভিজাইবে এবং পূর্ব্বের ন্যায় ক্ষুর দর্শনপূর্ব্বক মন্ত্র জপ, দর্ভপিঞ্জলীবন্ধন, ক্ষুর স্পর্শ প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য করিয়া পূর্ব্ববৎ গোময়োপরি স্থাপন করিবে। বাম কপুষ্টিকাদেশেও দক্ষিণ কপুষ্টিকার ন্যায় কার্য্য করিবে।

অনন্তর পিতা কুমারের মস্তক উভয় হস্তদ্বারা আবৃত করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা,—"প্রজাপতির্ঋষিরুষ্ণিকৃছন্দো যমদগ্নিকশ্যপাগস্ত্যাদয়ো দেবতাশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ জমদগ্নে স্ত্র্যায়ুষং। ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং। ওঁ অগস্ত্যস্য ত্র্যায়ুষং। ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং। ওঁ তত্তেঽস্তু ত্র্যায়ুষং।

তৎপরে বস্ত্র মাল্যাদি ভূষিত নাপিত কুমারের মস্তক মুণ্ডন করিবে এবং কেশ সমূহ বাঁশবনে বা অরণ্যে নিক্ষেপ করিবে। এই সময়ে কুমারের কর্ণবেধ করা কর্ত্তব্য। পরে, পিতা পূর্ব্ববৎ ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া, অমন্ত্রক প্রাদেশ প্রমাণ সমিধ্ অগ্নিতে প্রক্ষেপপূর্ব্বক প্রকৃত কর্ম্ম শেষ করিয়া সাধারণীয় শাট্যায়ন হোমাদি বামদেব্য গানান্ত উদীচ্য কর্ম্ম করিবেন॥

উপনয়ন।

গর্ভধারণ হইতে অষ্টম বর্ষ বা জন্মদিন হইতে অষ্টম বর্ষ ব্রাহ্মণের উপনয়নের প্রশস্তকাল। তদসম্ভবে ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত উপনয়নের অধিকার। অতঃপর ব্রাহ্মণের সাবিত্রী পতিত হয় বলিয়া আর উপনয়ন হইতে পারে না। প্রথমতঃ

* মস্তকের পশ্চাদভাগে শিখাস্থানের নিম্ন ও পশ্চাদভাগস্থিত অভিমুখস্থ উচ্চ স্থানকে কপুচ্ছল বলে।

কৃতবৃদ্ধিশ্রাদ্ধ পিতা অথবা কৃতবৃদ্ধিশ্রাদ্ধ পিতা কর্ত্তৃক বৃত অন্য ব্রাহ্মণ তদভাবে মাণবক কর্ত্তৃক আচার্য্যত্বে বৃত অন্য ব্রাহ্মণ সমুদ্ভব নামক অগ্নিস্থাপন করিয়া সামান্য কুশণ্ডিকা বিধানে বিরূপাক্ষ জপান্ত কুশণ্ডিকা সমাপন করিয়া মাণবককে (প্রাতর্ভোজন করাইয়া) অগ্নির উত্তরে আনয়ন পূর্ব্বক শিখাসহ তাহার কেশ মুণ্ডন করাইবে। পরে কুণ্ডলাদি শোভিত ক্ষৌম বস্ত্র (তদভাবে রঞ্জিত কার্পাসবস্ত্র) ধারী মাণবককে স্বদক্ষিণে আনয়ন করত প্রকৃত কর্ম্মারম্ভে প্রাদেশ-প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে আহুতি দিয়া ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন। পরে আচার্য্য নিম্ন মন্ত্রে পৃথক্ পৃথক্ রূপে পাঁচটী ঘৃতাহুতি দিবেন। যথা,—"প্রজাপতির্ঋষিরগ্নির্দ্দেবতা উপনয়নহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নে ব্রতপতে ব্রতঞ্চরিষ্যামি তত্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্দ্ধ্যা সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপৈমি স্বাহা॥ ১॥ প্রজাপতির্ঋষির্বায়ুর্দ্দেবতা উপনয়নহোমে বিনিয়োগঃ॥ ওঁ বায়ো ব্রতপতে ব্রতঞ্চরিষ্যামি তত্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্দ্ধ্যা সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপৈমি স্বাহা॥ ২॥ প্রজাপতির্ঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা উপনয়নহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ সূর্য্য ব্রতপতে ব্রতঞ্চরিষ্যামি তত্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্দ্ধ্যা সমিদমহমনৃতাং সত্যমুপৈমি স্বাহা॥৩॥ প্রজাপতির্ঋষিশ্চন্দ্রো দেবতা উপনয়নহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ চন্দ্র ব্রতপতে ব্রতঞ্চরিষ্যামি তত্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্দ্ধ্যা সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপৈমি স্বাহা॥ ৪॥ প্রজাপতির্ঋষিরিন্দ্রো দেবতা উপনয়নহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইন্দ্র ব্রতানাং ব্রতপতে ব্রতঞ্চরিষ্যামি তত্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্দ্ধ্যা সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপৈমি স্বাহা॥ ৫॥

হোমান্তে আচার্য্য অগ্নির পশ্চিমভাগে উত্তরাগ্র কুশের উপর কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক দাঁড়াইয়া থাকিবেন। এবং মাণবকও অগ্নি ও আচার্য্যের মধ্যে আচার্য্যাভিমুখে উত্তরাগ্র কুশোপরি কৃতাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান হইবেন। পরে মাণবকের দক্ষিণস্থ কোন মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ বালকের ও আচার্য্যের অঞ্জলি জল দিয়া পূর্ণ করিবেন। পরে আচার্য্য গৃহীতাঞ্জলি মাণবককে দর্শন করতঃ এই মন্ত্র পড়িবেন,—"প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নি-বায়ু-সূর্য্য-চন্দ্রেন্দ্রাদয়ো দেবতা উপনয়নে আচার্য্যস্য মাণবকং প্রেক্ষ্যমাণস্য জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ আগন্ত্রা সমগন্মহি প্র সুমর্ত্ত্যং যুযোতন অরিষ্টাঃ সঞ্চরেমহি স্বস্তি সঞ্চরতাদয়ং।" পরে আচার্য্য গৃহীতাঞ্জলি মাণবককে পশ্চাৎ লিখিত মন্ত্র পাঠ করাইবেন। যথা,—"প্রজাপতির্ঋষিরাচার্য্যো দেবতা উপনয়নে মাণবকপাঠনে বিনিয়োগঃ। ওঁ

ব্রহ্মচর্য্যমাগামুপমানয়স্ব।" তৎপর আচার্য্য "প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো মাণবকো দেবতা উপনয়নে মাণবকনামপ্রশ্নে বিনিয়োগঃ। ওঁ কো নামাসি।" এই মন্ত্রে মাণবকের নাম জিজ্ঞাসা করিলে, সে নিম্ন মন্ত্রে তাহার দেবতাশ্রিত, গোত্রাশ্রিত বা নক্ষত্রাশ্রিত নাম বলিবে। যথা,—"প্রজাপতির্ঋষির্মাণবকো দেবতা উপনয়নে মাণবকনামকথনে বিনিয়োগঃ। ওঁ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মনামাস্মি।" পরে আচার্য্য এবং মাণবক উভয়ে পূর্ব্ব-গৃহীত জলাঞ্জলি ত্যাগ করিবেন। অতঃপর আচার্য্য দক্ষিণ হস্তদ্বারা মাণবকের অঙ্গুষ্ঠ-সহিত দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করিয়া ইহা পাঠ করিবেন,—"প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সবিত্রশ্বি-পূষাণো দেবতা উপনয়নে আচার্য্যস্য মাণবকহস্তগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেবস্য তে সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণোহস্তাভ্যাং হস্তং গৃহ্ণামি শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মন্।" আচার্য্য পূর্ব্ববৎ রূপে থাকিয়াই পুনর্ব্বার নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা,—প্রজাপতির্ঋষিরগ্ন্যাদয়ো দেবতা উপনয়নে গৃহীত-মাণবকহস্তাচার্য্যজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিস্তে হস্তমগ্রহীৎ সবিতা হস্তমগ্রহীৎ অর্য্যমা হস্তমগ্রহীৎ মিত্রস্ত্বমসি কর্ম্মণা অগ্নিরাচার্য্যস্তব।"

তৎপর আচার্য্য পশ্চাল্লিখিত মন্ত্র পড়িয়া মাণবককে প্রদক্ষিণক্রমে ঘুরাইয়া পূর্ব্বমুখ করিবেন। যথা,—"প্রজাপতির্ঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা উপনয়নে মাণবকস্যাবর্ত্তনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সূর্য্যস্যাবৃতমন্বাবর্ত্তস্ব শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মন্।" অতঃপর আচার্য্য মাণবকের দক্ষিণ স্কন্ধ স্পর্শ করত অবতীর্ণ দক্ষিণহস্ত দ্বারা অব্যবহিত নাভিদেশ স্পর্শ করিয়া ইহা পড়িবেন। যথা,—"প্রজাপতির্ঋষির্নাভ্যন্তকৌ দেবতে উপনয়নে ব্রহ্মচারিনাভিস্পর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রাণানাং গ্রন্থিরসি মা বিশ্রসোঽন্তক ইদন্তে পরিদদামি শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণম্।" পরে নাভির উপরিভাগ স্পর্শ করিয়া আচার্য্য মন্ত্রপাঠ করিবেন। যথা,—প্রজাপতির্ঋষির্বায়ুর্দ্দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারিনাভ্যুপরিদেশস্পর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অহুর ইদন্তে পরিদদামি শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণম্।" আচার্য্য নিম্নোক্ত মন্ত্রে মাণবকের হৃদয় স্পর্শ করিবেন। যথা,—"প্রজাপতির্ঋষিঃ কৃশানুর্দ্দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারিহৃদয়দেশস্পর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ কৃশন ইদন্তে পরিদদামি শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণম্।" আচার্য্য নিম্নমন্ত্রে দক্ষিণহস্ত দ্বারা মাণবকের দক্ষিণ স্কন্ধ ধরিবেন—"প্রজাপতির্ঋষিঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারি-দক্ষিণস্কন্ধস্পর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রজাপতয়ে ত্বা পরিদদামি শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মন্।" অতঃপর আচার্য্য বামহস্ত দ্বারা মাণবকের বামস্কন্ধ ধরিয়া ইহা পড়িবেন,—"প্রজাপতির্ঋষিঃ সবি-

দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারি-বামস্কন্ধস্পর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেবায় ত্বা সবিত্রে পরিদদামি শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মন্।" তৎপরে আচার্য্য নিম্নমন্ত্র পাঠ করিয়া মাণবককে সম্বোধন করিবেন। যথা,—"প্রজাপতির্ঋষির্ব্রহ্মচারী দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারিসম্বোধনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ব্রহ্মচারী শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মন্।" অনন্তর আচার্য্য মাণবককে নিম্নমন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক, সমিধাহরণ, ভোজনের পূর্ব্বে মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক জলপান, গুরু শুশ্রূষাদি করণ এবং দিবানিদ্রা বর্জ্জনের নিমিত্ত নিয়োগ করিবেন। যথা,—"প্রজাপতির্ঋষি র্ব্রহ্মচারী দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারি-প্রৈষ্যে বিনিয়োগঃ। ওঁ সমিধমাধেহি। ওঁ আপোশানং কর্ম্ম কুরু। ওঁ মা দিবা স্বাপ্সীঃ।" ব্রহ্মচারী সর্ব্বত্রই 'বাঢ়ম্' কিম্বা 'ওম্' ইহা বলিবেন। অতঃপর আচার বশত কুমার কৌপীন পরিবে।

পরে, আচার্য্য অগ্নির উত্তরভাগে উত্তরাগ্র কুশোপরি পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া উপবেশন করিবেন এবং মাণবকও দক্ষিণ জানুদ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া উত্তরাগ্র কুশোপরি আচার্য্যাভিমুখী হইয়া বসিবে। পরে আচার্য্য ত্রিগুণীকৃত মেখলা পরিধাপন জন্য মাণবককে নিম্ন মন্ত্র দুইটী পড়াইবেন,—"প্রজাপতির্ঋষি-স্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো মেখলা দেবতা উপনয়নে মেখলাপরিধাপনে আচার্য্যস্য মাণবক-বাচনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইয়ং দুরুক্তাৎ পরিবাধমানা বর্ণং পবিত্রং পুনতী ন আগাৎ। প্রাণাপানাভ্যাং বলমাবহন্তী স্বসা দেবী সুভগা মেখলেয়ং॥ ১॥ ওঁ ঋতস্য গোপ্ত্রী তপসঃ পরস্বী ঘ্নতী রক্ষঃ সহমানা অরাতীঃ। সা মা সমন্তমভিপর্য্যেহি ভদ্রে ধর্ত্তারস্তে মেখলে মা রিষাম॥ ২॥ পরে আচার্য্য ইহা পড়িয়া মাণবককে যজ্ঞোপবীত পরিধাপন করাইবেন। যথা,—প্রজাপতির্ঋষি-র্গায়ত্রীচ্ছন্দো বিশ্বেদেবা দেবতা উপনয়নে যজ্ঞোপবীতদানে বিনিয়োগঃ। ওঁ যজ্ঞোপবীতমসি যজ্ঞস্য ত্বোপবীতেনোপনেহ্যামি।" পরে কৃষ্ণসারচর্ম্মযুক্ত যজ্ঞোপবীত পরিধান করাইবেন। মন্ত্র যথা,—"প্রজাপতির্ঋষিঃ শর্করীচ্ছন্দোঽ-জিনং দেবতা উপনয়নেঽজিনপরিধাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ মিত্রস্য চক্ষু-র্ব্বরুণং বলীয়স্তেজো যশস্বী স্থবিরং সমৃদ্ধং। অনাহতস্যং বসনং জরিষ্ণু পরীদং দধেয়ং। অনন্তর মাণবক ইহা পাঠ করিয়া আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিবেন, "প্রজাপতির্ঋষি-রাচার্য্যো দেবতা আচার্য্যামন্ত্রণে বিনিয়োগঃ। ওঁ অধীহি ভোঃ সাবিত্রীং মে ভবাননুব্রবীতু।

পরে সমীপবর্ত্তী মাণবককে আচার্য্য নিম্নক্রমে সাবিত্রী অধ্যাপন করাইবেন। ক্রম যথা,—"বিশ্বামিত্রঋষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা জপোপনয়নে

বিনিয়োগঃ। "তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং । এই প্রথমপাদ অধ্যাপন করাইয়া পুনর্ব্বার "বিশ্বামিত্রঋষিঃ এই ঋষিচ্ছন্দটী পাঠ করাইয়া "ভর্গোদেবস্য ধীমহি।" এই দ্বিতীয় পাদ পাঠ করাইবেন। তৎপর পূর্ব্ববৎ ঋষিচ্ছন্দ পাঠ করাইয়া 'ধিয়োয়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।" এই তৃতীয় পাদ পাঠ করাইয়া পূর্ব্ববৎ ঋষিচ্ছন্দ অধ্যাপন করাইয়া "তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি।" এই পূর্ব্বার্দ্ধ পাঠ করাইবেন। তৎপর ঋষিচ্ছন্দ পাঠ করাইয়া "ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।" এই উত্তরার্দ্ধ পাঠ করাইয়া পরে পূর্ব্ববৎ ঋষিচ্ছন্দ পাঠ করাইয়া সমস্ত গায়ত্রী তিনবার পাঠ করাইবেন। যথা,—"তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥" পরে আচার্য্য মাণবককে পৃথক্ পৃথক্ রূপে ওঁকারযুক্ত মহাব্যাহৃতি পাঠ করাইবেন; যথা,—প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতিপাঠে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ। প্রজাপতির্ঋষিরুষ্ণিকৃচ্ছন্দো বায়ুর্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতিপাঠে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ। প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা মহাব্যাহৃতিপাঠে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ। তৎপরে, আচার্য্য প্রণব-ব্যাহৃতিযুক্ত ও প্রণবান্ত সকল গায়ত্রী পাঠ করাইবেন।—"প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ ওঁ ভূর্ভুব স্বঃ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।"

অনন্তর আচার্য্য মাণবক-পরিমিত বিল্ব বা পলাশদণ্ড মাণবককে দান করিয়া তাহাকে এই মন্ত্র পড়াইবেন,—"প্রজাপতির্ঋষিঃ পঙ্ক্তিশ্ছন্দো দণ্ডাগ্নী দেবতে উপনয়নে মাণবক-দণ্ডার্পণে বিনিয়োগঃ। ওঁ সুশ্রব সুশ্রবসং মা কুরু যথাত্বমগ্নে সুশ্রব সুশ্রবা দেবেষেবমহং সুশ্রব সুশ্রবা ব্রাহ্মণেষু ভূয়াসং।"

অনন্তর দণ্ডধারী ব্রহ্মচারী এই সময়ে ভিক্ষা প্রার্থনা করিবে। প্রথমতঃ মাতার নিকটে "ভবতি ভিক্ষাং দেহি" বলিয়া প্রার্থনা করিবে, মাতা ভিক্ষা প্রদান করিলে, তাহা গ্রহণ করিয়া বলিবে. "ওঁ স্বস্তি"। মাতৃবন্ধু পিতা এবং অন্যান্যের নিকট প্রার্থনা ও ভিক্ষা গ্রহণ করিবে। "ভবন্ ভিক্ষাং দেহি" বলিয়া যাচ্ঞা করিবে। ভিক্ষালব্ধ সমস্ত দ্রব্য আচার্য্যকে প্রদান করিবে। পরে আচার্য্য ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতি হোম করিয়া প্রাদেশ প্রমাণ আজ্যাক্ত সমিধ্ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন। এবং সর্ব্বকর্ম্ম সাধারণীয় শাট্যায়ন হোমাদি বামদেব্য গানান্ত উদীচ্য কর্ম্ম সমাপন করিবেন।

অনন্তর সায়ংসন্ধ্যা সমাগত হইলে মাণবক সায়ংসন্ধ্যা করিয়া, কুশ-

.গুক্তোক্ত বিধানে শিখিনামক অগ্নিস্থাপন করিয়া "ওঁ ইহৈবায়মিতরো জাত-বেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্ ॥" এই মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে ভূমিতে জানু রাখিয়া, দক্ষিণপশ্চিমোত্তর ক্রমে উদকাঞ্জলিসেক করিবে। অতঃপর সমিধ্ হোম করিবে। যথা,—একটী ঘৃতম্রক্ষিত সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে দিয়া, অপর একটী সমিধ্ লইয়া—"প্রজাপতির্ঋষিরগ্নির্দ্দেবতা অগ্নৌ সমিদ্দানে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নয়ে সমিধমহার্ষং বৃহতে জাতবেদসে যথা ত্বমগ্নে সমিধা সমিধ্যসেোব মহমায়ুষা মেধয়া বর্চ্চসা প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেন ধনেনান্নাদ্যেন সমেধিষীয় স্বাহা। এই মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি দিবে। পরে আর একটী সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে দিয়া, কর্ম্মশেষোক্ত বিধানে অগ্নি পর্য্যুক্ষণ করিয়া দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরক্রমে উদকাঞ্জলি সেক করিবে। তৎপর ব্রহ্মচারী কৃতাঞ্জলি হইয়া "অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাহং ভোঃ-ভিবাদয়ে" বলিয়া বহ্নির অভিবাদন করত "ওঁ ক্ষমস্ব" এইমন্ত্রে বিস-র্জ্জন করিয়া সন্ধ্যা অতীত হইলে ভিক্ষালব্ধ অন্ন কিম্বা সঘৃত চরু শেষ অন্ন জলদ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া "ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা" বলিয়া একটু জলপান করিয়া মধ্যমা, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলী গৃহীত অন্ন "ওঁ প্রাণায় স্বাহা, ওঁ অপানায় স্বাহা, ওঁ সমানায় স্বাহা, ওঁ উদানায় স্বাহা, ওঁ ব্যানায় স্বাহা" বলিয়া পাঁচবার ভক্ষণ করিয়া পাঁচবারই আহুতি শেষ ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে। "ভোজন সমাপ্ত হইলে "ওঁ অমৃতাপিধানমসি স্বাহা" বলিয়া এক গণ্ডূষ জল পান করত আচমন করিবে। শিখিনামক বহ্নি-স্থাপন হইতে বহ্নি বিসর্জ্জনান্ত কার্য্য সমাবর্ত্তন পর্য্যন্ত প্রত্যহ সায়ং ও প্রাতঃকালে করিবে এবং এই রূপ নিয়মে যাবজ্জীবন ভোজন করিবে।

সাবিত্রী চরুহোম।

উপনয়নের চতুর্থ দিবসে কৃতস্নান পিতা বা আচার্য্য সমুদ্ভব নামক অগ্নি স্থাপন করিয়া ব্রহ্ম স্থাপনানন্তর পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিয়া ঐ অগ্নিতে চরুপাক করিবেন। যথা—বহ্নির পশ্চিমভাগে পূর্ব্বাগ্র কুশ আস্তরণ করিয়া তাহার উপরে প্রক্ষালিত বরুণকাষ্ঠ—নির্ম্মিত উদূখল, মুষল, ও শূর্পকে চমসস্থ জল দ্বারা প্রোক্ষিত করিয়া ধান্য অথবা যব শূর্পের উপরে লইয়া

"ওঁ সবিত্রে ত্বা যুষ্টং নির্ব্বপামি" এই মন্ত্রে শূর্প হইতে ধান্য বা যব কাংস্য পাত্র কিম্বা চরুস্থালীতে লইয়া উহা হইতে উদূখলে স্থাপন করিবে। পরে শূর্প হইতে ধান্য বা যব মন্ত্র ব্যতীত দুইবার উদূখলে লইয়া মুষল দ্বারা আঘাত করিয়া শূর্প দ্বারা তিনবার ঝারিয়া তিনবার উহা প্রক্ষালন পূর্ব্বক প্রথমে চরু-স্থালীতে উত্তরাগ্র একটি পবিত্র স্থাপন করিয়া তাহার উপরে ঐ প্রক্ষালিত তণ্ডুলাদি ও দুগ্ধ নিক্ষিপ্ত করত অল্প অল্প জল দিয়া খদির, পলাশ অথবা উডু-ম্বরের কাষ্ঠ নির্ম্মিত মেক্ষণদ্বারা দক্ষিণাবর্ত্তে অবঘট্টন (আলোড়ন) পূর্ব্বক চরু পাক করিবে। চরু হইতে মণ্ড (মাড়) ক্ষরিত না হয় এবং উহা দগ্ধ না হয় এইরূপ ভাবে পাক করিবে। পরে চরুমধ্যে দুইবার ঘৃতধারা দিয়া পূর্ব্বাদিদিক্ চিহ্নিত চরু অবতরণ করতঃ অগ্নির উত্তরভাগে কুশের উপরে স্থাপন পূর্ব্বক উহার মধ্যে আজ্য ধারা দিবে। পরে ভূমি জপাদি শ্রুব সংস্কার পর্য্যন্ত কর্ম্ম (৪ পৃঃ দেখ) সমাপনান্তে অগ্নির পশ্চিমস্থ আস্তরণ কুশের উপরে প্রথমে ঘৃত পরে চরু স্থাপন করিয়া অঞ্জলিস্থ জলসেক করিয়া বিরূপাক্ষ জপান্ত কুশণ্ডিকা (৭পৃ দেখ) সমাপনান্তে মন্ত্র ব্যতিরেকে প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত একটী সমিধ্ অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিবে। পরে চরুমধ্যে ঘৃতশ্রুব দিয়া মেক্ষণ দ্বারা একবার অন্ন গ্রহণ করিয়া "ওঁ সবিত্রে স্বাহা" এই মন্ত্রে অগ্নিতে চরু প্রক্ষেপ করিবে। পরে মেক্ষণ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া মহাব্যাহৃতি হোম সমাপনান্তে মন্ত্র ব্যতিরেকে প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত একটী সমিধ্ অগ্নিতে নিক্ষেপপূর্ব্বক সর্ব্বকর্ম্ম সাধারণীয় শাট্যায়ন হোমাদি বামদেব্য গানান্ত (১২ পৃঃ দেখ) উত্তর কর্ম্ম সমাপন করিয়া আচার্য্যকে দক্ষিণা দিবে। যদি পিতাই আচার্য্য হয়েন, তবে কর্ম্মকারয়িতা ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবেন। *

যদি ফল বাহুল্য কামনা থাকে এবং জুহুর (যজ্ঞ পাত্র বিশেষের), সম্ভব হয় তবে ভার্গবাদি প্রবরস্থলে জুহুতে পাঁচবার ঘৃতধারা এবং অন্য প্রবরস্থলে চারি বার আজ্যধারা দিয়া বহ্নির উত্তরে "ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা" এই বলিয়া পূর্ব্বগামিনী আজ্যধারা দিবে এবং এই প্রকার বহ্নির দক্ষিণ ভাগে "ওঁ সোমায় স্বাহা" এই বলিয়া আজ্যাহুতি দিবে। যদি ব্রহ্মচারী ভৃগুগোত্র ও ভার্গবপ্রবর হয় তবে জুহু

---

* প্রচলিত নিয়মানুসারে এই পর্য্যন্ত অনুষ্ঠানই সাবিত্রীচরুহোম, কার্য্যে হইয়া থাকে। কিন্তু পদ্ধতিকার ভবদেবভট্ট ফলাধিক্য কামনায় হোমের যাহা পার্থক্য বিধিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাও আমরা এস্থলে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলাম। ফলাধিক্য কামনা থাকিলে তাহার অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য, নতুবা (*) চিহ্নিত স্থান পর্য্যন্তই সাবিত্রীচরুহোমে করিতে হয়।

ও চরু মধ্যে ঘৃত ধারা দিয়া মেক্ষণ দ্বারা চরুগ্রহণপূর্ব্বক জুহুতে স্থাপন করিয়া পাত্রস্থ চরুতে ঘৃত স্রুব দিবে। এই প্রণালীক্রমে পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভাগ হইতেও জুহুতে চরু লইয়া পাত্রস্থ চরুতে ঘৃতস্রুব দিয়া পরে জুহুস্থ সকল চরুর উপরে ঘৃতধারা দিয়া "ওঁ সবিত্রে স্বাহা" এই বলিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। যদি ব্রহ্মচারী অন্যগোত্র অথবা অন্য প্রবর হয়, তবে চরুর পশ্চিমভাগে ঘৃতস্রুব দিয়া জুহুতে ঘৃতস্রুব দানানন্তর চরুমধ্যে ঘৃতধারা দিয়া হোম করিবে। যদি ব্রহ্মচারী ভার্গবাদি প্রবর হয়, তবে জুহুতে এবং চরুর পূর্ব্বভাগে আজ্যধারা দিয়া মেক্ষণ দ্বারা প্রচুর পরিমাণে চরুগ্রহণ করিয়া জুহুতে স্থাপন করিবে এবং পাত্রস্থ চরুতে ঘৃতস্রুব দিয়া পরে জুহুস্থ চরুর উপরে ঘৃতধারা দানানন্তর "ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা" বলিয়া অগ্নির পূর্ব্বোত্তর ভাগে হোম করিবে। যদি ব্রহ্মচারী অন্য প্রবর হয়, তবে জুহুতে একবার ঘৃতস্রুব দিবে। পরে অগ্নিতে মেক্ষণ নিক্ষেপ করিয়া মহাব্যাহৃতি হোমানন্তর মন্ত্র ব্যতিরেকে অগ্নিতে একটী সমিধ্ প্রক্ষেপ করিয়া উত্তর কর্ম্ম সমাপন করিয়া আচার্য্যকে দক্ষিণা দিবে।

সমাবর্ত্তন। *

অধীতবেদ আচার্য্যকর্ত্তৃক অনুমত মাণবককে সমাবর্ত্তন করাইবে। পিতা অথবা প্রতিনিধি আচার্য্য "তেজ" নামক অগ্নি স্থাপনপূর্ব্বক বিরূপাক্ষ জপান্ত কুশণ্ডিকা সমাপনান্তে মাণবককে স্বদক্ষিণে স্থাপন করিয়া অমন্ত্রক একটী ঘৃতাক্ত সমিধ্ অগ্নিতে আহুতি দিয়া মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন। তৎপরে নিম্নলিখিত পাঁচটি মন্ত্রে পাঁচবার ঘৃতাহুতি দিবেন। যথা—"প্রজাপতির্ঋষিরগ্নির্দ্দেবতা সমাবর্ত্তনহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নে ব্রতপতে ব্রতমচার্ষং তত্তে প্রব্রবীমি তদশকং তেনারাৎ সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপাগাং স্বাহা॥ ১॥ প্রজা-

* সমাবর্ত্তন সংস্কার আমাদের দেশে এক প্রকার নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ উপনয়নান্তে দণ্ডকমণ্ডলুধারী হইয়া গুরুগৃহে যাইয়া বেদাধ্যয়ন করার প্রথা ছিল। অধ্যয়ন সমাপন হইলে যখন গুরু গৃহে গমনের আদেশ প্রদান করিতেন। তৎকালে গৃহাগমনের পূর্ব্বে এই সমাবর্ত্তন সংস্কার সম্পন্ন করিতে হইত। এখন গুরুগৃহে বাস বা বেদাধ্যয়নাদি কিছুই নাই; কাজেই সমাবর্ত্তন সংস্কার ও নাই। একদিনেই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করা হয়। সমাবর্ত্তনের মন্ত্রগুলি পড়িতে হয় তাই পড়েন। উপনয়ন সংস্কার না হইলে সমাজে চলা যায় না। তাই একটা সূত্র গলায় দেওয়া হয়, কাজে কিছুই হয় না।

পতির্ঋষিঃ সূর্য্যোদেবতা সমাবর্ত্তনহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ সূর্য্য ব্রতপতে ব্রতমচার্ষং তত্তে প্রব্রবীমি তদশকং তেনারাৎ সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপাগাং স্বাহা ॥৩॥ প্রজাপতির্ঋষিশ্চন্দ্রো দেবতা সমাবর্ত্তনহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ চন্দ্র ব্রতপতে ব্রতমচার্ষং তত্তে প্রব্রবীমি তদশকং তেনারাৎ সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপাগাং স্বাহা ॥ ৪ ॥ প্রজাপতির্ঋষিরিন্দ্রো দেবতা সমাবর্ত্তনহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইন্দ্র ব্রতপতে ব্রতমচার্ষং তত্তে প্রব্রবীমি তদশকং তেনারাৎ সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপাগাং স্বাহা ॥ ৫ ॥

তৎপরে মাণবক পূর্ব্বমুখী হইয়া উত্তরমুখোপবিষ্ট আচার্য্যের বামদিকে উত্তরাগ্র কুশাসনোপরি বসিবে। পরে আচার্য্য কর্ত্তৃক আদিষ্ট ব্রহ্মচারী যব, ধান্য, মাষ, মুগ ও ঔষধীযুক্ত চন্দনাদি দ্বারা সুগন্ধীকৃত পাত্রান্তর স্থিত শীতল ও উষ্ণ জল দ্বারা অঞ্জলিপূর্ণ করিয়া "প্রজাপতির্ঋষিরগ্ন্যাদয়ো দেবতা সমাবর্ত্তনে ব্রহ্মচার্য্যুদকাঞ্জলিত্যাগে বিনিয়োগঃ। ওঁ যেহপ্স্বন্তরগ্নয়ঃ প্রবিষ্টা গোহ্য উপগোহ্য মনোকো মনোহা খলো বিরুজস্তনুদূশিরিন্দ্রিয়হা অভি তান্ সৃজামি ॥ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অঞ্জলি স্থিত জল ভূমিতে ত্যাগ করিবে। পুনরপি পূর্ব্ববৎ জলাঞ্জলি লইয়া "প্রজাপতির্ঋষির্বৃহতীশ্ছন্দোহপাং ঘোরক্রূরাশান্তরূপা দেবতা সমাবর্ত্তনে ব্রহ্মচার্য্যুদকাঞ্জলিত্যাগে বিনিয়োগঃ। ওঁ যদপাং ঘোরং ক্রূরং যদপামশান্তমভি তৎ সৃজামি ॥ পূর্ব্ববৎ জলাঞ্জলি ত্যাগ করিবে, এবং মাণবক পুনর্ব্বার পূরিত অঞ্জলি আপন মস্তকে দিবে। মন্ত্র যথা,—"প্রজাপতির্ঋষীরোচনোহগ্নির্দ্দেবতা সমাবর্ত্তনে ব্রহ্মচার্য্যুদকাঞ্জলিষেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ যো রোচনস্তমিহ গৃহ্লামি তেনাহং মামভিষিঞ্চামি।" পুনরপি ঐরূপ করিয়া অঞ্জলি পূরণ ও নিম্নলিখিত মন্ত্রে আত্মদেহ অভিষেক করিবে,—"প্রজাপতির্ঋষীরোচনোহগ্নির্দ্দেবতা ব্রহ্মচার্য্যুদকাঞ্জলিষেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ যশসে তেজসে ব্রহ্মবর্চ্চসায় বলায় ইন্দ্রিয়ায় বীর্য্যায় অন্নাদ্যায় রায়স্পোষায় ত্বিষ্ট্যায়াপচিত্যৈ ॥" আবার অঞ্জলিপূর্ণ জল গ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে ঐরূপ করিবে। মন্ত্র যথা— "প্রজাপতির্ঋষিঃ ষড়ষ্টকা মহাপংক্তিশ্ছন্দোঽশ্বিনৌ দেবতে সমাবর্ত্তনে ব্রহ্মচার্য্যুদকাঞ্জলিষেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ যেন স্ত্রিয়মকৃণুতং যেনাপা মৃষতং সুরাং যেনাক্ষানভ্যষিঞ্চতং যেনেমাং পৃথিবীং মহীং যদ্বাং তদশ্বিনো যশস্তেন মামভিষিঞ্চতং ॥" পুনশ্চ পূর্ব্ববৎ জলাঞ্জলি লইয়া অমন্ত্রক আপন মস্তক অভিষিক্ত করিবে। অতঃপর, ব্রহ্মচারী সূর্য্যাভিমুখে দাঁড়াইয়া নিম্নলিখিত চারিটি মন্ত্র পাঠ করিয়া সূর্য্যোপস্থাপন করিবে,—যথা "প্রজাপতি-

ঋষিরাদিত্যো দেবতা আদিত্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদ্যন্ ভ্রাজভৃষ্টিভিরিন্দ্রোমরুদ্ভিরস্থাৎ প্রাতর্য্যাবভিরস্থাৎ দশসনিরসি দশসনিং মা কুর্ব্বন্ত্বাবিশাম্যাবিশ ॥ ১ ॥ প্রজাপতির্ঋষিরাদিত্যো দেবতা আদিত্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদ্যন্ ভ্রাজভৃষ্টিভিরিন্দ্রোমরুদ্ভিরস্থাৎ সাস্তপনেভিরস্থাৎ শতসনিরসি শতসনিং মা কুর্ব্বাত্ত্বাবিশাম্যাবিশ ॥ ২ ॥ প্রজাপতির্ঋষিরাদিত্যো দেবতা আদিত্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদ্যন্ ভ্রাজভৃষ্টিভিরিন্দ্রো মরুদ্ভিরস্থাৎ সায়ং যাবভিরস্থাৎ সহস্র-সনিরসি সহস্রসনিং মা কুর্ব্বা ত্বাবিশাম্যাবিশ ॥ ৩ ॥ প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ আদিত্যো দেবতা আদিত্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ চক্ষুরসি চক্ষুষ্ট্বমস্য বাম পাপ্মানং জহি সোমস্ত্বা রাজা অবতু নমস্তেঽস্তু মা মাং হিংসীঃ ॥ ৪ ॥ তদনন্তর ব্রহ্মচারীর অধোভাগ দিয়া নিম্ন মন্ত্র পাঠ করত মেখলা মোচন করিবে। মন্ত্র যথা "শুনঃশেফঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো বরুণো দেবতা মেখলামোচনে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদুত্তমং বরুণপাশমস্মদবাধমং বিমধ্যমং শ্রথায়। অথাদিত্য ব্রতে বয়ং তবানাগসোঽদিতয়ে স্যাম।"

পরে আচার্য্য বিল্বদণ্ড অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া প্রাদেশ প্রমাণ একটী ঘৃতাক্ত সমিধ্ মন্ত্র ব্যতীত অগ্নিতে আহুতি দিয়া প্রকৃত কর্ম্ম সমাপনান্তে শাট্যায়ন হোমাদি বামদেব্যগানান্ত উদীচ্য কর্ম্ম শেষ করিবে। *

তৎপরে, প্রজাপতির্ঋষির্যজ্ঞোপবীতং দেবতা সমাবর্ত্তনে যজ্ঞোপবীতদ্বয়পরিধাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ যজ্ঞোপবীতমসি যজ্ঞস্য ত্বো পবিত্রেনোপনেহ্যামি। এই মন্ত্রে উপবীতদ্বয় ধারণ করিয়া কৃষ্ণসার চর্ম্মযুক্ত যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিবে এবং অপর সময়ও উপবীত ছিন্ন হইলে ঐ মন্ত্রে ধারণ করিবে। অনন্তর অলঙ্কার পরিয়া এই মন্ত্রে মস্তকে মাল্য ধারণ করিবে।

"প্রজাপতির্ঋষিঃ শ্রীর্দ্দেবতা স্রগ্বন্ধনে বিনিয়োগঃ। ওঁ শ্রীরসি ময়ি রমস্ব।" পরে চর্ম্ম পাদুকা যুগল নিম্নমন্ত্রে পরিধান করিবে। যথা—"প্রজাপতির্ঋষি রূপানহৌ দেবতে উপানৎপরিধাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ নেত্র্যৌ স্থো নয়তং মাং। তৎপর স্বপ্রমাণ বংশদণ্ড লইয়া ব্রহ্মচারী এই মন্ত্র পড়িবে,—

* ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া, নিজে ভোজন করিয়া কেশ নখাদি পরিত্যাগ করিয়া স্নানানন্তর শুদ্ধ বস্ত্রাদি পরিধান করত অলঙ্কারে ভূষিত হইবে। ইহা পদ্ধতিকারের মত। কিন্তু প্রচলিত নিয়মে এখন এইরূপ অনুষ্ঠান নাই।

"প্রজাপতিঋষির্দণ্ডো দেবতা দণ্ডগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ গন্ধর্ব্বোঽস্যুপ মা অব"। এই সময় কৃষ্ণসারাজিনযুক্ত যজ্ঞোপবীত উক্ত দণ্ডের অগ্রে স্থাপনপূর্ব্বক ব্রহ্মচারী আচার্য্যের নিকট যাইয়া আচার্য্যকে দর্শন করিয়া পরবর্ত্তী মন্ত্র পড়িবে,—"প্রজাপতিঋষিরাচার্য্যপরিষদৌ দেবতে আচার্য্যপরিদোবীক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ যক্ষমিব চক্ষুষঃ প্রিয়ো বো ভূয়াসং"। অনন্তর ব্রহ্মচারী যথাস্থানে স্থিত হইয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিদ্বারা স্বীয় মুখ ঢাকিয়া প্রাণবায়ু স্পর্শ করতঃ মন্ত্র পড়িবে, যথা,—"প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দো জিহ্বা দেবতা মুখপ্রাণস্পর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ওষ্ঠা পিধানা নকুলী দন্তপরিমিতঃ পরিজিহ্বে মা বিহ্বলো বাচং চারুমাদেহ বাদয়"। পরে আচার্য্য পাদ্য, অর্ঘ্য, গন্ধ, পুষ্প দ্বারা ব্রহ্মচারীকে পূজা করিবেন। পরে ব্রহ্মচারী রথারোহণ-উদ্দেশে রথস্থানে যাইয়া রথের অবয়বদ্বয় স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র পড়িবেন,—"প্রজাপতিঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো রথোদেবতা রথাভিমর্ষণারোহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ বনস্পতে বীড্বঙ্গো হি ভূয়া অস্মৎসখা প্রতরণঃ সুবীরো গোভিঃ সন্নদ্ধোসি বীড়য়স্ব।"

পরে নিম্নলিখিত (এই মন্ত্র পাঠ করিয়া রথে উপবেশন করিতে হয়) মন্ত্র পড়িবে,—"প্রজাপতিঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো রথো দেবতা রথোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আস্থাতা তে জয়তু জেত্বানি।" আচার্য্য পরে অর্ঘ্য বা গন্ধপুষ্প দ্বারা ব্রহ্মচারীকে পূজা করিয়া দক্ষিণান্ত করিবেন। *

শালাকর্ম্ম।

নবগৃহপ্রবেশদিবসে গৃহস্বামী বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া স্বয়ং অথবা তৎকর্ত্তৃক বৃত অন্য কোন ব্রাহ্মণ গৃহাভ্যন্তরে কুশণ্ডিকোক্ত বিধানে 'শুভ' নামক অগ্নিস্থাপন করিয়া ব্রহ্মস্থাপনানন্তর পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিয়া সেই অগ্নিতে চরু পাক করিবে। যথা,—অগ্নির পশ্চিমভাগে পূর্ব্বাগ্রকুশ আস্তৃত করিয়া তদুপরি ধৌত বরুণকাষ্ঠ নির্ম্মিত উদূখল, মুষল ও শূর্পকে বরুণকাষ্ঠ নির্ম্মিত চমসস্থ জল দ্বারা প্রোক্ষিত করিয়া স্থাপন করত ধান্য

* প্রচলিত রীতি অনুসারে সমাবর্ত্তন শেষ করিয়া শাট্যায়ন হোমাদি বামদেব্য গানান্ত কর্ম্ম এই সময়ে নির্ব্বাহ করিতে হয়। উপনয়ন হইতে সমস্ত কার্য্য একই দিন অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে বলিয়া প্রতি কার্য্যে শাট্যায়ন হোমাদি করা হয় না। সমস্ত কার্য্যের শেষে উহা করিতে হয়।

অথবা যব বক্ষ্যমাণ প্রত্যেক মন্ত্রে তিন তিন বার করিয়া প্রক্ষালিত করিবে।
যথা,—"ওঁ বাস্তোষ্পতয়ে ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষয়ামি॥ ১॥ ওঁ ইন্দ্রায় ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষয়ামি॥ ২॥ ওঁ ভূস্ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষয়ামি॥ ৩॥ ওঁ ভুবস্ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষয়ামি॥ ৪॥ ওঁ স্বস্ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষয়ামি॥ ৫॥ ওঁ প্রজাপতয়ে ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষয়ামি॥ ৬॥ পরে উপরের লিখিত ছয়টী মন্ত্রের প্রত্যেক মন্ত্রে এক এক বার উক্ত প্রক্ষালিত যব কাংস্য পাত্রে অথবা চরুস্থালীতে লইয়া উদূখলে স্থাপন করিবে, ঐরূপ মন্ত্র ব্যতিরেকে আরো দুইবার গ্রহণ ও স্থাপন করিবে।

অতঃপর মুষলদ্বারা আঘাত করিয়া কুলা দ্বারা তিন বার ঝাড়িবে। পরে উহা তিন বার ধৌত করিয়া মন্ত্র ব্যতিরেকে চরুস্থালীতে উত্তরাগ্র একটী পবিত্র স্থাপন করিয়া তদুপরি ঐ প্রক্ষালিত তণ্ডুল ও দুগ্ধ নিক্ষেপ করত অল্প অল্প জল দিয়া খদির, পলাশ অথবা ঔডুম্বরের কাষ্ঠ নির্ম্মিত মেক্ষণ দ্বারা দক্ষিণাবর্ত্তে আবর্ত্তনপূর্ব্বক চরু পাক করিবে। পরে চরু মধ্যে ঘৃত ধারা দিয়া নামাইয়া অগ্নির উত্তরভাগে কুশের উপর স্থাপন করতঃ পুনর্ব্বার উহাতে ঘৃতধারা দিবে।

অনন্তর ভূমি জপাদি স্রুবসংস্কার পর্য্যন্ত কর্ম্ম (৫ পৃঃ দেখ) সমাপন করিয়া অগ্নির পশ্চিমদিকস্থ আস্তরণ কুশের উপর প্রথমতঃ ঘৃত পরে চরু স্থাপন করিয়া উদকাঞ্জলিষেকাদি বিরূপাক্ষজপান্ত কুশণ্ডিকা সম্পন্ন করিয়া প্রকৃত কর্ম্মারম্ভে প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত একটী সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে আহুতি দিবে।

অনন্তর চরুমধ্যে ঘৃত ধারা দিয়া মেক্ষণ দ্বারা ঘৃত গ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে হোম করিবে। যথা,—

"বশিষ্ঠঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো বাস্তোষ্পতির্দ্দেবতা নবগ্রহপ্রবেশে চরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বাস্তোষ্পতে প্রতিজানীহ্যস্মান্ স্বাবেশোঽনমীবো ভবানঃ যত্তে মহে প্রতি তন্নো জুষস্ব শন্নো ভব দ্বিপদেশং চতুষ্পদে স্বাহা॥ ১॥ মহাবামদেব্যঋষির্ব্বিরাড্‌গায়ত্রীছন্দ ইন্দ্রো দেবতা নবগৃহপ্রবেশে পায়সচরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ কয়ানশ্চিত্র আভুব দূতী সদাবৃধঃ সখা কয়া সচিষ্ঠয়া বৃতা স্বাহা॥ ২॥ মহাবামদেব্যঋষির্ব্বিরাড্‌গায়ত্রীচ্ছন্দ ইন্দ্রো দেবতা নবগৃহপ্রবেশে পায়সচরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ কস্ত্বা সত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মৎসদন্ধসঃ দৃঢ়াচিদারুজে বসু স্বাহা॥ ৩॥ ওঁ মহাবামদেব্যঋষির্ব্বিরাড্‌গায়ত্রীচ্ছন্দ ইন্দ্রো দেবতা নবগৃহপ্রবেশে পায়সচরুহোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অভীষুণঃ সখীনামবিতা জরিতৃণাং শতম্ভব স্যূতয়ে স্বাহা ॥৪॥ প্রজাপতিঋষি-র্গায়ত্রীচ্ছন্দো নবগৃহপ্রবেশে পায়সচরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা ॥ ৫ ॥ প্রজাপতিঋষিরুষ্ণিক্‌ছন্দো বায়ুর্দ্দেবতা নবগৃহপ্রবেশে পায়সচরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা ॥ ৬॥ প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা নবগৃহপ্রবেশে পায়সচরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা ॥৭॥ প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা নবগৃহপ্রবেশে পায়সচরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা ॥ ৮॥" পরে নবগ্রহ-হোম করিবে। যথা—

"ওঁ সূর্য্যায় স্বাহা, ওঁ সোমায় স্বাহা, ওঁ মঙ্গলায় স্বাহা, ওঁ বুধায় স্বাহা। ওঁ বৃহস্পতয়ে স্বাহা, ওঁ শুক্রায় স্বাহা, ওঁ শনৈশ্চরায় স্বাহা, ওঁ রাহবে স্বাহা, ওঁ কেতুভ্যঃ স্বাহা।"

অতঃপর পাত্রান্তরে চরুগ্রহণ করিয়া দশদিক্‌পালের বলি প্রদান করিবে। যথা,—পূর্ব্বদিকে —'এষ পায়সবলিঃ ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ।" এইরূপে অগ্নিকোণে ওঁ অগ্নয়ে নমঃ। দক্ষিণদিকে—ওঁ যমায় নমঃ। নৈঋতকোণে—ওঁ নৈঋতায় নমঃ। পশ্চিমদিকে—ওঁ বরুণায় নমঃ। বায়ুকোণে—ওঁ বায়বে নমঃ। উত্তরদিকে—ওঁ কুবেরায় নমঃ। ঈশানকোণে—ওঁ ঈশানায় নমঃ। ঊর্দ্ধে—ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। অধোদিকে—ওঁ অনন্তায় নমঃ।" তৎপর পূর্ব্ববৎ মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতম্রক্ষিত একটী সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে আহুতি দিয়া সর্ব্বকর্ম্ম সাধারণীয় শাট্যায়নহোমাদি বামদেব্যগানান্ত উদীচ্য কর্ম্ম সমাপন করিয়া দক্ষিণান্ত করিবে।

যজুর্ব্বেদীয় দশকর্ম্ম।

সাধারণ কুশণ্ডিকা।

প্রথমত হস্তপ্রমাণ স্থণ্ডিল মন্ত্র ভিন্ন কুশদ্বারা তিনবার মার্জ্জনা করিয়া গোময়জল দ্বারা তিনবার অভ্যুক্ষণ করত কুশমূলদ্বারা প্রাদেশ প্রমাণ পূর্ব্বাগ্র তিনটী রেখা অঙ্কিত করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী অঙ্গুলী দ্বারা রেখাস্থিত মৃত্তিকা তিন বার উত্তোলন করিবে। পরে নিজের দক্ষিণে কাংস্য-পাত্রস্থ অগ্নিগ্রহণ করত "ওঁ ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিণোমি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া জ্বলন্ত কাষ্ঠ হইতে একখানি কাষ্ঠ

পরিত্যাগ করিবে এবং "ওঁ ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্।" এই মন্ত্র পড়িয়া নিজের সম্মুখস্থ স্থণ্ডিলের উপর বহ্নিস্থাপন করিয়া, "ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গজঠরোঽরুণঃ। ছাগস্থঃ সাক্ষঃ সূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ।" এই ধ্যান করিয়া অগ্নির স্ব স্ব কর্ম্মোক্ত নাম করণ করিয়া পাদ্যাদি দ্বারা অগ্নির পূজা করিবে।

অনন্তর "ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা মদীয়অমুক-হোমকর্ম্মণি ব্রহ্মকর্ম্ম কর্ত্তুং অমুকগোত্রং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণং ব্রহ্মত্বেন ভবন্তমহং বৃণে।" এই বাক্যদ্বারা ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মত্বে বরণ করিলে, ব্রহ্মা 'ওঁ বৃতোঽস্মি।" এই প্রতিবচন বলিবেন। পরে কর্ত্তা "ওঁ যথাবিহিতং ব্রহ্মকর্ম্ম কুরু" বলিলে ব্রহ্মা "ওঁ যথাজ্ঞানতঃ করবাণি" বলিবেন। যদি কুশময় ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মত্বে কল্পনা করিতে হয়, তবে উল্লিখিত বাক্যাদি করিতে হইবে না।

অনন্তর অগ্নির দক্ষিণে পূর্ব্বাগ্র কুশযুক্ত ব্রহ্মাসন আস্তীর্ণ করিয়া "ব্রহ্মন্নিহোপবিশ্যতাং" এই বলিয়া ব্রহ্মাকে উহাতে উপবেশন করাইয়া কুশ ও কুসুম দ্বারা অর্চ্চনা করত অগ্নির উত্তর ভাগে প্রণীতাপাত্র স্থাপনপূর্ব্বক অচ্ছিন্ন কুশদ্বারা অগ্নির ঈশানকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে অগ্নির আস্তরণ করিয়া অগ্নির উত্তরে দক্ষিণদিক্ হইতে যথাক্রমে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল আসাদন করিবে। যথা—পবিত্রচ্ছেদনার্থ তিনটী কুশপত্র, দুইটী পবিত্র, প্রোক্ষণীপাত্র (অভ্যুক্ষণার্থ জলপাত্র), আজ্যস্থালী, যেস্থলে চরুহোম থাকে, সে স্থলে চরুস্থালী, ছয়গাছি সম্মার্জ্জন কুশ, ত্রয়োদশ গাছি উপযমন কুশ, প্রাদেশ প্রমাণ তিনটী সমিধ্, স্রুব, ঘৃত, আতপতণ্ডুল ও ব্রহ্মদক্ষিণার্থ পূর্ণপাত্র এই সকল আসাদন করিয়া পবিত্রচ্ছেদনের নিমিত্ত পূর্ব্বস্থাপিত তিনটী কুশ দ্বারা "ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ" এই মন্ত্রে প্রাদেশ প্রমাণ দুইটী পবিত্রচ্ছেদন করিয়া "ওঁ বিষ্ণোর্ম্মনসা পূতে স্থঃ" এই মন্ত্রে ছিন্ন পবিত্রদ্বয় প্রোক্ষণীপাত্রস্থ জলদ্বারা অভ্যুক্ষিত করিয়া উহা প্রোক্ষণীপাত্রে স্থাপন করত তন্মধ্যে প্রণীতা পাত্রের কিঞ্চিৎ জল দিয়া বামহস্তের উপরিভাগে প্রোক্ষণী পাত্র স্থাপনপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ প্রোক্ষণী জলদ্বারা প্রোক্ষণীপাত্র ও অন্যান্য পাত্রকে অভ্যুক্ষণ করিয়া প্রণীতা পাত্রের নিকটবর্ত্তী দক্ষিণদিকে প্রোক্ষণীপাত্র স্থাপন করিবে।

অতঃপর আত্মসম্মুখে আজ্যস্থালী আনয়নপূর্ব্বক উহাতে পূর্ব্বাসাদিত ঘৃত স্থাপন করিবে। যদি চরুহোম থাকে, তবে চরুস্থালীতে প্রণীতা পাত্র হইতে

কিঞ্চিৎ জল দিয়া উহাতে আসাদিত তণ্ডুল স্থাপনপূর্ব্বক দুগ্ধ দ্বারা অগ্নিতে চরু-পাক করিবে। পরে স্থণ্ডিল হইতে প্রজ্বলিত অগ্নি গ্রহণ করিয়া ঈশানকোণ হইতে দক্ষিণাবর্ত্তে তিনবার আজ্যস্থালী বেষ্টনপূর্ব্বক ঐ অগ্নিকে স্থণ্ডিলস্থ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। পরে পূর্ব্বাসাদিত স্রুব গ্রহণ করিয়া উহা বহ্নিতে অধোমুখ ভাবে প্রতপ্ত করত সর্ম্মাজন কুশদ্বারা শ্রুবের মূল হইতে অগ্র এবং অগ্র হইতে মূল পর্য্যন্ত সম্মার্জ্জন করিয়া ঐ কুশ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রণীতা পাত্রস্থ জল দ্বারা শ্রুবকে অভ্যুক্ষিত ও পূর্ব্ববৎ প্রতপ্ত করিয়া প্রোক্ষণী পাত্রের উত্তরে স্থাপন করিবে। প্রোক্ষণীপাত্রস্থ পবিত্রগ্রহণ করিয়া "ওঁ সবিতুস্ত্বা প্রসব উৎপুণাম্যচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ"। মন্ত্রে আজ্যস্থালী হইতে পবিত্র দ্বারা কিঞ্চিৎ ঘৃত উত্তোলন করিয়া আজ্য ও প্রোক্ষণী জল অবলোকন করিবে।

অতঃপর হোতা ঐ পবিত্র প্রোক্ষণী পাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক হোম-সমাপ্তি পর্য্যন্ত বামহস্ত দ্বারা উপযমন কুশ গ্রহণ করত দণ্ডায়মান হইয়া অগ্নিতে পূর্ব্বাসাদিত তিনটী সমিধ্ প্রক্ষেপ করিয়া উপবেশনানন্তর পবিত্রের সহিত প্রোক্ষণী পাত্রস্থ জল লইয়া উহা দ্বারা ঈশান কোণ হইতে দক্ষিণাবর্ত্তে অগ্নিকে বেষ্টন করিবে। পরে "ওঁ এষোহ দেবঃ প্রদিশোনুসর্ব্বাঃ পূর্ব্বোহজাতঃ স উ গর্ভেঽন্তঃ স এব জাতঃ স জনিষ্যমানঃ প্রত্যঙ্জনাস্তিষ্ঠতি সর্ব্বতো মুখঃ।" এই মন্ত্রে অগ্নির সম্মুখীকরণ করিয়া প্রণীতা পাত্রে পবিত্র স্থাপনপূর্ব্বক অগ্নির উত্তরে আহুতি-শেষ প্রদানার্থ প্রোক্ষণী পাত্র স্থাপন করিবে। পরে হোতা দক্ষিণ জানু ভূমিতে পাতিত করিয়া একগাছি কুশদ্বারা ব্রহ্মার সহিত নিজের সংযোগ করিয়া স্রুবদ্বারা ঘৃত লইয়া প্রজাপতিকে মনে মনে ধ্যানপূর্ব্বক "ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা" এই মন্ত্রে বায়ুকোণ হইতে অগ্নি কোণ পর্য্যন্ত অগ্নিতে ঘৃত দিয়া "ইদং প্রজাপতয়ে" এই মন্ত্রে প্রোক্ষণী পাত্রে হুত-শেষ স্থাপন করিবে। (এইরূপ সকল আহুতিতেই জানিবে)। পরে "ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা।—ইদমগ্নয়ে"। ওঁ সোমায় স্বাহা—ইদং সোমায়"। এই মন্ত্রে তিনবার অগ্নিতে আহুতি প্রদান ও আহুতিশেষ প্রোক্ষণীপাত্রে নিক্ষেপ করিবে।

উত্তর কুশণ্ডিকা।

প্রকৃত কর্ম্ম সমাপন করিয়া "ওঁ ভূঃ স্বাহা—ইদং ভূঃ"। "ওঁ ভুবঃ স্বাহা—ইদং ভুবঃ"। "ওঁ স্বঃ স্বাহা—ইদং স্বঃ"। "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা—ইদং

ভূর্ভুবঃ স্বঃ।" এই চারিটী মন্ত্রে মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া প্রায়শ্চিত্ত হোম করিবে। যথা,—"ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুককর্ম্মাঙ্গভূত হোমকর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় প্রায়শ্চিত্তহোমমহং কুর্ব্বীয়।" এই বাক্যে সঙ্কল্প করিয়া "ওঁ অগ্নে ত্বং বিধুনামাসি" এই বলিয়া অগ্নির নামকরণপূর্ব্বক আবাহন ও পূজা করিয়া "ওঁ ত্বন্নোহগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্ দেবস্য হেলো অবযাসি সীষ্ঠাঃ। যজিষ্ঠো বহ্নিতমঃ শোশুচানো বিশ্বান্ দেবান্ প্রমুগ্ধ সং স্বাহা।" এই মন্ত্রে ঘৃতাহুতি দিয়া হুতশেষ ঘৃত "ইদমগ্নিবরুণাভ্যাং" এই বলিয়া প্রোক্ষণীপাত্রে নিক্ষেপ করিবে। পরে "ওঁ স ত্বন্নোহগ্নে বমো ভবতী নেদিষ্ঠো অস্যা উষসো ব্যুষ্টৌ অবযক্ষণো বরুণঞ্চ বরাণো ব্রীহিমৃলীকং সুবহো ন এধি স্বাহা"—(ইদমগ্নিবরুণাভ্যাং)॥ ১॥ ওঁ অয়াশ্চাগ্নেহস্যনভি শস্তিপাশ্চ সত্যমিত্বময়া অসি। অয়ানো যজ্ঞং বহাস্যয়ানো ধেহি ভেষজং শতক্রতো স্বাহা।"—(ইদমগ্নয়ে)॥ ২॥ ওঁ যে তে শতং বরুণ যে সহস্রং যজ্ঞিয়াঃ পাশা বিততা মহান্তস্তেভির্নোহদ্য সবিতোত মস্মদবাধসং বিমধ্যমং শ্রথায়; অথ বয়মাদিত্য ব্রতে তবানাগসোহদিতয়ে স্যামঃ স্বাহা।"—(ইদমগ্নয়ে)॥ ৩॥ এই তিনটী মন্ত্রে আজ্যাহুতি প্রদান করিয়া বন্ধনী মধ্যস্থিত মন্ত্রে আহুতি শেষ ঘৃত প্রোক্ষণীপাত্রে স্থাপন করিবে।

এইরূপে হোমশেষ করিয়া আচমন করত ব্রহ্মদক্ষিণা করিবে। অতঃপর হোতা 'অগ্নে ত্বং মৃড়নামাসি।' বলিয়া অগ্নির নাম করণও আবাহনাদি পূজা করিয়া ঘৃতাক্ত ফলপুষ্পান্বিত তাম্বূল লইয়া যজমানের সহিত উত্থিত হইয়া "ওঁ মূর্দ্ধানং দিবোহরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানর মৃত আজাতমগ্নিং। কবিং সম্রাজমতিথিং জনানা মাসন্নঃ পাত্রং জনয়ন্তঃ দেবা স্বাহা"। বলিয়া পূর্ণাহুতি দিয়া হুতশেষ ঘৃত প্রোক্ষণীপাত্রে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর অগ্নিকে বিসর্জ্জন করিয়া "ওঁ পৃথি ত্বং শীতলা ভব" এই বলিয়া দুগ্ধ অথবা দধি স্থণ্ডিলে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর হোমশেষ ভস্মদ্বারা ললাটাদিতে তিলক করিবে।

বিবাহ।

বিবাহ দিবসে পিতা বা তৎপ্রতিনিধি (জ্ঞাতিমধ্যে যে কোন ব্যক্তি) পূর্ব্বাহ্ণে গৌর্য্যাদি ষোড়শমাতৃকা পূজা ও বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ সম্পাদন করিবেন। পরে শুভলগ্ন সমুপস্থিত হইলে, সম্প্রদাতা ও জামাতা স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিয়া

আচমন করত গন্ধপুষ্প দ্বারা গণেশাদি দেবতাগণকে পূজা করিয়া স্বস্তিবাচনাদি (২য় কাণ্ড দেখ) করিয়া জামাতাকে বরণ করিবে। যথা,—সম্প্রদাতা হাতযোড় করিয়া বলিবেন,—"ওঁ সাধু ভবানাস্তাং। জামাতা বলিবেন,—"ওঁ সাধ্বহ মাসে"। পরে সম্প্রদাতা বলিবেন—"ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তং" জামাতা বলিবেন, ওঁ অর্চ্চয়।" অতঃপর সম্প্রদাতা জামাতার হস্তে নববস্ত্র ও যজ্ঞোপবীতাদি প্রদান করিবেন।" এই সময় জামাতা বস্ত্রাদিপরিধান করিবেন। অনন্তর সম্প্রদাতা দক্ষিণহস্তে দূর্ব্বা ও আতপ তণ্ডুল গ্রহণ করিয়া জামাতার দক্ষিণ জানু ধারণ করত পাঠ করিবেন। যথা,—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যামুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রং, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রং, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রং, অমুকগোত্রং অমুকপ্রবরং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণং বরং। অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং, অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং শ্রীঅমুকীদেব্যাভিধানাং কন্যাং শুভবিবাহায় দাতুমেভির্গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্চ্য ভবন্তমহং বৃণে।"

জামাতা বলিবেন,—"ওঁ বৃতোঽস্মি।" করযোড়ে সম্প্রদাতা বলিবেন,—"ওঁ যথাবিহিতং বিবাহকর্ম্ম কুরু।" জামাতা বলিলেন,—"ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি।"

এই সময় স্ত্রী-আচার বশত সাতবার প্রদক্ষিণ ও মাল্য বদল ইত্যাদি করিয়া বরকন্যার পরস্পর মুখ দর্শন করাইয়া বরকন্যাকে সম্প্রদানস্থানে আসনে উপবেশন করাইবে।

অনন্তর সম্প্রদাতা কুশনির্ম্মিত বিষ্টর লইয়া জামাতার হস্তে দান করিবেন। যথা, "ওঁ বিষ্টরো বিষ্টরো বিষ্টরঃ প্রতিগৃহ্যতাং।" জামাতা "ওঁ বিষ্টরং প্রতিগৃহ্ণামি" বলিয়া বিষ্টর গ্রহণ করত "ওঁ বর্ষ্মোঽস্মি সমানানামুদ্যতামিব সূর্য্যঃ। ইমন্তমভিতিষ্ঠামি যো মা কশ্চাভিদাসতি।" পরে মন্ত্র পাঠ করিয়া জামাতা বিষ্টর নিজের দক্ষিণ পায়ের তলে পাতিয়া দিবে। এবং সম্প্রদাতা অপর একটী বিষ্টর গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বমন্ত্রে প্রদান ও জামাতা পূর্ব্বমন্ত্রে গ্রহণ করিয়া বামপদের তলে দিবে। তৎপরে সম্প্রদাতা পাদ্য গ্রহণপূর্ব্বক "ওঁ পাদ্যং পাদ্যং পাদ্যং প্রতিগৃহ্যতাং।" বলিয়া

পাদ্য জামাতাকে প্রদান করিবেন। পরে জামাতা—"ওঁ পাদ্যং প্রতিগৃহ্লামি।" বলিয়া পাদ্য গ্রহণ করত তাহা ভূমিতে রাখিয়া একটু জল অঞ্জলিতে লইয়া "ওঁ বিরাজো দোহোহসি বিরাজো দোহমশীয় ময়ি পাদ্যায়ৈ বিরাজো দোহঃ।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দক্ষিণ পদে দিবে। (১) দাতা পুনর্ব্বার উক্ত মন্ত্রে পাদ্য দান করিবেন, এবং জামাতা পূর্ব্ব মন্ত্রে গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ববৎ বামপদে পাদ্য দান করিবেন। (২)

অনন্তর কন্যাদাতা অর্ঘ্য গ্রহণ করত, -"ওঁ অর্ঘোহর্ঘোহর্ঘ্যঃ প্রতিগৃহ্যতাং। এই বলিয়া জামাতার হস্তে অর্পণ করিবেন। পরে জামাতা "অর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্লামি" বলিয়া অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া "ওঁ আপঃ স্থ যুষ্মাভিঃ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নবানি।" এই মন্ত্রে মস্তকোপরি অর্ঘ্য দিয়া সেই অর্ঘ্যজল ত্যাগ করিয়া মন্ত্রপাঠ করিবে। যথা—"ওঁ সমুদ্রং বঃ প্রহিণোমি স্বাং যোনিমভিগচ্ছত। অরিষ্টা অস্মাকং বীরা মা পরাসেচি মৎপয়ঃ।" তৎপর দাতা আচমনার্থ জল লইয়া "ওঁ আচমনীয়মাচমনীয়মাচমনীয়ং প্রতিগৃহ্যতাং।" এই বলিয়া বরের হস্তে আচমনীয় জল দান করিলে, জামাতা "ওঁ আচমনীয়ং প্রতিগৃহ্লামি" এই বলিয়া আচমনীয় গ্রহণপূর্ব্বক মন্ত্র পাঠ করিবেন,—"ওঁ আমাগন্ যশসা সংসৃজ বর্চ্চসা তং মা কুরু। প্রিয়ং প্রজানামধিপতিং পশূনামরিষ্টং তনূনাম্।" অতঃপর এই জল দ্বারা আচমন করিবেন।

কন্যাদাতা কাংস্য-পাত্রস্থিত দধিমধুঘৃতযুক্ত মধুপর্ক নিম্ন বাক্যে বরের হস্তে প্রদান করিবেন।

"ওঁ মধুপর্কো মধুপর্কো মধুপর্কঃ প্রতিগৃহ্যতাং।" জামাতা "ওঁ মধুপর্কং প্রতিগৃহ্লামি" বলিয়া মধুপর্ক গ্রহণ করিয়া "ওঁ মিত্রস্য ত্বা চক্ষুষা প্রতীক্ষে।" এই বলিয়া মধুপর্ক দর্শন করিয়া,—"ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাং হস্তমাদদে।" এই বলিয়া মধুপর্ক বামহস্তে লইয়া দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা উহা আলোড়ন করিবে। "ওঁ নমস্যা বাশ্যান্নাশনে যৎ ত আবিদ্ধং তত্তে নিষ্কৃন্তামি।" অতঃপর তিনবার অমন্ত্রক ভূমিতে কিঞ্চিৎ ত্যাগ করিয়া পরে—"ওঁ যন্মধু মধ্যমং পরমং রূপমন্নাদং তেনাহং মধুনো মধব্যেন পরমেণ রূপেণান্নাদোন পরমো মধব্যোঽন্নাদোঽশানি।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তিনবার ভোজন করিবে। * পরে বর আচমন করিয়া নিম্ন লিখিত

(১) শূদ্র বাম পদে দিবে। (২) শূদ্র দক্ষিণপদে দিবে।

* ভোজন ব্যবহার না থাকায় আঘ্রাণ করিবে।

মন্ত্রে অঙ্গ সমূহ স্পর্শ করিবেন। যথা—"ওঁ বাঙ্‌ম আস্যেঽস্তু" বলিয়া মুখ। "ওঁ নসোর্মে প্রাণোঽস্তু"—নাসিকা। "ওঁ অক্ষোর্মে চক্ষুরস্তু" চক্ষুর্দ্বয়। "ওঁ কর্ণয়োর্মে শ্রোত্রমস্তু"—কর্ণদ্বয়। ওঁ বাহ্বোর্মে বলমস্তু—বাহুদ্বয়। "ওঁ ঊর্ব্বোর্মে ওজোঽস্তু" ঊরুদ্বয়। ওঁ অরিষ্টানি মেঽঙ্গানি তনূস্তন্বা মে সহ সন্তু" বলিয়া মস্তকাদি পাদ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবে। এই সময়ে কন্যাদাতা একটী গোস্থাপন করিবেন। অতঃপর নাপিত "গৌঃ গৌঃ"এই শব্দ তিনবার বলিলে বর "ওঁ মাতা রুদ্রাণাং দুহিতা বসূনাং স্বসাদিত্যানামমৃতস্য নাভিঃ। প্রনু বোচং চিকিতুষে জনায় মা গামনাগামদিতিং বধিষ্ঠ মম চামুষ্য (ক) চ পাপ্মা হত ওমুৎসৃজত তৃণান্যত্তু।" বলিয়া গোমোচন করিবেন।

এই সময়ে বর চতুর্হস্ত পরিমিত স্থণ্ডিল করিয়া কুশণ্ডিকোক্ত বিধানে যোজক নামক অগ্নি স্থাপন করিয়া তাহার ধ্যান, আবাহন ও অর্চ্চনা করিবেন। পরে জামাতা কন্যাকে বস্ত্র পরিধান করাইবেন। মন্ত্র যথা,—"ওঁ জরাং গচ্ছ পরিধৎস্ব বাসো ভবাকৃষ্টীনামভিশস্তি পাবা। শতঞ্চ জীব শরদঃ সুবর্চ্চা রয়িঞ্চ পুত্রাননুসংব্যয়স্বায়ুষ্মতীদং পরিধৎস্ব বাসঃ। অনন্তর উত্তরীয় গ্রহণ করিয়া ওঁ যা অকৃন্তন্নবয়ন্ যা অতন্বত যাশ্চ দেবীস্তন্তূনভিতোঽততন্থ। তাস্ত্বা দেবীজরসে সম্ব্যয়স্বায়ুষ্মতীদং পরিধৎস্ব বাসঃ।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া কন্যাকে উত্তরীয় পরিধান করাইবেন।

অতঃপর কন্যাদাতা কন্যাকে পশ্চিমাভিমুখে ক্রোড়স্থানে বসাইয়া কন্যা ও বর উভয়ের পরস্পর মুখাবলোকন করাইবেন। পরে দাতা কন্যা ও বরকে "ওঁ সমী ভবেথাম্।" এই বাক্য বলিয়া বরকন্যার মুখাবলোকন সম্পন্ন করাইলে বর নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা,—"ওঁ সমঞ্জন্তু বিশ্বেদেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ। সম্মাতরিশ্বা সন্ধাতা সমুদেষ্ট্রী দধাতু নৌ।" অনন্তর কন্যাদাতা কুশদ্বারা বর ও কন্যার দক্ষিণ হস্তদ্বয় বন্ধন করিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সাচ্ছাদনালঙ্কৃতায়ৈ কন্যায়ৈ নমঃ"। বলিয়া তিনবার অর্চ্চনা পূর্ব্বক এতে গন্ধপুষ্পে "ওঁ এতৎসম্প্রদানায় বরায় নমঃ।" এই বলিয়া বরের অর্চ্চনা করিয়া এতে গন্ধপুষ্পে "ওঁ এতদধিপতয়ে প্রজাপতয়ে নমঃ" বলিয়া পূজা ও বরকন্যাকে প্রোক্ষণপূর্ব্বক তিল, কুশ ও জল গ্রহণ করত নিম্নোক্ত

‡ মন্ত্রস্থিত "অমুক" শব্দস্থলে কন্যাদাতার ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত নাম বলিবে। যথা—শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ।

সম্প্রদান-বাক্য পাঠ করিবেন। যথা,—বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যামুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ * অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায়, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রায়, অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় অমুকদেবশর্ম্মণে বরায় অর্চ্চিতায়। অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং শ্রীঅমুকীদেব্যভিধানাং কন্যাং।

পুনরায়, "অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীঅমুকীদেব্যভিধানাং কন্যাং" পর্য্যন্ত আরো দুইবার পাঠ করিয়া সালঙ্কৃতাং বাসোযুগ্মাচ্ছাদিতাং প্রজাপতিদেবতাকাং তুভ্যমহং সম্প্রদদে।

কন্যার হস্ত সহিত পূর্ব্ব গৃহীত জল বরহস্তে সমর্পণ করিলে বর "ওঁ স্বস্তি" বলিয়া গায়ত্রী পাঠ করিবেন। তৎপর দাতা "ও কন্যেয়ং প্রজাপতিদেবতাকা।" এই কথা বলিলে বর কামস্তুতি পাঠ করিবেন। যথা—ওঁ কোঽদাৎ কস্মাঽদাৎ কামোঽদাৎ কামায়াদাৎ কামো দাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা কামৈতত্তে তব কাম সতা ভুঞ্জামহৈ। ইহা পাঠ করিয়া বর পুনরপি পাঠ করিবেন,— "ওঁ দ্যৌস্ত্বা দদাতু পৃথিবী ত্বা প্রতিগৃহ্নাতু।"

অতঃপর অন্য কোন ব্রাহ্মণ গায়ত্রী পাঠপূর্ব্বক এক মাষা পরিমিত বলা, ময়ূরশিখা (ক্ষুদ্রবৃক্ষ বিশেষ), অপরাজিতা, শৌলকা, ত্রিপুরমালীপুষ্প, যক্ষধূপ, মোম, কুঙ্কুম, চন্দন, কঁচ, কর্পূর, মদনকোষ, মধুপুষ্প, কাকোলীলতা (ওষধিবিশেষ), কস্তূরী, জায়ফল, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, কাকোলীমেদ, মহামেদ, জীবক, (এই ছয়টী ওষধি বিশেষ), বাসক ও ঘৃত দ্বারা বর কন্যার হস্ত দ্বয়ে লেপ প্রদান করিয়া উভয়ের হস্ত একত্র করত কুশবেণী দ্বারা বন্ধন করিবেন। অতঃপর দক্ষিণা করিবেন। যথা, – অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামনয়া * কৃতৈতৎকন্যাদানকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং (তন্মূল্যং বা) শ্রীবিষ্ণুদৈবতং অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে বরায় অর্চ্চিতায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে।" পরে বর দক্ষিণাগ্রহণ করিয়া "ওঁ স্বস্তি" বলিবেন। এই সময়ে কন্যাদাতা জামাতাকে

* দাতার অভিপ্রায় অনুসারে কামনার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

* দানকালীন যে কামনা করিবে, এখানেও তাহাই বলিতে হইবে।

যথাশক্তি ভূমি, শয্যা, থালাবাটী প্রভৃতি দান করিয়া দিবেন। অনন্তর গায়ত্রী পাঠপূর্ব্বক বরকন্যার পরস্পর উত্তরীয় বস্ত্রদশাদ্বারা ক্রোড়াঞ্চলে গ্রন্থিবন্ধন করিবে এবং অন্য কোন ব্রাহ্মণ গায়ত্রী পাঠ করিয়া বর কন্যার হস্তবন্ধন খুলিয়া দিবেন।

(বিবাহানন্তর) কুশণ্ডিকা। *

বর স্নানাদি নিত্যক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক কুশণ্ডিকোক্ত বিধানে স্থণ্ডিলের উপরি অগ্নিস্থাপন করিয়া বর কন্যার হস্তধারণ পূর্ব্বক অগ্নির পশ্চিমে গমন করত, ইহা পাঠ করিবেন। যথা,—ওঁ যদৈষি মনসা দূরং দিশোনু পবমানো বা হিরণ্যবর্ণো বৈকর্ণঃ স ত্বা মনসা করোম্যসৌ। †

অনন্তর কন্যার পিতা "ওঁ অন্যোন্যং সমীক্ষেথাং" এই বলিয়া বর ও কন্যার পরস্পর মুখাবলোকন করাইলে, বর ইহা পাঠ করিবেন। যথা,— ওঁ অঘোরচক্ষুরপতিঘ্ন্যেধি শিবা পশুভ্যঃ সুমনাঃ সুবর্চ্চাঃ। বীরসূর্দ্দেবকামা স্যোনা শন্নোভব দ্বিপদেশঞ্চতুষ্পদে। সোমঃ প্রথমো বিবিদে গন্ধর্ব্বোবিবিদ উত্তরস্তৃতীয়োঽগ্নিস্তে পতিস্তুরীয়স্তে মনুষ্যজাঃ। সোমোঽদদদ্গন্ধর্ব্বায় গন্ধর্ব্বোঽদদদগ্নয়ে রয়িঞ্চ পুত্রাংশ্চাদাদগ্নির্মহ্যমথো ইমাং। সা নঃ পূষা শিবতমা মৈরয়ৎ সা ন উরূ উশতী বিহর যস্যামুশন্তঃ প্রহরাম শেফং যস্যার্থকামা বহবো নিবিষ্ট্যৈ।"

কোণ ব্রাহ্মণ বধূ ও বরের নিষ্ক্রমণ সময় হইতে আরম্ভ করিয়া অভিষেক পর্য্যন্ত চন্দনচর্চ্চিত আম্রপল্লবাস্য জলকুম্ভ লইয়া মৌনাবস্থায় অবস্থিতি করিবেন। তৎপরে বর দক্ষিণপদ দ্বারা বস্ত্রবেষ্টিত তৃণগুচ্ছ সঞ্চালিত করত হোমার্থ উপবেশন করিলে বধূও তাঁহার দক্ষিণভাগে উপবিষ্টা হইবে।

অতঃপর বর কুশণ্ডিকোক্ত বিধানে আঘারাজ্যভাগান্ত হোমকর্ম্ম সমাপন করিয়া প্রকৃত কর্ম্ম করিবেন।

* বিবাহ রাত্রিতেই কুশণ্ডিকা করিতে হয়; কিন্তু প্রচলিত নিয়মানুসারে পর দিবসই কুশণ্ডিকার ব্যবহার দেখা যাইতেছে। বিবাহরাত্রে কুশণ্ডিকা করিতে হইলে ঐ স্থাপিত অগ্নিতেই করিতে হইবে।

† অসৌস্থলে বধূর সম্বোধনান্ত নাম বলিবে।

প্রকৃত কর্ম্ম যথা,—ঘৃত দ্বারা নিম্নলিখিত দ্বাদশটী মন্ত্রে বর রাষ্ট্রভৃদ্ধোম করিবেন। যথা,—"ওঁ ঋতাসাড়্ ঋতধামাগ্নির্গন্ধর্ব্বঃ স ন ইদং ব্রহ্মক্ষেত্রং পাতু তস্মৈ স্বাহা বাট্। [ইদং ঋতাসাহে ঋতধাম্নেঽগ্নয়ে গন্ধর্ব্বায়] ॥ ১ ॥ ওঁ ঋতাসাড়্ ঋতধামাগ্নির্গন্ধর্ব্বস্তস্যৌষধয়োঽপ্সরসো মুদোনাম তাভ্যঃ স্বাহা। (ইদমোষধিভ্যোঽপ্সরোভ্যো মুদেভ্যঃ) ॥২ ॥ ওঁ সংহিতো বিশ্বসামা সূর্য্যো গন্ধর্ব্বঃ স ন ইদং ব্রহ্মক্ষেত্রং পাতু তস্মৈ স্বাহা বাট্। (ইদং সংহিতায় বিশ্বসাম্নে সূর্য্যায় গন্ধর্ব্বায়) ॥ ৩ ॥ ওঁ সংহিতো বিশ্বসামা সূর্য্যো গন্ধর্ব্বঃ তস্য মরীচয়োঽপ্সরস আয়ুষো নাম তাভ্যঃ স্বাহা। [ইদং মরীচিভ্যোঽপ্সরোভ্যঃ আয়ুর্ভ্যঃ] ॥৪ ॥ ওঁ সুষুম্নঃ সূর্য্যরশ্মিশ্চন্দ্রমা গন্ধর্ব্বঃ তস্য স ন ইদং ব্রহ্মক্ষেত্রং পাতু তস্মৈ স্বাহা বাট্। (ইদং সুষুম্নায় সূর্য্যরশ্ময়ে চন্দ্রমসে গন্ধর্ব্বায়) ॥৫॥ ওঁ সুষুম্নঃ সূর্য্যরশ্মিশ্চন্দ্রমা গন্ধর্ব্বঃ তস্য নক্ষত্রাণ্যপ্সরসো ভেকুরয়ো নাম তাভ্যঃ স্বাহা। [ইদং নক্ষত্রেভ্যোঽপ্সরোভ্যোভেকুরিভ্যঃ) ॥৬ ॥ ওঁ ইষিরো বিশ্বব্যচা বাতো গন্ধর্ব্বঃ স ন ইদং ব্রহ্মক্ষেত্রং পাতু তস্মৈ স্বাহা বাট্। ইদমিষিরায় বিশ্বব্যচসে বাতায় গন্ধর্ব্বায়] ॥ ৭ ॥ ওঁ ইষিরো বিশ্বব্যচা গন্ধর্ব্বঃ তস্যাপোঽপ্সরস উর্জ্জো নাম তাভ্যঃ স্বাহা। [ইদমদ্ভ্যোঽপ্সরোভ্য উর্জ্জেভ্যঃ] ॥৮॥ ওঁ ভুজ্যুঃ সুপর্ণো যজ্ঞো গন্ধর্ব্বঃ স ন ইদং ব্রহ্মক্ষেত্রং পাতু তস্মৈ স্বাহা বাট্। [ইদং ভুজ্যবে সুপর্ণায় যজ্ঞায় গন্ধর্ব্বায়] ॥ ৯ ॥ ওঁ ভুজ্যঃ সুপর্ণো যজ্ঞো গন্ধর্ব্বঃ তস্য দক্ষিণা অপ্সরসস্তারা নাম তাভ্যঃ স্বাহা। [ইদং দক্ষিণাভ্যোঽপ্সরোভ্যস্তরাভ্যঃ] ॥ ১০ ॥ ওঁ প্রজাপতির্ব্বিশ্বকর্ম্মা মনো গন্ধর্ব্বঃ স ন ইদং ব্রহ্মক্ষেত্রং পাতু তস্মৈ স্বাহা বাট্। [ইদং প্রজাপতয়ে বিশ্বকর্ম্মণে মনসে গন্ধর্ব্বায়] ॥১১ ॥ ওঁ প্রজাপতির্ব্বিশ্বকর্ম্মা মনো গন্ধর্ব্বঃ তস্য ঋক্‌সামান্যপ্সরস এষ্টয়ো নাম তাভ্যঃ স্বাহা। (ইদমৃক্‌সামেভ্যোঽপ্সরোভ্য এষ্টিভ্যঃ") * ॥ ১২ ॥

জয়া হোম,—ওঁ চিত্তঞ্চ স্বাহা (ইদং চিত্তায়)। ওঁ চিত্তিশ্চ স্বাহা, (ইদং চিত্ত্যৈ)। ওঁ আকূতঞ্চ স্বাহা, (ইদমাকূতায়)। ওঁ আকূতিশ্চ স্বাহা, (ইদমাকূতয়ে)। ওঁ বিজ্ঞাতঞ্চ স্বাহা, (ইদং বিজ্ঞাতায়)। ওঁ মনশ্চ স্বাহা, (ইদং মনসে)। ওঁ শক্বরী চ স্বাহা, (ইদং শক্বর্য্যৈ)। ওঁ দর্শশ্চ স্বাহা, (ইদং দর্শায়)।

* স্বাহান্ত মন্ত্রগুলি দ্বারা আহুতি এবং বন্ধনীমধ্যস্থিত মন্ত্র সমূহ দ্বারা প্রত্যাহুতি দিবে। এইরূপ সর্ব্বত্র জানিবে।

ওঁ পৌর্ণমাসশ্চ স্বাহা। (ইদং পৌর্ণমাসায়)। ওঁ বৃহচ্চ স্বাহা, (ইদং বৃহতে) ওঁ রথন্তরঞ্চ স্বাহা, ইদং রথন্তরায়। ওঁ প্রজাপতির্জ্জয়ানিন্দ্রায় বৃষ্ণে প্রাযচ্ছদুগ্রঃ পৃতনা জয়েষু। তস্মৈ বিশঃ সমনমন্ত সর্ব্বাঃ স উগ্রঃ স হি হব্যোবভূব স্বাহা, (ইদং প্রজাপতয়ে জয়ানামধিপতয়ে)।”

অষ্টাদশাহুতি ;—ওঁ অগ্নির্ভূতানামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষেত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্ম্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাং স্বাহা। (ইদমগ্নয়ে ভূতানামধিপতয়ে)॥ ১॥ ওঁ ইন্দ্রো জ্যেষ্ঠানামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষেত্রেঽস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্ম্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাং স্বাহা। (ইদমিন্দ্রায় জ্যেষ্ঠানামধিপতয়ে)। ওঁ যমঃ পৃথিব্যানামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্নিত্যাদি। (ইদং যমায় পৃথিব্যানামধিপতয়ে)॥ ৩॥ ওঁ বায়ুরন্তরীক্ষাণামধিপতিরিত্যাদি। (ইদং বায়বে অন্তরীক্ষস্যাধিপতয়ে)॥ ৪॥ ওঁ সূর্য্যো দিবোঽধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্নিত্যাদি। (ইদং সূর্য্যায় দিবোঽধিপতয়ে)॥ ৫॥ ওঁ চন্দ্রমা নক্ষত্রাণামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্নিত্যাদি। (ইদং চন্দ্রমসে নক্ষত্রাণামধিপতয়ে)॥৬॥ ওঁ বৃহস্পতির্ব্রহ্মণোঽধিপতিরিত্যাদি। (ইদং বৃহস্পতয়ে ব্রহ্মণোঽধিপতয়ে॥ ৭॥ ওঁ মিত্রঃ সত্যানামধিপতিরিত্যাদি। (ইদং মিত্রায় সত্যানামধিপতয়ে॥ ৮॥ ওঁ বরুণোঽপামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্নিত্যাদি। (ইদং বরুণায় অপামধিপতয়ে)॥ ৯॥ সমুদ্রঃ স্রোত্যানামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্নিত্যাদি। (ইদং সমুদ্রায় স্রোতসামধিপতয়ে)॥ ১০॥ ওঁ অন্নং সাম্রাজ্যাধিপতি তন্মামবত্বস্মিন্নিত্যাদি। (ইদমন্নায় সাম্রাজ্যানামধিপতয়ে)॥ ১১॥ ওঁ সোম ওষধীনামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্নিত্যাদি। (ইদং সোমায় ওষধীনামধিপতয়ে)॥ ১২॥ ওঁ সবিতা প্রসবানামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্নিত্যাদি। (ইদং সবিত্রে প্রসবানামধিপতয়ে)॥ ১৩॥ ওঁ রুদ্রঃ পশূনামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্নিত্যাদি। (ইদং রুদ্রায় পশূনামধিপতয়ে)॥ ১৪॥ ওঁ ত্বষ্টা রূপাণামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্নিত্যাদি। (ইদং ত্বষ্ট্রে রূপাণামধিপতয়ে)॥ ১৫॥ ওঁ বিষ্ণুঃ পর্ব্বতানামধিপতিঃ স মাবত্বস্মিন্নিত্যাদি। (ইদং বিষ্ণবে পর্ব্বতানামধিপতয়ে)॥ ১৬॥ ওঁ মরুতো গণানামধিপতিপতয়ঃ তে মাবত্বস্মিন্নিত্যাদি। (ইদং মরুদ্ভ্যো গণাণামধিপতিভ্যঃ)॥ ১৭॥ ওঁ পিতরঃ পিতামহাঃ পরেঽবরে ততাস্তাতামহাস্তে ইহ মামবন্ত্বস্মিন্ ক্ষেত্রেস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্ম্মাণ্যস্মিন্ দেবহূত্যাং স্বাহা। (ইদং পিতৃভ্যঃ পিতামহেভ্যঃ পরেভ্যোঽবরেভ্যস্ততেভ্যস্তাতামহেভ্যঃ)॥১৮॥ অনন্তর ওঁ অগ্নিরৈতু প্রথমো দেবতানাং সোঽস্যৈ প্রজাং মুঞ্চতু

মৃত্যুপাশাৎ তদয়ং রাজা বরুণোঽনুমন্যতাম্ যথেয়ং স্ত্রী পৌত্রমঘন্নরোদাৎ স্বাহা। (ইদমগ্নয়ে) ॥ ওঁ ইমামগ্নিস্ত্রায়তাং গার্হপত্যঃ প্রজামস্যৈ নয়তু দীর্ঘমায়ুঃ। অশূন্যোপস্থা জীবতামস্তু মাতা পৌত্রমানন্দমভিবুধ্যতামিয়ং স্বাহা। ওঁ স্বস্তিনোঽগ্নে দিবা পৃথিব্যা বিশ্বা নিধেহি যথা যজত্র যদস্যাং মহি দিবি জাতং প্রশস্তং তস্মাদস্মাসু দ্রবিণং ধেহি চিত্রং স্বাহা। ওঁ সুগং নু পন্থাং প্রদিশন্ন এধি। জ্যোতির্ম্মধ্যে হ্যজরন্ন আয়ুঃ। অপৈ তু মৃত্যুরমৃতং ন আগাদ্বৈবস্বতো নোঽভয়ং কৃণোতু নঃ স্বাহা। (ইদং বৈবস্বতায়) ওঁ পরং মৃত্যোঽনুপরেহি পন্থাং যস্তেঽন্য ইতরো দেবযানাচ্চক্ষুষ্মতে শৃণ্বতে তে ব্রবীমি মা নঃ প্রজাং রীরিষো মোত বীরান্ স্বাহা। ইদং মৃত্যবে।)

অনন্তর বধূর ভ্রাতা শমীপত্রমিশ্রিত লাজ (খৈ) শূর্পে চারিভাগ করতঃ বর কন্যার একীকৃত অঞ্জলিতে ঘৃত ধারা দিয়া এক ভাগ লাজ বধূর অঞ্জলিতে প্রদান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার ঘৃতধারা দিয়া বর বধূর সহিত উত্থিত হইয়া নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিয়া হোম করিবেন,—"ওঁ অর্য্যমাণং দেবং কন্যাগ্নিমযক্ষত স নোঽর্য্যমা দেবঃ প্রেতো মুঞ্চতু মা পতেঃ স্বাহা।—(ইদমর্য্যম্নে) ॥ ১ ॥ ওঁ ইয়ং নার্য্যুপব্রূতে লাজানাবপন্তিকা আয়ুষ্মানস্তু মে পতিরেধন্তাং জ্ঞাতয়ো মম স্বাহা। (ইদমর্য্যম্নে) ॥ ২ ॥ ওঁ ইমান্ লাজানাবপাম্যগ্নৌ সমৃদ্ধিকরণাংস্তব। মম তুভ্য চ সম্বদনং তদগ্নিরনুমন্যতামিয়ং স্বাহা। (ইদমর্য্যম্নে) ॥ ৩ ॥ এই তিনটী দ্বারা তিনবার পূর্ব্ববৎ লাজগ্রহণ করিয়া হোম করিবেন। পরে বর কন্যার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলী আপন দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবেন,—"ওঁ গৃভ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথা সং। ভগোঽর্য্যমা দেবঃ সবিতা পুরন্ধির্ম্মহ্যং ত্বাদুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ। অমোহমস্মি সা ত্বং সা ত্বমস্য সোঽহং সামাহমস্মি ঋক্ ত্বং দ্যৌরহং পৃথিবী ত্বং তাবেহি বিবহাবহৈ সহ রেতো দধাবহৈ প্রজাং প্রজনয়াবহৈ পুত্রান্ বিন্দাবহৈ বহূংস্তে সন্তু জরদষ্টয়ঃ। সংপ্রিয়ৌ রোচিষ্ণু সুমনস্যমানৌ। পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ শতং।"

অতঃপর বর অগ্নির উত্তরস্থ শিলাতে দক্ষিণ পদ দ্বারা বধূকে নিম্নোক্ত মন্ত্রে আরোহণ করাইবেন,—"ওঁ আরোহেমমশ্মানমশ্মেব ত্বং স্থিরা ভব। অভিতিষ্ঠ পৃতন্যতোঽববাধস্ব পৃতনায়তঃ।" বর কন্যাকে শিলার উপরে

অধিরোহণ করাইয়া নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিবেন।—যথা "ওঁ সরস্বতী প্রেদমব সুভগে বাজিনীবতি, যাং ত্বা বিশ্বস্য ভূতস্য প্রগয়ামস্যাগ্রতঃ। যস্যাং ভূতং সমভবদ্ যস্যাং বিশ্বমিদং জগৎ। তামদ্য গাথাং গাস্যামি যা স্ত্রীণামুত্তমং যশঃ॥"

পরে বধূর সহিত বর অগ্নি প্রদক্ষিণ করত "ওঁ তুভ্যমগ্নে পর্য্যবহৎ সূর্য্যাং বহতু না সহ। পুনঃ পতিভ্যো জায়াংদাগ্নে প্রজয়া সহ।"

অতঃপর পূর্ব্বাবশিষ্ট চতুর্থলাজভাগ শূর্পকোণ যোগে "ওঁ ভগায় স্বাহা" বলিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া,—"ইদং ভগায়" বলিয়া প্রত্যাহুতি দিবেন।

তৎপরে একগাছি সাগ্র কুশদ্বারা ব্রহ্মার সহিত সংযোগ রাখিয়া ঘৃত দ্বারা প্রাজাপত্য হোম করিবেন,—"ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা। (ইদং প্রজাপতয়ে।)" "ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা। (ইদমগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে)।" অনন্তর অগ্নির উত্তরদিকে সাতটী মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া নিম্নলিখিত সাতটী মন্ত্রের এক একটী মন্ত্র পাঠে এক একটী মণ্ডলে ক্রমে কন্যার দক্ষিণপাদ দেওয়াইবেন। মন্ত্র যথা,—"ওঁ একমিষে বিষ্ণুস্ত্বাং নয়তু। ১। ওঁ দ্বে উর্জ্জে, বিষ্ণুস্ত্বাং নয়তু। ২। ওঁ ত্রীণি রায়স্পোশায় বিষ্ণুস্ত্বাং নয়তু। ৩। ওঁ চত্বারি মায়ো ভবায় বিষ্ণুস্ত্বাং নয়তু। ৪। ওঁ পঞ্চ পশুভ্যো বিষ্ণুস্ত্বাং নয়তু। ৫। ওঁ ষড় তুভ্যো বিষ্ণুস্ত্বাং নয়তু। ৬। ওঁ সখে সপ্তপদাভব সা মামনুব্রতা ভব বিষ্ণুস্ত্বাং নয়তু। ৭।"

অনন্তর বর মিত্র-হস্তস্থিত জল দ্বারা নিম্ন মন্ত্রে বধূকে অভিষেক করিবেন। যথা,—"ওঁ আপঃ শিবাঃ শিবতমাঃ শান্তাঃ শান্ততমা স্তাস্তে কৃণ্বন্তু ভেষজং, এবং 'ওঁ আপোহিষ্ঠা ইত্যাদি মন্ত্রে' অভিষেক করিবেন।

তৎপরে বর "ওঁ তচ্চক্ষুর্দ্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরৎ। পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ শতং"। এই মন্ত্রে বধূকে সূর্য্য দর্শন করাইবেন। অনন্তর বর স্বীয় দক্ষিণ হস্তদ্বারা পত্নীর দক্ষিণ স্কন্ধ বেষ্টনপূর্ব্বক "ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি মম চিত্তমনুচিত্তন্তেহস্তু মম বাচমেকমনা জুষস্ব প্রজাপতিষ্ট্বা নিযুনক্তু মহ্যং।" এই মন্ত্রে হৃদয়দেশ স্পর্শপূর্ব্বক নিম্নস্থ মন্ত্রে পত্নীকে অভিমন্ত্রিত করিবেন,—"ওঁ সুমঙ্গলীরিয়ং বধূরিমাং সমেত পশ্যত সৌভাগ্যমস্যৈ দত্ত্বায়থাস্তাং বিপরেত ন।"

অতঃপর অগ্নির উত্তর দিকে কোন সুগুপ্তস্থানে কোন সমর্থপুরুষ কন্যাকে লোহিত চর্ম্মোপরি উপবেশন করাইলে বর তথায় উপবেশন করিয়া মন্ত্র পাঠ

করিবেন—"ওঁ ইহ গাবো নিষীদন্তিহাশ্বা ইহ পুরুষাঃ। ইতোত সহস্রদক্ষিণো যজ্ঞ ইহ পূষা নিষীদতু।"

তৎপর বর "ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা। [ইদমগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে]। "বলিয়া স্বিষ্টিকৃদ্ধোম করিয়া আচমন করত নিম্ন মন্ত্রে বধূকে ধ্রুব নক্ষত্র দর্শন করাইবেন। যথা,—"ওঁ ধ্রুবমসি ধ্রুবং ত্বা পশ্যামি ধ্রুবৈধি পোষ্যাময়ি মহ্যং। ত্বাদাদ্বৃহস্পতির্ম্ময়া পত্যা প্রজাবতী সংজীব শরদঃ শতং"। কন্যা ধ্রুব দর্শন না করিলেও "পশ্যামি"। এই কথা বলিবে। *

চতুর্থী হোম।

বর "অগ্নে ত্বং শিখিনামাসি"—এইরূপে শিখি নামক অগ্নি স্থাপন করিয়া মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন। পরে নিম্ন পাঁচটি মন্ত্রে পাঁচবার অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবেন, যথা—"ওঁ অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যৈ পতিঘ্নী তনুস্তামস্যৈ নাশয় স্বাহা [ইদমগ্নয়ে]॥ ১॥ "ওঁ বায়ো প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যৈ প্রজাঘ্নী তনুস্তামস্যৈ নাশয় স্বাহা। [ইদং বায়বে] ॥ ২॥ ওঁ সূর্য্য প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যৈ পশুঘ্নী তনুস্তামস্যৈ নাশয় স্বাহা। [ইদং সূর্য্যায়]॥ ৩॥ ওঁ চন্দ্র প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যৈ গৃহঘ্নী তনুস্তামস্যৈ নাশয় স্বাহা। [ইদং চন্দ্রায়]॥ ৪॥ ওঁ গন্ধর্ব্ব প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকাম উপধাবামি যাস্যৈ যশোঘ্নী তনুস্তামস্যৈ নাশয় স্বাহা। [ইদং গন্ধর্ব্বায়]" ॥ ৫॥ কন্যাভিষেকার্থ প্রতিবারের আহুতিশেষ জলপাত্রে স্থাপন করিবেন।

অনন্তর যথাবিধি চরুপাক করিয়া "ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা। [ইদং প্রজাপতয়ে]॥" এই মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি দিয়া পূর্ব্বস্থাপিত আহুতিশেষ জলদ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে কন্যাকে অভিসেচন করিবেন,—"ওঁ যা তে

---

* দিবাতে বিবাহ হইলে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত কার্য্য দিবাতে নির্ব্বাহ করিয়া রাত্রিতে ধ্রুব দর্শন করাইবেন। পদ্ধতিকারের মতে বিবাহ দিবস হইতে ত্রিরাত্র পর্য্যন্ত বরকন্যার অক্ষার লবণ ভোজন ও ভূমিতে শয়ন করিতে হয়। কিন্তু ব্যবহার নাই।

পতিঘ্নী প্রজাঘ্নী পশুঘ্নী গৃহঘ্নী যশোঘ্নী নিন্দিতা তনুর্জ্জারঘ্নীং তামেনাং করোমি সা জীর্য্য ত্বং ময়া সহ শ্রীঅমুকি দেবি। (শ্রীঅমুকি দেবি এই স্থলে বধূর সম্বোধনান্ত নাম বলিবে।)

অতঃপর কন্যা চরু প্রাশন (বর্ত্তমানে ঘ্রাণ লওয়ার নিয়ম) করিলে বর নিম্নমন্ত্র পাঠ করিবেন,—"ওঁ প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধাম্যস্থিভিরস্থীনি মাংসৈর্ম্মাংসানি ত্বচা ত্বচং॥" অনন্তর স্থালী হইতে চরু লইয়া—"ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা।" বলিয়া আহুতি দিয়া "ইদমগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে।" বলিয়া প্রত্যাহুতি দিয়া কুশণ্ডিকোক্ত বিধানে মহাব্যাহৃতি হোমাদি ব্রহ্মদক্ষিণান্ত কার্য্য সমাপন করিবেন। পরে বর শান্তি করিয়া শান্তি জল দ্বারা নিজকে ও বধূকে অভিষিক্ত করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন। *

গর্ভাধান।

যথোক্ত দিনে পূর্ব্বাহ্নে নিত্য-ক্রিয়াদি সমাপনান্তে গৌর্য্যাদি ষোড়শ-মাতৃকা পূজা, বসুধারা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিয়া পতি পত্নীকে স্বকীয় দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া তাহার দক্ষিণ স্কন্ধ সংলগ্ন হস্ত দ্বারা হৃদয়দেশ স্পর্শপূর্ব্বক "ওঁ পূষা ভগং তে সবিতা দধাতু রুদ্রস্ত্বষ্টা কল্পয়তু সামগং ত্বষ্টা রূপাণি তেজো বৈশ্বানরো দধাতু। ওঁ গর্ভন্ধেহি সিনীবালি গর্ভন্ধেহি সরস্বতি। গর্ভন্তে অশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ। তৎপরে শোধিত পঞ্চগব্য নিম্ন মন্ত্রে ভক্ষণ করাইবেন। যথা,—"ওঁ রেতোঽমৃতং বিজহাতি যোনিং প্রবিশদিন্দ্রিয়ং। গর্ভো জরায়ুনা বৃত উল্বং জহাতি জন্মনা। ওঁ যত্তে সুষীমে হৃদয়ং দিবি চন্দ্রমসি শ্রিতং। বেদাহং তন্মাং তদ্বিদ্যাৎ পশ্যেম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ শতং।" অতঃপর নিষেক করিবেন।

পুংসবন।

দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় মাসে শুভদিনে শুক্লপক্ষে পুং নক্ষত্রে পতি নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে পত্নীকে স্নান করাইয়া মাতৃকা পূজা, বসুধারা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি সমাপন-পূর্ব্বক পত্নীর সহিত উপবাসী থাকিবেন। পরে সায়ং সন্ধ্যা সমাপন করিয়া শুভলগ্নে সুস্নাতা, নূতন বস্ত্র ও উত্তরীয় পরিধানা, কৃতাচমনা, কৃতমঙ্গলাচারা পত্নীকে পূর্ব্বমুখে বসাইয়া বটফল, বটের শুঙ্গা, সম্ভব হইলে সোমলতা ও কুশমূল

* পদ্ধতিকার বলেন, এই দিনও বরকন্যা ভূমিতে শয়ন করিবেন। এবং সম্বৎসর পর্য্যন্ত অশক্ত পক্ষে দ্বাদশ রাত্র বা ত্রিরাত্র মৈথুন ত্যাগ করিবেন।

বাসি জলে পিষ্ট করিয়া মঙ্গলাচার-সহকারে নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিয়া বধূর দক্ষিণ নাসাপুটে অর্পণ করিবেন। মন্ত্র যথা,—"ওঁ হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ। সদাধারপৃথিবীং দ্যামুতে মাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। ওঁ অদ্ভ্যঃ সম্ভূতঃ পৃথিব্যৈ রসাচ্চ বিশ্বকর্ম্মণঃ সমবর্ত্ততাগ্রে। তস্য ত্বষ্টা বিদধদ্রূপমেতি তন্মর্ত্ত্যস্য দেবত্বমাজানমগ্রে॥"

যদি গর্ভের (সন্তানের) বীর্য্যবত্বা ইচ্ছা করেন তবে পতি বধূর ক্রোড় সন্নিকটে একটী জলপাত্র স্থাপন করত নিম্ন মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া শান্তি করিবেন।

যথা,—"ওঁ সুপর্ণোঽসি গরুত্মাংস্ত্রিবৃত্তঃ শিরো গায়ত্রাঞ্চক্ষুর্ব্বৃহদ্রথন্তরে পক্ষৌ। ওঁ স্তোম আত্মা ছন্দাংস্যঙ্গানি যজুংষি নাম। সাম তে তনুর্ব্বামদেব্যং যজ্ঞা যজ্ঞীয়ং পুচ্ছং ধিষ্ণ্যাঃ শফাঃ। ওঁ সুপর্ণোঽসি গরুত্মান্ দিবঙ্গচ্ছ স্বঃ পত।" অনন্তর আশীর্ব্বাদ, অচ্ছিদ্রাবধারণ ও দক্ষিণান্ত করিবেন।

সীমন্তোন্নয়ন।

পুংসবন মাসে অথবা ষষ্ঠ কিংবা অষ্টমমাসে শুভদিনে নিত্যকৃত্য সমাধা করিয়া পতি পত্নীকে স্নান করাইয়া মাতৃকা পূজা, বসুধারা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি করিয়া, শুভলগ্নসময়ে পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিয়া পুনরায় আচমন করত আচারানুসারে গোরোচনা দ্বারা অঙ্কিত শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মাঙ্কিত বিষ্ণুর নামযুক্ত-পীতবাসোযুগ্ম-পরিধারিণী কৃতমঙ্গলাচারা, কৃতাচমনা পত্নীকে নিজবামে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ও বিষ্ণুপদযুগলাঙ্কিত যাজ্ঞিক বৃক্ষ নির্ম্মিত আসনোপরি উপবেশন করাইবেন। তদনন্তর পতি কুশণ্ডিকা বিধানে প্রোক্ষণীপাত্র স্থাপনান্ত কর্ম্ম করিয়া, পূর্ব্বসংগৃহীত তিল দুগ্ধ মিশ্রিত একমুষ্টি তণ্ডুল—"ওঁ প্রজাপতয়ে ত্বা জুষ্টং গৃহ্ণামি।" বলিয়া গ্রহণ করিয়া "ওঁ প্রজাপতয়ে ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষয়ামি।" এই মন্ত্রে প্রোক্ষণ করিবেন। তদনন্তর মুষল দ্বারা আঘাত করিয়া কুলাদ্বারা তিনবার ঝাড়িয়া, জলদ্বারা তিনবার ধৌত করিয়া চাউলগুলি দুগ্ধসহ চরুস্থালীতে দিয়া প্রণীতাপাত্রস্থ কিঞ্চিৎ জল উহাতে দিয়া চরু পাক করিবেন। চরুপাক নিষ্পন্ন হইলে উহাতে ঘৃতধারা দিয়া প্রজ্বলিত কাষ্ঠ দ্বারা চরুস্থালীর মধ্যভাগ দর্শন করিয়া অগ্নির উত্তরদিকে উহা স্থাপন করিবেন। পরে আজ্যভাগান্ত কুশণ্ডিকা সম্পাদন করিয়া প্রকৃত কর্ম্ম করিবেন।

প্রকৃত কর্ম্ম যথা,—"ওঁ অগ্নে ত্বং মঙ্গলনামাসি" ইহা বলিয়া অগ্নির নামকরণ ও আবাহন করিয়া "এতৎ পাদ্যং 'ওঁ মঙ্গলনাম্নে অগ্নয়ে নমঃ'" এইক্রমে

পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া হোম করিবেন। প্রথমে শ্রুবে ঘৃতধারা দিয়া চরুতে ঘৃতধারা দিবেন এবং মেক্ষণ দ্বারা চরু গ্রহণ করিয়া পুনরায় ঘৃতধারা দান করিয়া অগ্নিতে আহুতি দিবেন,—"ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা, (ইদং প্রজাপতয়ে)"। পুনরায় উক্ত প্রকার চরু গ্রহণ করিয়া "ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা। (ইদমগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে)।" বলিয়া আহুতি প্রদান করিবেন।

অতঃপর "ওঁ সরস্বতীন্দ্রা ঋষয়োঽগ্নিবরুণৌ দেবতে ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সৌত্রামণ্যবভৃথেষ্ঠ্যাং বিনিয়োগঃ। ওঁ ত্বন্নোঽগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্ দেবস্য হেলোঽবযাসিসীষ্ঠাঃ। যজিষ্ঠো বহ্নিতমঃ শোশুচানো বিশ্বা দ্বেষাংসি প্রমুমুগ্ধ্যস্মৎ স্বাহা। (ইদমগ্নীবরুণাভ্যাং), পূর্ব্ববৎ ঋষ্যাদি পাঠ করিয়া ওঁ স ত্বন্নোঽগ্নে বমো ভবোতী নেদিষ্ঠো অস্যা উষসো ব্যুষ্টৌ। অবযক্ষ্ব নো বরুণং ররাণো বীহি মৃড়ীকং সুহবো ন এধি স্বাহা। (ইদমগ্নীবরুণাভ্যাং)।" "প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রী চ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ) ওঁ অয়াশ্চাগ্নেঽস্যনভি শস্তিপাশ্চ সত্যমিত্থময়া অসি। অয়ানো যজ্ঞং বহাস্যয়া নো ধেহি ভেষজং স্বাহা। (ইদমগ্নয়ে)।" ওঁ যে তে শতং বরুণ সহস্রং যজ্ঞিয়াঃ পাশা বিততা মহান্তঃ। তেভির্নোঽদ্য সবিতোত বিষ্ণুর্ব্বিশ্বে মুঞ্চন্তু মরুতঃ স্বর্কাঃ স্বাহা। (ইদং বরুণায়)। "শুনঃশেফ ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো বরুণোদেবতা চয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদুত্তমং বরুণপাশমস্মদবাধমং বিমধ্যমং শ্রথায়। অথাবয়মাদিত্যব্রতে তবানাগসোঽদিতয়ে স্যাম। (ইদং বরুণায়)" এই বলিয়া আহুতি দিবেন।

অনন্তর দর্ভপিঞ্জলীত্রয় সহ উড়ুম্বরফলস্তবকদ্বয় দ্বারা অগ্নির পশ্চিমভাগে কোমলাসনোপরি উপবিষ্টা বধূর সীমন্তদেশ "ভূর্ব্বিনয়ামি, ওঁ ভুবো বিনয়ামি, ওঁ স্বর্ব্বিনয়ামি" মন্ত্রে তিনবার উত্তোলন করিয়া দিবে, পরে উড়ুম্বর ফলযুক্ত শ্বেতশললী (সেজারুকাঁটা) দ্বারা ঐ মন্ত্রে তিনবার এবং উড়ুম্বরফলযুক্ত কাণ্ড দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে তিনবার পুনরপি উড়ুম্বর ফলযুক্ত সূত্র পরিপূর্ণ তর্কু (টাকু) দ্বারা পূর্ব্বোক্তমন্ত্রে তিনবার সীমন্তদেশ উত্তোলন করিয়া দিয়া ত্রিগুণীকৃত সূত্র দ্বারা উড়ুম্বর স্তবক নিম্ন মন্ত্রে বধূর কণ্ঠে বাঁধিয়া দিবেন। যথা,—"ওঁ অয়মূর্জ্জাবতো বৃক্ষ উর্জীব ফলিনী ভব।"

অনন্তর কুশণ্ডিকোক্ত বিধানে প্রায়শ্চিত্ত হোমাদি উত্তর কুশণ্ডিকা সমাপন করিবেন।

অতঃপর পতি দুইজন বীণাগায়ককে রাজার বা অন্য কোন বীর পুরুষের গুণগান করিতে আদেশ করিবেন উঁহারা গান করিলে স্বয়ং "ওঁ সোম এব নো

রাজেম মানুষীঃ প্রজাঃ। অবিমুক্তচক্রা আসীরংস্তীরে তুভ্য মসৌ" *।
পরে দক্ষিণা, অচ্ছিদ্রাবধারণ ও শান্তি করিয়া তিলক ধারণ করিবেন।

শোষ্যন্তী কর্ম্ম।

প্রসবকালে পতি "ওঁ এজতু দশমাস্যো গর্ভো জরায়ুণা সহ। যথায়ং বায়ুরেজতি তথা সমুদ্র এজত্যেবায়ং দশমাস্যোঽস্রজজ্জরায়ুণা সহ।" এই মন্ত্রে পত্নীকে জল দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিবেন।

জাতকর্ম্ম।

প্রথমে পিতা সবস্ত্র স্নান করিয়া গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকা পূজা ও বসুধারা সমাপনপূর্ব্বক পুত্রের জন্মজনিত ও মুখ দর্শন জন্য বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া পুত্রের নাভিদেশ ছেদন না করিতে মেধা জনন ও আয়ুষ্য কর্ম্ম করিবেন। মেধা জনন কর্ম্ম যথা,—সুবর্ণযুক্ত অনামিকা দ্বারা মধু ও ঘৃত অথবা কেবল ঘৃত "ওঁ ভূস্ত্বয়ি দধামি, ওঁ ভুবস্ত্বয়ি দধামি, ওঁ স্বস্ত্বয়ি দধামি, ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বস্ত্বয়ি দধামি।" এই মন্ত্রে কুমারকে ভক্ষণ করাইবেন।

আয়ুষ্য কর্ম্ম যথা,—পুত্রের দক্ষিণকর্ণে "ওঁ অগ্নিরায়ুষ্মান্ স বনস্পতীভিরায়ুষ্মাংস্তেন ত্বা আয়ুষা আয়ুষ্মন্তং করোমি। ওঁ সোম আয়ুষ্মান্ স ওষধীভিরায়ুষ্মাংস্তেন ত্বা আয়ুষা আয়ুষ্মন্তং করোমি। ওঁ ব্রহ্ম আয়ুষ্মদ্ ব্রাহ্মণৈঃ আয়ুষ্মত্তেন ত্বা আয়ুষা আয়ুষ্মন্তং করোমি। ওঁ দেবা আয়ুষ্মন্তস্তেঽমৃতেরায়ুষ্মন্তস্তেন ত্বা আয়ুষা আয়ুষ্মন্তং করোমি। ওঁ ঋষয় আয়ুষ্মন্তস্তে ব্রতৈঃ আয়ুষ্মন্তস্তেন ত্বা আয়ুষা আয়ুষ্মন্তং করোমি। ওঁ পিতর আয়ুষ্মন্তস্তে স্বধাভিরায়ুষ্মন্তস্তেন ত্বা আয়ুষা আয়ুষ্মন্তং করোমি। ওঁ যজ্ঞ আয়ুষ্মান্ স দক্ষিণাভিরায়ুষ্মাংস্তেন ত্বা আয়ুষা আয়ুষ্মন্তং করোমি। ওঁ সমুদ্র আয়ুষ্মান্ স স্রবন্তীভিরায়ুষ্মাংস্তেন ত্বা আয়ুষা আয়ুষ্মন্তং করোমি।"—এই মন্ত্রগুলি তিনবার জপ করিবেন, পরে নিম্নলিখিত মন্ত্র গুলি তিনবার জপ করিবেন। যথা,—"ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং, ও যমদগ্নেস্ত্র্যায়ুষং, ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং, ওঁ তত্তেঽস্তু ত্র্যায়ুষং।"

যদি পিতা পুত্রের দীর্ঘ জীবন কামনা করেন, তবে দক্ষিণহস্তদ্বারা পুত্রের হৃদয় স্পর্শ করিয়া নিম্নলিখিত এগারটী মন্ত্রপাঠ করিবেন—"বৎসঋষিরগ্নির্দ্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ চয়নেঽগ্ন্যুপস্থাপনে বিনিয়োগঃ"। (প্রত্যেক মন্ত্রের পূর্ব্বেই এই ঋষিঃচ্ছন্দটী পাঠ করিবেন।) ওঁ দিবস্পরিপ্রথমং জজ্ঞে অগ্নিরস্মদ্বিতীয়ং

---

* "অসৌস্থলে, যজমান যে নদীর নিকট বাস করেন সেই নদীর সম্বোধনান্ত নাম বলিবেন। যেমন,—হে গঙ্গে, হে যমুনে ইত্যাদি।

পরিজাতবেদাঃ। তৃতীয়মপ্সু নৃমনা অজস্রমিন্ধান এনং জরতে স্বাধীঃ ॥ ১ ॥ ওঁ বিদ্মা তে অগ্নে ত্রেধা ত্রয়াণি বিদ্মা তে ধাম বিভৃতা পুরুত্রা বিদ্মা তে নাম পরমং গুহা যদ্বিদ্মা তদ্‌যৎ সংস্রৎ আজগন্থ ॥ ২ ॥ ওঁ সমুদ্রে ত্বা নৃমনা অপ্‌স্বন্তর্ন চক্ষা ঈধে দিবো অগ্ন উধন্‌। তৃতীয়ে ত্বা রজসি তস্থিবাং-সমপামুপস্থে মহিষা অবর্দ্ধন্‌ ॥ ৩ ॥ ওঁ অক্রন্দদগ্নিস্তনয়ান্নিব দ্যৌঃ ক্ষমা রেরিহ-দ্বিরুধঃ সমঞ্জন্‌। সদ্যো জজ্ঞানো বিহীদ্ধো ব্যখ্যদারোদসী ভানুনা ভাত্যন্তঃ ॥৪॥ ওঁ শ্রীণা মুদারো ধরুণো রয়ীণাং মনীষাণাং প্রার্পণঃ সোমগোপাঃ। বসুঃ সূনুঃ শংসোহস্য রাজা বিভাত্যগ্র উষসা মিধানঃ ॥ ৫ ॥ ওঁ বিশ্বস্য কেতুর্ভুবনস্য গর্ভ আরোদসী অপৃণাজ্জায়মানঃ। বীল্লঞ্চিদদ্রিমভিনৎ পরায়ন্‌ যদগ্নিমযজন্ত পঞ্চ ॥ ৬ ॥ ওঁ উশিকঃ পাবকোহরতিঃ সুমেধা মর্ত্ত্যেষগ্নিরমৃতো নিধায়ি ইয়র্ত্তি ধূমমরুষং ভবিত্রচ্ছুক্রেন শোচিষা দ্যামিলক্ষন্‌ ॥ ৭ ॥ ওঁ দৃশানো রুক্ম উর্ব্যা ব্যদ্যৌদুর্মর্ষমায়ুঃ শ্রিয়ে রুচানোহগ্নিরমৃতোহভবদ্বয়োভির্য্যদেনং দ্যৌরজনয়ৎ সুরেতাঃ ॥৮॥ ওঁ যস্তে অদ্য কৃণ্বদ্‌ভদ্রশোচেহপূপং দেব ঘৃতবন্তমগ্নে প্রতন্নয় প্রতরং বস্যোহচ্ছাভিস্বন্দং দেবভক্তং যবিষ্ঠ ॥ ৯ ॥ ওঁ আ তং ভজ সৌশ্রবসে স্বগ্ন উকৃথউকৃথ আভজ শস্যমানে প্রিয়ং সূর্য্যে প্রিয়োহগ্না উদ্‌ভবতি জাতেনো-ভিনজ্জনিত্বৈঃ ॥ ১০ ॥ ওঁ ত্বামগ্নে যজমানা অনুদ্যুন্‌ বিশ্বা বসু দধিরে বার্য্যাণি ত্বয়া সহ দ্রবিণ মিচ্ছমানা ব্রজং গোমন্ত মুশিজো বিবব্রুঃ ॥ ১১ ॥ অনন্তর পিতা কুমারের চতুর্দ্দিকে চারিটী ও মধ্যস্থলে একটী এই পাঁচটী ব্রাহ্মণ স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে "ওঁ ইমমনুপ্রাণিত" এই কথা বলিলে পূর্ব্বদিকৃস্থ ব্রাহ্মণ বলি-বেন.—"ওঁ প্রাণ।" দক্ষিণস্থ ব্রাহ্মণ "ওঁ ব্যান।" পশ্চিমস্থ ব্রাহ্মণ "ওঁ অপান"। উত্তরস্থ ব্রাহ্মণ—"ওঁ উদান।" এবং মধ্যস্থিত ব্রাহ্মণ—"ওঁ সমান।" এই বাক্য বলিবেন। যদি ব্রাহ্মণ না পাওয়া যায় তবে পিতাই কুমারের চতুর্দ্দিকে ও মধ্যস্থলে যাইয়া পূর্ব্বোক্ত ঐ বাক্যগুলি বলিবেন।

তদনন্তর যে দেশে কুমার জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিয়া সেই ভূমি অভিমন্ত্রিত করিবেন। যথা—"ওঁ বেদ তে ভূমি হৃদয়ং দিবি চন্দ্রমসি শ্রিতং। বেদাহং তদ্বিদ্যাৎ পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ শতং।"অনন্তর পিতা "ওঁ অশ্মা ভব পরশুর্ভব হিরণ্যমশ্রুতং ভব। আত্মা বৈ পুত্র-নামাসি সংজীব শরদঃ শতং।" এই মন্ত্রে কুমারের নাভিদেশ স্পর্শ করিয়া নিম্নমন্ত্র পাঠ করত কুমারের মাতাকে অভিমন্ত্রিত করিবেন। যথা,—"ওঁ ঈড়াসি মৈত্রাবরুণী বীরো বীরমজীজনয়থাঃ। সা ত্বং বীরবতী ভব যাস্মান্ বীরবতোহকং

করোৎ।” অতঃপর নিম্নমন্ত্রে পত্নীর দক্ষিণ স্তন প্রক্ষালন করিবেন,—“ওঁ ইমং স্তনমূর্জ্জস্বন্তং ধয়াপাং প্রপীনমগ্নে শরীরস্ত মধ্যে উৎসংজুষস্ব শতবারমর্ব্বন্ সমুদ্রিয়ং শদনমাবিশস্ব।” এবং ওঁ যস্তে স্তনঃ শশয়ো যো ময়ো ভূর্য্যোরত্নধাব-স্থবিদ্যঃ সমুদ্রঃ। যেন বিশ্বা পুষ্যসি বার্য্যাণি সরস্বতি তমিহ ধাতবেহকঃ”। এই মন্ত্রে বাম স্তন ধৌত করিয়া কুমারকে অর্পণ করিবেন।

অতঃপর সূতিকাগৃহে কুমারের শিরোদেশে নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিয়া জলপূর্ণ কুম্ভ স্থাপন করিবেন,—“ওঁ আপো দেবেষু জাগ্রথ যথা দেবেষু জাগ্রথ এবমস্যাং সূতিকায়াং সপুত্রিকায়াং জাগ্রথ।”

তদনন্তর সূতিকা উত্থানপর্য্যন্ত সূতিকাগৃহের দ্বারদেশে কুশণ্ডিকা ব্যতি-রেকে অগ্নিস্থাপন করিয়া নিম্ন লিখিত মন্ত্রে তণ্ডুলকণা মিশ্রিত সর্ষপ দ্বারা হোম করিবেন। মন্ত্র যথা,—ওঁ যণ্ডামর্কা উপবীরঃ শৌণ্ডিকেয় উদূখলঃ। মলিম্লুচো দ্রোণা সশ্চ্যবণো নশ্যতাদিতঃ স্বাহা॥ ১॥ ওঁ আলিখন্ননিমিষন্ কিম্বদন্তঃ উপ-শ্রুতিঃ। হর্য্যক্ষঃ কুম্ভীশক্রঃ পাত্রপাণির্নৃমণির্হন্ত্রীমুখঃ সর্ষপাকারণো নশ্যতাদিতঃ স্বাহা॥ ২॥

এই সময়ে দশ রাত্রির মধ্যে যদি শিশু বালগ্রহ দ্বারা আক্রান্ত হয়, তবে পিতা পবিত্র হইয়া আচমন করত পূর্ব্ব বা উত্তর মুখে উপবিষ্ট হইয়া কুমারকে ক্রোড়ে লইয়া জাল অথবা উত্তরীয় বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদনপূর্ব্বক— “ওঁ কুর্কুরঃ সুকুর্কুরঃ কুর্করো বালবন্ধনাশ্চেচ্চেচ্ছুনক সৃজ নমস্তেঽস্ত সীসরো লপেতাপহ্বর তৎ সত্যং। যত্তে দেবা বরমদুঃসতং কুমার মেব বা বৃণীথাঃ চেচ্চেচ্ছুনক সৃজ নমস্তেঽস্ত সীসরোলপেতাপহ্বর তৎ সত্যং। যত্তে সরমা মাতা সীসরঃ পিতা শ্যামসবলৌ ভ্রাতরৌ চেচ্চেচ্ছুনক সৃজ নমস্তেঽস্ত সীসরো লপে-তাপহ্বর”॥ এই মন্ত্র পাঠ করিবেন। পরে দক্ষিণ হস্তদ্বারা কুমারের গাত্র অভিমর্ষণ করিবেন। যথা,—“ওঁ ন নাময়তি ন রুদতি ন হৃষ্যতি ন গ্লায়তি যত্র বয়ং বদামো যত্র চাভিমৃষামসি॥”

নামকরণ।

যথোক্তকালে পিতা নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে শুভসময়ে গৌর্য্যাদি ষোড়শমাতৃকা পূজা, বসুধারা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ নির্ব্বাহ করিয়া ব্রাহ্মণের তৃপ্তি সাধনার্থ তিনটি ভোজ্য নিম্নলিখিত বাক্যে উৎসর্গ করিবেন। যথা,— অদ্যেত্যাদি মদীয়াভিনবজাতকুমারস্য নামকরণকর্ম্মণি কর্ত্তব্যে যথাসম্ভব-বেদগোত্রশাখানামভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যো যথোপকল্পিতং তৃপ্ত্যৌপয়িকমহমুৎসৃজে।”

অনন্তর কুশাসনোপরি পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিয়া ধৌতবস্ত্র পরীধানা কৃতমঙ্গলা পত্নীকে আপনার বামভাগে বসাইয়া তাহার ক্রোড়ে গোরোচনা কুঙ্কুম ভূষিত কুমারকে অর্পণ করিয়া আচারবশতঃ জলপূর্ণঘটে গণপতি, নবগ্রহ ও দিক্‌পাল প্রভৃতির পূজা করিয়া দুইটি ঘৃত প্রদীপ জ্বালিয়া এবং নোড়া দ্বারা প্রস্তরে রেখা অঙ্কিত করত পুনঃ প্রজ্বালিত করিয়া সমুজ্জ্বল রেখা ও সমুজ্জ্বল দীপকে নামরূপে কল্পনা করিয়া কুমারের দক্ষিণকর্ণে—"শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাসি" এই নাম বলিবেন। কন্যা হইলে—"শ্রীঅমুকী দেব্যসি।" এই নাম বামকর্ণে বলিবেন।

অনন্তর শান্তি করিয়া শান্তি জলদ্বারা কুমারকে অভিষেক করিয়া দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন।

অন্নপ্রাশন।

নিবন্ধোক্ত কালে শুভদিনে পিতা নিত্য ক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক গৌর্য্যাদি ষোড়শমাতৃকা পূজা, বসুধারা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সমাপন করিয়া দ্রব্যাসাদন পর্য্যন্ত কুশণ্ডিকা করিয়া ভোজনার্থ মৎস্য, মাংস ও ব্যঞ্জনান্বিত অন্ন আসাদন করত প্রোক্ষণীপাত্রে পবিত্র প্রদানপূর্ব্বক প্রোক্ষণীজল দ্বারা সর্ব্ব দ্রব্য প্রোক্ষিত করিয়া প্রোক্ষণীপাত্র স্ববামে স্থাপন করিবেন।

তৎপরে চরু পাক করিবেন। যথা,—"ওঁ প্রাণায় ত্বা জুষ্টং গৃহ্নামি"বলিয়া একমুষ্টি তণ্ডুল গ্রহণপূর্ব্বক—"ওঁ প্রাণায় ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামি" বলিয়া ঐ চাউল উদূখলে স্থাপন, তদনন্তর মুষলের দ্বারা আঘাত করিয়া শূর্প (কুলা) দ্বারা ঝাড়িয়া,—"ওঁ প্রাণায় ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষয়ামি।" বলিয়া প্রক্ষালন করত চরুস্থালীতে তণ্ডুল ও দুগ্ধ প্রদান করিয়া চরুপাক করিবেন।

অনন্তর আজ্য সংস্কারাদি আঘারাজ্যভাগ হোম পর্য্যন্ত কুশণ্ডিকা করিয়া ব্রহ্মসংলগ্ন কুশ পরিত্যাগ করিবেন। পরে "অগ্নে ত্বং শুচিনামাসি"—এই ক্রমে শুচি নামক অগ্নিস্থাপনপূর্ব্বক আবাহনাদি করিয়া এতৎ পাদ্যং ওঁ শুচিনাম্নে অগ্নয়ে নমঃ,—এই ক্রমে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করত ঘৃত দ্বারা হোম করিবেন। যথা,—"ওঁ দেবীং বাচমজনয়ন্ত দেবাস্তাং বিশ্বরূপাঃ পশবো বদন্তি। সামো মন্দ্রেষু মূর্জ্জং দুহানা ধেনুর্ব্বাগস্মানুপস্থষ্টুতৈস্তু নঃ স্বাহা। [ইদং বাচে]॥ ওঁ বাজো নোহদ্য প্রসুবাতি দানং বাজো দেবান্ ঋতুভিঃ কল্পয়তি। বাজো হি মা সর্ব্ববীরং চকার সর্ব্বাশা বাজ-

পতির্জ্জয়েয়ং স্বাহা। [ইদং বাচে]॥" পুনরপি উক্ত দুইটী মন্ত্রদ্বারা একবার আহুতি দিবেন। পরে চরু গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা "ওঁ প্রাণেনান্নমশীয় স্বাহা। [ইদং প্রাণায়]"। "ওঁ অপানেন গন্ধানশীয় স্বাহা। [ইদং অপানায়"]। "ওঁ চক্ষুষা রূপাণ্যশীয় স্বাহা। [ইদং চক্ষুষে]"। "ওঁ শ্রোত্রেণ যশোঽশীয় স্বাহা। [ইদং শ্রোত্রায়]॥" "ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা। [ইদমগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে]।"

অনন্তর কুশণ্ডিকোক্ত বিধানে ঘৃত দ্বারা মহাব্যাহৃতি হোম ও প্রায়শ্চিত্ত হোম (৫৭ পৃষ্ঠা দেখ) করিয়া "ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা! [ইদং প্রজাপতয়ে"] এইমন্ত্রে প্রাজাপত্য হোম করিয়া ব্রহ্ম দক্ষিণা দিবেন। অনন্তর কৃতমঙ্গল কুমারকে আনয়ন পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রে অন্ন প্রাশন করাইবেন।

অন্ন দুইটী পাত্রে পরিবেশন করিতে হয়,—একটী নাগাদির জন্য ও একটী বালকের জন্য। তৎপর "ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা" এই মন্ত্রে গণ্ডূষ জল পান করিয়া,—"ওঁ প্রাণায় স্বাহা; ওঁ অপানায় স্বাহা; ওঁ সমানায় স্বাহা, ওঁ উদানায় স্বাহা; ওঁ ব্যানায় স্বাহা, বলিয়া মুখে অন্নস্পর্শ করাইয়া মাটীতে ক্ষেপণ করিবেন। পরে কিঞ্চিৎ অন্ন গ্রহণপূর্ব্বক—"ওঁ অন্নপতেঽন্নস্য নো দেহ্যনমীবস্য সুষ্মিণঃ। প্রদাতারন্তারিষঃ ঊর্জ্জন্নো ধেহি দ্বিপদেশ্চতুষ্পদে বিশ্বকর্ম্মণে স্বাহা"—এই মন্ত্রে প্রাশন করাইবেন। অন্নপ্রাশন হইলে "ওঁ ইহস্ত" ইহা ব্রাহ্মণগণ বলিবেন। শূদ্র বিনামন্ত্রে কুমারকে অন্নপ্রাশন করাইবে।

অতঃপর শান্তিকর্ম্ম, দক্ষিণাদান ও অচ্ছিদ্রাবধারণ প্রভৃতি যথানিয়মে করিবেন এবং আচার বশতঃ বালককে স্বুবর্ণ, ধান্য ও মৃত্তিকাদি প্রদান করত মাতৃ অঙ্কে প্রদান করিবেন। দেয় দ্রব্যের মধ্যে যাহা বালক অগ্রে ধরিবে, তাহাই বালকের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় বলিয়া বুঝিতে হইবে।

চূড়াকরণ।

পিতা নিবন্ধোক্ত কালে শুভদিবসে নিত্যকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকা পূজা, বসুধারা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ আদি সম্পাদন করিয়া তিনটী ভোজ্য উৎসর্গ করিবেন। যথা—পূর্ব্ববৎ অর্চ্চনাদি করিয়া "অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ চূড়াকরণকর্ম্মণি কর্ত্তব্যে যথাসম্ভবগোত্রশাখানামভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যো যথোপকল্পিতং ভক্ষ্যোপায়িক মন্নমহ মুৎসৃজে।" তদনন্তর যথাশক্তি তাম্বূলাদি দক্ষিণা দিবেন।

অনন্তর আচমনাদি করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে উপবিষ্ট হইয়া কুশণ্ডিকার্থ দ্রব্যা-

সাদন করিবেন। যথা,—উষ্ণজল, শীতল জল, নবনীত পিণ্ড, তিনটী শ্বেত সেজারুর কাঁটা, তিনটী কুশপত্র দ্বারা এক একটি নির্ম্মাণ করিয়া উহার নয়টী, তাম্রক্ষুর, নূতন সরায় করিয়া বৃষগোময় এই সমুদয় দ্রব্য স্থাপন করিবে। তৎপরে মাতা কুমারকে নূতন বস্ত্রদ্বয় পরিধান করাইয়া ক্রোড়ে লইয়া অগ্নির উত্তরে উপবেশন করিবেন। পরে পিতা "অগ্নে ত্বং সত্যনামাসি" এই বলিয়া অগ্নির নামকরণ করিয়া "এতৎপাদ্যং ওঁ সত্যনাম্নে অগ্নয়ে নমঃ" এই ক্রমে পূজা করিয়া ব্রহ্মদক্ষিণান্ত কুশণ্ডিকা (৫৫ পৃঃ দেখ) করিবেন।

অতঃপর নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিয়া শীতলজলের সহিত উষ্ণজল মিশ্রিত করিবেন। "ওঁ উষ্ণেন বায় উদকেনেহ্যদিতে কেশান্ বপ।" পরে ঐ জলের মধ্যে পূর্ব্বাসাদিত নবনীত পিণ্ড ফেলিয়া ঐ জল দ্বারা নিম্নমন্ত্র পাঠ করিয়া দক্ষিণ শিরঃপার্শ্ব আর্দ্র করাইবেন, মন্ত্র যথা,—"ওঁ সবিত্রা প্রসূতা দৈব্যা আপ উন্দন্তু তে তনূং দীর্ঘায়ুষ্টায় বর্চ্চসে।" অনন্তর তিনটী সেজারু কাঁটা দ্বারা কেশ আচড়াইয়া পূর্ব্বসংগৃহীত তিনটী কুশপত্র নিম্নমন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক কেশে সংযোজিত করিবেন। মন্ত্র যথা,—"ওঁ ওষধে ত্রায়স্ব স্বধিতে মৈনং হিংসীঃ।" অতঃপর "ওঁ শিবো নামাসি স্বধিতে স্তে পিতা নমস্তেহস্তু মা মাহিংসীঃ" এই মন্ত্রে তাম্রক্ষুর গ্রহণ করিয়া—"ওঁ নিবর্ত্তয়ামায়ুষেহন্নাদ্যায় প্রজননায় রায়স্পোষায় সুপ্রজাস্তায় সুবীর্য্যায়।" বলিয়া কুশযুক্তকেশে সংস্থাপিত করিবেন। তৎপরে লৌহক্ষুর দ্বারা নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া সকুশ কেশ কর্ত্তন করিয়া কুশসহ ঐ কেশ কুমারের উত্তরদিকে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক ধৃত পূর্ব্বস্থাপিত বৃষ-গোময়োপরি স্থাপন করিবেন। মন্ত্র যথা,—"ওঁ যেনাবপৎ সবিতা ক্ষুরেণ সোমস্য রাজ্ঞো বরুণস্য বিদ্বান্। তেন তে বপামি ব্রহ্মণো বপতীদমস্যায়ুষ্যং জরদষ্টির্যথা সৎ।"

উক্ত বিধানক্রমে মস্তকের কেশ জলদ্বারা প্রক্ষণ, কুশ সংযোজন ও তিনবার ছেদন করিয়া সরাবস্থ গোময়-পিণ্ডে রাখিবে।

মস্তকের পশ্চিমদিকস্থ সকুশ কেশগুচ্ছ "ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষম্। ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং, ওঁ তত্তেহস্তু ত্র্যায়ুষং।' বলিয়া ছেদন করিবেন। মস্তকের উত্তরদিকস্থ সকুশ কেশগুচ্ছ নিম্নমন্ত্রে ছেদন করিবেন। যথা,—"ওঁ যেন ভূরিশ্চরা দিবং জ্যোক্ চ পশ্চাধিমূর্য্যং। তেন তে বপামি ব্রাহ্মণা জীবাতবে জীবনায় সুশ্লোক্যায় স্বস্তয়ে।" সর্ব্বত্রই অমন্ত্রক দুইবার ছেদন করিতে হইবে।

অনন্তর লৌহক্ষুর দক্ষিণাবর্ত্তক্রমে মস্তকের উপরে একবার মন্ত্রপাঠ করিয়া এবং

দুইবার অমন্ত্রক ভ্রমণ করাইবেন। মন্ত্র যথা,—"ওঁ যৎ ক্ষুরেণ মজ্জয়তা সুপেবসা বপ্তা বা বপতি কেশাংশ্ছিন্দি শিরো মাস্যায়ুঃ প্রমোষীঃ।" এবং কেশান্তে সম্মুখে ভ্রমণ করাইবার সময় উক্ত মন্ত্রস্থ "শিরো মায়ুঃ" স্থলে "শিরোমুখমাস্যায়ুঃ" এইরূপ পাঠ করিবেন। ইহাই বিশেষ। পরে জলদ্বারা সমস্ত মস্তক মার্জ্জন করিয়া "ওঁ অক্ষুণ্ণং পরিবপং।" বলিয়া নাপিতের হস্তে ক্ষুর প্রদান করিবেন।

তৎপরে নাপিত মস্তক মুণ্ডন ও কর্ণবেধ করাইয়া দিবে। ঐ কেশাদি সমস্তই বৃষ-গোময়-গর্ভ শরাবে সংস্থাপন করিয়া মঙ্গলাচার সহকারে গোষ্ঠে, সরোবরে কিম্বা পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিবে। তদনন্তর কুমারকে পুনরায় স্নান করাইয়া দিব্যবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক অগ্নির পশ্চিমদিকে উপবেশন করাইয়া শান্তিকর্ম্ম, অভিষেক, আশীর্ব্বাদ ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন। আচার্য্য-দক্ষিণার্থ গোদান করিবে এবং এক বৎসর পর্য্যন্ত কেশ মুণ্ডন করিবে না।

উপনয়ন।

অষ্টমবর্ষে অথবা গর্ভাষ্টমে ব্রাহ্মণকে উপনয়ন দিবে। অথবা কুলাচারানুগত বৎসরে উপনয়ন দিবে। পিতা শুভদিনে নিত্যক্রিয়াদি সমাপনপূর্ব্বক গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকা পূজা, বসুধারা, ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সমাপন করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে উপবেশন করত কুশণ্ডিকোক্ত বিধানে অগ্নিস্থাপন করিবেন। পরে কুমারকে স্নানান্তে মাল্যাদিদ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া অগ্নির পশ্চিমে গুরু সকাশে উপবেশন করাইবেন। পরে গুরু মাণবককে বলিতে বলিবেন,—"ওঁ ব্রহ্মচর্য্যমাগামি। মাণবক বলিবে,—ওঁ ব্রহ্মচর্য্যমাগামি।" পুনরায় আচার্য্য বলিতে বলিবেন,— "ওঁ ব্রহ্মচার্য্যসানি।" মাণবক বলিবে—"ওঁ ব্রহ্মচার্য্যসানি"।

তৎপরে গুরু পট্টবস্ত্র বা শুক্ল নববস্ত্র নিম্ন মন্ত্র পাঠ সহকারে কুমারকে পরিধান করাইবেন। যথা—"ওঁ যেনেন্দ্রায় বৃহস্পতির্ব্বাসঃ পর্য্যদধাদমৃতম্। তেন ত্বা পরিদধাম্যায়ুষে দীর্ঘায়ুষ্টায় বলায় বর্চ্চসে।"

পরে প্রবরসংখ্যায় ত্রিবেষ্টন-গ্রন্থিযুক্ত ত্রিগুণীকৃত মৌঞ্জাদি মেখলা লইয়া— "ওঁ ইয়ং দুরুক্তাৎ পরিবাধমানা বর্ণং পবিত্রং পুনতী ন আগাৎ। প্রাণাপানাভ্যাং বলমাদধানা স্বসা দেবী সুভগা মেখলেয়ম্।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মাণবককে প্রদান করিবেন। তৎপরে একটি ত্রিদণ্ডী যজ্ঞ সূত্র লইয়া "ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং বৃহস্পতির্যৎ সহজং পুরস্তাৎ। আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ।" এই বলিয়া মাণবকের গলে যজ্ঞোপবীত দান করিয়া অমন্ত্রক কৃষ্ণসারচর্ম্মযুক্ত যজ্ঞোপবীত দিবেন। পরে মাণবক

নিম্নমন্ত্রে পলাশাদি দণ্ড গ্রহণ করিবে। "ওঁ যো মে দণ্ডঃ পরাপতদ্বৈহায়সোঽধি-ভূম্যাং তমহং পুনরাদদাম্যায়ুষে ব্রহ্মণে ব্রহ্মবর্চ্চসায় ॥"

অতঃপর আচার্য্য ও মাণবক উভয়ে জলাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া "ওঁ আপো-হিষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন উর্জ্জে দধাতন মহেরণায় চক্ষসে॥ ওঁ যোবঃ শিবতমোরসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ॥ ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম যো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপোজনয়থা চ নঃ।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া জলাঞ্জলি ত্যাগ করত আচার্য্য নিম্ন মন্ত্র পাঠ করাইয়া কুমারকে সূর্য্য দর্শন করাইবেন। যথা,—"ওঁ তচ্চক্ষুর্দ্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরৎ। পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং। শৃণুবাম শরদঃ শতং প্রব্রবাম শরদঃ শতমদীনাঃ স্যাম শরদঃ শতং ভূয়শ্চ শরদঃ শতং।" পরে মাণবকের দক্ষিণ স্কন্ধোপরি-সংলগ্ন হস্ত দ্বারা মাণব-কের হৃদয়দেশ স্পর্শপূর্ব্বক পাঠ করিবেন,—"ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি মম চিত্তমনুচিত্তন্তেঽস্তু মম বাচমেকমনা জুষস্ব বৃহস্পতিস্ত্বা নিযুনক্তু মহ্যম্।"

দক্ষিণ হস্ত দ্বারা মাণবককে স্পর্শ করিয়া আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিবেন— "ওঁ কো নামাসি?" মাণবক বলিবে, "শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাহং ভোঃ," আচার্য্য পুনরপি "ওঁ কস্য ব্রহ্মচার্য্যসি।" ইহা বলিলে মাণবক বলিবে,— "ওঁ ভবতঃ।" পরে গুরু পাঠ করিবেন,—"ওঁ ইন্দ্রস্য ব্রহ্মচার্য্যস্যগ্নিরাচার্য্যস্ত-বাহমাচার্য্যস্তব। শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মন্।" এবং মাণবককে ভূতগণের উদ্দেশে দান করিয়া আচার্য্য পাঠ করিবেন,—"ওঁ প্রজাপতয়ে ত্বাং পরিদদামি দেবায় ত্বা সবিত্রে পরিদদামি। অদ্ভ্যস্ত্বৌষধিভ্যস্তু পরিদদামি। দ্যাবা পৃথিবীভ্যাং ত্বা পরিদদামি। বিশ্বেভ্য স্ত্বা ভূতেভ্যঃ পরিদদাম্যরিষ্ট্যৈ। সর্ব্বেভ্য স্ত্বা ভূতেভ্যঃ পরিদদাম্যরিষ্ট্যৈ॥"

অতঃপর মাণবক অগ্নি প্রদক্ষিণ করত আচার্য্যের উত্তরদিকে উপবিষ্ট হইলে, গুরু যথাশক্তি ব্রহ্মবরণ করিবেন (২য় কাণ্ড দেখ)। তৎপরে অগ্নির দক্ষিণদেশে প্রাগগ্রকুশসহিত ব্রহ্মাসন আস্তৃত করিয়া—"ব্রহ্মন্নিহোপবিশ্যতাম্"। বলিয়া ব্রহ্মাকে উপবেশন করাইয়া অগ্নির উত্তরে প্রণীতাপ্রণয়ন করত একবার অচ্ছিন্ন কুশ দ্বারা ঈশান কোণ হইতে দক্ষিণাবর্ত্তক্রমে অগ্নির পরিস্তরণ করত অগ্নির উত্তরে প্রয়োজন দ্রব্য দক্ষিণাদি ক্রমে স্থাপন করিবেন। যথা, —পবিত্রচ্ছেদনার্থ কুশপত্রত্রয়, পবিত্রদ্বয়, প্রোক্ষণীপাত্র, আজ্যস্থালী, সম্মার্জ্জন কুশ ছয়গাছি, উপযমন কুশ ত্রয়োদশ, সমিত্রয়, স্রুব, ঘৃত, ব্রহ্মদক্ষিণার্থ পূর্ণপাত্র ও অপর তিনটী সমিধ।

অনন্তর পবিত্রচ্ছেদনপূর্ব্বক প্রোক্ষণীপাত্রে স্থাপন, তদুপরি প্রণীতা-জল প্রদান, বামহস্ততলে প্রোক্ষণীপাত্র স্থাপন করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা প্রোক্ষণীপাত্রস্থ জল গ্রহণ করত কতিপয় প্রোক্ষণী-জলদ্বারা প্রোক্ষণী জল ও অন্যান্য পাত্রসমূহ প্রোক্ষণ, এই সমুদয় করিয়া প্রণীতার দক্ষিণে প্রোক্ষণী-পাত্র স্থাপন করিবেন। তদনন্তর নিজ সম্মুখে আজ্যস্থালী আনয়ন করত তন্মধ্যে ঘৃত রাখিয়া তাহা প্রতপ্ত করিয়া পর্য্যগ্নিকরণার্থ প্রজ্ব-লিত অগ্নি লইয়া আজ্যস্থালী তিনবার বেষ্টন করত অগ্নি সেই অগ্নি মধ্যেই ক্ষেপণ করিবেন। তৎপরে পূর্ব্বাসাদিত স্রুব্ প্রতাপিত করিয়া সম্মার্জ্জনকুশ দ্বারা মূল হইতে অগ্র এবং পুনরায় অগ্র হইতে মূল পর্য্যন্ত মার্জ্জন ও পুনঃ প্রতপ্ত করিয়া প্রোক্ষণীর উত্তরে স্থাপন করিবেন। পরে নিজের সম্মুখে আজ্যস্থালী অবতরণ করিয়া প্রোক্ষণী-পাত্রস্থ পবিত্র গ্রহণ করত কিঞ্চিৎ উত্তোলন-রূপ উৎপবন করিয়া আজ্য দর্শন করিবেন। তৎপরে বামহস্ত দ্বারা প্রোক্ষণী-জল ও উপযমনকুশ লইয়া উত্থান-পূর্ব্বক পূর্ব্বাসাদিত সমিধ্ তিনটি অগ্নিতে ক্ষেপণ করত উপবেশন করিয়া প্রোক্ষণী-পাত্রস্থ পবিত্রসহ জল গ্রহণ করিবেন এবং সেই জল দ্বারা ঈশানকোণ হইতে দক্ষিণাবর্ত্তক্রমে অগ্নি পর্য্যুক্ষণ করিবেন। তৎপরে প্রণীতাপাত্রে পবিত্র স্থাপন করিয়া সংশ্রবার্থ প্রোক্ষণী-পাত্র অগ্নির উত্তরে স্থাপন করিবেন।

অনন্তর অন্বারম্ভ-পূর্ব্বক (ব্রহ্মার সহিত কুশদ্বারা সংস্পর্শ) স্রুব্ গ্রহণ করত ঘৃত দ্বারা আঘার-আজ্যভাগ হোম করিবেন। যথা—"ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা।—ইদং প্রজাপতয়ে॥ ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা—ইদমিন্দ্রায়॥ ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা—ইদ-মগ্নয়ে॥ ওঁ সোমায় স্বাহা।—ইদং সোমায়॥" প্রত্যাহুতির অন্তে স্রুব লগ্ন ঘৃত প্রোক্ষণী-পাত্রে রাখিবেন। তদনন্তর অন্বারম্ভ ত্যাগ করিয়া সমুদ্ভব নামক অগ্নির আবাহনপূর্ব্বক অর্চ্চনা করত মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন,—"ওঁ ভূঃ স্বাহা।—ইদং ভূঃ॥ ওঁ ভুবঃ স্বাহা।—ইদং ভুবঃ॥ ওঁ স্বঃ স্বাহা।—ইদং সূর্য্যায়॥

অতঃপর "অগ্নে ত্বং বিধুনামাসি" এই বলিয়া অগ্নির নাম করণ করত "বিধুনামাগ্নে ইহাগচ্ছাগচ্ছ"—এইক্রমে আবাহন করিয়া "এতৎ পাদ্যং ওঁ বিধুনাম্নে অগ্নয়ে নমঃ"—বলিয়া পূজা করিয়া সঙ্কল্প করত "ওঁ ত্বন্নো-হগ্নে" ইত্যাদি মন্ত্রে (৫৭ পৃঃ দেখ) প্রায়শ্চিত্ত হোম করিবেন।

তৎপরে "ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা।—ইদং প্রজাপতয়ে॥" বলিয়া প্রাজাপত্য

হোম করিয়া স্বিষ্টিকৃদ্ধোম করিবেন।—"ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা।—ইদমগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে॥"

তদনন্তর সংস্রব-প্রাশন করত আচমনান্তে ব্রহ্মদক্ষিণাদান করিয়া, আচার্য্য মাণবককে বলিবেন,—"ওঁ ব্রহ্মচার্য্যসি ?"—মাণবক বলিবে,—"ওঁ ব্রহ্মচার্য্যস্মি।" পুনরপি আচার্য্য বলিবেন,—"ওঁ আপোশানং কর্ম্ম কুরু।" পরে মাণবক—"ওঁ আপোশানি।" বলিলে আচার্য্য বলিবেন,—"ওঁ কর্ম্ম কুরু।" মাণবক বলিবে—'ওঁ করবাণি।' আচার্য্য—'ওঁ মা দিবা স্বাপ্সীঃ।' মাণবক—"ওঁ ন স্বপামি।" পুনরপি আচার্য্য,—'ওঁ বাচং যচ্ছ।' মাণবক—"ওঁ যচ্ছামি।" আচার্য্য—"ওঁ সমিধমাধেহি।" মাণবক "ওঁ আদধামি।" এইরূপে আচার্য্য প্রশ্ন করিলে মাণবক উত্তর করিবে। অতঃপর আচার্য্য বহ্নির উত্তরে পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিলে, মাণবক পশ্চিমমুখে বসিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গুরুর দক্ষিণ চরণ এবং বামহস্ত দ্বারা বাম চরণ ধারণ করিলে আচার্য্য নিয়মক্রমানুসারে গায়ত্রী প্রদান করিবেন।—

প্রথমবার পাদাবচ্ছেদক্রমে পাঠ করাইবেন। প্রথমপাদ যথা।—"তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং" দ্বিতীয় পাদ,—"ভর্গোদেবস্য ধীমহি।" তৃতীয় পাদ;—"ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।"

অনন্তর পাদার্দ্ধক্রমে পাঠ করাইবেন, যথা।—"তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি" প্রথম পাদার্দ্ধ। "ধিয়ে যো নঃ প্রচোদয়াৎ" ইতি পরার্দ্ধ।

অনন্তর সমস্ত গায়ত্রী তিনবার পাঠ করাইয়া ওঙ্কারাদি প্রণবান্ত ব্যাহৃতি সহিত সমস্ত গায়ত্রী একবার পাঠ করাইবেন। যথা,—"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়োনঃ প্রচোদয়াৎ ওম্।"

পরে মাণবক নিম্নমন্ত্রে সমিধাধান করিবে,—প্রথমতঃ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা অগ্নিসমূহন করিবে।—"ওঁ অগ্নে সুশ্রবঃ সুশ্রবসং মা কুরু যথা ত্বমগ্নে সুশ্রবঃ সুশ্রবা অসি। এবমগ্নে সুশ্রবঃ সৌশ্রবসং মাকুরু যথা ত্ব মগ্নে দেবানাং যজ্ঞস্য নিধিপা অসি। এবমহং মনুষ্যাণাং দেবস্য নিধিপো ভূয়াসম্॥"

অতঃপর আচার্য্য জলদ্বারা ঈশানকোন হইতে দক্ষিণাবর্ত্তক্রমে অগ্নি পর্য্যুক্ষণ করিবেন। পরে মাণবক উঠিয়া "ওঁ অগ্নে সমিধমাহার্ষং বৃহতে জাতবেদসে যথা ত্বমগ্নে সমিধা সমিধ্যস এবমহমায়ুষা মেধয়া বর্চ্চসা প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেন সমিন্ধে জীব পুত্রো মমাচার্য্যো মেধাব্যহমসান্যনিরাকরিষ্ণুরায়ুষ্মান্ যশস্বী তেজস্বী ব্রহ্মবর্চ্চস্যন্নাদো ভূয়াসমগ্নয়ে স্বাহা।—ইদমগ্নয়ে"। * এই মন্ত্রে অগ্নিতে

একটি ঘৃতাক্ত সমিধ্ দান করিবে,—তৎপরে উক্ত পরিসমূহনাদি ক্রমে অপর সমিধ্দ্বয় আহুতি দিয়া হস্তদ্বয় অগ্নিতে প্রতপ্ত করিয়া সেই হস্তদ্বয় দ্বারা মাণবক নিজমুখ মার্জ্জন করিবে। পুনরায় হস্তদ্বয় প্রতপ্ত করিয়া "ওঁ তনূপা অগ্নেঽসি তনুং মে পাহ্যায়ুর্দ্দা অসি অগ্নে আয়ুর্ম্মে দেহি বর্চ্চোদা অগ্নেঽসি বর্চ্চো মে দেহি অগ্নে যন্মে তন্বা উনং তন্ম আপৃণ। ওঁ মেধাং মে দেবঃ সবিতা আদধাতু মেধাং দেবী সরস্বতী মেধাং মে অশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ।" এই মন্ত্র পাঠ করত সর্ব্বাঙ্গ মার্জ্জন করিবে, পুনরায় পূর্ব্ববৎ উভয়হস্ত প্রতপ্ত করিয়া সর্ব্বাঙ্গ মার্জ্জন করিবে। যথা,—"ওঁ অঙ্গানি চ মে আপ্যায়ন্তাম্" সর্ব্বাঙ্গ। "ওঁ বাক্ চ আপ্যায়তাম্" মুখ। "ওঁ নাসিকা চ আপ্যায়তাম্, "ওঁ প্রাণাশ্চ আপ্যায়ন্তাম্"। উভয় নাসিকা। "ওঁ চক্ষুশ্চ মে আপ্যায়তাম্" উভয় চক্ষু। "ওঁ শ্রোত্রঞ্চ আপ্যায়তাম্"। উভয় কর্ণ। "ওঁ যশো বলঞ্চ আপ্যায়তাম্।" বলিয়া সর্ব্বাঙ্গ।

অনন্তর অনামিকা অঙ্গুলীযোগে ভস্মদ্বারা ললাটাদিতে তিলক করিবে। যথা,—ললাটে "ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষম্।" গ্রীবায় "ওঁ যমদগ্নেস্ত্র্যায়ুষম্।" দক্ষিণাংশে "ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষম্।" হৃদয়ে "ওঁ তন্মেঽস্তু ত্র্যায়ুষম্।"

অতঃপর মাণবক প্রথমে মাতার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিবে। "ওঁ ভবতি ভিক্ষাং দেহি।" পরে এইরূপে ভগিনী ও মাতৃস্বসার নিকট যাচ্ঞা করিয়া পিতার নিকট—"ওঁ ভবন্ ভিক্ষাং দেহি।" বলিয়া প্রার্থনা করিবে।

ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যাদি আচার্য্যকে নিবেদন করিতে হয়।

আচার্য্য মাণবককে শান্তি করিয়া অভিষেক, আশীর্ব্বাদ ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবেন।

ব্রহ্মচারী মৌনী অসক্ত পক্ষে নিয়তবাক্ হইয়া দিনশেষ অতিবাহিত করত সন্ধ্যোপাসনা করিয়া পূর্ব্ববৎ সমিধাধানপূর্ব্বক অক্ষারলবণ ভোজন করিবে।

বেদারম্ভ।

কৃতনিত্যক্রিয় ব্রহ্মচারী শুভদিনে বিবাহ-পদ্ধত্যুক্ত ক্রমে গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকাপূজা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করত গুরু-সমীপে গমন করিবে *। গুরু প্রাঙ্গণে বা ছায়া-মণ্ডপে আত্মবামে ব্রহ্মচারীকে উপবেশন করাইয়া অগ্নি স্থাপন করত

* বর্ত্তমান রীতি অনুসারে উপনয়ন হইতে সমাবর্ত্তন পর্য্যন্ত কার্য্য একদিনেই নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। সুতরাং স্বতন্ত্র বৃদ্ধি শ্রাদ্ধাদি আর করিতে হয় না।

আঘারাজ্যভাগ হোম করিয়া পরে সমুদ্ভব নামা অগ্নি স্থাপনপূর্ব্বক বেদাহুতি হোম করিবেন, তাহার ক্রম এইরূপ।—

"অগ্নে ত্বং সমুদ্ভবনামাসি" এই বলিয়া অগ্নির নাম করণ করিয়া, "সমুদ্ভবনামাগ্নে ইহাগচ্ছাগচ্ছ"—বলিয়া আবাহন করিয়া "এতৎ পাদ্যং ওঁ সমুদ্ভবনাম্নে অগ্নয়ে নমঃ" এই ক্রমে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া বেদাহুতি হোম করিবেন। যথা,—"ওঁ পৃথিব্যৈ স্বাহা।—ইদং পৃথিব্যৈ॥ ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা।—ইদমগ্নয়ে॥ (ইতি ঋগ্বেদে)। ওঁ অন্তরীক্ষায় স্বাহা।—ইদমন্তরীক্ষায়॥ "ওঁ বায়বে স্বাহা।—ইদং বায়বে॥ (ইতি যজুর্ব্বেদে)। ওঁ দিবে স্বাহা।—ইদং দিবে॥ ওঁ সূর্য্যায় স্বাহা।—ইদং সূর্য্যায়॥" (ইতি সামবেদে)। "ওঁ দিগ্‌ভ্যঃ স্বাহা।—ইদং দিগ্‌ভ্যঃ॥ ওঁ চন্দ্রমসে স্বাহা। ইদং চন্দ্রমসে।" (ইতি অথর্ব্ববেদে)। সর্ব্ববেদ-সাধারণ আহুতি—"ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা।—ইদং ব্রহ্মণে॥ ওঁ ছন্দোভ্যঃ স্বাহা।—ইদং ছন্দোভ্যঃ॥ ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা।—ইদং প্রজাপতয়ে॥ ওঁ দেবেভ্যঃ স্বাহা।— ইদং দেবেভ্যঃ॥ ওঁ ঋষিভ্যঃ স্বাহা।—ইদং ঋষিভ্যঃ॥ ওঁ শ্রদ্ধায়ৈ স্বাহা।—ইদং শ্রদ্ধায়ৈ॥ ওঁ মেধায়ৈ স্বাহা।—ইদং মেধায়ৈ॥ ওঁ সদসস্পতয়ে স্বাহা। —ইদং সদসস্পতয়ে॥ ওঁ অনুমতয়ে স্বাহা—ইদং অনুমতয়ে"॥ এই বলিয়া আহুতি ও প্রত্যাহুতি দিবেন।

তদনন্তর অন্বারম্ভপূর্ব্বক মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন—"ওঁ ভূঃ স্বাহা। ইদং ভূঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা।—ইদং ভুবঃ॥ ওঁ স্বঃ স্বাহা।—ইদং স্বঃ॥"

অতঃপর উপনয়নকর্ম্মোক্ত ক্রমে প্রায়শ্চিত্ত হোম ও প্রাজাপত্য হোম করিবেন। পরে ব্রহ্মদক্ষিণা দান করত আচার্য্য পূর্ব্বমুখে উপবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মচারীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিবেন। ব্রহ্মচারী পশ্চিমমুখে বসিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আচার্য্যের দক্ষিণ চরণ এবং বাম হস্তদ্বারা বাম চরণ ধারণপূর্ব্বক আচার্য্যের মুখের প্রতি দৃষ্টি করিবে। পরে আচার্য্য গায়ত্রী পাঠ ক্রমে বেদ অধ্যাপনা করাইবেন। যথা—"ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্। হোতারং রত্নধাতমম্॥ ওঁ ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বা বায়বঃ স্থঃ দেবোবঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে॥ ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে নিহোতা সৎসি বর্হিষি॥ ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে আপো ভবন্তু পীতয়ে শংযোরভিস্রবন্তু নঃ"॥

তদনন্তর শান্তি, আশীর্ব্বাদ, দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবেন॥

সমাবর্ত্তন।

ব্রহ্মচারী নিবন্ধোক্ত কালে আচার্য্যকে পারিতোষিক প্রদান করিয়া বলিবে,—"গুরো স্নাস্যামি।" আচার্য্য বলিলেন.—"স্নাহি"। তৎপরে বিবাহ-পদ্ধতির নিয়মানুসারে গৌর্য্যাদি ষোড়শমাতৃকা পূজা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া, ব্রহ্মচারী ছায়ামণ্ডপে সমাসীন আচার্য্য সমীপে যাইয়া তাঁহার উত্তরদিকে উপবেশন করিলে আচার্য্য পূর্ব্ববৎ তেজো নামক অগ্নি স্থাপন করিয়া হোম করিবেন। তদর্থে দ্রব্যাসাদন যথা,—পূর্ব্বাগ্র কুশোপরি পশ্চিমাদিক্রমে জলপূর্ণ আম্রপল্লবমুখ সকুশ আটটী কলসী, দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত উড়ুম্বর কাষ্ঠনির্ম্মিত দন্ত-কাষ্ঠ, পিষ্টতিলপিণ্ড, অনুলেপনার্থ সুগন্ধি দ্রব্য, পরিধান ও উত্তরীয়ার্থ নূতন বস্ত্রদ্বয়, উষ্ণীষার্থ নববস্ত্র, যজ্ঞোপবীত, পুষ্প, স্বর্ণ-কুণ্ডলদ্বয়, অঞ্জন, দর্পণ, ছত্র, পাদুকাযুগল ও বৈণবদণ্ড প্রভৃতি। অনন্তর পূর্ব্ববৎ অন্বারম্ভপূর্ব্বিক স্রুবদ্বারা আঘারাজ্যভাগ হোম করিয়া বেদাহুতি হোম করত সর্ব্ববেদ সাধারণ আহুতি দিবেন। (৮৩ পৃঃ বেদারম্ভ দেখুন)। তৎপরে অন্বারম্ভপূর্ব্বক মহাব্যাহৃতি হোম করিবে। মহাব্যাহৃতি হোম যথা,—"ওঁ ভূঃ স্বাহা।—ইদং ভূঃ॥ ওঁ ভুবঃ স্বাহা।—ইদং ভুবঃ॥ ওঁ স্বঃ স্বাহা।—ইদং স্ব."॥

অতঃপর অগ্নির "বিধু" এই নামকরণ করিয়া উপনয়ন পদ্ধতি ক্রমে "ওঁ ত্বন্নোঽগ্নে" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রায়শ্চিত্ত হোম, প্রাজাপত্য হোম, স্বিষ্টকৃদ্ধোম-প্রভৃতি সম্পাদনপূর্ব্বক সংস্রবপ্রাশন ও আচমন করত ব্রহ্মদক্ষিণা দিবেন।

তদনন্তর "ওঁ পৃথিবী ত্বং শীতলা ভব।" এই মন্ত্রে অগ্নির ঈশান কোণে দুগ্ধাদি প্রদান করিবেন। পরে "ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষম্"—ইত্যাদি মন্ত্রে তিলকদান করিবেন।

মাণবক গুরুর পাদোপসংগ্রহণ করিয়া সায়ং প্রাতঃ উভয় কালে সমিধা-ধান-বিধানে সমিধাধান করিবে। পরে অগ্নির উত্তরে পূর্ব্বাগ্র কুশোপরি পশ্চিমাদি হইতে পঙ্‌ক্তিক্রমে পূর্ব্বস্থাপিত জলপূর্ণ কলসসমূহের পশ্চিমাদি ক্রমে একটী কলস হইতে এক অঞ্জলি জল লইয়া আত্মাকে অভিষেক করিবেন। যথা,—"ওঁ যেঽপ্স্বন্তরগ্নয়ঃ প্রবিষ্টা গোহ্য উপগোহ্য ময়ূখো মনোহাঃ খলো বিরুজস্তনূদূষিরিন্দ্রিয়হা তান্ বিজহামি যো রোচনস্তমিহ গৃহ্ণামি।"—এই মন্ত্রপাঠ করিয়া পশ্চিম কলসী হইতে এক অঞ্জলি জল লইয়া—"ওঁ তেন মামভিষিঞ্চামি শ্রিয়ৈ যশসে ব্রহ্মণে ব্রহ্মবর্চ্চসায়।

যেন শ্রিয়মকৃণুতাং যেনাবমৃষতাং সুরাম্। যেনাক্ষাবভ্যসিঞ্চতাং তদশ্বিনা যশঃ।" এই মন্ত্রে অভিষেক করিবে। পরে পূর্ব্বস্থাপিত দ্বিতীয় কলস হইতে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে জল লইয়া,—"ওঁ আপো হিষ্ঠা"—ইত্যাদি মন্ত্রে অভিষেক করিবে। পরে তৃতীয় কলস হইতে ঐ মন্ত্রে লইয়া—"ওঁ যো বঃ শিবতমো রসঃ"—ইত্যাদি মন্ত্রে অভিষেক করিবে। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে চতুর্থ কলস হইতে জল লইয়া "ওঁ তস্মা অরঙ্গ"—ইত্যাদি মন্ত্রে অভিষেক করিবে। পরে উক্ত মন্ত্রেই পঞ্চমাদি অবশিষ্ট কলস হইতে জল লইয়া তুষ্ণীম্ভাবে অভিষেক করিবে।

তৎপরে বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিয়া মস্তকের উপর দিয়া মেখলা উন্মোচন করিবেন। যথা,—"ওঁ উদুত্তমং বরুণপাশমস্মদবাধমং বিমধ্যমং শ্রথায়। অথ বয়মাদিত্যব্রতে তবানাগসোহদিতয়ে স্যাম।" অতঃপর মেখলা ভূমিতে নিক্ষেপপূর্ব্বক তুষ্ণীম্ভাবে নূতন শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করত "ওঁ উদ্যন্ ভ্রাজ-ভৃষ্ণুরিন্দ্রো মরুদ্ভিরস্থাৎ দিবা যাবভিরস্থাৎ শতসনিরসি শতসনিং মা কুর্ব্বা বিদন্মাগময়। ওঁ উদ্যন্ ভ্রাজভৃষ্ণুরিন্দ্রো মরুদ্ভিরস্থাৎ সায়ং যাবভিরস্থাৎ সহস্রসনিরসি সহস্রসনিং মা কুর্ব্বা বিদন্মাগময়॥" এই মন্ত্রে আদিত্যোপস্থান করিবে।

অনন্তর দধি ও তিল কেশে মাখাইয়া কেশ নখাদি কর্ত্তনপূর্ব্বক পূর্ব্বাসাদিত দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন করিবে। মন্ত্রযথা—"ওঁঅন্নাদ্যায় ব্যূহধ্বং সোমো রাজা সমাগমৎ। স মে মুখং প্রমার্ক্ষ্যতে যশসা চ ভগেন চ।" তৎপরে আচমন করিয়া সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা হস্তদ্বয় লেপন করত নাসিকা ও মুখে লেপন করিবে। মন্ত্র যথা,—"ওঁ প্রাণাপানৌ মে তর্পয় চক্ষুর্ম্মে তর্পয় শ্রোত্রং মে তর্পয়।" তৎপরে সুগন্ধিলিপ্ত হস্তদ্বয়ে লাজাঞ্জলি গ্রহণপূর্ব্বক "ওঁ পিতরঃ শুন্ধধ্বম্।" বলিয়া পিতৃ-তীর্থ দ্বারা দক্ষিণ দিকে দিবে। তদনন্তর সর্ব্ব গাত্রে সুগন্ধি অনুলেপন-পূর্ব্বক মন্ত্র জপ করিবে। যথা,—"ওঁ সুচক্ষা অহমক্ষিভ্যাং ভূয়াসম্। ওঁ সুবর্চ্চা মুখেন ভূয়াসম্। ওঁ সুশ্রুৎঃ কর্ণাভ্যাং ভূয়াসম্॥" নূতন বস্ত্র বা রজকধৌত বস্ত্র বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে পরিধান করিবে.—"ওঁ পরিধাস্যে যশোধাস্যে দীর্ঘায়ুত্বায় জরদষ্টিরস্মি শতঞ্চ জীবামি শরদঃ সুবর্চ্চা রায়স্পোষমভিসংব্যয়ষিষ্যে।" পরে—"যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং বৃহস্পতের্য্যৎ সহজং পুরস্তাৎ। আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ।" এই মন্ত্রে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া উত্তরীয় পট্টবস্ত্র বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে ধারণ করিবে,—"ওঁ যশসা মা দ্যাবা পৃথিবী যশসেন্দ্রাবৃহস্পতী যশো ভগশ্চ মাবিদদ্ যশো মা প্রতিপদ্যতাম্।" নিম্ন

মন্ত্র পাঠ করিয়া পুষ্প গ্রহণ করিবে। যথা,—"ওঁ যা অহরদ্‌যমগ্নিঃ শ্রদ্ধায়ৈ মেধায়ৈ কামায়েন্দ্রিয়ায়। তা অহং প্রতিগৃহ্ণামি যশসা চ ভগেন চ।" পরবর্ত্তী মন্ত্র পাঠ করিয়া মালা ধারণ করিবে।—"ওঁ যদ্ যশোঽপ্সরসামিন্দ্রশ্চকার বিপুলং পৃথু। তেন সংগ্রথিতাং সুমনস অবধ্নামি যশো ময়ি।" অনন্তর নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিয়া শুভ্র বস্ত্র দ্বারা শিরোবেষ্টন করিবে,—"ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ স উৎশ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ। তন্ধীবাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ।" নিম্ন মন্ত্র পাঠ করত সুবর্ণকুণ্ডল কর্ণে পরিধান করিবে,—"ওঁ অলঙ্করণমসি ভূয়ঃ অলঙ্করণং ভূয়াঃ।" পরে চক্ষুর্দ্বয়ে অঞ্জন দান করিবে। মন্ত্র যথা,—"ওঁ বৃত্রস্য কণীনিকাসি চক্ষুর্দ্দা অসি চক্ষুর্মে দেহি।" পরে দর্পণে আত্মমুখ দর্শন করিবে,—"ওঁ রোচিষ্ণুরসি।" পরে "ওঁ বৃহস্পতেশ্ছদিরসি পাপ্মানো মামন্তর্দ্ধেহি। তেজসো যশসো মামন্তর্দ্ধেহি।" এই মন্ত্রে ছত্র ধারণ করিবে। তৎপর বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে পদদ্বয়ে উপানহ (জুতা) ধারণ করিয়া পাঠ করিবে।—"ওঁ প্রতিষ্ঠে স্থো বিশ্বতো মা পাতম্।" পরে পরবর্ত্তী মন্ত্রে বৈণবদণ্ড (বাঁশের দণ্ড) ধারণ করিবে,—"ওঁ বিশ্বেভ্যো মা নাষ্ট্রাভ্যঃ পরিপাহি সর্ব্বতঃ।" অতঃপর পূর্ব্ব গৃহীত বিল্বদণ্ড অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে।

অনন্তর আচার্য্য বিবাহ-পদ্ধতি ক্রমে বিষ্টর, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক প্রভৃতি দ্বারা শিষ্যের অর্হণা করিয়া শান্তিকর্ম্ম, অভিষেক, ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন। তৎপরে মাণবক আচারানুসারে মাঙ্গলিক কর্ম্ম করিয়া ত্রিরাত্র ব্রহ্মচারী ভাবে নিরামিষ ভোজন করিবে।

শালাকর্ম্ম।

গৃহস্বামী জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত পুণ্যাহ দিনে নিত্যক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক শুচি হইয়া বাস্তুপূজাদি দ্বারা পরিশুদ্ধ ভূমিতে উপবেশন করত স্বস্তিবাচনাদি করিয়া সঙ্কল্প করিবেন। যথা,—"ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা সর্ব্বসম্পত্তিসিদ্ধিকামঃ পারস্করোক্তবিধিনা শালাকর্ম্মাহং কুর্ব্বীয়।" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া গণপত্যাদি নানা দেবতার পূজা করত স্তম্ভারোপণার্থ অগ্ন্যাদি চতুষ্কোণে গর্ত্ত করিয়া তাহাতে "ওঁ অচ্যুতায় ভৌমায় স্বাহা" বলিয়া স্রুব দ্বারা আজ্যাহুতি প্রদান করত "ওঁ ইমামুচ্ছ্রয়ামি ভুবনস্য নাভিং বসোর্ধারাং প্রতরণীং বসূনাম্। ইহৈব ধ্রুবাং নিমিনোমি শালাং ক্ষেমে তিষ্ঠতু ঘৃতমুক্ষমাণা। অশ্ববতী গোমতী সূনৃতা সুমহতে সৌভগায়। আয়া শিশুঃক্রন্দ গাবো

ধেনবো বর্দ্ধমানাঃ। আত্মা কুমারস্তরুণং আবৎসো জগদৈঃ সহ। আত্মা পরিশ্রুত কুম্ভ আদধ্যু কলসে রূপ। ক্ষেমস্থ পত্নী বৃহতী সুবাসা রয়িম্নো ধেহি সুভগে সুবীর্য্যং। অশ্বাবদ্দোমদ্ভূর্জ্জমুৎপন্নং বনস্পতিরিব। অভি নঃ পর্য্যুত্তাং রয়িরিদমনুশ্রিয়ো বসান।" এই মন্ত্রে চতুর্দ্দিকে চতুস্তম্ভ রোপণ করিবেন।

উক্ত প্রকারে গৃহ নিষ্পন্ন হইলে কর্ত্তা পুণ্যদিনে শুভলগ্নে প্রাতঃকালে আচার বশতঃ স্বীয় মস্তকে এক আঢ়ক ধান্য ও কক্ষস্থিত জলপূর্ণ কলসযুক্ত পত্নীর সহিত গৃহ প্রবেশ করিয়া মাতৃকাপূজা, বসুধারা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া গৃহাভ্যন্তরে স্বগৃহোক্ত প্রকারে অগ্নিস্থাপন করত প্রোক্ষণীস্থাপনান্ত কর্ম্ম করিয়া চরু পাক করিবেন। যথা,—অগ্নির পশ্চিমদিকে পূর্ব্বস্থাপিত তণ্ডুল হইতে "ওঁ বাস্তোষ্পতি অগ্নীন্দ্র বৃহস্পতি বিশ্বদেব সরস্বতী বাজীভ্য স্ত্বা জুষ্টং গৃহ্লামি।" এই মন্ত্রে এক মুষ্টি গ্রহণ করিয়া "ওঁ বাস্তোষ্পতি অগ্নীন্দ্র বৃহস্পতি বিশ্বদেব-বাজীভ্যস্ত্বাজুষ্টং নির্ব্বপামি।" বলিয়া উদূখলে স্থাপন ও "ওঁ বাস্তোষ্পতি অগ্নীন্দ্রো বৃহস্পতিবিশ্বদেব সরস্বতী বাজীভ্যস্ত্বাজুষ্টং প্রোক্ষয়ামি।" বলিয়া প্রোক্ষণীপাত্রস্থ জলদ্বারা প্রোক্ষণ-করিবেন এবং "সূর্য্যদেব জন সর্ব্বহিমবৎ সুদর্শনবসুরুদ্রাদিত্যেশান জগদেভ্যস্ত্বা। পূর্ব্বাহ্লাপরাহ্লমধ্যন্দিন-প্রদোষার্দ্ধরাত্র-ব্যষ্টিদেবী মহাপথাভ্যস্ত্বা। কর্ত্তৃবিকর্ত্তৃ বিশ্বকর্ম্মৌষধি বনস্পতিভ্যস্ত্বা। ধাতৃবিধাতৃ নিধিপতিস্তোন শিব ব্রহ্ম প্রজাপতি সর্ব্বদেবতাভ্যস্ত্বা। অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে ত্বা।" বলিয়া গ্রহণ, নির্ব্বপণ ও প্রোক্ষণ করিয়া অমন্ত্রক দুই মুষ্টি তণ্ডুল লইয়া গ্রহণ, নির্ব্বপণ ও প্রোক্ষণ করিবে।

অতঃপর মুষল দ্বারা আহত করিয়া শূর্প দ্বারা তিনবার ঝাড়িয়া প্রক্ষালন করত চরুস্থালীতে দুগ্ধসহ তণ্ডুল প্রদান করিয়া প্রণীতা জল দ্বারা অভ্যুক্ষণ পূর্ব্বক অগ্নিতে চরু পাক করিবেন।

পরে চরু পাক হইয়াছে এইরূপ নিশ্চয় হইলে জলন্ত অঙ্গার দ্বারা স্থালীমধ্য দেখিয়া তাহাতে ঘৃতধারা দিয়া অগ্নির উত্তরদিকে নামাইয়া পুনর্ব্বার তাহাতে ঘৃতধারা দিবেন। পরে পত্নীর সহিত গৃহদ্বার হইতে বহির্গমন করিয়া "ওঁ ব্রহ্মন্ প্রবিশামি" বলিলে ব্রহ্মা (অভাবে ব্রাহ্মণ) বলিবেন 'ওঁ প্রবিশ'। পরে 'ওঁ ঋতং প্রপদ্যে শিবং প্রপদ্যে'। এই মন্ত্রে গৃহপ্রবেশ করিবেন।

অনন্তর অগ্নির পশ্চিমদিকে উপবেশন করিয়া আজ্যভাগান্ত কুশণ্ডিকা করিবেন। যথা—প্রথম "ওঁ অগ্নে ত্বং ভব নামাসি" অগ্নির এই নাম করণ করিয়া আবাহন পূজাদি করত "ওঁ ইহ বর্হিরিহ রমস্ব ইহ ধৃতিঃ স্বাহা।—

ইদমগ্নয়ে ॥১॥" "ওঁ উদ্‌যজ্জাগ্ননুমাত্রে বরুণো মাস্তরক্ষেয়ন্ রায়স্পোষমস্মাসুদীধরৎ স্বাহা।—ইদমগ্নয়ে ॥২॥" এই দুইটী মন্ত্রে দুইবার ঘৃতাহুতি দিয়া ঘৃত দ্বারা বাস্তু-হোম করিবেন। যথা,—"ওঁ বাস্তোষ্পতে প্রতিজানীহ্যস্মান্ স্বাবেশোঽনমীবো ভবান্। যত্তে মহে প্রতিতন্নো জুষস্ব শন্নো ভব দ্বিপদেশঞ্চতুষ্পদে স্বাহা ॥১॥ ওঁ বাস্তোষ্পতে প্রেতরণো ন এধি গয়স্ফানো গোভিরশ্বেভিরিন্দো। অজরাসস্তে সখ্যেস্যাম পিতেব পুত্রান্ প্রতিতন্নো জুষস্ব স্বাহা ॥ ২ ॥ ওঁ বাস্তোষ্পতে সংসদয়া সংসজাতে ক্ষীমহি। হিরণ্যয়াগাতু মত্যা পাহি ক্ষেম উতয়োগেব বয়োয়ূয়ং পাতিস্বস্তিভিঃ সদাতনঃ স্বাহা ॥ ৩ ॥ ওঁ অমীবহানাস্তোবাস্তোষ্পতে বিশ্বরূপাণ্যাস্মিন্ সখা সুসেব এধি নঃ স্বাহা ॥ ৪ ॥" এই চারিটী মন্ত্র দ্বারা চারিবার হোম করিবেন,—প্রত্যেক বারেই আহুতিশেষে "ইদং বাস্তোষ্পতয়ে" বলিয়া প্রত্যাহুতি দিতে হইবে।

অতঃপর স্রুচে ঘৃত ধারা দিবেন। পরে অবদানস্থানে চরুতে ঘৃত ধারা দিয়া সাবিত্রী চরুহোমোক্ত চরুগ্রহণক্রমে চরুগ্রহণ করিয়া "ওঁ অগ্নিমিন্দ্রং বৃহস্পতিং বিশ্বান্ দেবং সুপহ্বয়ে। সরস্বতীঞ্চ বাজীঞ্চ বাস্তু মে দদতু বাজিনঃ স্বাহা ॥—ইদমগ্নীন্দ্রবৃহস্পতিবিশ্বেদেবসরস্বতীবাজীভ্যঃ।" পুনর্ব্বার ঐ রূপে গ্রহণ করিয়া "ওঁ সূর্য্যং দেবং জনান্ সর্ব্বান্ হিমবন্তং সুদর্শনং বসূংশ্চ রুদ্রানাদিত্যানীশানং জগদৈঃ সহ। এতান্ সর্ব্বান্ প্রপদ্যেঽহং বাস্তু মে দদতু বাজিনঃ স্বাহা ॥—ইদং সূর্য্যদেবজনসর্ব্বহিমবৎসুদর্শনবসুরুদ্রাদিত্যেশানজগদেভ্যঃ স্বাহা।" পুনরপি ঐ রূপে গ্রহণ করিয়া "পূর্ব্বাহ্নমপরাহ্নঞ্চোভৌ মধ্যন্দিনা সহ। প্রদোষমর্দ্ধরাত্রঞ্চ ব্যুষ্টিং দেবীং মহাপথাং। এতান্ সর্ব্বান্ প্রপদ্যেঽহং বাস্তুং মে দদতু বাজিনঃ স্বাহা।—ইদং পূর্ব্বাহ্নাপরাহ্নমধ্যন্দিনপ্রদোষার্দ্ধরাত্রব্যুষ্টিদেবীমহাপথাভ্যঃ ॥" পুনশ্চ এই রূপে গ্রহণ করিয়া "ওঁ কর্ত্তারঞ্চ বিকর্ত্তারং বিশ্বকর্ম্মাণমোষধীংশ্চ বনস্পতীন্ এতান্ সর্ব্বান্ প্রপদ্যেঽহং বাস্তু মে দদতু বাজীনঃ স্বাহা।—ইদং কর্ত্তৃবিকর্ত্তৃবিশ্বকর্ম্মৌষধিবনস্পতিভ্যঃ।" পুনরপি ঐরূপে গ্রহণ করিয়া "ওঁ ধাতারঞ্চ বিধাতারং নিধীনাং পতিভিঃ সহ। এতান্ সর্ব্বান্ প্রপদ্যেঽহং বাস্তু মে দদতু বাজিনঃ স্বাহা।—ইদং ধাতৃবিধাতৃনিধিপতিভ্যঃ।" পুনরপি ঐরূপে গ্রহণ করিয়া "ওঁ স্যোমং শিবমিদং বাস্তু দদতং ব্রহ্মপ্রজাপতিসর্ব্বাভ্যো দেবতাভ্যঃ স্বাহা।—ইদং সোমশিবব্রহ্মপ্রজাপতিসর্ব্বদেবতাভ্যঃ।" পুনর্ব্বার প্রচুর চরু গ্রহণ করিয়া "ওঁ অগ্নশ্চাগ্নের্ব্বিধত্ ক্রতং ত্বং কর্ম্মণোঽহরীরিচঃ

দেবাগাতুবিদঃ স্বাহা।—"ইদমগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে" এই মন্ত্রে আহুতি ও প্রত্যাহুতি দিবেন।

অতঃপর মহাব্যাহৃতি হোমাদি করিয়া ব্রহ্মদক্ষিণা দিয়া পরে উডুম্বর পত্র, সক্ষীর জল, দূর্ব্বা, গোময়, দধি, ঘৃত, কুশ ও যব কাংস্যপাত্রে লইয়া গৃহভিত্তিস্থিত, নাগদন্ত, শিক্যসমূহ, দেবতাস্থান ও প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ তুষ্ণীং প্রোক্ষণ করিবে। অতঃপর এই সমস্ত দ্রব্য দ্বারা বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে গৃহের অগ্নি কোণ শোধন করিবেন। যথা,—"ওঁ শ্রীশ্চ ত্বা যশশ্চ পূর্ব্বে সন্ধৌ গোপায়েতাম্।" নৈঋ্ঋতকোণ,—"ওঁ যজ্ঞশ্চ ত্বা দক্ষিণে সন্ধৌ গোপায়েতাম্॥" বায়ুকোণ,—"ওঁ অন্নঞ্চ ত্বা ব্রাহ্মণাশ্চ পশ্চিমে সন্ধৌ গোপায়েতাম্।" এবং "ওঁ ঊর্কচ ত্বা সুনৃতাশ্চোত্তরে সন্ধৌ গোপায়েতাম্।"—বলিয়া ঈশানকোণ শোধন করিবেন। অনন্তর গৃহদ্বার হইতে বহির্নির্গমন করিয়া গৃহের পূর্ব্বদিকে যাইয়া পূর্ব্বমুখ হইয়া কৃতাঞ্জলি পুরঃসর "ওঁ কেতাচ মামুকেতা চ পুরস্তাদ্‌গোপায়েতামিত্যগ্নির্ব্বৈ কেতাদিভ্যঃ সুকেতুাতৌ প্রপদ্যে তাভ্যাং নমোঽস্তু তৌ মা পুরস্তাদ্‌গোপায়েতাম্।" দক্ষিণদিকে দক্ষিণ মুখ হইয়া "ওঁ গোপায়মানাঞ্চ সা রক্ষমাণা চ তে প্রপদ্যে তাভ্যাং নমোঽস্তু তৌ মা দক্ষিণতো গোপায়েতাম্।" পশ্চিমদিকে পশ্চিমমুখ হইয়া "ওঁ দিবি বিশ্বাসা জাগৃ বিশ্ব পশ্চাদ্‌গোপায়েতামিত্যন্নং বৈ। দাবি বিশ্বপ্রাণা জাগৃবি স্তৌ প্রপদ্যে তাভ্যাং নমোঽস্তু তৌ মা পশ্চাদ্‌গোপায়েতাম্।" উত্তরদিকে উত্তর মুখ হইয়া "ওঁ অশ্চপুশ্চ মানরুদ্রাশ্চোত্তরতো মাং গোপায়েতামিতি। ওঁ চন্দ্রমা সপ্তোবায়ুরণ ত্রাণতো প্রপদ্যে তাভ্যাং নমোঽস্তু তৌ মোত্তরতো গোপায়েতাম্।" এই মন্ত্র সমূহ পাঠ করিবেন।

অনন্তর এই মন্ত্রপাঠ করিয়া গৃহ প্রবেশ করিবেন। যথা,—"ওঁ বর্ম্মস্ত্রাণারাজং স্বীস্তৃপং মহোরাত্রে ত্বা ফলকে ৷ ইন্দ্রস্য গৃহাবন্নমস্তো বরূথিনঃ। তানহং প্রপদ্যে সহস্রপ্রজয়া সহ জন্মে কিঞ্চিদস্ম্যপকৃত সর্ব্বগণঃ সখায় সাধু সন্তৃতস্ত্বা শালেহরিধারান্ গৃহা নঃ সন্তু সর্ব্বতঃ।" অতঃপর "ওঁ অদ্যত্যাদিকৃতৈতৎশালাকর্ম্মসিদ্ধ্যর্থং দক্ষিণাং কাঞ্চনং তন্মূল্যং বা অহং ব্রাহ্মণায় দদানি"। এই বলিয়া দক্ষিণা করত শান্তি করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন॥

শালাকর্ম্ম সমাপ্ত।

যজুর্ব্বেদীয় দশকর্ম্ম সমাপ্ত॥

ঋগ্বেদীয় দশকর্ম্ম।

—:*:—

সাধারণ কুশণ্ডিকা।

প্রথমত বাহুপ্রমাণ স্থণ্ডিল অঙ্কিত করিয়া গোময় দ্বারা লেপন করিয়া কুশমূল দ্বারা স্থণ্ডিল মধ্যে উত্তরাগ্র প্রাদেশ প্রমাণ একটী রেখা অঙ্কিত করিয়া তাহার দুইপ্রান্তে পূর্ব্বাগ্র দুইটী রেখা আঁকিবে এবং তন্মধ্যে পূর্ব্বাগ্র আর তিনটী রেখা অঙ্কিত করিবে। রেখাগুলি পরস্পর অসংশ্লিষ্ট ও সুস্পষ্ট করিয়া অঙ্কিত করিবে, যেন রেখাস্থানে জল দাঁড়াইতে পারে।

অনন্তর রেখা সমূহ অভ্যুক্ষণ করিয়া "বশিষ্ঠ ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা সন্নিহিতস্থানে অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ। "ওঁ অয়ন্তে যোনি ঋত্বিজো যতো জাতো অরোচথাঃ। তং জানন্নগ্ন আসীদাথানো বর্দ্ধয়া গিরঃ।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া হোতা নিজের সন্নিহিত স্থানে অগ্নি উপস্থাপন করিবেন। পরে "বিশ্বামিত্র ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা পূর্ব্বার্দ্ধেন ক্রব্যাদংশপরিত্যাগে বিনিয়োগঃ। ওঁ ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিনোমি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতু বিপ্রবাহঃ।" বলিয়া হোতা জ্বলন্ত কাষ্ঠ গ্রহণ করত দক্ষিণদিকে নিক্ষেপ করিয়া "বিশ্বামিত্রঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা উত্তরার্দ্ধেনাগ্নিগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইহৈবায় মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্।" এই মন্ত্রে জ্বলন্ত অগ্নি গ্রহণ করিয়া "বিশ্বামিত্রঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নে জুষস্ব নো হবিঃ পুরোডাশং জাতবেদাঃ। প্রাতঃ সাবে ধিয়া বসো॥ ১॥ প্রজাপতির্ঋষির্বৃহতীচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃস্বরোম্॥ ২॥ এই মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিয়া মধ্যবর্ত্তী রেখাত্রয়ের উপর অগ্নিস্থাপন করিবেন, এবং অগ্নিতে প্রচুরতর কাষ্ঠ দিবেন, যেন কর্ম্মসমাপ্তি পর্য্যন্ত অগ্নি প্রজ্বলিত হইতে পারে।

এই সময় অর্ঘ্যপাত্র স্থাপন করিয়া ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম, অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া অগ্নির ধ্যান করিবেন। যথা,—

"কুৎসঋষি স্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা অগ্নিধ্যানে বিনিয়োগঃ। ওঁ চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়োঽস্য পাদা দ্বে শীর্ষে সপ্তহস্তাসোঽস্য। ত্রেধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি মহো দেবো মর্ত্ত্যা আবিবেশ।" এই অনুসারে ধ্যান করিয়া "বামদেবঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা অগ্ন্যাবাহনে বিনিয়োগঃ। ওঁ এহ্যগ্ন ইহ হোতা নিষীদাদব্ধঃ

স্থপুরব্রতা ভবানঃ। অবতাং ত্বা রোদসী বিশ্বমিন্বে যজামহে সৌমনসায় দেবান্॥" কৃতাঞ্জলিপুটে এই মন্ত্র পাঠ করিয়া "অগ্নে ত্বং অমুকনামাসি" বলিয়া অগ্নির নামকরণ ও "অমুকনামাগ্নে ইহাগচ্ছাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ তিষ্ঠ যাবৎ অমুক-কর্ম্মণি হোমকর্ম্মাহং করোমি তাবদেব বহ্নিমণ্ডলে স্থিরো ভব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু।" এই বলিয়া আবাহন করিয়া পৌরাণিক বা তান্ত্রিক ক্রমে পাদ্যাদিদ্বারা পূজা করিবেন। অতঃপর ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া অস্ত্র সমূহের পূজা করিবেন। যথা, -"ওঁ শক্তয়ে নমঃ, ওঁ গদায়ৈ নমঃ, স্রুচে নমঃ, স্রুবে নমঃ, তোমরায় নমঃ, পরশবে নমঃ, পাত্রায় নমঃ, অজায় নমঃ, অমুকনাম্নে অগ্নয়ে সাবাহনায় সাঙ্গোপাঙ্গায় সপরিবারায় নমঃ, সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ, সর্ব্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ"।—সর্ব্বত্রই আদিতে "ওঁ" বলিবে।

অতঃপর অর্ঘ্যপাত্র হইতে জল গ্রহণ করিয়া প্রদক্ষিণক্রমে অগ্নিবেষ্টন করিয়া "ওঁ এসোহদেব ইত্যস্য প্রজাপতিঋষিরগ্নির্দ্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দোহগ্নিপশ্চিমা-ভিমুখীকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ এষোহদেবঃ প্রতিসোহি সর্ব্বা পূর্ব্বোজাতঃ ষড়গর্ভেহন্তঃ স এব জাতঃ স জনিষ্যমাণঃ প্রত্যঙ্জনাস্তিষ্ঠতি সর্ব্বতোমুখঃ।" এই বলিয়া অগ্নির সম্মুখীকরণ করিবেন। তদনন্তর হোতা উত্থিত হইয়া করযোড়ে "গোপায়না সোপত্যনা বন্ধুঃ স্ববন্ধুঃ শ্রুতবন্ধুর্বিপ্রবন্ধুঋষয়ো দ্বিপদা বিরাট্ছন্দোহগ্নির্দ্দেবতা অগ্ন্যুপস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নে ত্বন্নোহন্তম উত ত্রাতাশিবো ভবাবরূথ্যঃ। বসুরগ্নির্বসুশ্রবা অচ্ছানক্ষি দ্যুমত্তমং রয়িন্দাঃ॥ স মা বোধি শ্রুধীহবমুরুষ্যাণোহঘায়তঃ শমপ্সাৎ। তস্বা শোচিষ্ঠ দীদিবঃ সুম্নায় ননমীমহে সখিভ্য সখীভ্যঃ॥" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অগ্নির উপস্থাপন করিবেন। অতঃপর ঘৃতাক্ত দুইটী সমিধ্ পূর্ব্বাগ্র করিয়া অমন্ত্রক অগ্নিতে আহুতি দিবেন। যে যে স্থলে তূষ্ণীং সমিধ্ নিক্ষেপ করিতে হইবে, সেই সেই স্থলেই মনে মনে "ওঁ প্রজাপতয়ে" এইরূপ উল্লেখ করিবেন। সূত্রকার বলেন তূষ্ণীংই নিক্ষেপ করিতে হইবে,—"প্রজাপতয়ে" এইরূপ বলিতে হইবে না। পরে পূর্ব্বদিকে,—"ওঁ পূর্ণমসি পূর্ণং মে ভূয়াঃ সুপর্ণমসি সুপর্ণং মে ভূয়াঃ সর্ব্বমসি সর্ব্বং মে ভূয়াঃ অক্ষতমসি মামৈক্ষেষ্ঠাঃ অমুত্রামুষ্মিন্ লোকে। দেবা ঋত্বিজো মার্জ্জয়ন্তাং।" দক্ষিণদিকে,—"ওঁ পূর্ণমসি পূর্ণং মে ভূয়াঃ সুপর্ণমসি সুপর্ণং মে ভূয়াঃ সর্ব্বমসি সর্ব্বং মে ভূয়াঃ অক্ষতমসি মামৈক্ষেষ্ঠাঃ অমুত্রামুষ্মিন্ লোকে মাসাঃ মার্জ্জয়ন্তাং।" পশ্চিমদিকে,—"ওঁ পূর্ণমসি পূর্ণং মে ভূয়াঃ সুপর্ণমসি সুপর্ণং মে ভূয়াঃ সর্ব্ব-মসি সর্ব্বং মে ভূয়াঃ অক্ষতমসি মামৈক্ষেষ্ঠা অমুত্রামুষ্মিন্ লোকে গৃহা পশবো

মার্জ্জয়ন্তাং।” উত্তরদিকে,—“ওঁ পূর্ণমসি পূর্ণং মে ভূয়াঃ সুপর্ণমসি সুপর্ণং মে ভূয়াঃ সর্ব্বমসি সর্ব্বং মে ভূয়াঃ অক্ষতমসি মামৈক্ষেষ্ঠাঃ অমুত্রামুষ্মিন্ লোকে ওষধয়ো বনস্পতয়ো মার্জ্জয়ন্তাং।” উর্দ্ধদিকে,—“ওঁ পূর্ণমসি পূর্ণং মে ভূয়াঃ সুপর্ণমসি সুপর্ণং মে ভূয়াঃ সর্ব্বমসি সর্ব্বং মে ভূয়াঃ অক্ষতমসি মামৈক্ষেষ্ঠাঃ অমুত্রামুষ্মিন্ লোকে যজ্ঞঃ সংবৎসরঃ প্রজাপতির্ম্মার্জ্জয়ন্তাং।” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অগ্নির পূর্ব্বদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাদি ক্রমে পশ্চিম পর্য্যন্ত প্রতি মন্ত্র তিন বার পাঠ করিয়া প্রত্যেক দিকে তিনবার করিয়া অগ্নি পর্য্যুক্ষণ (মার্জ্জন) করিবেন এবং হোমীয় দ্রব্য সকলও পর্য্যুক্ষণ করিবেন।

অনন্তর স্থণ্ডিলের পূর্ব্বদিকে উত্তরাগ্র করিয়া তিনগাছি কুশ মৃত্তিকায় পাতিত করিবেন এবং দক্ষিণদিকে পূর্ব্বাগ্র করিয়া তিনগাছি কুশ, পশ্চিমদিকে উত্তরাগ্র করিয়া তিনগাছি কুশ ও উত্তর দিকে পূর্ব্বাগ্র করিয়া তিনগাছি কুশ পাতিত করিবেন। যেন ঈশান কোণে অগ্রের দ্বারা অগ্র ও নৈঋতকোণে মূলের দ্বারা মূল আচ্ছাদিত হয়* এইরূপ পর্য্যুক্ষণ আদি ও অন্তে করিবেন।

অতঃপর অগ্নির দক্ষিণদিকে পূর্ব্বাগ্র আস্তৃত কুশোপরি ব্রহ্মাসন কল্পনা করিয়া, কোন অধীতবেদ ব্রাহ্মণকে পাদ্যাদি প্রদান করত গন্ধাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া “ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রং অমুকবেদান্তর্গতামুকশাখৈকদেশাধ্যায়িনং অমুকদেবশর্ম্মাণং পাদ্যাদিভিরভ্যর্চ্চ্যামুককর্ম্মাঙ্গভূতহোমকর্ম্মণি ব্রহ্মকর্ম্মকরণায় ভবন্তমহং বৃণে।” বলিয়া তাঁহাকে বরণ করিবেন। পরে ব্রহ্মা “ওঁ বৃতোঽস্মি” বলিলে, হোতা বলিবেন,—“ওঁ যথাবিহিতং ব্রহ্মকর্ম্ম কুরু।” পরে ব্রাহ্মণ বলিবেন,—“ওঁ যথাজ্ঞানতঃ করবাণি।” অনন্তর ব্রহ্মত্বে বরণীয় ব্রাহ্মণ অনুষ্ঠীয়মান সমস্ত দ্রব্য দর্শন করিয়া, মৌনী হইয়া থাকিবেন। ব্রহ্মত্বে বরণীয় ব্রাহ্মণের অভাব হইলে যথোক্ত সংখ্যক কুশনির্ম্মিত দর্ভময় ব্রাহ্মণকেই ব্রহ্মত্বে কল্পনা করিবেন।—কুশব্রাহ্মণ পক্ষে বরণ বাক্য করিতে হইবে না।

অতঃপর হোমকর্ত্তা “ওঁ প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা তৃণাদিনিরসনে বিনিয়োগঃ। ওঁ নিরস্তঃ পরাবসুঃ।” এই বলিয়া ব্রহ্মাসন হইতে একগাছি কুশপত্র গ্রহণ করিয়া দক্ষিণদিকে নিক্ষেপ করিবেন।

* উদগগ্রাঃ পরে পূর্ব্বে প্রাগগ্রা দক্ষিণোত্তরে।
অগ্রে অগ্রন্ত ঈশান্যাং মূলে মূলন্ত নৈর্ঋতে॥

পরে "প্রজাপতিঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা ব্রহ্মোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদমহং সর্ব্বাবসোঃ সদনে সীদ।" এই মন্ত্র পাঠ করিলে "ওঁ সীদামি" ইহা বলিয়া উত্তরাভিমুখে উপবেশন করিবেন। পরে হোতা ব্রহ্মাকে গন্ধাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া 'ওঁ প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দো ব্রহ্মা দেবতা ব্রহ্ম-জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ বৃহস্পতির্ব্রহ্মা ব্রহ্মসদনে আসিষ্যতে বৃহস্পতির্যজ্ঞং গোপায় স যজ্ঞপতিং পাহি সমাং পাহি।" এই মন্ত্র পাঠ করিবেন। তৎপর ব্রহ্মা বলিবেন, "ওঁ গোপায়ামি।" (১)

তদনন্তর পূর্ব্বাগ্র কুশোপরি বক্ষ্যমাণ দ্রব্যসমূহ আসাদন করিবেন।—প্রোক্ষণীপাত্র, প্রণীতাপাত্র, আজ্যস্থালী, দূর্ব্বা, চরুস্থালী, ঘৃত, তণ্ডুল, স্রুক্, স্রুব, বর্হি,* ইধ্ম †, ছয়গাছি সম্মার্জ্জনকুশ, ত্রয়োদশ উপযমন কুশ ও অন্যান্য দ্রব্যসম্ভার। বর্হি ও ইধ্ম দুই দুইটী পাত্রে অসংশ্লিষ্ট হস্তদ্বয় দ্বারা গ্রহণ করিয়া অধোমুখে স্থাপন করিবেন। অনন্তর অনামিকাঙ্গুলিতে কুশ বন্ধন করিয়া প্রোক্ষণীপাত্র ও অপরাপর পাত্রসকল উত্তোলন করিবে। প্রোক্ষণী-পাত্র জল দ্বারা পূর্ণ করিয়া পূর্ব্বদিকে একটু কাঁত করিয়া রাখিবে, যেন তাহা হইতে কিঞ্চিৎ জল পতিত হয়। পরে তাহা হইতে কিয়ৎপরিমাণ জল উত্তোলন করিয়া পাত্র সমূহ প্রোক্ষণ করিবে। এইরূপে প্রণীতা পাত্র ও কমণ্ডলু ঐরূপে উৎপ্লবনাদি করিবে।

অনন্তর প্রোক্ষণী পাত্রে পবিত্র ও সযবপুষ্প নিক্ষেপ করিয়া তিনবার তাহা উত্তোলন করিয়া ব্রহ্মাকে প্রশ্ন করিবেন। যথা,—"প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো ব্রহ্মা দেবতা অপ্প্রণয়নার্থজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ব্রহ্মন্নপঃ প্রণেষ্যামি। ওঁ পবিত্রং বৃহস্পতির্ব্রহ্মা ব্রহ্মসদন আসিষ্যতে বৃহস্পতে যজ্ঞং গোপায় সযজ্ঞং পাহি স মাং পাহি।" পরে ব্রহ্মা বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিবেন,—"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বর্বৃহ-স্পতে প্রসূত।"

পরে অগ্নির দিকে ব্রহ্মসম্মুখে কুশ পত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া প্রোক্ষণীপাত্র স্থাপন করিবে। পরে আজ্যস্থালীতে ঘৃত লইয়া অগ্নির উত্তরদিকে জ্বলন্ত অঙ্গার

(১) কুশময় ব্রাহ্মণপক্ষে কর্ম্মকর্ত্তাই প্রতিবচন বলিবেন।

* কুশ মুষ্টিকে বর্হি বলে।

† পলাশ কাষ্ঠ নির্ম্মিত তদভাবে যজ্ঞীয় অন্য কোন কাষ্ঠ নির্ম্মিত অরত্নিপ্রমাণ পঞ্চদশ কাষ্ঠকে ত্রিগুণীকৃত-নবপত্র কুশদ্বারা একবার বেষ্টন করিয়া বান্ধিয়া রাখিবে। ইহাকেই ইধ্ম বলে।

আনয়ন করিয়া তদুপরি স্থাপন করত ঘৃত দ্রব করিয়া জ্বলন্ত কুশদ্বারা অগ্নি বেষ্টন করত কুশপত্রদ্বয় ঘৃতমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া আজ্য শোধন করিবে। পুনরায় জ্বলন্ত কুশদ্বারা ঘৃত বেষ্টন করিয়া সম্মুখে অগ্নি স্থাপন করিবে। পূর্ব্ব আকৃষ্ট অঙ্গার অগ্নির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া আজ্যোৎপবন করিবে। যথা,—সাগ্র গর্ভশূন্য প্রাদেশপ্রমাণ কুশপত্রদ্বয় হস্তে লইয়া "প্রজাপতির্ঋষিঃ পবিত্রে দেবতে পবিত্রমার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ।" এই মন্ত্রে নখ ব্যতিরেকে ছেদন করত বামহস্তে করিয়া "প্রজাপতির্ঋষিঃ পবিত্রে দেবতে পবিত্রমার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্ণুর্মনসা পূতে স্থঃ।" এই মন্ত্রে জলদ্বারা অভ্যুক্ষণ করিবে। পরে পরস্পর অসংশ্লিষ্ট পবিত্রদ্বয়ের অগ্রে বাম হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা উত্তান ভাবে গ্রহণ করিয়া আজ্য মধ্যে নিক্ষেপ করত তদ্দ্বারা ঘৃত গ্রহণ করিয়া প্রক্ষেপ করিবে। মন্ত্র যথা,—"হিরণ্য স্তূপ ঋষিরুষ্ণিক্‌ছন্দঃ সবিতা দেবতা আজ্যোৎপবনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সবিতুস্ত্বা প্রসব উৎপুনাম্যচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ স্বাহা।" অনন্তর আর দুইবার অমন্ত্রক পূর্ব্ববৎ ঘৃত গ্রহণ করিয়া অগ্নিতে দিবে। পরে সেই পবিত্রদ্বয় অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া—বৈদিক গায়ত্রী ও "ওঁ সবিতুস্ত্বা" ইত্যাদি মন্ত্রটী পাঠ করিবেন।

এই সময় স্রুক্ স্রুব ধৌত করিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করত কুশ দ্বারা মার্জ্জন করিবে এবং পুনঃ প্রক্ষালন করিয়া কতিপয় কুশের উপর স্থাপন করিবে।

যদি প্রকৃত কর্ম্মে চরুহোম থাকে তবে এই সময় চরু পাক করিবে। অতঃপর "বসুশ্রুত ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ অগ্নির্দ্দেবতা অগ্ন্যর্চ্চনে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিশ্বানি নো দুর্গহা জাতবেদঃ সিন্ধুং ন না বা দুরিতাতি পর্ষি। অগ্নে অত্রিজবন্নমসা গৃণানোঽস্মাকং বোধ্যবিতা তনূনাং। ওঁ যস্ত্বা হৃদা কীরিণা মন্যমানাঽমর্ত্ত্যং মর্ত্ত্যো হবীংসি। জাতবেদো যশোঽস্মাসু ধেহি প্রজাভিরগ্নেঽমৃতত্বমশ্যাৎ। ওঁ যস্মৈ ত্বং সুকৃতে জাতবেদ উ লোকমগ্নে কৃণবঃ স্যোনং। অশ্বিনং স পুত্রিণং বীরবন্তং গোমন্তং রয়িন্নশতে স্বস্তি।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অর্ঘ্য, গন্ধ ও তাম্বূলাদি দ্বারা অগ্নির অলঙ্করণ করিবে।

অথ ইধ্মাদান।—যদি এক সময়ে আজ্য হোম ও চরুহোম করিতে হয়, তবে স্রুক্ স্রুব অগ্নিতে প্রতপ্ত করিয়া চরুপাক করিয়া তাহা নামাইয়া প্রসাধিত করত "প্রজাপতির্ঋষিরগ্নির্দ্দেবতা ইধ্মপ্রতাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রত্যুষ্টং রক্ষঃপ্রত্যুষ্টং মারাতয়োনিষ্টপ্তং রক্ষনিষ্টপ্তা অরাতয়োঽনির্দ্দগ্ধং

স্বাহা।” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অগ্নিতে প্রতাপন করিয়া “ওঁ বিশ্বানি নো দুর্গহা” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা প্রসাধিত করিয়া অগ্নিতে ইধ্মরজ্জু (ত্রিগুণীকৃত কুশ) বামকরে বেষ্টন করত ইধ্মগ্রহণ করিয়া তাহার মূল, মধ্য ও অগ্রস্থানে ঘৃতধারা দিয়া “বামদেব্য ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা ইধ্মাদানে বিনিয়োগঃ। ওঁ অয়ন্ত ইধ্ম আত্মা জাতবেদস্তেনেধ্যস্ব চেদ্ধ বৰ্দ্ধয় চাস্মান্ প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেনান্নাদ্যেন সমেধয় স্বাহা।” এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ইধ্ম অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া “ওঁ অগ্নয়ে জাতবেদসে ইদং।” বলিয়া প্রত্যাহুতি দিয়া স্রুবের দ্বারা স্রুচে চারিবার ঘৃতধারা প্রদান করত মনে মনে প্রজাপতি দেবতাকে স্মরণ করিয়া অমন্ত্রক অগ্নির বায়ুকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত অচ্ছিন্ন আজ্যধারা দিবেন। পুনরপি স্রুচে চারিবার ঘৃত দিয়া ইন্দ্র দেবতাকে মনে মনে ধ্যান করিয়া বহ্নির নৈঋর্তকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশান কোণ পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ঘৃত ধারা দিবেন। পরে অগ্নির উত্তর ভাগে “ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা।” দক্ষিণে—“ওঁ সোমায় স্বাহা।” বলিয়া আজ্যাহুতি দান করিবেন।

অতঃপর প্রায়শ্চিত্ত হোম করিবেন।—যথা,—বামদেব ঋষিঃ পঙ্ক্তিচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অয়াশ্চাগ্নেস্যনভি শস্তিপাশ্চ সত্যমিত্থময়া অসি। অয়সা বয়সা কৃতোয়াসনহব্যমূহিষে হয়ানো ধেহি ভেষজং স্বাহা।—অগ্নয়ে অনায়সে ইদং॥ ১॥ মেধাতিথিঋর্ষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অতো দেবা অবন্ত নো যতো বিষ্ণুর্ব্বিচক্রমে। পৃথিব্যাঃ সপ্তধামভিঃ স্বাহা।—ইদং দেবেভ্যঃ॥ ২॥ মেধাতিথিঋর্ষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো বিষ্ণুর্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদং বিষ্ণুর্ব্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং। সমূঢ় মস্য পাংসুলে স্বাহা।—ইদং বিষ্ণবে॥ ৩॥ প্রজাপতিঋর্ষিরগ্নির্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূরগ্নয়ে পৃথিব্যৈ দিব্যায় মহতে চ স্বাহা।—ইদং ভূরগ্নয়ে॥ ৪॥ প্রজাপতিঋর্ষির্ব্বায়ুর্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবো বায়বে চান্তরীক্ষায় দিব্যায় মহতে চ স্বাহা।—ইদং ভুবো বায়বে॥ ৫॥ প্রজাপতিঋর্ষিঃ সূর্য্যো দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ সূর্য্যায় দিব্যায় মহতে চ স্বাহা।—ইদং স্বঃ সূর্য্যায়॥ ৬॥ প্রজাপতিঋর্ষিশ্চন্দ্রনক্ষত্রদিশো দেবতাঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বশ্চন্দ্রমসে নক্ষত্রেভ্যশ্চ দিগ্ভ্যশ্চ দিব্যায় মহতে চ স্বাহা।—ইদং বায়বে॥ ৭॥ ত্রিতঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যৎ পাকত্রা মনসা দীনদক্ষা ন

যজ্ঞস্য মন্বতে মর্ত্ত্যাসঃ। অগ্নিষ্টদ্ধোতা ক্রতুবিদ্বিজাননয্যজিষ্ঠো দেবা ঋতুশো যজাতি স্বাহা।—ইদমগ্নয়ে॥ ৮॥ ওঁ যদ্বো দেবাশ্চকৃমা জিহ্বয়া গুরু মনসো বা প্রয়ুতী দেবহেলনং। অরাবাযোনো অভিদুচ্ছুনায়তে তস্মিন্ তদেনো বসবো নিধেতন স্বাহা।—ইদমগ্নয়ে॥ ৯॥ ওঁ পুরুষসম্মিতো যজ্ঞো যজ্ঞঃ পুরুষ-সম্মিতঃ। অগ্নে তদস্য কল্পয় ত্বং হি বেত্থ যথাযথং স্বাহা।—ইদ মগ্নয়ে॥ ১০॥ এই কএকটী মন্ত্রে ঘৃত দ্বারা আহুতি ও প্রত্যাহুতি দিয়া স্বিষ্টিকৃদ্ধোম করিবেন। * যথা,—

"হিরণ্যগর্ভ ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নিস্বিষ্টকৃদ্দেবতা স্বিষ্টিকৃদ্ধোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যদস্য কর্ম্মণোঽত্যরীরিচং যদ্বা ন্যূন মিহাকরং, অগ্নিষ্টৎ স্বিষ্টিকৃদ্বিদ্বান্ সর্ব্বং স্বিষ্টং করোতু মে। অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে সুহুত হুতে সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তাহুতীনাং কামানাং সমর্দ্ধয়িত্রে সর্ব্বান্নঃ কামান্ সমর্দ্ধয়স্ব স্বাহা।" বলিয়া আজ্যাহুতি দিয়া "ইদমগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে।" বলিয়া প্রত্যাহুতি দিবেন এবং "ওঁ রুদ্রায় স্বাহা" বলিয়া ইধ্মরজ্জু ঘৃতাক্ত করিয়া অগ্নিতে আহুতি দিবেন।

• যদি যজমান স্বয়ংই হোম কর্ত্তা হন, তবে প্রণীতা পাত্রস্থ জলদ্বারা কুশসংযোগে নিজকে অভিষিক্ত করিবেন। মন্ত্র যথা,—"সিন্ধুদ্বীপঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দ আপো দেবতা মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ইদমাপঃ প্রবহত যৎকিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি। তদ্বাহমভিদুদ্রোহ যদ্বা শেপ উতা নৃতং॥ ১॥ প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ আপো দেবতা মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপোঽস্মান্মাতরঃ শুন্ধয়ন্তু ঘৃতেন নো ঘৃতপ্বঃ পুনন্তু। বিশ্বং হি রিপ্রং প্রবহন্তি দেবী রুদিদাভ্যঃ শুচিরা পূত এমি।"

অতঃপর পরিস্তরণ কুশ দ্বারা স্রুক্ স্রুব তিনবার মার্জ্জন ও প্রোক্ষণ করিবেন। পরে পূর্ণাহুতি দিবেন। যথা,—

পূর্ণাহুতিতে "মৃড়" নামক অগ্নির আবাহন পূজাদি করিয়া "বামদেব্য ঋষি-র্গায়ত্রীচ্ছন্দ আপো দেবতা পূর্ণহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ মূর্দ্ধানন্দিবোঽরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানর মৃত আ জাতমগ্নিঃ। কবিং সমাজমতিথিঞ্জনানামাসন্না পাত্রং জনয়ন্ত দেবাঃ স্বাহা। ইদমদ্ভ্যঃ॥১॥ বামদেব্য ঋষির্জ্জগতীচ্ছন্দ আপো দেবতা

* আশ্বলায়ন পরিশিষ্টকার বলেন, যদি একই সময়ে চরু হোম ও আজ্যহোমের আবশ্যকতা হয়, তবে চরুদ্বারাই স্বিষ্টিকৃদ্ধোম করিবে। নতুবা "আজ্যেনেষ্টিং সমাপয়েৎ" এই সূত্রানুসারে আজ্য দ্বারাই হোম করিবে। যে স্থানে চরুহোম নাই সেই স্থলে প্রায়শ্চিত্ত হোম সমাপনান্তে স্রুত দ্বারা স্বিষ্টিকৃদ্ধোম করিবে।

পূর্ণহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ মেধাস্তে বিশ্বং ভুবনমধিশ্রিতবন্তঃ সমুদ্রে হৃদ্যন্ত-রায়ুষি। অপামনিকে সমিথের আভৃতস্তমশ্যা ম ধুমন্ত ঊর্ম্মি স্বাহা।—ইদমদ্ভ্যঃ ॥২॥" এই মন্ত্র দ্বয় পাঠ করিয়া পূর্ণাহুতি দিয়া অগ্নি উপস্থান করিবেন। যথা,—বন্ধুঃ সুবন্ধুঃ শ্রুতবন্ধুর্ব্বিশ্ববন্ধুর্গোপায়না ঋষয়ো বিরাট্‌ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা অগ্ন্যুপস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ চমেশ্বরশ্চ মে যজ্ঞোপচতে নমশ্চয়ত্তে ন্যূনং তস্যৈ তদুপয়ত্তেরিক্তং তস্মৈতে নমঃ"। ওঁ যজ্ঞং যজ্ঞপতিং গচ্ছ স্বাং যোনিমভি-গচ্ছ স্বাহা। এষ তে যজ্ঞো যজ্ঞপতে সহ সূক্তয়া কল্পধীরং জুষস্ব স্বাহা"। এই মন্ত্রে অগ্নি-উপস্থাপন করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে নমস্কার করিবেন। যথা,—"ওঁ শ্রদ্ধাং মেধাং যশঃ প্রজ্ঞাং বিদ্যাং বুদ্ধিং শ্রিয়ং বলং। আয়ুষ্যং তেজ আরোগ্যং দেহি মে হব্যবাহন॥" অতঃপর স্থালীপাকস্থ ঘৃত দ্বারা সমস্ত পরিস্তরণ কুশ অভিষিক্ত করিয়া "ওঁ সর্পেভ্যঃ স্বাহা।" বলিয়া বহ্নিতে আহুতি দিবেন। অগ্নির নিকটস্থ ভস্ম স্রুবাগ্রদ্বারা গ্রহণ করিয়া উহা হইতে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা অঙ্গুলীদ্বারা ভস্ম লইয়া "কৌৎস ঋষির্জ্জগতীচ্ছন্দো রুদ্রো দেবতা রক্ষাকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ মা নস্তোকে তনয়ে মা ন আয়ৌ মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ। বীরান্মানো রুদ্র ভামিতো বধির্হবিষ্মন্তঃ সদমিত্বা হবামহে"। এই মন্ত্রে দক্ষিণাবর্ত্তে উহা অভিমন্ত্রণ করিয়া "ওঁ ত্র্যায়ুষং জমদগ্নেঃ।" বলিয়া ললাটে, "ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং" বলিয়া হৃদয়ে, "ওঁ. অগস্ত্যস্য ত্র্যায়ুষং" বলিয়া বাহুমূলে, "ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং" বলিয়া কণ্ঠে, "ওঁ তন্মোঽস্তু ত্র্যায়ুষং" বলিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে তিলক প্রদান করিবেন।

অতঃপর ব্রহ্মদক্ষিণা দিবেন। যদি কর্ত্তা স্বয়ং কর্ম্ম করেন, তথাপি কর্ম্ম সাঙ্গতার্থ কোন ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবেন। অনন্তর পরবর্ত্তী মন্ত্রে অগ্নি বিসর্জ্জন করিবেন। যথা,—"ত্রিত ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা অগ্নিবিসর্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অভ্যারমিদদ্রয়ো নিষিক্তং পুষ্করে মধু। অবতস্য বিসর্জ্জনে॥"

এইক্ষণ চরুপাকের বিধান বলা যাইতেছে।—চরুস্থালী তাম্রময়ী বা মৃন্ময়ী করিবে। কুশণ্ডিকোক্ত বিধানে উপলেপনাদি আজ্য প্রতপনান্ত কর্ম্ম করিয়া চরু স্থালী নিজের সম্মুখে আনয়ন করিয়া গর্ভশূন্য সাগ্র প্রাদেশ প্রমাণ কুশ-পত্রদ্বয় উত্তরাগ্র করিয়া তাহার উপরে স্থাপন করিবে। অতঃপর ঘৃতাক্ত তণ্ডুল আনয়ন করত "অমুষ্যৈ দেবতায়ৈ ত্বাজুষ্টং নির্ব্বপামি।" বলিয়া উহাতে চারি মুষ্টি তণ্ডুল নিক্ষেপ করিয়া "অমুষ্যৈ দেবতায়ৈ ত্বা জুষ্টং

প্রোক্ষয়ামি" বলিয়া উহা প্রোক্ষণ (অমুষ্যৈ স্থলে দেবতার নাম বলিবে) করিবে। পরে পাকের উপযুক্ত দুগ্ধ তণ্ডুলমধ্যে প্রদান করিয়া অল্প অল্প জল দিয়া চরু পাক করিবে। চরু এরূপ ভাবে পাক করিবে যেন উহা হইতে মণ্ড (ফেন) নির্গত না হয় এবং দগ্ধ হইয়া না যায়। পরে ইধ্মাদানান্ত কর্ম্ম করিবে। পূর্ব্ববৎ আঘারাজ্য ভাগ হোম করিয়া স্রুচমধ্যে ঘৃত ধারা দিয়া চরুর মধ্য হইতে মেক্ষণ দ্বারা দুইবার অন্ন গ্রহণ করিয়া স্রুচে স্থাপন করিবে এবং তদুপরি ঘৃতস্রুব দান করিয়া হোম করিবে। যে কর্ম্মে যে দেবতা তাহার নামোল্লেখ করিয়া হোম করিতে হয়। যে কর্ম্মে চরুহোম আছে, সেই কর্ম্মেতেই এই বিধি জানিবে।

সাধারণ কুশণ্ডিকা সমাপ্ত॥

বিবাহ।

বিবাহ সংস্কারের প্রথমেই ইন্দ্রাণি কর্ম্ম করিতে হয়। তাহার প্রণালী এইরূপ। যথা—প্রতিমুখে উপবেশন করত উপরিভাগে বিতান (চাঁদোয়া) আচ্ছাদন করিয়া 'ওঁ ইন্দ্রাণীমাসু নারিষু সুভগামহমশ্রবম্। নহ্যস্যা অপরঞ্চ ন জরসামরতে পতির্ব্বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ।' এই বলিয়া প্রতিদিকে কার্পাস সূত্র দ্বারা তিনবার বেষ্টন করিবেন। তৎপরে "ওঁ অগ্নে বিশ্বেভিঃ স্বনীক দেবৈরূর্ণাবন্তং প্রথমঃ সীদ যোনিং। কুলায়িনং ঘৃতবন্তং সবিত্রে যজ্ঞং নয় যজমানায় সাধু।' এই মন্ত্রে কেশ সমূহে উর্ণাতন্তু (মাকরসাসূত্র) বন্ধন করিবেন।

অনন্তর কন্যাদাতা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ও কৃতহস্তোদক হইয়া অর্হণার্থ আচমনীয়, দধি, মধু, কাংস্যপাত্রদ্বয় ও গো এই সমস্ত স্থাপন করিবেন।

তৎপরে সম্প্রদাতা শুভলগ্ন সমুপস্থিত হইলে আচমন করিয়া স্বস্তি বাচন করত "সূর্য্যঃ সোমঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক গণেশ, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ও প্রজাপতি দেবতাদিগকে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া করযোড়ে জামাতা উদ্দেশে বলিবেন,—"ওঁ সাধু ভবানাস্তাম্।" বর বলিবেন,—"ওঁ সাধ্বহমাসে।" পরে সম্প্রদাতা—"ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তম্" বলিলে বর বলিবেন,—"ওঁ অর্চ্চয়।"

অতঃপর কন্যাদাতা বরকে পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, বস্ত্র, মাল্যাদি প্রদান করিয়া দূর্ব্বা ও আতপ চাউল দক্ষিণহস্তে লইয়া বরের দক্ষিণ জানু ধারণ করত "ওমদ্যামুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ

অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রং অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রং অমুকগোত্রং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণং বরং। অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং। অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং শ্রীঅমুকীদেব্যাভিধানাং কন্যাং শুভবিবাহেন দাতুমেভিঃ পাদ্যাদিভিরভ্যর্চ্চ্য বরত্বেন ভবন্তমহং বৃণে"। এই বাক্যটী বলিলে বর বলিবেন—"ওঁ বৃতোঽস্মি।" পরে কন্যাদাতা "ওঁ যথাবিহিতং বিবাহকর্ম্ম কুরু।" এই বলিলে, বর—"ওঁ যথাজ্ঞানতঃ করবাণি।" ইহা বলিবেন।

অনন্তর আচারানুসারে বরকন্যার মুখচন্দ্রিকা সম্পাদন করিবেন। পরে ব্যবহারানুসারে জামাতা ও সম্প্রদাতা আসনে উপবেশন করিবেন। পরে দাতা বিষ্টর হস্তে লইয়া "ওঁ বিষ্টরো বিষ্টরো বিষ্টরঃ প্রতিগৃহ্যতাম্।" এই বলিয়া বরকে বিষ্টর দান করিবেন। বর "ওঁ বিষ্টরং প্রতিগৃহ্লামি"—এই বলিয়া বিষ্টর গ্রহণ করত "ওঁ অহং বর্ষ্ম ইত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ পরমেষ্ঠী দেবতা বিষ্টরাসনদানে বিনিয়োগঃ। ওঁ অহং বর্ষ্ম সজাতানামুদ্যতামিব সূর্য্য ইমন্তমভিতিষ্ঠামি যো মা কশ্চাভিদাসতি।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া উত্তরাগ্র বিষ্টরোপরি উপবেশন করিবেন। পরে কন্যাদাতা পাদ্য লইয়া,—"ওঁ পাদ্যং পাদ্যং পাদ্যং প্রতিগৃহ্যতাম্।" বলিয়া বরকে দিবেন এবং জামাতা "ওঁ পাদ্যং প্রতিগৃহ্লামি।" এই বলিয়া হস্তদ্বয় দ্বারা গ্রহণ করত তাহা হইতে একটু জল লইয়া মস্তকে দিবেন। অতঃপর দাতা আচমনীয় হস্তে লইয়া,—"ওঁ আচমনীয়মাচমনীয়মাচমনীয়ং প্রতিগৃহ্যতাং" বলিয়া বরের হস্তে দিবেন। বর "ওঁ আচমনীয়ং প্রতিগৃহ্লামি।" বলিয়া তাহা গ্রহণ করত তদ্দ্বারা "ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা।"—বলিয়া আচমন করিবেন। পরে কাংস্যপাত্রস্থ দধি, মধু ও ঘৃত লইয়া তাহা পাত্রান্তর দ্বারা আচ্ছাদনপূর্ব্বক "ওঁ মধুপর্কো মধুপর্কো মধুপর্কঃ প্রতিগৃহ্যতাম্।" এই বলিয়া বরকে মধুপর্ক দান করিলে বর "ওঁ মধুপর্কং প্রতিগৃহ্লামি বলিয়া "ওঁ মিত্রস্য ত্বা ইত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো মধুপর্কপ্রেক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ মিত্রস্য ত্বা চক্ষুষা প্রতীক্ষে।"—এই মন্ত্রে উহা দর্শন করিয়া—"ওঁ দেবস্য ত্বা ইত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিঃ পূষা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো মধুপর্কগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাং প্রতিগৃহ্লামি।" বলিয়া গ্রহণ করত "ওঁ মধুবাতেতি বিশ্বামিত্রঋষিঃ সবিতা দেবতা ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো মধুপর্কালোড়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ মধুবাতা

ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকাঙ্গুলী দ্বারা তিন বার আলোড়ন করিয়া—"ওঁ বসবস্ত্বা গায়ত্রেণ ছন্দসা ভক্ষয়ন্তু।" বলিয়া সম্মুখভাগে কিঞ্চিৎ নিক্ষেপ করিবেন এবং—"ওঁ রুদ্রাস্ত্বা ত্রৈষ্টুভেন ছন্দসা ভক্ষয়ন্তু।" ইহা বলিয়া দক্ষিণদিকে কিঞ্চিৎ নিক্ষেপ করিবে।—"ওঁ আদিত্যাস্ত্বা জগতেন ছন্দসা ভক্ষয়ন্তু।" বলিয়া পশ্চাদ্দিকে—"ওঁ বিশ্বেদেবাস্ত্বা অনুষ্টুভেন ছন্দসা ভক্ষয়ন্তু।" ইহা বলিয়া "ওঁ ভূতেভ্যস্ত্বামুৎক্ষিপামি" বলিয়া মধ্যে কিঞ্চিৎ নিক্ষেপ করত "ওঁ বিরাজোদোহোঽসি।" এই মন্ত্রে কিঞ্চিৎ আঘ্রাণ (পূর্ব্বরীতি অনুসারে ভোজন) করিবেন। তৎপরে আচমন করিয়া—"ওঁ বিরাজো দোহমসি॥" বলিয়া দ্বিতীয়বার, "ওঁ ময়ি দোহঃ পাগ্যায়ৈ বিরাজ।" বলিয়া তৃতীয়বার লইবেন। তৎপরে আচমন ও আচমন-বিধানানন্তর "ওঁ অমৃতাপিধানমসি" মন্ত্রে পুনরাচমন করিয়া পুনরায় শৌচার্থ "ওঁ সত্যং যশঃ শ্রীময়ি শ্রীঃ শ্রয়তাম্" এই মন্ত্রে দ্বিতীয়বার আচমন করিয়া কর্ম্মাঙ্গ আচমন করিবেন।

অনন্তর কন্যাদাতা—"ওঁ গৌর্গৌর্গৌঃ" এইরূপ তিনবার বলিলে বর—"ওঁ হতো মে পাপ্মা পাপ্মা মে হতঃ।" এইমন্ত্রে গোমোচন করিয়া "ওঁ মাতা রুদ্রাণামিত্যস্য বশিষ্ঠ ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দো গৌর্দ্দেবতা গবাভিমন্ত্রণে বিনিয়োগঃ। ওঁ মাতা রুদ্রাণাং দুহিতা বসূনাং স্বসাদিত্যানামমৃতস্য নাভিঃ প্রনুবোচং চিকিতুষে জনায় মাগামনাগামদিতিং বধিষ্ঠ।"—এই মন্ত্রে গো অভিমন্ত্রণ করিবেন।" পরে নাপিত বলিবে—"বন্ধনামুক্তোঽয়ং গৌঃ"।

অনন্তর কন্যা আনয়নপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে স্বস্তিবাচন করাইয়া বরকে পাঠ করাইবেন, যথা,—"ওঁ দীর্ঘায়ুঃ শ্রীঃ শান্তিঃ পুষ্টিশ্চাস্তু শিবা আপঃ সন্তু অক্ষতঞ্চারিষ্টঞ্চাস্তু।"

অনন্তর কন্যা-সম্প্রদান করিবে। যথা,—প্রথমতঃ দাতা,—"ওঁ সাচ্ছাদনালঙ্কৃতায়ৈ কন্যায়ৈ নমঃ।" এই বলিয়া তিনবার কন্যাকে অর্চ্চনা করত "বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (সম্প্রদাতার নাম।) অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায়, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায়, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রায়, অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে বরায় তুভ্যং। অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং,

অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং অমুকীদেব্যাভিধানাং কন্যাং প্রজাপতিদৈবতাকাং অমুকগোত্রস্য অমুকস্য অমুককামঃ অহং সম্প্রদদে।" এই বাক্যটী পাঠ করিয়া কন্যাদান করিলে বর "স্বস্তি" এই বাক্য বলিবেন।

পরে "ওঁ ধর্ম্মে চার্থে চ কামে চ ন ব্যভিচারিতব্যা ত্বয়েয়ম্।" এই মন্ত্র পাঠ করিলে বর বলিবেন,—"ওঁ বাঢ়ম্।"

অতঃপর বর কন্যাকে অভিমর্ষণপূর্ব্বক নিম্নলিখিত কামস্তুতি পাঠ করিবেন। যথা—"ক ইদমিত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিঃ কামো দেবতা ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ কন্যা-গ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ক ইদং কস্মা অদাৎ কামঃ কামো আদাৎ কামো দাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা কামঃ সমুদ্রমাবিশৎ কামেন ত্বাং প্রতিগৃহ্লামি কামৈতত্তে। ওঁ বৃষ্টিরসি দ্যৌস্ত্বা দদাতু পৃথিবী ত্বা প্রতিগৃহ্লাতু।"

তৎপরে দাতা "দক্ষিণাঃ পান্তু বহু দেয়ঞ্চ নোঽস্তু প্রজাপতিঃ প্রীয়তাং তিথিকরণং মুহূর্ত্তনক্ষত্রে গ্রহলগ্নসম্পদঃ সন্তু।" ইহা পাঠ করিয়া পুণ্যাহং, স্বস্তি ও ঋদ্ধি, তিনবার বলিয়া উদকপাত্র হস্তে লইয়া—" ওঁ অনাধৃষ্ট-মনাধৃষ্টং দেবানামোজোঽভিশস্তিপাঃ। অনভিশস্তন্যমঞ্জসা সংসত্য অপাগয়ং স্বিতে মধোঃ। ওঁ যৎ কুক্ষি রামমিত্যঙ্গিরাঃ প্রজাপতির্ঋষির্ব্বিশ্বেদেবা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দোঽভিমন্ত্রণে বিনিয়োগঃ। ওঁ যৎ কুক্ষি রামং বলনং পুত্রোঽঙ্গি-রসামদে তেন নোদ্য বিশ্বেদেবাঃ সম্প্রিয়ং সমজীজনং।" এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রণ করিয়া—"ওঁ সমুদ্রজ্যেষ্ঠাঃ সলিলস্য মধ্যাৎ পুনানায়ন্ত্যনিবিশমানাঃ। ইন্দ্রো যা বজ্রী বৃষভো ররাদ তা আপো দেবীরিহ মা মবন্তু। ওঁ যা আপো দিব্যা উত বা স্রবন্তি খনিত্রিমা উত বা যা স্বয়ং জাঃ সমুদ্রার্থাযাঃ শুচয়ঃ পাবকাস্তা আপো দেবীরিহ মা মবন্তু। ওঁ যাসাং রাজা বরুণো যাতি মধ্যে সত্যানৃতে অবপশ্যঞ্জ-নানাম্ মধুশ্চ্যুতঃ শুচয়ো যাঃ পাবকাস্তা আপো দেবীরিহ মা মবন্তু। ওঁ যাসু রাজা বরুণো যাসু সোমো বিশ্বেদেবা যা সূর্জ্যং মদন্তি। বৈশ্বানরো যাস্বগ্নিঃ প্রবিষ্টাস্তা আপো দেবীরিহ মা মবন্তু।"—এই মন্ত্র পাঠ করিয়া কন্যাকে অভিষেক করি-বেন। পরে নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিয়া কন্যাকে স্পর্শ করিবেন। যথা,—ওঁ আনঃ প্রজাইতি প্রজাপতির্ঋষির্ব্বিশ্বেদেবা দেবতা ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দোঽপামার্জ্জনে বিনি-য়োগঃ। ওঁ আ নঃ প্রজাং জনয়তু প্রজাপতিরাজরসায় সমনক্ত্বর্য্যম। অদুর্মঙ্গলীঃ প্রতিলোক মা বিশ শন্নো ভব দ্বিপদে শঞ্চতুষ্পদে। ওঁ অঘোরচক্ষুরপতিঘ্ন্যেধি শিবা পশুভ্যঃ সুমনা সুবর্চ্চাঃ। বীরসূর্দ্দেবকামা স্যোনা শন্নো ভব দ্বিপদে শঞ্চতুষ্পদে।" তদনন্তর সুবর্ণাদি দ্বারা বরদক্ষিণা দিবেন

অনন্তর বর বধূর অধোবাস গ্রহণপূর্ব্বক গৃহপ্রবেশ করিবেন। অতঃপর লোকধর্ম্ম ও গ্রামধর্ম্ম অনুসারে যে সকল কার্য্য আছে তাহা সমাধা করিবেন।

(বিবাহানন্তর) কুশণ্ডিকা।

"স্বস্তি নোমিমীতা" ইত্যাদি মন্ত্রে (২য় কাণ্ড দেখ) স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক মণ্ডপে আষোড়শাঙ্গুল অরণী নির্ম্মন্থন করিয়া সেই বহ্নিদ্বারা জাতকর্ম্ম, অন্নাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, সমাবর্ত্তন ও বিবাহকর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হয়। তাহার অসম্ভব হইলে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের গৃহ হইতে বহ্নি আনয়ন করত কুশণ্ডিকোক্ত বিধানে উপলেপনাদি আজ্যভাগান্ত কর্ম্ম করিয়া (৯৩ পৃঃ দেখ) যোজক নামক বহ্নির আবাহন করিয়া ক্রমে পাদ্যাদিদ্বারা পূজা করিবেন। পরে বহ্নির উত্তরে শিল ও নোড়া সংস্থাপন করিয়া তদুপরি জলপূর্ণ কলসী রাখিয়া, বর কন্যাকে স্পর্শ করত নিম্ন নয়টী মন্ত্রে বহ্নিতে ঘৃতাহুতি দিবেন,—"ওঁ অগ্ন আয়ূংষি ইতি তিসৃণাং শতং বৈখানসঋষয়োঽগ্নিঃ পবমানো দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্ন আয়ূংষি পবস আসুবোর্জমিষং চ নঃ। আরে বাধস্ব দুচ্ছুনাং স্বাহা ॥১॥ ওঁ অগ্নির্ঋষিঃ পবমানঃ পাঞ্চজন্যঃ পুরোহিতঃ। তমীমহে মহাগয়ং স্বাহা ॥২॥ ওঁ অগ্নে পবস্ব স্বপা অস্মে বর্চ্চঃ সুবীর্য্যং। দধদ্রয়িং ময়ি পোষং স্বাহা ॥ ৩॥ ওঁ স্বর্য্যেমা ভবসি যৎ কনীনাং নাম স্বধাবনগুহ্যং বিভর্ষি। যুঞ্জন্তি মিত্রং স্বধিতং নগোভির্যদ্দম্পতী সমনা কৃণোষি স্বাহা ॥ ৪ ॥ ওঁ প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরিতা বভুব। যৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নোঽস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাং স্বাহা ॥৫॥ পরে নিম্ন ব্যাহৃতিদ্বারা চারটী আহুতি দিবে। "ওঁ ভূঃ স্বাহা। ওঁ ভুবঃ স্বাহা। ওঁ স্বঃ স্বাহা। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা"।

তদনন্তর বর নিম্নমন্ত্রে পশ্চিম মুখ হইয়া পূর্ব্ব মুখোপবিষ্টা বধূর দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলী গ্রহণ করিবেন—ওঁ গৃভ্ণামি ইতি প্রজাপতির্ঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ কন্যাপাণিগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ গৃভ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথা সঃ। ভগোঽর্য্যমা সবিতা পুরন্ধির্মহ্যং ত্বাদুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ।"

তৎপরে বর "ওঁ অমোহমস্মি ইতি প্রজাপতির্ঋষিরগ্নির্দ্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ কন্যাপরিণয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ অমোহমস্মি সা ত্বমস্য মোহং দ্যৌরহং পৃথিবী ত্বং সামাহমস্মি ঋক্ ত্বং তাবেব বিবহাবহৈ প্রজাং প্রজনয়াবহৈ সম্প্রিয়ৌ রোচিষ্ণু সমনস্য মনেঃ জীবেম শরদঃ শতম্।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বহ্নি ও

জলপূর্ণ কলসী প্রদক্ষিণ করিয়া নিম্নমন্ত্র পাঠ করিয়া শিলার উপরে আরোহণ করিবেন।—"ওঁ ইমমশ্মানমিতি মেধাতিথিঋর্ষিরগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঽশ্মারোহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইমমশ্মান মা রোহাযশ্মেব ত্বং স্থিরা ভব। সহস্রপ্রতনায়তোঽভিতিষ্ঠ প্রতন্যতে।"

অতঃপর কন্যা শিলা হইতে অবতীর্ণা হইলে ভ্রাতা বা ভ্রাতৃস্থানীয় অন্য কেহ তাহার অঞ্জলিতে ঘৃতস্রুব ও দুইবার লাজ প্রদান করিবে। তখন বধূ তিন বার বহ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে বহ্নিতে লাজাহুতি দিবেন,—আহুতি যেন বহ্নিমধ্যে পতিত হয়। "ওঁ অর্য্যমনমিতি প্রজাপতি-ঋর্ষিঃ সবিতা দেবতা বৃহতীচ্ছন্দো লাজহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অর্য্যমনং নু দেবং কন্যা অগ্নিমযক্ষতঃ স ইমাং দেবো অর্য্যমা প্রেতো মুঞ্চাতু মামুত স্বাহা।" তৎপরে—"ওঁ অমোহমস্মি" ইত্যাদি মন্ত্রে বহ্নি ও জলপূর্ণ কুম্ভ প্রদক্ষিণপূর্ব্বক—"ইমমশ্মানমারোহ।" ইত্যাদি মন্ত্রে শিলার উপরে অধি-রোহণ করাইয়া পুনর্ব্বার বধূকে অবতরণ করাইয়া পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া—"ওঁবরুণং ত্বদেবমিতি প্রজাপতিঋর্ষিঃ সবিতা দেবতা বৃহতীচ্ছন্দো লাজহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বরুণং ত্বদেবং কন্যা অগ্নিমযক্ষতঃ। স ইমাং দেবো বরুণঃ প্রেতো মুঞ্চাতু মামুত স্বাহা।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অনলে পূর্ব্ববৎ আহুতি দিবে। পুনরায় "অমোহমস্মি" ইত্যাদি মন্ত্রে অনল ও জলপূর্ণ কুম্ভ প্রদক্ষিণ ও "ইমমশ্মানমারোহ" ইত্যাদি মন্ত্রে শিলার উপর আরোহণ করিয়া শিলা হইতে অবতরণ করত পূর্ব্ববৎ লাজাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া "ওঁ পূষণং ত্বদেবমিতি প্রজাপতিঋর্ষিঃ সবিতা দেবতা বৃহতীচ্ছন্দো লাজহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ পূষণং ত্বদেবং কন্যা অগ্নিমযক্ষতঃ। স ইমাং দেবো পূষা প্রেতো মুঞ্চাতু মামুত স্বাহা।" বলিয়া আহুতি দিয়া পূর্ব্ববৎ "ওঁ অমোহমস্মি ইত্যাদি বলিয়া বহ্নির অভিমুখীকরণ করত কুলার কোণ দ্বারা তূষ্ণীম্ভাবে একবার অনলে আহুতি দিবেন।

তদনন্তর বর "ওঁ প্র ত্বা মুঞ্চামি বরুণস্য পাশাৎ যেন ত্বা বধ্নাৎ সবিতা সুশেবঃ। ঋতস্য যোনৌ সুকৃতস্য লোকেঽরিষ্টাং ত্বা সহপত্যা দধামি।" এই মন্ত্রে বধূর কেশ মোচন করিয়া "ওঁ প্রেতো মুঞ্চামি নামুতঃ। সুবদ্ধা মমুতস্করং যথেয়মিন্দ্রমীঢ্বঃ সুপুত্রা সুভগা সতি।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া কেশবন্ধন করিয়া দিবেন।

অনন্তর বর নিম্নমন্ত্র পাঠ করিয়া বধূকে আলেপনাঙ্কিত সপ্তমণ্ডলে সপ্ত

পদী গমন করাইবেন। (গমনপ্রণালী ২৩পৃঃ নোট দেখ) যথা,—"ওঁ ইষ একপদীত্যাদীনাং প্রজাপতির্ঋষির্বিষ্ণুর্দেবতানুষ্টুপ্ ছন্দঃ সপ্তপদীকরণে বিনিয়োগঃ। "ওঁ ইষ একপদীভব সা মামনুব্রতা ভব পুত্রান বিন্দাবহৈ বহুংস্তে সন্তু জরদষ্টয়ঃ॥ ১॥" অপর ছয়টি মন্ত্র যথা—স্বর্ধাম্নুহ্বতে" ইত্যাদি॥ ২॥ "ওঁ উর্জ্জে দ্বিপদীভব" ইত্যাদি॥ ৩॥ "ওঁ রায়স্পোষায় ত্রিপদী ভব"—ইত্যাদি॥ ৪॥ "ওঁ মায়োভব্যায় চতুষ্পদীভব"—ইত্যাদি॥ ৫॥ "ওঁ প্রজাস্যু পঞ্চপদী ভব ইত্যাদি॥ ৬॥ "ওঁ ঋতুভ্যঃ ষট্‌পদী ভব"—ইত্যাদি॥৭॥ দ্বিতীয় মন্ত্র হইতে প্রত্যেক মন্ত্রেই ভব পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া প্রথম মন্ত্রের "সামনুব্রতা" হইতে অবশিষ্ট মন্ত্র পাঠ করিবেন।

পরে কলসস্থ জল দ্বারা দম্পতির মস্তকে অভিষেক করিতে হইবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত বধূ অরুন্ধতী ও সপ্তর্ষি নক্ষত্র দর্শন না করিবেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত দম্পতি মৌনভাবে উপবিষ্ট থাকিবেন, পরে সর্ব্বদিক্ অলোকন করিয়া প্রায়শ্চিত্ত হোম ও স্বিষ্টিকৃদ্ধোম করিবেন। (৯৫—৯৬পৃঃ দেখ)।

অনন্তর বর ধ্রুব দর্শন করিয়া নিম্নমন্ত্র পাঠ করিবেন,—"ওঁ ধ্রুবদাদিত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিঃ পূষা দেবতা জগতীচ্ছন্দো ধ্রুবদর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ধ্রুবা দ্যৌ র্ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবাসঃ পর্ব্বতা ইমে ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগদ্ধ্রুবো রাজা বিশামরং। ওঁ ধ্রুবং তে রাজা বরুণো ধ্রুবং দেবো বৃহস্পতিঃ। ধ্রুবং ত ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ রাষ্ট্রং ধারয়তাং ধ্রুবম্।"

পরে বর "ওঁ পূষাত্বে তো নয়তু হস্তগৃহ্যাশ্বিনা ত্বা প্রবহতাং রথেন। গৃহান্ গচ্ছ গৃহপত্নী যথাসো বশিনী ত্বং বিদথমাবদাসি।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বধূর সহিত যানারোহণ করিবেন। যদি নদীপথে যানাদি আরোহণ করিতে হয়, তাহা হইলে "সংভঃশ্বমুত্তিষ্ঠতঃ প্রতরতা সখয়া" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া যানারোহণ করিবেন।

এই সময়ে নিজের সম্মুখে বিবাহবহ্নি আনয়ন করিবেন। অনন্তর কন্যা নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন,—"ওঁ মা বিদন্‌পরিপন্থিনো য আসীদন্তি দম্পতী। সুগেভির্দুর্গমতীতামপ দ্রান্ত্বরাতয়ঃ। এবং "ওঁ সুমঙ্গলীরিয়ং বধূরিমাং সমেত পশ্যত। সৌভাগ্যমস্যৈ দত্বা য়াথাস্তং বি পরেতন।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দর্শকগণকে দর্শন করাইবেন।

অতঃপর বর নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিয়া পত্নীকে গৃহে প্রবেশ করাইবেন,—"ওঁ ইহ প্রিয়ং প্রজয়া তে সমৃদ্ধতামস্মিন্ গৃহে গার্হপত্যায় জাগৃহি। এনা পত্যা

তন্মং সং স্বস্ত্রস্বাপাস্ত্রিত্রী বি দধমা বদাথঃ।" পরে বধূর সহিত বর বৃষচর্ম্মোপরি উপবেশন করত বিবাহবহ্নিতে আজ্যাহুতি প্রদান করিবেন,—"ওঁ আ নঃ প্রজাং জনয়তু প্রজাপতি-রাজরসায় সমনক্ত্বর্য্যমা। অদুর্মঙ্গলীঃ পতিলোকমাবীশ শন্নো ভব দ্বিপদেশঙ্কতুষ্পদে স্বাহা॥ ওঁ ইমাং ত্বমীন্দ্র মীঢ়ঃ স্বপুত্রাং সুভগাং কৃণু। দশাস্যাং পুত্রানাধেহি পতিমেকাদশং কৃধি স্বাহা॥ ওঁ সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রাং ভব ননান্দরি চ সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু স্বাহা॥ "ওঁ সমঞ্জন্তু বিশ্বে দেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ। সম্মাতরিশ্বা সন্ধাতা সমুদেষ্ট্রী দধাতু নৌ।" অতঃপর আহুতি শেষ আজ্যদ্বারা বধূর হৃদয়দেশ প্রক্ষিত করিবে।

চতুর্থী-হোম।

নিত্যক্রিয়া সম্পাদনপূর্ব্বক শিখিনামক অগ্নি স্থাপন করিয়া তাহার আবাহন ও পূজা করিয়া প্রথমে প্রাজাপত্য চরু গ্রহণ করিয়া আজ্যাহুতি দিয়া—"ওঁ ভূঃ পৃথিব্যৈ দিব্যায় মহতে চ স্বাহা॥ ওঁ ভুবো বায়বে চান্তরীক্ষায় মহতে চ স্বাহা॥ ওঁ স্বঃ সূর্য্যায় দিব্যায় মহতে চ স্বাহা॥ ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বশ্চন্দ্রমসঃ নক্ষত্রেভ্যঃ দিগ্‌ভ্যশ্চ দিব্যায় মহতে চ স্বাহা"

অথ চরুহোম।

"ওঁ অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি যাস্যা পতিঘ্নী তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা॥ ১॥ ওঁ বায়ো প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি যাস্যা অপুত্র্যা তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা॥ ২॥ ওঁ সূর্য্যঃ প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি যাস্যা অপসব্যা তনূস্তামস্যা অপজহি স্বাহা॥ ৩॥ ওঁ বরুণস্য দেবং কন্যা অগ্নি অযক্ষতঃ। স ইমং দেবো বরুণঃ প্রতো মুঞ্চাতু মামুত স্বাহা॥ ৪॥ ওঁ পূষাণং ইত্যাদি॥ ৫॥ ওঁ প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বজাতানি পরিতা বভূব। যৎ কামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীনাং স্বাহা॥ ৬॥"

অনন্তর ব্রাহ্মণ ভোজন ও দক্ষিণা দান করিয়া স্বস্তিবাচন করিবেন।

ঋতুসংস্কার।

গর্ভাদান সংস্কার ব্যতীত "ঋতুসংস্কার" নামে আর একটী সংস্কার আছে। এই সংস্কারে মারুতনামা অগ্নি স্থাপন করিতে হয়।

প্রথম রজোদর্শন কালে পত্নী ঋতুব্রত আচরণ করিয়া ত্রিরাত্র গৃহমধ্যে অতিবাহিত করিবে। পরে ষোড়শদিনাভ্যন্তরে জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত নিবদ্ধ দিবসে শুভলগ্নে পতি নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া প্রাঙ্গণে বা ছায়ামণ্ডপে মঙ্গল-বাদ্যধ্বনি সহকারে আসনে উপবিষ্ট হইবেন। পরে পত্নী বস্ত্র ও অলঙ্কার ধারণপূর্ব্বক নাভিদেশে সুবর্ণপদ্ম নিহিত করিয়া পতির বামভাগে উপবিষ্টা হই-বেন। পরে আচমনপূর্ব্বক স্বস্তিবাচনাদি করিয়া সঙ্কল্প করিবেন—"অদ্যেত্যাদি মৎপত্ন্যাঃ শ্রীঅমুকদেব্যাঃ প্রথমঋতুসংস্কারাঙ্গসব্রহ্মকহোমাদি-কর্ম্মাহং করিষ্যে।"

পরে কুশণ্ডিকোক্ত বিধানে উপলেপনাদি মেক্ষণ সংস্কারান্ত কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া প্রাজাপত্য চরু হোম করিবে। মুষ্টি গ্রহণে দেবতার নাম যথা,—"বিষ্ণুত্বষ্টৃপ্রজাপতিধাতৃভ্যস্ত্বাজুষ্টং ইত্যাদি,এবং সিনীবালীসরস্বত্যশ্বিভ্যঃ অশ্বিভ্যাং প্রজাপতয়ে বিষ্ণবে প্রজাপতয়ে।" অনন্তর অগ্নির নামকরণ ও আঘারাজ্যভা-গান্ত কর্ম্ম করিবেন। পরে পতি স্রুচে স্রুব দ্বারা ঘৃত ধারা দিয়া মেক্ষণ দ্বারা চরু গ্রহণপূর্ব্বক নিম্ন মন্ত্রে আহুতি প্রদান করিবেন। যথা,—"বিষ্ণুর্যোনিমি-ত্যস্য সূক্তস্য বশিষ্ঠঋষির্লিঙ্গোক্তা দেবতানুষ্টুপ্ ছন্দঃ প্রথমঋতু-সংস্কার-কর্ম্মণি চরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু। আসিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে স্বাহা।—ইদং বিষ্ণুত্বষ্টৃপ্রজাপতিধাতৃভ্যঃ ॥ ১ ॥ হিরণ্যগর্ভ ঋষিঃ সিনীবালীসরত্যশ্বিনো দেবতা অনুষ্টুপ্ ছন্দো গর্ভাধানে চরু-হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ গর্ভং ধেহি সিনীবালি গর্ভং ধেহি সরস্বতি। গর্ভং তে অশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুষ্করস্রজা স্বাহা।—ইদং সিনীবালিসরস্বত্যশ্বিভ্যঃ ॥ ২ ॥ হিরণ্যগর্ভ ঋষিরশ্বিনৌ দেবতানুষ্টুপ্ ছন্দশ্চরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ হিরণ্যয়ী অরণী যন্নির্ম্মন্থতো অশ্বিনা তন্তে গর্ভং হবামহে দশমে মাসি সূতবে স্বাহা—ইদম-শ্বিভ্যাং ॥ ৩ ॥ হিরণ্যগর্ভ ঋষিঃ প্রজাপতির্দ্দেবতানুষ্টুপ্ ছন্দশ্চরুহোমে বিনি-য়োগঃ। ওঁ নেজমেষপরাপত সপুত্রঃ পুনরাপত অস্যৈ মে পুত্রকামায়ৈ গর্ভমা-ধেহি যঃ পুমান্ স্বাহা।—ইদং প্রজাপতয়ে ॥ ৪ ॥ হিরণ্যগর্ভ ঋষির্বিষ্ণুর্দ্দেবতানু-ষ্টুপ্ ছন্দশ্চরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্ণোঃ শ্রেষ্ঠেন রূপেণাস্যাং নার্য্যাং গর্ভিণ্যাং পুমাংসং পুত্রমাধেহি শ্রেষ্ঠেন দশমে মাসি সূতবে স্বাহা।—ইদং বিষ্ণবে ॥ ৫ ॥ প্রজাপত ইত্যস্য হিরণ্যগর্ভ ঋষিঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দশ্চরুহোমে বিনি-য়োগঃ। ওঁ প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব। যৎ কামাস্তে জুহুমস্তন্নোঽস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাং স্বাহা।—ইদং প্রজাপতয়ে ॥ ৬ ॥ হিরণ্যগর্ভ ঋষির্বিষ্ণুর্দ্দেবতানুষ্টুপ্ ছন্দশ্চরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যথেয়ং

পৃথিবী মহ্যন্তানা গর্ভমাদধে। এবং ত্বং গর্ভমাধেহি দশমে মাসি সূতবে স্বাহা।—ইদং বিষ্ণবে॥ ৭॥”

অনন্তর পতি বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করত পত্নীর মস্তক স্পর্শ করিবেন। যথা,—“ওঁ অপ নঃ শোশুচ দঘমিত্যস্য সূক্তস্য কুৎস ঋষিরগ্নির্দ্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শির আলভনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অপ নঃ শোশুচ দঘমগ্নে শুশুগ্ধ্যা রয়িং। অপ নঃ শোশুচদঘং। ওঁ সুক্ষেত্রিয়া সুগাতুয়া বস্থ্যা চ যজামহে। অপ নঃ শোশুচদঘং। প্রযদ্ভন্দিষ্ঠ এষাং প্রাস্মাকাসশ্চ সূরয়ঃ। অপ নঃ শোশুচদঘং। ওঁ সূরয়ো জায়েমহি প্রতে বয়ং। অপ নঃ শোশুচদঘং। ওঁ প্র যদগ্নেঃ সহস্বতো বিশ্বতো যন্তি ভানবঃ। অপ নঃ শোশুচদঘং। ওঁ ত্বং হি বিশ্বতো মুখঃ বিশ্বতঃ পরিভূরসি। অপ নঃ শোশুচদঘং। ওঁ দ্বিষো নো বিশ্বতো মুখাতি নাবেব পারয়। অপ নঃ শোশুচদঘং। ওঁ স নঃ সিন্ধুমিব নাব যাতি বর্ষা স্বস্তয়ে। অপ নঃ শোশুচদঘম্।”

অতঃপর পতি উত্থিত হইয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে সূর্য্যার্ঘ্য দিবেন।—“আকৃষ্ণেণেতি মন্ত্রস্য হিরণ্যস্তূপ ঋষিঃ সবিতা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ সূর্য্যার্ঘ্যদানে বিনিয়োগঃ। ওঁ আ কৃষ্ণেণ রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো জাতি ভুবনানি পশ্যন্। ওঁ বিশ্বাত্মা চ বিশ্বকর্ত্তা চ বিশ্বেশো বিশ্বদক্ষিণঃ। নবপুষ্পোৎসবে চৈতদ্গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর। নমস্তে পদ্মিনীকান্ত সুধাকান্ত নমোঽস্তু তে। নবপুষ্পোৎসবে চৈতদ্গৃহণার্ঘ্যং দিবাকর।”

অনন্তর নিম্নমন্ত্র পাঠ করত পতি পত্নীকে ফল প্রদান করিবেন। মন্ত্র যথা,—“যাঃ ফলিনীরিত্যস্য ত্রিত ঋষির্বনস্পতির্দ্দেবতানুষ্টুপ্ছন্দঃ ফলদানে বিনিয়োগঃ। ওঁ যাঃ ফলিনীর্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ। বৃহস্পতিপ্রসূতাস্তানো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ।” পরে বধূকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। পত্নী পুত্র জননার্থ হস্ত প্রসারণ করিয়া ফল গ্রহণ করিবে।

তৎপরে স্বিষ্টকৃদাদিহোম সমাপন করত অদ্যেত্যাদি মৎপত্ন্যা অমুকীদেব্যাঃ কৃতৈতদৃতুসংস্কারকর্ম্মাঙ্গভূতসব্রহ্মহোমকর্ম্মপ্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং অমুকগোত্রায় শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে ব্রহ্মণেঽহং সম্প্রদদে। এই বলিয়া ব্রহ্মদক্ষিণার্থ পূর্ণপাত্র বা তদনুকল্প ভোজ্যদান করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন।

গর্ভাধান। *

ঋতুর পঞ্চমদিন হইতে ষোল দিনের মধ্যে যুগ্মদিনে জ্যোতিঃ শাস্ত্রোক্ত শুভলগ্নে পতি সালঙ্কৃতা পত্নীকে শয্যায় আনিয়া তৎসহ সুখোপবিষ্ট হইয়া পতিপুত্রবতী স্ত্রীকর্ত্তৃক পিষ্ট শূকশিম্বিরস পত্নীর দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে প্রদান করিবেন। মন্ত্র যথা—"ওঁ উদীর্ষ্বাত ইতি মন্ত্রদ্বয়স্য সূর্য্যাসাবিত্রীঋষিঃ সূর্য্যাসাবিত্রী দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো নস্যদানে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদীর্ষ্বাতঃ পতিবতী হ্যেষা বিশ্বাবসুং ন মসাগিভীরীলে। অন্যামিচ্ছ পিতৃষদং ব্যক্তাং স তে ভাগো জনুষা তস্য বিদ্ধি। ওঁ উদীর্ষ্বাতো বিশ্বাবসো নমসেলামহে ত্বা। অন্যামিচ্ছ প্রকর্ব্যং সংজায়াং পত্যাসৃজ স্বাহা।" অতঃপর ওঁ গন্ধর্ব্বস্য বিশ্বাবসোর্মুখমসি।"—এই মন্ত্রে স্পর্শ করিবেন।

অনন্তর নিম্ন মন্ত্রদ্বয় পাঠ করত যোনিদ্বার বিদারণ করিবেন। যথা,—

বিষ্ণুর্যোনিমিতি মন্ত্রস্য বশিষ্ঠ ঋষির্লিঙ্গোক্তা দেবতানুষ্টুপ্ ছন্দো যোনিবিকাশে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু। আসিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দদাতু তে স্বাহা।" অনন্তর তাং পূষন্নিতি মন্ত্রস্য সূর্য্যাসাবিত্রী ঋষিঃ সূর্য্যাসাবিত্রী দেবতে পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দঃ পত্নীগমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ তাং পূষঞ্ছিবতমামেরয়স্ব যস্যাং বীজং মনুষ্যাবপন্তি। যান উরূ উশতী বিশ্রয়াতে যস্যামুশন্তঃ প্রহরামঃ শেপম্।" এই মন্ত্রে স্ত্রীগমন করিবে। রেতঃপাতাবসরে "হে অমুকে প্রাণে তে রেতো দধামি" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া "ওঁ ভূরগ্নিগর্ভা যথা দ্যৌরিতি মন্ত্রেণ গর্ভিণী। বায়ুর্যথা দিশাং গর্ভং এবং গর্ভং দধামি তে।" বলিয়া ভগাবলম্বন করিয়া—"ওঁ আপ ইদ্বা উ ভেষজীরাপো অমীবচাতনীঃ। আপঃ সর্ব্বস্য ভৈষজীস্তস্তে কৃণ্বন্তু ভেষজম্।" ইহা পাঠ করিয়া উপস্থ প্রক্ষালন করত "ওঁ হস্তাভ্যাং দশশাখাভ্যাং জিহ্বা বাচঃ পুরোগবী। অনাময়িত্নুভ্যাং ত্বা তাভ্যাং ত্বোপস্পৃশামসি।" এই বলিয়া যোনি প্রক্ষালন করিবে।

অনন্তর হস্ত পদ ধৌত করিয়া দুইবার আচমন করত "ওঁ সূর্য্যো নো দিবস্পাতু বাতো অন্তরীক্ষাৎ। অগ্নির্নঃ পার্থিবেভ্যঃ জোষা সবিতর্যস্য তে হরঃ শতং সবা অর্হতি। পাহি নো বিদ্যুতঃ পতন্ত্যাঃ। চক্ষুর্নো দেবঃ সবিতা চক্ষুর্ন

* এই কার্য্যে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ও হোমকার্য্য নাই। ইহাই গ্রন্থকারের মত

উত্ত পর্ব্বতঃ। চক্ষুর্দ্ধাতা দধাতু নঃ। চক্ষুর্নো ধেহি চক্ষুষে চক্ষুর্বিখ্যৈ তনূভ্যঃ সংচেদং বি চ পশ্যেম। সুসংদৃশং ত্বা বয়ং প্রতিপশ্যেম সূর্য্য বিপশ্যেম নৃচক্ষসঃ।” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া করযোড়ে সূর্য্যোপস্থান করিয়া পরবর্ত্তী মন্ত্রে অগ্নির উপস্থান করিবেন,—“ওঁ বধেন দস্যুং প্র হি চাতয়স্ব বয়ঃ কৃণ্বানস্তন্বেস্বায়ৈ। পিপর্ষি যৎ সহসস্ পুত্র দেবানৎসো অগ্নে পাহি নৃতমবাজে অস্মান্॥ বয়স্তে অগ্ন উক্‌থৈর্ব্বিধেম বয়ং হব্যৈঃ পাবক ভদ্রশোচে। অস্মে রয়িং বিশ্ববারং সমিন্বাস্মে বিশ্বানি দ্রবিণানি ধেহি। অস্মাকমগ্নে অধ্বরং জুষস্ব সহসঃ সূনো ত্রিষধস্থ হব্যম্। বয়ং দেবেষু সুকৃতঃ স্যাম শর্ম্মণা নস্ত্রিবরূথেন পাহি। বিশ্বানিনো ইতি মন্ত্রস্য ত্র্যাচর্য্য বসুশ্রুতঋষিরগ্নির্দ্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্ন্যুপস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিশ্বানি নো দুর্গহা জাতবেদঃ সিন্ধুং ন নাবা দুরিতাতি পর্ষি। অগ্নে অত্রিবন্নমসা গৃণানোঽস্মাকং বোধ্যবিতা তনূনাং। যস্ত্বা হৃদা কীরিণা মন্যমানোঽমর্ত্ত্যং মর্ত্ত্যো জোহবীমি। জাতবেদো যশোঽস্মাসু ধেহি প্রজাভিরগ্নে অমৃতত্বমশ্যাং যস্মৈ ত্বং সুকৃতে জাতবেদ উ লোকমগ্নে কৃণবঃ স্যোনং॥ অশ্বিনং স পুত্রিণং বীরবন্তং গোমন্তং রয়িং নশতে স্বস্তি। অগ্নিস্ত বিপ্রবস্তমং ভুবি ব্রহ্মাণমুত্তমং। অতূর্ত্তং শ্রাবয়ৎ পতিং পুত্রং দদাতি দাশুষে। অগ্নির্দ্দদাতি সৎপতিং সোসাহ যো যুবা নৃভিঃ। অগ্নিরত্যং রঘুস্যদং জেতারমপরাজিতম্॥” এই কার্য্য একবার মাত্র করিবে।

পুংসবন।

পুংসবন কার্য্যে চন্দ্রনামা অগ্নি স্থাপনীয়। গর্ভের তৃতীয় মাসে পুষ্যানক্ষত্রে পুংসবন কার্য্য কর্ত্তব্য। গর্ভিণী পূর্ব্বদিবস হবিষ্য করিবে। পর দিবস নিত্যক্রিয় পতি গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকা পূজা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া শুভ লগ্নে প্রাঙ্গণের ছায়ামণ্ডপে পূর্ব্বমুখে উপবিষ্ট হইয়া কর্ম্ম করিবেন। যথা,— উপলেপনাদি স্রুক্ স্রুব মেক্ষণ প্রতাপনান্ত কর্ম্ম করিয়া প্রাজাপত্য চরু প্রসাধন করিয়া অগ্নির নামকরণ ও আজ্যভাগান্ত কর্ম্ম করিবেন।

তদনন্তর মঙ্গলধ্বনি সহকারে বস্ত্র অলঙ্কারাদিতে ভূষিতা, ভগ্নাদিদোষ বর্জ্জিত-শরাবহস্তা, বাসুদেবের দ্বাদশ নামাঙ্কিত বস্ত্র দ্বারা রক্ষিতা, পত্নী পতির বামপার্শ্বে উপবেশনপূর্ব্বক দক্ষিণহস্ত প্রসারণ করিবে। তখন পতি তদুপরি দধি দিয়া দুইটী মাসকলাই ও একটী যব নিক্ষেপ করিয়া তিনবার জিজ্ঞাসা করিবেন,—“কিং পিবসি।” পত্নী “পুংসবনম্।” ইহা তিনবার বলিয়া উহা পান করিবেন, – এইরূপ বারত্রয় করিতে হয়।

তদনন্তর জীববৎস দম্পতি কর্ত্তৃক শিশিরপিষ্ট দূর্ব্বারসের দ্বারা পতি পত্নীর দক্ষিণ নাসাপুটে বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে নস্য প্রদান করিবেন,—"অগ্নিরেতু প্রথমো দেবতানাং সোঽস্যৈ প্রজাং মুঞ্চতু মৃত্যুপাশাৎ। তদয়ং রাজা বরুণোঽনুমন্যতাং যথেয়ং স্ত্রী পৌত্রমঘং ন রোদাৎ।"

অতঃপর পতি পত্নীকে স্পর্শ করিয়া নিম্নোক্ত ছয়টি মন্ত্রে চরুসাধনোক্ত-বিধানে পক্ব চরু দ্বারা ছয়বার হোম করিবেন,—"ব্রহ্মণাগ্নিরিতি ষড়র্চ্চস্য সাংখ্যঋষির্ব্রহ্মাগ্নী দেবতেঽনুষ্টুপ্ ছন্দঃ প্রধানচরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ব্রহ্মণাগ্নিঃ সবিদানো রক্ষোহা বাধতামিতঃ। অমীবা যস্তে গর্ভং দুর্ণামা যে নিমাশয়ে স্বাহা।—ইদমগ্নীব্রহ্মভ্যাম্॥ ১॥ ওঁ যস্তে গর্ভমমীবা দুর্ণামা যো নিমাশয়ে। অগ্নিষ্টং ব্রহ্মণা সহ নিষ্ক্রব্যাদমনীনশৎ স্বাহা।—ইদমগ্নীব্রহ্মভ্যাম্॥ ২॥ ওঁ যস্তে হন্তি পতয়ন্তন্নিষৎস্নুং যঃ সরীসৃপম্। জাতং যস্তে জিঘাংসতি তমিতো নাশয়ামসি স্বাহা। ইদং ব্রহ্মণে॥ ৩॥ ওঁ যস্ত ঊরু বিহরন্ত্যন্তরা দম্পতী শয়ে। যোনিং যোহন্তরারেঢ়ি তমিতো নাশয়ামসি স্বাহা। ইদমগ্নয়ে॥ ৪॥ ওঁ যস্ত্বা ভ্রাতা পতির্ভূত্বা জারো ভূত্বা নিপদ্যতে। প্রজাং যস্তে জিঘাংসতি তমিতো নাশয়ামসি স্বাহা। ইদং ব্রহ্মণে॥ ৫॥ ওঁ যস্ত্বা স্বপ্নেন তমসা মোহয়িত্বা নিপদ্যতে। প্রজাং জিঘাংসতি তমিতো নাশয়ামসি স্বাহা। ইদং ব্রহ্মণে॥ ৬॥"

তৎপরে নিম্নমন্ত্রে পত্নীর হৃদয়দেশ স্পর্শ করিবেন, "যস্তে সুসীম ইত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিশ্চন্দ্রো দেবতানুষ্টুপ্ ছন্দো হৃদয়ালভনে বিনিয়োগঃ। ওঁ যস্তে সুসীমে হৃদয়ে হিতমন্তঃ প্রজাপতৌ। মন্যেঽহং মাং তদ্বিদ্বাংসং মাহং পৌত্র-মঘন্নিয়াম্।"

পরে স্বীয় হস্ত দ্বারা পত্নীর সর্ব্বাঙ্গ মার্জ্জন করিবেন। মন্ত্র যথা, "অগ্নি-ভ্যামিতি ষড়স্যাস্য সূক্তস্য বিবৃহা ঋষির্যক্ষ্মো দেবতানুষ্টুপ্ ছন্দোঽঙ্গমার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। "ওঁ অক্ষিভ্যাং তে নাসিকাভ্যাং কর্ণাভ্যাং চিবুকাদধি। যক্ষ্মং শীর্ষণ্যং মস্তিষ্কা জিহ্বায়া বিবৃহামি তে। ওঁ ঊরুভ্যাং তে অষ্ঠীবদ্ভ্যাং পার্ষ্ণিভ্যাং প্রপদাভ্যাং যক্ষ্মং শ্রোণিভ্যাং ভাসদাদ্ভংসসো বিবৃহামি তে। ওঁ গ্রীবাভ্যস্ত উষ্ণিহাভ্যঃ কীকসাভ্যো অনূক্যাৎ। যক্ষ্মং দোষণ্যমংশাভ্যাং বাহুভ্যাং বিবৃহামি তে। ওঁ আন্ত্রেভ্যস্তে গুদাভ্যো বনিষ্ঠো হৃদয়াদধি। যক্ষ্মং মতস্নাভ্যাং যক্নঃ প্লাশিভ্যো বিবৃহামি তে। ওঁ মেহনাদ্বনং করণাল্লোমভ্যস্তে নখেভ্যঃ। যক্ষ্মং সর্ব্বস্মাদাত্মনস্তমিদং বিবৃহামি তে। ওঁ অঙ্গাদঙ্গাল্লোম্নোলোম্নো জাতং পর্ব্বণি পর্ব্বণি। যক্ষ্মং সর্ব্বস্মাদাত্মনস্তমিদং বিবৃহামি তে।"

অনন্তর চরুদ্বারা স্বিষ্টিকৃদ্ধোম ও ঘৃত দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত হোম সমাপন করিয়া দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবেন।

নবলোভন।

গর্ভের চতুর্থ মাসে জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত শুভদিবসে কৃতনিত্যক্রিয় পতি মাতৃকা পূজা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সম্পাদন করত প্রাঙ্গন বা ছায়ামণ্ডপে পূর্ব্বমুখ হইয়া আসনে উপবিষ্ট হইবেন। গর্ভিণী পুংসবনের ন্যায় বেশভূষাদি করিয়া পতির বামপার্শ্বে উপবিষ্টা হইলে পতি তাহাকে স্পর্শ করিয়া সমস্ত কার্য্য সমাপন করিবেন।

প্রথমতঃ উপলেপনাদি মেক্ষণ প্রতাপনান্ত কর্ম্ম করিয়া প্রাজাপত্য চরু প্রণয়ন করিয়া শোভননামা অগ্নি স্থাপন করত আঘার-আজ্য-ভাগান্ত কর্ম্ম করিবেন।

চরুহোমে মুষ্টিগ্রহণে দেবতার নাম যথা,—"প্রজাপতি ও বিষ্ণু। তৎপর চরু গ্রহণপূর্ব্বক "হিরণ্যগর্ভ ইত্যস্য হিরণ্যগর্ভ ঋষিঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দশ্চরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ। সদাধারঃ পৃথিবীং দ্যামুতে মাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম স্বাহা।—ইদং প্রজাপতয়ে॥ ১॥ "সংখ্যা ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো লিঙ্গোক্তা দেবতা প্রধানচরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ। যস্যচ্ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম স্বাহা।—ইদং হিরণ্যগর্ভায়॥ ২॥" "সহস্রশীর্ষেত্যস্য নারায়ণ ঋষিঃ পুরুষো দেবতানুষ্টুপ্ ছন্দশ্চরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং সর্ব্বতঃ স্পৃষ্ট্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্।—ইদমাদিপুরুষায় বিষ্ণবে॥ ৩॥ এই বলিয়া চরুহোম করিবেন।

অতঃপর বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিয়া গর্ভবতীর চতুর্দ্দিকে রক্ষা বিধান করিবেন—"ওঁ আয়ুষ্যং বর্চ্চস্যং রায়স্পোষমৌদ্ভিদং ইদং হিরণ্যং বর্চ্চস্ব জৈত্রায়া বিশতাদিমাম্।

তৎপরে চরু দ্বারা স্বিষ্টিকৃদ্ধোম ও আজ্য দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত হোম সমাপন করিয়া দক্ষিণাদান ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। পরে গর্ভবতী আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে।

সীমন্তোন্নয়ন।

সীমন্তোন্নয়নে মঙ্গল নামাগ্নি জানিবে। শুভ সময়ে প্রাঙ্গণে বা ছায়ামণ্ডপে পূর্ব্বমুখ হইয়া আসনে উপবিষ্ট হইয়া স্বস্তিবাচনাদি করত "অদ্যেত্যাদি-অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা মৎপত্ন্যা শ্রীঅমুকীদেব্যাঃ সীমন্তোন্নয়নকর্ম্মাঙ্গসত্রঙ্কক-হোমকর্ম্মাহং করিষ্যামি।" এইরূপ সঙ্কল্প করত উপলেপনাদি আজ্যভাগান্ত সমস্ত কর্ম্ম করিয়া (কুশণ্ডিকা দেখ) পরে গর্ভিণী পুংসবনোক্ত বেশভূষাদি করিয়া পতির বামপার্শ্বে বসিলে, পতি তাহাকে স্পর্শ করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করত অষ্টাহুতি প্রদান করিবেন।—"ধাতা দধাত্বিতিমন্ত্রস্য হিরণ্যগর্ভ ঋষি র্ধাতা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ধাতা দদাতু যে প্রাচীং জীবাতুমক্ষিতাম্। বয়ং দেবস্য ধীমহি সুমতী বাজিনীবতীং স্বাহা।—ইদং ধাত্রে॥ ১॥ হিরণ্যগর্ভ ঋষির্ধাতা দেবতানুষ্টুপ্ ছন্দঃ প্রধানা-জ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ধাতা প্রজানামুতবায় ঈশে ধাত্রেদং বিশ্বং ভুবনং প্রজানন্। ধাতাকৃষ্টীবনিমিষাভিচষ্টে ধাত্র ঈপ্সিব্যং ঘৃতবজ্জুহোতি স্বাহা।—ইদং ধাত্রে॥২॥ রাকাম ইতি মন্ত্রদ্বয়স্য গৃৎসমদ ঋষিঃ রাকা দেবতা জগতীচ্ছন্দঃ আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ রাকা মহং সুহবাং সুষ্টুতী হুবে শৃণোতু নঃ সুভগা বোধতু ত্মনা সীব্যত্বপঃ। সূচ্যা ছিদ্যমানয়া দধাতু বীরং শতদায় মুক্থ্যং স্বাহা।—ইদং রাকায়ৈ॥৩॥ ওঁ যাস্তে রাকে সুমতয়ঃ সুপেশসো যাভির্দ্দদাসি দাশুষে। বসূনি তাভির্নো অদ্য সুমনা উপাগহি সহস্রপোষং সুভগে ররাণা স্বাহা।—ইদং রাকায়ৈ॥ ৪॥ নেজমেষ ইতি ত্রয়াণাং বশিষ্ঠ ঋষির্বিষ্ণুর্দ্দেবতানুষ্টুপ্ ছন্দঃ আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ নেজমেষ পরাপত সুপুত্রঃ পুনরাপত। অস্যৈ মে পুত্রকামায়ৈ গর্ভ-মাধেহি যঃ পুমান্ স্বাহা। ইদং বিষ্ণবে॥ ৫॥ ওঁ যথেয়ং পৃথিবী মহ্যুত্তানা গর্ভমাদধে। এবং তং গর্ভমাধেহি দশমে মাস্যসূতবে স্বাহা।—ইদং বিষ্ণবে॥ ৬॥ ওঁ বিষ্ণোঃ শ্রেষ্ঠেন রূপেণাস্যাং নার্য্যাং গর্ভিণ্যাং পুমাংসং পুত্রমাধেহি দশমে মাসি সূতবে স্বাহা।—ইদং বিষ্ণবে॥ ৭॥ প্রজাপতি ইত্যস্য হিরণ্যগর্ভ ঋষিঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রজাপতেন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরিতা বভূব। যৎ কামাস্তে জুহুমস্তন্নোঽস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাং স্বাহা।—ইদং প্রজাপতয়ে॥ ৮॥"

অনন্তর পক্ব উড়ুম্বর-ফল-স্তবকযুগ্ম, শ্বেত শেজাকর কণ্টক তিনটী,

ইহার অভাব হইলে তিনটী পবিত্র, সূত্রদ্বারা বেষ্টিত করত একত্র করিয়া "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ" বলিয়া সীমন্ত তিনবার উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া দিবে। পরে "ওঁ সোমো ন রাজায় বতুমানুষীঃ প্রজা" এই মন্ত্র পাঠ করিবেন। অনন্তর "ওঁ নিবিষ্টচক্রাসি বৈ গঙ্গে নিবিষ্টচক্রাসি বৈ যমুনে।"—ইহা স্মরণ করিয়া পত্নীর কণ্ঠে সৌবর্ণ চক্রাদি বন্ধন করিয়া দিবেন। মন্ত্র যথা,—"ওঁ আয়ুষ্যং বর্চ্চসং রায়স্পোষ মৌদ্ভিদং। ইদং হিরণ্যং বর্চ্চস্ব জৈত্রায়াবিশতাদিমং।"

অতঃপর প্রায়শ্চিত্ত হোম সমাপন করিয়া দক্ষিণান্ত করত পতিপুত্রবতী নারীগণ যাহা যাহা বলিবেন—অর্থাৎ কুলাচার মতে যেরূপ বলিবেন, তাহা সম্পাদন করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন।

জাতকর্ম্ম।

জাতকর্ম্মে প্রগল্‌ভনামা অগ্নি। পুত্র জন্মিলে নাড়ীচ্ছেদ ও অন্য কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে পিতা উপলেপনাদি আজ্যভাগান্ত সমস্ত কুশণ্ডিকা (সাধারণ কুশণ্ডিকা দেখ) করিয়া বক্ষ্যমাণ পাঁচটি মন্ত্রে ঘৃত দ্বারা পাঁচটি আহুতি প্রদান করিবেন। ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা ॥ ১ ॥ ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা ॥২॥ ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা ॥৩॥ ওঁ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা ॥ ৪ ॥ ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা ॥৫॥ তৎপরে প্রদীপ বন্দনা করিয়া পুত্রমুখ দর্শন করত সবস্ত্র স্নান করিবেন।

অনন্তর কাংস্যপাত্রে মধু ও ঘৃত গ্রহণ করিয়া স্বর্ণশলাকাদি দ্বারা তাহা তুলিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করত কুমারের জিহ্বায় প্রদান করিবেন। যথা,—স্থতে দদামীত্যস্য প্রজাপতিঋর্ষিঃ কুমারো দেবতা ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো মধুঘৃতস্বর্ণপ্রাশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্থতে দদামি মধুনো ঘৃতস্য বেদং সবিতা প্রসূতং মোঘানাম্। আয়ুষ্মান্ গুপ্তো দেবতাভিঃ শতং জীব শরদো লোকেঽস্মিন্।"

অতঃপর কুমারের উভয় কর্ণের উপরে স্বর্ণ রাখিয়া "মেধাং তে দেব ইত্যস্য প্রজাপতিঋর্ষিলিঙ্গোক্তা দেবতানুষ্টুপ্‌ছন্দো মেধাজননে বিনিয়োগঃ। ওঁ মেধান্তে দেবঃ সবিতা মেধাং দেবী সরস্বতী। মেধান্তে অশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ।"—এই মন্ত্র অগ্রে দক্ষিণ কর্ণে, পরে বাম কর্ণে পাঠ করিবেন। পরে পুত্রের দক্ষিণ স্কন্ধে হস্ত দিয়া পাঠ করিবেন ;—ওঁ, অশ্মা ভবেত্যস্যাথর্ব্বণ-ঋষির্লিঙ্গোক্তা দেবতানুষ্টুপ্‌ছন্দোঽভিমর্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ অশ্মা ভব পরশুর্ভব হিরণ্যমমৃতং ভব। বেদো বৈ পুত্রনামাসি সংজীব শরদঃ শতম্॥"—এইরূপে পুত্রের বামস্কন্ধ ধারণ করিয়া ও পাঠ করিবেন।

তৎপরে সাবিত্রী নাড়ী ছেদন করত কুমারকে প্রক্ষালন করিয়া স্বর্ণোদক দ্বারা নিম্ন মন্ত্র পাঠ করত কুমারের জননীর দক্ষিণ স্তন প্রক্ষালন করিবেন। মন্ত্র যথা,—"ওঁ ইমাং কুমারো জরাং ধয়তু দীর্ঘমায়ুঃ প্রজীবসে। অস্মৈ স্তনৌ প্রযুজ্যা-না আয়ুর্ব্বর্চ্চো যশো বলম্।"—এই ক্রমে বাম স্তন ও ধৌত করিবেন। অনন্তর বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে কুমারের মুখে দক্ষিণ স্তন দান করিবেন, "ইন্দ্র শ্রেষ্ঠানীতি মন্ত্রস্য গৃৎসমদ ঋষিরিন্দ্রো দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো দক্ষিণস্তনদানে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইন্দ্র শ্রেষ্ঠানি দ্রবিণা বিধেহি চিত্তং দক্ষস্য সুভগত্বমস্মৈ পোষো রয়ীণামরিষ্ট-স্তনূনাং আত্মানং বাচঃ সুদিনত্বমহ্নাং।" পরে নিম্ন মন্ত্রে বালকের মুখে বামস্তন প্রদান করিবেন,—"অস্মৈ প্রযন্ধীতি মন্ত্রস্য কুশিক ঋষিরিন্দ্রো দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো বামস্তনদানে বিনিয়োগঃ। অস্মৈ প্রযন্ধি মঘবন্নৃজীষিবস্বিন্দ্র রায়ো বিশ্বরায়স্য দৃষ্টবঃ। অস্মৈ শতং শরদো জীব মেধা অস্মৈ বীরাঞ্ছশ্বৎ ইন্দ্রমিত্রিম্।"

গুপ্তনামকরণ।

কেহ জানিতে না পারে, এইরূপ ভাবে যে নামকরণ করা হয়, তাহাকে গুপ্ত নামকরণ বলে। পিতা যদি বিদেশবাসী হয়েন তবে পুত্রজন্ম সংবাদ শ্রবণান্তে স্বগৃহে আসিয়া জননাশৌচের পর পুত্রের মস্তক গ্রহণ করিয়া নিম্নমন্ত্র পড়িয়া মস্তকে দুইবার চুম্বন করিবেন।—"ওঁ অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়া দধি জায়সে। আত্মা বৈ পুত্রনামাসি সংজীব শরদঃ শতং।" তৎপরে প্রায়শ্চিত্ত হোমাদি সমস্ত কর্ম্ম বিধান ক্রমে সম্পাদন করিবেন।

প্রকাশ্য নামকরণ।

নামকরণে পার্থিবনামা অগ্নি স্থাপন করিতে হয়। পিতা স্নান করিয়া নিত্য ক্রিয়া সমাপনান্তে আচমন করিয়া গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকা পূজা, বসুধারা দান ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিয়া শুভকালে পূর্ব্বমুখ হইয়া আসনে উপবিষ্ট হইবেন। মাতা স্নানপূর্ব্বক মঙ্গলাচার-সম্পন্ন বালককে নব বস্ত্রে আচ্ছাদিত করত তাহার মস্তকে দূর্ব্বা ও আতপ তণ্ডুল প্রদান করিয়া ক্রোড়ে করত পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিবেন। পরে পিতা স্বর্ণ সংযুক্ত কুশদ্বারা তাম্র পাত্রস্থ জল লইয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে কুমারকে অভিষিক্ত করিবেন,—"ওঁ সমুদ্রজ্যেষ্ঠা ইতি মন্ত্রস্য বশিষ্ঠ ঋষিরাপো দেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দো মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সমুদ্রজ্যেষ্ঠাঃ সলিলস্য মধ্যাৎ পুনানায়ন্ত্যনিবিশমানাঃ। ইন্দ্রো যা বজ্রী বৃষভোররাদ তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু। ওঁ যা আপো দিব্যা উতবা স্রবন্তি খনিত্রিমা উতবা যা স্বয়ং যাঃ

পাবকাস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু। ওঁ যাসাং রাজা বরুণো যাতি মধ্যে সত্যা-নৃতেহবপশ্যঞ্জনানাং মধুশ্চ্যুতঃ শুচয়ো যাঃ পাবকাস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু॥ ওঁ যাসু রাজা বরুণো যাসু সোমো বিশ্বেদেবা যা ঊর্জ্জং মদন্তি। বৈশ্বানরো যাস্বগ্নিঃ প্রবিষ্টাস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু॥ আপো হিষ্ঠেতিত্র্যচ্চ্স্য সিন্ধু-দ্বীপ ঋষিরাপোদেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপো হিষ্ঠা ময়ো ভুবস্থান ঊর্জ্জে দধাতন। মহেরণায় চক্ষসে। ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তে হ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ। ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ আপো জনয়থা চ নঃ॥ দেবস্য ত্বা সবিতুরিত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিঃ সবিতা-শ্বিপূষাণো দেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দো মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেহশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাম্। অপ নঃ শোশুচদঘমিত্যষ্টর্চ্চস্য কুৎস ঋষিঃ শুচিরগ্নির্দ্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অপ নঃ শোশুচদঘমগ্নে শুশুগ্ধ্যা রয়িম্। অপ নঃ শোশুচদঘং। ওঁ সুক্ষেত্রিয়া সুগাতুয়া বসূয়া চ যজামহে। অপ নঃ শোশুচদঘং। প্রযদ্ভন্দিষ্ঠ এষাং প্রাস্মাকাশশ্চ সূরয়ঃ। অপ নঃ শোশুচদঘং। সূরয়ো জায়েমহি প্রতেবয়ং। অপ নঃ শোশুচদঘং। ওঁ প্রযদগ্নেঃ সহস্বতো বিশ্বতোযন্তি ভানবঃ। অপ নঃ শোশুচদঘম্। ওঁ ত্বং হি বিশ্বতো মুখো বিশ্বতঃ পরিভূরসি অপ নঃ শোশুচদঘং। ওঁ দ্বিষো নো বিশ্বতোমুখাতি নাবেব পারয়। অপ নঃ শোশুচদঘং। ওঁ স নঃ সিন্ধুমিব নাবয়াতি বর্ষা স্বস্তয়ে। অপ নঃ শোশুচদঘম্॥

অতঃপর উপলেপনাদি আজ্যভাগান্ত কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে পাঁচটী আহুতি দিবে। যথা,—'অগ্নয়ে স্বাহা।—ইদমগ্নয়ে ॥১॥ ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা। ইদমিন্দ্রায় ॥২॥ ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা।—ইদং প্রজাপতয়ে॥৩॥ ওঁ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা—ইদং বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ॥৪॥ ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা।—ইদং ব্রহ্মণে॥৫॥" অতঃপর উত্তরশিরা বালককে নাম করণার্থ ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া মঙ্গলবাদ্যধ্বনি সহকারে উহার দক্ষিণ কর্ণে "অমুকদে-বশর্ম্মাসি।" এইরূপে নাম বলিয়া কুমারের মাতাকে বলিবেন, "শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মায়ন্তে পুত্রঃ।" পরে মাতৃক্রোড়ে কুমারকে প্রত্যর্পণ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত হোম ও স্বিষ্টিকৃদ্ধোম করত দক্ষিণা দান ও অচ্ছিদ্রাবধারণ প্রভৃতি করিবেন।

নিষ্ক্রামণ।

পিতা নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকাপূজা, বসুধারা দান ও বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ করিয়া বিষ্ণুধর্ম্মোক্ত বক্ষ্যমাণ মন্ত্রদ্বারা তত্তদ্দেবতার পূজা করিবেন। যথা—"ওঁ যত ইন্দ্র ভয়ামহে ততো নোঽভয়ং কৃধি। মঘবন্ সগ্ধিতব তন্ন উতিভির্ব্বিদ্বিষো জহি। ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ॥ ওঁ অগ্নিং দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসম্। অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুম্। ওঁ অগ্নয়ে নমঃ॥—ওঁ যমায় সোমং সুনুত যমায় জুহুতাহবিঃ। যমং হ যজ্ঞং গচ্ছত্যগ্নিদূতো অরং কৃতঃ। ওঁ যমায় নমঃ॥ ওঁ মোষুণঃ পরাপরানির্ঋতির্দুর্হণাববীৎ। পদীষ্ট তৃষ্ণয়া সহ। ওঁ নির্ঋতয়ে নমঃ॥ ওঁ তত্বাযামি ব্রহ্মণাবন্দমানস্তদা শাস্তে যজমানো হবির্ভিঃ। অহেনমানো বরুণেহ বোধ্যরুশংস মানমায়ুঃ প্রমোষীঃ। ওঁ বরুণায় নমঃ॥ ওঁ তব বায়বৃতা-পতে ত্বষ্টুর্যামাতরদ্ভুতস্য। অথাস্যা বৃণীমহে। ওঁ বায়বে নমঃ॥ ওঁ সোমং ধেনু সোমংর্ব্বন্ত মাশুংসোমোবীরং কর্ম্মণ্যং দদাতি। সাদন্যং বিতথ্যং সভেয়ং পিতৃশ্রবণং যো দদাস দস্মৈ। ওঁ সৌমায় নমঃ॥ ওঁ তমীশানং জগতস্তস্থুষস্পতিং ধিয়ং জিম্নমবসে হূমহেবয়ম্। পূষাণো যথাবেদসামসদ্বৃধে রক্ষিতাপায়ুরদব্ধঃ স্বস্তয়ে। ওঁ ঈশানায় নমঃ॥ ওঁ ব্রহ্মযজ্ঞানাং প্রথমং পুরস্তাদ্বিসীমতঃ সুরুচো-বেণ তাবঃ। সবুধ্ন্যা উপমা অস্য বিষ্ঠামসতশ্চযোনি সতশ্চরিতঃ। ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ॥ ওঁ কালিকো নাম সর্পো নবনাগসহস্রবলঃ। যমুনাহ্রদে সো জাতো-ঽয়ং নারায়ণবাহনঃ। যদি কালিকদূতস্য যদি বা কালিকাদ্ভয়ং। জন্মভূমি-পরিক্রান্তো নির্ব্বিষো যাতু কালিকঃ। ওঁ অনন্তায় নমঃ॥ ওঁ স্যোনা পৃথিবীনো ভবানৃক্ষরাণিবেশনী। যৎসানঃ শর্ম্ম সপ্রথাঃ। ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ॥ ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমন্বারভামহে। আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্। প্রজাবন্তঃ সচেমহি। ওঁ সোমায় নমঃ॥ ওঁ আকৃষ্ণেণ রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ। হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনাদেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্। ওঁ সবিত্রে নমঃ। ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্। ওঁ বাসুদেবায় নমঃ॥ ওঁ আদিবপ্রত্নস্য রেতসো জ্যোতিঃ পশ্যন্তি বাসরম্। পরো যদিধ্যতে দিবা। ওঁ গণেশায় নমঃ।"

অতঃপর মাতা শুভ লগ্নসময়ে নূতন বস্ত্রাচ্ছাদিত উত্তরশিরস্ক কুমারকে ক্রোড়ে লইয়া পতির দক্ষিণে দাঁড়াইয়া মঙ্গল বাদ্য সহকারে পতির ক্রোড়ে পুত্রকে অর্পণ করিবেন।

পিতা পুত্রকে গ্রহণার্থ বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—

"স্বস্তিনোমিমীতামিতি সপ্তর্চ্চস্য সূক্তস্য স্বস্ত্যাত্রেয়শ্যাবাশ্বঋষির্বিশ্বেদেবাদেবতাস্তিস্র আদ্যাস্ত্রিষ্টুভো মধ্যে দ্বে অনুষ্টুভাবন্ত্যে দ্বে ত্রিষ্টুভৌ কুমারগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বস্তি নোমিমীতা মশ্বিনাভগঃ স্বস্তি দেব্যদীতেরনর্ব্বণঃ স্বস্তি পূষা অসুরো দধাতু নঃ স্বস্তি দ্যাবা পৃথিবী সুচেতনা। বায়ুমুপক্রবামহৈ। সোমং স্বস্তি ভুবনস্যয়স্পতিঃ। বৃহস্পতিং সর্ব্বগণং স্বস্তয়ে স্বস্তয় আদিত্যাসো ভবন্তু নঃ। বিশ্বেদেবা নো অদ্যাঃ স্বস্তয়ে। বৈশ্বানরো বসুরগ্নিঃ স্বস্তয়ে দেব অবন্তু ঋভবঃ স্বস্তয়ে স্বস্তি নো রুদ্রঃ পাত্বংহসঃ। স্বস্তি মিত্রাবরুণা স্বস্তি পথ্যেরেবতি স্বস্তি ন ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ স্বস্তি নো অদিতয়ে কৃধি। স্বস্তি পন্থা মনুচরেম সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিব। পুনর্দ্দদতা ঘ্নতা জানতা সঙ্গমেমহি। স্বস্ত্যয়নং তার্ক্ষ্যমরিষ্টনেমিং মহদ্ভূতং বায়সং দেবানাং। অসুরঘ্নমিন্দ্রসখং সমুৎসুর্ব্বহদ্যশো নাবমিবারুহেম। অংহোমুচমাঙ্গিরসং গয়ঞ্চ স্বস্ত্যাত্রেয়ং মনসা চ তার্ক্ষ্যং। প্রয়তপাণিঃ শরণং প্রপদ্যে। স্বস্তি সম্বাধে স্বভয়ং নোঽস্তু।" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া কুমারকে অঙ্কে গ্রহণ করত অপ্রতিরথ সূক্ত পাঠ করিবেন। যথা,—"আশুঃ শিশান ইতি ত্রয়োদশর্চস্য সূক্তস্য পৈন্দ্রঋষির্নিঙ্গোক্তা দেবতাত্রিষ্টুপ্ছন্দোঽন্ত্যায়া অনুষ্টুপ্ছন্দো অপ্রতিরথজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ আশুঃ শিশানো বৃষভোন ভীমঘনাঘনঃ ক্ষোভণশ্চর্ষণীনাং। সংক্রন্দনোনিমিষ একবীরঃ শতং সেনা অজয়ৎ সাকমিন্দ্রঃ॥ সংক্রন্দনেনানিমিষেণ জিষ্ণুনায়ুৎকারেণ দুশ্চ্যবনেন ধৃষ্ণুনা। তদিন্দ্রেন জয়ত তৎসহধ্বং যুধোব ইষুহস্তেন ধৃষ্ণা। স ইষুহস্তৈঃ স নিষঙ্গিভির্ব্বশীসংস্রষ্টাসযুধ ইন্দ্রোগণেনঃ। সংসৃজিৎসোম পয়োহশর্দ্ধ্যূগ্রধন্বা প্রতিহিতাভিরস্তা। বৃহস্পতে পরিদীয়ারথেন রক্ষোহামিত্রাং অপবাধমানঃ। প্রভঞ্জন্ সেনাপ্রমৃণো যুধাজয়ন্নস্মাকমেধ্যবিতা রথানাং। বলবিজ্ঞায় স্থবিরঃ প্রবীরঃ সহস্বান্ বাজীন্ সহমান উগ্রঃ। অভিবীরো অভিসত্বা সহোজাজৈত্রমিন্দ্ররথমাতিষ্ঠ গোবিৎ। গোত্রভিদং গোবিদং বজ্রবাহুং বজন্তমজ্ম প্রমৃণন্তমোজসা। ইমং সজাতা স্বনুবীরমধ্বমিন্দ্রং সখায়ো অনুসংরভধ্বম্। অভিগোত্রাণি সহসা গাহমানো দয়োবীরঃ শতমন্যুরিন্দ্রঃ। দুশ্চ্যবন পৃতনাষাড় যুধ্যোঽস্ময়ং অস্মাকং সেনা অবতু প্রযুৎস্বঃ। ইন্দ্র আসাং নেতা বৃহস্পতির্দ্দক্ষিণযজ্ঞঃ পুরএতু সোমঃ। দেবসেনা নামভঞ্জতানাং জয়ন্তীনাং মরুতোয়ন্দ্বগ্রং ইন্দ্রস্য বৃষ্ণো বরুণস্য রাজ্ঞঃ আদিত্যাভ্যাং মরুতাং শর্দ্ধ উগ্রম্। মহামনসাং ভুবনশ্চ্যবানাং ঘোষো দেবানাং জয়ত্রামুদস্থাৎ। উদ্ধর্ষয় মঘবান্নায়ুধান্যুৎ সত্বানাং মামকানাং মনাংসি। উদ্বৃত্রহন্বাজিনাং ন্যদ্রথানাং জয়তাং যন্তুঘোষামস্মাকমিন্দ্রঃ সমিতেষু ধ্বজেষ্বাকং যা ইষবস্তা জয়ন্তু।

অস্মাকং বীরা উত্তরে ভবন্ত্বস্মাহতদেবা অবতাং হবেষু। অমীষাং চিত্তং প্রচিত্তং প্রতিলোভয়ন্তী গৃহাণাঙ্গান্যগ্রে দবেহি। অভিপ্রেহি নির্দ্দহহৃৎ স্বশোকৈরন্ধেনামিত্রাস্তমসাসতন্ত্রী শ্বেতাজয়ন্তা স ব ইন্দ্রো বঃ শর্ম্ম যচ্ছতু। উগ্রাবঃ সন্তু বাহবো অনাধৃষ্যা যথাসথঃ।"

তৎপরে বিষ্ণুধর্ম্মোক্ত বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা,—ওঁ অসৌ যো সেনামরুতঃ পরেষামভ্যেতি ন তু অসাম্পর্দ্ধমানা। তাং গৃহ্ত তমসাপব্রতেন যথা মিমস্তোঽন্যং জনানাং। অন্ধা অমিত্রাভবতো শীর্ষাণা অহয় ইব। তেষাং বো অগ্নিদংষ্ট্রাণাং ইন্দ্রো হন্তু বয়ং বয়ম্। ততস্তত্র পঠেন্মন্ত্রং যত্তদ্রামানিবেদ মে। চন্দ্রার্কয়োর্দ্দিগীশানাং বিশাঞ্চ গগনস্য চ। নিক্ষেপার্থমহং দদ্মি তে মে রক্ষন্তু সর্ব্বদা। অপ্রমত্তং প্রমত্তং বা দিবারাত্রমথাপি বা। রক্ষন্তু সর্ব্বতঃ সর্ব্বে দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ॥"

অনন্তর ব্রাহ্মণ, সুহৃৎ ও পুত্রবতী নারীগণে পরিবৃত হইয়া মঙ্গলধ্বনি সহকারে কুমারের মুখ বস্ত্রাচ্ছাদিত করত বাহিরে গমন করিবে ও পূর্ব্বাভিমুখে দাঁড়াইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে কুমারের মুখের বস্ত্র অপসারণ করিয়া সূর্য্য দর্শন করাইবেন। যথা,—"তচ্চক্ষুরিতিমন্ত্রত্রয়স্য বশিষ্ঠঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ কুমারস্য সূর্য্যদর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ তচ্চক্ষুর্দ্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরৎ। পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং নন্দাম শরদঃ শতং মোদামঃ শরদঃ শতং ভবাম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ শতং প্রব্রবাম শরদঃ শতং প্রভীতাঃ স্যাম শরদঃ শতম্।"

বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিয়া সূর্য্যার্ঘ্য দান করিবেন।—"আকৃষ্ণেনেত্যস্য হিরণ্যস্তূপ ঋষিঃ সবিতা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যার্ঘ্যদানে বিনিয়োগঃ। ওঁ আকৃষ্ণেণ রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনাদেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্।"

তৎপরে পতি পত্নীকে পুত্র প্রদান করিবেন। কুমারের মাতা পতিপুত্রবতী নারীগণে পরিবৃতা হইয়া মঙ্গলধ্বনি সহকারে স্বীয় গৃহে কুমারকে লইয়া গমন করিবেন। অতঃপর পিতা শাট্যায়ন হোমাদি উদীচ্য কর্ম্ম সমাপন করিয়া দক্ষিণাদানাদি কার্য্য সম্পাদন করিবেন।

অন্নপ্রাশন।

অন্নপ্রাশন কার্য্যে শুচিনামক অগ্নি স্থাপন করিতে হয়। পিতা নিত্যক্রিয়া

সমাপন করিয়া ষোড়শ মাতৃকা পূজা, বসুধারা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ প্রভৃতি কর্ম্ম সমাপনান্তে "ওঁ ব্রহ্মযজ্ঞানাং প্রথমং পুরস্তাদ্বিবীমতঃ সুরুচোবেন আবঃ। সবুধ্ন্যা উপমা অস্য বিষ্ঠাঃ সতশ্চ যোনিমসতশ্চ বিবঃ। ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ॥ ১॥ ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্। উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয়মামৃতাৎ। ওঁ ত্র্যম্বকায় নমঃ॥ ২॥ ওঁ বষট্‌তে বিষ্ণবাস আকৃণোমি তন্মে জুষস্ব শিপিবিষ্টহব্যং। বর্দ্ধং কৃত্বা সুষ্টুতয়োগিরো মে যূয়ং পাতিস্বস্তিভিঃ সদা নঃ। ওঁ বিষ্ণবে নমঃ॥ ৩॥ ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্ণ্যং ভবা বা যস্য সঙ্গথে। ওঁ সোমায় নমঃ॥ ৪॥ ওঁ আকৃষ্ণেণ রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ। হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনাদেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্। ওঁ সবিত্রে নমঃ॥ ৫॥ ওঁ যত ঈন্দ্র ভয়ামহে ততো নো অভয়ং কৃধি। মঘবন্ শগ্ধিতব তন্ন ঊতিভির্ব্বিদ্বিষো বিমৃধো জহি। ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ॥ ৬॥ ওঁ অগ্নিং দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসং অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুম্। ওঁ অগ্নয়ে নমঃ॥৭॥ ওঁ যমায় সোমং সনুতয়মায় জুহুতাহবিঃ। যমং হ যজ্ঞং গচ্ছত্যগ্নিদূতো অরং কৃতঃ। ওঁ যমায় নমঃ॥ ৭॥ ওঁ যোবুণঃ পরাপরানির্ঋতির্হনাবধীং। পদীষ্টতৃষ্ণয়া সহ। ওঁ নির্ঋতয়ে নমঃ॥ ৮॥ ওঁ তত্ত্বায়ামি ব্রহ্মণা বন্দমানস্তদা শাস্তে যজমান হবির্ভিঃ। অহেনমানো বরুণে হবোধ্যরুশং সমানমায়ুঃ প্রমোষীঃ। ওঁ বরুণায় নমঃ॥ ৯॥ ওঁ তব বায় বৃহস্পতে ত্বষ্টর্যামাতভুত অবাস্যা বৃণীমহে। ওঁ বায়বে নমঃ॥ ১০॥ ওঁ সোমো ধেনুং সোমো বারং কর্ম্মণ্যং দদাতি। সাদন্যং বিতথ্যং সভেয়ং পিতৃশ্রবণং যো দদাদস্মৈ। ওঁ সোমায় নমঃ॥ ১১॥ ওঁ তমীশানং জগতস্তস্থুষস্পতিং ধিয়ং জিন্নমবসে ভূমহে বয়ম্। পূষাণো যথা বেদ সামসদ্বৃধেক্ষিতা পায়ুরদধঃ স্বস্তয়ে। ওঁ ঈশানায় নমঃ॥ ১২॥ ওঁ ব্রহ্মহজ্ঞানাং প্রথমং পুরস্তাদ্বিবীমতঃ সুরুচোবেন আবঃ। সবুধ্ন্যা উপমা অস্য বিষ্টাঃ সতশ্চ যোনি মসতশ্চ বিবঃ। ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ॥১৩॥ ওঁ কালিকো নাম সর্পো নবনাগসহস্রবলঃ। যমুনাহ্রদেশো জাতোহয়ং নারায়ণবাহনঃ। যদি কালিকাদূতস্য যদি বা কালিকাদ্ভয়ং। জন্মভূমিপরিক্রান্তো নির্ব্বিষো যাতু কালিকঃ। ওঁ অনন্তায় নমঃ॥ ১৪॥ ওঁ স্যোনা পৃথিবী লোভবানৃক্ষরাণিবেশনী। যৎসানঃ শর্ম্মসপ্রথাঃ। ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ॥ ওঁ দিগ্‌ভ্যো নমঃ॥ ১৬॥" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রত্যেকের পূজা করিবে।

অনন্তর পিতা উপলেপনাদি আজ্যভাগান্ত কর্ম্ম করিয়া ব্রহ্মাদির উক্ত মন্ত্রে হোম করিবেন। হোমকালে "নমঃ" স্থলে "স্বাহা" বলিতে হইবে। তৎপরে নিম্ন লিখিত মন্ত্রে নিম্নলিখিত দেবতাগণকে এক এক বার ঘৃতাহুতি দিবেন,—"ওঁ

অগ্নয়ে স্বাহা।—ইদমগ্নয়ে। ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা।—ইদমিন্দ্রায়। ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা।—ইদং প্রজাপতয়ে।—ওঁ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা।—ইদং বিশ্বেভ্যঃ দেবেভ্যঃ। ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা।—ইদং ব্রহ্মণে।

অতঃপর প্রায়শ্চিত্তহোম ও স্বিষ্টিকৃদ্ধোম সমাপন করিবেন। তৎপর কুমারের মাতা সুস্নাত ও অলঙ্কৃত কুমারকে ক্রোড়ে করিয়া পতির বামপার্শ্বে উপবিষ্টা হইবেন। পরে চতুর্ব্বিধ অন্নব্যঞ্জনাদি পাত্রে করিয়া আনয়ন করিলে পিতা আচমনপূর্ব্বক স্বস্তিবাচন করিয়া দধিঘৃতমধুক্ষীরযুক্ত অন্ন নিম্ন লিখিত মন্ত্রে কুমারের মুখে প্রদান করিবেন,—"অন্নপতে অন্নস্যেতস্য বিশ্বামিত্রঋষিরগ্নির্দ্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঽন্নপ্রাশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ "অন্নপতেঽন্নস্য নো দেহ্যনমীবস্য শুষ্মিণঃ। প্রদাতারং তারিষ ঊর্জ্জন্নো ধেহি দ্বিপদেশং চতুষ্পদে।" অনন্তর বালকের মাতা ও অন্নব্যঞ্জনাদি কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া কুমারের মুখে প্রদান করিলে পিতা আচমন করাইয়া মুখে তাম্বূল রস প্রদান করিবেন এবং তৎপর বালকের মাতৃ-অঙ্কে প্রদান করিবেন।

তৎপরে কুলাচারনিয়মানুসারে স্বর্ণ, ধান্য ও শাস্ত্র গ্রন্থ প্রভৃতি দিয়া জীবিকা নির্ব্বাহের লক্ষণ দর্শন করিবেন। এই সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে বালক প্রথম যাহা গ্রহণ করিবে, তদ্দ্বারাই তাহার জীবিকা হইবে।

চূড়াকরণ।

চূড়াকরণ সংস্কারে সত্যনামা অগ্নি স্থাপন করিতে হয়। পিতা প্রাতঃকালে নিত্য-ক্রিয়া সমাপন করিয়া, গৌর্য্যাদি ষোড়শমাতৃকার পূজা, বসুধারা দান, আয়ুষ্য সূক্ত জপ ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ নির্ব্বাহ করিবেন। পরে ছায়ামণ্ডপে আলেপনাদি লিখিত বেদিকামধ্যে সপল্লবজলপূর্ণ কুম্ভ স্থাপন করিবেন। অনন্তর মঙ্গল বাদ্য বাদিত করিয়া পিতা পূর্ব্বাভিমুখে উপবিষ্ট হইয়া কার্য্য করিবেন। মাতা ও কুমারকে ক্রোড়ে করিয়া পতির বামপার্শ্বে উপবেশন করিবেন। পিতা উপলেপনাদি আজ্যভাগান্ত কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া অগ্নির উত্তরদেশে আস্তীর্ণ কুশোপরি ব্রীহি, যব, মাষ ও তিলপূর্ণ শরাব চতুষ্টয়, এবং বৃষগোময়, শমীপত্র, শীতোষ্ণোদক ও নবনীতপূর্ণ পঞ্চশরাব অগ্নির পশ্চিমে মাতার নিকটে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে স্থাপন করিয়া মাতার দক্ষিণ দিকে পিতা একবিংশতি কুশ-পিঞ্জলী স্থাপন করিবেন। পরে পিতা কুমারের সহিত সংস্পৃষ্ট হইয়া নিম্ন লিখিত

চারিটী মন্ত্রে অগ্নিতে চারিটি ঘৃতাহুতি দিবেন,—"অগ্ন আয়ুংষীতি ত্র্যর্চস্য শতং বৈখানসা ঋষয়োঽগ্নিঃ পবমানো দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দ আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্ন আয়ুংষি পবস্ব আসুবোর্জ্জমিষঞ্চনঃ। আরে বাধস্ব দুচ্ছুনাং স্বাহা।—ইদমগ্নয়ে পবমানায় ॥ ১ ॥ ওঁ অগ্নির্ঋষিঃ পবমানঃ পাঞ্চজন্যঃ পুরোহিতঃ। তমীমহে মহাগয়ং স্বাহা।—ইদমগ্নয়ে পবমানায় ॥ ২ ॥ ওঁ অগ্নে পবস্ব স্বপা অস্মেবর্চঃ সুবীর্য্যং দধদ্রয়িং ময়ি পোষং স্বাহা।—ইদমগ্নয়ে পবমানায় ॥ ৩ ॥ প্রজাপত ইত্যস্য হিরণ্যগর্ভ ঋষিঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দ আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রজাপতেন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বাজাতানি পরিতা বভূব। যৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাং স্বাহা।—ইদং প্রজাপতয়ে ॥ ৪ ॥"

তদনন্তর তিনটি শ্বেত শেজারুর কাঁটা দ্বারা কুমারের কেশার্দ্ধ দক্ষিণ কর্ণোপরি এবং অর্দ্ধ বাম কর্ণোপরি স্থাপন করিয়া দক্ষিণস্থ ভাগকে চারি ভাগ করিবে। তৎপরে কুমারের পশ্চিম দিকে থাকিয়া শীতোষ্ণজলপূর্ণ শরাবদ্বয় উভয় হস্তে লইয়া অন্য পাত্রে বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পড়িয়া মিশ্রিত করিবে ; যথা,—"ওঁ উষ্ণেন বায় উদকেনৈহি ।"

অনন্তর কিঞ্চিৎ জল ও নবনীত গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা কুমারের দক্ষিণ কেশভাগের উপর নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া তিনবার আর্দ্র করিবেন ; যথা,—"অদিতিঃ কেশানিত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিরদিতিরাপশ্চ দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ অদিতিঃ কেশান্ বপত্বাপ উন্দন্তু মেদসে দীর্ঘায়ুষ্ট্বায় বলায় বর্চ্চসে।"

অতঃপর পিতা তিনটি কুশপিঞ্জলি গ্রহণ করিয়া কুমারের সেই কেশভাগে পশ্চিমাগ্র করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক স্থাপন করিবেন।—"ওষধে ইত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিরোষধির্দ্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ওষধে ত্রায়স্বৈনম্।"

অতঃপর দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তাম্রক্ষুর গ্রহণ পূর্ব্বক "স্বধিতে ইত্যস্য প্রজাপতি-ঋষিঃ স্বধিতির্দ্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বধিতে মৈনং হিংসীঃ।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া উক্ত আর্দ্র কেশস্থান পীড়ন করিবেন। পরে লৌহক্ষুর গ্রহণ করত "ওঁ যেন ভূয়শ্চ রাত্র্যাং জ্যোক্ চ পশ্যতি সূর্য্যং তেন তে আয়ুষ বপামি সুশ্লোক্যায় স্বস্তয়ে।"—এই মন্ত্র পাঠ করত দর্ভপিঞ্জলি সহ কেশ ছেদন করত পূর্ব্বাগ্র করিয়া শমীপত্রসহ কুমারের মাতার হস্তে প্রদান করিবেন

এবং মাতা তাহা গোময় পূর্ণ শরাবে নিক্ষেপ করিবেন। এইরূপ পুনরায় "ওঁ উষ্ণেন বায় উদকেনৈহি" বলিয়া উদক মিশ্রণ করিয়া কিঞ্চিৎ মিশ্রিত জল ও নবনীত গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ব মন্ত্রে দ্বিতীয় কেশভাগ ক্লেদন, দর্ভপিঞ্জলি স্থাপন, পীড়ন, ছেদন ও গোময় শরাবে স্থাপন এবং পুনরপি ঐরূপে তৃতীয় কেশভাগ ও চতুর্থ কেশভাগে ক্লেদনান্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া পূর্ব্বস্থাপিত অপরভাগ চতুষ্টয়ে এইরূপ কার্য্য করিয়া ছেদন ও স্থাপন করিবেন।

অনন্তর পিতা নিম্ন মন্ত্র পাঠ করত অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি যোগে ক্ষুরধার মার্জ্জনা করিবেন।—"যৎক্ষুরেণেত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিঃ ক্ষুরো দেবতা ক্ষুরধার-মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ যৎক্ষুরেণ মার্জ্জয়তা সুপেশসা বপ্তা বপসি কেশান্ ছিন্দি শিরোমাস্যায়ুঃ প্রমোষীঃ।" অতঃপর নাপিতকে ক্ষুর প্রদান করিয়া বলিবেন।—"শীতোষ্ণাভিরদ্ভিরব্যর্থং কুর্ব্বাণোঽক্ষুণ্বন্ কুমারং কুশলীকুরু।" নাপিত বলিবে,—"করবাণি।"

অতঃপর নাপিত অগ্নিসমীপে কুমারের সমস্ত কেশ মুণ্ডন করিবে। পরে পতি-পুত্রবতী নারীগণ কুমারকে মঙ্গলাচার সহকারে স্নান করাইয়া অলঙ্কার দ্বারা বিভূষিত করত কর্ণবেধ করাইয়া মাতৃক্রোড়ে দান করিবেন।

তদনন্তর পিতা প্রায়শ্চিত্ত হোম ও স্বিষ্টকৃদ্ধোম সমাপন করত দক্ষিণা দান ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন।" নাপিতকে ব্রীহি যবাদি পূরিত শরাব-চতুষ্টয় দান করিতে হয় এবং কেশসমূহ বাঁশবনে বা শুচি-প্রদেশে নিক্ষেপ করিতে হয়।

উপনয়ন।

এই উপনয়ন-সংস্কারে সমুদ্ভবনামক অগ্নিস্থাপন করা বিধি। পিতা নিত্যক্রিয়াদি সমাপনান্তে গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকা পূজা, বসুধারা দান, আয়ুষ্য সূক্ত জপ এবং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সমাপন করিবেন। মাণবক শিখা ধারণ করত ক্ষৌরাদি কার্য্য সম্পাদন করাইয়া স্নান করিবে এবং স্নানান্তে ক্ষৌম বস্ত্র বা গৈরিকাদি-রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিবে। পরে পিতা উপলেপনাদি মেক্ষণ সংস্কারান্ত কর্ম্ম সমাধান করিয়া (সাধারণ কুশণ্ডিকা দেখ) যথাবিধি চরুপাক করিবেন। প্রথমতঃ "সদসস্পতয়ে ত্বা জুষ্টং গৃহ্নামি। ওঁ সদসস্পতয়ে ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামি। ওঁ সদসস্পতয়ে ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষয়ামি। এইরূপে গায়ত্র্যৈ,

ঋষিভ্যঃ, ব্রহ্মণে।" এই বলিয়া তণ্ডুল গ্রহণ করিয়া প্রক্ষোটনাদি পাকান্ত কার্য্য যথাবিধি শেষ করিয়া চরু নামাইবে।

অনন্তর অগ্নির নামকরণাদি আজ্যভাগান্ত সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া এক-ত্রিদণ্ডী যজ্ঞোপবীত বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে দক্ষিণ স্কন্ধাবলম্বন ভাবে মাণবকের বামস্কন্ধে দিবেন। যথা,—"যজ্ঞোপবীতমন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরা দেবতা যজ্ঞোপবীতধারণে বিনিয়োগঃ। ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং বৃহস্পতের্যৎ সহজং পুরস্তাৎ। আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ।" অতঃ-পর কৃষ্ণসারাজিনসহ উত্তরীয় উপবীত নিম্নমন্ত্রে প্রদান করিবেন।—"ওঁ প্রজাপ-তির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ কৃষ্ণাজিনং দেবতা কৃষ্ণাজিনপরিধাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ মিত্রস্য চক্ষুর্ধ্রুবনং বলীয়স্তেজো যশস্বি স্থবিরং সমৃদ্ধম্। অনাহমস্তু বসনং স্থবিরং যবিষ্ঠং পবীদং বাহ্বজিনং দধেয়ম্।"

অনন্তর আচমন করিয়া ব্রহ্মগ্রন্থিযুক্তা মেখলা গ্রহণ করিয়া,—"ওঁ ইয়ং দুরুক্তাৎ পরিবাধমানা বর্ণং পবিত্রং পুনতী ন আগাৎ। প্রাণাপানাভ্যাং বলমাবহন্তী স্বসা দেবী সুভগা মেখলেয়ম্। ওঁ ঋতস্য গোপ্ত্রী তপসঃ পরস্বী, ঘ্নতী রক্ষঃ সহমানা অরাতীঃ। সামা সমন্তমভিপর্য্যেহি সমন্তমনুপরেহি ভদ্রে ভর্ত্তারস্তে মেখলে মারিষাম।" এইমন্ত্র পাঠ করিয়া মেখলা দান করত নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা,—"ওঁ স্বস্তি নো মিমীতামশ্বিনা ভগঃ স্বস্তি দেব্যদিতেরনর্ব্বণঃ। স্বস্তি পূষা অসুরো দধাতু নঃ স্বস্তি দ্যাবা পৃথিবী সুচেতনা।"

অতঃপর যথাবিভবানুসারে কুণ্ডলাদি অলঙ্কারে মাণবককে অলঙ্কৃত করিবে। মাণবক বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বলিবে,—ওঁ উপনয়ন্তু মাং যুষ্মৎ-পাদাঃ।" পিতা বলিবেন,—"ওঁ উপনেষ্যামি ভবন্তম্।" মাণবক বলিবে— "ওঁ বাঢ়ম্।"

অতঃপর আচার্য্য অগ্নির উত্তরদেশে গমন করিয়া কুমারের সহিত অন্বারব্ধ-পাণি হইয়া নিম্ন মন্ত্র চতুষ্টয়ে অগ্নিতে চারিটি ঘৃতাহুতি প্রদান করিবেন।— "অগ্ন আয়ুংষীতি ত্র্যচর্চস্য শতং বৈখানসা ঋষয়োঽগ্নিঃ পবমানো দেবতা দেবী গায়ত্রীচ্ছন্দ আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্ন আয়ুংষি পবস্ব আসুবোর্জ্জমিষঞ্চনঃ। আরে বাধস্ব দুচ্ছুনাং স্বাহা।—ইদমগ্নয়ে পবমানায়॥ ১॥ ওঁ অগ্নি ঋষিঃ পবমানঃ পাঞ্চজন্যঃ পুরোহিতঃ। তমীমহে মহাগয়ং স্বাহা।—ইদমগ্নয়ে পবমানায়॥ ২॥ ওঁ অগ্নে পবস্ব স্বপা অস্মে বর্চ্চঃ সুবীর্য্যং দধদ্রয়িং ময়ি পোষং

স্বাহা।—ইদমগ্নয়ে পবমানায় ॥ ৩ ॥ প্রজাপতির্ঋষিঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দ আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরিতা বভূব। যৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নোঽস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাং স্বাহা।—ইদং প্রজাপতয়ে ॥ ৪ ॥

অনন্তর আচার্য্য অগ্নির উত্তরভাগে দণ্ডায়মান হইলে তাঁহার সম্মুখে মাণবকও পশ্চিমমুখে কৃতাঞ্জলি পুরঃসর দণ্ডায়মান হইবে। পরে আচার্য্য মাণবকের অঞ্জলি এবং অন্য কোন ব্রাহ্মণ আচার্য্যের অঞ্জলি জল দ্বারা পূর্ণ করিবেন। অতঃপর আচার্য্য মাণবকের অঞ্জলিতে স্বীয় অঞ্জলি সংযুক্ত করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া মাণবককে অভিষেক করিবেন। যথা,—"বশিষ্ঠঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা জলাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বৃণীমহে বয়ং দেবস্য ভোজনং শ্রেষ্ঠং সর্ব্বধাতমং তুরং ভগস্য ধীমহি॥" অতঃপর আচার্য্য মাণবকের অঙ্গুষ্ঠের সহিত দক্ষিণহস্ত ধারণ করিয়া নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—"প্রজাপতির্ঋষিঃ সবিতা দেবতা ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দ উপনয়নে মাণবকদক্ষিণহস্তধারণে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মন্ হস্তং তে গৃহ্নামি।"

পুনরায় মাণবকের অঞ্জলি জল দ্বারা পূর্ণ করিয়া উভয় হস্ত দ্বারা গ্রহণপূর্ব্বক—"বশিষ্ঠঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা জলাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ তৎসবিতুর্ব্বৃণীমহে বয়ং দেবস্য ভোজনং শ্রেষ্ঠং সর্ব্বধাতমং তুরং ভগস্য ধীমহি।" এই মন্ত্রটী পাঠ করিয়া অঞ্জলিস্থ জল দ্বারা মাণবককে অভিষিক্ত করিবেন।

পুনর্ব্বার আচার্য্য মাণবকের সাঙ্গুষ্ঠ দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করিয়া "প্রজাপতির্ঋষিঃ সবিতা দেবতা ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দ উপনয়নে মাণবক হস্ত গ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ সবিতা তে হস্তমগ্রহীৎ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মন্ হস্তং তে গৃহ্নামি।" এই মন্ত্র পড়িবেন। পরে ব্রহ্মচারীর অঞ্জলি জল দ্বারা পূর্ণ করিয়া উভয় হস্ত দ্বারা ধারণ করিয়া "বশিষ্ঠঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ" ইত্যাদি ঋষিচ্ছন্দোযুক্ত পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে মাণবককে অভিষেক করিবেন। পরে মাণবকের সাঙ্গুষ্ঠ হস্ত গ্রহণ করিয়া আচার্য্য বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিবেন—"প্রজাপতির্ঋষিরগ্নির্দ্দেবতা উপনয়নে মাণবক-হস্তগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিরাচার্য্যস্তবাসৌ হস্তং গৃহ্নামি শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মন্।'

অতঃপর আচার্য্য বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিয়া মাণবককে সূর্য্য দর্শন

করাইবেন। যথা,—"ওঁ দেব সবিতরেষ তে ব্রহ্মচারী তং গোপায়েতি।" অনন্তর আচার্য্য ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিবেন,—"কিং নামাসি।" মাণবক বলিবে,—"শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাহং ভোঃ।" পরে আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিবেন,—"কস্য ব্রহ্মচার্য্যসি।" ব্রহ্মচারী বলিবে,—"প্রাণস্য ব্রহ্মচার্য্যস্মি।" আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিবেন,—"কস্ত্বামুপনয়ৎ ?" ব্রহ্মচারী বলিবে,—"কায়ত্ত্বা পরিদধামি।" মাণবক ইহা শ্রবণ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া রহিবে। অনন্তর আচার্য্য নিম্ন মন্ত্রে মাণবককে অগ্নি প্রদক্ষিণ করাইবেন। "গৃৎসমদ ঋষির্বৃপোদেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দোঽগ্নিপ্রদক্ষিণে বিনিয়োগঃ। ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ স উৎশ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ।"

অনন্তর আচার্য্য পূর্ব্বমুখস্থিত মাণবকের পৃষ্ঠদেশে থাকিয়া স্কন্ধোপরি হস্ত প্রদান করত বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে তদীয় হৃদয়দেশ স্পর্শ করিবেন। যথা,—গৃৎসমদ ঋষির্বৃপোদেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দো মাণবকহৃদয়ালম্ভনে বিনিয়োগঃ। ওঁ তন্ধীবাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ।" অতঃপর উভয়ে অগ্নি সমীপে পূর্ব্বমুখ হইয়া উপবেশন করিবেন। ব্রহ্মচারী তূষ্ণীম্ভাবে একটী ঘৃতাক্ত সমিধ্ অগ্নিতে আহুতি দিয়া অপর আর একটী সমিধ্ গ্রহণ করিয়া নিম্ন লিখিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি দিবে। যথা,—"প্রজাপতিঋষিরগ্নির্দ্দেবতা বৃহতীচ্ছন্দঃ সমিদ্ধোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নয়ে সমিধমহার্ষং বৃহতে জাতবেদসে তয়া ত্বমগ্নে বর্দ্ধস্ব সমিধা ব্রাহ্মণা বয়ং স্বাহা।—ইদং ব্রহ্মণে।"

অতঃপর মাণবক অগ্নি স্পর্শপূর্ব্বক হস্তে জল গ্রহণ করিয়া "ওঁ তেজসা মাং সমনজ্মি" বলিয়া তিনবার স্বীয় মুখ মার্জ্জনা করিবে। তৎপরে গাত্রোত্থান করিয়া কৃতাঞ্জলি পুরঃসর নিম্ন মন্ত্রপাঠ করত অগ্নির উপস্থান করিবে। যথা—"বরাং বসুশ্রুতঋষিরগ্নির্দ্দেবতানুষ্টুপ্ছন্দোগ্ন্যুপস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ময়ি মেধাং ময়ি প্রজা ময্যগ্নিস্তেজো দধাতু॥ ১॥ ওঁ ময়ি মেধাং ময়ি প্রজাঃ ময়ীন্দ্র ইন্দ্রিয়ং দধাতু॥ ২॥ ওঁ ময়ি মেধাং ময়ি প্রজাঃ ময়ি সূর্য্যো ভ্রাজো দধাতু॥ ৩॥ ওঁ যত্তেঽগ্নে তেজস্তেনাহং তেজস্বী ভূয়াসম্॥ ৪॥ ওঁ যত্তেঽগ্নে বর্চ্চস্তেনাহং বর্চ্চস্বী ভূয়াসম্॥৫॥ ওঁ যত্তেঽগ্নে তরস্তেনাহং তরস্বী ভূয়াসম্॥৬॥

অতঃপর "কৌৎসঋষীরুদ্রো দেবতা জগতীচ্ছন্দ আশীঃকর্ম্মণি বিনিয়োগঃ। ওঁ মানস্তোকে তনয়ে মান আয়ুষিমানো গোষু মানোঽশ্বেষু রীরিষঃ। মানো বীরান্ রুদ্রভামিনোবধীর্হবিষ্মন্তঃ সদমি ত্বা হবামহে। ওঁ ত্র্যায়ুষং যমদগ্নেঃ কশ্য-

পশ্য ত্র্যায়ুষং তন্মেহস্তু ত্র্যায়ুষং তত্তেহস্তু ত্র্যায়ুষং তন্মোহস্তু ত্র্যায়ুষম্। ওঁ স্বস্তি শ্রদ্ধাং যশঃ প্রজ্ঞাং বিদ্যাং বুদ্ধিং শ্রিয়ং বলং। আয়ুষ্যং তেজ আরোগ্যং দেহি মে হব্যবাহন।” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে।

অনন্তর ব্রহ্মচারী ভূমিতলে জানুদ্বয় পাতিত করিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা গুরুর দক্ষিণ পদ এবং বামহস্ত দ্বারা বামপদ ধারণপূর্ব্বক বলিবে,—“শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মাহং ভো অভিবাদয়ামি।” (ব্রহ্মচারীর স্বীয় নাম বলিবে)। অনন্তর আচার্য্য “ওঁ আয়ুষ্মান্ ভব সৌম্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মন্।” ইহা বলিবেন। পরে মাণবক স্বীয় মস্তক স্পর্শ করিলে, আচার্য্য বলিবেন,—“অধীহি ভোঃ সাবিত্রীম্।” ব্রহ্মচারী বলিবে,—“ভো অনুব্রূহি।” অতঃপর আচার্য্য স্বীয় হস্ত দ্বারা ব্রহ্মচারীর উভয় হস্ত ধারণ করিয়া উত্তরীয় বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করত নিম্ন প্রকারে গায়ত্রী বলিবেন। যথা,—

“শ্বেতবর্ণা সমুদ্দিষ্টা কাষায়বসনা তথা। শ্বেতৈর্ব্বিলেপনৈঃ পুষ্পৈরলঙ্কারৈশ্চ শোভিতা। অক্ষমালাধরা দেবী পদ্মাসনগতা শুভা। আদিত্যমণ্ডলান্তঃস্থা ব্রহ্মলোকগতা স্থিরা। তত্রাবাহ্য জপিত্বা চ নমস্কারৈর্ব্বিসর্জ্জয়েৎ। সবিতা দেবতা চাস্যা মুখমগ্নিস্তদিত্যৃচঃ। বিশ্বামিত্র ঋষিশ্ছন্দো গায়ত্রী তু বিধীয়তে। আয়াহি বরদে দেবি জপ্যে মে সন্নিধীভব। গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাৎ গায়ত্রী ত্বং ততঃ স্মৃতা। এষা হি ত্রিপদা দেবী শব্দব্রহ্মময়ী শুভা। মহতা তপসা দৃষ্টা বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা। গায়ত্রীঞ্চৈব বেদাংশ্চ তুলয়া সমতোলয়ং। বেদা একত্র সাঙ্গাশ্চ গায়ত্রী চৈকতঃ স্থিতা। যোগভূতা তু বেদানাং গুহ্যোপনিষদাং তথা। তাভ্যঃ সারস্তু গায়ত্রী তিস্রো ব্যাহৃতয়স্তথা। গায়ত্র্যাঃ পাদমর্দ্ধঞ্চ ঋচোহর্দ্ধমৃচ এব চ। ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং সুবর্ণস্তেয়মেবচ। গুরুদারাগমঞ্চৈব জপ্যেনৈষা পুনাতি বৈ। এতয়া জ্ঞাতয়া সর্ব্বং বাঙ্ময়ং বিদিতং ভবেৎ। উপাসিতং ভবেচ্চৈব বিশ্বং ভুবনপঞ্চকম্। অজ্ঞাত্বা চৈব গায়ত্রীং ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে। গায়ত্রী দেবজননী গায়ত্রী লোকপাবনী। ন গায়ত্র্যাঃ পরং জপ্যমেতদ্বিজ্ঞায় মুচ্যতে। অত্রাস্য মাতা সাবিত্রী পিতা ত্বাচার্য্য উচ্যতে।”

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ক্রমশঃ গায়ত্রী বলিবেন। যথা,—

“ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।” মাণবক ইহা পাঠ করিলে পুনর্ব্বার আচার্য্য বলিবেন,—“ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।” মাণবক ইহা পাঠ করিলে, আচার্য্য পুনরপি বলিবেন, —“ওঁ ভূঃ। ওঁ ভুবঃ। ওঁ স্বঃ।” মাণবক ইহা পাঠ করিবে।

অনন্তর ব্রহ্মচারীর হৃদয়ে ঊর্দ্ধাঙ্গুল দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিয়া—"পরাক-দাস ঋষির্হৃদয়ং দেবতা ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো মাণবকহৃদয়দেশালভনে বিনিয়োগঃ। ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি মম চিত্তমনুচিত্তন্তেঽস্তু মম বাচমেকমনা জুষস্ব বৃহস্পতিস্ত্বা নিযুনক্তু মহ্যম্।"—এই মন্ত্র পাঠ করিবেন, এবং নিম্ন লিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া মাণবকের কটিদেশে মেখলা বন্ধন করিবেন। যথা,—"বি-শ্বামিত্রঋষির্মেখলা দেবতা ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো মেখলাবন্ধনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইয়ং দুরুক্তাৎ পরিবাধমানা শর্ম্ম বরূথং পুনতী ন আগাৎ। প্রাণাপানাভ্যাং বলমাবহন্তী স্বসা দেবী সুভগা মেখলেয়ম্। ওঁ ঋতস্য গোপ্ত্রী তপসঃ পরস্বী ঘ্নতী রক্ষঃ সহমানা অরাতীঃ। সা নঃ সমন্তমনুপরে হি ভদ্রে ভর্ত্তারস্তে মেখলে মা রিষাম। পরে মাণবকের কেশান্ত স্থান হইতে পাদ পর্য্যন্ত পরিমিত পলাসদণ্ড (বা বিল্বদণ্ড) নিম্ন লিখিত মন্ত্রে প্রদান করিবেন।—"আত্রেয় ঋষি-র্বিশ্বেদেবা দেবতাস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো দণ্ডগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বস্তি নো মিমীতামশ্বিনা ভগঃ স্বস্তি দেব্যদিতি রনর্ব্বণঃ। স্বস্তি পূষা অসুরো দধাতু নঃ স্বস্তি দ্যাবা পৃথিবী সুচেতনা।"

অতঃপর আচার্য্য ব্রহ্মচারীকে নিম্নলিখিত প্রকারে আদেশ করিবেন। যথা,—"ব্রহ্মচার্য্যসি। আপোশানং কর্ম্ম কুরু। মা দিবা স্বাপ্সীঃ। আচার্য্যা-ধেদমধীস্ব। উদকসমিৎকুশাগ্ন্যাহরণং কুরু। সায়ং প্রাতঃ সমিধমাধেহি। সায়ংপ্রাতর্ভিক্ষাটনং কুরু।" প্রতি আদেশের পরে ব্রহ্মচারী বলিবে,—"ওঁ বাঢ়ম্।"

পরে মাণবক জলস্পর্শপূর্ব্বক করযোড়ে বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিবে,—"ওঁ ব্রতানাং ব্রতপতিরসি ব্রতং সাবিত্রিকং ত্রৈবার্ষিকং চরিষ্যামি।" অথবা শক্তি অনুরূপ কাল নির্দ্দেশ করিবে।

অতঃপর গৃহীতদণ্ড ব্রহ্মচারী ভিক্ষা পাত্র হস্তে লইয়া—"ভবতি ভিক্ষাং দেহি।" বলিয়া মাতার নিকট অভাবে ভগ্নীর নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিবে। তৎপরে—ভবন্ ভিক্ষাং দেহি।" বলিয়া পিতার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিবে। অনন্তর অপরাপর লোকের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিবে এবং ভিক্ষালব্ধ সকল দ্রব্য আচার্য্যকে দান করিবে।

পরে আচার্য্য ব্রহ্মচারী প্রদত্ত দ্রব্য সমূহ "উপভুজ্যতাম্" বলিয়া মাণ-বককে ভোগ করিতে অনুজ্ঞা প্রদান করিবেন। মাণবক অনুজ্ঞাত দ্রব্য সায়ংকালের ভোজনার্থ রাখিয়া দিবে।

অতঃপর বেদাধ্যয়ন ও বেদ গ্রহণ করিবে। যথা—আচার্য্য অন্বারব্ধপূর্ব্বক ব্রহ্মচারীর সহিত স্রুচের মধ্যে ঘৃত স্রুব দিয়া চরুর মধ্য হইতে মেক্ষণ দ্বারা অন্ন দুইবার গ্রহণ করিয়া তদুপরি ও অবদানস্থানে ঘৃত স্রুবদ্বয় দিয়া "বশিষ্ঠ ঋষিঃ সদসস্পতির্দ্দেবতা অনুপ্রবচনীয়চরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ সদসস্পতি-মদ্ভুতং প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যং শনির্ম্মেধা ময়াশিষং স্বাহা।—ইদং সদসস্পতয়ে॥ ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ স্বাহা।—ইদং গায়ত্র্যৈ॥ ওঁ ঋষিভ্যঃ স্বাহা।—ইদং ঋষিভ্যঃ॥ এই বলিয়া আজ্যহোম করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে সমিদ্ধোম করিবে। যথা,— "বশিষ্ঠ ঋষিঃ সদসস্পতির্দ্দেবতা সমিদ্ধোমে বিনিয়োগঃ। সদসস্পতিমদ্ভুতং প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যং শনির্ম্মেধা ময়াশিষং স্বাহা। ইদং সদসস্পতয়ে॥ এবং গায়ত্র্যৈ ঋষিভ্যঃ।"

ব্রহ্মচারী এই সময়ে সন্ধ্যোপাসনা করিবে। পরে ব্রহ্মচারী একটী ঘৃতাক্ত সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে আহুতি দিয়া অপর একটী ঘৃতাক্ত সমিধ্ গ্রহণ করত নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিয়া অগ্নিতে দিবে। যথা—"প্রজাপতির্ঋষিরগ্নির্দ্দেবতা বৃহতীচ্ছন্দ সমিদ্ধোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নয়ে সমিধমহার্ষং বৃহতে জাত-বেদসে তয়া ত্বমগ্নে বর্দ্ধস্ব সমিধা ব্রহ্মণা বয়ং স্বাহা।—ইদং ব্রহ্মণে।" অন-ন্তর মাণবক সমাগত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর নিকট বদ্ধাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিবে। "বেদ সমাপ্তিং ভবন্তো মেঽনুক্রবন্তু।" ব্রাহ্মণগণ বলিবেন,—"অবিঘ্নেন বেদ-সমাপ্তি রস্তু ভবতঃ।"

মেধাজনন কর্ম্ম।

আচার্য্য কুম্ভোদকাভিষিক্ত মাণবককে বক্ষ্যমাণ মন্ত্র তিনবার পাঠ করাইবেন। যথা,—"সুশ্রবঃ সুশ্রবা অসি যথা ত্বং সুশ্রবঃ সুশ্রবা অস্যেবং মা সুশ্রুঃ সৌশ্রবসং কুরু যথা ত্বং দেবানাং যজ্ঞস্য নিধিপাস্যেবমহং মনুষ্যাণাং দেবানাং নিধিপোভূয়াসম্।"

বেদারম্ভ।

প্রথমত আচার্য্য সঙ্কল্প করিবেন। যথা,—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য অমুকদেবশর্ম্মণো বেদারম্ভাঙ্গহোমমহং করিষ্যামি।" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া আজ্যহোম করিবেন। যথা—"ওঁ পৃথিব্যৈ স্বাহা।—ইদং পৃথিব্যৈ। ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা।—ইদমগ্নয়ে॥ "ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা।—ইদং ব্রহ্মণে॥ ওঁ প্রজাপতয়ে

স্বাহা।—ইদং প্রজাপতয়ে। ওঁ ছন্দোভ্যঃ স্বাহা।—ইদং ছন্দোভ্যঃ॥ ওঁ দেবেভ্যঃ স্বাহা।—ইদং দেবেভ্যঃ॥ ওঁ ঋষিভ্যঃ স্বাহা।—ইদং ঋষিভ্যঃ॥ ওঁ শ্রদ্ধায়ৈ স্বাহা।—ইদং শ্রদ্ধায়ৈ॥ ওঁ মেধায়ৈ স্বাহা।—ইদং মেধায়ৈ॥ ওঁ সদসস্পতয়ে স্বাহা।—ইদং সদসস্পতয়ে॥"

অতঃপর আচার্য্য অগ্নির উত্তরদেশে পূর্ব্বমুখে বসিবেন এবং ব্রহ্মচারী পশ্চিমমুখ হইয়া গুরু-মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া উপবিষ্ট রহিবে। শিষ্য দক্ষিণহস্ত দ্বারা গুরুর দক্ষিণ চরণ ধারণ করিলে গুরু তাহাকে ওঙ্কার ব্যাহৃতি পাঠ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করাইবেন। যথা,—"মধুচ্ছন্দঋষির্ব্বিশ্বামিত্রো-দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো বেদারম্ভে বিনিয়োগঃ। "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ অগ্নিমীলে পুরোহিতম্।" পুনরপি এই ঋষিচ্ছন্দটী পাঠ করিয়া ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ অগ্নি-মীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং। পুনর্ব্বার ঋষিচ্ছন্দ ও ব্যাহৃতি পাঠ করিয়া "ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং হোতারং রত্নধাতমম্॥" (ইতি ঋক্)॥ "যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিরুষ্ণিকৃছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বা বায়বঃ স্থ দেবো বঃ॥" পুনরপি ঐ ঋষি-চ্ছন্দটী ও ব্যাহৃতি পাঠ করিয়া "ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বা বায়বঃ স্থ দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু॥" পুনর্ব্বার ঐ ঋষিচ্ছন্দ ও ব্যাহৃতি পাঠ করিয়া "ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বা বায়বঃ স্থ দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে॥" (ইতি যজুঃ) "গৌতম ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে॥" পুনরপি ঋষিচ্ছন্দ ও ব্যাহৃতি পড়িয়া "ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে।" পূর্ব্ববৎ ঋষিচ্ছন্দ ও ব্যাহৃতি পাঠ করিয়া, "অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে নিহোতা সৎসি বর্হিষি॥" (ইতি সাম)॥" "পিপ্পলাদ ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো বরুণো দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে।" পুনরপি ঐ ঋষিচ্ছন্দ ও ব্যাহৃতি পাঠ করিয়া "শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে আপো ভবন্তু পীতয়ে।" পুনর্ব্বার উক্ত ঋষি-চ্ছন্দ ও ব্যাহৃতি পাঠ করিয়া "শন্নোদেবীরভিষ্টয়ে আপো ভবন্তু পীতয়ে শংযো রভিস্রবন্তু নঃ॥"

সমাবর্ত্তন।

ব্রহ্মচারী প্রিয়বাক্য, প্রণিপাত ও অবস্থানুরূপ পারিতোষিক প্রদান করিয়া গুরুকে প্রসন্ন করত "স্নানপ্লাবন" নামক সংস্কার করিবে ; তদর্থ দ্রব্য যথা,—

কর্ণে ধারণযোগ্য সুবর্ণাদিনির্ম্মিত কুণ্ডল, কণ্ঠে পরিধানোপযোগ্য মণি, বস্ত্র, উপানহযুগল, বংশদণ্ড, সর্ব্বৌষধি, গন্ধানুলেপন, উষ্ণীষ ও ছত্র, এই সমস্ত গ্রহণ করত আচার্য্য প্রদান করিবেন। পরে মাণবক সমস্ত সমিধ্ অগ্নিসমীপে স্থাপন পূর্ব্বক আচার্য্যকে ভোজ্য ও গো-দান করত অপরাপর ব্রাহ্মণকেও ভোজ্য দান করিবে।

(অতঃপর অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা সমাবর্ত্তন-কর্ম্মাঙ্গহোমং করিষ্যে। এইরূপ সংকল্প করিয়া শ্মশ্রু প্রভৃতির সংস্কার করিবে। যথা,—প্রথমত চূড়াকরণবৎ হোম করিবে। পরে কেশ মধ্যে কুশপিঞ্জলী-স্থাপন ও তাম্র লৌহ-ক্ষুরপীড়নাদি সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিবে। চূড়াকরণে ঐসকল কার্য্যাদি বিশেষরূপে কথিত হইয়াছে। অনন্তর ব্রহ্মচারী কেশচ্ছেদনাদি করিয়া শিখাধারণ করত সর্ব্বৌষধি জলে স্নান করিবে)। *

পরে গুরুকে বস্ত্রাদি প্রদান করিয়া স্বয়ং নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক বস্ত্র পরিধান করিয়া উষ্ণীষ বন্ধন করিবে,—"গৃৎসমদ ঋষির্লিঙ্গোক্তা দেবতাস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো বস্ত্রপরিধানে বিনিয়োগঃ। ওঁ যুবং বস্ত্রাণি পীবসাথে যুবোরচ্ছিদ্রামন্তরে হি সর্গাঃ অরাত্তিরুতমনৃতানি বিশ্বা ঋতেন মিত্রাবরুণা সচেথে॥"

অনন্তর বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিয়া যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবে।—"ওঁ পরমাত্মা ঋষিঃ পরমাত্মা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো যজ্ঞোপবীতধারণে বিনিয়োগঃ। ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং ইত্যাদি।

অতঃপর "ওঁ উদুত্তমং বরুণপাশমস্মদবাধমং বিমধ্যমং শ্রথায়। ওঁ আদিত্যব্রতে বয়ং তবানাগসোহদিতয়ে স্যামঃ। এই মন্ত্র পাঠ করত মেখলা ও কৃষ্ণাজিন মোচন করিয়া বৈণবদণ্ডের অগ্রে স্থাপন করিবে। পরে "অশ্মনস্তেজোসি চক্ষুর্মে পাহি।" এই মন্ত্রে অঞ্জন গ্রহণ করিবে। পরে "ওঁ অশ্মনস্তেজোসি শ্রোত্রং মে পাহি।"—এই মন্ত্রে কর্ণে কুণ্ডল ধারণ করিয়া হস্তে অনুলেপন প্রদান করত "ওঁ অনাবর্ত্তস্যানাবর্ত্তো ভূয়াসম্।" এই মন্ত্রে শিখায় মাল্য ধারণ করিবে। অনন্তর "ওঁ দেবানাং প্রতিষ্ঠে স্থঃ সর্ব্বতো মাং পাহি।"—এই মন্ত্র পাঠ করিয়া উপানহ পরিধান করিবে।

* সমাবর্ত্তন কার্য্য বেদাধ্যয়নানন্তর গুরুগৃহ হইতে আগমন করিয়া করিতে হয়। বর্ত্তমান সময়ে একই দিবসে উপনয়ন হইতে সমাবর্ত্তনাদি সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয় বলিয়া সমাবর্ত্তন করিয়া আর কেশ সংস্কারাদি কার্য্য করিতে হয় না; সুতরাং আমরা তাহা বন্ধনী মধ্যে নিবিষ্ট করিলাম।

পরে "ওঁ দিবশ্ছন্দাংসি বানস্পত্যোঽসি সর্ব্বতো মাং পাহি।" ইহা বলিয়া ছত্র গ্রহণ করিবে। "ওঁ বেণুরসি বানস্পত্যোঽসি সর্ব্বতো মাং পাহি।"—বলিয়া বৈণবদণ্ড গ্রহণ করত পূর্ব্বধৃত পলাশদণ্ড বা বিল্বদণ্ড তুষ্ণীম্ভাবে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। অতঃপর "আয়ুষ্যং বর্চ্চস্যং রায়স্পোষমৌদ্ভিদম্। ইদং হিরণ্যং বর্চ্চস্য জৈত্রায়া বিশতাদুমাং।" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক কণ্ঠে মণি ধারণ করিবে।

অতঃপর ব্রহ্মচারী স্বীয় উষ্ণীষ লম্বমান করিয়া উপানহ সন্তাড়ন পূর্ব্বক অগ্নিসমীপে যাইয়া অগ্নির ঈশানকোণে দণ্ডায়মান হইয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে অগ্নিতে একটী ঘৃতাক্ত সমিধ্ আহুতি দিবে। যথা,—"ওঁ স্মৃতঞ্চ মে অস্মৃতঞ্চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে নিন্দা চ মে অনিন্দা চ মে তন্ম উভয়-ব্রতঞ্চ মে বিদ্যা চ মে অবিদ্যা চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে শ্রদ্ধা চ মে অশ্রদ্ধা চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে প্রজ্ঞা চ মে অপ্রজ্ঞা চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে ইষ্টঞ্চ মে অনিষ্টঞ্চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে দত্তঞ্চ মে অদত্তঞ্চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে অধীতঞ্চ মে অনধীতঞ্চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে কৃতঞ্চ মে অকৃতঞ্চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে সত্যঞ্চ মে অসত্যঞ্চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে শ্রুতঞ্চ মে অশ্রুতঞ্চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে ব্রতঞ্চ মে অব্রতঞ্চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে যমদগ্নে সেন্দ্রস্য সপ্রজাপতিকস্য সঋষিকস্য সঋষিরাজকণ্ঠকস্য সপত্নী-কস্য সপত্নীরাজকণ্ঠকস্য সাকাশস্য সাতিকাশস্য সপ্রতীকাশস্য সদেবমনুষ্যস্য সগন্ধর্ব্বাপ্সরোরক্ষস্য সহারণ্যৈঃ পশুভির্গ্রাম্যৈশ্চ যন্মে আত্মনি ব্রতং তন্মে সর্ব্বং ব্রতং ইদমহমগ্নে সর্ব্বতো ভবামি স্বাহা।—ইদমগ্নয়ে।" অনন্তর ব্রহ্মচারী উপবিষ্ট হইয়া মণ্ডপ হইতে সমিধ্ আহরণ পূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ দশটী মন্ত্রে ঘৃতাক্ত সমিধ্ দ্বারা দশবার হোম করিবে। যথা,—

"দশানাং অপ্রশস্তিরথ ঋষিরগ্নির্দ্দেবতা বিরাট্ ছন্দঃ সমিদ্ধোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যমাগ্নে বর্চ্চো বিহরেদযস্ত বয়ং ত্বেন্ধানাস্তন্বং পুষে সমজ্যং নমস্তাং প্রদিশশ্চতস্র-স্ত্বয়াধ্যক্ষেণ পৃতনা জয়েম স্বাহা।—ইদমগ্নয়ে॥ ১॥ ওঁ মম দেবা বিহবে সন্তু সর্ব্ব ইন্দ্রবন্তো মরুতো বিষ্ণুরগ্নির্মমান্তরীক্ষমুরুলোকমবস্তু মহ্যং বাতঃ পবতাং কামেঽস্মিন্ স্বাহা।"—ইদমগ্নয়ে॥ ২॥ ওঁ ময়ি দেবা দ্রবিণং ময়ি জন্তাং মধ্যাশীরস্তু ময়ি দেবহুতি দেব্যা হোতারো ধনুষস্ত পূর্ব্বে নিবিষ্টাঃ স্তাম তন্বাং সুবীরাঃ স্বাহা।—ইদমগ্নয়ে॥ ৩॥ ওঁ মহ্যং যজন্তু ঋত্বিজঃ সময়ানি হব্যাহুতিসত্যং মনসো মেঽস্তু এনো মানিগাং কতমশ্চ নাহং মাগং বিশ্বেদেবা সোঽবরো চতানঃ স্বাহা। ইদমগ্নয়ে॥ ৪॥ ওঁ দেবী ষড়ুর্বী বরুণঃ রুণোত্তু বিশ্বেদ্যো স ইহ বীরয়ধ্বং

মাহামহি প্রজয়া মা তনুভির্ম্মাব ধাম দ্বিষতে সোম রাজন্ স্বাহা।—ইদমগ্নয়ে ॥ ৫ ॥ ওঁ অগ্নে মন্যুং প্রতিনুদন্ পরেষামদব্ধো গোপাঃ পরিপাহি নস্ত্বং প্রত্যঞ্চোদয়ন্তু নিগঢ়ঃ পুনানন্তময়ি হসাং চিত্তং প্রবুধা বিনেশত স্বাহা।—ইদমগ্নয়ে ॥ ॥৬॥ ওঁ ধাতা ধাতৃণাং ভুবনস্যয়স্পতির্দ্দেবং ত্রাতারমভিমাতিসাহং ইমং যজ্ঞমশ্বিনোহশ্বিভ্যাং বৃহস্পতির্দ্দেবাঃ পান্তু যজমানং শুর্থাৎ স্বাহা।—ইদমগ্নয়ে ॥ ৭ ॥ ওঁ উরুব্যচানো সহিষশর্ম্ময়ং সদশ্মিন হবে পুরুহুতঃ পুরুচক্ষুঃ সমঃ প্রজায়ৈ হর্য্যশ্বমূলায়েন্দ্রমাণো স্বীরিযো মা পরান্দাঃ সদোনঃ স্বাহা।—ইদমগ্নয়ে ॥৮॥ ওঁ মেনঃ সপত্না অপতে ভবন্ত্বিন্দ্রাগ্নিভ্যাং মম বাধামহেতাম্। বসবো রুদ্রা আদিত্যা উপরিস্পৃশম্নোগ্রং চেত্তারমবধিবাজমগ্র্যং স্বাহা।—ইদমগ্নয়ে ॥ ৯ ॥ ওঁ অর্ব্বঞ্চমিন্দ্রমযুতো হবামহে যোগোজিত্বনজিদশ্বজিৎ য ইমং নো যজ্ঞং বিহবে জুষস্বাস্য কুর্ম্মোহবিরো মো দিনং ত্বা স্বাহা। ইদমগ্নয়ে ॥১০॥ এই দশটী মন্ত্রের ঋষিচ্ছন্দ একই জানিবে। অনন্তর প্রায়শ্চিত্ত হোম ও স্বিষ্টিকৃদ্ধোম সমাপন করিয়া দক্ষিণা প্রদান করিবে। অতঃপর আচার্য্য ব্রহ্মচারীকে বলিবেন,—রাত্রিতে স্নান করিও না, উলঙ্গ হইয়া শয়ন ও নগ্না স্ত্রী দর্শন করিতে নাই, বর্ষণকালে ধাবমান হইতে নাই, বৃক্ষে আরোহণ করিতে নাই, কোন বিষয়ে সন্দিগ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য নহে।” অনন্তর ব্রহ্মচারী দণ্ডগ্রহণ করত মস্তকে উষ্ণীষ ধারণ করিলে পিতামাতা বা অন্য বন্ধুগণ প্রিয়বচন পুরঃসর তাহাকে আনয়ন করিবে।

অনন্তর সন্ধ্যাকাল সমুপাগত হইলে, ব্রহ্মচারী সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করত পাদশৌচ ও আচমনপূর্ব্বক “বাগ্‌যত হইয়া ভোজন করিবে। প্রথমে—“অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা”—বলিয়া আপোশান কর্ম্ম করত অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা অন্ন গ্রহণ করিয়া “ওঁ প্রাণায় স্বাহা” অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা অন্ন গ্রহণ করিয়া “ওঁ অপানায় স্বাহা” অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা দ্বারা অন্ন গ্রহণ করিয়া “ওঁ ব্যানায় স্বাহা” অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা অন্ন গ্রহণপূর্ব্বক “ওঁ উদানায় স্বাহা” এবং সর্ব্বাঙ্গুলী যোগে অন্ন লইয়া “ওঁ সমানায় স্বাহা” বলিয়া পঞ্চাহুতি দিবে। অতপরঃ মৌনভাবে তৃপ্তি পূর্ব্বক ভোজন করিয়া ‘ওঁ অমৃতাপিধানমসি স্বাহা” বলিয়া আপোশানপূর্ব্বক আচমনাদি করত পাদ প্রক্ষালন করিয়া আস্তৃত কৃষ্ণাজিনশয্যায় শয়ন করিবে। এই দিবস হইতে তিন দিবস পর্য্যন্ত অক্ষার লবণ ভোজন অবশ্য করিবে, পরে যথেচ্ছ ভোজন করিতে পারিবে।

ঋগ্বেদীয় দশকর্ম্ম সমাপ্ত ॥

ত্রিবেদীয় বিদ্যারম্ভ।

পঞ্চমবর্ষে জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত শুভদিনে পিতা কিম্বা পুরোহিত নিত্য কর্ম্ম সমাপন করিয়া উত্তরমুখ হইয়া উপবেশন করত স্বস্তিবাচনাদি করত সঙ্কল্প করিবেন—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদোমদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণো বিশিষ্টবিদ্যালাভকামো গণপত্যাদিপূজাপূর্ব্বকং সরস্বতীদেবী পূজনমহং করিষ্যামি। পরে গণেশাদির পূজা করিয়া "ওঁ কুন্দেন্দীবরকান্তি" ইত্যাদি বিষ্ণুর ধ্যান করত "ওঁ বিষ্ণবে নমঃ" মন্ত্রে বিষ্ণুর পূজা করিয়া, "ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা" মন্ত্রে তিনবার অঞ্জলি দিবে। পরে লক্ষ্মী ও সরস্বতী দেবীর ধ্যান করত ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। ওঁ ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং" ইত্যাদি মন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে। পরে "রুদ্রায় নমঃ, ব্রহ্মণে, জনার্দ্দনায়, লক্ষ্ম্যৈ, সূত্রকারেভ্যঃ, স্ববিদ্যায়ৈ, নবগ্রহেভ্যঃ" বলিয়া পূজা করিবে। তৎপরে, বালক সরস্বতীকে পুষ্পাঞ্জলিত্রয় প্রদান পূর্ব্বক গুরুকে প্রণাম করিবে। পরে, পূর্ব্বমুখোপবিষ্ট গুরু, বালককে পশ্চিমাভিমুখে উপবেশন করাইয়া ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিয়া অকাদি স্বরবর্ণ এবং ককারাদি ক্ষ পর্য্যন্ত ব্যঞ্জন বর্ণ তিনবার পাঠ করাইয়া খড়িদ্বারা ঐ সকল বর্ণ ক্রমান্বয়ে লিখাইবেন। অনন্তর গুরু দক্ষিণান্ত ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন। বালক সে দিন নিরামিষ ভোজন করিবে।

সামবেদীয় অধিবাস। *

প্রথমতঃ আচমনাদি পূর্ব্বক স্বস্তিবাচন করিয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক "সূর্য্যঃ সোমো" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। তৎপর স্বশাখোক্তক্রমে ঘটস্থাপন করিয়া বিঘ্নবিঘাতার্থ গন্ধপুষ্প লইয়া 'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আদিত্যাদিনবগ্রহেভ্যো নমঃ, ওঁ বিঘ্ননাশায় নমঃ, ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ।' বলিয়া পূজা করত সঙ্কল্প করিবে। যথা,—বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ শুভামুককর্ম্মাঙ্গভূতগণপত্যাদিনানাদেবতা ষষ্ঠীমার্কণ্ডেয়পূজাপূর্ব্বকং শুভাধিবাসনকর্ম্মাহং

* অধিবাস দ্রব্য যথা,—মহী গন্ধঃ শিলা ধান্যং দূর্ব্বা পুষ্পং ফলং দধি। ঘৃতং স্বস্তিক সিন্দূরং শংখকজ্জলরোচনাঃ। সিদ্ধার্থং কাকনং রৌপ্যং তাম্রং চামরদর্পণং। দীপঃ প্রশস্তপাত্রঞ্চ বন্দনীয়াঃ শুভে দিনে।

করিষ্যামি। এইরূপ সংকল্প করিয়া স্বশাখোক্ত সূক্ত (১) পাঠ করিয়া শালগ্রামশিলা অথবা ঘটে গণেশাদিদেবতার পূজা করিয়া ষষ্ঠী মার্কণ্ডেয়ের পূজা করত ব্যবহারানুসারে প্রথমত গন্ধদ্বারা অধিবাস করিয়া পরে অপরাপর দ্রব্য দ্বারা অধিবাস (২) করিবে। যথা— গন্ধ—ওঁ ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ যোঽস্য কামং বিদধতো ন রোষতি মনোদাদানায় চোদয়ন্॥ অনেন গন্ধেন অস্য শুভাধিবাসন মস্তু। মহী—ওঁ মহিত্রীণামবরস্তু দ্যুক্ষমিত্রস্যার্য্যম্নঃ দুরাধর্ষং বরুণস্য॥ অনয়া মহ্যা ইত্যাদি। পুনর্ব্বার গন্ধ দ্বারা পূর্ব্ববৎ অধিবাস করিবে। শিলা,—ওঁ বিদ্বদাপোন পর্ব্বতস্য পৃষ্ঠাদুক্‌থেভি রগ্নে জনয়ন্ত দেবাঃ তন্তা গিরঃ। সুষ্টুতয়ো বাজয়ত্যা জিন্নগির্নির্ব্বাহো জিগ্যুরশ্বাঃ॥ অনয়া শিলয়া ইত্যাদি।

ধান্য—ওঁ ধানাবন্তং করম্ভিণমপূপবন্তমুক্‌থিনং। ইন্দ্র প্রাতর্জুষস্ব নঃ॥ অনেন ধান্যেন ইত্যাদি। দূর্ব্বা—ওঁ যজ্জায়থা অপূর্ব্ব মঘবন্ বৃত্রহত্যায়। তৎপৃথিবীমথয়স্তদস্তভ্না উতো দিবম্॥ অনেন দূর্ব্বয়া ইত্যাদি।

পুষ্প—ওঁ পবমানো ব্যশ্নুহি রশ্মিভির্ব্বাজসাতমঃ। দধৎ স্তোত্রে সুবীর্য্যম্॥

ফল—ওঁ ইন্দ্রনরোণে মধিতা হবন্তে যৎপার্য্যা যুঞ্জতে বিবস্তাঃ শূরো নৃষতো শ্রবসশ্চ কামস্ব গোমতি ব্রজে ভজাত্বন্নঃ॥ দধি—ওঁ দধি ক্রাব্নোহকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখাকরোৎ প্রণতায়ূংষি তারিষৎ॥

ঘৃত—ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানামধিশ্রিয়োর্ব্বী পৃথ্বী মধুদুঘে দুপেশসা দ্যাবা পৃথিবী বরুণস্য ধর্ম্মণা বিষ্কভিতেঽজরে ভূরি রেতসা॥

স্বস্তিক—ওঁ অস্তি সোমোঽয়ং সুতঃ পিবন্ত্যস্য মরুতঃ উত স্বরাজোঽশ্বিনা। সিন্দূর—ওঁ সিন্ধোরুচ্ছ্বাসে পতয়ন্ত মুক্ষণং। হিরণ্যপাবাঃ পশুমপ্সু গৃভ্নতে॥

শঙ্খ—ওঁ স্বসুয়ো বস্থনাং যোরায়ামানেতা য ইড়ানাং সোমোযঃ ক্ষিতীনাম্॥

কজ্জল—ওঁ অঞ্জতে ব্যঞ্জতে সমঞ্জতে ক্রতুং রিহন্তি মধ্বাভ্যঞ্জতে।

রোচনা,—ওঁ শ্রায়ন্ত ইব সূর্য্যং বিশ্বেদিন্দ্রস্য ভক্ষত বসূনি জাতো জনিমান্যোজসা প্রতিভাগমদিধিমঃ॥ শ্বেত সর্ষপ,—ওঁ প্রণী উষা অপূর্ব্বা ব্যুৎসতি প্রিয়া

(১) আচমন, স্বস্তিবাচন, ঘটস্থাপনমন্ত্র ও সংকল্প সূক্তাদি ২য় কাণ্ডে দ্রষ্টব্য।

(২) অধিবাসের প্রত্যেকদ্রব্যই প্রথমত শালগ্রামশিলায় বা ঘটে স্পর্শ করাইয়া তৎপর যাহার অধিবাস,তাহার কপালে স্পর্শ করাইবে। দুর্গোৎসবাদি কার্য্যে ষষ্ঠীমার্কণ্ডেয়াদির পূজা করিতে হয় না। সঙ্কল্প বাক্যের ও কার্য্যাদির কিছু পার্থক্য আছে, তাহা তত্তৎ প্রকরণে দ্রষ্টব্য।

দিবস্তবে বা মখিন বৃহৎ॥ স্বর্ণ,—ওঁ সদসস্পতি মদ্ভুতং প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যং। সনিং মেধাং ময়াসিষং॥

রৌপ্য—ওঁ যদ্বর্চ্চো হিরণ্যস্য যদ্বা বর্চ্চো গবামুত। সত্যস্য ব্রহ্মণো বর্চ্চস্তেন মা সংসৃজামসি॥ তাম্র—ওঁ বন্মহাংসি সূর্য্যবড়াদিত্যমহাং অসি মহাংস্তে সতোমহিমাপনিষ্ট সমদ্ধাদেবমহাং অসি॥ চামর—ওঁ বাত আবাত ভেষজং শম্ভুময়ো ভুনো হৃদি প্রণতায়ুংষি তার্ষং। দর্পন—ওঁ আদিত্য প্রযতস্য রেতসো জ্যোতিঃ পশ্যন্তি বাসরং। পরো যদিধ্যতে দিবি॥ দীপ—ওঁ মনো জ্যোতির্জুষতামাজ্যস্য বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনোত্বরিষ্টং যজ্ঞং সমিমং দদাতু। বিশ্বেদেবাঃ স ইহ মাদয়ন্তা মোং প্রতিষ্ঠ। প্রশস্তপাত্র—ওঁ প্রতিপদসি প্রতিপদে ত্বা অনুপদসি অনুপদে ত্বা সম্পদসি সম্পদে ত্বা তেজোঽসি তেজসে ত্বা॥

যজুর্ব্বেদীয়-অধিবাসমন্ত্র। *

মহী—ওঁ ভূরসি ভূমিরস্যেতি॥ গন্ধ—ওঁ গন্ধদ্বারা মিত্যাদি॥ শিলা—ওঁ প্রস্তরেণ পরিধীনা শ্রুচা বেদ্যা চ বর্হিষা॥ ঋচে মাং যজ্ঞন্যং নো নয়স্বর্দেবে সুগন্ধয়ে॥ ধান্যমসি ধিনুহি দেবানিতি॥ দূর্ব্বা—ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাদিতি॥ পুষ্প—ওঁ শ্রীশ্চতে লক্ষ্মীশ্চেতি॥ ফল—ওঁ যাঃ ফলিনীতি॥ দধি—ওঁ দধিক্রাবোহকার্ষমিতি॥ ঘৃত—ওঁ তেজোঽসি শুক্রমস্যমৃতমসি ধামনামাসি প্রিয়ং দেবানামনাধৃষ্টং দেবযজনমসি॥ স্বস্তিক—ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্র॥ সিন্দূর—ওঁ সিন্ধোরিবেতি॥ শঙ্খ—ওঁ পুণ্যস্ত্বং শঙ্খ পুণ্যানাং মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলং। বিষ্ণুনা বিধৃতো নিত্যমতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে॥ কজ্জল—ওঁ সমিদ্ধোঽঞ্জনকৃতবম্মতীনাং ঘৃতমগ্ন মধুমৎ পিন্বমানঃ বাজিবহন্ বাজিনাং জাতবেদো দেবানাং বক্ষিপ্রিয়মাসধস্থং॥ রোচনা—ওঁ যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমরুষঞ্চরন্তং পরিতস্থুষঃ রোচন্তে রোচনা দিবি॥ সিদ্ধার্থ—ওঁ রক্ষোহনো বলগহনঃ প্রোক্ষয়ামি বৈষ্ণবান্ রক্ষোহনো বলগহনো বলয়ামি বৈষ্ণবান্ রক্ষোহনো বলগহনঃ পর্য্যূহামি বৈষ্ণবান্ বৈষ্ণবমসি বৈষ্ণবাস্থঃ॥ কাঞ্চন—ওঁ স্বর্ণঘর্ম্মঃ স্বাহা স্বর্ণার্কঃ স্বাহা স্বর্ণশুক্রঃ স্বাহা স্বর্ণ জ্যোতিঃ স্বাহা॥ রৌপ্য—ওঁ অক্ষরপংক্তিশ্ছন্দঃ পদপঙ্ক্তিশ্ছন্দঃ ক্ষুরোবভ্রজঃ ছন্দঃ আচ্ছন্দঃ প্রচ্ছন্দঃ সংছন্দো বিয়চ্ছন্দঃ॥ তাম্র—ওঁ অসৌ যস্তাম্রোঽরুণ উতবভ্রু সুমঙ্গলং। যে চৈনং রুদ্রা অভিতোদিক্ষু শ্রিতা সহস্রশো হৈষাওঁ হেলয়ীমহে॥ চামর—ওঁ বাত আবাত ভেষজং ইত্যাদি॥ দর্পন—ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো

* অনুষ্ঠান সমস্তই পূর্ব্ববৎ, কেবল মন্ত্রের প্রভেদমাত্র। প্রমাণ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ হিরণ্ময়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্॥ প্রশস্তপাত্র—ওঁ প্রতিপদসি প্রতি পদে ত্বা ইত্যাদি।

ঋগ্বেদি-অধিবাসমন্ত্র।

পূর্ব্ব প্রণালী অনুসারে সমস্ত কার্য্য করিবে।

মহী—ওঁ মহীত্রীণামবরস্তু দ্যুক্ষং মিত্রস্যার্য্যম্ণো দুরাধর্ষং বরুণস্য॥ গন্ধ—ওঁ অনর্ব্বিরাতিং বসুদমুপস্তুহি ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ। সোহস্য কামং বিদধতো নরোষধি মনোদানায় চোদয়ন্। শিলা—ওঁ ইন্দ্রা পর্ব্বতা বৃহতা রথেন বামী বর্ষ আবহতং সুবীরাঃ॥ ধান্য—ওঁ ধানাবন্তমিত্যাদি। দূর্ব্বা—ওঁ যজ্জায়থা অপূর্ব্ব মঘবন্ বৃত্রহত্যায় তৎ পৃথিবীমপ্রথয় সস্তভ্না উতো দিবম্॥ পুষ্প—ওঁ পবমানস্য বগ্নুহি রশ্মিভির্ব্বাজসাতমঃ। দধৎ স্তোত্রে সুবীর্য্যং॥ ফল—ওঁ ইন্দ্রনরোণে মধিতা হবন্তে যৎ পর্য্যায় নয়তে ধিয়স্তাঃ শূরোনুষাতাঃ শ্রবসশ্চকাম অগোমতি ব্রজে ভজত্বন্নঃ॥ দধি—ওঁ দধিক্রাবে্ণাহকার্ষমিত্যাদি॥ ঘৃত—ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানামিত্যাদি॥ স্বস্তিক—ওঁ অস্তি সোমোহয়ং সুতঃ পিবন্ত্যস্য মরুতঃ। উত স্বরাজোহশ্বিনা॥ সিন্দূর—ওঁ সিন্ধোঃরুচ্ছ্বাসে পতয়ন্তমিত্যাদি॥ শঙ্খ—ওঁ সমুদ্রেয়ো বসূনাং যো রায়ামানেতায় ইড়ানাং সোমায় স্বক্ষণীয়াং॥ কজ্জল—ওঁ অঞ্জতে ব্যঞ্জতে সমঞ্জতে ক্রতুমিত্যাদি॥ রোচনা—ওঁ অধদ্যাধবা বৃহতো রোচনাদধি আজাবন্ধসুর্ত্তনাগিরা সমাজাতা সুক্রতোপৃণ॥ সিদ্ধার্থক—ওঁ এষোষা অপূর্ব্ব্যা ব্যুৎসতি প্রিয়াদি বস্তুষে বামশ্বিনা বৃহৎ॥ কাঞ্চন— তং গূর্দ্ধায়াস্বন্নবোহবদেবাসো দেবমরতিং দধাহোম্রিবে। দেবতা হব্যমুহিসঃ॥ রৌপ্য—ওঁ যদ্বর্চ্চো হিরণ্যস্যেত্যাদি॥ তাম্র—ওঁ বনমহাং সূর্য্যবড়াদিত্যমহাং অসিং। মহস্তে সতো মহিমাপনিষ্টম মহ্না দেবমহাং অসি॥ চামর—ওঁ বাত আবাত ভেষজং শম্ভুময়োভুনো হৃদি প্রণতায়ুংষি তার্ষৎ॥ দর্পণ—ওঁ আদিত্যপ্রত্নস্য রেতসো জ্যোতিঃপশ্যন্তি বাসরং পরো যদিধ্যতে দিবি॥ দীপ—ওঁ মনোজ্যোতির্জুষতামাজ্যস্যেত্যাদি॥ প্রশস্তপাত্র—ওঁ প্রতিপদসি প্রতিপদে ত্বা অনুপদসি অনুপদে ত্বা সম্পদসি সম্পদে ত্বা তেজোহসি তেজসে ত্বা॥

ত্রিবেদীয় অধিবাস সমাপ্ত॥

প্রথমকাণ্ড সম্পূর্ণ॥

সটীক

পুরোহিত-সর্ব্বস্ব।

দ্বিতীয় কাণ্ড।

ত্রিবেদীয় সামান্যবিধি।

আচমন।

দুই পা ও দুই হাত ধুইয়া গরুর কর্ণের ন্যায় হস্ত করিয়া একটী মাষকলাই ডুবিতে পারে এতটুকু জল ব্রাহ্মতীর্থ ক্রমে * হস্তে লইয়া তাহা দর্শন করিয়া পান করিবে। এইরূপে জল তিনবার পান করিতে হয়। পরে হাত ধুইয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দুইবার মুখ মার্জ্জন করিয়া অঙ্গুষ্ঠ, তর্জ্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি সংমিলিত করিয়া মুখ স্পর্শ করিবে. এবং অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা নাসিকা স্পর্শ করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা চক্ষুর্দ্বয় ও তৎপর কর্ণদ্বয় পুনঃ পুনঃ স্পর্শ করিবে। তৎপরে অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলীর মিলিতাগ্রভাগ দ্বারা নাভিদেশ স্পর্শ করিয়া হস্ত ধৌত করিবে। পরে হস্তলতল দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিবে। অনন্তর একীকৃত সমস্ত অঙ্গুলী দ্বারা মস্তক এবং অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা বাহুদ্বয়মূল স্পর্শ করত বিষ্ণু স্মরণ করত শুচি হইবে। (ক)

---

* তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা, ও কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগকে দৈবতীর্থ বলে। কনিষ্ঠা ও অনামিকার মূলদেশকে কায়তীর্থ কহে। অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যদেশকে পৈত্রতীর্থ এবং বৃদ্ধাঙ্গুলির মূলদেশকে ব্রাহ্মতীর্থ কহে।

(ক) প্রাক্ষাল্য পাণী পাদৌ চ ত্রিঃ পিবেদম্বু বীক্ষিতম। সংবৃত্তাঙ্গুষ্ঠমূলেন দ্বিঃ প্রমৃজ্যাত্ততো মুখম্॥ সংহত্য তিসৃভিঃ পূর্ব্বমাস্যমেবমুপস্পৃশেৎ। অঙ্গুষ্ঠেন প্রদেশিন্যা ঘ্রাণং পশ্চাদনন্তরম্॥ অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাস্তু চক্ষুঃশ্রোত্রে পুনঃপুনঃ। নাভিং কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠেন হৃদয়ন্তু তলেন বৈ॥ সর্ব্বাভিস্তু শিরঃ পশ্চাদ্বাহূ চাগ্রেণ সংস্পৃশেৎ। এবং কৃত্বা পশ্চ পীত্বা বিষ্ণুং স্মৃত্বা শুচির্ভবেৎ॥ ইতি।

বিষ্ণুস্মরণ যথা,—"ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্‌।'

স্ত্রী ও শূদ্রের আচমনে দৈবতীর্থ দ্বারা জল লইয়া ওষ্ঠে জলের ছিটা দিয়া "নমো বিষ্ণুঃ নমো বিষ্ণুঃ নমো বিষ্ণুঃ" এইরূপে তিনবার বিষ্ণু স্মরণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা,—

"নমঃ অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরং শুচিঃ॥

অতঃপর স্বস্তি বাচন করিবে। যথা,—

সামবেদি-স্বস্তিবাচন।

ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমন্বারভামহে। আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্‌॥ ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি॥

যর্জুর্ব্বেদি-স্বস্তিবাচন।

ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যোঽরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দ্দধাতু। ওঁ গণানান্ত্বা গণপতিং হবামহে ওঁ প্রিয়াণাস্তা প্রিয়পতিং হবামহে ওঁ নিধীনাস্তা নিধিপতিং হবামহে বসো মম। ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি॥

ঋগ্বেদি-স্বস্তিবাচন।

ওঁ স্বস্তি নো মিমীতামশ্বিনাভগঃ স্বস্তি দেব্যদিতিবনর্ব্বণঃ। স্বস্তি পূষা অসুরো দধাতু নঃ। স্বস্তি দ্যাবাপৃথিবী সুচেতনা। স্বস্তি নো বায়ুমুপব্রুবামহৈ সোমং স্বস্তি ভুবনস্য যম্পতিঃ। বৃহস্পতিঃ সর্ব্বগণং স্বস্তয়ে স্বস্তয় আদিত্যাসো শ্রবন্তু নঃ। বিশ্বেদেবা নো অদ্যাঃ স্বস্তয়ে। বৈশ্বানরো বসুরগ্নিঃ স্বস্তয়ে। দেবা অবন্তু ঋভবঃ স্বস্তয়ে স্বস্তি নো রুদ্রঃ পাত্বংহসঃ। স্বস্তি মিত্রাবরুণাঃ স্বস্তি পথ্যেব রেবতি। স্বস্তি ন ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ স্বস্তি নোঽদিতয়ে কৃধি। স্বস্তি পন্থা অনুচরেম সূর্য্যা-চন্দ্রমসাবিব। পুনর্দ্দদতা ঘ্নতা জানতা সঙ্গমেমহি। স্বস্ত্যয়নং তার্ক্ষ্য-মবিষ্টনেমিং মহদ্ভূতং বায়সং দেবানাম্‌। অসুরঘ্নমন্ত্রসখং সমুৎসুর হৃদ

যশোনাবমিবারুহেম। অংঘোমুচমাঙ্গিরসঙ্গয়ঞ্চ স্বস্ত্যাত্রেয়ং মনসা চ তাক্ষ্যং। প্রয়তপাণিঃ শরণং প্রপদ্যে। স্বস্তি সম্বাধে সভয়ং নোঽস্তু। ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি।

সঙ্কল্পবিধি। *

সঙ্কল্প না করিয়া মানুষ যে কোন কার্য্য করে, সে কার্য্যের সম্পূর্ণ ফল লাভ হয় না, প্রত্যুত ধর্ম্মের অর্দ্ধফল নষ্ট হয়। (ক)

তাম্রাদি পাত্র (খ) জল পূর্ণ করিয়া সাগ্র ত্রিপত্র কুশ, ফল, পুষ্প ও তিল লইয়া সঙ্কল্প করিতে হয়। জলাশয়, উপবন ও কূপপ্রতিষ্ঠাকালে পূর্ব্বাভিমুখ, অন্যান্য সাধারণ কার্য্যে উত্তর মুখ হইয়া সঙ্কল্প করিবে। সঙ্কল্প বাক্য পাঠ করিয়া পাত্রস্থ জল ঈশানকোণে কিঞ্চিৎ নিক্ষেপ করিতে হয় (গ)। কার্য্যভেদে সঙ্কল্প পৃথক্, সুতরাং সঙ্কল্প তত্তৎ স্থানে দ্রষ্টব্য।

সঙ্কল্পানন্তর সূক্ত পাঠ করিতে হয়। সূক্ত যথা,—

সামবেদি-সঙ্কল্পসূক্ত।

ওঁ দেবো বো দ্রবিণোদাঃ পূর্ণাং বিবষ্ট্বা সিচম্। উদ্বা সিঞ্চধ্বমুপবা পৃণুধ্বমাদিদ্বো দেব ওহতে॥

যজুর্ব্বেদি-সঙ্কল্পসূক্ত।

ওঁ যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং তদু সুপ্তস্য তথৈবেতি দূরঙ্গমং। জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু॥

* আব্দিকে পিতৃকৃত্যে তু মাসশ্চান্দ্রমসঃ স্মৃতঃ। বিবাহাদৌ স্মৃতঃ সৌরো যজ্ঞাদৌ সাবনো মতঃ।

পিতৃকার্য্যে—অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদিতে চান্দ্রমাস, বিবাহাদিতে সৌর মাস ও যজ্ঞাদিতে সাবন মাস উল্লেখ করিতে হয়।

(ক) সঙ্কল্পেন বিনা রাজন্ যৎ কিঞ্চিৎ কুরুতে নরঃ। ফলঞ্চাল্পাল্পকং তস্য ধর্ম্মস্যার্দ্ধক্ষয়ো ভবেৎ।

(খ) শুক্তিশঙ্খাশ্মহস্তেশ্চ কাংস্যরৌপ্যাদিভি স্তথা। সঙ্কল্পো নৈব কর্ত্তব্যো মৃন্ময়ে ন কদাচন॥ ভবিষ্যে॥

(গ) গৃহীত্বৌডুম্বরং পাত্রং বারিপূর্ণং গুণান্বিতং। দর্ভত্রয়ং সাগ্রমূলং ফলপুষ্পতিলান্বিতং॥ জলাশয়ারামকূপে সংকল্পে পূর্ব্বদিঙ্মুখঃ। সাধারণে চোত্তরাস্য ঐশান্যাং নিক্ষিপেৎ পয়ঃ॥

ঋগ্বেদি-সঙ্কল্পসূক্ত।

ওঁ যা গংগূর্য্যা সিনীবালী যা রাকা যা সরস্বতী। ইন্দ্রাণী বাহ্বব উতয়ে বরুণানীঃ স্বস্তয়ে॥

অতঃপর আসন শুদ্ধি করিবে। যথা,—

আসনশুদ্ধি।

যে আসনে বসিয়া পূজা করিতে হইবে তাহার উপরে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া সচন্দন পুষ্প গ্রহণ করত, "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীঁ আধারশক্তয়ে নমঃ" বলিয়া পুষ্পটী আসনোপরি প্রদান করত আসন ধরিয়া পাঠ করিবে,—

ওঁ মেরুপৃষ্ঠ ঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ শ্রীকূর্ম্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ। অনন্তর হাত যোড় করিয়া পাঠ করিবে,—

ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা। ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্॥

ভূতাপসারণ।

অতঃপর দিব্য দৃষ্টি দ্বারা অবলোকন করিয়া দিব্য বিঘ্ন উৎসারিত করত "অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্রে জল ধারা বেষ্টন দ্বারা আকাশস্থিত বিঘ্ন ও বাম পার্ষ্ণি দ্বারা মৃত্তিকাতে তিনটী আঘাত করিয়া ভূমিগত বিঘ্ন দূর করিয়া "ফট" এই মন্ত্র সাতবার জপ করত বিকির * হস্তে লইয়া নিম্ন লিখিত মন্ত্র পাঠ করত উহা চতুর্দ্দিকে ছিটাইয়া দিবে। মন্ত্র যথা,—

ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ। যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া। †

ঘটস্থাপন।

বিস্তারে ঘট ত্রিংশৎ অঙ্গুলি, উচ্চে ষোড়শ অঙ্গুলি, কণ্ঠ চারি অঙ্গুলি, মুখের

---

* খৈ, চন্দন, শ্বেতসর্ষপ, ভস্ম, দূর্ব্বা, কুশ ও আতপ তণ্ডুল এই সকল দ্রব্য[illegible] বিকির বলে।

† ভূতাপসারণ কার্য্যভেদে কিঞ্চিৎ পৃথক আছে। তাহা তত্তৎ স্থলে লিখিত হইবে।

(ক) ঘটং ত্রিংশদঙ্গুলায়ামং ষোড়শাঙ্গুলমুচ্চকৈঃ। চতুরঙ্গুলকং কণ্ঠং মুখমস্য ষড়ঙ্গুলম্। পঞ্চাঙ্গুলমিতং [illegible] বিধানং ঘটনির্ম্মিতেঃ॥ ইতি মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্।

বিস্তার ছয় অঙ্গুলি এবং তলদেশ পঞ্চাঙ্গুলি পরিমিত (ক) সুবর্ণ, রজত, তাম্র, কাংস্য, অথবা মৃত্তিকা-নির্ম্মিত, কিম্বা পাষাণ, বা কাচজ ঘট স্থাপন করিবে। দেবতার প্রীতির জন্য ঘটে বিত্তশঠতা করিবে না অর্থাৎ অবস্থানুযায়ী ঘটস্থাপন করা কর্ত্তব্য। (ক) ঘট সুদৃশ্য ও অক্ষত হওয়া আবশ্যক।

সৌবর্ণং ভোগদং প্রোক্তং রাজতং মোক্ষদায়কম্। তাম্রং প্রীতিকরং জ্ঞেয়ং কাংস্যজং পুষ্টিবর্দ্ধনম্॥ কাচং বশ্যকরং প্রোক্তং পাষাণং স্তম্ভকর্ম্মণি। মৃন্ময়ং সর্ব্বকার্য্যেষু সুদৃশ্যং সুপরিষ্কৃতম্॥

স্বর্ণনির্ম্মিত ঘট ভোগদ এবং রজত-ঘট মোক্ষদায়ক বলিয়া কথিত হইয়াছে। প্রীতিকর কার্য্যে তাম্র ও পুষ্টিবর্দ্ধনে কাংস্যজ ঘট, বশীকরণে কাচ ও স্তম্ভন-কার্য্যে পাষাণ-ঘট প্রশস্ত জানিবে। পরিষ্কৃত ও সুদৃশ্য মৃত্তিকানির্ম্মিত ঘট সর্ব্ব-কার্য্যেই প্রশস্ত হয়।

ঘট মধ্যে নবরত্ন ও পঞ্চরত্ন প্রদান করিবে। তাহার অভাব হইলে কেবল সুবর্ণ প্রদান করিবে।

ভূমিধান্যঘটশ্চৈব জলং পল্লবমেব চ। ফলং পুষ্পঞ্চ সিন্দূরং স্থিরীকরণমেব চ॥

ঘটস্থাপনে ভূমি, ধান্য, ঘট, জল, পল্লব, ফল, পুষ্প ও সিন্দূর দিয়া পুত্তলিকা আঁকিয়া দিতে হয়, তৎপরে স্থিরীকরণ কার্য্য করিতে হয়।

সামবেদি-ঘটস্থাপন।

ভূমিতে হাত দিয়া পাঠ করিবে,—ওঁ ভূমিরন্তরীক্ষং দ্যৌর্বা ভূতায়াঃ॥

ধান্য ধরিয়া পাঠ করিবে,—ওঁ ধানাবন্তং করম্ভিণমপূপবন্তমুক্থিনং ইন্দ্র প্রাতর্জুষস্ব নাঃ।

হস্তদ্বারা ঘট ধরিয়া পাঠ করিবে,—ও আবিশন্ কলসং সুতো বিশ্বা অর্হন্নভিশ্রিয় ইন্দুরিন্দ্রায় ধীয়তে॥

জলে হাত দিয়া পাঠ করিবে,—ওঁ আনো মিত্রাবরুণা ঘৃতৈর্গব্যূতি মুক্ষিতং মধ্বা রজাংসি সুক্রতুম্॥

পল্লব ধরিয়া পাঠ করিবে,—ওঁ অয়মূর্জ্জাবতো বৃক্ষ উর্জ্জীব ফলিনী ভব। পর্ণং বনস্পতে নুত্বা নুত্বা চ সূয়তাং রয়ি॥

(ক) সৌবর্ণং রাজতং তাম্রং কাংস্যজং মৃত্তিকোদ্ভবম্। পাষাণং কাচজং বাপি ঘটমক্ষতম ব্রণম্॥ কারয়েদ্দেবতাপ্রীত্যৈ বিত্তশাঠ্যং বিবর্জ্জয়েৎ॥

কল ধরিয়া পাঠ করিবে,—ওঁ ইন্দ্রং নরোনেমদিতা হবন্তে যৎ পর্য্যায়ুর্তে ধিয়স্তাঃ। স্থরো নৃষাতাং শ্রবসশ্চকাম আগোমতী ব্রজে ভজত্বন্নঃ॥

হস্তদ্বারা পুষ্প স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবে,—ওঁ পবমানং ব্যশ্নুহি রশ্মিভিরোজসা তমঃ দধৎ শ্রোত্রে স্থবীর্য্যম্॥

সিন্দূর স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবে,—ওঁ সিন্ধোরুচ্ছ্বাসে পতয়ন্তমুকৃথিনং হিরণ্যপাবা পশুমপ্সু গৃভ্নুতে॥

স্থিরীকরণ (ঘট ধারণ করিয়া পাঠ করিবে),—ওঁ দ্বাবতঃ পুরুবসো রসস্মিদং প্রণেতস মিস্থাতহর্বীনাম্ ওঁ স্থিরো ভব বিড্বঙ্গ আশুর্ভব বাহ্বর্ব্বন্। পৃথুর্ভব স্থসদস্তমগ্নে পুরীষবাহন স্থাং স্থীং স্থিরো ভব॥

হাত যোড় করিয়া পাঠ করিবে,—ওঁ সর্ব্বতীর্থোদ্ভবং বারি সর্ব্বদেবসমন্বিতম্। ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেবগণৈঃ সহ॥

ঋগ্বেদি-ঘটস্থাপন।

ভূমিতে হাতদিয়া পাঠ করিবে,—ওঁ উর্ব্বী সদ্দলীস্থহবে বহুঋতেন দেবানামসা জনয়িত্রী দধাতে। স্থভগে স্থপ্রতীকে ত্বাবা রক্ষিতং পৃথিবী নো অহ্বা॥

ধান্য ধরিয়া পাঠ করিবে,—ওঁ ধানাবন্তং করম্ভিণমপূপবন্তমুকৃথিনম্। ইন্দ্রত্বা দাতুমিত্যসঃ।

ঘটে হস্ত প্রদান করত পড়িবে—ওঁ এতানি ভদ্রকলস ক্রিয়াম কুরু শ্রবন্দধতো মঘানি দান ইন্দো মঘবান্। সোমস্তঞ্চ সোমো হৃদয়ং বিঘর্ম্মি॥

জল স্পর্শ করিয়া পড়িবে—ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি বরুণস্য স্কম্ভঃ সর্জ্জনীস্থঃ বরুণস্য ঋত সদন্যসি বরুণস্য ঋতসদনমাসীদ॥

ফল ধরিয়া পাঠ করিবে—ওঁ যাঃ ফলিনীর্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ। বৃহস্পতিপ্রসূতাস্তা নো মুঞ্চ ত্বং হসঃ॥

স্থিরীকরণ—ওঁ স্থিরো ভব বিড্বঙ্গ আশুর্ভব বাহ্বর্ব্বন্ স্থখদস্তমগ্নে পুরীষবাহন॥

যজুর্ব্বেদি-ঘটস্থাপন।

ভূমিতে হস্ত দিয়া পাঠ করিবে—ওঁ ভূরসি ভূমিরস্যদিতিরসি বিশ্বস্য ভুবনস্য ধাত্রীং পৃথিবীং যচ্ছ পৃথিবীং দৃংহ পৃথিবীং মাহিংসীঃ॥

ধান্য স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবে—ওঁ ধান্যমসি ধিনুহি দেবান্ ধিনুহি যজ্ঞং ধিনুহি যজ্ঞপতিং ধিনুহি মাং যজ্ঞন্যম্॥

ঘটে—ওঁ আজিঘ্রকলসং মহ্যাত্বা বিশন্ত্বিন্দবঃ পুনরূর্জ্জা নিবর্ত্তস্ব সা নঃ সহস্রং ধুক্ষোরুধারাং পয়স্বতী পুনর্মা বিশতাদ্রয়িঃ॥

জলে—ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি বরুণস্য স্কম্ভঃ সর্জনীস্থঃ বরুণস্য ঋত সদন্যসি বরুণস্য ঋত সদনমসি বরুণস্য ঋত সদনীমাসীদ॥

পল্লব স্পর্শ করিয়া পড়িবে—ওঁ ধন্বনাগা ধন্বনা জিগ্গয়েম ধন্বনাঃ তীব্রাঃ সমদো জয়েম। ধনুঃশত্রোরপকামং কৃণোতু ধন্বনা সর্ব্বাঃ প্রদিশো জয়েম॥

ফলে—ওঁ যাঃ ফলিনীর্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ। বৃহস্পতিপ্রসূতাস্তা নো মুঞ্চ ত্বগুং হসঃ॥

সিন্দূরে—ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধ্বনেহশূঘনাসো বাতপ্রমিয়ঃ পতয়ন্তি যহ্বা। ঘৃতস্য ধারা অরুষোহনবাজী কাষ্ঠাভিন্দন্নূর্ম্মিভিঃ পিন্বমানঃ॥

দূর্ব্বাতে—ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তি পুরুষঃ পুরুষঃ পরি। এবানো দূর্ব্বে প্রতনু সহস্রেণ শতেন চ॥

পুষ্পে—ওঁ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা অহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনৌ ব্যাপ্তং ইষ্ণন্নিষাণমুন্ময়ীশানঃ সর্ব্বলোকম্ময়ীশান॥

বস্ত্রে—ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ তন্ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি সাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ॥

স্থিরীকরণ—ওঁ সর্ব্বতির্থোদ্ভবং বারি সর্ব্বদেব সমন্বিতম্। ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেবগণৈঃ সহ॥ স্থাং স্থীং স্থিরো ভব বিড্বঙ্গ আশুর্ভব। বাহ্যর্ব্বন্ পৃথুর্ভব সুষদস্ত্বমগ্নে পুরীষবাহন॥

সামান্যার্ঘ্য।

প্রথমে ভূমিতে ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া, গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিবে।—

ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ ॥

অতঃপর "ফট্" এই মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্র প্রক্ষালন করিয়া, ত্রিপদিকার উপরে স্থাপন করিবে। পরে 'ওঁ' এই মন্ত্রে সেই পাত্র জলে পূর্ণ করিয়া,

"মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ, অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ ॥" বলিয়া পূজা করিবে।

তৎপরে পাত্রস্থ জল ত্রিভাগ করিয়া, গন্ধ, পুষ্প ও দূর্ব্বা প্রভৃতি দান করত ধেনুমুদ্রাদ্বারা অমৃতীকরণ, মৎস্যমুদ্রাদ্বারা আচ্ছাদন এবং অঙ্কুশমুদ্রাদ্বারা সেই জলে তীর্থ সকলের আবাহন করিবে। যথা,—

ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥

অনন্তর 'ওঁ' এই মন্ত্র অর্ঘ্যপাত্রের উপর দশবার জপ করিয়া, সেই জলের ছিটা নিজ মস্তকে ও পূজার উপকরণে দিতে হইবে।

মাষভক্তবলি।

স্বীয় বামে গোময়ের দ্বারা ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তাহার উপরে ভূতগণের আবাহন করত "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্ষেত্রপালাদিভূতগণেভ্যো নমঃ" এই মন্ত্রে পাদ্যাদিদ্বারা পূজা করিয়া, নূতন মৃন্ময়পাত্রে বা বিল্বপত্রের উপরে মাষকলায়, দধি ও আতপ তণ্ডুল একত্রে মিশ্রিত করিয়া "ওঁ মাসভক্তবলয়ে নমঃ" বলিয়া তাহার অর্চ্চনা করত নিবেদন করিয়া দিবে। যথা,— "এষমাসভক্তবলিঃ ওঁ ক্ষেত্রপালাদিভূতগণেভ্যো নমঃ।" তৎপর করযোড়ে প্রার্থনা করিবে।

"ওঁ ভূতপ্রেতপিশাচাশ্চ দানবা রাক্ষসাশ্চ যে। শান্তিং কুর্ব্বন্তু তে সর্ব্বে ইমং গৃহ্ণন্তু মদ্বলিম্ ॥

অতঃপর শ্বেতসর্ষপ গ্রহণ করিয়া "ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ। অপসপন্তু তে সর্ব্বে নারসিংহেন" তাড়িতাঃ ॥

ইহা বলিয়া হস্তস্থিত চাউল চতুর্দ্দিকে ছিটাইয়া দিবে।

অতঃপর স্বীয় বাম ভাগে "ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ।" দক্ষিণে—"ওঁ গণেশায় নমঃ।" শিরে—"ওঁ অমুক-

দেবতায়ৈ নমঃ” বলিয়া গুরুপঙ্ক্তি নমস্কার করিবে। পরে সচন্দন একটী পুষ্প হাতে লইয়া ফট্ এই মন্ত্রে উভয় হস্ত দ্বারা পুষ্পটী মর্দ্দন করিয়া আঘ্রাণ করত ঈশানকোণে পরিত্যাগ করিবে এবং ক্রমে উর্দ্ধে তালত্রয় ও ছোটিকা (অঙ্গুলিধ্বনি) দ্বারা দশদিক্ বন্ধন করিবে।

ভূত শুদ্ধি। *

রমিতি জলধারয়া বহ্নিপ্রাকারং বিচিন্ত্য স্বাঙ্কে উত্তানৌ করৌ কৃত্বা সোঽহমিতি মন্ত্রেণ জীবাত্মানং হৃদয়স্থং দীপকলিকাকারং মূলাধারস্থ-কুলকুণ্ডলিন্যা সহ সুষুম্নাবর্ত্মনা মূলাধার-স্বাধিষ্ঠান-মণিপুরকানাহত-বিশুদ্ধা-জ্ঞাখ্য-ষট্চক্রাণি ভিত্ত্বা, শিরোঽবস্থিতাধোমুখ-সহস্রদল-কমল-কর্ণিকান্তর্গত-পরমাত্মনি সংযোজ্য তত্রৈব পৃথিব্যপ্তেজোবায়্বাকাশ-গন্ধ-রূপ-রস-স্পর্শ-শব্দ-নাসিকা-জিহ্বা-চক্ষু-স্ত্বক্-শ্রোত্র-বাক্-পাণি-পাদ-পায়ূপস্থ-প্রকৃতি-মনোবুদ্ধ্যহ-ঙ্কার-চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বানি লীনানি বিভাব্য, যমিতি বায়ুবীজং ধূম্রবর্ণং বামনাসাপুটে বিচিন্ত্য তস্য ষোড়শবারজপেন বায়ুনা দেহমাপূর্য্য নাসাপুটৌ ধৃত্বা তস্য চতুঃষষ্টিবারজপেন কুম্ভকং কৃত্বা বামকুক্ষিস্থ-কৃষ্ণবর্ণপাপপুরুষেণ সহ দেহং সংশোষ্য তস্য দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন দক্ষিণনাসয়া বায়ুং রেচয়েৎ। পুনর্দ্দক্ষিণনাসাপুটে রমিতি বহ্নিবীজং রক্তবর্ণং ধ্যাত্বা তস্য ষোড়শবারজপেন বায়ুনা দেহমাপূর্য্য নাসাপুটৌ ধৃত্বা তস্য চতুঃষষ্টিবারজপেন কুম্ভকং কৃত্বা কৃষ্ণবর্ণ-পাপপুরুষেণ সহ মূলাধারোত্থিতেন বহ্নিনা দগ্ধ্বা তস্য দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন বামনাসয়া ভস্মনা সহ বায়ুং রেচয়েৎ। ততঃ ঠমিতি চন্দ্রবীজং শুক্লবর্ণং বামনাসায়াং ধ্যাত্বা তস্য ষোড়শবারজপেন ললাটে চন্দ্রং নীত্বা নাসাপুটৌ ধৃত্বা বমিতি বরুণবীজস্য চতুঃষষ্টিবারজপেন ললাটস্থচন্দ্রাদ্গলিতসুধয়া মাতৃকা-বর্ণাত্মিকয়া সমস্তদেহং বিরচর্য্য লমিতিপৃথ্বীবীজং দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন দেহং সুদৃঢ়ং বিচিন্ত্য দক্ষিণেন বায়ুং রেচয়েৎ। ততো হংস ইতি মন্ত্রেণ জীবং স্বস্বস্থানে সংস্থাপ্য দেবরূপমাত্মানং বিচিন্তয়েৎ।

“রং” মন্ত্রে জলের ধারা দিয়া বহ্নিপ্রাকার (যেন চতুর্দ্দিকে বহ্নিদ্বারা পরিবেষ্টিত স্থানে বসিয়া আছি এইরূপ) চিন্তা করিয়া স্বীয় অঙ্কে (ক্রোড়ে) চিৎভাবে হস্তদ্বয়

* শরীরাকার প্রাপ্ত পৃথিব্যাদি ভূতসকল যে কার্য্য দ্বারা শুদ্ধ হইয়া শরীরকে ধ্যান ধারণাদির উপযুক্ত করে, তাহাই ভূতশুদ্ধি।

উপর্য্যুপরি রাখিয়া "সোঽহং" এই মন্ত্রে দীপকলিকাকার হৃদয়স্থ জীবাত্মাকে মূলাধারস্থিত কুলকুণ্ডলিনীর সহিত যুক্ত করিয়া সুষুম্নাপথে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপূর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞানামক ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া শিরঃস্থিত অধোমুখ সহস্রদলকমলের কর্ণিকান্তর্গত পরমশিবে সংযোজনা করিয়া তথায় পৃথিবী, জল. তেজ, বায়ু, আকাশ, গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ. শব্দ, নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্, কর্ণ. বাক্, হস্ত, পদ, পায়ু, উপস্থ, প্রকৃতি, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বকে বিলীন ভাবনা করত যং এই বায়ুবীজ বামনাসাপুটে ধূম্রবর্ণ চিন্তা করিয়া ষোড়শবার জপ করত সমস্ত দেহ বায়ুতে আপূরণ করিবে। পরে উভয় নাসা ধরিয়া ঐ বীজটী ৬৪ বার জপ দ্বারা কুম্ভক করত বামকুক্ষিস্থ কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষের সহিত নিজ দেহ শুষ্ক চিন্তা করিয়া ঐ "যং" বীজ ৩২ বার জপ করিয়া দক্ষিণনাসা দ্বারা বায়ুত্যাগ করিবে। পরে দক্ষিণনাসাপুটে "রং" এই রক্তবর্ণ বহ্নি-বীজ ধ্যান করত ষোড়শবার জপ করিয়া পূর্ব্বরূপ বায়ু দ্বারা দেহ পূরণ এবং ৬৪ বার জপ দ্বারা কুম্ভক করিয়া মূলাধারোত্থিত বহ্নিদ্বারা কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষকে দগ্ধ করিয়া পুনরায় বত্রিশবার জপে বামনাসা দ্বারা উক্ত দগ্ধীভূত পাপপুরুষের ভস্মের সহিত বায়ু ত্যাগ করিবে। পরে "ঠং" এই শুক্লবর্ণ চন্দ্রবীজ বামনাসায় চিন্তা করিয়া ১৬ বার জপে ললাটে চন্দ্র আনয়ন করিয়া দেহপূরণ এবং উভয় নাসাপুট ধারণ করত "বং" এই বরুণ-বীজ ৬৪ বার জপে ললাটস্থ চন্দ্র-বিগলিত মাতৃকাবর্ণাত্মক সুধা দ্বারা সমস্ত দেহ পুনরায় বিরচিত করিবে। পরে "লং" বীজ ৩২ বার জপে দেহকে সুদৃঢ় চিন্তা করত পৃথিবী বীজটীকে চিন্তা করিয়া দক্ষিণনাসা দ্বারা বায়ু রেচন করিবে। অনন্তর "হংস" এই মন্ত্রে জীবাত্মাকে স্ব স্ব স্থানে স্থাপন করিয়া নিজ শরীরকে অভীষ্ট দেবের সদৃশ চিন্তা করিবে। (ক)

সংক্ষেপ-ভূতশুদ্ধি।

নিম্নলিখিত মন্ত্র চতুষ্টয় পাঠ করিয়া দেবতার শরীর স্থান ভাবনা করিলেই, সঙ্ক্ষেপ-ভূতশুদ্ধি হয়। মন্ত্রচতুষ্টয় যথা,—"ওঁ ভূতশৃঙ্গাটাচ্ছিরঃ সুষুম্না-

(ক) ভূতশুদ্ধিং ততঃ কুর্য্যাৎ প্রাণায়ামক্রমেণ চ। প্রাণায়ামের ক্রমানুসারে ভূতশুদ্ধি করিতে হয়, ইতি জ্ঞানার্ণবে।

পথেন জীবশিবং পরমশিবপদে যোজয়ামি স্বাহা ॥ ১ ॥ ওঁ যং লিঙ্গ-শরীরং শোষয় শোষয় স্বাহা ॥ ২ ॥ ওঁ রং সঙ্কোচশরীরং দহ দহ স্বাহা ॥ ৩ ॥ ওঁ পরমশিব সুষুম্নাপথেন মূলশৃঙ্গাটমুল্লসোল্লস জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল সোঽহং হংসঃ স্বাহা ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণবিষয়ক সংক্ষেপ-ভূতশুদ্ধি।

স্বকীয়হৃদয়ে ধ্যায়েৎ শ্রীকৃষ্ণচরণাম্বুজম্। ভূতশুদ্ধিমিমাং প্রাহুঃ সর্ব্বাগমবিশারদাঃ ॥

সাধকের নিজ হৃদয়ে শ্রীশ্রীকৃষ্ণদেবের চরণযুগল ধ্যান করিলেই ভূতশুদ্ধি হয়। ইহা আগমবিশারদগণ বলিয়াছেন।

ন্যাস করিবার ক্রম।

মনসা বিন্যসেন্ন্যাসান্ পুষ্পেণৈবাথ বা মুনে। অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং বা চান্যথা বিফলং ভবেৎ।

মনে মনে ন্যাস করিবে অথবা পুষ্পের দ্বারা কিংবা অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা যোগে ন্যাস করিবে, অন্যথা ন্যাস কার্য্য বিফল হইবে।

মাতৃকান্যাস।

প্রথমতঃ মাতৃকান্যাসের ঋষ্যাদি স্মরণপূর্ব্বক মস্তকাদি স্থান সমূহে পুষ্প বা অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার যোগে স্পর্শ করিবে।

অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো মাতৃকাসরস্বতী দেবতা হলো বীজানি স্বরাঃ শক্তয়ো মাতৃকান্যাসে বিনিয়োগঃ।

শিরসি ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, মুখে ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি ওঁ মাতৃকাসরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ, গুহ্যে ওঁ ব্যঞ্জনেভ্যো হলেভ্যো নমঃ, পাদয়োঃ ওঁ স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ।

করন্যাস।—অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট। এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং হুং। ওং পং ফং বং

ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্।

অঙ্গন্যাস।—অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং শিরসে স্বাহা। উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং শিখায়ৈ বষট্। এং তং থং দং ধং নং ঐং কবচায় হুং। ওং পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্রাভ্যাং বৌষট্। যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্।

জ্ঞানার্ণবাদি তন্ত্রে লিখিত আছে যে, মাতৃকার ঋষ্যাদিন্যাস, করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিয়া অগ্রে অন্তর্মাতৃকান্যাস করিবে। দেহমধ্যে আধারাদি ভ্রূমধ্য পর্য্যন্ত ছয়টি পদ্ম আছে, ঐ সকল পদ্মে অন্তর্মাতৃকান্যাস করিতে হয়। কণ্ঠস্থলে যে ষোড়শদল পদ্ম আছে, তাহার ষোড়শ পত্রে ন্যাস করিবে। যথা।—অং নমঃ, আং নমঃ ইং নমঃ, ঈং নমঃ, উং নমঃ, ঊং নমঃ, ঋং নমঃ, ৠং নমঃ, ঌং নমঃ, ৡং নমঃ, এং নমঃ, ঐং নমঃ, ওং নমঃ, ঔং নম, অং নমঃ, অঃ নমঃ।

হৃদয়স্থিত দ্বাদশদলপদ্মে—কং নমঃ, খং নমঃ, গং নমঃ, ঘং নমঃ, ঙং নমঃ, চং নমঃ, ছং নমঃ, জং নমঃ, ঝং নমঃ, ঞং নমঃ, টং নমঃ, ঠং নমঃ।

নাভিমূলস্থিত দশদলপদ্মে—ডং নমঃ, ঢং নমঃ, ণং নমঃ, তং নমঃ, থং নমঃ, দং নমঃ, ধং নমঃ, নং নমঃ, পং নমঃ, ফং নমঃ।

লিঙ্গমূলস্থিত ষড়্দলপদ্মে—বং নমঃ, ভং নমঃ, মং নমঃ, যং নম, রং নমঃ, লং নমঃ। মূলাধারস্থিত চতুর্দ্দল পদ্মে—বং নমঃ, শং নমঃ, ষং নমঃ, সং নমঃ। ভ্রূমধ্যস্থিত দ্বিদলপদ্মে "হং নমঃ, ক্ষং নমঃ।"

বিষ্ণুবিষয়ে আধারাদি ষট্পদ্মে নিম্নলিখিত বর্ণন্যাস করিবে। যথা,—মূলাধারস্থিত সুবর্ণাভ চতুর্দ্দলপদ্মে—বং নমঃ, শং নমঃ ষং নমঃ, সং নমঃ।

লিঙ্গমূলস্থিত বিদ্যুদাভ ষড়্দল স্বাধিষ্ঠানপদ্মে,—বং নমঃ, ভং নমঃ, মং নমঃ, যং নমঃ, রং নমঃ, লং নমঃ।

নাভিমূলস্থিত নীলমেঘপ্রভ দশদল মণিপূরকমলে—ডং নমঃ, ঢং নমঃ, ণং নমঃ, তং নমঃ, থং নমঃ, দং নমঃ, ধং নমঃ, নং নমঃ, পং নমঃ, ফং নমঃ।

প্রবালরুচিসন্নিভ হৃদয়স্থিত দ্বাদশদল অনাহতপদ্মে—কং নমঃ, খং নমঃ, গং নমঃ, ঘং নমঃ, ঙং নমঃ, চং নমঃ, ছং নমঃ, জং নমঃ, ঝং নমঃ, ঞং নমঃ, টং নমঃ, ঠং নমঃ।

কণ্ঠস্থিত ধূম্রবর্ণ ষোড়শদল বিশুদ্ধাখ্যপদ্মে—অং নমঃ, আং নমঃ, ইং

নমঃ, ঈং নমঃ, উং নমঃ, ঊং নমঃ, ঋং নমঃ, ৠং নমঃ, ঌং নমঃ, ৡং নমঃ, এং নমঃ, ঐং নমঃ, ওং নমঃ, ঔং নমঃ, অং নমঃ, অঃ নমঃ।

ভ্রূমধ্যস্থিত চন্দ্রবর্ণ দ্বিদলপদ্মে—হং নমঃ, ক্ষং নমঃ।

হিমবর্ণসর্ব্ববর্ণবিভূতি সহস্রারপদ্মে—সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মক পরমশিবের চিন্তা করিবে। সমাহিত চিত্তে এই প্রকার ধ্যান করাকেই অন্তর্ম্মাতৃকান্যাস বলে।

বাহ্যমাতৃকান্যাস।

উক্ত প্রকারে অন্তর্ম্মাতৃকান্যাস করিয়া বাহ্যমাতৃকার ধ্যান করিবে যথা,—

পঞ্চাশল্লিপিভির্ব্বিভক্তমুখদোঃ-পন্মধ্যবক্ষঃস্থলাং ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধচন্দ্রশকলামাপীনতুঙ্গস্তনীম্। মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈর্ব্বিভ্রাণাং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্‌দেবতামাশ্রয়ে॥

এই ধ্যান করিয়া ললাটদেশে অনামিকা ও মধ্যমাঙ্গুলির দ্বারা ন্যাস করিবে। এইরূপ মুখে তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা, নেত্রদ্বয়ে বৃদ্ধা ও অনামিকা, কর্ণদ্বয়ে অঙ্গুষ্ঠ, নাসিকাদ্বয়ে কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ গণ্ডদ্বয়ে তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা, ওষ্ঠদ্বয়ে মধ্যমা, দন্তপংক্তিদ্বয়ে অনামিকা, শিরে মধ্যমা, মুখে অনামিকা ও মধ্যমা, হস্ত, পদ, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠে কনিষ্ঠা. অনামিকা ও মধ্যমা, নাভিতে কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ, উদরে সর্ব্বাঙ্গুলি; বক্ষঃস্থল, অংশদ্বয়, ককুৎস্থল, ও হৃদয় হইতে হস্ত পর্য্যন্ত, হৃদয় হইতে পাদ পর্য্যন্ত, হৃদয় হইতে উদর পর্য্যন্ত ও হৃদয় হইতে মুখ পর্য্যন্ত স্থানে হস্ততলদ্বারা ন্যাস করিবে *। যথা,—অং নমঃ ললাটে, আং নমঃ মুখবৃত্তে, এইক্রমে ইং ঈং চক্ষুর্দ্বয়ে, উং ঊং কর্ণদ্বয়ে, ঋং ৠং নাসিকাদ্বয়ে, ঌং ৡং গণ্ডদ্বয়ে, এং ওষ্ঠে, ঐং অধরে, ওং ঊর্দ্ধ্বদন্তে, ঔং অধোদন্তে, অং ব্রহ্মরন্ধ্রে, অঃ মুখে। কং দক্ষিণবাহুমূলে, খং কূর্পরে, গং মণিবন্ধে, ঘং অঙ্গুলিমূলে, ঙং অঙ্গুল্যগ্রে। এবং চং ছং

* ললাটেঽনামিকামধ্যে বিন্যসেন্মুখপঙ্কজে। তর্জ্জনীমধ্যমানামা বৃদ্ধানামা চ নেত্রয়োঃ। অঙ্গুষ্ঠং কর্ণয়োর্ন্যস্য কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠকৌ নসোঃ। মধ্যাস্তিস্রো গণ্ডয়োস্ত্ত :মধ্যমাঞ্চৌষ্ঠয়োর্ন্যসেৎ। অনামাং দন্তয়োর্ন্যস্য মধ্যমামুত্তমাঙ্গকে। মুখেঽনামাং মধ্যমাঞ্চ হস্তে পাদে চ পার্শ্বয়োঃ॥ কনিষ্ঠা নামিকামধ্যাস্তাশ্চ পৃষ্ঠে চ বিন্যসেৎ। তাঃ সাঙ্গুষ্ঠা নাভিদেশে সর্ব্বাঃ কুক্ষৌ চ বিন্যসেৎ। হৃদয়ে চ তলং সর্ব্বমংসয়োশ্চ ককুৎস্থলে। হৃৎপূর্ব্বং হস্তপৎকুক্ষিমুখেষু তলমেব চ॥ এতাশ্চ মাতৃকামুদ্রাঃ ক্রমেণ পরিকীর্ত্তিতাঃ। অজ্ঞাত্বা বিন্যসেৎ যস্তু ন্যাসঃ স্যাত্তস্য নিষ্ফলঃ।

জং ঝং ঞং বামবাহুমূলপ্রভৃতিস্থানে। টং ঠং ডং ঢং ণং দক্ষিণপাদমূল হইতে অঙ্গুলির অগ্র পর্য্যন্তে। তং থং দং ধং নং বামপাদমূল হইতে অঙ্গুল্যগ্র পর্য্যন্তে, পং দক্ষিণপার্শ্বে, ফং বামপার্শ্বে, বং পৃষ্ঠে, ভং নাভিতে, মং উদরে, যং হৃদয়ে, রং বামবাহুমূলে, শং হৃদয়াদি দক্ষিণকরে, ষং হৃদয়াদি-বামকরে, সং হৃদয়াদি-দক্ষিণপদে, হং হৃদয়াদি-বামপদে, লং হৃদয়াদি উদরে, ক্ষং হৃদয়াদি-মুখে; সর্ব্বত্রই "নমঃ" শব্দ অন্তে যোগ করিয়া ন্যাস করিবে।

সংহারমাতৃকা-ন্যাস।

অনন্তর সংহারমাতৃকা ন্যাস করিবে। সংহারমাতৃকা ধ্যান।—অক্ষস্রজং হরিণপোতমুদগ্রটঙ্কং বিদ্যাং করৈরবিরতং দধতীং ত্রিনেত্রাম্। অর্দ্ধেন্দু-মৌলিমরুণামরবিন্দরামাং বর্ণেশ্বরীং প্রণমত স্তনভারনম্রাম্॥

এই ধ্যান পাঠ করিয়া ক্ষ-কারাদি অকারান্ত ন্যাস করিবে, অর্থাৎ ক্ষং নমঃ হৃদয়াদি মুখে, হং নমঃ হৃদয়াদি উদরে ইত্যাদি।

প্রাণায়াম।

উপাস্য মন্ত্র, দেবতার নিজ মন্ত্র বা প্রণব (ওঁ) দ্বারা প্রাণায়াম করিতে হয়। প্রথমত দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলী দ্বারা দক্ষিণনাসাপুট ধারণ করিয়া ষোড়শবার জপ করিয়া বামনাসা দ্বারা পূরণ, অঙ্গুষ্ঠ, অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা উভয় নাসাপুট ধারণ করিয়া চতুঃষষ্টিবার জপ দ্বারা কুম্ভক, এবং অনামিকা ও কনিষ্ঠাদ্বারা বামনাসাপুট ধারণ করিয়া দ্বাত্রিংশৎ (৩২) বার জপ দ্বারা দক্ষিণনাসাপথে বায়ু রেচন করিবে। এই রূপে তিনবার পূরক, কুম্ভক ও রেচন করিলে একবার প্রাণায়াম সিদ্ধ হয়।

অশক্ত পক্ষে চারিবার জপ দ্বারা পূরণ, ষোড়শবার জপ দ্বারা কুম্ভক, ও অষ্টবার জপ দ্বারা রেচন করিলেও প্রাণায়াম সিদ্ধ হইবে। ইহাও তিনবার করিতে হইবে। *

---

* প্রাণায়ামত্রয়ং কুর্য্যাৎ মূলেন প্রণবেন বা। অথবা মন্ত্রবীজেন যথোক্তবিধিনা সুধীঃ॥ পূরকং বামনাড্যান্তু কুর্য্যাৎ ষোড়শধা জপৈঃ। কুম্ভকং মধ্যনাড্যান্তু চতুঃষষ্টিজপান্ততঃ। রেচকং পিঙ্গলায়ান্তু তদর্দ্ধজপসংখ্যয়া॥ তদশক্তৌ চতুর্থ্যাপি প্রাণসংযমনং চরেৎ। চতুর্থ্যাপীতি,—চতুর্ব্বারজপেন পূরকং ষোড়শবারজপেন কুম্ভকং অষ্টবারজপেন রেচকমিত্যর্থঃ। * * * পুনঃপুনঃক্রমেণৈব যথা বর্গত্রয়ং ভবেৎ।

সমস্ত কার্য্যেই প্রাণায়াম অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রাণায়াম ব্যতীত মন্ত্র জপ ও পূজাদিতে অধিকার হয় না। কনিষ্ঠা, অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা প্রাণায়াম করিতে হয়।

পীঠন্যাস।

মন্ত্রের আদিতে "ওঁ" এবং অন্তে "নমঃ" শব্দ প্রয়োগ করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে লিখিত স্থান সমুদয়ে হস্তার্পণ করিবে।—যথা, হৃদয়ে—ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, প্রকৃত্যৈ, কূর্ম্মায়, অনন্তায়, পৃথিব্যৈ, সুধাম্বুধয়ে, মণিদ্বীপায়, মণিমণ্ডপায়, কল্পবৃক্ষায়, রত্নবেদিকায়ৈ। দক্ষিণস্কন্ধে,—ধর্ম্মায়; বামস্কন্ধে জ্ঞানায়, উরুদ্বয়ে বৈরাগ্যায়, ঐশ্বর্য্যায়, মুখে অধর্ম্মায়; দক্ষিণপার্শ্বে অজ্ঞানায়; বামপার্শ্বে অবৈরাগ্যায়, নাভৌ অনৈশ্বর্য্যায়, পুনর্ব্বার হৃদয়ে—অনন্তায়, পদ্মায়, অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে, মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে, সং সত্ত্বায়, রং রজসে, তং তমসে, আং আত্মনে, পং পরমাত্মনে, হ্রীং জ্ঞানাত্মনে।

ঋষ্যাদিন্যাস।

ঋষিং ন্যসেন্মূর্দ্ধ্নি দেশে ছন্দস্তু মুখপঙ্কজে। দেবতাং হৃদয়ে চৈব বীজন্তু গুহ্যদেশকে॥ শক্তিঞ্চ পাদয়োশ্চৈব সর্ব্বাঙ্গে কীলকং ভবেৎ॥ ততস্তু তত্তন্মন্ত্রোক্তন্যাসান্ কুর্য্যাদিতি। তন্ত্রসার।

মস্তকে ঋষি, মুখপদ্মে ছন্দ, হৃদয়ে দেবতা, গুহ্যদেশে বীজ, পদদ্বয়ে শক্তি ও সর্ব্বাঙ্গে কীলক ন্যাস করিবে। দেবতা ভেদে ঋষ্যাদিন্যাস পৃথক্, তাহা তত্তৎ স্থানে দ্রষ্টব্য। ন্যাসে অঙ্গুলি নিয়ম। যথা,—মধ্যমা, অনামা ও তর্জ্জনী অঙ্গুলী দ্বারা হৃদয়ে, মধ্যমা ও তর্জ্জনী দ্বারা মস্তকে, অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা শিখাস্থানে, সমস্ত অঙ্গুলী দ্বারা কবচে, তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা নেত্রে এবং তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা করতলে ন্যাস করিবে।

ব্যাপক ন্যাস।

ওঁ বা মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মস্তক হইতে পাদ পর্য্যন্ত এবং পাদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত দুই হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক গাত্রের অতি সন্নিকট স্থান দিয়া হস্ত সঞ্চালন করাকে ব্যাপক ন্যাস বলে। ব্যাপকন্যাস নয়বার, সাতবার, পাঁচবার বা তিনবার করিবে।

অঙ্গন্যাসে অঙ্গুলীনিয়ম।

হৃদয়ং মধ্যমানামাতর্জ্জনীভিঃ স্মৃতং শিরঃ। মধ্যমাতর্জ্জনীভ্যাং স্যাদঙ্গুষ্ঠেন শিখা স্মৃতা॥ দশভিঃ কবচং প্রোক্তং তিসৃভির্নেত্রমীরিতম্। প্রোক্তাঙ্গুলিভ্যামস্ত্রং স্যাদঙ্গকল্পিরিয়ং মতা॥ তিসৃভি স্তর্জ্জনীমধ্যমানামাভিঃ। তর্জ্জনীমধ্যমানামা প্রোক্তা নেত্রত্রয়ে ক্রমাৎ। যদি নেত্রদ্বয়ং প্রোক্তং তদা তর্জ্জনীমধ্যমে॥ ইতি রাঘবভট্টধৃতবচনাৎ।

মধ্যমা, অনামিকা ও তর্জ্জনী অঙ্গুলীদ্বারা হৃদয়ে, মধ্যমা ও তর্জ্জনী দ্বারা মস্তকে, অঙ্গুষ্ঠদ্বারা শিখাস্থানে, সর্ব্বাঙ্গুলীদ্বারা কবচে, তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা নেত্রে এবং তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা করতলে ন্যাস করিবে। যদি দেবতার দুই নেত্র হয়, তবে সেই স্থলে তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা নেত্রে ন্যাস করিবে। যে স্থলে পঞ্চাঙ্গন্যাস উক্ত আছে, সেখানে নেত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর পঞ্চ অঙ্গে ন্যাস করিবে।

বিষ্ণু বিষয়ে অঙ্গুষ্ঠহীন প্রসারিত হস্তদ্বারা হৃদয়ে ও মস্তকে ন্যাস করিবে এবং অঙ্গুষ্ঠ মধ্যগত মুষ্টি দ্বারা শিখা, উভয় হস্তের সর্ব্বাঙ্গুলীদ্বারা কবচ ও তর্জ্জনী এবং মধ্যমাদ্বারা নেত্রে ন্যাস করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীদ্বারা করতলধ্বনি করিবে।*

ধ্যান।

কূর্ম্ম মুদ্রাযোগে পুষ্প গ্রহণ করিয়া পূজ্য দেবতার আকৃতি চিন্তার নাম ধ্যান। ধ্যান বাক্যে যে দেবতার যে প্রকার আকৃতি বর্ণিত আছে, পূজক তাহাই চিন্তা করিবেন। পরে হস্তস্থিত পুষ্পটী নিজের মস্তকে দিবেন।

আবাহন।

আবাহনের বিশেষ নিয়ম এই যে, মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক সুষুম্নাপথে স্বস্থান হইতে চৈতন্যরূপ তেজ আনয়ন করত নাসিকারন্ধ্র দ্বারা নির্গত করিয়া করস্থিত পুষ্পসঞ্চয়ে সংস্থাপনপূর্ব্বক আবাহন করিবে। (ক)

বিনায়কং তথা দুর্গাং বায়ুমাকাশমেব চ।
আবাহয়েদ্ ব্যাহৃতিভিস্তথৈবাশ্বিকুমারকৌ॥

---

* অনঙ্গুষ্ঠা ঋজবো হস্তশাখা ভবেন্মুদ্রা হৃদয়ে শীর্ষকেঽপি। অধোঙ্গুষ্ঠা খলু মুষ্টিঃ শিখায়াং হস্তাঙ্গুলয়ো ন্যাসকর্ম্মণি স্যুঃ। নারাচমুষ্ট্যুদ্ধৃতবাহুযুগ্মকা অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জন্যুদিতো ধ্বনিস্তু।

(ক) মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য সুষুম্নাবর্ত্মনা সুধীঃ। আনীয় তেজঃ স্বস্থানান্নাসিকারন্ধ্রনির্গতম্। করস্থে মাতৃকাম্ভোজে চৈতন্যং পুষ্পসঞ্চয়ে। সংযোজ্য পুষ্পমধ্যে তৎ সংস্থাপ্যাবাহয়েত্ততঃ॥ ইতি আগমকল্পদ্রুমঃ।

গণেশ, দুর্গা, বায়ু, আকাশ এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ব্যাহৃতি পূর্ব্বক আবাহন করিবে। ব্যাহৃতি যথা – ভূ ভুর্বঃ স্বঃ।

ইহাগচ্ছ দ্বিধা পৃচ্ছেদিহ তিষ্ঠ দ্বিধা পুনঃ। ইহ শব্দাৎ সন্নিধেহি ইহ সন্নি-পদাত্ততঃ॥ রুধ্যস্বপদমাভাষ্য কুরুদ্বয়মতঃ পরম্॥ ইতি সরস্বতীতন্ত্র।

"ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ, ইহ তিষ্ঠ ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিরুধ্যস্ব অত্রা-ধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ" বলিয়া আবাহনাদি মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন করিবে।

প্রাণপ্রতিষ্ঠা।

দেবতার সম্মুখ ভাগ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া লেলিহান মুদ্রা দ্বারা দূর্ব্বা ও আতপ তণ্ডুল দেবতার হৃদয়ে ধরিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে এবং বামহস্তে ঘণ্টাধ্বনি করিবে। যথা—

ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ অমুকদেবতায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ অমুকদেবতায়া জীব ইহ স্থিতঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ অমুকদেবতায়াঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ অমুকদেবতায়া বাঙ্মনশ্চক্ষুস্ত্বক্‌শ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা। ওঁ মনোজ্যোতির্জুষতামাজ্যস্য বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনোতু অরিষ্টং যজ্ঞং সমিমং দধাতু বিশ্বেদেবা স ইহ মাদয়ন্তামোম্ প্রতিষ্ঠ॥ অস্যৈ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্তু অস্যৈ প্রাণাঃ ক্ষরন্তু চ। অস্যৈ দেবত্বসংখ্যায়ৈ স্বাহা।

স্ত্রীদেবতার সময়ে "অস্যৈ" এবং পুরুষদেবতার স্থলে "অস্মৈ" বলিবে।

মানসপূজা।

বাহ্যপূজাক্রমেণৈব ধ্যানযোগেন পূজয়েৎ। পূজয়েচ্চিন্তয়েদ্দেবং বচসা মনসা হৃদা। তথৈব সাধকো লোকে চান্তর্যোগপরায়ণঃ॥ ইতি মুণ্ড-মালাতন্ত্রে।

বাহ্যপূজা ক্রমে মানসপূজা করিতে হয়। অর্থাৎ ধ্যানযোগে মনে মনে হৃদয়ে দেবতার অধিষ্ঠান চিন্তা করত মনঃকল্পিত উপচার দ্বারা দেবপূজা করিতে হয়।

বিশেষার্ঘ্যস্থাপনক্রম।

পূজক নিজের বামদিকে * ত্রিকোণ মণ্ডল আঁকিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ"। বলিয়া তদুপরি পূজা করিবে।

তৎপরে উহার উপরে ত্রিপদিকা আরোপণ করিয়া "হুং ফট্" এই মন্ত্রে শঙ্খ (ক) ধুইয়া মণ্ডলের উপরে রাখিবে। মূলমন্ত্রে শুদ্ধ জল উহাতে দিয়া—"মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ" এই মন্ত্রে ত্রিপদিকায় "অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ" এই মন্ত্রে শঙ্খে—"উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ"—এই মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দ্বারা বা আতপ তণ্ডুল দ্বারা জলে পূজা করিবে। তদনন্তর শঙ্খস্থ জল তিনভাগ করিয়া "নমঃ" বলিয়া পুষ্প দিয়া পুষ্প, দূর্ব্বা, গন্ধ ও তণ্ডুলাদি দ্বারা অর্ঘ্য সাজাইয়া তদুপরি স্থাপন করিয়া ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ, মৎস্যমুদ্রায় আচ্ছাদন, তৎপরে অঙ্কুশমুদ্রা দ্বারা "ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥" এই মন্ত্রে জলশোধন করিবে।

অনন্তর আটবার মূলমন্ত্র জপ করিয়া স্বীয় হৃদয় হইতে দেবতাকে সেই জলে আনয়ন করত "হুং" এই মন্ত্রে যথাবিধি অবগুণ্ঠন মুদ্রা দেখাইবে। দেবতা বিশেষে যাহা বিশেষ আছে, তাহা তত্তৎপদ্ধতিতে লিখিত হইবে। তদনন্তর সেই অর্ঘ্যপাত্রস্থ জল প্রোক্ষণী-পাত্রে লইয়া, সেই জলে নিজ মস্তকে ও পূজার উপকরণাদিতে অভ্যুক্ষণ করিবে।

জপনিয়ম।

নিত্য জপ করমালাতে করিতে হয়। শক্তি ও শৈব ভেদে করমালা বিভিন্ন। স্ত্রীদেবতার জপ শক্তিমালাক্রমে ও পুরুষদেবতার জপ শৈবমালা-ক্রমে করিতে হয়। বিহিতমালার অভাব হইলে কাম্যজপ করমালাতেও করিতে পারা যায়।

* পূজ্য ও পূজকের মধ্যস্থান পূর্ব্ব, তদ্দক্ষিণ দক্ষিণ, তদ্বাম উত্তর ও তৎপৃষ্ঠ পশ্চিম জানিবে।

(ক) শিব ও সূর্য্য পূজা ব্যতীত সকল পূজাতেই শংখে অর্ঘ্যস্থাপন বিধি।—"সর্ব্বত্রৈব প্রশস্তোঽর্ঘ্যঃ শিবসূর্য্যার্চ্চনং বিনা।" রাঘবভট্টধৃতবচনাৎ।

শক্তিমালা।

মানুষের আঙ্গুলের প্রতি সন্ধিস্থলে যে রেখা আছে, উহার দুই রেখার মধ্যস্থলকে এক এক পর্ব্ব বলে। প্রত্যেক অঙ্গুলিতে তিনটী করিয়া এই রূপ পর্ব্ব আছে। অনামিকার মধ্য পর্ব্ব হইতে জপ আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠার তিন পর্ব্ব, তার পরে অনামিকার অগ্রপর্ব্ব ও মধ্যমার তিনপর্ব্ব এবং তর্জ্জনীর মূলপর্ব্ব এই দশপর্ব্বে শক্তিমন্ত্র জপ করিবে। তর্জ্জনীর অগ্র ও মধ্য পর্ব্বে শক্তি মন্ত্র জপ করিবে না।

অনামিকাদ্বয়ং পর্ব্ব কনিষ্ঠাদিক্রমেণ তু। তর্জ্জনীমূলপর্য্যন্তং প্রজপেৎ সুসমাহিতঃ॥ তর্জ্জন্যগ্রে তথা মধ্যে যো জপেৎ স তু পাপকৃৎ॥

শৈবমালা।

তিস্রোঽঙ্গুল্যস্ত্রিপর্ব্বাণো মধ্যমা চৈকপর্ব্বিকা।
মধ্যমায়া দ্বয়ং পর্ব্ব মেরুত্বেনোপকল্পিতম্॥

অনামিকার মধ্য পর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠার তিন পর্ব্ব, অনামিকা ও মধ্যমার অগ্রপর্ব্বদ্বয়, তৎপরে তর্জ্জনীর অগ্রপর্ব্ব হইতে মূল পর্ব্ব পর্য্যন্ত এই দশপর্ব্বে শিবমন্ত্র জপ করিবে।

এইরূপ জপকে দশসংখ্যক জপ বলে। এইরূপ দশগুন জপ করিলে এক শত বার জপ হয়। অষ্টোত্তর শত জপ করিতে হইলে, অনামিকার মূল পর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যমার মূল পর্ব্ব পর্য্যন্ত আরো আটবার জপ করিতে হয়। শৈব মন্ত্র জপে অনামার মূলপর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া তর্জ্জনীর অগ্র পর্ব্ব পর্য্যন্ত আটবার অতিরিক্ত জপ করিবে।

এইরূপ জপসংখ্যা ঠিক রাখিবার জন্য যে যে দ্রব্য ব্যবহৃত বা অব্যবহৃত তাহা এই,—

নাক্ষতৈর্হস্তপর্ব্বৈর্ব্বা ন ধান্যৈর্ন চ পুষ্পকৈঃ।
ন চন্দনৈর্মৃত্তিকয়া জপসংখ্যাং ন কারয়েৎ। যামলে।

চাউল, হস্তপর্ব্ব, ধান্য, পুষ্প, চন্দন বা মৃত্তিকাদ্বারা জপসংখ্যা রাখিবে না।

লাক্ষা কুশিতসিন্দূরং গোময়ঞ্চ করীষকম্।
থিলোড্য গুটিকাং কৃত্বা জপসংখ্যাঞ্চ কারয়েৎ॥

লাক্ষা, কুশিত, সিন্দুর, গোময় বা করীষক (শুষ্ক গোময়) দ্বারা গুটিকাদি প্রস্তুত করিয়া জপসংখ্যা রাখিবে।

জপ সংখ্যা না রাখিয়া জপ করিবে না। করিলে জপফল নিষ্ফল হইবে।

অঙ্গুল্যগ্রে চ যজ্জপ্তং যজ্জপ্তং মেরুলঙ্ঘনে।

পর্ব্বসন্ধিষু যজ্জপ্তং তৎসর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ॥

অঙ্গুলীর অগ্রভাগে (নখস্পর্শ করিয়া) বা মেরুলঙ্ঘন করিয়া জপ করিবে না, এবং পর্ব্বসন্ধিতে—অর্থাৎ হস্তস্থিত রেখাগুলিতে কদাচ জপ করিবে না, করিলে জপ ফল নিষ্ফল হয়।

জপ সংখ্যা অনুল্লেখ থাকিলে যথাশক্তি দশ, অষ্টাদশ, অষ্টাবিংশতি বা অষ্টোত্তরশত কিংবা সহস্র জপ করিতে হয়। জপের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট থাকিলে তাহার চারিগুণ জপ করা বিধেয়। কারণ, কলিতে চারিগুণ জপের ব্যবস্থা আছে।

হৃদয়ে হস্তমাদায় তির্য্যক্ কৃত্বা করাঙ্গুলীঃ।

আচ্ছাদ্য বাসসা হস্তৌ দক্ষিণেন সদা জপেৎ॥

হৃদয়ে হস্ত স্থাপনপূর্ব্বক অঙ্গুলি সকল পরস্পর সংলগ্ন করিয়া, চিৎভাবে অঙ্গুলিগুলি কিঞ্চিৎ বক্র করত বস্ত্র দ্বারা হস্ত আচ্ছাদন করিয়া জপ করিবে।

জপকালীন স্বহৃদয়ে দেবতাকে চিন্তা করিতে করিতে অন্যের অশ্রুতরূপে যথাবিধি বিশুদ্ধ ভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া জপ করিবে।

জপস্যাদৌ তথা চান্তে প্রাণায়ামং সমাচরেৎ॥

জপ করিবার প্রথমে এবং জপের শেষে প্রাণায়াম করিতে হয়।

জপসমর্পণ।

এবং জপং পুরঃ কৃত্বা গন্ধাক্ষতকুশোদকৈঃ। জপং সমর্পয়েদ্দেব্যা বামহস্তে বিচক্ষণঃ॥ দেবস্য দক্ষিণে হস্তে কুশপুষ্পার্ঘ্যবারিভিঃ।

প্রাগুক্ত প্রকারে জপ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করত গন্ধ, আতপতণ্ডুল ও কুশোদক দ্বারা স্ত্রীদেবতার বামহস্তে জপ সমর্পণ করিবে। আর পুরুষদেবের দক্ষিণহস্তে কুশ, পুষ্প ও অর্ঘ্যজল দ্বারা জপ সমর্পণ করিবে; মন্ত্র যথা;—

"গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্। সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি তৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি।"

দেবতা বিশেষে "সুরেশ্বরি" স্থলে "মহেশ্বরি" বলিবে। আর পুরুষদেবতা হইলে "গোপ্ত্রী ত্বং" স্থলে "গোপ্তা ত্বং" "মে দেবি" স্থলে "মে দেব" "সুরেশ্বরি" স্থলে "সুরেশ্বর, বা মহেশ্বর" আর বিষ্ণুবিষয় হইলে 'জনার্দ্দন' বলিতে হয়।

প্রণাম-বিধি।

দেবতাবিষয়ে অষ্টাঙ্গ ও পঞ্চাঙ্গ প্রণামই প্রশস্ত। পূজান্তে এইরূপ প্রণাম করিতে হয়। পূজাকালে আসনোপবিষ্ট পূজক করযোড়ে প্রণাম করিবেন।

অষ্টাঙ্গ-প্রণাম।

পদ্ভ্যাং করাভ্যাং জানুভ্যামুরসা শিরসা দৃশা।
বচসা মনসা চৈব প্রণামোঽষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ ॥—তন্ত্রসারঃ।

পদদ্বয়, জানুদ্বয়, হস্তদ্বয়, বক্ষ, মস্তক, চক্ষু, বাক্য ও মন, এই অষ্ট অঙ্গ দ্বারা প্রণামই অষ্টাঙ্গ-প্রণাম বলিয়া কথিত।

পঞ্চাঙ্গ-প্রণাম।

বাহুভ্যাঞ্চৈব জানুভ্যাং শিরসা বচসা দৃশা।
পঞ্চাঙ্গোঽয়ং প্রণামঃ স্যাৎ পূজাসু প্রবরাবিমৌ ॥—তন্ত্রসারঃ।

বাহুদ্বয়, জানুদ্বয়, মস্তক, বাক্য ও চক্ষু, এই পঞ্চাঙ্গ দ্বারা প্রণামকে পঞ্চাঙ্গ প্রণাম বলে।

স্ববামে প্রণমেদ্বিষ্ণুং দক্ষিণে শক্তি-শঙ্করৌ।
প্রণমেচ্চ গুরোরগ্রে চান্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ ॥

বিষ্ণু মূর্ত্তিকে স্ববামে রাখিয়া, দক্ষিণে শক্তি এবং শঙ্করকে ও গুরুকে অগ্রে রাখিয়া প্রণাম করিবে। ইহার অন্যথা করিলে, প্রণাম নিষ্ফল হয়।

প্রদক্ষিণ।

হস্তে শঙ্খ লইয়া দেবতাকে প্রদক্ষিণ করিবে। †

দক্ষিণাদ্বায়বীং গত্বা দিশস্তস্মাচ্চ শাম্ভবীম্। ততশ্চ দক্ষিণং গত্বা নমস্কারস্ত্রিকোণবৎ। অর্দ্ধচন্দ্রং মহেশস্য পৃষ্ঠতশ্চ সমীরিতং। শিবপ্রদক্ষিণে মন্ত্রী অর্দ্ধচন্দ্রক্রমেণ তু ॥ সব্যাসব্যক্রমেণৈব সোমসূত্রং ন লঙ্ঘয়েৎ ॥ সোমসূত্রং জলনিঃসরণস্থানম্ ॥—ইতি তন্ত্রসারঃ।

দেবতার দক্ষিণদিক্ হইতে বায়ুকোণ পর্য্যন্ত গমন করিয়া, পরে ঈশানকোণে গমন করিতে হয়, তদনন্তর পুনরায় বায়ুকোণ হইতে দক্ষিণে আসিতে হয়। ইহাকেই ত্রিকোণাকার প্রদক্ষিণ বলে। শিবকে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে

† শংখহস্তেন সর্ব্বত্র দক্ষিণং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ বিশ্বসারঃ।

প্রদক্ষিণ করিবে,—অর্থাৎ অগ্নিকোণ হইতে বায়ুকোণে যাইয়া বায়ুকোণ হইতে অগ্নিকোণে আসিবে। কিন্তু সোমসূত্র লঙ্ঘন করিবে না। যোনি-পীঠের অগ্রবর্ত্তী স্থানকে সোমসূত্র বলে।

একং দেব্যাং রবৌ সপ্ত ত্রীণি কুর্য্যাদ্বিনায়কে।
চত্বারি কেশবে কুর্য্যাৎ শিবে চার্দ্ধপ্রদক্ষিণম্॥

দেবীকে একবার, সূর্য্যকে সাতবার, বিনায়ককে তিনবার, বিষ্ণুকে চারি-বার এবং শিবকে অর্দ্ধপ্রদক্ষিণ করিতে হয়। কোনমতে স্ত্রীদেবতাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করার বিধিও লিখিত আছে। যথা—

সকৃত্রির্ব্বা বেষ্টয়িত্বা দেব্যাঃ প্রীতিঃ প্রজায়তে।
স চ প্রদক্ষিণো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বদেবস্য তুষ্টিদঃ॥—কালিকাপুরাণং।

এক বা তিনবার বেষ্টন করিয়া দেবীকে প্রদক্ষিণ করিলে তাঁহার প্রীতি উৎপন্ন হয় এবং তাহাতে সকল দেবগণ তুষ্ট হইয়া থাকেন।

আত্ম-সমর্পণ।

এক অঞ্জলি জল হস্তে লইয়া —"ওঁ ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধি-কারতো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎ স্মৃতং যদুক্তং যৎকৃতং তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা মাং মদীয়ং সকলং সম্যগমুকদেবতায়ৈ সমর্পয়ামি ওঁ তৎ সৎ॥ এই বলিয়া গৃহীত জল দেবতার চরণে প্রদান করিয়া আত্মসমর্পণ করিবে।

বিসর্জ্জন।

সাধক "দেবতার শরীরে আবরণ-দেবতাগণ বিলীন হইয়াছেন," এইরূপ ভাবনা করিয়া "ক্ষমস্ব" এই বলিয়া বিসর্জ্জন করিবে।

সংহারমুদ্রয়া তত্তেজঃ পুষ্পৈঃ সার্দ্ধং হৃদয়মানয়েৎ॥

সংহার মুদ্রা করিয়া নির্ম্মাল্যপুষ্পের সহিত দেবতার তেজ নিজ হৃদয়ে আনয়ন করিবে।

নির্ম্মাল্য মস্তকে ধারণপূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গ চন্দন-ভূষিত করিবে। দেবতার বিশিষ্ট ভক্ত-ব্যক্তিকে নৈবেদ্যদান করিয়া পরে নিজে ভক্ষণ করিবে। দেবতা-র্চ্চনাবশিষ্ট শঙ্খমধ্যস্থ জল অঙ্গে লেপন করিলে, মানুষ ব্রহ্মহত্যাদি পাতক হইতে মুক্ত হইতে পারে।

আরত্রিক।

আদৌ চতুষ্পাদতলৈকদেশে দ্বৌ নাভিদেশে মুখমণ্ডলে ত্রীন্।
সর্ব্বেষু গাত্রেষু চ সপ্তবারানারত্রিকং তং মুনয়ো বদন্তি॥

প্রথমত দেবতার পদতলে চারিবার, নাভিদেশে দুইবার, মুখমণ্ডলে তিনবার, ও সকল গাত্রে সাতবার আরত্রিক করিবে। ইহা মুনিগণ বলিয়াছেন।

নীরাজনং পঞ্চবিধং প্রথমং দীপমালায়া। দ্বিতীয়ং সোদকাব্জেন তৃতীয়ং ধৌতবাসসা॥ চতুর্থং পত্রপুষ্পৈশ্চ প্রণত্যা পঞ্চমং স্মৃতং॥

নীরাজন পঞ্চপ্রকার,—প্রথমে দীপমালা—অর্থাৎ পঞ্চপ্রদীপ; দ্বিতীয়ে সজল শঙ্খ (অর্থাৎ অর্ঘ্যপাত্র), তৃতীয়ে ধৌতবস্ত্র, চতুর্থে পল্লব ও পুষ্প, তৎপরে প্রণিপাত। কর্পূর, যক্ষধূপ. চামরব্যজন প্রভৃতি দ্বারাও আরত্রিক করার প্রথা আছে।

সামবেদি-শান্তি।

মহাবামদেব্য ঋষির্ব্বিরাড়্গায়ত্রীচ্ছন্দ ইন্দ্রো দেবতা শান্তিকর্ম্মণি জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ কয়ানশ্চিত্র আভুব দূতীঃ সদাবৃধং সখা। কয়া সচীষ্ঠয়া বৃতা॥ ওঁ কস্ত্বা সত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মৎসদন্ধসঃ। দৃঢ়াচিদারুজে বসু। ওঁ অভীষুণঃ সখীনামবিতা জরিতৄণাং। শতং ভবাঃ স্যূতয়ে॥ ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যোঽরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দ্দধাতু। ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি। ওঁ শান্তিরস্তু শিবঞ্চাস্তু বিনশ্যত্বশুভঞ্চ যৎ। যত এবাগতং পাপং তত্রৈব প্রতিগচ্ছতু স্বাহা॥

ঋগ্বেদি-শান্তি।

ওঁ সদ্দলী পাবয়ন্তে তম্মুঞ্চয়তি বচো যথা। আভ্যাবন্তং যমাবন্তং যত্র বেদমিতি ব্রুবম্। যায়াকেতুং পুরস্পৃহং ভারতী ব্রহ্মবর্দ্ধিনী সঞ্জনানামভিহিতো য এবেদমিতি ব্রুবন্। ইন্দ্রস্ত্বং কিং বিভুং প্রভুং ভানুর্নায়ং সরস্বতীম্। তেন সূর্য্যমরোচয়ৎ যে নো মে রোদসী উভে। জুষস্বাগে আঙ্গিরসঃ কান্নং মেধ্যা তিথিমাত্মা সোমস্য ববৃহৎ শোত স্যার্ম্ম ধ্যমোত্তমঃ। জুষস্বাগ্নে আঙ্গিরসঃ শোতৃ স্যাদৈ বরিতমঃ।

আশান্তমাশান্তমভিঃ শান্তে স্বস্তিমকুর্ব্বতঃ। শন্নঃ কণিক্রদন্দে পর্য্যন্যোঽভিবর্ষতু। ওষধয়ঃ প্রদীপয়ন্তাং শন্নো দ্যাবাপৃথিবী। সংপ্রজাভ্যঃ শন্নোঽস্ত দ্বিপদেশঞ্চতুষ্পদে॥ ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রোবৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যোঽরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দ্দধাতু। ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি।

যজুর্ব্বেদি-শান্তি।

ওঁ ঋচং বাচং প্রপদ্যে মনো যজুঃ প্রপদ্যে সামপ্রাণং প্রপদ্যে চক্ষুঃ শ্রোত্রং পপদ্যে বাগো যঃ সহজো ময়ি প্রাণাপানয়োর্যন্মে ছিদ্রং চক্ষুষো হৃদয়স্য বাতিতীর্ণং বৃহস্পতির্মে দধাতু শন্নো ভবতু ভুবনস্য যস্তুতিঃ। ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যোঽরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দ্ধাতু॥ ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ও স্বস্তি।

তান্ত্রিক-শান্তি।

ওঁ সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাদয়ঃ বাসুদেবো জগন্নাথস্তথা সঙ্কর্ষণো বিভুঃ। প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিজয়ায়তে। আখণ্ডলোঽগ্নির্ভগবান্ যমো বৈ নৈঋর্তস্তথা॥ বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষস্তথা শিবঃ। ব্রহ্মণা সহিতঃ শেষো দিক্‌পালাঃ পান্তু তে সদা॥ ওঁ কীর্ত্তির্লক্ষ্মীর্ধৃতির্ম্মেধা শ্রদ্ধা পুষ্টিঃ ক্ষমা মতিঃ। বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ শান্তিস্তুষ্টিঃ কান্তিশ্চ মাতরঃ। এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু দেবপত্ন্যঃ সমাগতাঃ। আদিত্যশ্চন্দ্রমা ভৌমো বুধজীবসিতার্কজাঃ। গ্রহাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু রাহুঃ কেতুশ্চ তর্পিতাঃ॥ ঋষয়ো মুনয়ো গাবো দেবমাতর এব চ। দেবপত্ন্যো ধ্রুবা নাগা দৈত্যাশ্চাপ্সরসাং গণাঃ॥ অস্ত্রাণি সর্ব্বশস্ত্রাণি রাজানো বাহনানি চ। ঔষধানি চ রত্নানি কালস্যাবয়বাশ্চ যে॥ সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদা নদাঃ। দেববদানবগন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ। এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে॥

পঞ্চোপচার।

গন্ধং পুষ্পঞ্চ ধূপঞ্চ দীপং নৈবেদ্যমেব চ।
প্রদদ্যাৎ পরমেশানি জ্ঞা পঞ্চোপচারিকা॥

গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য, ইহাই পঞ্চোপচার।

দশোপচার।

পাদ্যমর্ঘ্যাচমনীয়ঞ্চ মধুপর্কাচমনং তথা। গন্ধাদয়ো নৈবেদ্যান্তা উপচারা দশাত্মকাঃ।

পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমন, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, এই দশোপচার।

ষোড়শোপচার।

আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কম্। মধুপর্কাচমনং স্নানং বসনাভরণানি চ। গন্ধপুষ্পধূপদীপনৈবেদ্যবন্দনং তথা। প্রযোজয়েদর্চ্চনায়ামুপচারাংস্তু ষোড়শ॥

আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, স্নানীয়, বসন, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও বন্দনা ইহাই ষোড়শোপচার।

অষ্টাদশোপচার।

আসনাবাহনঞ্চার্ঘ্যং পাদ্যমাচমনং তথা। স্নানং বাসোপবীতঞ্চ ভূষণানি চ সর্ব্বশঃ। গন্ধং পুষ্পং তথা দীপং ধূপোহন্নঞ্চাপি তর্পণম্। মাল্যানুলেপনঞ্চৈব নমস্কারবিসর্জ্জনে। অষ্টাদশোপচারৈস্তু মন্ত্রী পূজাং সমাচরেৎ॥ ফেৎকারিণী তন্ত্র।

আসন, আবাহন, অর্ঘ্য, পাদ্য, আচমন, স্নানীয়, বস্ত্র, উপবীত, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, দীপ, ধূপ, অন্ন, তর্পণ, মাল্য, অনুলেপন, নমস্কার-বিসর্জ্জন, ইহাই অষ্টাদশোপচার।

উপচারদানবিধি।

"ইদং আসনং অমুকদেবতায়ৈ নমঃ" বলিয়া আসন; "অমুকদেব স্বাগতন্তে" বলিয়া স্বাগতপ্রশ্নানন্তর "এতৎ পাদ্যং অমুকদেবতায়ৈ নমঃ" বলিয়া দেবতার পাদযুগলে পাদ্য, সামবেদীয়েরা "ইদমর্ঘ্যং" যজুর্ব্বেদীয়েরা "এষোঽর্ঘঃ অমুক-দেবতায়ৈ স্বাহা" বলিয়া দেবতার মস্তকে অর্ঘ্য; ঐরূপ "স্বধা" বলিয়া দেবতার বদনে আচমনীয়, "নিবেদয়ামি" বলিয়া স্নানীয় ও বস্ত্র; "নমঃ" মন্ত্রে আভরণ ও গন্ধ (চন্দন, কর্পূর ও কালাগুরুকে গন্ধদ্রব্য বলে), "বৌষট্" বলিয়া পুষ্প, "স্বধা" মন্ত্রে ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া দিবে।

সমস্ত দ্রব্যই দেবতার সম্মুখে আনয়ন করিয়া অর্ঘ্য জলদ্বারা প্রোক্ষণ করত "ফট্" মন্ত্রে সংপ্রোক্ষণ করিয়া ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করাইয়া তদুপরি মূলমন্ত্র আট-

ধার জপ করিয়া নিবেদন করিতে হয়। অতঃপর, পানার্থ জল ও তাম্বূলাদি "নমঃ" বলিয়া নিবেদন করিয়া দিবে।

অর্ঘ্য।

গন্ধপুষ্পাক্ষতযবকুশাগ্রতিলসর্ষপৈঃ। সদূর্ব্বৈঃ সর্ব্বদেবানামেতদর্ঘ্যমুদাহৃতম্॥

গন্ধ, পুষ্প, আতপতণ্ডুল, যব, কুশের অগ্র, তিল, সর্ষপ এবং দূর্ব্বা দ্বারা সকল দেবতাবিষয়ক অর্ঘ্যই রচনা করিবে। এই সমস্ত দ্রব্যের অভাব হইলে কেবল আতপতণ্ডুল ও দূর্ব্বাদ্বারা অর্ঘ্য দেওয়া যায়। অন্তঃশূন্যা দূর্ব্বা অর্ঘ্যে গ্রহণ করিবে।

মধুপর্ক।

দধিসর্পির্জ্জলং ক্ষৌদ্রং সিতৈতাভিস্তু পঞ্চভিঃ। প্রোচ্যতে মধুপর্কস্তু সর্ব্বদেবৌঘতুষ্টয়ে॥ জলন্তু সর্ব্বতঃ স্বল্পং সিতা দধি ঘৃতং সমম্। সর্ব্বেষামধিকং ক্ষৌদ্রং মধুপর্কে প্রয়োজয়েৎ। তদদ্যাৎ কাংস্যপাত্রেণ রৌপ্যস্বর্ণভবেন বা।

দধি, ঘৃত, জল, মধু ও শর্করা এই পঞ্চ দ্রব্যের একত্র সংমিশ্রণকে মধুপর্ক বলে। মধুপর্কে অন্যান্য জিনিষ অপেক্ষা জল কম দিবে। শর্করা, দধি ও ঘৃত সমভাগে, কেবল মধুই অধিক পরিমাণে দিতে হইবে। মধুপর্ক সৌবর্ণ বা কাংস্য পাত্রে করিয়া দিবে। পাত্র আট অঙ্গুলী পরিমাণ করিতে হয়।

পুষ্প ও বিল্বপত্র দানবিধি।

যথোৎপন্নং তথা দেয়ং বিল্বপত্রং ত্বধোমুখম্। অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীভ্যাঞ্চ বৃন্তং ধৃত্বা সমর্পয়েৎ॥ বহুপুষ্পসমাযুক্তপ্রদানে নিয়মো ন হি। সংস্থাপ্য বামহস্তে তু ততঃ পুষ্পং ন দীয়তে॥

যে ভাবে উৎপন্ন হয় সেই ভাবেই দেবতাকে পুষ্প এবং বিল্বপত্র অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী অঙ্গুলি দ্বারা বোঁটা ধরিয়া অধোমুখ করিয়া দিবে। বহুপুষ্পদানে কোন নিয়ম নাই। বামহস্তে পুষ্প রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা দেবতাকে প্রদান করিতে নাই।

ধূপ ও দীপ দানবিধি।

দীপং দক্ষিণতো দদ্যাৎ পুরতো বা ন বামতঃ। বামতস্তু তথা ধূপ মগ্রে বা ন তু দক্ষিণে॥ ন ভূমৌ বিতরেদ্ধূপং নাসনে ন ঘটে তথা॥

দেবতার দক্ষিণে দীপদান করিতে হয়। সম্মুখে বা বামে দিতে হয় না। ধূপ বামদিকে বা সম্মুখে দিতে হয় না। ধূপ আসনে বা ঘটে রাখিয়া নিবে-

দন করিবে না। ঘৃত প্রদীপ দক্ষিণে, তৈলপ্রদীপ বামে রাখিয়া নিবেদন করিবে।

ধূপ, দীপ নিবেদন করিয়া দিয়া,—"ওঁ জয়ধ্বনি মন্ত্রমাতঃ স্বাহা" এই বলিয়া সচন্দন পুষ্প দ্বারা ঘণ্টার অর্চ্চনা করিয়া বামহস্তে ঘণ্টাবাদন করত তত্তন্মন্ত্রে দীপ প্রদান করিবে। ধূপ দীপ আরত্রিক করিয়া দিবারও ব্যবস্থা আছে।

নৈবেদ্য।

নৈবেদ্যং দক্ষিণে বামে পুরতো বা ন পৃষ্ঠতঃ॥

দেবতার দক্ষিণে, বামে ও সম্মুখে নৈবেদ্য স্থাপন করিয়া নিবেদন করিবে। পৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া দিবে না। পূর্ব্ব নিয়মে নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া দিয়া বামহস্তে গ্রাসমুদ্রা করিয়া দক্ষিণহস্তে প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান এই পঞ্চ মুদ্রা দ্বারা "ওঁ প্রাণায় স্বাহা, ওঁ অপানায় স্বাহা, ওঁ সমানায় স্বাহা, ওঁ উদানায় স্বাহা, ওঁ ব্যানায় স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠ করিবে। পক্বান্ন দেবতার বামে ও আমান্ন দক্ষিণে রাখিবে।

উপচারদানে অঙ্গুলি নিয়ম।

মধ্যমা, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা গন্ধ, অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী-যোগে পুষ্প, ধূপ ও দীপ দিতে হইবে। মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলীর মধ্যপর্ব্ব ও অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা ধূপ ধারণ করত তিনবার উত্তোলন করিয়া নিবেদন করিতে হয়। তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা নৈবেদ্য ধারণ করিয়া নিবেদন করিবে।

ত্রিবেদীয় সামান্য বিধি সমাপ্ত॥

বিবিধ প্রসঙ্গ।

বহুদেবতার ধ্যান।

গণেশের ধ্যান।—খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং প্রস্যন্দন্মদগন্ধলুব্ধমধুপব্যালোলগণ্ডস্থলম্। দন্তাঘাতবিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দূর-শোভাকরং, বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং, সিদ্ধিপ্রদং কর্ম্মসু॥

নারায়ণের ধ্যান।—ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ সর-সিজাসনসন্নিবিষ্টঃ। কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী হারী হিরণ্ময়বপুর্দ্ধৃত-শঙ্খচক্রঃ॥

সূর্য্যের ধ্যান।—রক্তাম্বুজাসনমশেষগুণৈকসিন্ধুং, ভানুং সমস্তজগতা-মধিপং ভজামি। পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাব্জৈর্মাণিক্যমৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্॥

শিবের ধ্যান।—ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং, রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্। পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং, বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চ-বক্ত্রং ত্রিনেত্রম্॥

গঙ্গার ধ্যান।—গঙ্গাং শুক্লবর্ণাং চতুর্ভুজাং নানালঙ্কারভূষিতাম্। প্রসন্নবদনাং দেবীং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনীম্॥

সুবচনীর ধ্যান।—শুভাং সুবচনীং দেবীং শুভকর্ম্মপ্রদায়িনীম্। শুভদাং মোক্ষদাং দেবীং সর্ব্বাশুভনিবারিণীম্॥

মঙ্গলচণ্ডীর ধ্যান।—যৈষা ললিতকান্তাখ্যা দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা। বরদাভয়-হস্তা চ দ্বিভুজা গৌরদেহিকা। রক্তকৌষেয়বস্ত্রা চ রক্তাভরণভূষিতা। নব-যৌবনসম্পন্না চার্ব্বঙ্গী ললিতপ্রভা॥

শীতলার ধ্যান।—শূর্পালঙ্কৃতমস্তকাং সুরগণৈঃ সংস্তূয়মানাং মুদা, বামে কুম্ভধরাং পয়োদবদনাং বন্দে খরস্থাং সদা। দিগ্বাসামুরুহাসসুন্দরমুখীং সম্মা-র্জ্জনীং দক্ষিণে পাণৌ তাং দধতীং ভবার্ত্তিশমনীং সংসারবিদ্রাবিণীম্॥

সরস্বতীর ধ্যান।—মুক্তাহারাবদাতাং শিরসি শশিকলালঙ্কৃতাং বাহুভিঃ স্বৈর্ব্যাখ্যাং বর্ণাখ্যমালাং মণিময়কলসং পুস্তকং চোদ্বহন্তীম্। আপীনোত্তুঙ্গ-বক্ষোরুহ-ভরবিলসন্মধ্যদেশামধীশাং, বাচামীড়ে চিরায় ত্রিভুবননমিতাং পুণ্ড-রীকে নিষণ্ণাম্॥

সরস্বতীর অন্য প্রকার ধ্যান।—তরুণসকলমিন্দোর্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ কুচভ-রনমিতাঙ্গী সন্নিষণ্ণা সিতাব্জে। নিজকর-কমলোদ্যল্লেখনীপুস্তকশ্রীঃ সকলবি-ভবসিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্দেবতা নঃ॥

ষষ্ঠীর ধ্যান।—ষষ্ঠীং গৌরবর্ণাং দ্বিভুজাং নানালঙ্কারভূষিতাং। সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্নাং পীনোন্নতপয়োধরাং দিব্যবস্ত্রপরীধানাং বামক্রোড়ে সপুত্রিকাম্। প্রসন্নবদনাং [illegible] শুভপ্রদাম।

গোবিন্দের ধ্যান—ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ং, শ্রীবৎসাঙ্ক-মুদারকৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্ গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিততনুং গোগোপসঙ্ঘাবৃতং, গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে ॥

শ্রীরাধিকার ধ্যান—তপ্তস্বর্ণপ্রভাং রাধাং সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাং। নীলবস্ত্রপরীধানাং ভজে বৃন্দাবনেশ্বরীম্ ॥

মহালক্ষ্মীর ধ্যান—কান্ত্যা কাঞ্চনসন্নিভাং হিমগিরিপ্রখ্যৈশ্চতুর্ভির্গজৈর্হস্তোৎক্ষিপ্তহিরণ্ময়ামৃতঘটৈরাসিচ্যমানাং শ্রিয়ম্। বিভ্রাণাং বরমব্জযুগ্মমভয়ং হস্তৈঃ কিরীটোজ্জ্বলাং ক্ষৌমাবদ্ধনিতম্বশোভিততনুং বন্দেঽরবিন্দস্থিতাম্ ॥

রামের ধ্যান—কান্ত্যাম্ভোধরকান্তিকান্তমনিশং বীরাসনাধ্যাসিনং মুদ্রাং জ্ঞানময়ীং দধানমপরং হস্তাম্বুজং জানুনি। সীতাং পার্শ্বগতাং সরোরুহকরাং বিদ্যুন্নিভাং রাঘবং পশ্যন্তং মুকুটাঙ্গদাদিবিবিধাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং ভজে ॥

বাসুদেবের ধ্যান—বিষ্ণুং শারদচন্দ্রকোটিসদৃশং শঙ্খং রথাঙ্গং গদামম্ভোজং দধতং সিতাব্জনিলয়ং কান্ত্যা জগন্মোহনম্। আবদ্ধাঙ্গদহারকুণ্ডলমহামৌলিং স্ফুরৎকঙ্কণং, শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তুভধরং বন্দে মুনীন্দ্রৈঃ স্তুতম্ ॥

দধিবামনের ধ্যান—মুক্তাগৌরং নবমণিবিলসদ্‌ভূষণং চন্দ্রসংস্থং, ভৃঙ্গাকারৈরলকনিবহৈঃ শোভিবক্ত্রারবিন্দম্। হস্তাব্জাভ্যাং কনককলসং শুদ্ধতোয়াভিপূর্ণং দধ্যন্নাঢ্যং কনকচসকং ধারয়ন্তং ভজামঃ ॥

নৃসিংহের ধ্যান—মাণিক্যাদ্রিসমপ্রভং নিজরুচা সংত্রস্তরক্ষোগণং, জানুন্যস্তকরাম্বুজং ত্রিনয়নং রত্নোল্লসদ্‌ভূষণং। বাহুভ্যাং ধৃতশঙ্খচক্রমনিশং দংষ্ট্রোগ্রবক্ত্রোল্লসজ্জ্বালাজিহ্বমুদারকেশরচয়ং বন্দে নৃসিংহং বিভুম্ ॥

নীলকণ্ঠের ধ্যান—বালার্কাযুততেজসং ধৃতজটাজূটেন্দুখণ্ডোজ্জ্বলং, নাগেন্দ্রৈঃ কৃতশেখরং জপবটীং শূলং কপালং করৈঃ। খট্টাঙ্গং দধতং ত্রিনেত্রবিলসৎপঞ্চাননং সুন্দরং, ব্যাঘ্রত্বক্‌পরিধানমব্জনিলয়ং শ্রীনীলকণ্ঠং ভজে ॥

দক্ষিণ কালীর ধ্যান—শবারূঢ়াং মহাভীমাং ঘোরদংষ্ট্রাং বরপ্রদাং। হাস্যযুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কপালকর্ত্রিকাকরাং। মুক্তকেশীং ললজ্জিহ্বাং পিবন্তীং রুধিরং মুহুঃ। চতুর্ব্বাহুযুতাং দেবীং বরাভয়করাং স্মরেৎ ॥

শবরূপী মহাদেবের ধ্যান—শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং মহাকালং ত্রিলোচনম্। দিগম্বরঞ্চ দ্বিভুজং কালীপাদব্যবস্থিতম্। ঊর্দ্ধলিঙ্গং মহাদেবং চন্দ্রচূড়ং সদাশিবম্। ধ্যায়েচ্চ পরমানন্দং দেব্যা বাহনমুত্তমম্ ॥

ভদ্রকালীর ধ্যান—ক্ষুৎক্ষামা কোটরাক্ষী মসিমলিনমুখী মুক্তকেশী রুদন্তী,

নাহং তৃপ্তা বদন্তী জগদখিলমিদং গ্রাসমেকং করোমি। হস্তাভ্যাং ধারয়ন্তী জ্বলদনলশিখাসন্নিভং পাশযুগ্মং দন্তৈর্জম্বূফলাভৈঃ পরিহরতু ভয়ং পাতু মাং ভদ্রকালী।

রক্ষাকালীর ধ্যান—কৃষ্ণাং লম্বোদরীং ভীমাং নাগকুণ্ডলশোভিতাম্। রক্ত-মুখীং ললজ্জিহ্বাং রক্তাম্বরধরাং কটৌ। পীনোন্নতস্তনীমুগ্রাং মহানাগেন বেষ্টিতাম্। শবস্যোপরি দেবেশীং তস্যোপরি কপালিকাম্। নাসাগ্রধ্যান-নিরতাং মহাঘোরাং বরপ্রদাম্। চতুর্ভুজাং দীর্ঘকেশীং দক্ষিণস্যোর্দ্ধবাহুনা। বিভ্রতীং নলিনীমেকাং বামোর্দ্ধপানপাত্রকং। বরাভয়ধরাং দেবীমধস্তাদ্দক্ষবা-মযোঃ। পিবন্তীং রৌধিরীং ধারাং পানপাত্রং সদা শিরে। সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাং দেবীং নিত্যাং গিরিনিবাসিনীং। লোচনত্রয়সংযুক্তাং নাগযজ্ঞোপবীতিনীং। দীর্ঘনাসাং দীর্ঘজঙ্ঘাং দীর্ঘাঙ্গীং দীর্ঘজিহ্বিকাং। চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিভেদেন লোচনত্রয়সংযুতাং। মারীনাশকরীং দেবীং মহাভীমাং বরপ্রদাং। ব্যাঘ্রচর্ম্মশিরোবদ্ধাং জগত্রয়বিভা-বিনীং। সাধকানাং সুখং কর্ত্রীং সর্ব্বলোকভয়াপহাং। এবম্ভূতাং সদা কালীং রক্ষাদিং প্রণমাম্যহম্।

তারার ধ্যান—প্রত্যালীঢ়পদাং ঘোরাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্। খর্ব্বাং লম্বো-দরীং ভীমাং ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতাং কটৌ। নবযৌবনসম্পন্নাং পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতাম্। চতুর্ভুজাং ললজ্জিহ্বাং মহাভীমাং বরপ্রদাং। খড়্গাকর্ত্রীসমাযুক্তসব্যেতরভূজদ্বয়াং কপালোৎপলসংযুক্তসব্যপাণিযুগান্বিতাং। পিঙ্গোগ্রৈকজটাং ধ্যায়েন্মৌলাব-ক্ষোভ্যভূষিতাম্। জ্বলচ্চিতামধ্যগতাং ঘোরদংষ্ট্রাং করালিনীং। সাবেশস্মের-বদনাং স্ত্র্যলঙ্কারবিভূষিতাম্। বিশ্বব্যাপকতোয়ান্তঃশ্বেতপদ্মোপরি স্থিতাম্। অক্ষোভ্যদেবীমূর্দ্ধন্যস্ত্রীমূর্ত্তির্নাগরূপধৃক্॥

শ্মশানকালীর ধ্যান।—অঞ্জনাদ্রিনিভাং দেবীং শ্মশানালয়বাসিনীম্। রক্ত-নেত্রাং মুক্তকেশীং শুষ্কমাংসাতিভৈরবাম্। পিঙ্গাক্ষীং বামহস্তেন মদ্যপূর্ণং সমাং-সকম্। সদ্যঃকৃত্তশিরোদক্ষহস্তেন দধতীং শিবাম্। স্মিতবক্ত্রাং সদা চামমাং সচর্ব্বণতৎপরাম্। নানালঙ্কারভূষাঙ্গীং নগ্নাং মত্তাং সদাসবৈঃ।

ইন্দ্রের ধ্যান—পীতবর্ণং সহস্রাক্ষং বজ্রপদ্মকরং বিভুং। সর্ব্বালঙ্কারসংযুক্তং নৌমীন্দ্রং দিক্পতীশ্বরম্॥

মহাকালের ধ্যান—মহাকালং যজেদ্দেব্যা দক্ষিণে ধূম্রবর্ণকং। বিভ্রতং দণ্ডখট্টাঙ্গৌ দংষ্ট্রাভীমমুখং শিশুং। ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতকটিং তুন্দিলং রক্তবাসসং। ত্রিনেত্রমূর্দ্ধ্কেশঞ্চ মুণ্ডমালা-বিভূষিতং। জটাভারলসচ্চন্দ্রখণ্ডমুগ্রং জ্বলন্নিভম্।

চণ্ডীর ধ্যান—বন্ধূককুসুমাভাসাং পঞ্চমুণ্ডাধিবাসিনীং। স্ফুরচ্চন্দ্রকলারত্ন-মুকুটাং মুণ্ডমালিনীং। ত্রিনেত্রাং রক্তবসনাং পীনোন্নতঘটস্তনীং। পুস্তকঞ্চাক্ষ-মালাঞ্চ বরদঞ্চাভয়ং ক্রমাৎ। দধতীং সংস্মরেন্নিত্যমুত্তরাম্নায়মানিতাম্॥

গোপালের ধ্যান—নবীননীরদশ্যামং নীলেন্দীবরলোচনং। বল্লবীনন্দনং বন্দে কৃষ্ণং গোপালরূপিণম্॥

বলদেবের ধ্যান—বলদেবং দ্বিবাহুঞ্চ শঙ্খকুন্দেন্দুসন্নিভং। বামে হলায়ুধধরং দক্ষিণে মুসলং করে। হলালোলং নীলবস্ত্রং হেলাবন্তং স্মরেৎ পরম্॥

কাত্যায়নীর ধ্যান—সব্যপাদসরোজেনালঙ্কৃতোরুমৃগাধিপাম্। বামপাদাগ্র-দলিতমহিষাসুরনির্ভরাম্। সুপ্রসন্নাং সুবদনাং চারুনেত্রত্রয়ান্বিতাং। হারনূ-পুরকেয়ূরজটামুকুটমণ্ডিতাম্। বিচিত্রপট্টবসনামর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতাম্। খড়্গখেট-কবজ্রানি ত্রিশূলং বিশিখং তথা। ধারয়ন্তীং ধনুঃ পাশং শঙ্খং ঘণ্টাং সরোরুহং। বাহুভির্ললিতৈর্দ্দেবীং কোটিচন্দ্রসমপ্রভাং। সমারূঢৈর্দ্দিবিষদৈর্দ্দেবৈরাকাশসং স্থিতৈঃ। স্তূয়মানাং মোদমানৈর্লোকপালাদিভিঃ সদা। এবং সঞ্চিন্তয়েদ্দেবীং জায়তে নরপুঙ্গবঃ॥

বহু দেবতার প্রণাম।

শীতলার প্রণাম—নমামি শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরীম্। মার্জ্জনী-কলসোপেতাং শূর্পালঙ্কৃতমস্তকাম্॥

সরস্বতীর প্রণাম—সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনি। বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি সরস্বতি॥

গঙ্গার প্রণাম—সদ্যঃপাতকসংহন্ত্রী সদ্যোদুঃখবিনাশিনী। সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ॥

ষষ্ঠীর প্রণাম—জয় দেবি জগন্মাতর্জ্জগদানন্দকারিণি। প্রসীদ মম কল্যাণি নমস্তে ষষ্ঠি দেবতে॥

কৃষ্ণের নমস্কার—কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে। প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥

রাধিকার প্রণাম—নবীনাং হেমগৌরাঙ্গীং পূর্ণানন্দবতীং সতীং। বৃষভানু-সুতাং দেবীং বন্দে রাধাং জগৎপ্রসূম্॥

বলদেবের প্রণাম—নমস্তে তু হলগ্রাম নমস্তে মুসলায়ুধ। নমস্তে রেবতী-কান্ত নমস্তে ভক্তবৎসল। নমস্তে বলিনাং শ্রেষ্ঠ নমস্তে ধরণীধর। প্রলম্বারে নমস্তে তু ত্রাহি মাং কৃষ্ণ-পূর্ব্বজ॥

বহ্নির প্রণাম—নমো নমস্তে ত্রিপুরারিচক্ষুষে মখেশ্বরাণাং মুখতামুপেয়ুষে। চরাচরাণাং জঠরেস্থ সংস্থিত ত্রিধা বিভক্তায় নমোঽস্তু বহ্নয়ে॥

সুবচনীর প্রণাম—শুভবাঞ্ছাপ্রদে নিত্যং সর্ব্বদা সুখবর্দ্ধিনি। শুভকার্য্যেষু সর্ব্বত্র শুভং দেহি নমোঽস্তু তে॥

বহুদেবতার গায়ত্রী।

বালাভৈরবী-গায়ত্রী—ঐঁ বাগীশ্বর্য্যৈ বিদ্মহে ক্লীঁ কামেশ্বর্য্যৈ ধীমহি। সৌস্তনঃ শক্তিঃ প্রচোদয়াৎ॥

লক্ষ্মী-গায়ত্রী—মহালক্ষ্মৈ বিদ্মহে মহাশ্রিয়ৈ ধীমহি। তন্নঃ শ্রীঃ প্রচোদয়াৎ॥

সরস্বতী-গায়ত্রী—বাগ্‌দেব্যৈ বিদ্মহে কামরাজায় ধীমহি। তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ॥

ত্রিপুরাসুন্দরী-গায়ত্রী—ঐঁ ত্রিপুরাদেব্যৈ বিদ্মহে ক্লীঁ কামেশ্বর্য্যৈ ধীমহি সৌস্তনঃ ক্লিন্নে প্রচোদয়াৎ॥

ভৈরবী-গায়ত্রী—ত্রিপুরায়ৈ বিদ্মহে ভৈরব্যৈ ধীমহি। তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ॥

দুর্গা-গায়ত্রী—মহাদেব্যৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈ ধীমহি। তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ॥

জয়দুর্গা-গায়ত্রী—নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈ ধীমহি। তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ॥

বিষ্ণু-গায়ত্রী—ত্রৈলোক্যমোহনায় বিদ্মহে কামদেবায় ধীমহি। তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ॥

নারায়ণ-গায়ত্রী—নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি। তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ॥

নৃসিংহ-গায়ত্রী—বজ্রনখায় বিদ্মহে তীক্ষ্ণদংষ্ট্রায় ধীমহি। তন্নো নরসিংহঃ প্রচোদয়াৎ॥

গোপাল-গায়ত্রী—কৃষ্ণায় বিদ্মহে দামোদরায় ধীমহি। তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ॥

রাম-গায়ত্রী—দাশরথায় বিদ্মহে সীতাবল্লভায় ধীমহি। তন্নো রামঃ প্রচোদয়াৎ।

সূর্য্য-গায়ত্রী—আদিত্যায় বিদ্মহে মার্ত্তণ্ডায় ধীমহি। তন্নো সূর্য্যঃ প্রচোদয়াৎ।

শিব-গায়ত্রী—তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি। তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ॥

গণেশ-গায়ত্রী—তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি। তন্নো দন্তী প্রচোদয়াৎ॥

দক্ষিণামূর্ত্তি-গায়ত্রী—দক্ষিণামূর্ত্তয়ে বিদ্মহে ধ্যানস্থায় ধীমহি। তন্নো ধীশঃ প্রচোদয়াৎ॥

কাম-গায়ত্রী—কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি। তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ॥

শক্তি-গায়ত্রী—সর্ব্বসম্মোহিন্যৈ বিদ্মহে বিশ্বজনন্যৈ ধীমহি। তন্নঃ শক্তিঃ প্রচোদয়াৎ॥

ভুবনেশ্বরী-গায়ত্রী—নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে ভুবনেশ্বর্য্যৈ ধীমহি। তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ॥

অন্নপূর্ণা-গায়ত্রী—ভগবত্যৈ বিদ্মহে মাহেশ্বর্য্যৈ ধীমহি। তন্নোঽন্নপূর্ণে প্রচোদয়াৎ॥

মহিষমর্দ্দিনী-গায়ত্রী—মহিষমর্দ্দিন্যৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈ ধীমহি। তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ॥

ছিন্নমস্তা-গায়ত্রী—বিরোচন্যৈ বিদ্মহে ছিন্নমস্তায়ৈ ধীমহি। তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।

কালিকা-গায়ত্রী—কালিকায়ৈ বিদ্মহে শ্মশানবাসিন্যৈ ধীমহি তন্নো ঘোরে প্রচোদয়াৎ॥

তারা-গায়ত্রী—তারায়ৈ বিদ্মহে মহোগ্রায়ৈ ধীমহি। তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।

পূজার দিক্‌নির্ণয়।

রাত্রাবুদঙ্‌মুখঃ কুর্য্যাদ্দেবকার্য্যং সদৈব হি। শিবার্চ্চনং তথাপেব্যং শুচিঃ কুর্য্যাদুদঙ্‌মুখঃ॥

সারসমুচ্চয়ে কথিত হইয়াছে,—পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া দেবপূজা করিবে। রাত্রিকালে শিব ও অন্য দেবতার অর্চ্চনা কেবল উত্তরমুখে করিতে হয়। শিবপূজা দিবা রাত্রি উভয় সময়েই উত্তরমুখ হইয়া করিবে।

একত্র বিগ্রহদ্বয়-পূজনে প্রত্যবায়।

লিঙ্গদ্বয়ং তথা নার্চ্চ্যং গণেশদ্বয়মেব চ। শক্তিদ্বয়ং তথা সূর্য্যদ্বয়মেকত্র

নার্চ্চয়েৎ॥ দ্বে চক্রে দ্বারকায়াস্তু শালগ্রামশিলাদ্বয়ম্। এতেষামর্চ্চনান্নিত্যমুদ্বেগং প্রাপ্নুয়াদ্‌গৃহী॥ মন্ত্রতন্ত্রপ্রকাশ।

একসঙ্গে দুই শিব, দুই গণেশ, দুই শক্তি ও দুই সূর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি ও দুইটী শালগ্রাম অর্চ্চনা করিবে না। এককালে উক্ত দেবগণের যুগলমূর্ত্তি পূজা করিলে গৃহী ব্যক্তি উদ্বিগ্নতা প্রাপ্ত হয়।

পূজায় সাধারণ নিষিদ্ধ দ্রব্য। *

জামলগ্রন্থে কথিত আছে যে, অক্ষত দ্বারা বিষ্ণুর, তুলসী দ্বারা গণেশের, দূর্ব্বাদ্বারা দুর্গার, বিল্লপত্র দ্বারা দিবাকরের পূজা করিবে না। বিষ্ণুপূজাতে আকন্দ ও ধুস্তুর পুষ্প বর্জ্জন করিবে। শিবপূজাতে কুন্দ, নবমল্লিকা, যুথী, রক্তজবা, রক্তকরবীর প্রভৃতি পুষ্প ব্যবহার করিবে না। পদ্ম ও চম্পক ব্যতীত অন্য কোন কুসুম-কলিকা দ্বারা দেবপূজা করিবে না। সেফালিকা ও বকুল ব্যতীত ভূপতিত অন্য কোন পুষ্প দ্বারা পূজা করিতে পারে না। পীতঝিণ্টী, পীতটগর ও শ্বেতজবাদ্বারা দেবীর পূজা করিবে না।

ন রক্তচন্দনং জাতু গৃহ্ণীয়াদ্রক্তপুষ্পকং। বিল্বপত্রৈস্তৎপ্রসূনৈর্নার্চ্চয়েদ্দেবকীসুতম্॥

রক্তচন্দন, রক্তপুষ্প, বিল্বপত্র ও বিল্বপুষ্পদ্বারা দেবকীসুত বিষ্ণুর পূজা করিবে না।

তিষ্ঠেদ্দিনদ্বয়ং শুদ্ধং পদ্মমামলকং তথা। তুলসী সর্ব্বদা শুদ্ধা তথা বিল্বদলানি চ॥

পদ্ম ও আমলকীপত্র দুই দিন পর্য্যন্ত বাসি হয় না। কিন্তু তুলসী ও বিল্বপত্র কখনই বাসি হয় না, সর্ব্বসময়ে বিশুদ্ধ থাকে।

পঞ্চাঙ্গশুদ্ধি।

পঞ্চাঙ্গশুদ্ধি ব্যতিরেকে পূজায় অধিকার হয় না। সুতরাং পঞ্চাঙ্গশুদ্ধি না করিয়া পূজা করিলে, সে পূজা নিষ্ফলা হয়। আত্মশুদ্ধি, স্থানশুদ্ধি, মন্ত্রশুদ্ধি, দ্রব্যশুদ্ধি ও দেবতাশুদ্ধি, এই পঞ্চাঙ্গশুদ্ধি। (ক)

স্নানৈর্ভূতশুদ্ধ্যা চ প্রাণায়ামাদিভিস্তথা। ষড়ঙ্গাদ্যখিলন্যাসৈরাত্মশুদ্ধিরুদীরিতা॥

* মৎপ্রকাশিত "বৃহৎ তন্ত্রসার" গ্রন্থে এ বিষয় বিস্তৃতভাবে লেখা আছে।

(ক) আত্মস্থানমন্ত্রদ্রব্যদেবশুদ্ধিস্তু পঞ্চমী। যাবন্ন কুরুতে দেবি তস্য দেবার্চ্চনং কুতঃ

তীর্থাদির বিশুদ্ধজলে অবগাহন করিয়া ভূতশুদ্ধি ও ষড়ঙ্গন্যাস করিলে, আত্মশুদ্ধি হয়।

সম্মার্জ্জনানুলেপাদ্যৈর্দ্দর্পণোদরবৎ শুভং। বিতান-ধূপ-দীপাদি-পুষ্পমাল্যাদি-শোভিতং॥ পঞ্চবর্ণরজোভিশ্চ স্থানশুদ্ধিরিতীরিতা॥

পূজার স্থান মার্জ্জনী ও লেপনাদি দ্বারা দর্পণের ন্যায় নির্ম্মল করিয়া, চন্দ্রাতপ, ধূপ, দীপ ও পুষ্পমাল্যাদিদ্বারা শোভিত করিবে এবং পঞ্চবর্ণ গুঁড়াদ্বারা ঐ স্থানটীকে বিচিত্র করিবে, ইহাকেই স্থানশুদ্ধি বলে।

গ্রথিত্বা মাতৃকাবর্ণৈর্ম্মূলমন্ত্রাক্ষরাণি চ। ক্রমোৎক্রমাদ্দ্বিরাবৃত্ত্যা মন্ত্রশুদ্ধিরিতীরিতা।

মাতৃকাবর্ণ দ্বারা অনুলোম বিলোম ক্রমে মন্ত্রবর্ণ পুটিত করিয়া দুইবার পাঠ করিবে, ইহাকে মন্ত্রশুদ্ধি বলে।

পূজদ্রব্যাণি সংপ্রোক্ষ্য মূলমন্ত্রৈর্ব্বিধানতঃ। দর্শয়েদ্ধেনুমুদ্রাদীন্ দ্রব্যশুদ্ধিঃ প্রকীর্ত্তিতা॥

পূজার দ্রব্যসমুদায় কুশাগ্র দ্বারা মূল ও 'ফট্' এই মন্ত্রে প্রোক্ষণ করিয়া ধেনুমুদ্রাদি প্রদর্শন করিবে। ইহাকে দ্রব্যশুদ্ধি বলে।

পীঠদেবীং প্রতিষ্ঠাপ্য সকলীকৃত্য মন্ত্রবিৎ। মূলমন্ত্রেণ মাল্যাদীন্ ধূপাদীমুদকেন চ। ত্রিবারং প্রোক্ষয়েদ্ বিদ্বান্ দেবশুদ্ধিরিতীরিতা॥

সাধক পীঠশক্তির পূজা করিয়া মূলমন্ত্রে সকলীকরণমুদ্রায় সকলীকরণ করিবে এবং মূলমন্ত্রে মাল্যাদি এবং মূলমন্ত্রে দীপাদি তিনবার প্রোক্ষণ করিলেই দেবশুদ্ধি হয়।

নিষিদ্ধ বাদ্য।

শিবাগারে কল্লকঞ্চ সূর্য্যাগারে চ শঙ্খকং। দুর্গাগারে বাঁশীবাদ্যং মধুরীঞ্চ ন বাদয়েৎ॥ বিরিঞ্চেস্ত গৃহে ঢক্কাং ঘণ্টাং লক্ষ্মীগৃহে ত্যজেৎ। সর্ব্ববাদ্যময়ীং ঘণ্টাং বাদ্যাভাবে প্রবাদয়েৎ। তন্ত্রান্তরে।

শিবগৃহে করতাল, সূর্য্যগৃহে শঙ্খ, দুর্গামন্দিরে বাঁশী ও মধুরী, ব্রহ্মাগারে ঢাক, এবং লক্ষ্মীগৃহে ঘণ্টা বাজাইবে না। অন্য বাদ্যের অভাব হইলে সর্ব্ববাদ্যময়ী ঘণ্টাই বাজাইবে।

যোগাঙ্গ আসন।

পদ্মাসনং স্বস্তিকাখ্যং ভদ্রং বজ্রাসনন্তথা। বীরাসনমিতি প্রোক্তং ক্রমাদাসনপঞ্চকম॥

পদ্মাসনং, স্বস্তিকাসন, ভদ্রাসন, বজ্রাসন ও বীরাসন—যোগসিদ্ধি বিষয়ে এই পাঁচ প্রকার আসন কথিত হইয়াছে।

ঊর্ব্বোরুপরি বিন্যস্য সম্যক্ পাদতলে উভে। অঙ্গুষ্ঠৌ চ নিবধ্নীয়াদ্ধস্তাভ্যাং ব্যুৎক্রমাত্ততঃ পদ্মাসনমিদং প্রোক্তং যোগিনাং হৃদয়ঙ্গমম্॥

দক্ষিণ উরুর উপরি বাম পদ তল এবং বাম উরুতে দক্ষিণ পায়ের তল বিন্যস্ত করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বামপাদাঙ্গুষ্ঠ ও বাম হস্তের দ্বারা দক্ষিণ পায়ের অঙ্গুষ্ঠ ধারণ করত উপবেশন করিলে পদ্মাসন হয়।

জানূর্ব্বোরন্তরে সম্যক্ কৃত্বা পাদতলে উভে। ঋজুকায়ো বিশেদ্‌যোগী স্বস্তিকং তৎ প্রচক্ষতে॥

দক্ষিণ জানু ও উরুর অভ্যন্তরে বাম পদ তল এবং বাম উরু ও জানুর অভ্যন্তরে দক্ষিণ পায়ের তল প্রবিষ্ট করিয়া সরলভাবে উপবিষ্ট হইলে স্বস্তিকাসন হয়।

সীবন্যাঃ পার্শ্বয়োর্ন্যস্যেদ্ গুল্‌ফযুগ্মং সুনিশ্চলং। বৃষণাধঃ পার্শ্বপাদৌ পাণিভ্যাং পরিবন্ধয়েৎ। ভদ্রাসনং সমুদ্দিষ্টং যোগিভিঃ পরিকল্পিতম্॥

সীবনীর (লিঙ্গাগ্র হইতে গুহ্যস্থানের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত) উভয়পার্শ্বে গুল্‌ফদ্বয় বিন্যস্ত করিয়া কোষের অধোভাগে উভয় পার্শ্বে হস্তদ্বারা পদদ্বয় বদ্ধ করিবে। ইহাকেই যোগিগণ ভদ্রাসন বলেন।

ঊর্ব্বোঃ পাদৌ ক্রমান্ন্যস্য জানুনোঃ প্রাঙ্মুখাঙ্গুলী। করৌ নিদধ্যাদাখ্যাতং বজ্রাসনমনুত্তমম্॥

উরুদ্বয়ের উপরি পাদদ্বয়, বিন্যস্ত করিয়া জানুদ্বয়ের উপরি হস্তদ্বয় রাখিবে। এইরূপ আসনকেই বজ্রাসন বলে।

একং পাদমধঃ কৃত্বা বিন্যস্যোরৌ তথেতরম্। ঋজুকায়ো বিশেন্মন্ত্রী বীরাসনমিতীরিতম্।

এক পাদ ভূমিতে রাখিয়া অপর পাদ উরুর উপরে রাখিবে। এই আসনকেই বীরাসন বলে।

মুদ্রা।

মোদনাৎ সর্ব্বদেবানাং দ্রাবণাৎ পাপসন্ততেঃ।
তস্মান্মুদ্রেতি বিখ্যাতা মুনিভিস্তন্ত্রবেদিভিঃ॥

মুদ্রাসকল দেবগণের আমোদবর্দ্ধন করে এবং সর্ব্বপ্রকার পাপ নিবারণ করে এই জন্য তন্ত্রবেত্তা মুনিগণ "মুদ্রা" এই সংজ্ঞা করিয়াছেন।

অর্চ্চনে জপকালে চ ধ্যানে কাম্যে চ কর্ম্মণি।
স্নানে চাবাহনে শঙ্খে প্রতিষ্ঠায়াঞ্চ রক্ষণে॥
নৈবেদ্যে চ তথান্যত্র তত্তৎকল্পপ্রকাশিতে।
স্থানে মুদ্রাঃ প্রদ্রষ্টব্যাঃ স্বস্বলক্ষণলক্ষিতাঃ॥

পূজাতে, জপকালে, ধ্যানে, কাম্যকর্ম্মে, স্নানে, আবাহনে, শঙ্খস্থাপনে, প্রাণপ্রতিষ্ঠায়, রক্ষণে, নৈবেদ্যে, এবং অন্যান্য কল্পোক্ত কার্য্যে স্ব স্ব লক্ষণে লক্ষিত মুদ্রা প্রদর্শন অবশ্য কর্ত্তব্য।

হস্তাভ্যামঞ্জলিং বদ্ধ্বানামিকামূলপর্ব্বণি। অঙ্গুষ্ঠৌ নিক্ষিপেৎ সেয়ং মুদ্রা ত্বাবাহনী স্মৃতা॥১॥ অধোমুখী ত্বিয়ঞ্চ স্যাৎ স্থাপনী মুদ্রিকা স্মৃতা॥ ২॥ উচ্ছ্রিতাঙ্গুষ্ঠে মুষ্ট্যোশ্চ সংযোগাৎ সন্নিধাপনী॥ ৩॥ অন্তঃপ্রবেশিতাঙ্গুষ্ঠা সৈব সংবোধিনী মতা॥ ৪॥ উত্তানমুষ্টিযুগলা সম্মুখীকরণী মতা॥ ৫॥ দেবতাঙ্গে ষড়ঙ্গানাং ন্যাসঃ স্যাৎ সকলীকৃতিঃ॥ ৬॥ সব্যহস্তকৃতা মুষ্টির্দীর্ঘাধোমুখতর্জ্জনী। অবগুণ্ঠনমুদ্রেয়ং মণ্ডিতা ভ্রমিতা মতা॥ ৭॥ অন্যোঽন্যাভিমুখা শ্লিষ্টা কনিষ্ঠানামিকা পুনঃ। তথৈব তর্জ্জনীমধ্যা ধেনুমুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা॥৮॥ অন্যোঽন্যো গ্রথিতাঙ্গুষ্ঠোঽপ্রসারিতপরাঙ্গুলী। মহামুদ্রেয়মুদিতা পরমীকরণে বুধৈঃ॥ ৯॥ বামাঙ্গুষ্ঠন্তু সংগৃহ্য দক্ষিণেন তু মুষ্টিনা। কৃত্বোত্তানং ততো মুষ্টিমঙ্গুষ্ঠন্তু প্রসারয়েৎ। বামাঙ্গুল্যস্তথা শ্লিষ্টাঃ সংযুক্তাঃ স্যুঃ প্রসারিতাঃ। দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠসংস্পৃষ্টা জ্ঞেয়ৈষা শঙ্খমুদ্রিকা॥১০॥ অন্যোঽন্যাভিমুখৌ হস্তৌ কৃত্বা তু গ্রথিতাঙ্গুলী। অঙ্গুল্যৌ মধ্যমে ভূয়ঃ সুলগ্নে সুপ্রসারিতে। গদামুদ্রেয়মুদিতা বিষ্ণোঃ সন্তোষবর্দ্ধিনী॥ ১১॥ হস্তৌ তু সম্মুখৌ কৃত্বা সুলগ্নৌ সুপ্রসারিতৌ। কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠকৌ লগ্নৌ মুদ্রৈষা চক্রসংজ্ঞিকা॥১২॥ হস্তৌ তু সম্মুখৌ কৃত্বা সন্নতপ্রোন্নতাঙ্গুলী। তলান্তর্মিলিতাঙ্গুষ্ঠৌ কৃত্বৈষা পদ্মমুদ্রিকা॥১৩॥ ওষ্ঠে বামকরাঙ্গুষ্ঠৌ লগ্নস্তস্য কনিষ্ঠিকা। দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠসংযুক্তা তৎ কনিষ্ঠা প্রসারিতা। তর্জ্জনীমধ্যমানামাঃ কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ্য চালিতৈঃ। বেণুমুদ্রা ভবতোষা সুগুপ্তা প্রেয়সী হরেঃ॥ ১৪॥ অন্যোঽন্যপৃষ্ঠকরয়োর্ম্মধ্যমানামিকাঙ্গুলীঃ। অঙ্গুষ্ঠেন তু বধ্নীয়াৎ কনিষ্ঠামূলসংহিতে। তর্জ্জন্যৌ কারয়েদেষা মুদ্রা শ্রীবৎসসংজ্ঞিতা॥ ১৫॥ অনামাপৃষ্ঠসংলগ্না দক্ষিণস্য কনিষ্ঠিকা। কনিষ্ঠয়ানয়া বদ্ধা তর্জ্জন্যা দক্ষয়া তথা। বামানামাঞ্চ বধ্নীয়াদ্ দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠমূলকে। অঙ্গুষ্ঠমধ্যমে বামে সংযোজ্য সরলাঃ পরাঃ। চতস্রোঽপ্যগ্রসংলগ্না মুদ্রা কৌস্তুভসংজ্ঞিকা॥ ১৬॥ স্পৃশেৎ কণ্ঠাদিপাদান্তং তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠয়া তথা। করদ্বয়েন মালাবন্মুদ্রেয়ং বনমালিকা॥ ১৭॥ বামামুদ্দণ্ডিতাগ্রামিতরকরভবাঙ্গুষ্ঠকেনাপি বদ্ধা তস্যাগ্রং

পীড়য়িত্বাঙ্গুলীভিরপি চ তা বামহস্তাঙ্গুলীভিঃ। বদ্ধাকারং হৃদি স্থাপয়ন্তি বিমলবীর্য্যাহরস্মারবীজং বিল্বাখ্যা মুদ্রিকৈষা স্ফুটমিহ গদিতা গোপনীয়া বিধিজ্ঞৈঃ॥ ১৮॥ হস্তৌ তু বিমুখৌ কৃত্বা গ্রথয়িত্বা কনিষ্ঠকে। মথিত্বা তর্জ্জনী শ্লিষ্টে শ্লিষ্টাবঙ্গুষ্ঠকৌ তথা॥ মধ্যমানামিকে দ্বে তু দ্বৌ পক্ষাবিব চালয়েৎ। এষা গরুড়মুদ্রা স্যাদ্ বিষ্ণোঃ সন্তোষবর্দ্ধিনী॥ ১৯॥ তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠকৌ সক্তাবগ্রতো বিন্যসেৎ সুধীঃ। বামহস্তাম্বুজং বামজানুমূর্দ্ধনি বিন্যসেৎ। জ্ঞানমুদ্রা ভবেদেষা রামচন্দ্রস্য প্রেয়সী॥ ২০॥ জানুমধ্যে করৌ কৃত্বা চিবুকোষ্ঠৌ সমাবুভৌ। হস্তৌ তু ভূমিসংলগ্নৌ কম্পমানঃ পুনঃপুনঃ। মুখং বিকৃতকং কুর্য্যাৎ লেলিহানাঞ্চ জিহ্বিকাং। নারসিংহী ভবেদেষা মুদ্রা তৎপ্রীতিবর্দ্ধিনী॥ ২১॥ দক্ষহস্তঞ্চোর্দ্ধ্বমুখং বামহস্তমধোমুখম্। অঙ্গুল্যগ্রন্তু সংযুক্তং মুদ্রা বারাহীসংজ্ঞিকা॥ ২২॥ বামস্য মধ্যমাগ্রন্তু তর্জ্জন্যগ্রেণ যোজয়েৎ। অনামিকাং কনিষ্ঠাঞ্চ তস্যাঙ্গুষ্ঠেন পীড়য়েৎ। দর্শয়েদ্বামকে স্কন্ধে ধনুর্মুদ্রেয়মীরিতা॥ ২৩॥ দক্ষমুষ্ট্যান্তু তর্জ্জন্যা দীর্ঘয়া বাণমুদ্রিকা॥ ২৪॥ তলে তলন্তু করয়োস্তির্য্যক্ সংযোজ্য চাঙ্গুলীঃ। সংহতাঃ প্রসৃতাঃ কুর্য্যান্ মুদ্রা পরশুসংজ্ঞিকা॥ ২৫॥ উচ্ছ্রিতাঙ্গুষ্ঠমুষ্টী দ্বে মুদ্রা ত্রৈলোক্যমোহিনী॥ ২৬॥ হস্তৌ তু সংপুটৌ কৃত্বা প্রসৃতাঙ্গুলিকৌ তথা। তর্জ্জন্যৌ মধ্যমা পৃষ্ঠে অঙ্গুষ্ঠৌ মধ্যমাশ্রিতৌ। কামমুদ্রেয়মুদিতা সর্ব্বদেবপ্রিয়ঙ্করী॥ ২৭॥ উচ্ছ্রিতং দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠং বামাঙ্গুষ্ঠেন বন্ধয়েৎ। বামাঙ্গুলীর্দক্ষিণাভিরঙ্গুলীভিশ্চ বন্ধয়েৎ। লিঙ্গমুদ্রেয়মাখ্যাতা শিবসান্নিধ্যকারিণী॥ ২৮॥ মিথঃ কনিষ্ঠিকে বদ্ধ্বা তর্জ্জনীভ্যামনামিকে। অনামিকোর্দ্ধ্বসংশ্লিষ্টদীর্ঘমধ্যময়োরধঃ। অঙ্গুষ্ঠাগ্রদ্বয়ং ন্যস্যেদ্যোনিমুদ্রেয়মীরিতা॥২৯॥ অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জন্যগ্রেষু গ্রথয়িত্বাঙ্গুলীত্রয়ং। প্রসারয়েদক্ষমালামুদ্রেয়ং পরিকীর্ত্তিতা॥ ৩০॥ অধঃস্থিতো দক্ষহস্তঃ প্রসৃতো বরমুদ্রিকা॥ ৩১॥ ঊর্দ্ধ্বীকৃতবামহস্তঃ প্রসৃতোঽভয়মুদ্রিকা॥ ৩২॥ মিলিতানামিকাঙ্গুষ্ঠং মধ্যমাগ্রে নিয়োজয়েৎ। শ্লিষ্টাঙ্গুল্যুচ্ছ্রিতে কুর্য্যাম্মৃগমুদ্রেয়মীরিতা॥ ৩৩॥ পঞ্চাঙ্গুল্যো দক্ষিণাস্তু মিলিতা হ্যূর্দ্ধ্বমুন্নতাঃ। খট্টাঙ্গমুদ্রা বিখ্যাতা দেবস্যাতিপ্রিয়া মতা॥ ৩৪॥ পাত্রবদ্বামহস্তস্তু কৃত্বাঙ্গং বামকে তথা। নিধায়োচ্ছ্রিতবৎ কুর্য্যান্মুদ্রা কপালিকা মতা॥ ৩৫॥ মুষ্টিঞ্চ শিথিলীং বদ্ধ্বা ঈষদুচ্ছ্রিতমধ্যমাং। দক্ষিণাং তূর্দ্ধ্বমুন্নম্য কর্ণদেশে প্রচালয়েৎ। এষা মুদ্রা ডমরুকা সর্ব্ববিঘ্নবিনাশিনী॥ ৩৬॥ ঋজ্বীঞ্চ মধ্যমাং কৃত্বা তর্জ্জনীমধ্যপর্ব্বণি। সংযোজ্যাকুঞ্চয়েৎ কিঞ্চিন্মুদ্রৈষাঙ্কুশসংজ্ঞিকা॥ ৩৭॥ তর্জ্জনীমধ্যমানামা কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠপূর্ব্বিকা। অধোমুখী দীর্ঘরূপা মধ্যমা বিম্বমুদ্রিকা॥ ৩৮॥ কনিষ্ঠেঽনামিকে বদ্ধা স্বাঙ্গুষ্ঠেনৈব দক্ষতঃ।

শ্লিষ্টাঙ্গুলী তু প্রসৃতে সংস্পৃষ্টা খড়্গমুদ্রিকা॥ ৩৯॥ বামহস্তং তথা তির্য্যক্ কৃত্বা চৈব প্রসার্য্য চ। আকুঞ্চিতাঙ্গুলীঃ কুর্য্যাচ্চর্ম্মমুদ্রেয়মীরিতা॥ ৪০॥ কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠকে শক্তৌ করয়োরিতরেতরৎ। তর্জ্জনীমধ্যমানামাঃ সংহতা ভুগ্নবর্জ্জিতাঃ। মুদ্রৈষা গালিনী প্রোক্তা শঙ্খস্যোপরি চালয়েৎ॥ ৪১॥ প্রসৃতাঙ্গুলিকৌ হস্তৌ মিথঃ শ্লিষ্টৌ চ সম্মুখে। কুর্য্যাৎ স্বহৃদয়ে সেয়ং মুদ্রা প্রার্থনসংজ্ঞিকা॥ ৪২॥ অধোমুখে বামহস্তে ঊর্দ্ধাস্যং দক্ষহস্তকং। ক্ষিপ্তাঙ্গুলীরঙ্গুলীভিঃ সংগ্রথ্য পরিবর্ত্তয়েৎ। এষা সংহারমুদ্রা স্যাদ্বিসর্জ্জনবিধৌ স্মৃতা॥ ৪৩॥ দক্ষপাণিপৃষ্ঠদেশে বামপাণিতলং ন্যসেৎ। অঙ্গুষ্ঠৌ চালয়েৎ সম্যগ্ মুদ্রেয়ং মৎস্যরূপিণী॥ ৪৪॥ অন্যোন্যগ্রথিতাঙ্গুষ্ঠা প্রসারিতপরাঙ্গুলী। মহামুদ্রেয় মুদিতা পরমীকরণে বুধৈঃ। প্রয়োজয়েদিমা মুদ্রা দেবতাহ্বানকর্ম্মণি॥ ৪৫॥ বামহস্তস্য তর্জ্জন্যাং দক্ষিণস্য কনিষ্ঠয়া। তথা দক্ষিণতর্জ্জন্যাং বামাঙ্গুষ্ঠেন যোজয়েৎ। উন্নতং দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠং বামস্য মধ্যমাঙ্গিকাঃ। অঙ্গুলী র্যোজয়েৎ পৃষ্ঠে দক্ষিণস্য করস্য চ। বামস্য পিতৃতীর্থেন মধ্যমানামিকে তথা। অধোমুখে চ তে কুর্য্যাদ্দক্ষিণস্য করস্য চ। কূর্ম্মপৃষ্ঠসমং কুর্য্যাদ্দক্ষপাণিঞ্চ সর্ব্বতঃ। কূর্ম্মমুদ্রেয়মাখ্যাতা দেবতাধ্যানকর্ম্মণি॥ ৪৬॥ তর্জ্জনীমধ্যমানামাঃ সমং কুর্য্যাদধোমুখং। অনামায়াং ক্ষিপেদ্বৃদ্ধা মৃজ্বীং কৃত্বা কনিষ্ঠিকাং। লেলিহা নামমুদ্রেয়ং জীবন্যাসে প্রকীর্ত্তিতা॥ ৪৭॥ মধ্যমাতর্জ্জনীভ্যাঞ্চ কনিষ্ঠানামিকে সমে। অঙ্কুশাকাররূপাভ্যাং মধ্যমে পরমেশ্বরি। অঙ্গুষ্ঠন্তু নিযুঞ্জীত কনিষ্ঠানামিকোপরি। ইয়মাকর্ষণীমুদ্রা ত্রৈলোক্যাকর্ষণী পরা॥৪৮॥ সব্যং দক্ষিণদেশে তু সব্যদেশে তু দক্ষিণং। বাহুং কৃত্বা মহাদেবি। হস্তৌ সংপরিবর্ত্ত্য চ। কনিষ্ঠানামিকে দেবি যুক্ত্বা তেন ক্রমেণ তু। তর্জ্জনীভ্যাং সমাক্রান্তে সর্ব্বোর্দ্ধমপি মধ্যমে। অঙ্গুষ্ঠৌ তু মহেশানি সরলাবপি কারয়েৎ। ইয়ং সা খেচরী নাম্নী পার্থিবস্থানযোজিতা॥ ৪৯॥ মধ্যমে কুটিলে কৃত্বা তর্জ্জন্যুপরিসংস্থিতে। অনামিকে মধ্যগতে তথৈব হি কনিষ্ঠকে। সর্ব্বা একত্র সংযোজ্য অঙ্গুষ্ঠপরিপীড়িতাঃ। এষা তু প্রথমা মুদ্রা যোনিমুদ্রেয়মীরিতা॥ ৫০॥ বদ্ধা তু যোনিমুদ্রাং বৈ মধ্যমে কুটিলে কুরু। অঙ্গুষ্ঠে তু তদগ্রে তু মুদ্রেয়ং ভূতিনী মতা॥ ৫১॥

উভয় হস্তে অঞ্জলি যোজনা করিয়া উভয়হস্তের অনামিকাঙ্গুলীর মূলপর্ব্বে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় আবদ্ধ করিলে আবাহনী মুদ্রা হয়॥ ১॥

উক্ত আবাহনীমুদ্রাবদ্ধ উভয় হস্তের অঞ্জলি অধোমুখ করিলেই স্থাপনীমুদ্রা হয়॥ ২॥

উভয়হস্ত মুষ্টবদ্ধ করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয় উন্নত করিলে সন্নিধাপনীমুদ্রা হয়॥ ৩॥

উভয়হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বয় অন্তঃপ্রবিষ্ট করিয়া অধোমুখে মুষ্টি বন্ধন করিলে সম্বোধিনী মুদ্রা হয়॥ ৪॥

সম্বোধিনীমুদ্রাবদ্ধ মুষ্টিদ্বয় উত্তান করিলে তাহাকে সম্মুখীকরণী মুদ্রা কহে॥৫॥

দেবতার অঙ্গে ষড়ঙ্গন্যাসকে সকলীকরণী মুদ্রা কহে॥ ৬॥

বামহস্তে মুষ্টিবন্ধন করত তর্জ্জনীকে, সরলভাবে প্রসারিত করিয়া অধোমুখে ভ্রামিত করিলে অবগুণ্ঠনমুদ্রা হয়॥ ৭॥

উভয়হস্তের অঙ্গুলি সমূহকে পরস্পরের সন্ধিমধ্যগত করিয়া একহস্তের অনামিকার অগ্রভাগ যোগ করিবে, ঐরূপ তর্জ্জনীর অগ্রভাগের সহিত মধ্যমার অগ্রভাগ সংযুক্ত করিবে। ইহাই ধেনুমুদ্রা॥ ৮॥

উভয়হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বয়কে পরস্পর গ্রথিত করিয়া অঙ্গুলি প্রসারিত করিলে, মহামুদ্রা ও পরমীকরণমুদ্রা হয়॥ ৯॥

দক্ষিণহস্তের মুষ্টিদ্বারা বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলী গ্রহণ করিয়া ঐ মুষ্টি চিৎ করিয়া রাখিবে, পরে দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ চিৎ করিয়া বামহস্তের অন্যান্য সমস্ত অঙ্গুলি প্রসারণপূর্ব্বক দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠে মিলিত করিয়া রাখিবে। ইহাকেই শঙ্খমুদ্রা বলে॥ ১০॥

উভয় হস্ত পরস্পর সম্মুখে রাখিয়া অন্যান্য সমস্ত অঙ্গুলি গ্রথিত করিয়া মধ্যমাদ্বয় ও অঙ্গুষ্ঠদ্বয় প্রসারিত করিলে, গদামুদ্রা হয়॥ ১১॥

হস্তদ্বয় পরস্পর সম্মুখীন করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বয় প্রসারিত ও বক্রভাবে উভয় অঙ্গুষ্ঠ যোজনা করিলে চক্রমুদ্রা হয়॥ ১২॥

উভয়হস্ত সম্মুখীন করিয়া অঙ্গুলি সকল সন্নতভাবে মিলিত করত বৃদ্ধাদ্বয় মিলিত করিয়া রাখিলে পদ্মমুদ্রা হইয়া থাকে॥ ১৩॥

বামহস্তের বৃদ্ধা ওষ্ঠে সংযুক্ত করিয়া বামহস্তের কনিষ্ঠা দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাতে সংলগ্ন করিবে, পরে দক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠাকে প্রসারিত করিয়া তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এই অঙ্গুলিত্রয়কে কিঞ্চিৎ সঙ্কোচিত করত পরিচালিত করিবে, ইহাই বেণুমুদ্রা॥ ১৪॥

উভয়হস্তের পৃষ্ঠদেশ বিপর্য্যস্তভাবে সংলগ্ন করিয়া দক্ষিণহস্তের মধ্যমা ও অনামিকা এবং বামহস্তের বৃদ্ধাদ্বারা মধ্যমা ও অনামিকাকে আবদ্ধ করিবে; তৎপর দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী বামহস্তের কনিষ্ঠামূলে এবং বাম হস্তের তর্জ্জনী দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠা মূলে সংস্থাপিত করিলে শ্রীবৎসমুদ্রা হয়॥ ১৫॥

দক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠা দক্ষিণ অনামিকার পৃষ্ঠদেশে সংলগ্ন করিয়া রাখিবে, পরে বামহস্তের কনিষ্ঠাদ্বারা দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী আবদ্ধ করিয়া বামহস্তের অনামিকাঙ্গুলী দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধার মূলে সংলগ্ন করিবে এবং বামহস্তের বৃদ্ধা ও মধ্যমা সরলভাবে সঙ্কোচিত করিয়া অপর চারি অঙ্গুলি পরস্পর অগ্রভাগে সংযুক্ত করিলে তাহাকে কৌস্তভমুদ্রা বলে॥ ১৬॥

উভয়হস্তের বৃদ্ধা ও তর্জ্জনী অঙ্গুলী পৃথক্ পৃথক্ সংযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা কণ্ঠ হইতে পাদপর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া দুইকর মালার ন্যায় করিলেই বনমালামুদ্রা হয়॥ ১৭॥

বামহস্তের বৃদ্ধাকে দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাদ্বারা আবদ্ধ করিয়া ঐ বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠকে দক্ষিণহস্তের অন্যান্য সমস্ত অঙ্গুলিদ্বারা নিপীড়িত এবং দক্ষিণ হস্তের সকল অঙ্গুলিদ্বারা বামহস্তের অঙ্গুলি সকলকে আবদ্ধ করিয়া ক্লীং বীজ উচ্চারণপূর্ব্বক দুইহস্ত হৃদয়ে স্থাপন করিবে। ইহাকে বিল্ব-মুদ্রা বলে॥ ১৮॥

একহস্তের পৃষ্ঠদেশে অন্যহস্ত বিপরীতভাবে সংস্থাপন করিয়া, কনিষ্ঠার সহিত কনিষ্ঠা, তর্জ্জনীর সহিত তর্জ্জনী, বৃদ্ধার সহিত বৃদ্ধা অঙ্গুলী গ্রথিত করিবে এবং মধ্যমা ও অনামিকাদ্বয় পক্ষিপক্ষদ্বয়ের ন্যায় পরিচালিত করিলে, গরুড়মুদ্রা হয়॥ ১৯॥

দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর অগ্রভাগ সংযুক্ত করিয়া, হৃদয় দেশে বিন্যস্ত করিবে এবং বামহস্ত পদ্মবৎ বিস্তৃত করিয়া বামজানুর উপর স্থাপন করিবে, ইহাকেই জ্ঞানমুদ্রা বলে॥ ২০॥

জানুমধ্যে হস্তদ্বয় স্থাপন করিয়া চিবুক ও ওষ্ঠ সমভাবে রাখিবে এবং হস্তদ্বয় ভূমিসংলগ্ন করত কম্পিত করিবে, মুখ বিকৃত ও জিহ্বা বহির্গত করিয়া বারম্বার পরিচালিত করিলে নারসিংহী মুদ্রা হয়॥ ২১॥

দক্ষিণহস্ত ঊর্দ্ধমুখে এবং বামহস্ত অধোমুখে স্থাপন করিয়া উভয়হস্তের অঙ্গুলি সকলের অগ্রভাগ পরস্পর সংযুক্ত করিলে বারাহীমুদ্রা হইয়া থাকে॥ ২২॥

বামহস্তের অগ্রভাগ দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা সংযোজিত করিয়া, সেই হস্তের অঙ্গুলির দ্বারা অনামিকা ও কনিষ্ঠাকে পীড়িত করত বামস্কন্ধ স্পর্শ করিলে ধনুমুদ্রা হইয়া থাকে॥ ২৩॥

দক্ষিণহস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া তর্জ্জনী অঙ্গুলিকে দীর্ঘভাবে প্রসারিত করিলে, বাণমুদ্রা হয়॥ ২৪॥

উভয় হস্তের করতল পরস্পর সংযোজিত করিয়া অঙ্গুলি সকল যতদূর ব্যবধান করিতে পারা যায়, যতদূর ব্যবধান করিয়া মিলিত ও প্রসারিত করিলে পরশুমুদ্রা হয়॥ ২৫॥

উভয়হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলীদ্বয় ঊর্দ্ধে প্রসারিত করিলে ত্রৈলোক্য-মোহিনী মুদ্রা হইয়া থাকে॥ ২৬॥

হস্তদ্বয় পরস্পর সম্মুখীন করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয় প্রসারিত করিয়া তর্জ্জনীদ্বয় মধ্যমার পৃষ্ঠদেশে সংলগ্ন করত অঙ্গুষ্ঠদ্বয় মধ্যমাতে সংযোজিত করিলে কামমুদ্রা হয়॥ ২৭॥

দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাকে উন্নত করিয়া বাম-অঙ্গুষ্ঠদ্বারা বন্ধন করিবে, পরে বামহস্তের অঙ্গুলি সকলকে দক্ষিণহস্তের সমস্ত অঙ্গুলিদ্বারা আবদ্ধ করিলে লিঙ্গমুদ্রা হয়॥ ২৮॥

উভয়হস্তের কনিষ্ঠাদ্বয় পরস্পর বন্ধন করিয়া দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনীদ্বারা বাম-অনামিকা এবং বাম হস্তের তর্জ্জনীদ্বারা দক্ষিণহস্তের অনামিকা বদ্ধ করিবে, পরে অনামিকাদ্বয়ের অগ্রভাগ সংশ্লিষ্ট করত মধ্যমাদ্বয় প্রসারিত করিয়া সেই মধ্যমাদ্বয়ের মূলে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় সংলগ্ন করিলে যোনিমুদ্রা হয়॥ ২৯॥

দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাদ্বারা তর্জ্জনীকে গ্রথিত করিয়া অবশিষ্ট অঙ্গুলিত্রয় প্রসারিত করিলে, অক্ষমালামুদ্রা হইয়া থাকে॥ ৩০॥

দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলি সকল প্রসারিত করিয়া হস্ত অধোমুখ করিলে বরমুদ্রা হয়॥ ৩১॥

বামহস্তের অঙ্গুলি সমস্ত প্রসারিত করিয়া অধোমুখ করিলে অভয়মুদ্রা হইয়া থাকে॥ ৩২॥

অনামিকা এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি মিলিত করিয়া মধ্যমার অগ্রে সম্মিলিত করিয়া অবশিষ্ট সমস্ত অঙ্গুলি প্রসারিত করিলে মৃগমুদ্রা হয়॥ ৩৩॥

দক্ষিণহস্তের সমস্ত অঙ্গুলি ঊর্দ্ধমুখে পরস্পর মিলিত করিয়া প্রসারিত করিলে খট্টাঙ্গমুদ্রা হয়॥ ৩৪॥

বামহস্ত পাত্রবৎ করিয়া বামাঙ্গে বিন্যাস করত উত্তানভাবে রাখিলে কাপালিমুদ্রা হইয়া থাকে॥ ৩৫॥

দক্ষিণহস্ত শিথিলভাবে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া মধ্যমাঙ্গুলি কিঞ্চিৎ উন্নত করত কর্ণপ্রদেশে পরিচালিত করিলে, ডমরুকামুদ্রা হইয়া থাকে॥ ৩৬॥

মধ্যমাঙ্গুলি সরলভাবে প্রসারিত করিয়া কিঞ্চিৎ সঙ্কোচিত করত তর্জ্জনীর মধ্যপর্ব্বে সংযোজিত করিবে, ইহাকেই অঙ্কুশমুদ্রা বলে॥ ৩৭॥

মুষ্টিবদ্ধ হস্তের মধ্যমাঙ্গুলি অধোমুখে দীর্ঘাকারে প্রসারিত করিলে বিঘ্নমুদ্রা হয়॥ ৩৮॥

দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা ঐ হস্তের কনিষ্ঠা ও অনামিকাকে আবদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট তর্জ্জনী ও মধ্যমা সংশ্লিষ্ট করত প্রসারিত করিলে, খড়্গমুদ্রা হইয়া থাকে॥ ৩৯॥

বামহস্ত বক্রীকৃত করিয়া প্রসারিত করত অঙ্গুলি সকল কিঞ্চিৎ আকুঞ্চিত করিলে, চর্ম্মমুদ্রা হইয়া থাকে॥ ৪০॥

দক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠা বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠে এবং বামহস্তের কনিষ্ঠা দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলীতে সংযোজিত করিয়া তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলি সরলভাবে মিলিত করিলে গালিনীমুদ্রা হইয়া থাকে॥ ৪১॥

উভয় হস্ত সম্মুখে রাখিয়া অঙ্গুলি পরস্পর মিলিত করিয়া আপন হৃদয়ে সংলগ্ন করিলে প্রার্থনামুদ্রা হইয়া থাকে॥ ৪২॥

বামহস্ত অধোমুখে এবং দক্ষিণহস্ত ঊর্দ্ধমুখে রাখিয়া উভয় হস্তের অঙ্গুলি সকল পরস্পর গ্রথিত করত হস্ত পরিবর্ত্তিত করিবে। ইহাকেই সংহারমুদ্রা বলে॥ ৪৩॥

দক্ষিণহস্ত অধোমুখে রাখিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে বামহস্ততল সংস্থাপন পূর্ব্বক উভয় অঙ্গুষ্ঠ পরিচালিত করিলে মৎস্যমুদ্রা হয়॥ ৪৪॥

উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলীদ্বয়কে পরস্পর গ্রথিত করিয়া অঙ্গুলী প্রসারিত করিলে মহামুদ্রা হয়। এই মুদ্রা দ্রব্যশুদ্ধি কার্য্যে ও দেবতা আবাহনে প্রয়োগ করিবে॥ ৪৫॥

বামহস্তের তর্জ্জনীতে দক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠা এবং দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনীতে বামহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলী সংযুক্ত করিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ উন্নত ভাবে রাখিবে, এবং বামহস্তের অনামিকা ও মধ্যমা দক্ষিণহস্তের পৃষ্ঠদেশে সংযুক্ত করিবে; পরে বামহস্তের তর্জ্জনী ও বৃদ্ধার মধ্যভাগে দক্ষিণহস্তের পৃষ্ঠদেশ কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় উন্নত করিবে। ইহাকেই কূর্ম্মমুদ্রা বলে॥ ৪৬॥

তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা সমভাবে অধোমুখ করিয়া অনামিকাতে বৃদ্ধাঙ্গুলি সংযোগ করত কনিষ্ঠাকে সরলভাবে রাখিবে, ইহাই লেলিহান মুদ্রা নামে অভিহিত॥ ৪৭॥

মধ্যমা ও তর্জ্জনীকে অঙ্কুশাকার করিয়া কনিষ্ঠা ও অনামিকাকে সমভাবে রাখিবে, পরে, মধ্যমা, বৃদ্ধা এবং অনামিকার উপরিভাগে কনিষ্ঠা সংযোজিত করিয়া তর্জ্জনীদ্বয় অঙ্কুশাকৃতি করিলে আকর্ষণীমুদ্রা হইয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥

বামহস্ত দক্ষিণে এবং দক্ষিণহস্ত বামদিকে সংস্থাপন করিয়া হস্তদ্বয় পরিবর্ত্তন করত বামহস্তের কনিষ্ঠা ও অনামিকা, দক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠা ও অনামিকাতে সংযুক্ত করিয়া উভয়হস্তের তর্জ্জনীদ্বয় উভয় হস্তের মধ্যমার ঊর্দ্ধভাগে আক্রমণপূর্ব্বক বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয় সরলভাবে স্থাপিত করিলে খেচরীমুদ্রা হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

মধ্যমাদ্বয় বক্রীকৃত করিয়া তর্জ্জনীর উপরিভাগে স্থাপন করিবে, এবং কনিষ্ঠাদ্বয়কে অনামিকার মধ্যগত করত অঙ্গুলি সকল একত্র সংযুক্ত করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বারা সকল অঙ্গুলিকে পীড়িত করিবে। ইহা যোনিমুদ্রা নামে কথিত ॥ ৫০ ॥

যোনিমুদ্রা বন্ধন করত মধ্যমাঙ্গুলীদ্বয় কুটিল করিয়া ঐ মধ্যদ্বয়ের উপরি ভাগে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় সন্নিবেশিত করিলে ভূতিনীমুদ্রা হইয়া থাকে ॥ ৫১ ॥ মৎ-প্রকাশিত তন্ত্রসার দেখ।

বরণ বিধি।

কার্য্য নির্ব্বাহার্থ ব্রাহ্মণদিগকে বরণ করিতে হয়। বরণ করিবার পূর্ব্বে পুণ্যাহ, স্বস্তি ও ঋদ্ধি বাচন করিয়া বরণ করিবে। বেদবিশেষে ইহার পৌর্ব্বাপর্য্য বৈপরীত্য আছে, তাহা তত্তৎ স্থলে দ্রষ্টব্য। প্রথমতঃ কর্ত্তা আচমনাদি করিয়া ব্রাহ্মণকে গন্ধাদিদ্বারা অভ্যর্চ্চনা করিয়া স্বস্তিবাচন করিবেন। যথা,—

"কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ অমুককর্ম্মণি পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু।"

ব্রাহ্মণ বলিবেন,—"ওঁ পুণ্যাহং পুণ্যাহং পুণ্যাহং।"

কর্ত্তা বলিবেন,—"কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ অমুককর্ম্মণি স্বস্তি ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু স্বস্তি ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু স্বস্তি ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু"।

ব্রাহ্মণ বলিবেন,—"ওঁ স্বস্তি" ইহা পূর্ব্ববৎ তিনবার বলিয়া কর্ত্তার বেদোক্ত স্বস্তিবাচন মন্ত্র (২ পৃঃ দেখ) কর্ত্তা স্বয়ং ও ব্রাহ্মণ পাঠ করিবেন।

পরে কর্ত্তা বলিবেন,—"কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ অমুককর্ম্মণি ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু"। ইহা তিনবার বলিলে, ব্রাহ্মণ—"ওঁ ঋধ্যতাম্" ইহা তিনবার বলিবেন।

পরে কর্ত্তা ব্রাহ্মণকে কার্য্যনির্ব্বাহার্থ বরণ করিবেন। যথা,—

কর্ত্তা হাতযোড় করিয়া "ওঁ সাধু ভবানাস্তাং" বলিলে, ব্রাহ্মণ বলিবেন— "ওঁ সাধ্বহমাসে।" পরে কর্ত্তা—"ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তং।" বলিলে, ব্রাহ্মণ।— ওঁ অর্চ্চয়।" বলিবেন।

অনন্তর কর্ত্তা গন্ধ, পুষ্প, মাল্য, বস্ত্র ও অঙ্গুরীয়কাদি ব্রাহ্মণহস্তে প্রদান করিয়া দূর্ব্বা, পুষ্প ও আতপতণ্ডুল হস্তে লইয়া ব্রাহ্মণের দক্ষিণ জানু ধারণ করত "ওঁ অদেত্যাদি মৎসঙ্কল্পিতঅমুককর্ম্মণি অমুককর্ম্মকরণায় অমুকগোত্রং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণং গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্চ্য ভবন্তমহং বৃণে।" এই বাক্য বলিয়া ব্রাহ্মণকে বরণ করিবেন।

পরে ব্রাহ্মণ —"ওঁ বৃতোঽস্মি।" বলিলে, কর্ত্তা,—"ওঁ যথাবিহিতং অমুককর্ম্ম কুরু।" বলিলে, ব্রাহ্মণ,—"ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি।" ইহা বলিবেন।

সমস্ত বরণই এই রূপে করিতে হয়। কেবল "অমুককর্ম্মকরণায়" স্থলে যে কর্ম্ম করিতে হইবে, তাহার উল্লেখ করিতে হয়।

দেবতা ভেদে মুদ্রার বিধি।

বিষ্ণুপূজাতে শঙ্খ চক্র প্রভৃতি একোনবিংশতি প্রকার মুদ্রার ব্যবস্থা আছে, শিব বিষয়ে লিঙ্গ, যোনি প্রভৃতি দশমুদ্রার বিধান, সূর্য্যপূজাতে পদ্ম, গণেশ পূজাতে দন্ত, পাশ প্রভৃতি সপ্তমুদ্রা, দুর্গাপূজাতে পাশ অঙ্কুশ প্রভৃতি নবমুদ্রা, লক্ষ্মী ও সরস্বতীপূজাতে অক্ষমালা, বীণা, ব্যাখ্যা, ও পুস্তক, বহ্নির পূজায় সপ্তজিহ্বামুদ্রা, শক্তি দেবতার অর্চ্চনে মহাযোনি, শ্যামাদির পূজাতে মুণ্ড মৎস্য প্রভৃতি এবং তারার অর্চ্চনাতে যোনি, ভূতিনী প্রভৃতি মুদ্রা ব্যবহার করিবেন। *

হোমের কাষ্ঠ।

আম্র, ক্ষীরিকাবৃক্ষ, বকুল, চম্পক ও নাগকেশর প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষের কাঠে হোম করিবে। ব্রাহ্মণগণ বিল্ববৃক্ষের কাঠেই হোম করিবেন। কোন কোন তান্ত্রিক ক্রিয়ায় কুলকাষ্ঠ দ্বারাও হোমের বিধান আছে।

বেদী, স্থণ্ডিল ও কুণ্ডপ্রকরণ।

উচ্চতায় একহস্ত পরিমিত সমচতুষ্কোণ, দীর্ঘ প্রস্থে চারিহস্ত, পূর্ব্ব ও

* মৎপ্রকাশিত তন্ত্রসার গ্রন্থে মুদ্রা দ্রষ্টব্য

উত্তরভাগ কিঞ্চিৎ নিম্ন এবং উর্দ্ধ্বদেশ চন্দ্রাতপাদি দ্বারা আচ্ছাদিত, গোময়াদিতে অনুলিপ্ত, পরিষ্কৃত ও পবিত্র স্থানকে বেদী বলে।

কেশ-তুষাঙ্গারাদিরহিত সমচতুর্হস্তপরিমিত বা ভুজপরিমিত বালুকা-ব্যাপ্ত স্থানকে স্থণ্ডিল বলে।

ভূমিতে মেখলাযোনি-আদিবিশিষ্ট মনোহর গর্ত্তের নাম কুণ্ড। তন্ত্রে আট প্রকার কুণ্ড কথিত হইয়াছে। যথা—চতুরস্রকুণ্ড, যোনিকুণ্ড, অর্দ্ধচন্দ্র, ত্র্যস্র, বর্ত্তুল, ষড়স্র, পদ্ম, ও অষ্টাস্রকুণ্ড। চতুরস্র কুণ্ডেই প্রায় সকল কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে,—দেবপূজার হোমাদিতে এই কুণ্ডই বিহিত।

হোমের অগ্নি।

পাষাণভবমগ্নিঞ্চ যদি বারণিসম্ভবং। শ্রোত্রিয়াণাং গেহজঞ্চ বনস্থং বাথবা হরেৎ॥ নিরগ্নিব্রাহ্মণাল্লব্ধো হুর্দ্ধলাভকরো ভবেৎ। ক্ষেত্রবন্ধোশ্চতুর্থাংশং ফলং দদ্যাদ্ধুতাশনঃ॥ বৈশ্যাচ্ছূদ্রাচ্চ বিফলং জায়তে হোমকর্ম্মণি। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বহ্নিমুক্তং সমাহরেৎ॥ ইতি গৌতমীয়ে।

গৌতমীয় তন্ত্রে কথিত হইয়াছে,—পাষাণসম্ভূত, অরণিজাত, অরণ্যস্থিত, অথবা ব্রাহ্মণগেহস্থিত অগ্নি আনয়ন করিয়া তাহাতে হোম করিতে হইবে। হোমকার্য্যে সাগ্নিকব্রাহ্মণের নিকট হইতে অগ্নি গ্রহণ করিবে। নিরগ্নি-ব্রাহ্মণের নিকট হইতে অগ্নি আহরণ করিলে হোমের অর্দ্ধ ফল হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয় হইতে অগ্নি আনয়ন করিয়া তাহাতে হোম করিলে চতুর্থাংশ ফল হয় এবং বৈশ্য কিম্বা শূদ্রের নিকট হইতে অগ্নি লইয়া হোম করিলে, সেই হোম নিষ্ফল হইয়া থাকে। অতএব যত্নপূর্ব্বক শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট বহ্নি আহরণপূর্ব্বক হোম করিবে।

পতিতাগ্নি, শবসম্বন্ধীয় অগ্নি এবং দীপ হইতে গৃহীত অগ্নি কদাচ আহরণ করিবে না। কাংস্যপাত্র অথবা নূতন মৃন্ময়পাত্রে পবিত্র অগ্নি গ্রহণ করিয়া হোম করিবে।

অগ্নির নাম।

কার্য্য বিশেষে অগ্নির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নামকরণ করিয়া অগ্নির পূজা ও হোম করিতে হয়। তাহা গৃহ্য পরিশিষ্টে কথিত হইয়াছে। যথা,—

লৌকিকে পাবকো হ্যগ্নিঃ প্রথমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। অগ্নেস্তু মারুতো নাম গর্ভাধানে বিধীয়তে॥ পুংসবনে চন্দ্রনামা শুঙ্গাকর্ম্মণি শোভনঃ॥ সীমন্তে মঙ্গলো নাম প্রগল্‌ভো জাতকর্ম্মণি॥ নাম্নি স্যাৎ, পার্থিবো হ্যগ্নিঃ প্রাশনে চ

শুচিস্তথা। সত্যনামাথ চূড়ায়াং ব্রতাদেশে সমুদ্ভবঃ॥ গোদানে সূর্য্যনামা চ কেশান্তে হ্যগ্নিরুচ্যতে। বৈশ্বানরো বিসর্গে তু বিবাহে যোজকঃ স্মৃতঃ। চতুর্থ্যান্তু শিখী নাম ধৃতাবগ্নিস্তথাপরে। প্রায়শ্চিত্তে বিধুশ্চৈব পাকযজ্ঞে তু সাহসঃ॥ লক্ষহোমে চ বহ্নিঃ স্যাৎ কোটিহোমে হুতাশনঃ। পূর্ণাহুত্যাং মৃড়নামা শান্তিকে বরদঃ সদা॥ পৌষ্টিকে বলদশ্চৈব ক্রোধোহগ্নিশ্চাভিচারকে। বশ্যার্থে শমনো নাম বরদানেঽভিদূষকঃ॥ কোষ্ঠে তু জঠরো নাম ক্রব্যাদো মৃতভক্ষণে। আহ্বয় চৈব হোতব্যং যত্র যো বিহিতানলঃ॥ ইতি গৃহ্যপরিশিষ্ট।

লৌকিককার্য্যে বহ্নির নাম পাবক, গর্ভাধানে মারুত, পুংসবনে চন্দ্র, শুঙ্গাকর্ম্মে শোভন, সীমন্তোন্নয়নে মঙ্গল, জাতকর্ম্মে প্রগল্‌ভ, নামকরণে পার্থিব, অন্নপ্রাশনে শুচি, চূড়াকরণে সত্য, ব্রতাদেশে সমুদ্ভব, গোদানে সূর্য্য, কেশান্তে অগ্নি, বৃষোৎসর্গে বৈশ্বানর, বিবাহে যোজক, চতুর্থীহোমে শিখী, ধৃতিহোমে অগ্নি, প্রায়শ্চিত্তহোমে বিধু, পাকযজ্ঞে (চরুপাকে) সাহস, লক্ষহোমে বহ্নি, কোটিহোমে হুতাশন, পূর্ণাহুতিতে মৃড়, শান্তিকর্ম্মে বরদ, পৌষ্টিককার্য্যে বলদ, অভিচারার্থে ক্রোধ, বশ্যকর্ম্মে শমন, বরদানে অভিদূষক, কোষ্ঠে জঠর এবং মৃতভক্ষণে (শ্মশানে) ক্রব্যাদ নাম করণ করিতে হয়। যেখানে যে নাম বিহিত হইয়াছে, সে স্থানে অগ্নির সেই নামোল্লেখে আবাহন করিয়া পূজা ও হোম করিবে। ভবদেবভট্ট-বিরচিত পদ্ধতিতে সমাবর্ত্তন ক্রিয়ায় "ক্ষেজ" নামক অগ্নির উল্লেখ করা হইয়াছে।

অগ্নির অঙ্গনির্ণয়।

যত্র কাষ্ঠং তত্র শ্রোত্রং যতো ধূমোঽত্র নাসিকা। যত্রাল্পজ্বলনং নেত্রং যতোঽঙ্গারস্ততঃ শিরঃ॥ যত্র প্রজ্বলিতা জ্বালা সা জিহ্বা জাতবেদসঃ॥

অগ্নির যেখানে কাঠ দিতে হয় সেই স্থানকে কর্ণ, যেখান হইতে ধূম নির্গত হয় সেই স্থানকে নাসিকা; যেখানে অল্প অল্প জ্বলিতে থাকে, সেইখানকে নেত্র; যেখানে অঙ্গার সেইস্থান শির এবং যেখানে প্রজ্বলিত অগ্নির শিখা, সেই স্থান জিহ্বা বলিয়া জানিবে।

কর্ণহোমে ভবেদ্ব্যাধির্নেত্রেঽন্ধত্বং সমীরিতং। নাসিকায়াং মনঃপীড়া মস্তকে ধনসংক্ষয়ঃ। জিহ্বায়াঞ্চ কৃতে হোমে সর্ব্বসিদ্ধির্ভবেদ্ ধ্রুবম্॥

* মৎ প্রকাশিত 'তন্ত্রসার' নামক গ্রন্থে কুণ্ডের প্রতিকৃতিসহ প্রমাণাদি বিশেষরূপে বিধিবদ্ধ আছে।

অগ্নির কর্ণস্থানে হোম করিলে, হোম কর্ত্তার ব্যাধি, নেত্র-হোমে অন্ধত্ব-প্রাপ্তি, নাসিকাহোমে মনঃপীড়া, মস্তকে ধনক্ষয় ও জিহ্বায় হোম করিলে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে।

বহ্নির জিহ্বার নাম।

হিরণ্যা কনকা রক্তা সুকৃষ্ণা সুপ্রভা মতা।
বহুরূপাতিরক্তা চ সাত্ত্বিকে যাগকর্ম্মণি
পদ্মরাগা সুবর্ণান্যা তৃতীয়া ভদ্রলোহিতা।
লোহিতানন্তরং শ্বেতা ধূমিনী চ করালিকা।
রাজস্যো রসনা বহ্নের্ব্বিহিতা কাম্যকর্ম্মসু॥

সাত্ত্বিক যাগকার্য্যে হিরণ্যা, কনকা, রক্তা, সুকৃষ্ণা, সুপ্রভা, বহুরূপা ও অতিরক্তা বহ্নির এই সপ্তপ্রকার জিহ্বা এবং পদ্মরাগা, সুবর্ণা, ভদ্রা, লোহিতা, শ্বেতা, ধূমিনী ও করালিকা এই সপ্তপ্রকার জিহ্বা কাম্যকর্ম্মে বিহিত জানিবে। এতদ্ভিন্ন ষট্‌কর্ম্মপ্রকরণে বহ্নির আরো জিহ্বার নাম আছে। তাহা এস্থলে বলা নিষ্প্রয়োজন।

তান্ত্রিক হোমের স্থণ্ডিল।

হস্তমাত্রং স্থণ্ডিলং বা সংক্ষিপ্তে হোমকর্ম্মণি। অঙ্গুলোৎসেধসংযুক্তং চতুরস্রং সমন্ততঃ॥ বালুকাং পাতয়েত্তত্র স্থণ্ডিলস্থানমুত্তমম্। ত্রিকোণমণ্ডলং কৃত্বা মধ্যে বিন্দুসমাহিতং। ততো হি ত্রিকোণঞ্চৈব ষট্‌কোণং পরিকীর্ত্তয়েৎ। তদ্বহির্ব্বৃত্তমাকুর্য্যাদষ্টদলসমন্বিতং। চতুর্দ্বারং লিখিত্বা চ বজ্রভূপুরসংযুতং। স্থণ্ডিলস্য বহির্ভাগে পূর্ব্বাগ্রমুত্তরাগ্রকং। তিস্রস্তিস্রো রেখাঃ কুর্য্যাদ্ হোমকার্য্যে যথাবিধি॥

হস্তপ্রমাণ স্থণ্ডিল সংক্ষেপ হোমকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। তাহার প্রমাণ এই রূপ।—দীর্ঘ ও প্রস্থে এক হস্ত পরিমিত স্থানে চতুরস্র অঙ্কিত করিয়া তন্মধ্যে বালুকা বিক্ষিপ্ত করিয়া, উহার মধ্যস্থানে বিন্দুসমন্বিত একটী ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিবে। পরে ঐ ত্রিকোণমণ্ডলের উপরে আর একটী ত্রিকোণ মণ্ডল আঁকিয়া ষট্‌কোণাকার মণ্ডল করিবে। তৎপরে উহার বাহিরে একটী গোলাকার বৃত্ত করিয়া তাহার বহির্গাত্রে অষ্টদলপদ্ম সমন্বিত একটী বৃত্ত অঙ্কিত করিবে; তৎপরে তাহার বাহিরে দুই দুইটী রেখা অঙ্কিত করত প্রান্তস্থানের চারিদিকে দ্বার চতুষ্টয় আঁকিয়া বজ্রভূপুর অঙ্কন করিবে এবং

স্থণ্ডিলের বহির্ভাগে উত্তরাগ্র ও পূর্ব্বাগ্র করিয়া তিনটী রেখা অঙ্কিত করিবে। হোম কার্য্যে ইহাই বিধি।

তান্ত্রিক সংক্ষেপ হোম পদ্ধতি। *

কুণ্ড অথবা স্থণ্ডিল নির্ম্মাণ করিয়া বীক্ষণাদি সংস্কার করিবে। পরে মূল মন্ত্রে অবলোকন, "ফট্" এই মন্ত্রে তাড়ন এবং মূলমন্ত্রে প্রোক্ষণ করিয়া "হুং" এই মন্ত্রে পুনরায় অভ্যুক্ষণ করিবে।

তৎপরে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া "ওঁ কুণ্ডায় নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করত পূর্ব্বে যে তিনটী রেখা দেওয়া হইয়াছিল, তাহার পূর্ব্বাগ্র রেখাত্রয়ে দক্ষিণাদি ক্রমে পূজা করিবে,—"ওঁ মুকুন্দায় নমঃ, ওঁ ঈশানায় নমঃ, ওঁ পুরন্দরায় নমঃ"। তৎপর উত্তরাগ্র-রেখাত্রয়ে,—"ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, ওঁ বৈবস্বতায় নমঃ, ওঁ ইন্দবে নমঃ," এই ক্রমে পূজা করিতে হইবে। সুন্দরীবিষয়ক হোমে ষট্তারী মন্ত্রে পূজা করিবে। ষট্তারী মন্ত্র যথা,—"ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ব্রহ্মণে নমঃ"।

তৎপরে কুণ্ডমধ্যে ও তদ্বাহে বৃত্ত প্রভৃতি যাহা অঙ্কিত করা হইয়াছিল, তাহার উপরে মূলমন্ত্রে পাঁচবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে। সুন্দরীপক্ষে বালাবীজে (ঐং ক্লীং সৌঃ) পুষ্পাঞ্জলি দিতে হইবে।

অতঃপর "ওঁ" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হোমের সমুদয় দ্রব্য প্রোক্ষণ করিয়া বহ্নির যোগপীঠ অর্চ্চনা করিবে। প্রথমত কর্ণিকার উপর "ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে আধারশক্ত্যাদিপীঠদেবতাভ্যো নমঃ।" চতুষ্কোণে 'ধর্ম্মায়, জ্ঞানায়, বৈরাগ্যায় ঐশ্বর্য্যায়,' পূর্ব্বদিকে—"অধর্ম্মায়, অজ্ঞানায়, অবৈরাগ্যায়, অনৈশ্বর্য্যায়।" মধ্যে—"অনন্তায়, পদ্মায়, অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশ কলাত্মনে, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে, মং বহ্নিমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে।" কেশরে—পীতায়ৈ, শ্বেতায়ৈ, অরুণায়ৈ, কৃষ্ণায়ৈ, ধূম্রায়ৈ, তীব্রায়ৈ, স্ফুলিঙ্গিন্যৈ, রুচিরায়ৈ, জ্বলিন্যৈ," মধ্যে—"বং বহ্ন্যাসনায়"। প্রত্যেক চতুর্থী বিভক্তি যুক্ত পদের আদিতে 'ওঁ' এবং অন্তে "নমঃ" শব্দ যোগ করিয়া কার্য্য করিবে।

অতঃপর "ওঁ বাগীশ্বরীমৃতুস্নাতাং নীলেন্দীবরলোচনাং। বাগীশ্বরেণ সংযুক্তাং ক্রীড়াভাবসমন্বিতাম্।"

* ঘৃতহোমে দুই তোলা পরিমিত ঘৃত লইয়া এক একবার আহুতি দিতে হয় এবং লাজহোমে একমুষ্টি গ্রহণ করিতে হয়।

এই ধ্যান পাঠ করিয়া "ওঁ হ্রীং বাগীশ্বরায় নমঃ" এই মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। বিধিবিহিত অগ্নি সংগ্রহ করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক বৌষড়ন্ত মূলমন্ত্রে অগ্নিকে অভিমন্ত্রিত ও অবলোকন করিবে। সুন্দরী পক্ষে "ওঁ কামেশ্বরায় নমঃ। ওঁ কামেশ্বর্য্যৈ নমঃ" বলিয়া পূজা করিবে।

অনন্তর হুং ফড়ন্ত মূলমন্ত্রে ক্রব্যাদংশ (প্রজ্বলিত অগ্নির কিয়দংশ) পরিত্যাগ করিবে। অতঃপর "ওঁ বহ্ণের্যোগপীঠায় নমঃ।" চতুর্দ্দিকে—"ওঁ বামায়ৈ নমঃ, এবং জ্যেষ্ঠায়ৈ, রৌদ্র্যৈ, অম্বিকায়ৈ" ও মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, অমুকদেবতাকুণ্ডায় নমঃ" বলিয়া পূজা করিয়া ঋতুমতী বাগীশ্বরীর ধ্যানপূর্ব্বক বহ্নি আনয়ন করিয়া "ফট্" এই মন্ত্রে বহ্নি সংরক্ষণ, "হুং" এই মন্ত্রে অবগুণ্ঠন, "বং" মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া দুই হস্ত দ্বারা বহ্নি ধারণ করত কুণ্ডোপরি তিনবার পরিভ্রমণপূর্ব্বক জানুদ্বারা ভূমিস্পর্শ করিয়া "হোং" বীজ চিন্তা করিতে করিতে কুণ্ডের মধ্যস্থলে স্থাপন করিবে।

তদনন্তর "হ্রীঁ বহ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিয়া "রং বহ্নিচৈতন্যায় নমঃ" এই মন্ত্রে বহ্নির চৈতন্য সংযোজন করিয়া,—"ওঁ চিৎপিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ সর্ব্বং জ্ঞাপয় স্বাহা"। এই বলিয়া অগ্নি প্রজ্বালন করিবে।

পরে "ওঁ অগ্নিং প্রজ্বলিতং বন্দে জাতবেদং হুতাশনং। সুবর্ণবর্ণমমলং সমিদ্ধং বিশ্বতোমুখং।" এই মন্ত্রে বহ্নির উপস্থান করিয়া অগ্নির উত্তরভাগে "অগ্নে ত্বং অমুকনামাসি" বলিয়া অগ্নির নামকরণ করত "ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় স্বাহা।" এই মন্ত্রে অর্ঘ্যাদি উপচার দ্বারা পূজা করিয়া, "ওঁ অগ্নের্হিরণ্যাদিসপ্তজিহ্বাভ্যো নমঃ। "ওঁ সহস্রার্চ্চিষে হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ অগ্নয়ে জাতবেদসে ইত্যাদ্যষ্টমূর্ত্তিভ্যো নমঃ, ওঁ ব্রহ্মাদ্যষ্টশক্তিভ্যো নমঃ, পদ্মাদ্যষ্টনিধিভ্যো নমঃ, ওঁ ইন্দ্রাদিলোকপালেভ্যো নমঃ, ওঁ বজ্রাদ্যস্ত্রেভ্যো নমঃ।" বলিয়া গন্ধ পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে।

*

অতঃপর প্রাদেশ-প্রমাণ কুশপত্রত্রয় ঘৃতমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার ধ্যানপূর্ব্বক ক্রমতঃ আদ্যপাত্রের বাম-দক্ষিণভাগ হইতে ঘৃত গ্রহণ করিয়া হোম করিবে। প্রথমতঃ স্রুব দ্বারা আজ্যস্থালীর দক্ষিণভাগ হইতে ঘৃত লইয়া "ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা" এই মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণনেত্রে হোম করিবে। পরে বামভাগ হইতে আজ্য গ্রহণ করিয়া,—"ওঁ সোমায় স্বাহা।" বলিয়া বামনেত্রে হোম করিবে। মধ্যভাগ হইতে ঘৃত লইয়া "ওঁ অগ্নিসোমাভ্যাং স্বাহা"

বলিয়া বহ্নির ললাটস্থ নেত্রে হোম করিবে। পুনরায় দক্ষিণভাগ হইতে "ওঁ নমঃ" এই মন্ত্রে ঘৃত লইয়া "ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা" এই মন্ত্রে অগ্নির মুখে হোম করিতে হইবে। অনন্তর মহাব্যাহৃতিহোম করিবে। যথা—"ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা"।

অনন্তর "ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় স্বাহা।" এইমন্ত্রে তিনবার হোম করিয়া অগ্নিতে পীঠদেবতার সহিত মূলদেবতার পূজা করিয়া সেই দেবতার মুখে ঘৃতদ্বারা মূলমন্ত্রে পঞ্চবিংশতিবার আহুতি দিবে। অনন্তর বহ্নি ও দেবতার ঐক্য ভাবনা করিয়া মূলমন্ত্রে একাদশ বার হোম করিবে। তৎপরে "ওঁ মূলমন্ত্রস্যাঙ্গদেবতাভ্যঃ স্বাহা"—এই মন্ত্রে হোম করিবে। সমর্থ হইলে অঙ্গ দেবতার প্রত্যেকে এক এক আহুতি প্রদান করা বিধেয়। অনন্তর সংকল্প করিয়া যথোক্ত দ্রব্যদ্বারা হোম করিবে।

অনন্তর মূলমন্ত্রে পূর্ণাহুতি দিয়া ব্রহ্ম দক্ষিণার্থ পূর্ণপাত্র উৎসর্গ এবং অগ্নির বিসর্জ্জন ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে।

পঞ্চগব্য।

গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধি সর্পিঃ কুশোদকম্।
পঞ্চগব্য মিদং প্রোক্তং বিধেয়ং সর্ব্বকর্ম্মসু॥

গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত ও কুশোদক; এই কয় দ্রব্য পঞ্চ গব্য নামে কথিত।

সামবেদীয় পঞ্চগব্য শোধন মন্ত্র।

গোমূত্র।—তত্তৎ দেবতার গায়ত্রী পাঠ করিয়া অসমর্থ পক্ষে বৈদিক গায়ত্রী পাঠ করিয়া শোধন করিবে।

গোময়।—ওঁ গাবশ্চিদঘা সমন্যব ইত্যাদি। দুগ্ধ।—ওঁ গব্যো স্বনোহথাপুরা অশ্বয়োথ রথয়া বরিবস্যা মহোনাম্। দধি।—ওঁ দধি ক্রাব্নোহকার্ষং ইত্যাদি। ঘৃত।—ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানাং ইত্যাদি। কুশোদক।—ওঁ দ্যৌরাপঃ কণিক্রদাৎ সিন্ধোরারো মরুতো মাদন্তাং ধর্ম্মজ্যোতিঃ।

উল্লিখিত এক একটী মন্ত্র দ্বারা এক একটী দ্রব্য অভিমন্ত্রিত করিয়া সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া বৈদিক গায়ত্রীপাঠ করিয়া অভিমন্ত্রিত করিবে।

যজুর্ব্বেদীয় পঞ্চগব্য শোধন মন্ত্র।

গোমূত্র।—পূর্ব্ববৎ গায়ত্রীপাঠ পূর্ব্বক শোধন করিবে। গোময়।—ওঁ গন্ধদ্বারাং ইত্যাদি। দুগ্ধ—ওঁ আপ্যায়স্বেতি। দধি—ওঁ দধিক্রাব্ণোহকার্ষমিতি। ঘৃত ওঁ তেজোহসি শুক্রমস্যেতি। কুশোদক—ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যামাদদে।

উল্লিখিত মন্ত্রে প্রত্যেক দ্রব্য অভিমন্ত্রিত করত সমস্ত একীকরণ করিয়া গায়ত্রী পাঠ করিবে।

ঋগ্বেদী-পঞ্চগব্য-শোধনমন্ত্র।

গোমূত্র—গায়ত্রীপাঠপূর্ব্বক শোধন করিবে।

গোময়।—ওঁ গাবশ্চিদ্‌ঘা সমন্যবঃ সজাত্যেন মরুতঃ সবান্ধবঃ রিহতে ককুভো মিথঃ।

দুগ্ধ—আপোহত্থাম্বচারিষং রসেন সমগস্মহি পয়স্বানগ্ন আগহি তন্মা সংসৃজ বর্চ্চসা।

দধি—ওঁ উদ্বুত্‌ধ্বং সমনসঃ সখায় সমগ্নিমিন্ধং বহবঃ সলিলা দধিক্রামগ্নিমুষসঞ্চ দেবীমিন্দ্রাবতঃ স্বস্তি তে পারমসীয়।

ঘৃত—ওঁ অগ্নিরস্মি জন্মনা জাতবেদা ঘৃতং মে চক্ষুরমৃতস্য আসন্। অর্ক স্ত্রিধা তু রজসোবিমানোঽজস্রো ঘর্ম্মো হাবরশ্বানাম্।

কুশোদক—ওঁ যোগে যোগেতরস্তরং বাজে বাজে হবামহে সখায় ইন্দ্রমূতয়ে আয়ুষে প্রজায়ৈ।

প্রত্যেক দ্রব্য শোধন করত সমস্ত একীকৃত করিয়া পাঠ করিবে,—

ওঁ গায়ত্রেণ ত্বাচ্ছন্দসা মন্থামি ত্রৈষ্টুভেন ত্বা চ্ছন্দসা মন্থামি আনুষ্টুভেন ত্বাচ্ছন্দসা মন্থামি জাগতেন ত্বাচ্ছন্দসা মন্থামি ভূর্ভুবঃ স্বস্ত্বয়ীমতে।

পঞ্চামৃত।

দুগ্ধং সশর্করঞ্চৈব ঘৃতং দধি তথা মধু।
পঞ্চামৃতমিদং প্রোক্তং বিধেয়ং সর্ব্বকর্ম্মসু॥

দুগ্ধ, শর্করা, ঘৃত, দধি ও মধু, ইহাই পঞ্চামৃত। সর্ব্ব কর্ম্মেই ইহা প্রশস্ত। পঞ্চগব্যশোধনে বেদভেদে দধি, দুগ্ধ প্রভৃতির শোধনের যে যে মন্ত্র উল্লিখিত হইয়াছে, পঞ্চামৃত শোধনেও তত্তমন্ত্রই জানিবে। কুশোদক-শোধনের মন্ত্রে শর্করা শোধন করিতে হয়।

মধুশোধনের মন্ত্র।—ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তু সিন্ধবঃ মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ। মধু নক্ত মুতোষসোঃ মধুমৎ পার্থিবং রজঃ মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা। ওঁ মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাংস্তু সূর্য্যো মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।

পঞ্চশস্য।

ধান্যং মাষাস্তিলা মুদ্গাঃ যবাঃ পঞ্চশস্যকাঃ।

ধান্য, মাষকলাই, তিল, মুগ ও যব, ইহাই পঞ্চশস্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

পঞ্চরত্ন।

মণিমুক্তাপ্রবালঞ্চ রজতং কাঞ্চনন্তথা।
পঞ্চরত্নমিদং প্রোক্তং ঋষিভিঃ পূর্ব্বদর্শিভিঃ॥

ঋষিগণ মণি, মুক্তা, প্রবাল, রৌপ্য ও স্বর্ণকে পঞ্চরত্ন বলেন।

নবরত্ন।

মুক্তামাণিক্যবৈদূর্য্যান্ গোমেদোবজ্রবিদ্রুমৌ।
পদ্মরাগং মরকতং নীলঞ্চেতি যথাক্রমাৎ॥

মুক্তা, মাণিক্য, নীলকান্তমণি, গোমেদ, হীরক, প্রবাল পদ্মরাগ, মরকত ও নীলমণি, এই নয় দ্রব্যকেই নবরত্ন বলে।

পঞ্চপল্লব।

চূতাশোকবটপ্লক্ষডুম্বুরাঃ পঞ্চ পল্লবাঃ॥

আম্র, অশোক, বট, অশ্বত্থ ও যজ্ঞডুমুর এই পঞ্চ বৃক্ষের পাঁচটী পল্লবকে পঞ্চপল্লব বলে।

তন্ত্রোক্ত পঞ্চপল্লব।

পনসাম্রং তথাশ্বত্থং বটং বকুলমেব চ।
পঞ্চপল্লব মিত্যুক্তং মুনিভিস্তন্ত্রবেদিভিঃ॥

কাঁটাল, আম্র, অশ্বথ, বট ও বকুল, এই পঞ্চবৃক্ষের পঞ্চপল্লব গ্রহণ করিবে। ইহাই তন্ত্রবেত্তা মুনিগণ বলিয়াছেন।

সর্ব্বৌষধি।

মুরা মাংসী বচা কুষ্ঠং শৈলেয়ং রজনীদ্বয়ং।
শঠী চম্পকমুস্তঞ্চ সর্ব্বৌষধিগণঃ স্মৃতঃ॥

মুরামাংসী, বচ, কুড়, শৈলেয়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শঠী, চম্পক ও মুথা একত্র মিলিত এই সকল দ্রব্যকে সর্ব্বৌষধি বলে।

পঞ্চবর্ণগুঁড়িকা।

পীতং হরিদ্রাচূর্ণং স্যাৎ সিতং তণ্ডুলসম্ভবং।
কুসুম্ভচূর্ণমরুণং কৃষ্ণং দগ্ধপুলাকজং। বিল্বাদিপত্রজং শ্যামমিত্যুক্তং বর্ণপঞ্চকম্॥

হরিদ্রাচূর্ণকে পীত, তণ্ডুলচূর্ণকে শ্বেত, কুসুম্ভচূর্ণকে লোহিত, শস্যহীন ধান্য দগ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা কৃষ্ণ, বিল্বাদি পত্র দ্বারা শ্যামবর্ণ গুঁড়া প্রস্তুত করিতে হয়। ইহাকে পঞ্চবর্ণ গুঁড়িকা বলে।

ষোড়শদান দ্রব্য।

ভূম্যাসনং জলং বস্ত্রং প্রদীপোঽন্নমতঃপরং। তাম্বূলচ্ছত্রগন্ধাশ্চ মাল্যং ফলমতঃপরং। শয্যা চ পাদুকা গাবঃ কাঞ্চনং রজতং তথা॥

ভূমি, আসন, জল, বস্ত্র, দীপ, অন্ন, তাম্বূল, ছত্র, গন্ধ, মাল্য, ফল, শয্যা, পাদুকা, ধেনু (অসমর্থ পক্ষে তন্মূল্য ৩ কাহন বা ১ কাহন কড়ি), স্বর্ণ ও রৌপ্য, ইহাই ষোড়শ দানের দ্রব্য।

দ্বাদশ দান দ্রব্য।

ভূম্যাসনং জলং চান্নং বস্ত্রং তাম্বূলকং ফলং। গন্ধশ্ছত্রং পাদুকা চ শয্যা শৃঙ্গী চ দ্বাদশ॥

ভূমি, আসন, জল, অন্ন, বস্ত্র, তাম্বূল, ফল, গন্ধ, ছত্র, পাদুকা, শয্যা ও শৃঙ্গী, (কড়ি ১ কাহন) ইহাই দ্বাদশদান দ্রব্য জানিবে।

যজ্ঞসূত্র।

কার্পাসসম্ভবং সূত্রং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদং।
তচ্চ বিপ্রেন্দ্রকন্যাভি নির্ম্মিতঞ্চ শুভোত্তমম্॥

ব্রাহ্মণ-কন্যার কৃত কার্পাসসূত্র দ্বারা নির্ম্মিত যজ্ঞোপবীত ধারণ করিলে ধর্ম্মার্থকাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফললাভ হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ কার্পাস-সূত্রবিনির্ম্মিত যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবেন। ক্ষত্রিয় শোণ সূত্রনির্ম্মিত এবং বৈশ্য মেষলোমনির্ম্মিত যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবেন। ইহাই বিধি।

ঋক্‌সামযজুষাঞ্চৈব বেদভেদেন লক্ষণং। কণ্ঠে সূত্রং সমাদায় নাভেরূর্দ্ধং স্তনাদধঃ॥ ঋচামেতদ্ধি যজুষাং নাভিমানং তথৈব চ। সাম্নাং মূলাদ্বামবাহোর্দ্দক্ষিণারত্নিমানিতম্॥

বেদভেদে ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞোপবীতের পরিমাণ পৃথক্। ঋগ্বেদীয় ব্রাহ্মণগণ কণ্ঠ হইতে নাভির ঊর্দ্ধ্ব এবং স্তনের অধোভাগ পর্য্যন্ত পরিমাণ উপবীত ধারণ করিবেন। যজুর্ব্বেদীয়গণের উপবীতের পরিমাণ নাভি পর্য্যন্ত এবং সামবেদীয়গণ বামবাহুর মূলস্থান হইতে দক্ষিণহস্তের অরত্নিদেশ পর্য্যন্ত পরিমাণ উপবীত ধারণ করিবেন।

সামবেদী-যজ্ঞোপবীতগ্রন্থিমন্ত্র।

যজ্ঞোপবীত মসি যজ্ঞস্য ত্বোপবীতেনোপনেহ্যামি॥

ঋগ্‌যজুর্ব্বেদীয় গ্রন্থিমন্ত্র।

ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং বৃহস্পতির্যৎ সহজং পুরস্তাৎ।
আয়ুষ্যমগ্রং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ॥

এই মন্ত্রে উপবীত শোধন করিবে।

উপবীত গ্রন্থি দেওয়ার দুই প্রকার নিয়ম আছে।—ব্রহ্ম ও সাবিত্রীগ্রন্থি। ব্রহ্মগ্রন্থি জানা না থাকিলে গায়ত্রী পাঠ করিয়া স্ব স্ব প্রবর সংখ্যায় সাবিত্রী গ্রন্থি দিবে।

যজ্ঞোপবীত ধারণবিধি।

যজ্ঞোপবীতে দ্বে ধার্য্যে দৈবে পৈত্রে চ কর্ম্মণি।
তৃতীয়ঞ্চোত্তরীয়ার্থে বস্ত্রাভাবে চতুষ্টয়ম্॥

দৈব ও পৈত্রকর্ম্মের জন্য দুইটি, উত্তরীয়ার্থে একটী ও উত্তরীয় বস্ত্রাভাব হইলে একটী এই চারিটি যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতে হয়।

উপবীতং যজ্ঞসূত্রং প্রোদ্ধৃতে দক্ষিণে করে।
প্রাচীনাবীতমন্যস্মিন্নিবীতং কণ্ঠলম্বিতম্॥

বামস্কন্ধে স্থিত যজ্ঞোপবীতের নাম উপবীত, দক্ষিণস্কন্ধস্থিত উপবীতের নাম প্রাচীনাবীত এবং কণ্ঠলম্বিত যজ্ঞোপবীতের নাম নিবীত।

সন্ধ্যার সামান্যবিধি। (১)

রাত্রির শেষ একদণ্ড ও দিনের প্রথম একদণ্ড প্রাতঃসন্ধ্যার কাল এবং দিনের শেষ একদণ্ড ও রাত্রির প্রথম একদণ্ড সায়ং সন্ধ্যার কাল। আর দিনের অষ্টম মুহূর্ত্তই (২) মধ্যাহ্নসন্ধ্যার কাল। যদি সন্ধ্যার কাল অতীত হয়, তবে দশবার গায়ত্রী জপ করিয়া পরে সন্ধ্যা করিবে। প্রাতঃসন্ধ্যা পূর্ব্বমুখ, মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যা পূর্ব্ব বা উত্তরমুখ এবং সায়ংসন্ধ্যা বায়ুকোণাভিমুখ অর্থাৎ পশ্চিম ও উত্ত-কোণাভিমুখ হইয়া করিবে। ভ্রম প্রমাদ বশতঃ পূর্ব্বসন্ধ্যার বাধ হইলে পর সন্ধ্যা করিবার পূর্ব্বে পূর্ব্বসন্ধ্যা করিবে। যদি তিনটী সন্ধ্যারই বাধ হইয়া থাকে তবে উপবাসরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তাহাতে অশক্ত হইলে একটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে অথবা ভোজন দ্রব্যের উপযুক্ত মূল্য দিবে। পীড়া বা অত্যন্ত কোন বিপদ্ বশতঃ সন্ধ্যা করিতে অশক্ত হইলে অন্ততঃ ১০ বার গায়ত্রী জপ করিবে। জনন মরণ অশৌচে সন্ধ্যা করিবে না, এবং সংক্রান্তি, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, দ্বাদশী এবং শ্রাদ্ধদিনে সায়ংসন্ধ্যা করিবে না। *

(১) সন্ধ্যার আবশ্যকতা বিষয়ে শাস্ত্র যেরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা লিখিত হইতেছে।—

যথা,—"এতৎ সন্ধ্যাত্রয়ং প্রোক্তং ব্রাহ্মণ্যং যদধিষ্ঠিতং। যস্য নাস্ত্যাদরস্তত্র ন স ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥ সন্ধ্যা তুপাসিতা যেন তেন বিষ্ণুরুপাসিতঃ। দীর্ঘমায়ুঃ স বিন্দেত সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ সন্ধ্যাং নোপাসতে যস্তু ব্রাহ্মণোহি বিশেষতঃ। স জীবন্নেব শূদ্রঃ স্যাৎ মৃতঃ শ্বা চাভিজায়তে॥ সন্ধ্যাহীনোঽশুচির্নিত্যমনর্হঃ সর্ব্বকর্ম্মসু। যদন্যৎ কুরুতে কর্ম্ম ন তস্য ফলভাগ্ভবেৎ"॥ ইত্যাদি শাস্ত্রদ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণের পক্ষে সন্ধ্যানুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য। কখনই সন্ধ্যাহীন হইয়া ব্রাহ্মণ থাকিবেন না।

(২) দিনমানকে ১৫ ভাগ করিয়া এক এক ভাগের নাম এক এক মুহূর্ত্ত। ইহার অষ্টম মুহূর্ত্ত মধ্যাহ্নসন্ধ্যার কাল। দিনমানের ন্যূনাধিক্য অনুসারে এই সময় নিরূপণ করিয়া লইতে হয়।

* সংক্রান্ত্যাং পক্ষয়োরন্তে দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধবাসরে। সায়ংসন্ধ্যাং ন কুর্ব্বীত কৃতে চ পিতৃহা ভবেৎ॥ ইতি স্মৃতিঃ।

সন্ধ্যা করিবার কালে কাহারও সহিত কথা কহিবে না। যদি ঐ সময়ে কথা বলে বা হাঁচি, থুথুফেলা, হাইতোলা, বাতকর্ম্ম এবং নিদ্রাকর্ষণ হয়, তবে বিষ্ণু স্মরণপূর্ব্বক দক্ষিণকর্ণ স্পর্শ করিবে।

সামবেদীয় সন্ধ্যাপদ্ধতি। *

মার্জ্জন।

প্রাতঃস্নানের পর পবিত্রভাবে আসনে উপবেশন করিয়া আচমন (১পৃঃ দেখ) করত নিম্ন লিখিত মন্ত্রে মার্জ্জন করিবে। যথা,—

ওঁ শন্ন আপোধন্বন্যাঃ শমনঃ সন্তু নূপ্যাঃ। শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ শমনঃ সন্তু কূপ্যাঃ॥ ১॥ ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাতোমলাদিব। পূতং পবিত্রেণে-বাজ্যমাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ॥ ২॥ ওঁ অপোহিষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন উর্জ্জে দধাতন মহে রণায় চক্ষসে॥ ৩॥ ওঁ যোবঃ শিবতমোরসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতী-রিব মাতরঃ॥ ৪॥ ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বোযস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপোজনয়থা চ নঃ॥ ৫॥ ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোহধ্যজায়ত। ততোরাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোহর্ণবঃ। সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরোহজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধৎ বিশ্বস্য মিষতোবশী। সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ। দিবঞ্চ পৃথিবীং চান্তরীক্ষমথো স্বঃ॥ ৬॥

এই মন্ত্র কএকটী পড়িয়া কুশের বা তত্ত্বমুদ্রাদ্বারা বিন্দু বিন্দু জল ক্রমশঃ মস্তকে, ভূমিতে, আকাশে, আবার আকাশে, ভূমিতে, মস্তকে, আবার ভূমিতে, মস্তকে ও ভূমিতে সেচন করত প্রাণায়াম-মন্ত্রের ঋষ্যাদি স্মরণ করিবে।

ঋষ্যাদি স্মরণ।

ওঁ কারস্য ব্রহ্ম ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ। সপ্ত-ব্যাহৃতীনাং প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুব্ বৃহতীপংক্তিত্রিষ্টুব্ জগত্যশ্ছন্দাংসি অগ্নিবায়ুসূর্য্যবরুণবৃহস্পতীন্দ্রবিশ্বেদেবা দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ। গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ। গায়ত্রীশিরসঃ প্রজাপতির্ঋষি (১) ব্রহ্মবায়ুগ্নিসূর্য্যাশ্চত্বারোদেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ"॥ এই ঋষ্যাদি বাক্যটী স্মরণ করিয়া প্রাণায়াম করিবে।

* সন্ধ্যার ভাষ্য ও বিস্তৃত অনুবাদ মৎ প্রকাশিত "আর্য্যজীবন" নামক পুস্তকে দেখ।

(১) অনেক পদ্ধতিতে "প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ" এইরূপ লিখিত আছে। তাহা ভ্রান্তিমূলক। গায়ত্রীশিরের ছন্দ নাই। (ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বের প্রাতঃসন্ধ্যা-প্রকরণ দেখ)

প্রাণায়াম।

"নাভৌ রক্তবর্ণং চতুর্ম্মুখং দ্বিভুজং অক্ষসূত্রকমণ্ডলুকরং হংসবাহনস্থং ব্রহ্মাণং ধ্যায়ন্। ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ আপো-জ্যোতিরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বঃ ওঁ॥" (ক) এই মন্ত্র পড়িয়া নাভিদেশে ব্রহ্মার ধ্যান করত পূরক প্রাণায়াম করিবে। পরে,—

"হৃদি নীলোৎপলদলপ্রভং চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্তং গরুড়ারূঢ়ং কেশবং ধ্যায়ন্"। অতঃপর "ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ" এই (ক) চিহ্নিত ব্যাহৃতি পাঠ করিয়া হৃদয়দেশে বিষ্ণুর চিন্তা করিয়া কুম্ভক প্রাণায়াম করিবে। পরে,—

"ললাটে শ্বেতবর্ণং দ্বিভুজং ত্রিশূলডমরুকরং অর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতং ত্রিনেত্রং বৃষভারূঢ়ং শম্ভুং ধ্যায়ন্"। অতঃপর (ক) চিহ্নিত ব্যাহৃতি পাঠ করিয়া ললাট-দেশে শম্ভুর ধ্যান করত রেচক প্রাণায়াম করিবে। (প্রাণায়াম প্রণালী দেখ)।

আচমন।

দক্ষিণহস্তে জল লইয়া প্রাতঃকালে এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক তিনবার পান করত আচমন করিবে। মন্ত্র যথা—

ওঁ সূর্য্যশ্চ মেতি মন্ত্রস্য ব্রহ্ম ঋষিঃ প্রকৃতিশ্ছন্দ আপোদেবতা আচমনে বিনি-য়োগঃ। ওঁ সূর্য্যশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং যদ্রাত্র্যা পাপমকার্ষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না অহস্তদবলুম্পতু যৎকিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি ইদমহমাপোঽমৃতযোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা। (খ)।

মধ্যাহ্নে আচমন মন্ত্র,—"ওঁ আপঃ পুনন্ত্বিতি মন্ত্রস্য বিষ্ণুর্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দ আপোদেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপঃ পুনন্তু পৃথিবীং পৃথ্বী পূতা পুনাতু মাং পুনন্তু ব্রহ্মণস্পতির্ব্রহ্ম পূতা পুনাতু মাং যদুচ্ছিষ্টমভোজ্যঞ্চ যদ্বা দুশ্চরিতং মম সর্ব্বং পুনন্তু মামাপোঽসতাঞ্চ প্রতিগ্রহং স্বাহা"। (গ)।

সায়ংকালের আচমন মন্ত্র,—"ওঁ অগ্নিশ্চ মেতি মন্ত্রস্য রুদ্র ঋষিঃ প্রকৃতিশ্ছন্দ আপোদেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যু-কৃতেভ্যঃ পাপেভ্যোরক্ষন্তাং যদহ্না পাপমকার্ষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যা-মুদরেণ শিশ্না রাত্রিস্তদবলুম্পতু যৎ কিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি ইদমহমাপোঽমৃতযোনৌ সত্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা"। (ক)।

তিন বেলায় এইরূপ আচমন করিয়া জলের উপরে একবার গায়ত্রী জপ করিয়া * মার্জ্জনের ন্যায় পুনর্ম্মার্জ্জন করিবে। পুনর্ম্মার্জ্জন মন্ত্র যথা,—"আপোহিষ্ঠেতিঋকৃত্রয়স্য সিন্ধুদ্বীপঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ আপোদেবতা মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপোহিষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন উর্জ্জে দধাতন মহেরণায় চক্ষসে॥ ওঁ যোবঃ শিবতমোরসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ। ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপোজনয়থা চ নঃ" ॥

অঘমর্ষণ।

অতঃপর দক্ষিণহস্ত গোকর্ণের ন্যায় করিয়া তাহাতে জল গ্রহণ করতঃ,—"ঋতমিত্যস্য অঘমর্ষণ ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দোভাববৃত্তোদেবতা অশ্বমেধাবভৃথে বিনিয়োগঃ। ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত ততোরাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ। সমুদ্রাদর্ণবাদধিসংবৎসরোঽজায়ত অহোরাত্রাণি বিদধৎ বিশ্বস্য মিষতোবশী। সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ দিবঞ্চ পৃথিবীং চান্তরীক্ষ মথো স্বঃ"। (খ)। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ঐ জল নাসাগ্রে আনয়নপূর্ব্বক এইরূপ চিন্তা করিবে যে, "শরীরস্থ কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষ এই হস্তস্থ জলে মিলিত হইতেছে এবং তৎসংসর্গে হস্তস্থ জল কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে" এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই জল বামহস্তভাগে জোরে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ মন্ত্র পাঠ তিনবার করিতে হয়।

সূর্য্যোপস্থান। (১)

উদুত্যমিত্যস্য প্রস্কন্ন ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদু ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ। দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যং॥ ওঁ চিত্রমিত্যস্য কৌৎসঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্ম্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ। আপ্রা দ্যাবা পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ॥

এই মন্ত্র পড়িয়া প্রাতঃকালে দণ্ডায়মান হইয়া গুল্ফ (গোড়ালি) উত্তোলন

* যজুর্ব্বেদীয়েরা গায়ত্রী জপ না করিয়া কেবল "আপোহিষ্ঠা" ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া মার্জ্জন করিবেন।

(১) সূর্য্যোপস্থান বলিতে সূর্য্যোপাসনা। সূর্য্যমণ্ডলে ঐশ্বরিক বিভূতির সমধিক বিকাশ, তাই সূর্য্যমণ্ডলোপহিত চৈতন্যের উপাসনা, জড় পদার্থের নহে। জড় পদার্থের অবলম্বন ব্যতীত চৈতন্যের উপাসনা হইতে পারে না, তাই জড়বস্তুর অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে উপাসনা করিতে হয়।

পূর্ব্বক সূর্য্যাভিমুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া, মধ্যাহ্নে ঐরূপ দণ্ডায়মান ও উর্দ্ধবাহু হইয়া এবং সায়ংকালে উপবেশনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া সূর্য্যোপস্থান করিবে।

অতঃপর নিম্নলিখিত ১১টী মন্ত্রের এক একটী মন্ত্র পাঠ করিয়া এক এক অঞ্জলি জল দিবে।

ওঁ নমোব্রহ্মণে ॥ ১ ॥ ওঁ নমোব্রাহ্মণেভ্যঃ ॥ ২ ॥ ওঁ নম আচার্য্যেভ্যঃ ॥ ৩ ॥ ওঁ নম ঋষিভ্যঃ ॥ ৪ ॥ ওঁ নমোদেবেভ্যঃ ॥ ৫ ॥ ওঁ নমোবেদেভ্যঃ ॥ ৬ ॥ ওঁ নমো বায়বে ॥ ৭ ॥ ওঁ নমোমৃত্যবে ॥৮॥ ওঁ নমো বিষ্ণবে ॥৯॥ ওঁ নমোবৈশ্রবণায় ॥১০॥ ওঁ নম উপজায় ॥ ১১ ॥

অতঃপর সামবেদীয় তর্পণাধিকারী ব্যক্তি এই সময় তর্পণ করিয়া পরে গায়ত্রী জপ করিবেন। তদর্থে প্রথমত গায়ত্রীর আবাহন করিবেন।

গায়ত্রীর আবাহন।

কৃতাঞ্জলি হইয়া, "ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি। গায়ত্রি ছন্দসাং মাতর্ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তু তে" এই বলিয়া গায়ত্রীর আবাহন করিয়া অঙ্গন্যাস করিবে।

অঙ্গন্যাস।

"ওঁ হৃদয়ায় নমঃ" বলিয়া তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামা অঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা হৃদয়দেশ স্পর্শ করিবে। "ভূঃ শিরসে স্বাহা" বলিয়া তর্জ্জনী ও মধ্যমার অগ্রভাগ দ্বারা শির স্পর্শ করিবে। "ভুবঃ শিখায়ৈ বষট্" বলিয়া বৃদ্ধ অঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা শিখা স্পর্শ করিবে। "স্বঃ কবচায় হুং" বলিয়া দক্ষিণহস্তের পঞ্চ অঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা বামবাহু এবং বাম হস্তের পঞ্চ অঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা দক্ষিণবাহু স্পর্শ করিবে। "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্" বলিয়া তর্জ্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি যোগ করিয়া বাম হস্তের পৃষ্ঠ ও তল স্পর্শ করিয়া তালি দিবে। এইরূপ অঙ্গন্যাস তিনবার করিবে। তৎপর তিনবেলায় গায়ত্রীর তিনরূপ ধ্যান করিবে।

প্রাতঃকালে ধ্যান,—"ওঁ কুমারীং ঋগ্বেদযুতাং ব্রহ্মরূপাং বিচিন্তয়েৎ হংসস্থিতাং কুশহস্তাং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাং"।

মধ্যাহ্নে ধ্যান,—"মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপাঞ্চ তার্ক্ষ্যস্থাং পীতবাসসীং। যুবতীঞ্চ যজুর্ব্বেদাং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাং"।

সায়াহ্নে ধ্যান,—"সায়াহ্নে শিবরূপাঞ্চ বৃদ্ধাং বৃষভবাহিনীম। সূর্য্যমণ্ডল-

মধ্যস্থাং সামবেদসমাযুতাম্।" * এইরূপে তিন বেলায় গায়ত্রীর তিন প্রকার ধ্যান করিয়া গায়ত্রীর ঋষ্যাদি একবার স্মরণপূর্ব্বক গায়ত্রী জপ করিবেন।

গায়ত্রীর ঋষ্যাদি,—"গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ"।

গায়ত্রী।

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ॥

এই গায়ত্রী যথাশক্তি ১০ বার, ১০৮ বার অথবা সহস্রবার জপ করিয়া গায়ত্রী বিসর্জ্জন করিতে হইবে।

গায়ত্রী-জপ-বিসর্জ্জন।

ওঁ মহেশবদনোৎপন্না বিষ্ণোর্হৃদয়সম্ভবা।
ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথেচ্ছয়া।

এই মন্ত্র পড়িয়া এক গণ্ডূষ জল প্রদান করিয়া "অনেন জপেন ভগবন্তাবাদিত্যশুক্রৌ প্রীয়েতাম্। ওঁ আদিত্যশুক্রাভ্যাং নমঃ।" এই বলিয়া এক অঞ্জলি জল দিয়া আত্মরক্ষা করিবে।

আত্ম-রক্ষা।

দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণকর্ণের পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা,—"জাতবেদসে ইত্যস্য কাশ্যপ ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা আত্মরক্ষায়াং জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ জাতবেদসে সুনবাম সোমমরাতীয়তোনিদহাতি বেদঃ স নঃ পরিষদতি দুর্গানি বিশ্বা নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ।" অতঃপর রুদ্রোপস্থান করিবে।

রুদ্রোপস্থান।

কৃতাঞ্জলি হইয়া এই মন্ত্রটী পড়িবে। মন্ত্র,—"ঋতমিত্যস্য কালাগ্নিরুদ্র

* গায়ত্রী ত্রিপাদা। ঋক্, যজু ও সাম এই তিনবেদ হইতে তিনপাদ গ্রহণ করা হয়, তাই প্রাতঃকালে ঋক্‌বেদযুতা, মধ্যাহ্নে যজুর্ব্বেদ-যুতা ও সায়ংকালে সামবেদযুতা বলিলেন। প্রমাণ যথা,—"ত্রিভ্য এব তু বেদেভ্যঃ পাদং পাদমদূদুহৎ।" (মনু)

ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দোরুদ্রোদেবতা রুদ্রোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলং। ঊর্দ্ধলিঙ্গং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপং নমোনমঃ।”

অতঃপর, —“ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ॥ ১॥ ওঁ অদ্ভ্যোনমঃ॥ ২॥ ওঁ বরুণায় নমঃ॥ ৩॥ ওঁ বিষ্ণবে নমঃ॥ ৪॥ ওঁ রুদ্রায় নমঃ॥ ৫॥”

এই পাঁচটী মন্ত্র পড়িয়া পাঁচ বার পাঁচ অঞ্জলি জল দিবে।

অতঃপর ব্রহ্মযজ্ঞ করিবে। (ত্রিবেদীয় সন্ধ্যাপদ্ধতি সমাপ্তির পর দেখ) তৎপর সূর্য্যার্ঘ্য দান করিতে হইবে।

সূর্য্যার্ঘ্য দান।

“ওঁ নমোবিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে। জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।” এই বলিয়া সূর্য্য উদ্দেশে অর্ঘ্য তদভাবে এক অঞ্জলি জল দিয়া সূর্য্যকে প্রণাম করিবে।

সূর্য্যনমস্কার।

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

সামবেদীয় সন্ধ্যাপদ্ধতি সমাপ্ত॥

যজুর্ব্বেদীয় সন্ধ্যা পদ্ধতি।

সামবেদীয় পদ্ধতি অনুসারে প্রথম হইতে অঘমর্ষণ পর্য্যন্ত সমাপ্ত করিয়া পরে সূর্য্যোপস্থান করিবে।

সূর্য্যোপস্থান।

উদুত্যমন্ত্রস্য প্রস্কন্ন ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা অগ্নিষ্টোমে সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদু ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যং॥ চিত্রমিত্রস্য কৌৎসঋষি স্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা অগ্নিষ্টোমে সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ। আপ্রা দ্যাবা পৃথিবীঅন্তরীক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ॥ তচ্চক্ষুরিতস্য দধ্যঙ্ঙাথর্ব্বণ ঋষিঃ সূর্য্যোদেবতা পুর উষ্ণিক্ ছন্দোমহাবীরাদ্যগ্নেঃ শান্তিকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ তচ্চক্ষুর্দ্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্র মুচ্চরৎ। পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং। শৃণবাম শরদঃ শতং প্রব্রবাম শরদঃ

শতমদীনাঃ স্যাম শরদঃ শতং ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ॥ উদ্বয়মিত্যস্য প্রস্কন্ন ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদ্বয়ং তমসঃ পরিস্বঃ পশ্যন্ত উত্তরং। দেবং দেবত্রাঃ সূর্য্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমম্ ॥ সূর্য্য ঋষিঃ সূর্য্যোদেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বয়ম্ভূরসি শ্রেষ্ঠোরশ্মির্ব্বর্চ্চোদা অস বর্চ্চোমে দেহি॥" এই বলিয়া সূর্য্যোপস্থান-প্রণালী অনুসারে (৬০ পৃঃ দেখ) সূর্য্যোপস্থান করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রটী পাঠ করিবে।

ওঁ তেজোসি শুক্রমস্যমৃতমসি ধাম নামাসি প্রিয়ন্দেবানামনাধৃষ্টং দেবযজ্ঞনমসি"॥ পরে সামবেদীয় পদ্ধতি অনুসারে গায়ত্রীর আবাহন ও অঙ্গন্যাস (৬০ পৃঃ দেখ) করিয়া তিন বেলায় গায়ত্রীর তিন প্রকার ধ্যান করিবে।

প্রাতর্ধ্যান।—"প্রাতর্গায়ত্রী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা রক্তবর্ণা দ্বিভুজা অক্ষসূত্রকমণ্ডলুধরা হংসাসনমারূঢ়া ব্রহ্মাণী ব্রহ্মদৈবত্যা কুমারী ঋগ্বেদোদাহৃতা ধ্যেয়া"।

মধ্যাহ্ন-ধ্যান।—"মধ্যাহ্নে সাবিত্রী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা কৃষ্ণবর্ণা চতুর্ভুজা ত্রিনেত্রা শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্তা যুবতী গরুড়ারূঢ়া বৈষ্ণবী বিষ্ণুদৈবত্যা যজুর্ব্বেদোদাহৃতা ধ্যেয়া।"

সায়াহ্নে ধ্যান।—"সায়াহ্নে সরস্বতী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা শুক্লবর্ণা দ্বিভুজা ত্রিশূলডমরুকরা বৃষভাসনমারূঢ়া বৃদ্ধা রুদ্রাণী রুদ্রদৈবত্যা সামবেদোদাহৃতা ধ্যেয়া"।

এইরূপে ধ্যান করিয়া সামবেদীয় পদ্ধতি অনুসারে ঋষ্যাদি স্মরণপূর্ব্বক (৬১ পৃঃ দেখ) গায়ত্রী জপ করিবে। পরে নিম্ন লিখিত মন্ত্র পড়িয়া গায়ত্রীজপ বিসর্জ্জন করিবে।

গায়ত্রীজপ বিসর্জ্জন মন্ত্র,—"ওঁ উত্তরে শিখরে জাতে ভূম্যাং পর্ব্বতবাসিনি। ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথেচ্ছয়া।"

এই বলিয়া এক অঞ্জলি জল দিবে। পরে ব্রহ্মযজ্ঞ করিয়া তর্পণাধিকারী ব্যক্তি তর্পণ-পদ্ধতি অনুসারে তর্পণ করিয়া সূর্য্যার্ঘ্য দান করিবেন। যাঁহারা তর্পণাধিকারী নহেন, তাঁহারা ব্রহ্মযজ্ঞের পরই সূর্য্যার্ঘ্য দান (সামবেদীয় সন্ধ্যা-পদ্ধতির ৬২ পৃষ্ঠার ৯ পঙ্ক্তি হইতে সমাপ্তি দেখ) করিবেন।

যজুর্ব্বেদীয় সন্ধ্যাপদ্ধতি সমাপ্ত।

ঋগ্বেদি-সন্ধ্যাপদ্ধতি।

সামবেদি-সন্ধ্যাপদ্ধতি অনুসারে "ওঁ শন্ন আপ" হইতে "চান্তরীক্ষমথো স্বঃ" পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক মার্জ্জন (৫৭ পৃঃ দেখ) করিবে। পরে,—

"ওঁ কারস্য ব্রহ্ম ঋষির্রগ্নির্দ্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ। সপ্তব্যাহৃতীনাং বিশ্বামিত্রভৃগুভরদ্বাজবশিষ্ঠগোতমকাশ্যপাঙ্গিরস-ঋষয়ঃ অগ্নিবায্বাদিত্যবৃহস্পতীন্দ্রবরুণবিশ্বেদেবা দেবতাঃ. গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুব্বৃহ-তীপঙ্ক্তিত্রিষ্টুব্জগত্যশ্ছন্দাংসি প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ। গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ। গায়ত্রীশিরসঃ প্রজা-পতির্ঋষির্ব্রহ্মবায্বগ্নিসূর্য্যাশ্চতস্রোদেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ॥

এই বাক্যগুলিদ্বারা ঋষ্যাদি স্মরণ করিয়া প্রাণায়াম করিবে।

"হংসস্থং দ্বিভুজং রক্তং সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুং চতুর্ম্মুখমহং বন্দে ব্রহ্মাণং নাভি-মণ্ডলে"॥ ব্রহ্মাকে নাভিদেশে এইরূপ চিন্তা করিয়া "ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ আপোজ্যোতি রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্।" এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক পূরক প্রাণায়াম করিবে।

পরে.—ওঁ শঙ্খচক্রগদাপদ্মকরং গরুড়বাহনং হৃদি নীলোৎপলশ্যামং বিষ্ণুং বন্দে চতুর্ভুজং"॥ হৃদয়ে এইরূপ বিষ্ণুর ধ্যান করিয়া "ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ" ইত্যাদি প্রাগুক্ত ব্যাহৃতি পাঠ করত কুম্ভক প্রাণায়াম করিবে। পরে,—

"শ্বেতং ত্রিশূলডমরুকরমর্দ্ধেন্দুবিভূষিতং। ত্রিলোচনং ব্যাঘ্রচর্ম্মপরীধানং বৃষাসনং। ললাটে চিন্তয়েৎ দেবমেবং ভুজগভূষণম্"॥ ললাটদেশে এইরূপ শিবের ধ্যান করত "ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ" ইত্যাদি পাঠ করিয়া রেচক প্রাণায়াম করিবে।

তৎপরে তিনবেলায় তিন প্রকার মন্ত্র পড়িয়া আচমন প্রণালী অনুসারে আচমন করিবে। প্রাতরাচমন মন্ত্র,—

"সূর্য্যশ্চেত্যনুবাকস্য যাজ্ঞিক উপনিষদৃষিঃ সূর্য্যমন্যুমন্যুপতিরাত্রয়ো-দেবতাঃ সূর্য্যশ্চেত্যারভ্য রক্ষন্তামিত্যন্তস্যঋচঃ চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী, যদ্রাত্রে-ত্যারভ্য মযীত্যন্তস্য পঞ্চপদা পঙ্ক্তিঃ, ইদমহমিত্যারভ্য স্বাহেত্যন্তস্য দশাক্ষর-পাদাভ্যমুপেত বিরাট্ছন্দঃ মন্ত্রাচমনে বিনিয়োগঃ"। এইরূপ ঋষ্যাদি স্মরণ-পূর্ব্বক ৫৮ পৃষ্ঠার (খ) চিহ্নিত মন্ত্র পড়িয়া আচমন করিবে।

"মধ্যাহ্ন আচমন মন্ত্র,—"আপঃ পুনন্ত্বিত্যনুবাকস্য নারায়ণ ঋষিরাপোদেবতা অষ্টীচ্ছন্দোমন্ত্রাচমনে বিনিয়োগঃ।" এইরূপ ঋষ্যাদি স্মরণ পূর্ব্বক ৫৮ পৃষ্ঠার (গ) চিহ্নিত মন্ত্র পড়িয়া আচমন করিবে।

সায়ংকালীন আচমন মন্ত্র,—"অগ্নিশ্চেত্যনুবাকস্য যাজ্ঞিক উপনিষদৃষিরগ্নির্ম-ন্যুমন্যুপত্যহানি দেবতাঃ, অগ্নিশ্চেত্যারভ্য রক্ষন্তামিত্যন্ত ঋচশ্চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী, যদহ্নেত্যারভ্য ময়ীত্যন্তস্য পঞ্চপদা পঙক্তিঃ, ইদমহমিত্যারভ্য স্বাহেত্যন্ত-স্য দশাক্ষরপাদাভ্যামুপেতবিরাট্ ছন্দোমন্ত্রাচমনে বিনিয়োগঃ"। এইরূপ ঋষ্যাদি স্মরণ করিয়া ৫৮ পৃষ্ঠার (ক) চিহ্নিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক আচমন করিবে। অতঃপর মার্জ্জন-প্রণালী অনুসারে (৫৭ পৃঃ দেখ) পুনর্মার্জ্জন করিবে। মন্ত্র যথা,—

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচো-দয়াৎ ওঁ। আপোহিষ্ঠেতি নবর্চ্চস্য স্বক্তস্যাম্বরিষঃ সিন্ধুদ্বীপ ঋষিরাপো-দেবতা গায়ত্রী পঞ্চমী বর্দ্ধমানা সপ্তমী প্রতিষ্ঠা অন্তয়োরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ॥ ওঁ আপোহিষ্ঠা ময়োভুবস্তান উর্জ্জে দধাতন মহে রণায় চক্ষসে॥ ওঁ যোবঃ শিবতমোরসস্তস্য ভাজয়তেহ ন উশতীরিব মাতরঃ॥ ওঁ তস্মা অরঙ্গ-মাম বোযস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ আপোজনয়থা চ নঃ॥ ওঁ শন্নোদেবীরভিষ্টয়ে আপো ভবন্তু পীতয়ে শংযোরভিস্রবন্তু নঃ॥ ঈশানা বার্য্যাণাং ক্ষয়ন্তীশ্চর্ষণীনাং আপোযাচামি ভেষজং॥ অপ্সু মে সোমোহব্রবীদন্তর্ব্বিশ্বানি ভেষজা অগ্নিঞ্চ বিশ্বশং ভুবং॥ আপঃ পৃণীত ভেষজং বরূথং তন্বে মম জ্যোক্ চ সূর্য্যং দৃশে॥ ইদমাপঃ প্রবহত যৎ কিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি যদ্বাহমভিদুদ্রোহ যদ্বা শেপ উতানৃতম্॥ আপোহদ্যান্বচারিষং রসেন সমগস্মহি পয়স্বাদগ্ন আগহি তন্মা সংসৃজ বর্চ্চসা॥ অতঃপর অঘমর্ষণ-প্রণালী অনুসারে (৫৯ পৃঃ দেখ) অঘমর্ষণ করিবে। মন্ত্র যথা,—

"ঋতঞ্চেতি ঋক্‌ত্রয়স্যাঘমর্ষণ ঋষির্ভাববৃত্তোদেবতা অনুষ্টুপ্‌ছন্দোঽশ্বমেধা-বভৃথে বিনিয়োগঃ"। এইরূপে ঋষ্যাদি স্মরণ করিয়া ঋতঞ্চ ইত্যাদি ৫৭ পৃষ্ঠার মন্ত্র পড়িয়া অঘমর্ষণ করিবে। অনন্তর অমন্ত্রক একবার আচমন করত সূর্য্যা-ভিমুখী হইয়া সূর্য্য উদ্দেশে এক অঞ্জলি জল দান করিবে। মন্ত্র যথা,—

"ওঁ কারস্য ব্রহ্ম ঋষিরগ্নির্দ্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ মহাব্যাহৃতীনাং পরমেষ্ঠী প্রজাপতির্দেবতা বৃহস্পতীচ্ছন্দঃ গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সূর্য্যজলাঞ্জলিদানে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।" এই বলিয়া তিনবার তিন অঞ্জলি জল উর্দ্ধে ক্ষেপ করিবে। সায়ংকালেও এইরূপে দিবে, কিন্তু তখন

ঊর্দ্ধে ক্ষেপ না করিয়া মৃত্তিকায় দিবে এবং মধ্যাহ্নে নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়িয়া প্রাতঃকালের স্থায় দিবে। মন্ত্র যথা,—

"আকৃষ্ণেণ ইত্যস্য হিরণ্যস্তূপ ঋষিঃ সবিতা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্য-জলাঞ্জলিদানে বিনিয়োগঃ। ওঁ আকৃষ্ণেণ রজসা বর্ত্তমানোনিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ হিরণ্ময়েন সবিতা রথেনাদেবোযাতি ভুবনানি পশ্যন্।"

অতঃপর সূর্য্যোপস্থান করিবে। প্রাতঃ সূর্য্যোপস্থান মন্ত্র যথা, "চিত্রং দেবানামিতি ষড়্‌চস্য সূক্তস্য কুৎস ঋষিঃ সূর্য্যোদেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যো-পস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্ম্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ আপ্রা দ্যাবা পৃথিবী অন্তরীক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ। সূর্য্যোদেবীমুষসং রোচমানাং মর্য্যোন যোষামভ্যেতি পশ্চাৎ যত্রানরো দেবয়ন্ত যুগানি বিতন্বতে প্রতি ভদ্রায় ভদ্রং। ভদ্রা অশ্বা হরিতঃ সূর্য্যস্য চিত্রা এতগ্বা অনুমাদ্যাসঃ নমস্যন্তোদিব তা পৃষ্ঠম্ স্থুঃ পরি দ্যাবা পৃথিবী যন্তি সদ্যঃ। তৎ সূর্য্যস্য দেবত্বং তন্মহিত্বং মধ্যাৎ কর্ত্তোর্ব্বিততং সঞ্জভার যদেদযুক্ত হরিতঃ সধস্থাদাদ্রাত্রী বাসস্ত-নুতে সিমস্মৈ। তন্মিত্রস্য বরুণস্যাভিচক্ষে সূর্য্যোরূপং কৃণুতে দ্যোরুপস্থে অনন্ত-মন্যদ্রুশদস্য পাজঃ কৃষ্ণমন্যদ্ধরিতঃ সংভরন্তি। অদ্যা দেবা উদিতা সূর্য্যস্য নিরংহসঃ পিপৃতা নিরবদ্যাৎ তন্নোমিত্রোবরুণোমামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ॥

মধ্যাহ্ন-সূর্য্যোপস্থাপন মন্ত্র,—"উদুত্যমিতি ত্রয়োদশর্চস্য সূক্তস্য কাণ্ব-প্রস্কন্ন ঋষিঃ সূর্য্যোদেবতা আদ্যানাং নবানাং গায়ত্রী অন্ত্যানাং চতসৃণাং অনু-ষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ॥ উদু ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যং। অপ ত্যে তায়বোযথা নক্ষত্রা যন্ত্যক্তুভিঃ সূরায় বিশ্বচক্ষসে। অদৃশ্রমস্য কেতবোবি রশ্ময়োজনাঁ অনুভ্রাজন্তোঽগ্নয়োযথা। তরণির্ব্বিশ্বদর্শিতা জ্যোতিস্কৃদসি সূর্য্য বিশ্বমা ভাসি রোচনং॥ প্রত্যঙ্ দেবানাং বিশঃ প্রত্যঙ্ঙুদেষি মানুষান্ প্রত্যঙ্ বিশ্বং স্বর্দ্দৃশে॥ যেনা পাবকচক্ষসা ভুর-ণ্যন্তং জনাঁ অনু ত্বং বরুণ পশ্যসি॥ বিদ্যামেষি রজস্পৃথ্বহা মিমানোঽক্তুভিঃ পশ্যন্ জন্মনি সূর্য্য॥ সপ্ত ত্বা হরিতোরথে বহন্তি দেব সূর্য্য শোচিষ্কেশং বিচক্ষণ॥ অযুক্ত সপ্ত শুন্ধ্যুবঃ সূরোরথস্য নপ্ত্যঃ তাভির্যাতি স্বযুক্তিভিঃ॥ উদ্বয়ং তমসঃ পরি জ্যোতিঃ পশ্যন্ত উত্তরং দেবং দেবত্রা সূর্য্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমম্॥ উদ্যন্নদ্য মিত্র মহ আরোহন্নুত্তরাং দিবং হৃদ্রোগং মম সূর্য্য হরিমাণঞ্চ নাশয়॥ শুকেষু মে হরিমাণং রোপণাকাসু দধ্মসি অথোহারিদ্রবেষু মে হরিমাণং নিদধ্মসি॥ উদ-গাদয়মাদিত্যোবিশ্বেন সহসা সহ দ্বিষন্তং মহ্যং রন্ধয়ন্মোঽহং দ্বিষতে রধং"।

সায়ংসূর্য্যোপস্থানমন্ত্র,—"মোষু বরুণেতি পঞ্চচ্চস্য বশিষ্ঠ ঋষি র্বরুণ দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ মোষু বরুণ মৃন্ময়ং গৃহং রাজন্নহং গমং মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য়। যদেমি প্রস্ফুরন্নিব দৃতির্ন ধ্মাতোহদ্রিব মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য়। ক্রত্বঃ সমহ দীনতা প্রতীপং জগমাশুচে মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য়॥ অপাং মধ্যে তস্থিবাংসং তৃষ্ণাবিদজ্জরিতারং মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য়॥ যৎ কিঞ্চেদং বরুণ দৈব্যে জনেহভিদ্রোহং মনুষ্যাশ্চরামসি অচিত্তী যত্তব ধর্ম্মাযুযোপিম মা নস্তস্মাদেনসোদেব রীরিষঃ॥

এইরূপে সূর্য্যোপস্থান করিয়া অঙ্গন্যাস করিবে। যথা,—"ওঁ হৃদয়ায় নমঃ" বলিয়া অঙ্গুলির দ্বারা হৃদয় এবং "ওঁ ভূঃ শিরসে স্বাহা" শির, "ওঁ ভুবঃ শিখায়ৈ বষট্," শিখা, "ওঁ স্বঃ কবচায় হুং" বাহু, "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্" নেত্র, "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ অস্ত্রায় ফট্" করতল। "ওঁ তৎসবিতুঃ হৃদয়ায় নমঃ" আবার হৃদয়, বরেণ্যং শিরসে স্বাহা" শির, ভর্গোদেবস্য শিখায়ৈ বষট্" শিখা, "ধীমহি কবচায় হুং" বাহু "ধীয়োয়োনঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্" নেত্র, প্রচোদয়াৎ অস্ত্রায় ফট্" বলিয়া করতল স্পর্শ করিবে। অনন্তর তিন বেলায় গায়ত্রীকে তিনরূপে ধ্যান করিবে।

প্রাতঃকালের ধ্যান,—বালাং বালাদিত্যমণ্ডলস্থাং রক্তবর্ণাং রক্তাম্বরানুলেপনস্রগাভরণাং চতুর্ম্মুখীং দণ্ডকমণ্ডলক্ষসূত্রাভয়াঙ্কচতুর্ভুজাং হংসারূঢ়াং ব্রহ্মদৈবত্যাং ঋগ্বেদমুদাহরন্তীং ভূর্লোকাধিষ্ঠাত্রীং গায়ত্রীং নাম তাং ধ্যায়েৎ॥"

মধ্যাহ্ন-ধ্যান,—"যুবতীং যুবাদিত্যমণ্ডলস্থাং শ্বেতবর্ণাং শ্বেতাম্বরানুলেপনস্রগাভরণাং সত্রিনেত্রপঞ্চবক্ত্রাং চন্দ্রশেখরাং ত্রিশূলখড়্গাখট্টাঙ্গডমরুকরাং চতুর্ভুজাং বৃষারূঢ়াং রুদ্রদৈবত্যাং যজুর্ব্বেদমুদাহরন্তীং ভুবর্লোকাধিষ্ঠাত্রীং সাবিত্রীং নাম তাং ধ্যায়েৎ॥"

সায়াহ্নে-ধ্যান—"বৃদ্ধাং বৃদ্ধাদিত্যমণ্ডলস্থাং শ্যামবর্ণাং শ্যামাম্বরানুলেপনস্রগাভরণাং একবক্ত্রাং শঙ্খচক্রগদাপদ্মাঙ্কচতুর্ভুজাং গরুড়ারূঢ়াং বিষ্ণুদৈবত্যাং সামবেদমুদাহরন্তীং স্বর্লোকাধিষ্ঠাত্রীং সরস্বতীং নাম তাং ধ্যায়েৎ॥"

এইরূপে ধ্যান করিয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক নিম্ন লিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া, গায়ত্রীর আবাহন করিবে। যথা,—

ওঁ আয়াহি বরদে দেবি! অক্ষরং ব্রহ্মসম্মিতং। গায়ত্রি! ছন্দসাং মাতর্ব্রহ্মযোনে! নমোহস্তু তে॥ ওঁ ওজোহসি সহোহসি বলমসি ভ্রাজোহসি দেবানাং ধামনামাসি বিশ্বমসি বিশ্বায়ুঃ সর্ব্বমসি সর্ব্বায়ুঃ অভিভূরোঁ॥ ওঁ

আগচ্ছ বরদে দেবি জপ্যে মে সন্নিধৌ ভব। গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাৎ গায়ত্রী ত্বমতঃ স্মৃতা ॥”

অনন্তর গায়ত্রীর ঋষ্যাদি স্মরণ করিবে। ঋষ্যাদি যথা,—“ওঁকারস্য ব্রহ্ম ঋষিরগ্নির্দ্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো মহাব্যাহৃতীনাং পরমেষ্ঠী প্রজাপতির্ঋষিঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা বৃহতীচ্ছন্দোগায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্বেতোবর্ণঃ অগ্নির্মুখং ব্রহ্মা শিরোবিষ্ণুর্হৃদয়ং রুদ্রোললাটং কুক্ষিস্ত্রৈলোক্যং চরণাঃ সাংখ্যায়নং গোত্রং অশেষপাপক্ষয়ায় জপে বিনিয়োগঃ ॥

অতঃপর গায়ত্রী জপ করিবে। গায়ত্রী যথা,—“ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ” ॥

১০ বা ১০৮ বার এই গায়ত্রী জপ করিয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক গায়ত্রীর উপস্থান করিবে। মন্ত্র যথা,—“জাতবেদসে ইত্যস্য কাশ্যপ ঋষিঃ জাতবেদাগ্নির্দ্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ শান্ত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ জাতবেদসে সুনুবাম সোমমরাতীয়তোনিদহাতি বেদঃ স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ। তচ্ছং যোরিত্যস্য শংযুঋষিঃ বিশ্বেদেবা দেবতা শর্করী[illegible]ঃ। নমোব্রহ্মণ ইত্যস্য প্রজাপতিঋর্ষির্বিশ্বেদেবা দেবতা জগতীচ্ছন্দঃ শান্ত[illegible] বিনিয়োগঃ ॥ ওঁ তচ্ছং যোরাবৃণীমহে। ও নমোব্রহ্মণে অস্ত্বগ্নয়ে ॥

অতঃপর “ওঁ পূর্ব্বাদিদিগ্‌ভ্যোনমঃ, ওঁ দিগীশেভ্যোনমঃ, ওঁ সন্ধ্যায়ৈ নমঃ, ওঁ গায়ত্র্যৈ নমঃ, ওঁ সাবিত্র্যৈ নমঃ, ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ, ওঁ সর্ব্বাভ্যোদেবতাভ্যোনমঃ” এই বলিয়া প্রত্যেককে নমস্কার করিয়া গায়ত্রী বিসর্জ্জন করিবে।

গায়ত্রী বিসর্জ্জন মন্ত্র,—“ওঁ উত্তরে শিখরে দেবি ভূম্যাং পর্ব্বতমূর্দ্ধনি। ব্রাহ্মণেভ্যোহভ্যনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথাসুখং ॥”

এই বলিয়া এক গণ্ডূষ জল দিবে। অতঃপর ব্রহ্মযজ্ঞ করিবেন। তৎপর তর্পণাধিকারী ব্যক্তি তর্পণ করিয়া সূর্য্যার্ঘ্য দান করিবেন, আর যিনি তর্পণে অধিকারী নহেন, তিনি ব্রহ্মযজ্ঞের পর সূর্য্যার্ঘ্য দান করিবেন।

অর্ঘ্যদান মন্ত্র,—“ওঁ নমোবিবস্বতে, ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে। জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে। এহি সূর্য্য সহস্রাংশো তেজোরাশে জগৎপতে। অনুকম্পয় মাং ভক্তং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর ॥” এই বলিয়া সূর্য্য উদ্দেশে এক অঞ্জলি জল দান করিয়া প্রণাম করিবে। নমস্কার মন্ত্র (৬২ পৃঃ দেখ)।

ঋগ্বেদী সন্ধ্যাপদ্ধতি সমাপ্ত।

গায়ত্রীশাপোদ্ধার।

অস্য গায়ত্রীশাপবিমোচনমন্ত্রস্য ব্রহ্ম ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোবরুণোদেবতা ব্রহ্মশাপবিমোচনে বিনিয়োগঃ॥ ওঁ যদ্‌ব্রহ্মেতি ব্রহ্ম বিদোবিদুস্ত্বাং পশ্যন্তি ধীরাঃ সুমনসোবা গায়ত্রি ত্বং ব্রহ্মশাপাৎ বিমুক্ত ভব। বশিষ্ঠশাপবিমোচনমন্ত্রস্য বশিষ্ঠ ঋষির্বশিষ্ঠো দেবতা বশিষ্ঠশাপবিমোচনে বিনিয়োগঃ॥ ওঁ অর্কজ্যোতি রহং ব্রহ্মা ব্রহ্মজ্যোতিরহং শিবঃ। শিবজ্যোতিরহং বিষ্ণুর্বিষ্ণুজ্যোতিঃ শিবঃ পরঃ। গায়ত্রি ত্বং বশিষ্ঠশাপাৎ বিমুক্তা ভব। ওঁ বিশ্বামিত্রশাপবিমোচনমন্ত্রস্য বিশ্বামিত্র ঋষি ব্রাহ্মা দেবতা বিশ্বামিত্রশাপবিমোচনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অহো দেবি মহাদেবি দিব্যে সন্ধ্যে সরস্বতি। অজরে অমরে চৈব ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তু তে। গায়ত্রি ত্বং বিশ্বামিত্রশাপাৎ বিমুক্তা ভব।

ইতি গায়ত্রী শাপোদ্ধার সমাপ্ত॥

তর্পণের সাধারণ ব্যবস্থা।

নাস্তিক্য বশতঃ যে পুত্র প্রত্যহ পিতৃগণের তর্পণ না করে, পিতৃগণ জলার্থী হইয়া তাহার দেহ-রুধির পান করেন, অতএব অতি যত্নপূর্ব্বক প্রত্যহ তর্পণ করিবে। (১)

সামবেদীয়েরা সূর্য্যোপস্থানের পর "ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ" প্রভৃতি মন্ত্র পড়িয়া জলাঞ্জলি দান করিয়া তর্পণ করিবে। যজুর্ব্বেদীয়েরা ব্রহ্মযজ্ঞের পর তর্পণ করিবে। ঋগ্বেদীরা গায়ত্রীর জপ বিসর্জ্জন করিয়া সূর্য্যার্ঘ্যের পূর্ব্বে তর্পণ করিবে এবং শূদ্র প্রাতঃস্নানের পর তর্পণ করিবে।

যে জলাশয়ের জল সমস্ত-প্রাণী উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হয় নাই, যে জল অপেয় এবং নিপানজ, (কূপসমীপে গবাদির পানার্থ-রচিত জলাশয়ের নাম নিপান, তজ্জাত) তাহার দ্বারা তর্পণ করিবে না। আর্দ্র বস্ত্রে থাকিয়া তর্পণ করিলে জলে থাকিয়াই করিতে হইবে। আর আর্দ্র বস্ত্র পরিত্যাগ করিলে তীরে বসিয়া তর্পণ করিবে। তীর্থে শুষ্কবস্ত্র পরিধান করিয়া তর্পণ করিলে এক চরণ জলে রাখিয়া করিবে। কুশ, রৌপ্য বা স্বর্ণের অঙ্গুরীয় দক্ষিণহস্তের অনামা অঙ্গুলিতে ধারণ করিবে। একহস্তে তর্পণ করিবে না। যব ও ত্রিপত্র-

---

(১) নাস্তিক্যভাবাৎ যশ্চাপি ন তর্পয়তি বৈ সুতঃ।
পিবন্তি দেহরুধিরং পিতরোবৈ জলার্থিনঃ॥ (মনু, শাতাতপ, যাজ্ঞবল্ক্য)

দ্বারা দেবতর্পণ, তিল ও কুশমোটকদ্বারা পিতৃতর্পণ করিবে। তিল যবাদির অভাবে জলে স্বর্ণ, রৌপ্য ও কুশস্পর্শ করাইয়া তর্পণ করিবে। বৃষ্টি সম্পর্কী ও অন্ত্যজজাতির জলাশয়ের জলে তর্পণ নিষেধ। শূদ্রাদি আনীত জলে তর্পণ করিবে না কিন্তু গঙ্গাজল শূদ্রাদি আনীত হইলেও তদ্দ্বারা করিতে পারে। তর্পণজল পাত্র হইতে এক বিঘৎ উচু করিয়া ফেলিবে। তর্পণ জল জলাশয়েই ফেলিবে, কিন্তু উদ্ধৃত-জলে তর্পণ করিলে তর্পণের জল স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্রপাত্র অথবা কুশ বা জলপূর্ণ গর্ত্তে ফেলিবে। কোন অশুদ্ধ স্থানে ফেলিবে না। বামবাহুর রোমরহিত স্থানে তিল রাখিয়া দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামাদ্বারা ঐ তিল গ্রহণ করিবে। রবিবার, শুক্রবার, দ্বাদশী, অমাবস্যানিমিত্তক শ্রাদ্ধ ভিন্ন অন্য শ্রাদ্ধ-দিন, সপ্তমী, জন্মতিথি, সংক্রান্তি এবং রাত্রিতে তিলের দ্বারা তর্পণ করিবে না। কিন্তু অয়ন ও বিষুবসংক্রান্তি, গ্রহণকাল, যুগাদি, প্রেতপক্ষ (১) এবং গঙ্গাদি তীর্থে সকল দিনই তিলদ্বারা তর্পণ করিতে পারে এবং দাহান্তে প্রেত উদ্দেশে তর্পণ সর্ব্বদাই তিল দিয়া করিবে। এই সকল স্থলে কোন দিনেই তিলতর্পণ নিষিদ্ধ নহে। পুত্র পৌত্রাদি না থাকিলে বিধবা স্ত্রী, তিল ও কুশের দ্বারা স্বামী, শ্বশুর ও তৎপিতার তর্পণ করিবে। স্ত্রী ও শূদ্র তর্পণমন্ত্র ব্রাহ্মণের দ্বারা পাঠ করাইয়া নিজে "নমঃ নমঃ" উচ্চারণ করতঃ জল দিবে। কিন্তু পিত্রাদির নাম উল্লেখ পূর্ব্বক যে বাক্য করিতে হয়, তাহা স্ত্রী, শূদ্রও করিবে। অনুপনীত ও জীবৎপিতৃক ব্যক্তি প্রেততর্পণ ভিন্ন অন্য তর্পণ করিতে পারিবে না।

সামবেদীয় তর্পণ-পদ্ধতি।

প্রথমে দুইবার আচমন পূর্ব্বক প্রাচীনাবীতী ও দক্ষিণমুখ হইয়া কৃতাঞ্জলি করতঃ—"ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়াগঙ্গাপ্রভাসপুষ্করাণি চ। তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি তর্পণকালে ভবন্ত্বিহ॥" এই বলিয়া তীর্থ আবাহন করিবে। পরে পূর্ব্বমুখে উপবীতী হইয়া দেবতর্পণ করিবে। যথা,—"ওঁ ব্রহ্মা তৃপ্যতাং, ওঁ বিষ্ণুস্তৃপ্যতাং, ওঁ রুদ্রস্তৃপ্যতাং ওঁ প্রজাপতিস্তৃপ্যতাং," এইরূপ প্রত্যেক বার বলিয়া দেবতীর্থদ্বারা (১ পৃঃ দেখ) এক এক অঞ্জলি জল দিবে। এইরূপে দেবতর্পণ করিয়া পরে, "ওঁ দেবাযক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরাঃ। ক্রূরাঃ

(১) মহালয়া অমাবস্যার পূর্ব্ব প্রতিপদ্ হইতে মহালয়া অমাবস্যা পর্য্যন্ত একপক্ষের নাম প্রেতপক্ষ।

সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবোজিহ্মগাঃ খগাঃ। বিদ্যাধরা জলাধারাস্তথৈবাকাশগামিনঃ। নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে। তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া॥" এই মন্ত্র পড়িয়া দেবতীর্থ (১ পৃঃ দেখ) দ্বারা এক অঞ্জলি জল দিবে। পরে পশ্চিমমুখে নিবীতী হইয়া "ওঁ সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা। সর্ব্বে তে তৃপ্তিমায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা॥" এই মন্ত্র দুইবার পড়িয়া কায়তীর্থদ্বারা (১ পৃঃ দেখ) ক্রোড়াভিমুখে দুই অঞ্জলি জল দিবে।

তৎপর পূর্ব্বমুখে উপবীতী হইয়া "ওঁ মরিচিস্তৃপ্যতাং, ওঁ অত্রিস্তৃপ্যতাং, ওঁ অঙ্গিরাস্তৃপ্যতাং, ওঁ পুলস্ত্যস্তৃপ্যতাং, ওঁ পুলহস্তৃপ্যতাং, ওঁ ক্রতুস্তৃপ্যতাং, ওঁ প্রচেতাস্তৃপ্যতাং, ওঁ বশিষ্ঠস্তৃপ্যতাং, ওঁ ভৃগুস্তৃপ্যতাং, ওঁ নারদস্তৃপ্যতাং, ওঁ দেবাস্তৃপ্যন্তাং, ওঁ ব্রহ্মর্ষয়স্তৃপ্যন্তাং।" ইহা বলিয়া মরিচি হইতে ব্রহ্মর্ষি পর্য্যন্ত যথাক্রমে বলিয়া প্রত্যেককে দেবতীর্থ (১ পৃঃ দেখ) দ্বারা এক এক অঞ্জলি জল দিবে। তৎপরে দক্ষিণমুখে প্রাচীনাবীতী হইয়া "ওঁ অগ্নিষ্বাত্তাঃ (পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলোদকং (ক) তেভ্যঃ স্বধা) (খ) ওঁ সৌম্যাঃ, ওঁ হবিষ্মন্তঃ, ওঁ উষ্মপাঃ, ওঁ সুকালিনঃ, ওঁ বর্হিষদঃ, ওঁ আজ্যপাঃ," এই বলিয়া প্রত্যেককে পিতৃতীর্থ (১ পৃঃ দেখ) দ্বারা সতিল এক এক অঞ্জলি জল দিবে। পরে "ওঁ যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ। বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ। ঔডুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে। বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ॥" এই মন্ত্রটী তিনবার পড়িয়া পিতৃতীর্থের দ্বারা (১ পৃঃ দেখ) তিন অঞ্জলি জল দিবে।

ইতি যমতর্পণ সমাপ্ত।

পিতৃতর্পণ।

অতঃপর তর্পণসমাপ্তি পর্য্যন্ত দক্ষিণমুখ ও প্রাচীনাবীতী হইয়া পিতৃতীর্থের দ্বারা পিতৃতর্পণ করিবে।

অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ আগচ্ছন্তু মে পিতর ইমং গৃহ্নন্ত্বপোঽঞ্জলিং।"

(ক) যে দিন তিলতর্পণ নিষেধ (তর্পণের সাধারণ ব্যবস্থা দেখ,) সেই দিন "মেতৎ সতিলোদকং স্থলে" মেতদুদকং" বলিবে

(খ) এই বেষ্টিত অংশ প্রত্যেক নামের পরে বলিতে হইবে।

এই বলিয়া পিতৃগণের আবাহন করতঃ "ওঁ বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রঃ পিতা অমুকদেবশর্ম্মা তৃপ্যতামেতৎ সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা।" এই বাক্যটী তিনবার বলিয়া সতিল তিন অঞ্জলি জল পিতৃ উদ্দেশ্যে দিবে। এইরূপে পিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ এবং বৃদ্ধপ্রমাতামহকে পিতামহাদি শব্দ উচ্চারণ করিয়া সতিল তিন অঞ্জলি জল দিবে। পরে বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রা মাতা অমুকী দেবী তৃপ্যতামেতৎ সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা" এই বলিয়া মাতাকে সতিল তিন অঞ্জলি জল দিবে এবং এইরূপ পিতামহী, প্রপিতামহী, মাতামহী, প্রমাতামহী, বৃদ্ধপ্রমাতামহী, বিমাতা, পিতৃব্য, মাতুল এবং ভ্রাতৃ প্রভৃতি সকলকেই এক অঞ্জলি সতিল জল দিবে। (ক)

পিতৃতর্পণ সমাপ্তি করিয়া ভীষ্মাষ্টমীতে ভীষ্মের তর্পণ করিবে। অন্য দিন ভীষ্মতর্পণ ত্যাগ করিয়া তর্পণের অবশিষ্ট টুকু করিবে।

ইতি পিতৃতর্পণ সমাপ্ত।

ভীষ্মতর্পণ।

"ওঁ বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রায় সাঙ্কৃতিপ্রবরায় চ। অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্ম্মণে॥" এই মন্ত্র পড়িয়া ভীষ্ম উদ্দেশ্যে এক অঞ্জলি জল দিয়া নমস্কার করিবে। মন্ত্র যথা,—"ওঁ ভীষ্মঃ শান্তনবোবীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ। আভিরদ্ভিরবাপ্নোতু পুত্রপৌত্রোচিতাং ক্রিয়াং॥" (খ)

ভীষ্মতর্পণ সমাপ্ত।

অনন্তর "ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেহপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম। ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিং॥" এই মন্ত্রটী পড়িয়া এক অঞ্জলি জল দিবে। পরে,—ওঁ যেহবান্ধবা বান্ধবাবা যেহন্যজন্মনি বান্ধবাঃ। তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ॥" এই মন্ত্র পড়িয়া এক অঞ্জলি জল দিবে। তৎপর "ওঁ আব্রহ্মভুবনাল্লোকা দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ। তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ। অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং। ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ং।" এই মন্ত্রে তিন অঞ্জলি জল দিয়া "ওঁ আব্রহ্মস্তম্ব-

(ক) পিত্রাদি তিন, মাতা মহাদি তিন, পিতামহী প্রভৃতি তিন, এবং মাতামহী প্রভৃতি তিন, এই দ্বাদশ পুরুষের মধ্যে কেহ জীবিত থাকিলে, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধ এক পুরুষ ধরিয়া দ্বাদশ সংখ্যা পূরণ করিয়া লইবে।

(খ) শূদ্র, ভীষ্মতর্পণ পিতৃতর্পণের পূর্ব্বে ও যমতর্পণের পরে করিবে।

পর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু” এই মন্ত্রে তিন অঞ্জলি জল দিবে (ক) তৎপর “ওঁ যে চাস্মাকং কুলে জাতা অপুত্রা গোত্রিণোমৃতাঃ। তে তৃপ্যন্তু ময়া দত্তং বস্ত্র-নিষ্পীড়নোদকং॥” এই মন্ত্রে স্নানবস্ত্র নিষ্পীড়িত করিয়া ভূমিতে একবার জল দিবে। (খ) অনন্তর পিতৃগণকে নমস্কার করিবে।

পিতৃ-নমস্কার।

“ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ। পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥” এই বলিয়া পিতৃগণ উদ্দেশ্যে নমস্কার করিবে।

সামবেদীয় তর্পণবিধি সমাপ্ত।

যজুর্ব্বেদীয় ও শূদ্রের তর্পণ-বিধি।

প্রথমে দক্ষিণমুখে আচমন করতঃ প্রাচীনাবীতী হইয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক “ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়াগঙ্গাপ্রভাসপুষ্করাণি চ। তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি তর্পণকালে ভবন্ত্বিহ॥” এই বলিয়া তীর্থ আবাহন করতঃ “ওঁ দেবা আগচ্ছন্তু” এই বলিয়া দেবগণের আবাহন করিয়া পূর্ব্বমুখে উপবীতী হইয়া “ওঁ ব্রহ্মা তৃপ্যতু, ওঁ বিষ্ণুস্তৃপ্যতু, ওঁ রুদ্রস্তৃপ্যতু, ওঁ প্রজাপতিস্তৃপ্যতু” এই বলিয়া প্রত্যেককে দেবতীর্থ (১ পৃঃ দেখ) দ্বারা এক এক অঞ্জলি জল দিয়া তর্পণ করিবে। তৎপর “ওঁ দেবা যক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরাঃ। ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবোজিহ্মগাঃ খগাঃ। বিদ্যাধরা জলাধারাস্তথৈবাকাশগামিনঃ। নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে। তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া॥” এই বলিয়া দেবতীর্থদ্বারা (১ পৃঃ দেখ) এক অঞ্জলি জল দিবে।

তৎপরে উত্তরমুখে নিবীতী হইয়া “ওঁ সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ। কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা। সর্ব্বে তে তৃপ্তি মায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা।” এই মন্ত্র দুইবার পড়িয়া কায়তীর্থদ্বারা (১ পৃঃ দেখ)

(ক) যদি নিতান্ত অশক্ত হইয়া সমস্ত তর্পণ করিতে না পারে তবে, আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু বলিয়া ৩ অঞ্জলি জল দিবে।

(খ) সংক্রান্তি, অমাবস্যা পূর্ণিমা, দ্বাদশী এবং শ্রাদ্ধদিনে বস্ত্র নিষ্পীড়িত জলে তর্পণ করিবে না।

দুই অঞ্জলি জল দিবে, পরে পূর্ব্বাভিমুখে উপবীতী হইয়া "ওঁ মরিচিস্তৃপ্যতু, ওঁ অত্রিস্তৃপ্যতু, ওঁ অঙ্গিরাস্তৃপ্যতু, ওঁ পুলস্ত্যস্তৃপ্যতু, ওঁ পুলহস্তৃপ্যতু, ওঁ ক্রতুস্তৃপ্যতু, ওঁ প্রচেতাস্তৃপ্যতু, ওঁ বশিষ্ঠস্তৃপ্যতু, ওঁ ভৃগুস্তৃপ্যতু, ওঁ নারদস্তৃপ্যতু, ওঁ দেবাস্তৃপ্যন্তু, ওঁ ব্রহ্মর্ষয়স্তৃপ্যন্তু" এই বলিয়া দেবতীর্থদ্বারা (১ পৃঃ দেখ) প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলি জল দিবে।

ঋষিতর্পণ সমাপ্ত।

তৎপর দক্ষিণমুখে প্রাচীনাবীতী হইয়া (১) "ওঁ অগ্নিষাত্তাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তু, ওঁ সৌম্যাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তু, ওঁ হবিষ্মন্তঃ পিতরস্তৃপ্যন্তু, ওঁ উষ্মপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তু, ওঁ সুকালিনঃ পিতরস্তৃপ্যন্তু, ওঁ বর্হিষদঃ পিতরস্তৃপ্যন্তু, ওঁ আজ্যপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তু, এই নামগুলি তিনবার পড়িয়া প্রত্যেককে পিতৃতীর্থ (১ পৃঃ দেখ) দ্বারা তিন তিন অঞ্জলি জল দিবে। পরে,—

যম-তর্পণ।

"ওঁ যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ। বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ। ঔডুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে। বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ॥" এই মন্ত্র তিনবার পড়িয়া তিন অঞ্জলি জল দিবে। (শূদ্র এই সময়ে ভীষ্ম তর্পণ করিয়া (৭২ পৃঃ দেখ) পরে পিতৃতর্পণ করিবে।

যমতর্পণ সমাপ্ত।

পিতৃ-তর্পণ।

কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ পিতৃন্ আবাহয়িষ্যে" এই বলিয়া পরে "ওঁ আবাহয়" বলিবে। তৎপর "ওঁ উশন্তস্ত্বা নিধীমহ্যুশন্তঃ সমিধীমহি উশন্নুশত আবহ পিতন্ হবিষেহত্তবে॥ ওঁ আয়ান্তু নঃ পিতরঃ সৌম্যাসোহগ্নিষাত্তাঃ পথিভির্দ্দেবযানৈঃ। অস্মিন্ যজ্ঞে স্বধয়া মদন্তোহধিব্রুবন্তু তে অবন্ত্বস্মান্॥" এই দুইটী মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে জল লইয়া—"ওঁ আগচ্ছন্তু মে পিতর ইমং গৃহ্ণন্ত্বপোহঞ্জলিং।" এই মন্ত্রে একবার দিতে হইবে। অনন্তর "ওঁ উর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতং স্বধাস্থ তর্পয়ত মে পিতৃন্। বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্ ("শূদ্র অমুকদাস" বলিবে) এতৎ সতিলোদকং তুভ্যং স্বধা।" (শূদ্র "স্বধা" স্থলে "নমঃ" বলিবে) এইরূপ তিনবার পড়িয়া পিতৃ

(১) অস্থিপর্য্যন্ত এই রূপে থাকিয়া পিতৃতীর্থদ্বারা তর্পণ করিবে।

উদ্দেশ্যে তিন অঞ্জলি জল দিবে, এবং এইরূপে পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহকে পিতামহাদি নাম উল্লেখ করিয়া তর্পণ করিবে। পরে "ঊর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতং স্বধাস্থ তর্পয়ত মে পিতৄন্॥ অমুকগোত্রে মাতঃ অমুকদেবী (শূদ্র "অমুকদাসি" বলিবে) এতৎ সতিলোদকং (১) তুভ্যং স্বধা" এই রূপ তিনবার বলিয়া মাতৃ উদ্দেশ্যে তিন অঞ্জলি জল দিয়া সামবেদীয় তর্পণের লিখিত ব্যক্তিদিগকে (৭২ পৃঃ দেখ) এক এক অঞ্জলি জল দিয়া তর্পণ করিবে। অতঃপর ভীষ্মতর্পণ করিবে। (৭২ পৃঃ দেখ)

পরে—"ওঁ নরকেষু সমস্তেষু যাতনাসু চ যে স্থিতাঃ। তেষামাপ্যায়নায়ৈত-দ্দীয়তে সলিলং ময়া॥" এই বলিয়া তিন অঞ্জলি জল দিবে। পরে "ওঁ যেঽবান্ধবা বান্ধবাবা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ। তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ॥" এই বলিয়া তিন অঞ্জলি জল দিতে হইবে। তৎপর—"ওঁ আব্রহ্মভুবনাল্লোকা দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ। তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ। অতীতকুল-কোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং। ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ং॥" এই বলিয়া তিন অঞ্জলি এবং "আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু" এই বলিয়া তিন অঞ্জলি জল দিয়া, বস্ত্রনিষ্পীড়িত জলে তর্পণ করিবে।

বস্ত্রনিষ্পীড়িত জলে তর্পণ।

"ওঁ যে চাস্মাকং কুলে জাতা অপুত্রা গোত্রিণোমৃতাঃ। তে তৃপ্যন্তু ময়া দত্তং বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকং॥" এই বলিয়া স্নানবস্ত্র নিষ্পীড়িত করিয়া ভূমিতে একবার জল দিবে। তৎপর পিতৃ নমস্কার (৭৩ পৃঃ দেখ) করিবে।

যজুর্ব্বেদীয় তর্পণ সমাপ্ত।

ঋগ্বেদীয়-তর্পণ পদ্ধতি।

যজুর্ব্বেদী-তর্পণপদ্ধতি অনুসারে প্রথম হইতে ঋষিতর্পণ সমাপ্ত পর্য্যন্ত যাবতীয় অনুষ্ঠান করিয়া পরে প্রাচীনাবীতী ও দক্ষিণমুখ হইয়া পিতৃতীর্থদ্বারা "ওঁ অগ্নিষ্বাত্তাস্তৃপ্যন্তু" (১) "ওঁ সৌম্যাস্তৃপ্যন্তু (২) ওঁ হবিষ্মন্তস্তৃপ্যন্তু (৩), ওঁ উষ্মপাস্তৃপ্যন্তু (৪) ওঁ সুকালিনস্তৃপ্যন্তু (৫) ওঁ বর্হিষদস্তৃপ্যন্তু (৬) ওঁ

(১) যে দিন তিলতর্পণ নিষেধ (তর্পণের সাধারণ ব্যবস্থা দেখ) সেই দিনে "এতৎ সতিলোদকং" এই স্থলে "এতদুদকং" বলিবে।

আজ্যপাস্তৃপ্যন্তু (৭) এই সাতটী নামের প্রত্যেকটী তিনবার বলিয়া তিনবার জল দিবে। তৎপরে যজুর্ব্বেদীয় নিয়মে যমতর্পণ (৭৪ পৃঃ দেখ) করিবে। অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া "আগচ্ছন্তু মে পিতর ইমং গৃহ্ণন্তুপোহঞ্জলিং"। এই বলিয়া পিতৃগণের আবাহন ও জলাঞ্জলি গ্রহণের প্রার্থনা করিয়া প্রাচীনাবীতী ও দক্ষিণমুখ হইয়া পিতৃতীর্থদ্বারা "অমুকগোত্রং পিতরং অমুকদেবশর্ম্মাণং তর্পয়ামি এতৎ সতিলোদকং (ক) তস্মৈ স্বধা নমঃ" এই বলিয়া পিতৃ উদ্দেশ্যে সতিল তিন অঞ্জলি জল দিবে এবং "অমুকগোত্রাং মাতরং অমুকীদেবীং তর্পয়ামি এতৎ সতিলোদকং তস্যৈ স্বধা নমঃ" এই বলিয়া মাতৃ উদ্দেশ্যে সতিল তিন অঞ্জলি জল দিতে হইবে। পরে এইরূপ বাক্য করিয়া অন্যান্যের তর্পণ করিবে। কোন্ কোন্ ব্যক্তির তর্পণ করিতে হইবে, কতবার কাহাকে জল দিতে হইবে, তাহা সামবেদীয় ৭২ পৃষ্ঠার "পিতৃতর্পণে" দেখ।

এইরূপে পিতৃতর্পণ করিয়া "আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু" এই বলিয়া তিন অঞ্জলি জল দিয়া পরে "ওঁ আব্রহ্মভুবনাল্লোকাদেবর্ষিপিতৃমানবাঃ। তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ। অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপ-নিবাসিনাং। ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ং"। এই মন্ত্র পড়িয়া এক অঞ্জলি জল দিয়া "ওঁ যেঽবান্ধবাবান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ। তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ॥" এই বলিয়া এক অঞ্জলি জল দিবে। অতঃপর "বস্ত্র নিষ্পীড়িত জলে তর্পণ" (৭৫ পৃঃ দেখ) হইতে আরম্ভ করিয়া তর্পণ সমাপ্তি পর্য্যন্ত যজুর্ব্বেদীর ন্যায় করিবে।

ইতি ঋগ্বেদী তর্পণ সমাপ্ত।

পঞ্চযজ্ঞ।

ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ ভূতযজ্ঞ, এবং নৃযজ্ঞ, এই পাঁচটীকে পঞ্চযজ্ঞ বলে। বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, নিত্যশ্রাদ্ধ ও তর্পণাদির নাম পিতৃযজ্ঞ, দেবতাপূজা ও হোমের নাম দেবযজ্ঞ, পিতৃগণ ও ইতরপ্রাণীদিগকে মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অন্নদানের নাম ভূতযজ্ঞ এবং অতিথিপূজার নাম নৃযজ্ঞ।

(ক) গঙ্গার জলে তর্পণ করিলে "সতিলগঙ্গোদকং" বলিবে। তিলতর্পণের নিষেধ দিনে (তর্পণের সামান্য বিধি দেখ) "এতদুদকং" বলিবে।

এই পঞ্চযজ্ঞ গৃহীর নিত্য কর্ত্তব্য (১)। ইহা না করিলে পাপভাগী হইতে হয়। এই পঞ্চযজ্ঞের মধ্যে পিতৃযজ্ঞ (তর্পণ) বলা হইয়াছে। এখন প্রথমত ব্রহ্মযজ্ঞ বলা হইতেছে। অপর তিনটী অতঃপর যথাসময়ে বলা হইবে।

ব্রহ্মযজ্ঞ।

হস্ত পদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক পূর্ব্বাগ্র-কুশোপরি পূর্ব্বাস্য হইয়া পদ্মাসন (৩৬ পৃঃ দেখ) করতঃ উপবেশন করিয়া বামহস্তে কুশ ধারণ পূর্ব্বক তাহার উপরে দক্ষিণহস্ত অধোমুখ ভাবে স্থাপন করতঃ প্রথমে গায়ত্রী পাঠ করিবেন।

গায়ত্রী-পাঠের ক্রম।

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং। ভর্গোদেবস্য ধীমহি। ওঁ ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি। ওঁ ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ।

এইরূপে গায়ত্রী পাঠ করিয়া ঋষ্যাদি সহ ব্রহ্মযজ্ঞের ৪ টী মন্ত্র (২) পাঠ করিবেন। ১ম মন্ত্রের ঋষ্যাদি যথা,—"মধুচ্ছন্দঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ অগ্নির্দ্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ।

১ম মন্ত্র যথা,—"অগ্নিমীলে (অগ্নিমীড়ে) পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং। হোতারং রত্নধাতমম্॥ ১॥

২য় মন্ত্রের ঋষ্যাদি যথা,—"যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিরুষ্ণিক্ ছন্দোবায়ুর্দ্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞ-জপে বিনিয়োগঃ।

২য় মন্ত্র যথা,—"ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বা বায়বঃ স্থ দেবোবঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে॥ ২॥

---

(১) শূদ্রেরও পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠানের মন্ত্র পাঠ করা নিষিদ্ধ। মন্ত্রগুলি ব্রাহ্মণদ্বারা পাঠ করাইয়া নিজে "নমোনমঃ বলিয়া কার্য্যগুলি করিবেন। ব্রাহ্মণের অভাব হইলে কেবল নমঃ নমঃ বলিয়া পঞ্চযজ্ঞীয় ক্রিয়াগুলি করিবেন।

(২) যথা শক্তি চতুর্ব্বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং ইতিহাসাদি পাঠের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, তাহা সম্ভব হইয়া উঠে না বলিয়া চারিবেদের চারিটী আদ্য মন্ত্র পঠিত হইয়া থাকে। ইহাও শাস্ত্রানুমোদিত। অশক্ত ব্যক্তির পক্ষে চতুর্ব্বেদাদি মন্ত্র চতুষ্টয়-পাঠ ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।

৩য় মন্ত্রের ঋষ্যাদি যথা,—"গোতম ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞ-জপে বিনিয়োগঃ।

৩য় মন্ত্র যথা,—অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানোহব্যদাতয়ে নিহোতা সৎসি বর্হিষি ॥ ৩ ॥

৪র্থ মন্ত্রের ঋষ্যাদি যথা,—"পিপ্পলাদ ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোবরুণোদেবতা ব্রহ্ম-যজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ।

৪র্থ মন্ত্র যথা,—শন্নোদেবীরভিষ্টয়ে আপোভবন্তু পীতয়ে সংযোরভিস্রবন্তু নঃ।

(সামবেদীরা "আপোভবন্তু" স্থলে "শন্নোভবন্তু" পাঠ করিবেন।)

এই প্রকারে সামবেদী ও ঋগ্বেদিগণ ব্রহ্মযজ্ঞ করিবেন, কিন্তু যজুর্ব্বেদীরা উপরোক্ত ঋষ্যাদি বলিবেন না। তাঁহারা নিম্নলিখিত ঋষ্যাদি স্মরণ করিয়া উপরোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবেন। ১ম মন্ত্রের ঋষ্যাদি যথা,—"ঋগ্বেদাদিসর্ব্বস্ত মধুচ্ছন্দ ঋষি রগ্নির্দ্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ স্বাধ্যায়ে বিনিয়োগঃ।

২য় মন্ত্রের ঋষ্যাদি,—"যজুর্ব্বেদাদিমন্ত্রস্ত পরমেষ্ঠী ঋষিঃ শাখাবৎসগাবো-দেবতা শাখাচ্ছেদনসময়বৎসোপস্পর্শনে বিনিয়োগঃ।

৩য় মন্ত্রের ঋষ্যাদি যথা,—সামবেদাদিমন্ত্রস্ত গোতম ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নি-র্দ্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ।

৪র্থ মন্ত্রের ঋষ্যাদি যথা,—"অথর্ব্ববেদাদিমন্ত্রস্ত দধ্যঙ্ঙাথর্ব্বণ ঋষিরাপো-দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শান্তিকরণে বিনিয়োগঃ।

এই প্রকারে ব্রহ্মযজ্ঞ সমাপন করিয়া সকল বর্ণই তান্ত্রিক সন্ধ্যা করিবেন। (১) এই সন্ধ্যাও তিন বেলায় করিতে হয়। সন্ধ্যার কাল অতীত হইলে আচমন করিয়া ইষ্টদেবতার গায়ত্রী দশবার জপ করিয়া পরে সন্ধ্যানুষ্ঠান করিবেন।

তান্ত্রিক-সন্ধ্যা।

"ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা" এই বলিয়া তিনবার জলপান করিয়া আচমন প্রণালী অনুসারে আচমন (১ পৃঃ

(১) শূদ্র ও স্ত্রীলোক প্রাতঃস্নানের পর তান্ত্রিক সন্ধ্যা, তৎপর তর্পণ করিবেন। অনেক স্থানে তর্পণের পরে তান্ত্রিক সন্ধ্যা করার ব্যবহার আছে। তর্পণের অনধিকারী ব্যক্তিও এই নিয়মে করিবেন।

দেখ) করিবে। (১) পরে অঙ্কুশ মুদ্রার (৩৮ পৃঃ মুদ্রাপ্রকরণ দেখ) দ্বারা গঙ্গে চ যমুনে চৈব ইত্যাদি মন্ত্রে জলে তীর্থাবাহন করিবে। তৎপর প্রত্যেকবার মূল মন্ত্র পড়িয়া তত্ত্ব মুদ্রার (২) দ্বারা কোশা হইতে জল উঠাইয়া প্রথমে মৃত্তিকায় তিনবার পরে মস্তকে সাতবার বিন্দু বিন্দু করিয়া দিবে। তৎপর মূলমন্ত্র দ্বারা অঙ্গন্যাস (১৬ পৃঃ দেখ) করিবে। (৩) অনন্তর বামহস্ত তলে কিঞ্চিৎ জল লইয়া দক্ষিণহস্ত দ্বারা আচ্ছাদন করতঃ "হং যং বং লং রং" এই মন্ত্র জলের উপর তিনবার জপ করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক বাম-হস্তের ছিদ্র দিয়া গলিত জল হইতে তত্ত্বমুদ্রার দ্বারা সাতবার বিন্দু বিন্দু মস্তকে দিবে, বামহস্তস্থ শেষ জল দক্ষিণহস্তে আনিয়া ঐ জলকে তেজোময় চিন্তা করতঃ বামনাসিকার দ্বারা আকর্ষণ করতঃ "দেহাস্তস্থ পাপ ঐ জলে সম্মিশ্রিত হইয়াছে, এবং পাপ সংস্পর্শে ঐ জল কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে" এই প্রকার চিন্তা করিয়া দক্ষিণনাসিকাদ্বারা সেই জল বাহির করিয়া "ফট্" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক পাপমিশ্রিত ঐ জল বামহস্ততলে নিক্ষেপ করিবে। (ইহার নাম অঘমর্ষণ)। পরে হস্ত প্রক্ষালন ও একবার আচমন করিয়া "হ্রীং হং সঃ ইদমর্ঘ্যং সূর্য্যায় স্বাহা" (৪) এই বলিয়া সূর্য্য উদ্দেশে এক অঞ্জলি জল দিবে। পরে "ওঁ সূর্য্যমণ্ডলস্থায়ৈ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ" এই বলিয়া অথবা দেবতার গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক তিনবার ইষ্টদেবতাকে অর্ঘ্য অর্থাৎ তিন অঞ্জলি জল দিবে। (৫) অনন্তর তিন বেলায় গায়ত্রীর তিন প্রকার ধ্যান করিয়া যিনি যে দেবতার উপাসক, তিনি সেই দেবতার গায়ত্রী ১০ বার অথবা ১০৮ বার জপ করিবেন। দেবতার গায়ত্রী গায়ত্রীপ্রকরণে দেখ।

(১) "ওঁ আত্মতত্ত্বায়" ইত্যাদি বলিয়া শাক্তগণ আচমন করিবেন, বৈষ্ণবাদিরা মন্ত্র ব্যতীত দুইবার আচমন (১ পৃ দেখ) করিবেন।

(২) তত্ত্বমুদ্রা,—দক্ষিণহস্ত অধোমুখ করিয়া মধ্যমা ও অনামিকার অগ্রভাগে অঙ্গুষ্ঠ যোগ করিবে, ইহার নাম তত্ত্বমুদ্রা।

(৩) এখানে অঙ্গন্যাসের বাক্য মূল দেবতাভেদে ভিন্ন ভিন্ন, সুতরাং গুরুর নিকট শুনিতে হইবে।

(৪) তারার উপাসকেরা 'হ্রীং হংসঃ মার্ত্তণ্ডভৈরবায় প্রকাশশক্তিসহিতায় ইদমর্ঘ্যং স্বাহা, এই বলিয়া সূর্য্যার্ঘ্য দিবে। শ্রীবিদ্যার উপাসকেরা "ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ সঃ মার্ত্তণ্ডভৈরবায় প্রকাশশক্তিসহিতায় গ্রহরাশিনক্ষত্রতিথিযোগকরণপরিবারসহিতায় ইদমর্ঘ্যং স্বাহা" এই বলিয়া সূর্য্যার্ঘ্য দিবে।

(৫) তারার উপাসকেরা তাম্রপাত্রে চন্দন, আকন্দপুষ্প ও অপরাজিতা পুষ্প লইয়া

প্রাতর্ধ্যান,—"উদ্যদাদিত্যসঙ্কাশাং পুস্তকাক্ষকরাং স্মরেৎ। কৃষ্ণাজিন-ধরাং ব্রাহ্মীং ধ্যায়েত্তারকিতেঽম্বরে"॥ মধ্যাহ্নে ধ্যান,—"শ্যামবর্ণাং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খচক্রলসৎকরাং। গদাপদ্মধরাং দেবীং সূর্য্যাসনকৃতাশ্রয়াং"॥ সায়াহ্নে ধ্যান,—"সায়াহ্নে বরদাং দেবীং গায়ত্রীং সংস্মরেৎ যতিঃ। শুক্লাং শুক্লাম্বরধরাং বৃষাসনকৃতাশ্রয়াং। ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশং শূলঞ্চ নৃকরোটিকাং। সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যস্থাং ধ্যায়ন্ দেবীং সমভ্যসেৎ॥" (ক) এইরূপে ধ্যানপূর্ব্বক ১০ বা ১০৮ বার গায়ত্রী জপ করিয়া জপ বিসর্জ্জন দিবে। (মন্ত্র ২০ পৃঃ দেখ)। পরে তান্ত্রিক তর্পণ করিবে। (খ)।

তান্ত্রিক তর্পণ।

"দেবাংস্তর্পয়ামি, ঋষীংস্তর্পয়ামি, পিতৄংস্তর্পয়ামি, (গ) গুরুং তর্পয়ামি, পরমগুরুং তর্পয়ামি, পরাপরগুরুং তর্পয়ামি, পরমেষ্ঠিগুরুং তর্পয়ামি" এই বলিয়া প্রত্যেককে জলাঞ্জলি দিবে। অনন্তর মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া

'উদ্যদাদিত্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিন্যৈ নিত্যচৈতন্যোদিতায়ৈ শ্রীমদেকজটায়ৈ স্বাহা' এই বলিয়া তারার অর্ঘ্য দিবে। কালীর উপাসকেরা ও এইরূপ ভাবে কালিকাকে দিবে কিন্তু "শ্রীমদেক-জটায়ৈ" এই স্থলে "শ্রীমৎকালিকায়ৈ" বলিবে।

(ক) ত্রিপুরাসুন্দরীর উপাসকেরা নিম্নলিখিত রূপে তিন বেলায় গায়ত্রীর তিনরূপ ধ্যান করিবেন। প্রাতঃকালে যথা,—প্রাতরাধারকমলে হুতভুঙ্মণ্ডলোপরি। বাগ্বীজরূপাং বিদ্যায়াং বিদ্যুদ্রুৎপলভাস্বরাং। পুষ্পবাণেক্ষুকোদণ্ডপাশাঙ্কুশলসৎকরাং স্বেচ্ছাগৃহীতবপুষীং গুরুবিদ্যা-ক্ষরাত্মিকাং ॥ ১ ॥ মধ্যাহ্নধ্যান,—"মধ্যাহ্নে হৃদয়াম্ভোজকর্ণিকে সূর্য্যমণ্ডলে। কামবীজাত্মিকাং দেবীমলক্তকরসারুণাং। প্রসূনবাণপুণ্ড্রেক্ষুচাপপাশাঙ্কুশান্বিতাং। পরিতঃ স্বাত্মমুখ্যাভিঃ ষট্-ত্রিংশত্তত্ত্বশক্তিভিঃ ॥ ২ ॥ সায়াহ্নে ধ্যান,—সায়মাজ্ঞাসরোজস্থে চন্দ্রে চন্দ্রসমদ্যুতিং। শক্তিবীজাত্মিকাং চাপবাণপাশাঙ্কুশান্বিতাং। যুগনিত্যাক্ষরাকারাং ঋটিকাবরণান্বিতাং। চিন্তয়িত্বা ভগবতীং নিত্যাভিঃ পরিবারিতাং ॥ ৩ ॥

(খ) দীক্ষিত সকল ব্যক্তিই তিন বেলায় এই তান্ত্রিক তর্পণ করিবেন। বৈদিক তর্পণের ন্যায় ইহাতে কোন অধিকারাদির বিচার নাই।

(গ) বৈষ্ণবগণ পিতৃতর্পণের পরে "নারদং তর্পয়ামি, জিষ্ণুং তর্পয়ামি, নিশঠং তর্পয়ামি, উদ্ধবং তর্পয়ামি, দারুকং তর্পয়ামি, বিশ্বক্সেনং তর্পয়ামি, শৈনেয়ং তর্পয়ামি এই বলিয়া প্রত্যেককে তিন তিন অঞ্জলি জল দিয়া গুরু হইতে পরমেষ্ঠী গুরুর প্রত্যেককে তিন তিন অঞ্জলি জল দিবে।

"অমুকদেবীং তর্পয়ামি স্বাহা" (১) এইরূপ তিনবার বলিয়া ইষ্টদেবতা উদ্দেশ্যে তিন অঞ্জলি জল দিবে। (২) পরে মূলমন্ত্র ১০ বা ১০৮ বার জপ (জপপ্রণালী দেখ) করিয়া জপ বিসর্জ্জন (২০ পৃঃ দেখ) দিয়া ইষ্টদেবতার প্রণাম মন্ত্র পড়িয়া (৩১ পৃঃ দেখ) প্রণাম করিবে। (৩)

মালা-সংস্কার।

রুদ্রাক্ষমালা একমুখ হইতে চতুর্দ্দশমুখ পর্য্যন্ত আছে। ইহার সংস্কারমন্ত্র এক প্রকার কিন্তু ধারণের মন্ত্র মুখভেদে ভিন্ন ভিন্ন। নিশ্ছিদ্র ও অক্ষত রুদ্রাক্ষ গুলি সুন্দর রূপে গ্রথিত করিবে। কণ্ঠে ৩২, মস্তকে, ২২, দক্ষিণকর্ণে ৬, বামকর্ণে ৬, করদ্বয়ে ১২টী করিয়া, বাহুদ্বয়ে ১৬টী করিয়া, শিখায় ১, এবং বক্ষস্থলে ১০৮ টী রুদ্রাক্ষ ধারণ করিবে।

ধারণের পূর্ব্বে প্রথমতঃ পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃত দ্বারা রুদ্রাক্ষগুলি ধৌত করিয়া নিম্ন লিখিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক মালা সংস্কার করিবে। যথা,—

"ওঁ নমঃ শিবায়।" এবং "ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং। উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষী [illegible]

পরে শোধিত রুদ্রাক্ষ ধারণ [illegible] যথা,—

ওঁ ঐং (১) ওঁ শ্রীং (২) [illegible] (৩) ওঁ হ্রীং হুঃ (৪) ওঁ দ্রীং (৫) ওঁ ঐং হ্রীং (৬) ওঁ হ্রীং (অবিধি ক্রং রং (৮) ওঁ হ্রাং (৯) ওঁ হ্রীং (১০) ওঁ শ্রীং (১১) ওঁ হাং হ্রীং (১২) ওঁ ক্ষৌং নমঃ (১৩) ওঁ তমাং (১৪)। এই ১৪ টী মন্ত্র লিখিত হইল। রুদ্রাক্ষের মুখানুসারে যথোপযুক্ত মন্ত্র পড়িয়া মালা ধারণ করিবে।

তুলসীমালা,—পঞ্চগব্যদ্বারা মালা ধৌত করিয়া তদুপরি গায়ত্রী ও মূল মন্ত্র প্রত্যেকে আটবার জপ করিয়া ঐ মালা বিষ্ণুকে নিবেদন করত মালায় বিষ্ণুতেজ আসিয়াছে, এই প্রকার চিন্তা করত মালা ধারণ করিবে।

---

(১) বৈষ্ণবগণ প্রথম মূল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া "অমুকদেবং তর্পয়ামি নমঃ" এইরূপ বলিবেন। শৈব প্রভৃতি মূল উচ্চারণ করিয়া "অমুকদেবং তর্পয়ামি" এই বলিয়া তর্পণ করিবেন। শাক্তগণের বিষয় মূলেই লিখিত হইল।

(২) সমর্থ হইলে ইষ্টদেবের তর্পণের পর তদীয় আবরণ দেবতাদিগকে তর্পণ করিবে। আবরণ দেবতা গুরুর নিকট শুনিবেন।

(৩) মৎপ্রণীত আর্য্যজীবন গ্রন্থে হিন্দুর যাবতীয় দৈনন্দিন ক্রিয়া বিশদরূপে লিখিত হইয়াছে।

তৈলাভ্যঙ্গ-প্রণালী।

প্রথমে উপবেশন করিয়া "ওঁ অশ্বত্থাম্নে নমঃ"—এই বলিয়া দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলি দ্বারা তিন বার তিনবিন্দু তৈল মৃত্তিকাতে নিক্ষেপ করিয়া পরে অঙ্গাদিতে মাখিবে।

মস্তকে তৈল মাখিয়া অবশিষ্ট তৈল দ্বারা দেহের অন্যান্য স্থান লেপন করিবে না। অধোভাগ হইতে উপরের দিকে তৈল মাখিতে হয়।

যে সময়ে তৈল মাখিবার নিষেধ আছে, সে সময়ে তিল তৈলই মাখিবে না।

তৈলাভ্যঙ্গনিষেধে তু তিলতৈলং নিষিধ্যতে।
ঘৃতঞ্চ সার্ষপং তৈলং যত্তৈলং পুষ্পবাসিতম্॥

তেল গ্রহণ নিষেধ থাকিলে কেবল তিলতৈলই বুঝিতে হইবে। ঘৃত, সর্ষপ তৈল এবং পুষ্পবাসিত তৈল ব্যবহারে কোন দোষ নাই।

প্রাতঃস্নানে ব্রতে শ্রাদ্ধে দ্বাদশ্যাং গ্রহণে তথা।
মদ্যলেপসমং তৈলং তস্মা[illegible]ৎ॥

প্রাতঃস্নান, ব্রতদিন, শ্রাদ্ধদিন[illegible] দিবে। [illegible] চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণে তৈল মর্দ্দন করিলে, তাহা মদ্যলেপন তু[illegible]রি[illegible]তায়ে [illegible] হেতু তৈল বর্জ্জন করিবে।

স্নান[illegible]

অস্নাত্বা নাচরেৎ কর্ম্ম-জপহোমাদি কিঞ্চন। লালাস্বেদসমাকীর্ণঃ শয়নাদুত্থিতঃ পুমান্॥ অত্যন্তমলিনঃ কায়ো নবচ্ছিদ্রসমন্বিতঃ। স্রবত্যেব দিবারাত্রৌ প্রাতঃস্নানং বিশোধয়েৎ॥

স্নান না করিয়া জপ-পূজা ও হোমাদি কোন কর্ম্মই করিবে না। লালা-ধর্ম্ম-সমাকীর্ণ মলিন শরীরের নবচ্ছিদ্রপথে কোন না কোন প্রকারে দেহস্থ যাবতীয় মল ক্ষরিত হয়, অতএব পুরুষ শয্যা হইতে উঠিয়া প্রাতঃস্নান করিয়া দেহ শোধন করিবে।

প্রাতঃস্নান।

অরুণোদয়-কালে অর্থাৎ যখন পূর্ব্বদিক্ রক্তাভ হইয়া উঠে, তখনই প্রাতঃস্নানের মুখ্যকাল। শাস্ত্রে সাত প্রকার স্নান নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা,—মান্ত্র, ভৌম, আগ্নেয় বায়ব্য, দিব্য, মানস এবং বারুণ। * "শন্ন আপ"

* মান্ত্রং ভৌমং তথাগ্নেয়ং বায়ব্যং দিব্যমেব চ। বারুণং মানসঞ্চৈব সপ্ত স্নানং প্রকীর্ত্তিতম্॥

ইত্যাদি মন্ত্র (বৈদিকসন্ধ্যা দেখ) পাঠপূর্ব্বক মার্জ্জনের নাম মন্ত্রস্নান, ইহা বেদাধিকারীর পক্ষে নির্দ্দিষ্ট। গঙ্গামৃত্তিকা দ্বারা তিলক ধারণ করার নাম ভৌমস্নান, গাত্রে ভস্ম লেপনের নাম আগ্নেয়, গোক্ষুর-সমুত্থিত ধূলি স্পর্শের নাম বায়ব্য, রৌদ্র থাকিতে থাকিতে যে বৃষ্টিপাত হয়, সেই বৃষ্টিজল গাত্রে ধারণ করার নাম দিব্য, বিষ্ণুস্মরণ অর্থাৎ বিষ্ণুর চরণনিঃসৃত গঙ্গাজলে স্নান করিতেছি, এইরূপ চিন্তা করার ন্যায় মানস এবং জলে অবগাহন পূর্ব্বক স্নান করার নাম বারুণ স্নান। এই বারুণই মুখ্যস্নান। যদি সম্পূর্ণরূপে অবগাহন করিয়া স্নান করিতে অশক্ত হয়, তবে গলদেশ পর্য্যন্ত ধৌত অথবা আর্দ্র বস্ত্রের দ্বারা গাত্র মার্জ্জন করিবে। অবগাহন-স্নানের বিস্তৃত প্রণালী নিম্নে লিখিতেছি।—

অবগাহন-স্নানবিধি।

স্রোতোজলে স্রোতোঽভিমুখে এবং স্রোতোহীন জলে সূর্য্যাভিমুখে নাভিজলে দাঁড়াইয়া মুখ, নাসিকা, চক্ষু ও কর্ণ হস্তদ্বয় দ্বারা আবৃত করিয়া একবার ডুব দিবে, পরে নিম্ন লিখিত মন্ত্রাদি পাঠ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার ডুব দিবে। জলাশয় অন্যের কৃত হইলে, "উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ পঙ্ক ত্বং ত্যজ পুণ্যং পরস্য চ। পাপানি বিলয়ং যান্তু শান্তিং দেহি সদা মম॥" এই মন্ত্রটি একবার পাঠ করিয়া জলাশয় হইতে তিন বা পাঁচ দলা মৃত্তিকা তীরে ফেলিয়া দিয়া স্নান করিবে।

স্নানের মন্ত্রাদি যথা,—প্রথমে আচমন করতঃ কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়াগঙ্গাপ্রভাসপুষ্করাণি চ। তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি স্নানকালে ভবন্ত্বিহ॥" এই মন্ত্রটি পাঠ করিয়া দক্ষিণহস্তে একটু জল লইয়া "বিষ্ণুরোম্ তৎ সদদ্য (স্ত্রী ও শূদ্র "বিষ্ণুর্নমোঽদ্য" বলিবে) অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক-গোত্রঃ (স্ত্রী "অমুকগোত্রা" বলিবে) শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা (শূদ্র "অমুক দাসঃ" শূদ্রা "অমুকী দাসী" ব্রাহ্মণ-স্ত্রী "অমুকী দেবী" বলিবে) বিষ্ণুপ্রীতিকামঃ (স্ত্রীলোক "কামা" বলিবে) অস্মিন্ জলে (১) স্নানমহং করিষ্যে" এইরূপ

(১) দীক্ষিত লোক বিষ্ণু প্রীতিকামনা করিয়া স্নান করতঃ পুনর্ব্বার নিজ ইষ্টদেবের প্রীতিকামনা করিয়া স্নান করিবে। যেমন "কালীপ্রীতিকামঃ ইত্যাদি। যদি গঙ্গায় স্নান করে, তবে "অস্মিন্ জলে" এই স্থানে "অস্যাং গঙ্গায়াং" বলিবে। অন্য তীর্থ হইলে তত্তৎ নাম উল্লেখ করিবে।

সঙ্কল্প করিয়া (ক) সম্মুখে চতুর্দ্দিকে একএক হস্ত করিয়া চার হস্ত মাপিয়া একটি চতুষ্কোণ স্থান করিবে। পরে অঙ্কুশ মুদ্রা করিয়া। তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা ঐ চতুষ্কোণ স্থানের জল আলোড়ন করতঃ নিম্ন লিখিত মন্ত্রে সমস্ত তীর্থের আবাহন করিয়া ঐ স্থানে আগমন চিন্তা করিবে।

তীর্থাবাহন মন্ত্র.—"ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥" এই বলিয়া তীর্থাবাহন করিয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা,—

"ওঁ বিষ্ণুপাদপ্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুপূজিতা। পাহি নস্তেনসস্তস্মাদাজন্ম-মরণান্তিকাৎ। তিস্রঃ কোট্যর্দ্ধকোটী চ তীর্থানাং বায়ুরব্রবীৎ। দিবি ভুব্যন্তরীক্ষে চ তানি তে সন্ত জাহ্নবি। নন্দিনীত্যেব তে নাম দেবেষু নলিনীতি চ। বৃন্দা পৃথ্বী চ সুভগা বিশ্বকায়া শিবামৃতা। বিদ্যাধরী সুপ্রসন্না তথা লোকপ্রসাধিনী। ক্ষমা চ জাহ্নবী চৈব শান্তা শান্তিপ্রদায়িনী। এতানি পুণ্যনামানি স্নানকালে চ যঃ পঠেৎ। ভবেৎ সন্নিহিতা তত্র গঙ্গা ত্রিপথগামিনী। ভাগীরথী ভোগবতী জাহ্নবী ত্রিদশেশ্বরী। ত্বয়ি স্নানং করোম্যন্ত পাপং মে হর জাহ্নবি॥"

এই রূপে প্রার্থনা করিয়া "ওঁ নমোনারায়ণায় নমঃ" এই বলিয়া দুই হস্তের অগ্রভাগ সংযুক্ত করতঃ তদ্দ্বারা মস্তকে তিন বার জল সেক করিয়া নিম্ন মন্ত্রে সমস্ত গাত্রে মৃত্তিকা (খ.) লেপন করিবে।

মন্ত্র যথা,—"ওঁ অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে। মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতং। উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেণ শতবাহুনা। আরুহ্য মম গাত্রাণি সর্ব্বং পাপং প্রমোচয়"॥ এই মন্ত্র পাঠ সমাপ্ত করিয়া স্নান করিবে।

গঙ্গাপ্রভৃতি তীর্থ এবং কোন যোগবিশেষে যে প্রণালী অনুসারে স্নান করিতে হয়, তাহা ক্রমশঃ লিখিত হইতেছে। গঙ্গাদি তীর্থ এবং কোন যোগ বিশেষে স্নান করিলে, প্রথমে পূর্ব্ব লিখিত অবগাহন-

(ক) স্ত্রী ও শূদ্র স্নানের সংকল্প ব্যতীত অন্য কোন মন্ত্র স্বয়ং পাঠ করিবে না, ব্রাহ্মণের দ্বারা পাঠ করাইয়া পাঠ সমাপ্তি পর্য্যন্ত নিজে "নমো নমঃ" বলিবে।

(খ) বল্মীক বা ইন্দুর কর্ত্তৃক উৎখাত, জলমধ্যস্থ, শ্মশানস্থ, বৃক্ষতলস্থ, মদ্যগৃহ-স্থিত এবং অন্যের স্নানাবশিষ্ট মৃত্তিকা লেপন করিবে না।

স্নানবিধির কর্ত্তব্য সমস্ত টুকু অনুষ্ঠান করিয়া নিম্ন লিখিত বিশেষ বিশেষ মন্ত্র ও প্রণালীর অনুসরণ করিতে হইবে, ইহা যেন সর্ব্বত্রই মনে থাকে।

গঙ্গাস্নান। (১)

গঙ্গাতীরে গমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া "গঙ্গে দেবি জগন্মাতঃ পাদাভ্যাং সলিলং তব। স্পৃশামীত্যপরাধং মে প্রসন্না ক্ষন্তুমর্হসি॥ স্বর্গারোহণসোপানং ত্বদীয়মুদকং শুভে। অতঃ স্পৃশামি পাদাভ্যাং গঙ্গে দেবি নমোঽস্তু তে॥" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া (স্ত্রী ও শূদ্র এই মন্ত্র পাঠ করিবে) নিজের পাদ স্পর্শ জনিত অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া স্নানবিধি অনুসারে স্নানাঙ্গ অন্য সমস্ত মন্ত্রাদি পাঠ করতঃ নিম্ন লিখিত বিশেষ বিশেষ মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করিবে। "ওঁ বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতে গঙ্গে ত্রিপথগামিনি। ধর্ম্মদ্রবীতি বিখ্যাতে পাপং মে হর জাহ্নবি॥ শ্রদ্ধয়া ভক্তিসম্পন্নে শ্রীমাতর্দ্দেবি জাহ্নবি। অমৃতেনাম্বুনা দেবি ভাগীরথি পুনীহি মাং॥" এই বলিয়া স্নান করতঃ "ওঁ সদ্যঃ পাতকসংহন্ত্রী সদ্যোদুঃখবিনাশিনী। সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ"॥ এই মন্ত্র পড়িয়া গঙ্গাকে প্রণাম করিবে। (এই প্রণাম মন্ত্র স্ত্রী ও শূদ্র পাঠ করিতে পারিবেন)। এই রূপে স্নান করিয়া স্তব পাঠ করিবে।

মাঘমাসীয়-প্রাতঃস্নান।

স্নানবিধি অনুসারে যাবতীয় মন্ত্রাদি পাঠ করিয়া পরে,—"ওঁ মাঘমাসমিমং পুণ্যং স্নাম্যহং দেব মাধব। তীর্থস্যাস্য জলে নিত্যং প্রসীদ ভগবন্ হরে॥ দুঃখদারিদ্রনাশায় শ্রীবিষ্ণোস্তোষণায় চ। প্রাতঃস্নানং করোম্যদ্য মাঘে পাপবিনাশনং॥ মকরস্থে রবৌ মাঘে গোবিন্দাচ্যুত মাধব। স্নানেনানেন মে দেব যথোক্তফলদোভব॥ ওঁ দিবাকর জগন্নাথ প্রভাকর নমোঽস্তু তে। পরিপূর্ণং কুরুষেদং মাঘস্নানং মহাব্রতং॥" এই সমস্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক স্নান করিবে।

---

(১) শৌচ, আহারান্তে মুখ প্রক্ষালন, নির্ম্মাল্য ক্ষেপণ, কেশাদি দৈহিক মলত্যাগ, জলক্রীড়া, প্রতিগ্রহ, অন্যতীর্থ প্রশংসা, বস্ত্রত্যাগ, বস্ত্র দ্বারা জলোপরি আঘাত এবং ইতস্ততঃ অনর্থক-দর্শন, এই সকল কার্য্য গঙ্গাদি তীর্থে করিতে নাই।

কার্ত্তিকমাসীয়-প্রাতঃস্নান-মন্ত্র।

স্নানবিধি অনুসারে যাবতীয় মন্ত্রাদি পাঠ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ-করিয়া স্নান করিবে।

মন্ত্র যথা,—"ওঁ কার্ত্তিকেঽহং করিষ্যামি প্রাতঃস্নানং জনার্দ্দন। প্রীত্যর্থং তব দেবেশ দামোদর ময়া সহ॥

মাকরী-সপ্তমী-স্নান।

সঙ্কল্প যথা,—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য মাঘে মাসি শুক্লে পক্ষে মাকরীসপ্তম্যাং তিথৌ অরুণোদয়বেলায়াং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা বহুশতসূর্য্যগ্রহণ-কালীন-গঙ্গাস্নানজন্যফলসমফলপ্রাপ্তিকামঃ অস্মিন্ জলে স্নানমহং করিষ্যে" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া সাতটী আকনপাতা ও সাতটী কুলপাতা মস্তকে রাখিয়া নিম্ন [illegible] পাপং [illegible]াবত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক স্নান করিবে।

মন্ত্র যথা,—"ওঁ যদ্‌যৎ জন্মকৃতং পাপং ময়া সপ্তসু জন্মসু। তন্মে রোকঞ্চ শোকঞ্চ মাকরী হন্তু সপ্তমী॥"

অনন্তর সাতটী আকনপাতা, কুলপাতা, সাতটী কুল, দূর্ব্বা, রক্তজবা এবং আতপ তণ্ডুল একত্র করিয়া তাম্রপাত্রে একটী অর্ঘ্য সাজাইয়া,—

"ওঁ নমোবিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে। জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে ইদমর্ঘ্যং (সামবেদীয়েরা এইরূপ বলিবেন। যজুর্ব্বেদীয় প্রভৃতির এষোঽর্ঘঃ বলিতে হইবে।) শ্রীসূর্য্যায় নমঃ"॥ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সূর্য্যোদ্দেশে ঐ অর্ঘ্য প্রদান করিবে এবং "ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরং"॥ এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সূর্য্যদেবকে নমস্কার পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্ন মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিবে।

মন্ত্র যথা,—"ওঁ জননী সর্ব্বভূতানাং সপ্তমি সপ্তসপ্তিকে। সপ্তব্যাহৃতিকে দেবি নমস্তে রবিমণ্ডলে॥ ওঁ সপ্তসপ্তিবহ প্রীত সপ্তলোকপ্রদীপন। সপ্তম্যাং হি নমস্তভ্যং নমোঽনন্তায় বেধসে॥"

গ্রহণ-স্নান। (১)

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ রাহুগ্রস্তনিশাকরে (সূর্য্যগ্রহণ হইলে, "রাহুগ্রস্তদিবাকরে" বলিবে) অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা গঙ্গাস্নানজন্যফলসমফল-প্রাপ্তিকামঃ (২) অস্মিন্ জলে স্নানমহং করিষ্যে" এইপ্রকার সঙ্কল্প করিয়া স্নানবিধি অনুসারে স্নান করিবে। পরে গ্রহণ মুক্ত হইলে, অমন্ত্রক আর একবার স্নান করিয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক নিম্নের মন্ত্রটী পাঠ করিবে।

"ওঁ উত্তিষ্ঠ গম্যতাং রাহো ত্যজ্যতাং চন্দ্রসঙ্গমঃ।
কর্ম্মচাণ্ডালযোগোঽয়ং কুরু পাপক্ষয়ং মম॥"

সূর্য্যগ্রহণ হইলে উক্ত মন্ত্রের "চন্দ্রসঙ্গম" স্থলে "সূর্য্যসঙ্গম" বলিবে।

ব্রহ্মপুত্র-স্নান।

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা সর্ব্বপাপক্ষয়পূর্ব্বকসর্ব্বতীর্থস্নানজন্যফল-সমফলপ্রাপ্তিকামঃ ব্রহ্মপুত্রনদে স্নানমহং করিষ্যে।" এই প্রকার সঙ্কল্প করিয়া স্নানবিধিকথিত মন্ত্রাদি পাঠ পূর্ব্বক নিম্ন মন্ত্রটী পাঠ করিয়া স্নান করিবে।

মন্ত্র যথা,—"ওঁ ব্রহ্মপুত্র, মহাভাগ শান্তনোঃ কুলনন্দন।
অমোঘাগর্ভসম্ভূত পাপং লৌহিত্য মে হর"॥

গঙ্গাসাগর-স্নান।

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ

(১) গ্রহণ ও মুক্তিকালীন স্নান পুষ্করিণ্যাদিতেও করিবে। নিজের রাশি অনুসারে গ্রহণ দেখিতে যদি নিষেধ থাকে, তবে গ্রহণ স্নান করিবে না, কিন্তু গ্রহণ মুক্তির নির্দ্দিষ্ট সময়ে মুক্তিস্নান অবশ্য কর্ত্তব্য।

(২) চন্দ্রগ্রহণ কালে গঙ্গায় স্নান করিলে "কোটিগুণগঙ্গাস্নানজন্যফলসমফল-প্রাপ্তিকামঃ আর সূর্য্যগ্রহণ কালে "দশকোটিগুণগঙ্গাস্নানজন্যফলসমফল-প্রাপ্তিকামঃ বলিবে। সূর্য্যগ্রহণের পূর্ব্ব চারি প্রহর এবং চন্দ্রগ্রহণের পূর্ব্ব তিনপ্রহরের মধ্যে ভোজন করিবে না। গ্রস্তোদয়-চন্দ্রগ্রহণের পূর্ব্বে দিবা ভোজন করিবে না। বালক, বৃদ্ধ ও রোগী তিন মুহূর্ত্ত ত্যাগ করিয়া ভোজন করিতে পারে। গ্রস্তাস্ত-চন্দ্রগ্রহণদর্শীরা পরদিন সূর্য্যোদয় হইলে স্নান করিয়া যথা সময়ে আহার করিবে। গ্রস্তাস্ত ও গ্রস্তোদয় পঞ্জিকা দেখিয়া জানিবেন।

শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা বিষ্ণুপ্রীতিকামঃ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে স্নানমহং করিষ্যে।" এই বলিয়া সঙ্কল্প করিয়া স্নানবিধি অনুসারে স্নান করিয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক নিম্ন মন্ত্রটী পড়িবে।

মন্ত্র যথা,—"ত্বং দেব সরিতাং নাথ ত্বং দেবি সরিতাং বরে।
উভয়োঃ সঙ্গমে স্নাত্বা মুঞ্চামি দুরিতানি বৈ॥"

দশহরা-স্নান।

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য জ্যৈষ্ঠে মাসি শুক্লে পক্ষে দশম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা দশবিধপাপক্ষয়কামঃ গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে।" দশহরা দিনে যদি হস্তানক্ষত্র হয়, তবে "হস্তানক্ষত্রযুক্তদশম্যাং তিথৌ দশজন্মার্জ্জিত-দশবিধপাপ-ক্ষয়কামঃ" বলিবে। আর যদি ঐ দিন মঙ্গলবার ও হস্তানক্ষত্র হয়, তবে "কুজবারাধিকরণক-হস্তানক্ষত্রযুক্তদশম্যাং তিথৌ দশজন্মার্জ্জিত-দশবিধ-পাপক্ষয়শতগুণ-বাজিমেধাযুতজন্য-পুণ্যসম-পুণ্যপ্রাপ্তিকামঃ" বলিয়া সঙ্কল্প করতঃ নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিবে।

মন্ত্র যথা,—"ওঁ অদত্তানামুপাদানং হিংসা চৈবাবিধানতঃ। পরদারোপসেবা চ কায়িকং ত্রিবিধং স্মৃতং॥ পারুষ্যমনৃত-ঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ। অসম্বদ্ধ-প্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাৎ চতুর্ব্বিধং। পরদ্রব্যেষ্বভিধ্যানং মনসানিষ্টচিন্তনং। বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম্ম মানসং। এতানি দশ পাপানি প্রশমং যান্তু জাহ্নবি। স্নাতস্য মম তে দেবি জলে বিষ্ণুপদোদ্ভবে॥" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া গঙ্গাস্নানোক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক স্নান করিবে। পরে গঙ্গাকে প্রণাম (৩১ পৃঃ দেখ) করিবে।

বারুণী-স্নান।

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য চৈত্রে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে শতভিষানক্ষত্রযুক্ত-ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা বহু-শতসূর্য্যগ্রহণ-কালীনগঙ্গাস্নান-জন্য ফলসমফলপ্রাপ্তিকামঃ গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে" এইরূপ সঙ্কল্প করিবে। ঐ দিন শনিবার হইলে "শনিবারাধিকরণক-শতভিষানক্ষত্রযুক্ত-ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ মহাবারুণ্যাং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা বহুকোটি-সূর্য্য-গ্রহণকালীনগঙ্গাস্নান-জন্য-ফলসমফল-প্রাপ্তিকামঃ" আর যদি ঐ দিন শনিবার শতভিষা নক্ষত্র ও শুভযোগ হয়, তবে "শনিবারাধিকরণক-শুভযোগ-শতভিষানক্ষত্রযুক্ত-ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ মহামহাবারুণ্যাং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা ত্রিকোটিকুলোদ্ধরণ-

কামঃ” এইরূপ বলিবে। এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া স্নানবিধি ও গঙ্গা স্নানবিধি অনুসারে স্নান করিবে।

নন্দা (১) স্নান।

“ওঁ তৎ সদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মা সপ্তজন্মাবচ্ছিন্ন-পতিতান্নভক্ষণ পতিত সংসর্গকৃতপাপ পঞ্চমহাপাতকা-নির্ব্বচনীয়-পাপক্ষয়রজস্বলাস্পৃষ্টান্নভোজন-সততাসত্যভাষণ-স্বর্ণমণিরত্নাপহরণ-সা-মান্যসকলবস্তপহরণ-সখিবধমিত্রহিংসাদিজনিত-মহারৌরবাখ্যনবরতযমকিঙ্করতাড়-ন-নিবারণাজন্মবাল্যযৌবনবার্দ্ধক্যদশাপাপক্ষয়-ব্রহ্মলোকাধিকুরণক-পরমহংসদর্শন-পূর্ব্বক-বাসাধীতচতুর্ব্বেদব্রাহ্মণসম্প্রদানককপিলাধেনুলক্ষদানজন্য-ফল-শ্রীমন্নারায়ণদ-ক্ষিণভুজবাস-তদুত্তর মর্ত্ত্যলোকীয়-জন্মগুণাশ্রয়ত্ব-সর্ব্ব-সুখভোগ-যশঃ-প্রাপ্তি-কামঃ গঙ্গায়াং নন্দায়াং স্নানমহং করিষ্যে” এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া স্নানবিধি ও গঙ্গা স্নানবিধি অনুসারে স্নান করিবে। এই নিয়মে যথাকালে স্নান করিয়া বস্ত্র পরিধান করিবে।

তুলসী-চয়ন প্রণালী।

পূর্ণিমা, অমাবস্যা, দ্বাদশী ও সংক্রান্তিতে, তৈল মাখিয়া, অস্নাত অবস্থায়, রাত্রিতে, সন্ধ্যাদ্বয়ে, অশুচি অবস্থায়, অশৌচকালে এবং রাত্রিবাস বস্ত্রে যে ব্যক্তি তুলসী চয়ন করে, তাহার হরির শিরশ্ছেদন তুল্য পাতক জন্মে। *

পত্রাণাং চয়নে বিপ্র ভগ্নশাখা যদা ভবেৎ।
তদা হৃদি ব্যথা বিষ্ণোর্দ্দীয়তে তুলসীপতেঃ॥

হে বিপ্র! তুলসীপত্র চয়নকালে যদি শাখা ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে বিষ্ণুর হৃদয়ে ব্যথা প্রদান করা হয়।

করতালত্রয়ং দত্ত্বা চিনুয়াত্তুলসীদলং।
যথা ন কম্পতে শাখা তুলস্যা দ্বিজসত্তম॥

---

(১) প্রত্যেক মাসের প্রত্যেক পক্ষের প্রতিপদ, একাদশী এবং ষষ্ঠীর নাম “নন্দা তিথি”। এই তিথিত্রয়ের এক এক তিথিতে গঙ্গাস্নান মহাফলপ্রদ। ফলের বর্ণনা মূলে সঙ্কল্প পড়িয়া দেখুন।

* পূর্ণিমায়ামমায়াঞ্চ দ্বাদশ্যাং রবিসংক্রমে। তৈলাভ্যঙ্গে তথাস্নাতে মধ্যাহ্নে নিশি সন্ধ্যয়োঃ॥ অশুচ্যশৌচকালে চ রাত্রিবাসান্বিতে তথা। তুলসীং যে চ ছিন্দন্তি তে ছিন্দন্তি হরেঃ শিরঃ॥

তিনবার করতালিধ্বনি দিয়া তুলসীর শাখা কম্পিত না হয়, এমন ভাবে তুলসী পত্র চয়ন করিবে।

অস্নাত্বা তুলসীং ছিত্ত্বা যঃ পূজাং কুরুতে নরঃ।
সোঽপরাধী ভবেন্নিত্যং তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ॥

যে ব্যক্তি অস্নাত অবস্থায় তুলসীপত্র চয়ন করিয়া পূজা করে, সে নিত্যই অপরাধী হয় এবং তাহার সমস্ত পূজা নিষ্ফল হইয়া থাকে।

প্রথমত তুলসী বৃক্ষকে স্নান করাইয়া, তাহার ধ্যান করিবে। পরে চয়নমন্ত্রে পত্র চয়ন করিয়া নমস্কার করিবে। প্রত্যেকটী তুলসী পত্রই মন্ত্র পাঠ করিয়া চয়ন করিতে হয়।

তুলসী-স্নানমন্ত্র—"ওঁ গোবিন্দবল্লভাং দেবীং জগচ্চৈতন্যকারিণীং। স্নাপয়ামি জগদ্ধাত্রীং বিষ্ণুভক্তিপ্রদায়িনীম্॥

তুলসীর ধ্যান—ওঁ ধ্যায়েদ্দেবীং নবশশিমুখীং পক্কবিম্বাধরোষ্ঠীং, বিদ্যোতন্তীং কুচযুগভরানম্রকম্পাঙ্গযষ্টিং। ঈষদ্ধাসাং ললিতবদনাং চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিনেত্রাং, শ্বেতাঙ্গীং তামভয়বরদাং শ্বেতপদ্মাসনস্থাম্॥

তুলসীচয়নমন্ত্র—ওঁ তুলস্যমৃতনামাসি সদা ত্বং কেশবপ্রিয়ে। কেশবার্থে চিনোমি ত্বাং বরদা ভব শোভনে॥ ত্বদঙ্গসম্ভবৈঃ পত্রৈঃ পূজয়ামি যথা হরিং। তথা কুরু পবিত্রাঙ্গি কলৌ মলবিনাশিনি॥

তুলসী-প্রণাম—ওঁ বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ। বিষ্ণুভক্তিপ্রদে দেবি সত্যবত্যৈ নমোনমঃ॥

অশ্বত্থবৃক্ষে জলদান-মন্ত্র।

ওঁ চক্ষুঃস্পন্দং ভুজস্পন্দং তথা দুঃস্বপ্নদর্শনং। শত্রূণাঞ্চ সমুত্থানমশ্বত্থ শময়াশু মে। অশ্বত্থরূপিভগবন্ প্রীয়তাং মে জনার্দ্দন॥

প্রণাম—ওঁ অগ্রে ব্রহ্মা মূলে বিষ্ণুঃ শাখায়াঞ্চ মহেশ্বরঃ। পত্রে দেবগণাঃ সর্ব্বে বৃক্ষরাজ নমোঽস্তু তে॥

বিল্বপত্র-চয়নবিধি।

নিম্নমন্ত্র পাঠ করিয়া এক একটী পত্র চয়ন, জলদান ও নমস্কার করিতে হয়।

চয়নমন্ত্র—ওঁ পুণ্যবৃক্ষ মহাভাগ মালূর শ্রীফল প্রভো।
মহেশপূজনার্থায় ত্বৎপত্রাণি চিনোম্যহম্॥

জলদান মন্ত্র—ওঁ শ্রীফল শ্রীনিকেতোঽসি সদা বিজয়বর্দ্ধন।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষায় স্নাপয়ামি শিবপ্রিয় ॥

প্রণাম-মন্ত্র—ওঁ মহাদেবপ্রিয়করো বাসুদেবপ্রিয়ঃ সদা। উমাপ্রীতিকরো বৃক্ষ বিল্বরূপ নমোঽস্তু তে ॥

বিষ্ণুপাদোদক গ্রহণ ও পান মন্ত্র।

"ওঁ কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো ভক্তানামার্ত্তিনাশন। সর্ব্বপাপপ্রশমনং পাদোদকং প্রযচ্ছ মে ॥" এই মন্ত্রে পাদোদক গ্রহণ করিয়া,—"ওঁ অকালমৃত্যুহরণং সর্ব্বব্যাধি-বিনাশনং বিষ্ণুপাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহম্ ॥" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পাদোদক পান করিবে।

বিপ্রপাদোদক মাহাত্ম্য।

ব্রহ্মাণ্ডোদরমধ্যে তু যানি তীর্থানি সন্তি বৈ।
তানি সর্ব্বাণি তীর্থানি সন্তি বিপ্রপদোদকে ॥

ব্রাহ্মণ-পাদোদক-পানমন্ত্র।

ওঁ বিপ্রপাদোদকং পীত্বা যাবত্তিষ্ঠতি মেদিনী।
তাবৎ পুষ্করপত্রেণ পিবন্তি পিতরোজলম্ ॥

শান্তি স্বস্ত্যয়ন।

অদৃষ্টের উপর আত্মনির্ভর করিয়াই এই সংসার চলিতেছে। পুরুষকার তাহার একটী অঙ্গ। মন্দগ্রহ বা অদৃষ্টবশে অমঙ্গল সংঘটন হইলে তন্নি-বারণার্থে দেবতা আরাধনা প্রভৃতি করার নামই স্বস্ত্যয়ন এবং গ্রহ দেবতাদির প্রসাদলাভ করিয়া অমঙ্গল নিবারণের নাম শান্তি। এই কার্য্য করণার্থ পুরুষকারের প্রয়োজন,- স্বস্ত্যয়নই পুরুষকার।

গ্রহ ও দেবতার প্রসন্নতা লাভ করিতে হইলে, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ নিত্য শুদ্ধ জ্ঞানবান্ অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা যথাবিধি কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

শুভগ্রহার্কবারেষু মৃদুক্ষিপ্রধ্রুবেষু চ।
শুভরাশিবিলগ্নেষু শুভশান্তিকপৌষ্টিকম্।

শুক্র, সোম, বুধ, বৃহস্পতি এবং রবিবারে, শুক্লপক্ষে, শুভরাশি ও লগ্নে, শুভ তিথি, যোগ এবং করণে, চিত্রা, অনুরাধা, মৃগশিরা, রেবতী, পুষ্যা,

অশ্বিনী, হস্তা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ ও রোহিণী নক্ষত্রে স্বস্ত্যয়নাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়।

পঠেচ্চণ্ডীং জপেদ্দুর্গাং পূজয়েৎ পার্থিবং শিবং।
কারয়েদ্ধরিনামানি কলৌ কার্য্যং চতুষ্টয়ম্॥

চণ্ডীপাঠ, দুর্গানামজপ, মৃন্ময় শিবলিঙ্গপূজা এবং হরিনামকীর্ত্তন, এই চারিটী কার্য্য কলিতে অবশ্য কর্ত্তব্য।

পঞ্চাঙ্গ স্বস্ত্যয়ন।

চণ্ডীপাঠ, দুর্গামন্ত্রজপ, পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজা, নারায়ণে তুলসীদান ও মধুসূদন মন্ত্র জপ,—ইহাকেই পঞ্চাঙ্গ-স্বস্ত্যয়ন বলে।

চণ্ডীপাঠ করিবার পূর্ব্বে চণ্ডিকাদেবীর পূজা করিয়া পরে সঙ্কল্পপূর্ব্বক চণ্ডীপাঠ করিতে হয়। *

দুর্গানাম জপের পূর্ব্বে বিধিপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিয়া যথাশক্তি দুর্গার পূজা করিয়া পরে জপ করিতে হয়। সঙ্কল্প যথা,—

"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ সর্ব্বদোষপ্রশমন-সর্ব্বারিষ্টভঞ্জনসর্ব্বাভিচারশান্তিপূর্ব্বক এতজ্জীবচ্ছরীরাবিরোধেন ঝটিত্যুপশমন-কামঃ শ্রীদুর্গাপ্রীতিকামো বা শ্রীমদ্দুর্গায়া ইয়দক্ষরমন্ত্রস্য ইয়ৎসংখ্যকজপমহং করিষ্যামি।"

পার্থিব শিবপূজার সংকল্প—অদ্যেত্যাদি অমুককামঃ (ইয়ৎ সংখ্যক) পার্থিব-শিবলিঙ্গ পূজনমহং করিষ্যামি।

তুলসীদানের সংকল্প—অদ্যেত্যাদি ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহেতি মন্ত্রেণ বিষ্ণবে ইয়ৎসংখ্যক সচন্দনতুলসীপত্রদানমহং করিষ্যামি।

মধুসূদনমন্ত্রজপের সংকল্প—বিষ্ণুরোমিত্যাদি শ্রীমৎ মধুসূদনদেবস্য "ওঁ নমো-ভগবতে বাসুদেবায়"তিমন্ত্রস্য ইয়ৎসংখ্যকজপমহং করিষ্যামি।

নবগ্রহ শান্তি।

নবগ্রহের মধ্যে যে গ্রহ প্রতিকূল হইয়াছে, নিম্নলিখিত প্রকারে পূজা, জপ ও হোমাদি করিলে, তাঁহার শান্তি হইয়া থাকে। সঙ্কল্পাদি পার্থিব শিব-পূজা বিধানে করিতে হয়। এইস্থলে প্রত্যেক গ্রহের মন্ত্র, ধ্যান ও প্রণাম ইত্যাদি লিখিত হইতেছে।

* মৎ প্রকাশিত "শ্রীশ্রীচণ্ডী"তে বিস্তারিত ভাবে পদ্ধতি লেখা আছে।

সূর্য্যের ধ্যান—ওঁ ক্ষত্রিয়ং কাশ্যপং রক্তং কলিঙ্গং দ্বাদশাঙ্গুলং। পদ্মহস্তদ্বয়ং পূর্ব্বাননং সপ্তাশ্ববাহনং। শিবাধিদৈবতং সূর্য্যং বহ্নিপ্রত্যধিদৈবতম্ ॥

মন্ত্র—ওঁ হ্রীং হ্রীং সূর্য্যায়। প্রণাম—জবাকুসুমসঙ্কাশমিত্যাদি।

রবিগ্রহের জপ ছয় হাজার, হোম ছয় শত, তর্পণ ষাইট, অভিষেক ছয় ও ব্রাহ্মণ ভোজন এক সংখ্যক। আকনের সমিধ,, তাম্র মূর্ত্তি। ঊর্দ্ধহস্ত হইয়া জপ, গুড় মিশ্রিত অন্ন বলি, রক্তচন্দন ও গুগ্‌গুল ধূপ, কপিল নামক অগ্নি, পুষ্প ভূষণ, মাল্য বস্ত্র। রবি কলিঙ্গদেশজ। ইনি কাশ্যপগোত্র, ক্ষত্রিয় জাতি।

অধিদেবতা শিব দক্ষিণে এবং প্রত্যধিদেবতা বহ্নি বামে অবস্থিত। ইনি রক্তবর্ণ বর্ত্তুল মণ্ডল মধ্যস্থিত। দক্ষিণা ধেনু, এবং দানীয় দ্রব্য রক্তবর্ণ পট্টবস্ত্র, প্রবাল, তাম্র ও উপবীত।

চন্দ্রের ধ্যান—ওঁ সামুদ্রং বৈশ্যমাত্রেয়ং হস্তমাত্রং সিতাম্বরং। শ্বেতং দ্বিবাহুং বরদং দক্ষিণং সগদেতরং। দশাশ্বং শ্বেতপদ্মস্থং বিচিন্ত্যোমাধিদৈবতং। জলপ্রত্যধিদৈবঞ্চ সূর্য্যাস্যমাহ্বয়েত্তথা ॥

মন্ত্র—ওঁ ঐং ক্লীং সোমায়। প্রণাম মন্ত্র—দিব্যশঙ্খতুষারাভং ক্ষীরোদার্ণবসম্ভবং। নমামি শশিনং ভক্ত্যা শম্ভোর্মুকুটভূষণম্।

সোমগ্রহের জপের সংখ্যা পনর হাজার। অধোহস্তে শক্তিমালায় জপ। হোম এক হাজার পাঁচশত। তর্পণ একশত পঞ্চাশ। অভিষেক পনর। দুইজন ব্রাহ্মণ ও কাপালিকদ্বয় ভোজন করাইবে। পলাশ বৃক্ষের সমিধ্। রজতবর্ণ মূর্ত্তি। সোম অগ্নিকোণস্থিত সমুদ্রজাত, যমুনা দেশজ এবং অত্রিগোত্র, বৈশ্য জাতি। শুক্ল পুষ্প, বস্ত্র, মাল্য, আভরণ। শ্বেতচন্দন ও সরলকাষ্ঠ ধূপ, সঘৃত পায়স বলি। পিঙ্গল-নামক অগ্নি। অধিদেবতা উমা, প্রত্যধিদেবতা জল। দক্ষিণা শঙ্খ। দান—শুক্ল পট্টবস্ত্র, শুভ্র ধেনু, ক্ষীরপূরিত শঙ্খ ও রজতনির্ম্মিত চন্দ্র।

মঙ্গলের ধ্যান—ওঁ আবন্ত্যং ক্ষত্রিয়ং রক্তং মেষস্থং চতুরঙ্গুলম্। আরক্তমাল্যবসনং ভারদ্বাজং চতুর্ভুজং। দক্ষিণোর্দ্ধ্বক্রমাচ্ছক্তিবরাভয়গদাকরং। আদিত্যাভিমুখং দেবং তদ্বদেব সমাহ্বয়েৎ। স্কন্দাধিদৈবতং ভৌমং ক্ষিতি-প্রত্যধিদৈবতম্ ॥

মন্ত্র—ওঁ হূং শ্রীং মঙ্গলায়। প্রণাম—ধরণী-গর্ভসম্ভূতং বিদ্যুৎপুঞ্জসমপ্রভং। কুমারং শক্তিহস্তঞ্চ লোহিতাঙ্গং নমাম্যহম্ ॥

ঊর্দ্ধ্বকরে শিবমালায় ৮০০০ হাজার জপ। হোম ৮০০। তর্পণ ৮০। অভিষেক ৮। ব্রাহ্মণভোজন ১। তাম্রবর্ণ মূর্ত্তি। খদির বৃক্ষের সমিধ্।

ধূমকেতুনামক অগ্নি। মঙ্গল দক্ষিণ দিকৃস্থ, অবন্তীদেশজ, ভরদ্বাজগোত্র এবং ক্ষত্রিয় জাতি।

ইহাঁর অধিদেবতা স্কন্দ, প্রত্যধিদেবতা ক্ষিতি। কুঙ্কুম, চন্দন, রক্তবর্ণ পুষ্পাদি এবং দেবদারু ধূপ। ইহার পূজায় রক্তবর্ণ বৃষ দক্ষিণা এবং রক্তবর্ণ বস্ত্র, প্রবাল, রক্তবর্ণ বৃষ, মসূর ও তাম্র দানীয় দ্রব্য।

বুধের ধ্যান—ওঁ মাগধং দ্ব্যঙ্গুলাত্রেয়ং বৈশ্যং পীতং চতুর্ভুজং বামোর্দ্ধক্রম-তশ্চর্ম্মগদাবরদখড়্গিনং। সূর্য্যাস্যং সিংহগং সৌম্যং পীতবস্ত্রং তথাহ্বয়েৎ। নারায়ণাধিদৈবঞ্চ বিষ্ণুপ্রত্যধিদৈবতম্॥

মন্ত্র—ওঁ ঐং স্ত্রীং শ্রীং বুধায়। প্রণাম—প্রিয়ঙ্গুকলিকাশ্যামং রূপেণাপ্রতিমং বুধং। সৌম্যং সর্ব্বগুণোপেতং নমামি শশিনঃ সুতং॥

সঙ্কোচিত হস্ত করিয়া ১৭০০০ হাজার জপ করিবে। হোম ১৭০০। তর্পণ ১১৭। অভিষেক ১৭। ব্রাহ্মণভোজন ২। শিশুভোজন এক। ইহাঁর স্বর্ণমূর্ত্তি। অপামার্গের সমিধ্। ইনি ঈশানকোণে স্থিত, ধনুরাকৃতি। ইহাঁর পূজায় পীতপুষ্প, সরল কাষ্ঠ গন্ধ ও ঘৃতযুক্ত দেবদারু ধূপ দিবে। ইনি মগধ-দেশজ। অত্রিগোত্র। বৈশ্যজাতি। জঠরনামা অগ্নি। নারায়ণ অধিদেবতা এবং বিষ্ণু প্রত্যধিদেবতা। দক্ষিণা স্বর্ণ। দানীয় দ্রব্য কুসুমবাসিত বস্ত্র, যজ্ঞসূত্র, কাঞ্চন ও চন্দন।

বৃহস্পতির ধ্যান—ওঁ দ্বিজমাঙ্গিরসং পীতং সৈন্ধবঞ্চ ষড়ঙ্গুলং। ধ্যায়েৎ পীতাম্বরং জীবং সরোজস্থং চতুর্ভুজং। দক্ষোর্দ্ধ দক্ষবরদ-করকাদণ্ডমাহ্বয়েৎ। ব্রহ্মা-ধিদৈবতং সূর্য্যাস্যমিন্দ্র-প্রত্যধিদৈবতং॥

মন্ত্র—ওঁ হ্রীং ক্লীং হুং বৃহস্পতয়ে। প্রণাম—দেবতানামৃষীণাঞ্চ গুরুং কনক-সন্নিভং। বন্দ্যভূতং ত্রিলোকেশং তং নমামি বৃহস্পতিম্॥

জপের সংখ্যা উনিশহাজার। সঙ্কোচিত করে জপ করিতে হয়। হোম উনিশ শত। তর্পণ একশত নব্বই। অভিষেক উনিশ। ব্রাহ্মণভোজন দুই ও জ্যোতির্ব্বিদ্-ভোজন এক। শিখিনামা অগ্নি, অশ্বত্থ সমিধ্। সুবর্ণপ্রতিমা। পীতবর্ণ পুষ্পবস্ত্রাদি। চন্দন, অগুরু, কস্তূরী ও কুঙ্কুম এই চতুর্গন্ধ, দশাঙ্গ ধূপ। ইনি সিন্ধুদেশজ, আঙ্গিরস গোত্র। অধিদেবতা ব্রহ্মা, প্রত্যধি-দেবতা ইন্দ্র। দক্ষিণা,—পীতবর্ণ বস্ত্রযুগ্ম। দান—মুক্তা, কাঞ্চন, পীত বস্ত্র, পীতবর্ণ অশ্ব, যজ্ঞোপবীত ও ফল।

শুক্রের ধ্যান—ওঁ শুক্রং ভোজকটং বিপ্রং ভার্গবঞ্চ নবাঙ্গুলং। পদ্মস্থ-

মাহ্বয়েৎ সূর্য্যমুখং শ্বেতং চতুর্ভুজং। গদাঙ্গবরকরকাদণ্ডহস্তং সিতাম্বরং। শক্রাধিদৈবতং ধ্যায়েচ্ছচী প্রত্যাধিদৈবতম্॥

মন্ত্র—ওঁ হ্রীং শ্রীং শুক্রায়। প্রণাম—হিমকুন্দমৃণালাভং দৈত্যানাং পরমং গুরুং। সর্ব্বশাস্ত্রপ্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহং॥

স্তব্ধপাণিতে জপ। জপের সংখ্যা একুশহাজার। হোম একুশ শত। তর্পণ দুইশত দশ। অভিষেক একুশ। ব্রাহ্মণভোজন ও শৈবভোজন তিন। উডুম্বর সমিধ্, ইনি রজত মূর্ত্তি, পূর্ব্বদিকৃস্থ, শুক্লবর্ণ এবং চতুষ্কোণাকৃতি। ইহাঁর অর্চ্চনায় শুক্লপুষ্পাদি। শ্বেত চন্দন, অগুরু ধূপ। ইনি ভোজকলদেশজ, ভরদ্বাজগোত্র, ব্রাহ্মণস্বভাব এবং পুষ্যানক্ষত্র। হাঠকনামা অগ্নি। অধিদেবতা ইন্দ্র, প্রত্যধিদেবত ইন্দ্রাণী। দক্ষিণা ঘোটক। দান দ্রব্য শুক্লবর্ণ অশ্ব, শুক্ল বস্ত্র, স্বর্ণ ও মুক্তা।

শনৈশ্চরের ধ্যান—ওঁ সৌরাষ্ট্রং কাশ্যপং শূদ্রং সূর্য্যাস্যং চতুরঙ্গুলং। কৃষ্ণং কৃষ্ণাম্বরং গৃধ্রগতং সৌরিং চতুর্ভুজং। তদ্বদ্বাণধরং শূলধনুর্হস্তং সমাহ্বয়েৎ। যমাধিদৈবতং প্রজাপতিপ্রত্যাধিদৈবতম্॥

মন্ত্র—ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং শনৈশ্চরায়। প্রণাম—ওঁ নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যং রবিসূনুং মহাগ্রহং। ছায়ায়া গর্ভসম্ভূতং বন্দে ভক্ত্যা শনৈশ্চরম্॥

জপের সংখ্যা দশহাজার। শিবমালায় জপ। হোম এক হাজার। তর্পণ একশত। অভিষেক দশ। ব্রাহ্মণভোজন এক। ঊর্দ্ধকরে জপ। একটী নগ্ন ভোজন। শমীকাষ্ঠের সমিধ্। মহাতেজোনামা অগ্নি। মৃগনাভি গন্ধ। কালাগুরু ধূপ। কৃষ্ণবর্ণ পুষ্প বস্ত্রাদি। অধিদেবতা যম, প্রত্যধিদেবতা প্রজাপতি। দান—কৃষ্ণবর্ণা গাভী, বস্ত্রযুগ্ম, কৃষ্ণবর্ণ কম্বল, মহিষ, শুদ্ধ লৌহ। ইহাঁর দক্ষিণা সীসক।

রাহুর ধ্যান—ওঁ রাহুং মলয়জং শূদ্রং পৈঠীনাং দ্বাদশাঙ্গুলং। কৃষ্ণং কৃষ্ণাম্বরং সিংহাসনং ধ্যাত্বা তথাহ্বয়েৎ। চতুর্ব্বাহুং খড়্গাবরশূলচর্ম্মকরস্তথা। কালাধিদৈবং সূর্য্যাস্যং সর্পপ্রত্যধিদৈবতম্॥

মন্ত্র—ওঁ ঐং হ্রীং রাহবে। প্রণাম—ওঁ অর্দ্ধকায়ং মহাঘোরং চন্দ্রাদিত্যবিমর্দ্দকং। সিংহিকায়াঃ সুতং রৌদ্রং তং রাহুং প্রণমাম্যহম্॥

জপের সংখ্যা বার হাজার। ঊর্দ্ধপাণিতে বক্রভাবে জপ। হোম বারশত। তর্পণ একশত কুড়ি। অভিষেক বার। ব্রাহ্মণভোজন দুই। দূর্ব্বা সমিধ্। লৌহ প্রতিমা। ইনি নৈঋত দিকৃস্থ, মকরাকৃতি এবং কৃষ্ণবর্ণ। পদ্মকাষ্ঠ ও গুড়ত্বক্ ধূপ। কৃষ্ণবর্ণ, বস্ত্র, পুষ্পাদি। ইনি শাকদ্বীপ জাত, পৈঠীনস গোত্র এবং শূদ্রজাতি। ইহাঁর অধিদেবতা কাল, প্রত্যধিদেবতা সর্প। হুতশেষনামা

অগ্নি। দক্ষিণা লৌহ খড়্গ। দান—তীক্ষ্ণখড়্গ, পট্টবস্ত্র, চারিসের তিনছটাক পরিমিত লৌহ এবং চন্দন।

কেতুর ধ্যান—ওঁ কৌশদ্বীপং কেতুগণং জৈমিনীয়ং ষড়ঙ্গুলং। ধূম্রং গৃধ্রগতং শূদ্রমাহ্বয়েৎ বিকৃতাননং। সূর্য্যাস্যং ধূম্রবসনং বরদং গদিনন্তথা। চিত্রগুপ্তাধিদৈবঞ্চ ব্রহ্ম প্রত্যধিদৈবতম্॥

মন্ত্র—ওঁ হ্রীং ঐং কেতবে। প্রণাম—ওঁ পলালধূমসঙ্কাশং তারাগ্রহবিমর্দ্দকং। রৌদ্রং রুদ্রাত্মজং ক্রূরং তং কেতুং প্রণমাম্যহম্॥

অধঃপাণি ও বক্রভাবে শিবমালাতে ১২০০০ হাজার জপ। হোম ১২০০। তর্পণ ১২০। অভিষেক ১২। ব্রাহ্মণভোজন ১। চণ্ডাল ভোজন ১টী। কুশ সমিধ্। হুতশেষ নামাগ্নি। লৌহপ্রতিমা। শ্বেতচন্দন, কুঙ্কুম, সরল কাষ্ঠ, অগুরু, মৃগনাভি, পদ্ম কাষ্ঠ, এই সমুদয় মিশ্রিত গুড়ত্বক্ ধূপ। ইনি সর্পাকৃতি, বায়ুকোণে অবস্থিত, ধূম্রবর্ণ। ধূম্রবর্ণ পুষ্পবস্ত্রাদি। ইনি কুশদ্বীপজাত, জৈমিনি গোত্র, শূদ্রজাতি। ইহাঁর চিত্রগুপ্ত অধিদেবতা, প্রত্যধিদেবতা ব্রহ্মা। দক্ষিণা ছাগ। দান—কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র, ছাগ, চন্দন ও লৌহ।

ত্রিপুষ্কর যোগ।

ভদ্রপাদেঽপি নক্ষত্রে ভৌমার্কশনিবাসরে। ভদ্রাতিথিসমাযোগে ত্রিপুষ্কর ইতি স্মৃতঃ॥ বারে শস্যসুতং হন্তি তিথৌ গোধনমেবচ। নক্ষত্রে গোত্রহানিঃ স্যাৎ সর্ব্বং হন্তি ত্রিপুষ্করে। পুষ্করত্রয়দোষেণ বাস্তুবৃক্ষো ন জীবতি॥

ভদ্রপদে—পুনর্ব্বসু, উত্তরাষাঢ়া, কৃত্তিকা, উত্তরফল্গুনী, মৃগশিরা, চিত্রা, ধনিষ্ঠা, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও বিশাখানক্ষত্রে, শনি, মঙ্গল, ও রবিবারে দ্বিতীয়া, দ্বাদশী ও সপ্তমী তিথির সমাযোগ হইলে ত্রিপুষ্কর যোগ হয়। বারদোষে শস্য ও পুত্রহানি, তিথিদোষে গো এবং নক্ষত্রদোষে গোত্রনাশ হয়, আর তিনদোষ একত্র হইলে সমস্ত নষ্ট করে। এমন কি বাস্তু বৃক্ষ পর্য্যন্তও জীবিত থাকে না।

এবং ত্রিপুষ্করে যোগে দোষো জীবনসংশয়ঃ। পুত্রো ভগিনী কন্যা চ পিতৃমাতৃসহোদরাঃ॥ পিতুর্ভ্রাতা মাতুলশ্চ জ্ঞাতয়শ্চ সপিণ্ডনঃ। সর্ব্বাভাবে রিষ্টদোষো বাস্তুবৃক্ষো ন জীবতি॥ মাসে মাসে ত্রিপক্ষে বা ষণ্মাসে বৎসরেঽপি বা। অবশ্যং মরণং তত্র নাস্তি যোগো নিরামিষঃ॥ তস্মাদ্রিষ্টোপশান্ত্যর্থং হোমং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ।

ত্রিপুষ্কর যোগে কাহারও মৃত্যু হইলে, তাহার পুত্র, ভগিনী, কন্যা, পিতা,

মাতা, সহোদর, পিতৃব্য, মাতুল, জ্ঞাতি, সপিণ্ড ইহাদের জীবন নষ্ট হয়। এমন কি বাস্তবৃক্ষ পর্য্যন্তও জীবিত থাকে না। সেই মাসে, ত্রিপক্ষে (৪৫ দিনে), ছয় মাসে বা বৎসরের মধ্যে কথিত অনিষ্ট সকল ঘটিবে। এই যোগ কথনই নিষ্ফল হয় না। অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তি ইহার শান্তির জন্য হোম করিবেন।

নিত্যক্রিয়াদি সম্পন্ন করিয়া বিষ্ণুস্মরণ করত "ওঁ তৎসৎ" ইহা বলিয়া নারায়ণকে নমস্কার করিয়া ব্রাহ্মণত্রয়কে অর্চ্চনা করত পুণ্যাহবাচনাদি করিয়া তিল কুশ জল গ্রহণ করিয়া সংকল্প করিবেন। যথা,—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ ত্রিপুষ্করযোগকালমরণজন্য প্রেতানিষ্টপ্রশমনকামোঽহং শান্তিং করিষ্যে।

অনন্তর স্বশাখোক্ত (৩ পৃঃ দেখ) সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিয়া, ব্রহ্মা, আচার্য্য, হোতা ও সদস্য বরণ করিবেন। তৎপরে পঞ্চগব্য তত্তন্মন্ত্রে শোধন করিয়া সেই মিলিত পঞ্চগব্য দ্বারা বেদী শোধন (৫১ পৃঃ দেখ) করত ঘটস্থাপন করিবেন। অনন্তর ঘটে গণেশাদি দেবগণের পূজা করিয়া গ্রহমণ্ডলে নবগ্রহের পূজা করত দশদিক্পালগণের পূজা করিবেন।

অতঃপর মণ্ডলের উপরে চারিটী কলসী স্থাপন করিয়া প্রথম কলসীর উপর ব্রীহি-যবপূরিত লৌহপাত্র রাখিয়া, তাহাতে লৌহময়ী যম প্রতিমা কৃষ্ণ-বস্ত্রে বেষ্টনপূর্ব্বক স্থাপন করিবেন। দ্বিতীয় কলসীর উপরে তিলপূর্ণ তাম্রপাত্র রাখিয়া তাহা শুক্লবস্ত্রে আচ্ছাদনপূর্ব্বক তাম্রময়ী ধর্ম্মপ্রতিমা রাখিবেন। তৃতীয় কলসীর উপরে যবপূরিত কাংস্যপাত্র রাখিয়া পীতবস্ত্র দ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক কাংস্য-রচিত চিত্রগুপ্তপ্রতিমা স্থাপন করিবেন এবং চতুর্থ কলসোপরি গোধূমপূরিত রৌপ্যময়ী পুষ্করপ্রতিমা স্থাপন করিবেন।

অতঃপর যমরাজকে পঞ্চামৃতদ্বারা স্ব স্ব মন্ত্রে স্নান করাইয়া প্রত্যেকের আবাহন প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি করিয়া (১৬—১৭ পৃঃ দেখ) পূজা করত প্রণাম করিবেন। যথা—

ওঁ ধর্ম্মরাজ নমস্তুভ্যং কালদণ্ডধর প্রভো। বৈবস্বত নমস্তেঽস্তু প্রেতরিষ্টং বিনশ্যতু॥

পরে "ওঁ বৈবস্বতায় নমঃ"—এই মন্ত্রে তিনবার পূজা করিবে, এবং ধর্ম্মকে আবাহনাদি করিয়া পূজা করত প্রণাম করিবে। যথা,—

ওঁ ধর্ম্ম ত্বং ধর্ম্মরূপোঽসি নির্লোমোহসি নিরঞ্জনঃ। প্রেতরিষ্টমিদং দেব নাশয় ত্বং যম প্রভো॥

"ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ" এই মন্ত্রে তিনবার পূজা করিবে। অনন্তর চিত্রগুপ্তের আবাহনপূর্ব্বক প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি করত পূজা করিয়া প্রণাম করিবে। যথা,—

ওঁ যম-মন্ত্রী চিত্রগুপ্তো বিধাতা ধাতৃসংজ্ঞকঃ। প্রেতরিষ্টপ্রশমনং কুরু দেব নমোঽস্তু তে॥

পরে "ওঁ চিত্রগুপ্তায় নমঃ"—এই মন্ত্রে তিনবার পূজা করিবে। অতঃপর পুষ্করের পূজা করিয়া মৃত্যুদিনের তিথি, বার ও নক্ষত্রের পূজা করিবে। পরে স্বগৃহোক্ত অগ্নিস্থাপন করিয়া চরু পাক করিবে। পরে "ওঁ যমায় স্বাহা" এই মন্ত্রে বিকঙ্কত (কণ্টকযুক্ত গুল্ম বিশেষ) সমিধ্ দ্বারা হোম করিবে। অনন্তর "ওঁ ধর্ম্মায় স্বাহা" "ওঁ চিত্রগুপ্তায় স্বাহা" এই মন্ত্রে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ধর্ম্ম এবং চিত্রগুপ্তের চরু ও অশ্বত্থ দ্বারা হোম করিবে। তৎপরে ব্রাহ্মণকে যব, তিল ও গাভী দান করিয়া দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন।

গোভিল বলেন, ত্রিপুষ্করশান্তিকরণজন্য প্রথমতঃ ব্রাহ্মণকে সুবর্ণদান করিয়া বিষ্ণু পূজা করিবে, এবং মধু ও আজ্যমিশ্রিত তিল দ্বারা হোম করিবে।*

পার্থিব শিবলিঙ্গ-পূজা-পদ্ধতি। (১)

ব্রাহ্মণ শুক্লবর্ণ, ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ, বৈশ্য হরিদ্রাবর্ণ এবং শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ, এক তোলা বা দুই তোলা মৃত্তিকার দ্বারা শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিবে। মৃত্তিকা

* সুবর্ণং ব্রাহ্মণে দদ্যাৎ বিষ্ণুং সংপূজয়েত্ততঃ। মধ্বাজ্যমিশ্রিতৈস্তিলৈর্হোমং কুর্য্যাৎ সহস্রকম্। ইতি গোভিল।

(১) শিবলিঙ্গ শব্দের অর্থ সম্বন্ধে অনেকে ভ্রান্ত হইয়া "শিবের শিশ্ন" এইরূপ অর্থ মনে করেন। বস্তুতঃ এইরূপ অর্থ নিতান্তই ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত, শাস্ত্রনিরূপিত নহে। শাস্ত্র বলেন, "আলয়ং লিঙ্গমিত্যাহুর্ন লিঙ্গং লিঙ্গমুচ্যতে। যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি লীয়ন্তে বুদ্বুদা ইব"॥ আবার অন্যত্র বলিয়াছেন, "প্রত্যহং পরমেশানি যাবজ্জীবং ধরাতলে। পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা লিঙ্গং ব্রহ্মময়ং শিবে॥" ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, যেমন সমুদ্রে বুদ্বুদাবলী উত্থিত হইয়া আবার উহাতে বিলীন হইতেছে, সেইরূপ অনন্তকোটি-ব্রহ্মাণ্ড যে ব্রহ্মসমুদ্রে বিলয় প্রাপ্ত হইতেছে, সেই পরব্রহ্মই লিঙ্গশব্দের অর্থ। তাই বলিলেন "লিঙ্গং ব্রহ্মময়ং" কিন্তু ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক হইলেও হৃদয়পুণ্ডরীকের অভ্যন্তরে অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত স্থানেই সাধক তাঁহার উপলব্ধি করিতে পারেন, তাই বাণলিঙ্গ ও অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমিত তাঁহার মূর্ত্তি করা হয়। ইহাই কঠ-শ্রুতিতে বলিয়া-

গ্রহণ কালে "ওঁ হরায় নমঃ" বলিবে এবং "ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ" বলিয়া লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিবে। মৃত্তিকা সমান তিনভাগ করিয়া উপরের ভাগে লিঙ্গ, মধ্য ভাগে গৌরীপীঠ এবং শেষভাগ দ্বারা বেদী করিবে। উপরের লম্বমানভাগ লিঙ্গ, মধ্যভাগ গৌরীপীঠ এবং অধোভাগের নাম বেদী। লিঙ্গ বৃদ্ধ অঙ্গুলীর অগ্রভাগের মধ্যপর্ব্ব-পরিমিত করিবে।

হস্তদ্বয়ের একতর দ্বারা লিঙ্গ নির্ম্মাণই প্রশস্ত, যদি না পারে তবে দুই হস্তদ্বারা গঠন করিবে। এইরূপে লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপরে মৃত্তিকা দ্বারা একটী গোল মত বজ্র দিবে। যদি অন্য ব্যক্তি লিঙ্গ নির্ম্মাণ করে, তবে পূজক এককালেই "ওঁ হরায় নমঃ, ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ" বলিবে।

লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া উত্তরমুখে উপবেশন পূর্ব্বক পাদ প্রক্ষালন করত উত্তরমুখে কুশাসন, কম্বলাসন এবং মৃগরোমজ আসনের অন্যতম আসনে বসিবে। আসন দুই হস্তের অধিক লম্বা ও দেড় হস্তের অধিক প্রশস্ত এবং তিন অঙ্গুলির অধিক উচ্চ হইবে না। এইরূপ আসনের উপর পদ্মাসন (৩৬ পৃঃ দেখ) করত বসিয়া দক্ষিণহস্তে কএকটী আতপতণ্ডুল লইয়া আপন বেদ অনুসারে স্বস্তিবাচন করত কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ সূর্য্যঃ সোমোযমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহঃ ক্ষপাঃ। পবনো দিক্‌পতির্ভূমিরাকাশং খচরামরাঃ। ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিং"। ইহা পাঠ করিয়া পরে আসন শুদ্ধি করিয়া (৪ পৃঃ দেখ) কুশীর অগ্রভাগে সচন্দন পুষ্প ত্রিপত্রযুক্ত দূর্ব্বা এবং আতপতণ্ডুল ও বিল্বপত্র রাখিয়া ঐ পাত্র জলপূর্ণ করত উহা দুই হস্ত দ্বারা গ্রহণপূর্ব্বক সূর্য্য উদ্দেশে দিয়া সূর্য্যকে প্রণাম করিবে। (অর্ঘ্যদান ও প্রণামের মন্ত্র ৬২ পৃঃ দেখ) পরে সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিয়া বিঘ্নাপসরণ ও গণেশাদি পূজা করিবে।

গণেশাদি-পূজা।

শালগ্রাম অথবা জলে গণেশাদি দেবতার পূজা করিবে। শূদ্র ও স্ত্রীলোক জলে করিবে। "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গণেশায় নমঃ" এই বলিয়া একটী গন্ধপুষ্প জলের উপর দিবে। পরে "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শিবাদি পঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ" বলিয়া জলে গন্ধপুষ্প দিবে। তৎপর গুরুপংক্তি নমস্কার, করশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাসাদি করিবে (৪ পৃঃ হইতে ১৪ পৃঃ দেখ)।

অনন্তর শিবের মূল মন্ত্র অথবা প্রণব (ওঁ) ১৬ বার জপ করিয়া পূরণ, ৬৪ বার জপ করিয়া কুম্ভক, এবং ৩২ বার জপ করিয়া রেচকরূপ প্রাণায়াম

করিবে। যদি এইরূপ করিতে না পারে, তবে ৪ বার জপ করিয়া পূরণ ১৬ বার জপ করিয়া কুম্ভক এবং আটবার জপ করিয়া রেচন করিবে। (প্রাণায়ামের প্রণালী ১৪ পৃষ্ঠায় দেখ)। এই প্রকারে প্রাণায়াম করিয়া কাংস্য, রজত অথবা স্বর্ণপাত্রে একটী বিল্বপত্র চিত করিয়া তাহার উপর গৌরীপীঠের অগ্রভাগ উত্তর মুখ করিয়া শিবলিঙ্গ বসাইবে। অনন্তর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে।

প্রাণপ্রতিষ্ঠা।

লেলিহামুদ্রা করত দূর্ব্বা, তণ্ডুল অথবা পুষ্পদ্বারা শিবলিঙ্গ ধরিয়া "ওঁ শূলপাণে ইহ সুপ্রতিষ্ঠিতোভব" এই বলিবে। তৎপরে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিবে।

অঙ্গন্যাস।

"ওঁ হৃদয়ায় নমঃ "নং শিরসে স্বাহা" "মং শিখায়ৈ বষট্" "শিং কবচায় হুং" "বাং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্" "য়ঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্" বলিয়া অঙ্গন্যাস করিয়া পরে করন্যাস করিবে। (১)

করন্যাস।

"ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, নং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, মং মধ্যমাভ্যাং বষট্, শিং অনামিকাভ্যাং হুঁ, "বাং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, য়ঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্" বলিয়া করন্যাস করিবে। অতঃপর ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে। (করাঙ্গন্যাসে অঙ্গুলী নিয়ম ১৬ পৃঃ দেখ)।

ঋষ্যাদি ন্যাস।

"ওঁ বামদেব ঋষয়ে নমঃ" বলিয়া মস্তকে, "ওঁ পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দসে নমঃ" বলিয়া মুখে. "ওঁ ঈশানায় দেবতায়ৈ নমঃ" বলিয়া হৃদয়ে দক্ষিণ কর স্পর্শ করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করত "ওঁ নমঃ শিবায় বলিয়া ব্যাপক ন্যাস করিবে। (১৫ পৃঃ দেখ) পরে ধ্যান করিবে। যথা—

ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নং।

(১) স্ত্রী শূদ্রাদিরা অঙ্গন্যাস ও করন্যাসে ওঁ নং, মং, শিং, বাং, য়ঃ, ইহার স্থলে যথাক্রমে শাং, শীং শূং, শৈং শৌং, শঃ বলিবে।

পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং॥ (১)

এই ধ্যান পড়িয়া হস্তের পুষ্পটী মস্তকে দিবে, এবং প্রার্থনমুদ্রা করিয়া "আমি শিব" এইরূপ চিন্তা করত হৃৎপদ্মমধ্যে ধ্যানোক্ত আকৃতিটী চিন্তা করিয়া মানস পূজা করিবে।

মানস-পূজা।

মানস-পূজাতে যাহা কিছু কর্ত্তব্য, তাহা সমস্তই মনে মনে করিতে হয়। অর্থাৎ বহ্য উপকরণের কোন প্রয়োজন হয় না।

মানস পূজাতে প্রথমে আসন, পরে স্বাগত (অর্চ্চিতব্য দেবকে শুভাগমন জিজ্ঞাসা) এবং ক্রমে পাদ্য, অর্ঘ্য আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, স্নানীয়, বস্ত্র, যজ্ঞোপবীত, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, মাল্য এবং বিল্বপত্র ইত্যাদি প্রদান করিয়া "ওঁ নমঃ শিবায়" বলিয়া যথাশক্তি মূলমন্ত্র মনে মনে জপ করিবে। পরে বক্ষ্যমাণ প্রকারে স্তুতিবাদ ও প্রদক্ষিণ করিয়া নমস্কার করিবে।

অতঃপর বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিতে হইবে। * (১৮ পৃ দেখ)। পরে পুনরায় অঙ্গন্যাস করন্যাস করিয়া কূর্ম্ম মুদ্রা দ্বারা একটী সচন্দন পুষ্প গ্রহণ করিয়া পুনরায় ধ্যান করত সেই পুষ্পে নিশ্বাসদ্বারা ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে দেবতাকে শিব-লিঙ্গোপরি আনয়ন করত স্থাপন করিয়া আবাহন মুদ্রা করত "ওঁ পিনাক-ধৃক্ ইহাগচ্ছাগচ্ছ বলিয়া আবাহন, স্থাপনী মুদ্রা করিয়া "ইহ তিষ্ঠ তিষ্ঠ" বলিয়া স্থাপন, সন্নিধাপনী মুদ্রা করিয়া "ইহা সন্নিধেহি ইহা সন্নিধেহি" বলিয়া সন্নিধাপন, সম্বোধনী মুদ্রা করত "ইহ সন্নিরুধ্যস্ব বলিয়া সম্বোধন, সম্মুখীকরণীমুদ্রা

(১) রজতগিরি সদৃশ অর্থাৎ শুভ্রবর্ণ, অর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতললাট, নানা রত্নবিভূষিতাঙ্গ, পরশু, মৃগ, বর এবং অভয়হস্ত, প্রশান্তমূর্ত্তি, পদ্মাসনে উপবিষ্ট, অমরবৃন্দদ্বারা সংস্তুত, ব্যাঘ্রচর্ম্ম-সম্বদ্ধ কটিদেশ, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের আদি এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কারণ, সংসার-ভয়-তারণ, পঞ্চানন, ত্রিনয়ন-শিবকে ধ্যান করিবে।

* সমস্ত পুজাতেই এইরূপে বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিতে হয়। কিন্তু দেবতা ভেদে তৎ তৎ মন্ত্র বলিয়া কার্য্য করিতে হয়। যেমন যেখানে "ও" নমঃ শিবায়" আছে সেইখানে নারায়ণ-পুজা হইলে "ও" নমোনারায়ণায়" বলিতে হইবে এবং ষড়ঙ্গপুজায় ও পুজনীয় দেবতার অঙ্গ-ন্যাস সম ন্যায় করিতে হইবে; এই মাত্র বিশেষ। ৩৬ অঙ্গুলী পরিমিত অর্ঘ্যপাত্র উত্তম, ২৪ অঙ্গুলী পরিমিত মধ্যম, ১২ অঙ্গুলী পরিমিত অধম। কিন্তু ৮ অঙ্গুলির কম হইলে হইবে না।

করিয়া "অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ" বলিয়া সম্মুখীকরণ পূর্ব্বক হাত যোড় করিয়া "যাবৎ পূজাং করোম্যহং তাবৎ স্থিরোভব" বলিতে হইবে। (ক) পরে শিবলিঙ্গকে স্নান করাইবে।

শিবলিঙ্গ স্নাপন।

"ওঁ পশুপতয়ে নমঃ" বলিয়া তিনবার লিঙ্গোপরি জল দিয়া স্নান করাইবে। তৎপর পূজক যে সম্প্রদায় হন, তদনুসারে বজ্র নিক্ষেপ করিবে।—শাক্ত, সৌর ও শৈব ঈশানকোণে, গাণপ শিবলিঙ্গের মূলদেশে এবং বৈষ্ণব পৃষ্ঠদেশে বজ্রটীকে ফেলিয়া দিয়া পূজা করিবেন।

পূজা।

শিব পঞ্চবক্ত্র, পাঁচ দিকে পাঁচ মুখ অবস্থিত। পূর্ব্বদিকে সদ্যোজাত মুখ, পশ্চিমদিকে বামদেব, উত্তরে অঘোর, দক্ষিণে তৎপুরুষ এবং ঊর্দ্ধদেশে ঈশান নামক মুখ। সাধক উপচারাদি পূর্ব্বদিকস্থ সদ্যোজাতমুখে অর্পণ করিবেন, অন্য বক্ত্রে নহে। শিবের সমস্ত উপচার "ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ" এই মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দিতে হইবে। স্ত্রী ও শূদ্র "নমঃ শিবায় নমঃ" বলিবে। পূর্ব্বে যে উপচারের বিষয় বলা হইয়াছে, তাহার কোন একটী উপচারের দ্বারা পূজা করিবে। সমস্ত দ্রব্য দিতেই "অমুক দ্রব্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ" বলিয়া দিতে হইবে। সর্ব্বদা দশোপচারে পূজা হইয়া থাকে, সুবোধের জন্য তাহার উচ্চারণের প্রণালী বলা হইতেছে।—"এতৎ পাদ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ" এই-রূপ ইদমর্ঘ্যং, ইদমাচমনীয়ং, ইদং স্নানীয়ং, এষ মধুপর্কঃ, ইদং পুনরাচমনীয়ং, এষ গন্ধঃ, এতৎ পুষ্পং, (অনেক পুষ্প হইলে "এতানি পুষ্পাণি") এতৎ বিল্বপত্রং (অনেক বিল্বপত্র হইলে "এতানি বিল্বপত্রাণি"), এষ ধূপঃ, এষ দীপঃ, এতৎ নৈবেদ্যং (খ), এতৎ পানার্থজলং, ইদং পুনরাচমনীয়ং, এতৎ তাম্বূলং, এষ-সচন্দনপুষ্পবিল্বপত্রাঞ্জলিঃ" (এই অঞ্জলি তিনবার দিবে) এই বলিয়া সমস্ত দ্রব্য দিয়া পূজা করিবে। এইরূপে পূজা সমাপ্ত করিয়া অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিবে।

(ক) সকল পূজাতেই এইরূপে আবাহন করিবে।

(খ) গন্ধ হইতে নৈবেদ্য পর্য্যন্ত পঞ্চ উপচার গন্ধাদি পঞ্চমুদ্রা (২৭ পৃঃ দেখ) করিয়া দিবে।

অষ্টমূর্ত্তি-পূজা।

শিবের অষ্টদিকে গন্ধ-পুষ্প, অভাবে গন্ধাক্ষতদ্বারা অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিবে। ১ম—পূর্ব্বদিকে "এতে গন্ধ-পুষ্পে ওঁ সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ"। ঈশানকোণে "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ"। উত্তর দিকে "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ"। এই বলিয়া গন্ধপুষ্প প্রদান পূর্ব্বক দক্ষিণাবর্ত্তে হস্ত ফিরাইয়া আনিয়া আবার বায়ুকোণ হইতে পূজা করিবে। বায়ুকোণে "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ"। পশ্চিম দিকে "এতে গন্ধপুষ্পে ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ"। নৈঋ'ত কোণে "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তয়ে নমঃ"। দক্ষিণদিকে "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ"। অগ্নিকোণে "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ"। এইরূপে পূজা করিয়া প্রাণায়াম (১৪পৃঃ দেখ) করত শিবের মূলমন্ত্র ১০ বা ১০৮ অথবা যতবার সামর্থ্য হয়, ততবার জপ (জপ প্রণালী ১২ পৃঃ দেখ) করিয়া জপ বিসর্জ্জন (২০ পৃঃ দেখ) করিবে। শিবের জপফল ঊর্দ্ধস্থিত ঈশানবক্তে সমর্পণ করিতে হয়। তৎপর কবচ ও স্তব পাঠ করিয়া প্রণামমন্ত্র পড়িয়া প্রণাম করিবে। (প্রণাম প্রণালী ২১ পৃঃ দেখ)। প্রণাম মন্ত্র যথা,—

বাণেশ্বরায় নরকার্ণবতারণায় জ্ঞানপ্রদায় করুণাময়সাগরায়।
কর্পূরকুন্দধবলেন্দুজটাধরায় দারিদ্রদুঃখদহনায় নমঃ শিবায়॥

পরে দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধ ও তর্জ্জনী অঙ্গুলি যোগ করিয়া তদ্দ্বারা দক্ষিণকপোলে আঘাত করত "বোম্ বোম্" শব্দে গালবাদ্য করিবে। তৎপর আত্ম-সমর্পন করিবে (২২ পৃঃ দেখ)। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নমন্ত্র পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে।

"ওঁ আবাহনং ন জানামি নৈব জানামি পূজনং।
বিসর্জ্জনং ন জানামি ক্ষমস্ব পরমেশ্বর।"

এই বলিয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া সংহার মুদ্রাদ্বারা (৩৯ পৃঃ ৪৩ শ্লোক দেখ) বিসর্জ্জন করিবে। পরে চরণামৃত ও নির্ম্মাল্যাদি গ্রহণ করিবে।

প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গে শিবপূজা।

যদি প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গে দৈনন্দিন শিবপূজা করিতে হয়, তবে "ওঁ নমঃ শিবায়" বলিয়া স্নান করাইয়া পূজা করিবে। ইহাতে আবাহন, বিসর্জ্জন এবং

প্রাণপ্রতিষ্ঠা নাই। আর সমস্তই পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজা পদ্ধতি অনুসারে করিতে হইবে।

বাণলিঙ্গে শিবপূজা।

যদি বাণলিঙ্গে দৈনন্দিন পূজা করিতে হয়, তবে প্রথমত পার্থিব শিব-লিঙ্গ পূজা পদ্ধতি অনুসারে পূজা করিবে। ইহাতে বিশেষ এই যে, পূর্ব্বোক্ত "ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং" ইত্যাদি ধ্যান না করিয়া "ওঁ প্রমত্তং শক্তিসংযুক্তং বাণাখ্যঞ্চ মহেশ্বরং। কামবাণান্বিতং-দেবং সংসারদহনক্ষমং। শৃঙ্গারাদিরসোল্লাসং বাণাখ্যং পরমেশ্বরং।" এই ধ্যান করিয়া সমস্ত উপচার "হৌং বাণেশ্বরায় নমঃ" বলিয়া পূজা করিবে এবং মূলমন্ত্রের দ্বারা যে স্থানে কার্য্য করিতে হয়, সে স্থানে "হৌং" মন্ত্রদ্বারা করিবে। ইহাতেও আবাহন, বিসর্জ্জন ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা নাই। তৎপর পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজাপদ্ধতি অনুসারে পূজা করিবে।

পুরুষসূক্ত মন্ত্র।

ওঁ সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং সর্ব্বতস্পৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥ ১॥ ওঁ পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যং। উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি॥ ২॥ ওঁ এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ। পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥৩॥ ও ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ। ততোবিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎ শাগনাশনে অভি॥ ৪॥ ওঁ ততো বিরাড়জায়ত বিরাজোঽধিপুরুষঃ। স জাতোঽত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ॥ ৫॥ ওঁ তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ সম্ভৃতং পৃষদাজ্যং। পশূংস্তাংশ্চক্রে বায়ব্যা নারণ্যা গ্রাম্যাশ্চ যে॥ ৬॥ ওঁ তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে। ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্যজুস্তস্মাদজায়ত॥ ৭॥ ওঁ তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ। গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাত্তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ॥ ৮॥ ওঁ তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ। তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যাশ্চ ঋষয়শ্চ যে॥৯॥ ওঁ যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্ মুখং কিমস্যাসীৎ কিং বাহূ কিমূরূ পাদাবুচ্যেতে॥ ১০॥ ওঁ ব্রাহ্মণোঽস্য

মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ। উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত ॥ ১১ ॥ ওঁ চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যোঽজায়ত। শ্রোত্রাদ্বায়ুশ্চ প্রাণশ্চ মুখাদগ্নিরজায়ত ॥ ১২ ॥ ওঁ নাভ্যা আসীদন্তরীক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত। পদ্ভ্যাং ভূমির্দ্দিশঃ শ্রোত্রাত্তথা লোকানকল্পয়ন্ ॥ ১৩ ॥ ওঁ যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত। বসন্তোঽস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ ॥ ১৪ ॥ ওঁ সপ্তাস্যাসন্ পরিধয়স্ত্রিঃসপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ। দেবা যদ্যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্ ॥ ১৫॥ ওঁ যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্। তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্ব্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ॥ ১৬ ॥ ওঁ অদ্ভ্যঃ সম্ভৃতঃ পৃথিব্যৈ রসাচ্চ বিশ্বকর্ম্মণঃ। সমবর্ত্ততাগ্রে তস্য ত্বষ্টা বিদধদ্রূপমেতি তন্মর্ত্ত্যস্য দেবত্বমাজানমগ্রে ॥ ১৭ ॥ ওঁ বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেবং বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽনায় ॥ ১৮ ॥ ওঁ প্রজাপতিশ্চরতি গর্ভে অন্তর জায়মানো বহুধা বিজায়তে। তস্য যোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাস্তস্মিন্ হ তস্থুর্ভুবনানি বিশ্বাঃ ॥ ১৯ ॥ ওঁ যো দেবেভ্যঃ আতপতি যো দেবানাং পুরোহিতঃ। পূর্ব্বো যো দেবেভ্যো জাতো নমো রুচায় ব্রাহ্ময়ে ॥২০॥ ওঁ রুচং ব্রাহ্মং জনয়ন্তো দেবা অগ্রে তদব্রুবন্। যস্ত্বৈবং ব্রাহ্মণো বিদ্যাত্তস্য দেবা আসন্ বশে ॥ ২১ ॥ ওঁ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা অহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনৌ ব্যাত্তম্। ইষ্ণন্নিষাণমুম্ম ইষাণ সর্ব্বলোকম্ম ইষাণ ॥ ২২ ॥

আদ্যাঃ ষোড়শ পুরুষসূক্তমন্ত্রাঃ। শেষাঃ ষট্ আদিত্যোপস্থানে বিনিযুক্তা অপি সূর্য্যস্য ব্রহ্মপ্রস্থতত্বেন কীর্ত্তনাৎ ব্রহ্মণশ্চ পুরুষরূপত্বাৎ পুরুষসূক্তাধ্যায়েঽধীয়ন্তে। অস্য পুরুষসূক্তমন্ত্রস্য নারায়ণ ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ পুরুষো দেবতা পুরুষমেবপ্রোক্ষণীয়পুরুষস্থিতৌ বিনিয়োগঃ ॥ * ॥

শ্রীসূক্ত মন্ত্র।

ওঁ হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং সুবর্ণরজতস্রজাং। চন্দ্রাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো মমাবহ ॥ ১ ॥ ওঁ তাং ম আবহ জাতবেদো লক্ষ্মী-

মনপগামিনীম্ । যস্যাং হিরণ্যং বিন্দেয়ং গামশ্বং পুরুষানহম্ ॥২॥ ওঁ অশ্বপূর্ব্বাং রথমধ্যাং হস্তিনাদপ্রমোদিনীম্ । শ্রিয়ং দেবীমুপাহ্বয়ে শ্রীর্ম্মাদেবী জুষতাম্ ॥ ৩ ॥ ওঁ কাংসোস্মিতাং হিরণ্যপ্রকারামার্দ্রাং জ্বলন্তীং তৃপ্তাং তর্পয়ন্তীং । পদ্মে স্থিতাং পদ্মবর্ণাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্ ॥ ৪ ॥ ওঁ চন্দ্রাং প্রভাসাং যশসা জ্বলন্তীং শ্রিয়ং লোকে দেবজুষ্টামুদারাম্ । তাং পদ্মনেমীং শরণং প্রপদ্যে অলক্ষ্মীর্ম্মে নশ্যতাং ত্বাং বৃণে ॥ ৫ ॥ আদিত্যবর্ণে তপসোঽধিজাতো বনস্পতিস্তব বৃক্ষোথ বিল্বঃ । তস্য ফলানি তপসা নুদন্তু মায়া অন্তরা যাশ্চ বাহ্যা অলক্ষ্মীঃ ॥৬॥ ওঁ উপৈতু মাং দেবসখঃ কীর্ত্তিশ্চ মুনিনা সহ । প্রাদুর্ভূতোঽস্মি রাষ্ট্রেস্মিন্ কীর্ত্তিমৃদ্ধিং দদাতু মে ॥৭॥ ওঁ ক্ষুৎপিপাসামলাং জ্যেষ্ঠামলক্ষ্মীং নাশয়াম্যহম্ । অভূতিমসমৃদ্ধিঞ্চ সর্ব্বাণি নুদ মে গৃহাৎ ॥ ৮ ॥ ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করিষিণীম্ । ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্ ॥ ৯ ॥ ওঁ মনসঃ কামমাকূতিং বাচঃ সত্যমসীমহি । পশূনাং রূপমন্নস্য ময়ি শ্রীঃ শ্রিয়তাং যশঃ ॥ ১০ ॥ ওঁ কর্দ্দমেন প্রজাভূতা ময়ি সম্ভব কর্দ্দমঃ । শ্রিয়ং বাসয় মে গৃহে মাতরং পদ্মমালিনীং ॥ ১১ ॥ ওঁ আপঃ সৃজন্তু স্নিগ্ধানি চিক্লীদ বস মে গৃহে । নীচং দেবীং মাতরং শ্রিয়ং বাসয় মে গৃহে ॥ ১২ ॥ ওঁ আর্দ্রাং পুষ্করিণীং পুষ্টিং পিঙ্গলাং হেমমালিনীং । চন্দ্রাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো মমাবহ ॥ ১৩॥ ওঁ আর্দ্রাং পুষ্করিণীং পুষ্টিং সুবর্ণাং হেমমালিনীম্ । সূর্য্যাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো মমাবহ ॥১৪॥ ওঁ তাম্ম আবহ জাতবেদো লক্ষ্মীমনপগামিনীম্ । যস্যাং হিরণ্যং প্রভূতং গাবো দাস্যোশ্বান্ বিন্দেয়ং পুরুষানহম্ ॥১৫॥ ওঁ যঃ শুচিঃ প্রয়তো ভূত্বা জুহুয়াদাজ্যমন্বহং । শ্রিয়ঃ পঞ্চদশঃ সম্ভ শ্রীকামঃ সততং জপেৎ ॥ ১৬॥ ওঁ অশ্বদায়ী গোদায়ী ধনদায়ী মহাধনে । ধনং মে জুষতাং দেবীং সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে ॥১৭॥ ওঁ পুত্রং পৌত্রং ধনং ধান্যং হস্ত্যশ্বগজপৌরুষম্ । প্রজানাং ভবসি মাতা আয়ুষ্মন্তং করোতু মে ॥ ১৮ ॥ ওঁ চন্দ্রাভাং লক্ষ্মীমীশানীং সূর্য্যাভাং শ্রিয়মীশ্বরীম্ । চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিবর্ণাভাং মহালক্ষ্মীমুপাস্মহে ॥ ১৯ ॥ ওঁ ধনমগ্নির্ধনং বায়ুর্ধনং

সূর্য্যো ধনং বসুঃ। ধনমিন্দ্রো বৃহস্পতির্ব্বরুণো ধনমুচ্যতে ॥ ২০ ॥ ওঁ বৈনতেয়ং সোমং পিব সোমং পিবতু বৃত্রহা। সোমং ধনস্য সৌমিন মহ্যং দদাতু সৌমিনঃ ॥২১॥ ওঁ ন ক্রোধো ন চ মাৎসর্য্যং ন লোভো নাশুভা মতিঃ। ভবন্তি কৃতপুণ্যানাং শ্রীসূক্তং সততং জপেৎ ॥২২॥ শ্রীর্ব্বর্চ্চস্বমায়ুষ্যমারোগ্যমাবিদাৎ পবমানং মহীয়তে ধান্যং ধনং বহুপুত্রলাভং শতসংবৎসরদীর্ঘমায়ুঃ ॥ ২৩ ॥ ইতি শ্রীসূক্তম্ ॥*॥

পাবমানিসূক্ত মন্ত্র।

ওঁ পাবমানীঃ স্বস্ত্যয়নীঃ সুদুঘাহি ঘৃতচ্যুতঃ। ঋষিভিঃ সংভৃতো রসো ব্রাহ্মণেষমৃতং হিতম্ ॥ ১ ॥ ওঁ পাবমানীর্দ্দিশন্তু ন ইমং লোকমথোঽমুং কামান্ সংবর্দ্ধয়ন্তু নো দেবেদ্দৈবৈঃ সমাহিতাঃ ॥ ২ ॥ ওঁ যেন দেবাঃ পবিত্রেণাত্মানং পুনতে সদা। তেন সহস্রধারেণ পাবমান্যঃ পুনন্তু মাম্ ॥ ৩ ॥ওঁ প্রাজাপত্যং পবিত্রং শতোদ্যামং হিরণ্ময়ম। তেন ব্রহ্মবিদো বয়ং পূতং ব্রহ্ম পুণীমহে ॥৪ ॥ ওঁ ইন্দ্রঃ সুনীতিঃ সহমা পুনাতু সোমঃ স্বস্ত্যা বরুণঃ সমীচা। যমো রাজা প্রমৃণাভিঃ পুনাতু মাং জাতবেদামূর্জ্জয়ন্ত্যা পুনাতু ॥৫॥ ওঁ ঋষয়স্তু তপস্তেপে সর্ব্বে সর্ব্বজিগীষবঃ। তপসস্তাপসোগ্রস্তু পাবমানী ঋচোঽব্রবীৎ ॥ ৬ ॥ ওঁ যন্মে গর্ভে বসতঃ পাপমুগ্রং যজ্জায়মানস্য চ কিঞ্চিদন্যৎ। জাতস্য যচ্চাপি বর্দ্ধতো মে তৎপাবমানীভিরহং পুনামি ॥ ৭ ॥ ওঁ ক্রয়বিক্রয়াদ্যোনিদোষাদ্ভক্ষ্যাদ্ভোজ্যাৎ প্রতিগ্রহাৎ। অসদ্ভোজনাচ্চাপি নৃশংস্তৎপাবমানীভিরহং পুনামি ॥ ৮ ॥ ওঁ বালঘ্নামাতৃপিতৃবধাদ্ভুবি তস্করাৎ সর্ব্ববর্ণগমনমৈথুনসঙ্গমাৎ। পাপেভ্যশ্চ প্রতিগ্রহং সদ্যঃ প্রহরন্তি সর্ব্বদুষ্কৃতং তৎপাবমানীভিরহং পুনামি ॥ ৯ ॥ ওঁ ব্রহ্মবধাৎ সুরাপানাৎ সুবর্ণস্তেয়াদ্বৃষলীগমনমৈথুনসঙ্গমাৎ। গুরোর্দ্দারাভিগমনাচ্চ তৎপাবমানীভিরহং পুনামি ॥ ১০ ॥ ওঁ গোঘ্নাত্তস্করত্বাৎ স্ত্রীবধাদ্যচ্চ কিল্বিষং। পাপকর্ম্মকরণেভ্যস্তৎপাবমানীভিরহং পুনামি ॥ ১১ ॥ ওঁ দুর্যষ্টং দুরধীতং পাপং যচ্চাজ্ঞানতঃ কৃতং। অযাচিতাচ্চাসংবাহ্যাচ্চ তৎপাবমানীভিরহং পুনামি ॥ ১২ ॥ ওঁ অমন্ত্রমন্নং যৎকিঞ্চিদ্ধূয়তে চ হুতাশনে। সংবৎসরকৃতং পাপং তৎপাবমা-

নীভিরহং পুনামি ॥ ১৩ ॥ ওঁ ঋতস্য যোনয়োঽমৃতস্য ধাম বিশ্বাদে-বেভ্যঃ পুণ্যগন্ধাঃ। তানাপঃ প্রহরন্তি পাপং শুদ্ধা গচ্ছামি সুকৃতাত্ম-লোকং তৎপাবমানীভিরহং পুনামি ॥১৪ ॥ ওঁ পাবমানীঃ স্বস্ত্যয়নীর্যাভি-র্গচ্ছতি নন্দনং। পুণ্যাংশ্চ ভক্ষান্ ভক্ষয়ত্যমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥১৫॥ ওঁ পাব-মানং পরংব্রহ্ম সত্যং জ্যোতিঃ সনাতনম্। ঋষিং তস্যোপতিষ্ঠেৎ ক্ষীরং সর্পির্মধূদকম্ ॥ ১৬ ॥ ওঁ পাবমানীং পিতৄন্দেবান্ ধ্যায়েদ্যচ্চ সরস্ব-তীম্। পিতৄংস্তস্যোপতিষ্ঠেৎ ক্ষীরং সর্পির্ম্মধূদকং ॥ ১৭ ॥ ইতি পাবমানীসূক্তম্ ॥ ॥

শুদ্ধপতিসূক্ত মন্ত্র।

ওঁ এতমিন্দ্রং স্তবামশুদ্ধং শুদ্ধেন সাম্না শুদ্ধৈরুক্থৈর্ব্বা বৃদ্ধাং সংশুদ্ধৈরাশীর্ব্বান্মমত্তু ॥ ১ ॥ ওঁ ইন্দ্রঃ শুদ্ধো ন আগহি শুদ্ধঃ শুদ্ধা-ভিরূতিভিঃ শুদ্ধা রয়িং নিধারয় শুদ্ধো মম দ্বিষস্য ॥ ২ ॥ ওঁ ইন্দ্রঃ শুদ্ধোহিনো রয়িং শুদ্ধোরত্নানি দাশুষে শুদ্ধো বৃত্রাণি জিঘ্নসে শুদ্ধো-রাজং শিসা মসি ॥ ৩ ॥ ইতি শুদ্ধপতিসূক্তম্ ॥ ॥

পুষ্পশোধন মন্ত্র।

ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে। পুষ্পচয়াবকীর্ণে হুং ফট্ স্বাহা।

দেবপূজায় বিহিতপুষ্প।

শিববিষয়ে দ্রোণ, করবীর, পদ্ম, অপরাজিতা, কস্তুরী, আকন্দ, কহ্লার তগর, মল্লিকা, যথিকা, কেতকী, রক্তপদ্ম, চম্পক ও বিল্বপুষ্প। বিষ্ণুপূজায়— মল্লিকা, মালতী, জাতি, কেতকী, অশোক, শ্বেতজবা, বক, তগর ও কদম্ব। শক্তিবিষয়ে,—কুমুদ, উৎপল, কুন্দ, শেফালিকা, জবা, রক্তজবা, পদ্ম, রক্ত ও শ্বেত করবীর, সাদা অপরাজিতা। এই সমস্ত পুষ্প দেবপূজায় প্রশস্ত জানিবে।

শয়ন বিধি।

সন্ধ্যান্তের পরই শয্যারচনা করিবে, এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই শয্যা তুলিবে। মাঙ্গল্য [illegible] শয্যা নিকটে রাখিয়া,— "ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, ওঁ নন্দিকেশ্বরায়

নমঃ, ওঁ নর্ম্মদায়ৈ নমঃ, ওঁ প্রাতর্নর্ম্মদায়ৈ নমঃ" বলিয়া প্রণাম করিয়া "ওঁ নমস্তে নর্ম্মদে নিত্যং ত্রাহি মাং বিষসর্পতঃ" বলিয়া পবিত্র স্থানে শয়ন করিবে। নিজগৃহে পূর্ব্বশিরা বা দক্ষিণশিরা এবং প্রবাসে পশ্চিমশিরা হইয়া শয়ন করিবে। গৃহে বা বিদেশে কুত্রাপি উত্তরশিরা হইয়া শয়ন করিবে না।

বিবিধপ্রসঙ্গ সমাপ্ত।

চতুঃষষ্টিপদ বাস্তুযাগ প্রয়োগ। *

পরীক্ষিত ভূমিতে বাস্তুকর্ত্তার দুই বা চারি হস্ত পরিমিত স্থান খনন করত তাহা শোধন করিয়া শুদ্ধকালে শুভদিনে কৃতস্নান যজমান, নিত্য ক্রিয়াদি সম্পন্ন করিয়া স্বস্তিবাচনাদি সঙ্কল্প করিবে। যথা,—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীবিষ্ণুগৃহারম্ভে এতদ্বাস্তুসর্ব্বদোষো-পশমনকামো বাস্তুযাগকর্ম্মাহং করিষ্যে।

এই সঙ্কল্পে মুখ্য চান্দ্রমাস উল্লেখ করিতে হয়। অতঃপর স্বশাখোক্ত সঙ্কল্প সূক্ত পাঠ করিবে। অন্য দেবতার গৃহারম্ভ কালে "শ্রীবিষ্ণুগৃহারম্ভে" এই স্থলে সেই দেবতার নাম উল্লেখ করিবে। তৎপরে নবগ্রহ প্রভৃতির পূজা করিয়া

"অদ্যেত্যাদি বাস্তুযাগকর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং সগণাধিপগৌর্য্যাদিষোড়শমাতৃ-কাপূজাবসোর্দ্ধারাসম্পাতনায়ুষ্যসূক্তজপাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধান্যহং করিষ্যে"।

এই রূপে সঙ্কল্প করিয়া আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া প্রকৃত কর্ম্ম করিবে। যথা,—

পূর্ব্বমুখে উপবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে গন্ধাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া পুণ্যাহ

(ক) এই সমস্ত বিষয় মৎপ্রণীত "আর্য্যজীবনে" বিস্তৃত ভাবে লিখিত হইয়াছে।

* চতুঃষষ্টিপদ বাস্তুযাগ দেবগৃহারম্ভে, একাশীতিপদ বাস্তুযাগ মনুষ্যগৃহ সম্বন্ধে জানিবে। কর্ত্তার অরত্নিপ্রমাণ গর্ত্তে নূতন অপক্ক শরাবে পূর্ব্বাদি ক্রমে ঘৃতাক্ত চারিটী বর্ত্তিকা দিয়া তাহা প্রজ্বালিত করিবে। পূর্ব্বদিকের বর্ত্তিকা উজ্জ্বল হইলে ব্রাহ্মণের, দক্ষিণদিকের বর্ত্তিকা উজ্জ্বল হইলে ক্ষত্রিয়াদির এবং সমস্ত শিখা একত্র সমোজ্জ্বল হইলে সর্ব্ব জাতিরই প্রশস্ত জানিবে। ইহাকেই ভূমি পরীক্ষা বলে।

বাচনাদি করণানন্তর ব্রহ্মা, হোতা, তন্ত্রধার ও সদস্য বরণ (৪৪ পৃঃ দেখ) করিবে। অতঃপর হোতা কর্ম্মকর্ত্তার বেদোক্ত মন্ত্রে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পঞ্চগব্য শোধন করিয়া সমস্ত একত্র করত গায়ত্রী পাঠপূর্ব্বক পূর্ব্বকল্পিত মৃত্তিকা প্রোক্ষণ করিয়া শরৎপক্ক ধান্য, মুগ, গোধূম, সর্ষপ, তিল ও যবমিশ্রিত জল বা পৃথক্ মিশ্রিত জল দ্বারা বেদী অভিষেক করিবে। শরৎপক্ক ধান্যের অভাব হইলে হৈমন্তিক ধান্যই গ্রাহ্য।

অতঃপর মণ্ডপের চতুষ্কোণে ঈশানকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত চারিটী খদিরকাষ্ঠের শঙ্কু (খোঁটা) নিম্নলিখিত মন্ত্রে এক একটী করিয়া পুতিয়া দিবে। যথা,

ওঁ বিশন্তু তে জলে নাগা লোকপালাশ্চ কামগাঃ। অস্মিন্ প্রাসাদে তিষ্ঠন্তু আয়ুর্ব্বলকরাঃ সদা॥

মণ্ডপের চতুষ্পার্শ্বেও এইমন্ত্রে পুতিবে। অতঃপর নিম্নমন্ত্রে অগ্নিকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেকে মাষভক্তবলি প্রদান করিবে, যথা, -

"ওঁ অগ্নিভ্যোঽপ্যথ সর্পেভ্যো যে চান্যে তৎসমাশ্রিতাঃ। তেভ্যো বলিং প্রযচ্ছামি পুণ্যমোদনমুত্তমম্॥

মণ্ডলের অভাবপক্ষেও শঙ্কু রোপণ ও বলিপ্রদান করিবে। শঙ্কুচতুষ্টয় মধ্যে স্বর্ণশলাকা দ্বারা বাস্তুমণ্ডল প্রস্তুত করিবে। ক্রম যথা,— মণ্ডলের ঈশানকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া অধোমুখ পতিত বাস্তুপুরুষের শিরস্থানে অর্দ্ধপদ শুক্লবর্ণ ঈশ, দক্ষিণে পীতবর্ণ একপদ পর্জ্জন্য, ধূম্রবর্ণ দ্বিপদ জয়ন্ত, একপদ পীতবর্ণ শক্র, একপদ রক্ত বর্ণ ভাস্কর, দ্বিপদ শুক্লবর্ণ সত্য, শুক্ল একপদ ভৃশ, অর্দ্ধপদ কৃষ্ণ ব্যোম, মণ্ডলের দক্ষিণভাগকোণে রক্তবর্ণ অর্দ্ধপদ হুতাশন, তাহার অধঃপদে একপদ রক্তবর্ণ পূষা, দ্বিপদ কৃষ্ণ বিতথ, শ্বেত এক পদ গৃহক্ষত, কৃষ্ণ একপদ যম, দ্বিপদ পীতবর্ণ গন্ধর্ব্ব, শ্যাম একপদ ভৃঙ্গ, পীতবর্ণ অর্দ্ধপদ মৃগ, মণ্ডলের পশ্চিমভাগে শ্বেতবর্ণ অর্দ্ধপদ পিতৃগণ, তাহার উত্তরপদে, শ্বেতবর্ণ একপদ দৌবারিক, তাহার উত্তরে কৃষ্ণবর্ণ দ্বিপদ সুগ্রীব, তৎপর পীত একপদ পুষ্পদন্ত শ্বেত একপদ বরুণ, কৃষ্ণবর্ণ দ্বিপদ অসুর, কর্ব্বুর একপদ শেষ, শ্যাম অর্দ্ধপদ পাশ, মণ্ডলের উত্তরভাগে শ্যামবর্ণ অর্দ্ধপদ রোগ, পূর্ব্বে রক্তবর্ণ একপদ নাগ, পীতবর্ণ দ্বিপদ বিশ্বকর্ম্মা, পীত একপদ ভল্লাট, শুক্ল একপদ কুবেরশ্বর, দ্বিপদ শ্বেতবর্ণ নাগরাজ, পীত এক

পদ শ্রী, কৃষ্ণ অৰ্দ্ধপাদ অদিতি, পর্জ্জন্যের পদাধঃপদে শুক্লবর্ণ এক পদ আপ, তাহার অধঃপদে পীতবর্ণ একপদ আপবৎস, পূর্ব্বদিকে রক্তবর্ণ চতুষ্পাদ অর্য্যমা, ভৃশের পদাধঃপদে একপদ রক্ত সাবিত্র, তদধঃপদে শুক্লবর্ণা একপদা সাবিত্রী, দক্ষিণদিকে চতুষ্পদ কৃষ্ণবর্ণ বিবস্বন্ত, দৌবারিকের পদোর্দ্ধ্বপদে একপদ পীতবর্ণ ইন্দ্র, তদূর্দ্ধে পীতবর্ণ একপদ জয়, পশ্চিমদিকে রক্তবর্ণ চতুষ্পদ মিত্র, শেষপদের ঊর্দ্ধ্বপদে একপদ শুক্লবর্ণ রুদ্র, তদূর্দ্ধ্বপদে একপদ পীত রাজযক্ষ্মা, উত্তরদিকে পীতবর্ণ চতুষ্পাদ ধরাধর, মধ্যে চতুষ্পদ রক্তবর্ণ ব্রহ্মা এবং মণ্ডলের বহির্ভাগে কোণ চতুষ্টয়ে বস্ত্রমাল্যালঙ্কৃত কলস স্থাপন করিবে এবং মণ্ডলের বাহিরে পূর্ব্বে পীতবর্ণ স্কন্দ, অগ্নিকোণে কলস সমীপে কৃষ্ণবর্ণ বিদারী, দক্ষিণে রক্তবর্ণ অর্য্যমা, নৈঋর্ত কোণে কলস সমীপে কৃষ্ণবর্ণা পূতনা, পশ্চিমে কৃষ্ণ জম্ভক, বায়ুকোণের কলসসমীপে কৃষ্ণা পাপরাক্ষসী, উত্তরে কৃষ্ণবর্ণ পিলিপিঞ্জ, ঈশানকোণের কলসীসমীপে কৃষ্ণবর্ণা চরকী স্থাপন করিবে। পুনরায় যজ্ঞভূমির পূর্ব্বাদি দিকে মাষভক্তবলি দিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ ভূতানি রাক্ষসা বাপি যেঽত্র তিষ্ঠন্তি কেচন। তে গৃহ্নন্তু বলিং সর্ব্বে বাস্তুং গৃহ্লাম্যহং পুনঃ ॥"

যদি মণ্ডলকরণে অশক্ত হয়, তবে শালগ্রামে বা জলে বিনা আবাহন বিসর্জ্জনে পাদ্যাদি দ্বারা অভাবে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। মণ্ডল করণে সামর্থ্য হইলে নিম্নরূপে আবাহন করিবে। যথা—

ঈশ ইহাগচ্ছাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ তিষ্ঠ অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।

"এতৎ পাদ্যং ওঁ ঈশায় নমঃ" এই ক্রমে পাদ্যাদি দ্বারা নৈবেদ্যান্ত পূজা করিবে। তৎপরে নিম্ন লিখিত দেবতাগণের পূজা করিবে।—

পর্জ্জন্যায়। জয়ন্তায়। শক্রায়। ভাস্করায়। সত্যায়। ভৃশায়। ব্যোম্নে। অগ্নয়ে। পূষ্ণে। বিতথায়। গৃহক্ষতায়। যমায়। গন্ধর্ব্বায়। ভৃঙ্গায়। মৃগায়। পিতৃভ্যঃ। দৌবারিকায়। সুগ্রীবায়। পুষ্পদন্তায়। বরুণায়। অসুরায়। শেষায়। পাশায়। রোগায়। নাগায়। বিশ্বকর্ম্মণে। ভল্লাতটায়। যজ্ঞেশ্বরায়। নাগরাজায়। শ্রিয়ৈ। অদিতয়ে। আপায়। আপবৎসায়। অর্য্যম্নে। সাবিত্রায়। সাবিত্র্যৈ। বিবস্বতে। ইন্দ্রায়। জয়ায়। মিত্রায়। রুদ্রায়। রাজযক্ষ্মণে। ধরাধরায়। ব্রহ্মণে। স্কন্দায়। বিদার্য্যৈ। অর্য্যম্নে। পূতনায়ৈ। জম্ভকায়। পাপরাক্ষস্যৈ। পিলিপিঞ্জায়। চরক্যৈ।

অনন্তর ব্রহ্মবটে বাস্তুদেবের আবাহনপূর্ব্বক ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া ষোড়শোপচারে লক্ষ্মীর এবং "ওঁ বাস্তুদেবগণেভ্যো নমঃ" বলিয়া গন্ধাদি দ্বারা বাস্তুদেবগণের পূজা করিয়া পৃথিবীর পূজা করিবে। যথা,—

পৃথিবীর ধ্যান—'ওঁ সর্ব্বলোকধরাং প্রমদারূপাং দিব্যাভরণভূষিতাং ধরাং পৃথিবীম্'।

"ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ" এইক্রমে ষোড়শোপচারে পৃথিবীর পূজা করিয়া, ধ্যান ও আবাহন করিয়া "ওঁ হরয়ে নমঃ" এই ক্রমে সর্ব্বদেবময় হরির পূজা করিয়া "ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ" এই ক্রমে বাস্তুপুরুষের ষোড়শোপচারে পূজা করিবে।

অনন্তর মণ্ডলমধ্যে চতুষ্পদে ব্রহ্মস্থানে আতপতণ্ডুল দিয়া স্বর্ণ, রৌপ্য ও সর্ব্ববীজৌষধীযুক্ত নূতন দৃঢ় জলপূর্ণ কুম্ভ বর্দ্ধনীর (বদনার ন্যায় জলপাত্রবিশেষ) সহিত স্থাপন করিয়া চতুর্ম্মুখ দেবতাকে আবাহনপূর্ব্বক "ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ" এই মন্ত্রে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে।

তৎপরে কুম্ভের ঈশানকোণে দধি-অক্ষত-বিভূষিত পঞ্চপল্লব সমাচ্ছন্ন মুখ, ফলপুষ্পাচ্ছাদিত ও অন্তঃপ্রবিষ্ট পঞ্চরত্নযুক্ত জলপূর্ণ কলস বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া "ওঁ আজিঘ্রকলসমিত্যাদি। (৭ পৃঃ দেখ) মন্ত্রে আতপতণ্ডুলোপরি স্থাপন করিয়া "ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসীতি (৭ পৃঃ দেখ) মন্ত্রে বরুণন্যাস করিয়া "ওঁ গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্ব্বাঃ সরাংসি জলদা নদাঃ। আয়ান্তু যজমানস্য দুরিতক্ষয়কারকাঃ॥" এই মন্ত্রে তীর্থাবাহন করিয়া অশ্বস্থান, গজস্থান, বল্মীক (উইমাটী) নদীসঙ্গম, হ্রদ, গোকুল (গোঠ) রথ্যা (উঠান) এই সপ্ত মৃত্তিকা * আহরণ করিয়া সর্ব্বৌষধীর সহিত তাহাতে ক্ষেপণ করিবে। অনন্তর মণ্ডপের পশ্চিমদিকে কুণ্ডে বা হস্ত পরিমিত স্থণ্ডিলে হোম করিবে। হোতা স্বশাখোক্ত সাধারণীয় কুশণ্ডিকানুসারে বিরূপাক্ষজপান্ত কর্ম্ম সমাধা করিয়া প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে প্রথমে, অগ্নির ধ্যান করত "অগ্নে ত্বং প্রজাপতিনামাসি"। এই নামকরণ করিয়া আবাহন করত পূজা করিবে। তৎপরে প্রাদেশ প্রমান সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে আহুতি দিয়া মহাব্যাহৃতি হোম করিবে; যথা—

প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা॥১॥ প্রজাপতির্ঋষিরুষ্ণিকৃছন্দো বায়ুর্দ্দেবতা

* অশ্বস্থানাদ্‌গজস্থানাৎ বল্মীকাৎ নদীসঙ্গমম্

মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ ॥ ওঁ ভুবঃ স্বাহা ॥২॥ প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ ॥ ওঁ স্বঃ স্বাহা ॥৩॥

ঘৃত দ্বারা এই আহুতিত্রয় প্রদান করিয়া প্রকৃত কর্ম্ম করিবে। প্রকৃত কর্ম্ম যথা,—যজ্ঞডুম্বুরের সমিধ্ অথবা ঘৃতাক্তমধুমিশ্রিত তিল ও যব দ্বারা পূর্ব্বপূজিত ত্রিপঞ্চাশৎ দেবতার প্রত্যেকে দশবার করিয়া আহুতি প্রদান করিবে। যথা—ওঁ ঈশায় স্বাহা। • ইত্যাদি। (১১১ পৃঃ দেখ)।

অতঃপর "ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা"—এই মন্ত্রে ব্রহ্মার এক শত হোম করিয়া "বাসুদেব, লক্ষ্মী, বাসুদেবগণ, হরি ও চতুর্ম্মুখ ইহাদের প্রত্যেককে এক একটি আহুতি দিবে। অনন্তর "বাস্তোষ্পতে ইতি ঋক্‌পঞ্চকস্য বিশ্বামিত্র-ঋষিরতিজগতীচ্ছন্দো বায়ুর্দেবতা বাস্তুপ্রীতয়ে বিনিয়োগঃ ॥" এই ঋষ্যাদি স্মরণ করিয়া নিম্নলিখিত পাঁচটি মন্ত্রে মধু ও ঘৃতাক্ত পাঁচটি বিল্বফল, তদভাবে তদ্বীজপঞ্চক দ্বারা এক একটি করিয়া আহুতি দিবে। যথা,—

ওঁ বাস্তোষ্পতে প্রতিজানীহি অস্মান্ সুবেশোঽনমীবো ভবানঃ। যত্তেমহে প্রতিতন্নো জুষস্ব শন্নো ভব দ্বিপদেশং চতুষ্পদে স্বাহা ॥১॥ ওঁ বাস্তোষ্পতে প্রতরণো ন এধি গয়স্ফানো গোভিরশ্বে-ভিরিন্দো। অজরাসস্তে সখ্যে শ্যাম পিতেব প্রতিতন্নো জুষস্ব স্বাহা ॥২॥ ওঁ বাস্তোষ্পতে সময়া সংদদাতে সংক্ষীমহি হিরণ্ময় গোভূম্যা পাহি ক্ষেম উদ্‌যাগে বরন্নো যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ স্বাহা ॥৩॥ ওঁ বাস্তোষ্পতে অমীবিতা বিশ্বরূপাণ্যাবিশন্ সখায়ুষেব এধি নঃ স্বাহা ॥ ৪ ॥ ওঁ বাস্তোষ্পতে ধ্রুবাস্থূলাং সত্রং সৌম্যান্যাং দ্রপ্‌সোপুরাং ভেত্তা শাশ্বতীনামিন্দ্রো মুনীনাং সখা স্বাহা ॥৫॥

ঋক্ ও যজুর্ব্বেদীয়েরা—প্রত্যেক আহুতির পরেই "ওঁ বাস্তোষ্পতয়ে" বলিয়া প্রত্যাহুতি দিবে।

অতঃপর "ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা"—এই মন্ত্রে ঘৃত দ্বারা হোম করিয়া শাট্যায়ন হোমাদি উদীচ্য কর্ম্ম সমাপনপূর্ব্বক (সাধারণী কুশণ্ডিকা দেখ) পূর্ণাহুতি দিয়া অগ্নি বিসর্জ্জন করিবে।

অনন্তর সর্ব্ববেদী সাধারণীয় পায়স বলি দিবে। যথা,—"এষ পায়স বলিঃ ওঁ ঈশানায় নমঃ" এই ক্রমে চরকী পর্য্যন্ত দেবতার (১১১ পৃঃ দেখ) প্রত্যেককে বলিদান করিবে। এই সময় পুনর্ব্বার পুণ্যাহ, স্বস্তি ও ঋদ্ধি বাচন করাইবে।

তৎপরে আচার্য্য পূর্ব্বাভিমুখী পুত্র-কলত্রাদি-সমন্বিত অগ্নির উত্তরদেশোপবিষ্ট যজমানকে পূর্ব্বস্থাপিত শান্তিকলসজল দ্বারা "ওঁ সুরাস্তামভিষিঞ্চন্তু" ইত্যাদি (২৪ পৃঃ দেখ) মন্ত্রে শান্তি করিয়া পুনরায় স্বস্তি, ঋদ্ধি, পুণ্যাহ বাচন করাইয়া কর্করীর নালদ্বারা শূণ্যপথে জল ধারা দিয়া গর্ত্তমধ্যে একহস্ত পরিমিত স্থানে চারি অঙ্গুলি পরিমিত মৃত্তিকা খনন করিবে। সেই খাত গোময় দ্বারা লেপন ও চন্দনাদিদ্বারা বিভূষিত করিয়া গর্ত্তমধ্যে শুক্ল পুষ্প ও আতপতণ্ডুল নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে আচার্য্য পূর্ব্বমুখে উপবেশনপূর্ব্বক চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকে ধ্যান করিবেন। পরে যজমান উভয় জানু দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া মঙ্গল বাদ্য সহকারে নিম্নমন্ত্র পাঠ করিয়া ব্রহ্মস্থাপিত ঘট আনয়ন করিবেন। যথা,—

"ওঁ উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেব যজন্তস্তে হবামহে উপপ্রয়ান্তু মরুতঃ সুদানব ইন্দ্র প্রাশুর্ভবা সচা॥"

পরে নিম্ন মন্ত্রে অর্ঘ্যপ্রদান করিবেন।

'ওঁ আয়াহি ভগবন্ দেব তোয়মূর্ত্তে জলেশ্বর! গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং পরিতোষায় তে নমঃ। ওঁ নমো বরুণায়।'

পরে ঘট বিসর্জ্জন করিয়া ঘটস্থজল ও কর্করী জল দ্বারা ঐ খাত পূর্ণ করিয়া "ওঁ" এই মন্ত্র স্মরণ করিয়া সেইজলে শুক্লপুষ্প নিক্ষেপ করিবেন। পুষ্প দক্ষিণাবর্ত্তক্রমে আবর্ত্তিত হইলে শুভ এবং বামাবর্ত্তে অশুভ জানিবে। অনন্তর নূতন ইষ্টক গ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক ঐ খাত মধ্যে স্থাপন করিবেন। মন্ত্র যথা—

"ওঁ ইষ্টকে ত্বং প্রযচ্ছেষ্টং প্রতিষ্ঠাং কারয়াম্যহং। দেশস্বামি-পুরস্বামি-গৃহস্বামি-পরিগৃহে। মনুষ্যধনহস্ত্যশ্বপশুবৃদ্ধিকরী ভব। ওঁ যথাচলো গিরির্ম্মেরুর্হিমবাংশ্চ যথাচলঃ। তথা ত্বমচলো ভূত্বা তিষ্ঠ চাত্র শুভালয়ে।

পরে সেই খাতে পঞ্চরত্ন, দধি মিশ্রিত আতপ তণ্ডুল, শালিধান্য, মুগ, গোধুম, শ্বেতসর্ষপ, তিল ও যবাদি নিক্ষেপ করিয়া মৃত্তিকাদ্বারা ঐ খাত পূরণ করিবে।

তৎপরে আচার্য্য বাস্তুমণ্ডলে পূজিত দেবতাগণকে পরবর্ত্তী মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক বিসর্জ্জন করিবেন। যথা,—

"ওঁ যান্তু দেবগণাঃ সর্ব্বে পূজামাদায় যাজ্ঞিকাঃ। ইষ্টকামপ্রসিদ্ধ্যর্থং পুনরাগমনায় চ। ওঁ ক্ষমস্ব।"

অতঃপর শান্তি করিয়া মুখ্যচান্দ্রমাস উল্লেখে দক্ষিণান্ত করিবেন। যথা,—

"ওমদ্যেত্যাদি কৃতৈতদ্বাস্তুযাগকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং অমুকগোত্রায় শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায়াচার্য্যায় তুভ্যমহং দদে।" ব্রাহ্মণ "স্বস্তি" বলিয়া গ্রহণ করিবেন।

তৎপরে আচার্য্য ব্রহ্মাদিকেও দক্ষিণাদান করত অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া সর্ব্বৌষধিজলে যজমানকে স্নান করাইবেন ও দৈবজ্ঞকে পরিতোষ ও ব্রাহ্মণ দিগকে যথাশক্তি অর্চ্চনা করিয়া নৃত্যগীতাদি করিবে।

একাশীতিপদ-বাস্তুযাগ।

একাশীতি পদ বাস্তুযাগে সমস্তই চতুঃষষ্টিপদ বাস্তুযাগের ন্যায়। কেবল মণ্ডল ও দেবতার প্রভেদমাত্র। তাহা এইস্থলে লিখিত হইল।—

প্রথমত কর্ত্তা আসনাদি করত পূর্ব্বনিয়মানুসারে শঙ্কুমধ্যে বাস্তু প্রস্তুত করণ পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া মণ্ডলের ঈশানকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া অধোমুখ-পতিত বাস্তুপুরুষের শিরস্থানে রক্তবর্ণ একপদ শিখি, দক্ষিণনেত্রে পীতবর্ণ এক-পদ পর্জ্জন্য, দক্ষিণশ্রোত্রে শুক্লাকার দ্বিপদ জয়ন্ত, দক্ষিণাংশে দ্বিপদ পীতবর্ণ কুলিশায়ুধ, দক্ষিণবাহুমূলে রক্তাকৃতি দ্বিপদ সূর্য্য, কূর্পরে শ্বেতবর্ণ দ্বিপদ সত্য, মণিবন্ধে দ্বিপদ পীতাকার ভৃশ, অঙ্গুলীমূলে একপদ শুক্লাকৃতি আকাশ, দক্ষিণা-ঙ্গুল্যগ্রে একপদ ধূম্রবর্ণ হুতাশন, বামনেত্রে শ্যামাকৃতি একপদ দিতি, মুখে শ্বেতাকার একপদ আপ, দক্ষিণ হস্তে একপদ রক্তবর্ণ সাবিত্র, দক্ষিণ মণিবন্ধে একপদ রক্তবর্ণ পূষা, বামশ্রোত্রে দ্বিপদ রক্ত অদিতি, বক্ষঃস্থলে গৌরবর্ণ এক পদ আপবৎস, দক্ষিণ হস্ততলে পাণ্ডুরবর্ণ ত্রিপদ অর্য্যমা, দক্ষিণ হস্তে গৌরাকার একপদ সবিতা, দক্ষিণপার্শ্বে দ্বিপদ শ্যামবর্ণ বিতথ, বামাংসে দ্বিপদ কৃষ্ণবর্ণ সর্প, তাহার অধোদেশে বামবাহুমূলে দ্বিপদ শুক্ল সোম, তদধো বাম কূর্পরে দ্বিপদ গৌরবর্ণ ভল্লাতট, তদধোদক্ষিণ মণিবন্ধে রক্তাকৃতি দ্বিপদ মুখ্য, তদধ আদ্যপাদে বামহস্তাঙ্গুলিমূলে গৌরবর্ণ একপদ মিত্র, দ্বিতীয়পদে বামহস্তে রক্তাকৃতি এক-পদ রক্ত, তদধ আদ্যপাদে বামহস্তাঙ্গুলীর অগ্রে ধূম্রাকার একপদ রোগ, দ্বিতীয় পদে একপদ কৃষ্ণবর্ণ পাপ, তদ্দক্ষিণে বামপার্শ্বে দ্বিপদ কৃষ্ণবর্ণ শেষ, তদ্দক্ষিণে বামপার্শ্বে দ্বিপদ রক্তাকৃতি অসুর, তদ্দক্ষিণে বামউরুতে শ্বেতবর্ণ দ্বিপদ বরুণ,

তদ্দক্ষিণে বাম জানুতে রক্তবর্ণ দ্বিপদ পুষ্পদন্ত, তাহার দক্ষিণে বামজঙ্ঘায় দ্বিপদ শ্বেতাকৃতি সুগ্রীব, তদ্দক্ষিণে উর্দ্ধপদে মেঢ়ে একপদ শ্বেতকায় জয়, অধঃপদে বাম কটীতে কৃষ্ণকায় একপদ দৌবারিক, তদ্দক্ষিণে উর্দ্ধপদে একপদ গৌরবর্ণ মৃগ, অধঃপদে দক্ষিণ ও বামপদে শ্বেতকায় একপদ পিতৃগণ, মণ্ডলের দক্ষিণদিকে দ্বিপদের উর্দ্ধপদদ্বয়ে দক্ষিণ জঙ্ঘায় শুক্লকায় দ্বিপদ ভৃঙ্গরাজ, তদূর্দ্ধ্বপদদ্বয়ে দক্ষিণজানুতে গৌরবর্ণ দ্বিপদ গন্ধর্ব্ব, তদূর্দ্ধ্ব পদদ্বয়ের দক্ষিণ উরুতে কৃষ্ণকায় দ্বিপদ যম, তদূর্দ্ধ্ব পদদ্বয়ে দক্ষিণপার্শ্বে শ্বেতকায় দ্বিপদ গৃহক্ষত. গন্ধর্ব্ব, যম ও গৃহক্ষতপদের উত্তরপদত্রয়ে জঠর, দক্ষিণভাগে ত্রিপদ রক্তাকার বিবস্বন্ত, তদধঃপদে মেঢ়ে পীতবর্ণ একপদ বিবুধাধিপ, তদুত্তর পদত্রয়ে জঠর, বামভাগে ত্রিপদ শুক্লকায় রক্ত, তদুত্তরপদে বামহস্তে একপদ গৌরবর্ণ রাজযক্ষ্মা, তদূর্দ্ধ্বপদত্রয়ে বাম বক্ষঃস্থলে শ্বেতকায় ত্রিপদ ধরাধর, মধ্যে হৃদয়ে নবপদ রক্তবর্ণ ব্রহ্মা। এই ক্রমে মণ্ডল লিখিয়া উক্তদেবগণের পূজা * ইহাতে করিয়া এই সমস্ত দেবতার হোম ও বলিপ্রদান করিবে। মণ্ডলকরণাভাবে শালগ্রামে বা জলে আবাহন বিসর্জ্জন ভিন্ন এই সমস্ত দেবতার পূজা করিবে।

যদি একই দিনে বাস্তযাগ, দেবপ্রতিষ্ঠা ও গৃহপ্রতিষ্ঠাদি কার্য্য করে, তবে বক্ষ্যমাণ রূপে কার্য্য করিবে।—

প্রথমতঃ যজমান পূর্ব্বমুখী হইয়া বসিয়া ব্রাহ্মণত্রয়কে গন্ধাদি দ্বারা পরিতোষ করিয়া পুণ্যাহ বাচন করিবেন। যথা,—"ওম্ তৎসদদ্য কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ এষু বাস্তযাগকর্ম্ম-পাষাণময়বিষ্ণুমূর্ত্ত্যধিকরণক-বিষ্ণুদেবপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মেষ্টকাদিরচিত-বিষ্ণুবেশ্ম (১) প্রতিষ্ঠাকর্ম্মসু ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু।" যজমান ইহা বলিলে ব্রাহ্মণত্রয় বলিবেন, ওঁ পুণ্যাহং পুণ্যাহং পুণ্যাহং।" এইরূপে স্বস্তি ও ঋদ্ধিবাচন করিয়া "ওঁ স্বস্তি ন" ইত্যাদি স্বস্তি বাচন (২পৃঃ দেখ) পাঠ করিয়া "এতে গন্ধ-

---

* শিখিনে, পর্জ্জন্যায়, জয়ন্তায়, কুলিশায়ুধায়, সূর্য্যায়, সত্যায়, ভৃশায়, আকাশায়, হুতাশনায়, দিত্যৈ, আপায়, সাবিত্রায়, পূষ্ণে, অদিতয়ে, আপবৎসায়, অর্য্যম্ণে, সবিত্রে, বিতথায়, সর্পায়, সোমায়, ভল্লাতটায়, মুখ্যায়, মিত্রায়, রুদ্রায়, রোগায়, পাপায়, শেষায়, অসুরায়, বরুণায়, পুষ্পদন্তায়, সুগ্রীবায়, জয়ায়, দৌবারিকায়, মৃগায়, পিতৃগণায়, ভৃঙ্গরাজায়, গন্ধর্ব্বায়, যমায়, গৃহক্ষতায়, জঠরায়, বিবস্বতে বিবুধাধিপায়, রক্তায়, রাজযক্ষ্মণে, ধরাধরায়, ব্রহ্মণে।

(১) অন্য দেবালয় হইলে "বিষ্ণুবেশ্ম" স্থলে তত্তৎ দেবতার নাম বলিবে।

পুষ্পে ওঁ আদিত্যাদিনবগ্রহেভ্যো নমঃ” বলিয়া পূজা করিয়া সংকল্প করিবে।
যথা,—“বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা এতদ্‌বাস্তুসর্ব্বদোষোপশমনকামো বাস্তুযাগকর্ম্মাহং করিষ্যে।” এই বাক্যে সঙ্কল্প করিয়া স্বশাখোক্ত সূক্ত পাঠ করিবে। পরে “অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা বিষ্ণুলোকগমনকামঃ অস্যাং প্রতিমায়াং বিষ্ণুদেবতাপ্রতিষ্ঠামহং করিষ্যে” এই সঙ্কল্প করিয়া স্ববেদোক্ত সূক্ত পাঠ করিবে। পরে “অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা এতদিষ্টকাদিময়বেশ্মপরমাণুসমসঙ্খ্যকসহস্রদশগুণকালাবচ্ছিন্নস্বর্গলোকমহিতত্বকামঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা বিষ্ণুবেশ্মপ্রতিষ্ঠামহং করিষ্যে।” এই সঙ্কল্প করিয়া সূক্ত পাঠ করিবে।

অতঃপর বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের সংকল্প করিবে।—“অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা বাস্তুযাগকর্ম্ম বিষ্ণুদেব প্রতিষ্ঠাকর্ম্মেষ্টকাদিময় বিষ্ণুবেশ্ম প্রতিষ্ঠাকর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং সগণাধিপগৌর্য্যাদিষোড়শমাতৃকাপূজাবসোর্দ্ধারাসম্পাতনায়ুষ্যসূক্তজপাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধান্যহং করিষ্যে” এই সঙ্কল্প করিয়া সূক্ত পাঠানন্তর বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি করিয়া তত্তৎ কর্ম্মার্থ ব্রহ্মা, হোতা, তন্ত্রধার ও সদস্য বরণ (৪৫পৃঃ দেখ) করিয়া বাস্তুযাগ পদ্ধতিক্রমে বাস্তুযাগ, দেবপ্রতিষ্ঠাবিধানে দেবপ্রতিষ্ঠা, গৃহপ্রতিষ্ঠাপদ্ধতি ক্রমে গৃহপ্রতিষ্ঠা করিয়া দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন।

বাস্তুযাগ পদ্ধতি সমাপ্ত।

জলাশয়োৎসর্গ বিধি।

শুভলগ্নে কৃতনিত্যক্রিয় যজমান আচমন করিয়া সর্ব্বৌষধি জলে স্নান করিয়া পশ্চিমদ্বার দিয়া মণ্ডপে প্রবেশ করত “ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং” ইত্যাদি বাক্যে বিষ্ণুস্মরণ করিয়া পূর্ব্বমুখোপবিষ্ট হইয়া ফল, কুশপত্রত্রয় ও তিলপুষ্পজলসহিত তাম্রপাত্র গ্রহণ করিয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা,—

“অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা চতুর্ব্বর্ণমহীদানজন্যফলসমফলপ্রাপ্তিকামঃ (শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা) জলপূর্ণজলাশয়োৎসর্গমহং করিষ্যে। *

অতঃপর সেই জল ঈশানকোণে নিক্ষেপ করিয়া স্বশাখোক্ত সংকল্পসূক্ত

* জলাশয়ারামকূপে সঙ্কল্প পূর্ব্বদিঙ্‌মুখঃ।

পুষ্করিণী, আরাম ও কূপ প্রতিষ্ঠাকার্য্যে পূর্ব্বমুখ হইয়া সংকল্প করিতে হয়

পাঠ করিবে। অনন্তর, নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া শ্বেতসর্ষপ প্রক্ষেপ করত বিঘ্নাপসারণ করিবে। যথা—

"ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ। অপসর্পন্তু তে সর্ব্বে যে চান্যে বিঘ্নকারকাঃ। বিনায়কা বিঘ্নকরা মহোগ্রা যজ্ঞদ্বিষো যে পিশিতাশনাশ্চ। সিদ্ধার্থকৈর্ব্বজ্রসমানকল্পৈর্ম্ময়া নিরস্তা বিদিশঃ প্রয়ান্তু॥

তদনন্তর, মণ্ডল অঙ্কিত করিবে। তাহার ক্রম এইরূপ।—বেদীতে তির্য্যগূর্দ্ধ ক্রমে নয় নয়টী সূত্র (রেখা) পাত করিয়া চতুঃষষ্টি (৬৪) কোষ্ঠ অঙ্কিত করিবে এবং তাহার বহির্ভাগে চতুর্দ্দিকে সীমারেখা পাত করিয়া ছয় ছয়টী কোষ্ঠ মার্জ্জন করিবে। পরে পঙ্‌ক্তিতে চারিকোষ্ঠ মার্জ্জন করিয়া চতুর্দ্বার সম্পন্ন করত পুনর্ব্বার আর একটী সীমারেখা পাত করিবে। পরে সমস্ত কোষ্ঠ মার্জ্জন করিয়া তন্মধ্যে অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তিনটী রেখা দ্বারা তাহাকে বেষ্টন করিবে। পরে পদ্মের অষ্টদিকে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ষোড়শার চক্র অঙ্কিত করিয়া তাহার বহিভাগে বৃত্ত অঙ্কিত করিবে এবং পঞ্চবর্ণ গুঁড়িকা দ্বারা মণ্ডল রঞ্জিত করিবে।

তৎপরে বাস্তুবেদীর ছয়টি কুম্ভ এবং পুষ্করিণী মণ্ডলের চতুষ্কোণে চারিটি ও বেদীর চতুষ্কোণের নিম্নে চারিটী এবং ঈশানকোণে একটী শান্তিকুম্ভ স্থাপন করিবে। তৎপরে গণপতি, মাতৃকাপূজা, বসুধারা, আয়ুষ্যসূক্ত জপ ও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিয়া বস্ত্রাদি দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে অর্চ্চনা করত পুণ্যাহ, স্বস্তি ও ঋদ্ধিবাচন করাইয়া যথাবিধানে ব্রহ্মা, আচার্য্য, হোতা ও সদস্য এই চারিটি বরণ (৪৪ পৃঃ দেখ) করিবে। এইক্রমে গুরু বরণও করিবে।

অনন্তর হোতা শোধিত পঞ্চগব্যদ্বারা বেদী শোধন করিয়া ষোড়শার চক্রাব্জমণ্ডলের পশ্চিমে স্বগৃহ্যোক্ত বিধিতে অগ্নিস্থাপন করিবে। সাধারণ কুশণ্ডিকোক্ত অযজ্ঞীয় বাগ্‌ বচনান্ত কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া, গ্রহবেদীতে লিখিতাষ্টদলপদ্মমধ্যে বর্ত্তুলাকার রক্তবর্ণ সূর্য্য অঙ্কিত করিবে। এইরূপে অগ্নিকোণে শ্বেতবর্ণ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চন্দ্র, দক্ষিণে ত্রিকোণাকার রক্তবর্ণ মঙ্গল, ঈশানকোণে ধনুরাকার পীতবর্ণ বুধ, উত্তরে পদ্মাকার পীতবর্ণ বৃহস্পতি, পূর্ব্বদিকে চতুষ্কোণাকৃতি শ্বেতবর্ণ শুক্র, পশ্চিমদিকে কৃষ্ণবর্ণ সর্পাকার শনি, নৈঋর্তে মকরাকার শ্যামবর্ণ রাহু এবং বায়ুকোণে খড়্গাকার ধূম্রবর্ণ কেতু অঙ্কিত করত ইহাদের ধ্যান (৯৩ পৃ দেখ) করিয়া আবাহন করিবে। অতঃপর অধিদেবতা ও প্রত্যধিদেবতাগণকে আবাহন করিবে।

অধিদেবতা দক্ষিণে অবস্থিত। যথা,—সূর্য্যের—ত্র্যম্বক। সোমের উমা। কুজের স্কন্দ। বুধের নারায়ণ। বৃহস্পতির ব্রহ্মা। শুক্রের ইন্দ্র। শনির যম। রাহুর কাল। কেতুর চিত্রগুপ্ত।

প্রত্যধিদেবতা বামে অবস্থিত। যথা,—সূর্য্যের অগ্নি। চন্দ্রের জল। কুজের পৃথিবী। বুধের বিষ্ণু। বৃহস্পতির ইন্দ্র। শুক্রের শচী। শনির প্রজাপতি। রাহুর সর্প। কেতুর ব্রহ্মা।

মণ্ডলের দক্ষিণে বিনায়ক, পশ্চিমে দুর্গা, বায়ুকোণে বায়ু, উত্তরে আকাশ, এবং পূর্ব্বে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের আবাহনাদি করিয়া সূর্য্যাদিক্রমে তত্তদ্বর্ণের পুষ্প-বস্ত্রাদিদ্বারা নবগ্রহ, অধিদেবতা ও প্রত্যধিদেবতার পূজা করিয়া বিনায়ক-প্রভৃতির শ্বেতপুষ্প ও অক্ষতাদিদ্বারা প্রত্যেককে পূজা করিবে। তৎপরে সূর্য্য প্রভৃতিকে বলি প্রদান করিবে। যথা,—

"এষ গুড়ৌদনবলিঃ ওঁ সূর্য্যায় নমঃ" এই ক্রমে নিম্নলিখিত নয় প্রকার দ্রব্যদ্বারা নবগ্রহকে বলি দিবে। যথা—সূর্য্যের—গুড়ৌদন, সোমের—ঘৃত পায়স, মঙ্গলের—যব-তণ্ডুলের অন্ন, বুধের—ক্ষীরমিশ্রিত অন্ন, বৃহস্পতির—দধিমিশ্রিত অন্ন, শুক্রের—ঘৃতযুক্ত অন্ন, শনির—কৃষ্ণ-তিল, তণ্ডুল ও মাষ-কলাই। রাহুর—ছাগমাংস, কেতুর—হরিদ্রা রঞ্জিত অন্ন।

অধিদেবতা, প্রত্যধিদেবতা ও বিনায়কাদি দেবতাদিগকে ঘৃত-পায়স দিবে। প্রত্যেকের নির্দ্দিষ্ট বলির অভাব হইলে সকলকেই ঘৃত-পায়স বলি দেওয়া যাইতে পারে। পরে অন্যান্য উপচারের সহিত তিল এবং নারিকেল-লড্ডুকাদি—"এতানি ভূরিভক্ষ্যাণি অধিদৈবত-প্রত্যধিদৈবত-বিনায়কাদিপঞ্চদেব-সহিতেভ্য আদিত্যাদিনবগ্রহেভ্যো নমঃ।" বলিয়া উৎসর্গ করিয়া দিবে।

অতঃপর মহাবেদীতে চক্ররাজমণ্ডলে স্বস্বদিকে লোকপালের পূজা করিবে। যথা,—

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ইন্দ্র ইহাগচ্ছাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ তিষ্ঠ অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।" ওঁ ইন্দ্রস্তু মহসা দীপ্তঃ সর্ব্বদেবাধিপো মহান্। বজ্রহস্তো মহা-সত্ত্বস্তস্মৈ নিত্যং নমোনমঃ"। এই রূপে আবাহন করিয়া "এতৎ পাদ্যং ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ।" এই ক্রমে পূজা করিয়া উক্ত মন্ত্রে মাষভক্ত বলি প্রদান করিয়া জপ ও প্রণাম করিবে। এই রূপে সমস্ত দিক্পালগণের পূজা করিবে।

যথা,—"ওঁ আগ্নেয়ঃ পুরুষো রক্তঃ সর্ব্বদেবময়োঽব্যয়ঃ। ধূমকেতুরনাধৃষ্যস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥" এই মন্ত্রে অগ্নির বলি প্রদান করিবে এবং "ওঁ যমশ্চোৎপল-

পত্রাভ্যাং কিরীটিদণ্ডধৃক্ সদা। ধর্ম্মসাক্ষী বিশুদ্ধাত্মা তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥ এই মন্ত্রে যমের "ওঁ নির্ঋতিস্তু পুমান্ যক্ষঃ সর্ব্বরক্ষোঽধিপো মহান্। খড়্গহস্তো মহা-সত্ত্বস্তস্মৈ নিত্যং নমোনমঃ॥" এই মন্ত্রে নির্ঋতির "ওঁ বরুণো ধবলো জিষ্ণুঃ পুরুষো নিম্নগাধিপঃ। পাশহস্তো মহাবাহুস্তস্মৈ নিত্যং নমোনমঃ॥" এই মন্ত্রে যমের "ওঁ বায়ুশ্চ সর্ব্ববর্ণোঽয়ং সর্ব্বগন্ধবহঃ শুভঃ। পুরুষো ধ্বজহস্তশ্চ তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥" এই মন্ত্রে বায়ুর "ওঁ গৌরো যস্তু পুমান্ সৌম্যঃ সর্ব্বৌষধি-সমন্বিতঃ। নক্ষত্রাধিপতিঃ সোমস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥" এই মন্ত্রে সোমের "ওঁ ঈশানঃ পুরুষঃ শুক্লঃ সর্ব্ববিদ্যাধিপো মহান্। শূলহস্তো বিরূ-পাক্ষস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥" এইমন্ত্রে ঈশানের "ওঁ পদ্মযোনিশ্চতুর্ম্মূর্ত্তি-র্হেমবাসাঃ পিতামহঃ। যজ্ঞাধ্যক্ষশ্চতুর্ব্বক্ত্রস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥" এই মন্ত্রে ব্রহ্মার ও "ওঁ যোঽসাবনন্তরূপেণ ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরম্। পুষ্পবদ্ধারয়েন্মূর্দ্ধ্নি তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥" এই মন্ত্রে অগস্ত্যের পূজা করিয়া বলিপ্রদান, জপ ও প্রণাম করিবে। পূজার মন্ত্রেই বলিপ্রদান করিতে হইবে।

অনন্তর মণ্ডলমধ্যে রজত নির্ম্মিত চতুরঙ্গুলি পরিমিত বরুণ-প্রতিমা তাম্রা-ধারে স্থাপন করিয়া ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস, পীঠন্যাস ও "বং" এই বরুণবীজ দ্বারা অঙ্গন্যাস করন্যাস করিয়া নিম্নলিখিত ধ্যান পাঠ করিবে।

বরুণের ধ্যান। যথা,—"ওঁ প্রশান্তবদনং সৌম্যং হিমকুন্দেন্দুসন্নিভম্। সর্ব্বা-ভরণসংযুক্তং সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতং॥ কিরণৈঃ শীতলৈঃ সৌম্যৈঃ প্রীণয়ন্তমিব স্থিতম্। লাবণ্যামৃতধারাভিস্তর্পয়ন্তমিব প্রজাঃ। রাজহংসসমারূঢ়ং পাশব্যগ্র-করং শুভং। পুষ্করাদ্যৈর্ঘনৈঃ সর্ব্বৈঃ সমন্তাৎ পরিচারিতম্। গৌর্য্যা কান্ত্যা চানুগতং নদীভিঃ পরিবারিতম্। নাগৈর্যাদোগণৈর্যুক্তং ব্রহ্মাণমিব চাপরম্। সৃষ্টিসংহারকর্ত্তারং নারায়ণমিবাপরম্।" এই ধ্যান পাঠ করিয়া "আং হ্রীং ক্রোং"—ইত্যাদি (১৭ পৃঃ দেখ) ক্রমে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করত বিশেষার্ঘ্য স্থাপন (১৮ পৃঃ দেখ) করিয়া "ওঁবরুণস্যোত্তম্ভনমসি বরুণস্য স্কম্ভঃ সর্জ্জনীস্থো বরুণস্য ঋত সদন্যসি বরুণস্য ঋত সদনমাসীদ"॥ এই মন্ত্রে বরুণের মূর্ত্তিতে হস্ত স্পর্শ করিয়া "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বরোম্ বরুণ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ॥" ইহা বলিয়া আবাহন করিয়া আবাহনী মুদ্রা প্রদর্শন করত—"ওঁ বং বরুণায় নমঃ" এই মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা ও শয্যা, ছত্র, পাদুকা, দর্পণ ও ব্যজন উৎসর্গ করিবে। তৎপরে স্বর্ণনির্ম্মিত কূর্ম্ম ও মকর, রৌপ্যনির্ম্মিত মৎস্য ও ডুণ্ডুভ (জল-ঢোঁড়া); তাম্র-

নির্ম্মিত কর্কট ও ভেক; লৌহনির্ম্মিত শিশুমার (শুশু) ও স্বর্ণনির্ম্মিত অনন্ত, পদ্ম প্রভৃতি অষ্টনাগ স্থাপন করিয়া ব্রহ্মা, শিব, বিষ্ণু, বিনায়ক, কমলা ও অম্বিকার গন্ধাদি দ্বারা পূজা করিয়া বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। অতঃপর পূর্ব্বস্থাপিত দধ্যক্ষতবস্ত্রাদিদ্বারা ভূষিত মণ্ডলের চারিকোণে রক্ষিত কলস চতুষ্টয়ে নিম্নলিখিত মন্ত্রে সমুদ্রের আবাহন করিবে। মন্ত্র যথা,—

"ওঁ সমুদ্র জ্যেষ্ঠাৎ সলিলস্য মধ্যাৎ পুনানায়ন্ত্যনিমিষমাণাঃ। ইন্দ্রো যা বজ্রী বৃষভো ররাদ তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু।" পরে "ওঁ সমুদ্রেভ্যো নমঃ" এই ক্রমে প্রতিকলসে গন্ধাদি দ্বারা পূজা করিবে। তদনন্তর কুণ্ডের ঈশানকোণস্থিত দধ্যক্ষতভূষিত কুম্ভ ধারণ করিয়া পাঠ করিবে,—

"ওঁ আজিঘ্রকলসং মহ্যা ত্বা বিশন্ত্বিন্দবঃ পুনরূর্জ্জা নিবর্ত্তস্ব সা নঃ সহস্রং ধুক্ষোরুধারাং পয়স্বতী পুনর্ম্মা বিশতাদ্রয়ি।"

তৎপরে নদীজল পূর্ণকুম্ভ মধ্যে প্রদান করিয়া পাঠ করিবে,—"ওঁ বরুণস্যো-ত্তম্ভনমসি" ইত্যাদি। পরে সপ্ত মৃত্তিকা ও সর্ব্বৌষধি ঐ কুম্ভ মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া তীর্থাবাহন করিবে। যথা,—"ওঁ গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্ব্বাঃ সমুদ্রাশ্চ সরাংসি চ। সর্ব্বে সমুদ্রাঃ সরিতঃ সরাংসি চ নদা হ্রদাঃ। আয়ান্তু যজমানস্য দুরিতক্ষয়কারকাঃ॥"

অতঃপর পূর্ব্বস্থাপিত অগ্নিতে, "ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গজঠ-রোঽরুণঃ। ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ॥" এই ধ্যান পাঠ করিয়া বরুণ নামা অগ্নির পূজা করত চরু পাক করিবে। তাহার ক্রম এই,—চসমস্থ জল দ্বারা প্রোক্ষিত তণ্ডুল উদূখলে লইয়া "ওঁ বরুণায় ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামি" বলিয়া মুষলদ্বারা আঘাত করিবে। যজুর্ব্বেদীয়গণ "ওঁ বরু-ণায় ত্বা জুষ্টং গৃহ্লামি" বলিয়া গ্রহণ, "ওঁ বরুণায় ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামি" বলিয়া নির্ব্বাপণ, ও "ওঁ বরুণায় ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষয়ামি।" এই মন্ত্রে প্রোক্ষণ করিবে। ঋগ্বেদীয়গণ "ওঁ বরুণায় ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামি, ওঁ বরুণায় ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষয়ামি" এই দুইটী মন্ত্রে নির্ব্বাপণ ও প্রোক্ষণ করিবে। অনন্তর যথাবিধি স্থালী মধ্যে পবিত্র ঘৃত নিক্ষেপ করিয়া দুগ্ধ দ্বারা চরুপাক করিবে (সাধারণীয় কুশণ্ডিকা দেখ)। পরে স্বগৃহোক্ত বিধিতে বিরূপাক্ষ জপান্ত কুশ-ণ্ডিকা সমাপ্ত করিয়া প্রকৃত কর্ম্মারম্ভ করিবে। যথা,—

প্রথমে প্রাদেশ-প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ অগ্নিতে প্রদান করত মহাব্যাহৃতি হোম (১ম কাণ্ড ৮ পৃঃ দেখ) করিয়া ঘৃত দ্বারা বরুণহোম করিবে। যথা—

"ওঁ সমুদ্র জ্যেষ্ঠাৎ সলিলস্য মধ্যাৎ পুনানায়ন্ত্যনিমিষমাণা ইন্দ্রো যা বজ্রী বৃষভো ররাদ তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু স্বাহা॥ ১॥ ওঁ যা আপো দেব্যা উতবা অবস্তি খনিত্রিয়া উতবা যাঃ স্বয়ং যাঃ শুচয়ঃ পাবকাস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু স্বাহা॥ ২॥ ওঁ যাসাং রাজা বরুণো যাতি মধ্যে সত্যানৃতেঽবপশ্যন্ জনানাং। মধুশ্চ্যুতঃ শুচয়োঃ যাঃ পাবকাস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু স্বাহা॥ ৩॥ ওঁ যাসু রাজা বরুণো যাসু সোমো বিশ্বেদেবা যাসু শূর্য্যঃ সদন্তি। বৈশ্বানরো যাস্বগ্নিঃ প্রবিষ্টস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু স্বাহা॥ ৪॥

সামবেদীয়গণের দেবতোল্লেখ নাই। অন্য বেদীরা প্রত্যেক মন্ত্রাহুতির পরে "ইদং বরুণায়" বলিয়া প্রত্যাহুতি দিবে।

অনন্তর চরুহোম করিবে। যথা—চরু মধ্যে ও মেক্ষণে ঘৃতধারা দিয়া মেক্ষণ দ্বারা চরু গ্রহণ করত পুনরায় মেক্ষণ ও চরু মধ্যে ঘৃত দিতে হইবে। এইরূপে যতবার চরু লইতে হইবে, ততবার এইরূপ করিবে। এইরূপে চরু লইয়া "ওঁ তত্বা যামি ব্রাহ্মণা বন্দ্যমানস্তদাশাস্তে যজমানো হবির্ভিঃ। অহেলমানো বরুণেহবোধ্যুবত শংসমান আয়ুঃ প্রমোষীঃ স্বাহা॥ ১॥—সামবেদীয় ভিন্ন অন্য বেদীরা মন্ত্রান্তে "ইদং বরুণায়" বলিবেন। এইরূপ সর্ব্বত্র জানিবে। পুনর্ব্বার চরু লইয়া "ওঁ তদিদং নক্তং তদ্দিবামহ্যমাহুস্তদয়ং কেতো মাবিচষ্টে। শুনঃশেফোঽয়মস্মদ্‌গৃহীতঃ সোঽস্মান্ রাজা বরুণো মুমোক্ত পাশান্ স্বাহা॥ ২॥ ওঁ শুনঃশেপোহ্যস্মদ্‌গৃহীতস্ত্রিষাদিত্যং দ্রুপদেষু বদ্ধঃ। অবৈরং রাজা বরুণং মমৃজ্যাদ্বিদ্যাং অদব্ধো বিমুমোক্তু পাশান্ স্বাহা॥ ৩॥ ওঁ অবতেহ হেলো বরুণং মনোভিরবযজ্ঞেভিরীমহে। হবির্ভিঃ ক্ষয়ন্নস্মভ্যমসুরঃ প্রচেতা রজন্নেনাংসি শিশ্বতঃ কৃতানি স্বাহা॥ ৪ ওঁ উদুত্তমং বরুণ পাশমস্মদবাধমং বিমধ্যমং শ্রথায় অথাদিত্যব্রতে বয়ং তবানাগসোঽদিতয়ে স্যামঃ স্বাহা॥ ৫॥ ওঁ তন্নোঽগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্ দেবস্য হেলোঽবযাসি সীষ্ঠাঃ। যজিষ্ঠো বহ্নিতমঃ শোশুচানো বিশ্বান্ দ্বেষাংসি প্রমুমুগ্ধাস্মৎ স্বাহা॥ ৬॥ ওঁ স ত্বন্নোঽগ্নে বামো ভবোতি নেদিষ্ঠো অস্যা উষসো ব্যুষ্টৌ অবযক্ষ্ণো বরুণং ররাণো ব্রীহি-মৃলীকং সুহবো ন এধি স্বাহা॥ ৭॥ ওঁ ইমং মে বরুণশ্রুধী হবমদ্যা চ মৃলয়ত্বাম বস্যু বাচকে স্বাহা॥ ৮॥"

এইরূপে প্রত্যেক মন্ত্রে এক এক বার চরুহোম করিয়া, স্থালীর ঈশানকোণ হইতে বহুতর অন্ন গ্রহণপূর্ব্বক, "ওঁ যদস্য কর্ম্মণোঽত্যরীরিচং যদ্বা ন্যূনমিহা-

করম্। অগ্নিস্তৎ স্বিষ্টকৃদ্বিদ্বান্ সর্ব্বস্বিষ্টিং সুহুতং করোতু মে। অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে সুহুতহুতে সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তাহুতীনাং কামানাং সমর্দ্ধয়িত্রে সর্ব্বান্নঃ কামান্ সমর্দ্ধয় স্বাহা—ইদমগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অগ্নিতে ঈশানকোণে আহুতি দিবে।

অনন্তর মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া প্রায়শ্চিত্তহোম করিবে। (স্ব স্ব পদ্ধতিতে উক্ত সাধারণ কুশণ্ডিকা দেখ)। পরে মেক্ষণ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া "আকৃষ্ণেণ রজসা" ইত্যাদি নয়টি মন্ত্রে নবগ্রহের অর্ক-পলাশাদি বিহিত সমিধ্ দ্বারা প্রত্যেকের আটটী করিয়া হোম করিবে। পরে ইন্দ্রাদিদিক্-পাল ও প্রত্যক্ষ দেবতার হোম করিয়া পরে উদীচ্য কর্ম্ম করিবে। পরে পূর্ণাহুতি দিবে। (স্ব স্ব সাধারণী কুশণ্ডিকা দেখ) অতঃপর, পূর্ণপাত্রদান, অগ্নিবিসর্জ্জন, তিলক প্রভৃতি যথাবিধানে নিষ্পন্ন করিবে।

এই সময়ে আচার্য্য "ওঁ উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবা যজন্ত স্তেমহে উপ প্রায়ন্ত মরুত সুদানব ইন্দ্রপ্রাশুর্ভবা শচা" এই মন্ত্রে শান্তি কলস উত্থাপন করিয়া "ওঁ সুরাস্ত্বা" ইত্যাদি মন্ত্রে (২৪ পৃঃ দেখ) অভিষেক করিবে।

পরে, অশ্বত্থ, যজ্ঞডুম্বুর, বট, ক্ষীরিবৃক্ষ বা বিল্ববৃক্ষ-বিনির্ম্মিত চৌদ্দ অঙ্গুলী উচ্ছ্রায় ও যজমান-প্রমাণ যূপকাষ্ঠ পুষ্করিণীর ঈশানকোণে আনিয়া "ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাং হস্তমাদদে।" এই মন্ত্রে যূপখাত (জলাশয়খাতের পাঁচহাত দূরে যূপ পুতিবার জন্য যূপের তৃতীয়ভাগের একভাগ গর্ত্ত করিবে) অভিমন্ত্রিত করিয়া নিম্নলিখিত দুইটি মন্ত্রে ঐ গর্ত্তে দুই-বার ঘৃত প্রদান করিবে। যথা,—"ওঁ অচ্যুতায় ভৌমায় স্বাহা। ইদমচ্যুতায় ভৌমায় ॥ ১ ॥ ওঁ অন্তরীক্ষায় ভৌমায় স্বাহা ॥ ইদমন্তরীক্ষায় ভৌমায় ॥ ২ ॥

অনন্তর ঐ গর্ত্তমধ্যে পঞ্চরত্ন, দুগ্ধ, দধি, শক্তু, গুড়, মধু ও পিষ্টকাদি নিক্ষেপ করিয়া "ওঁ বনস্পতে বীড্বঙ্গো ভূয়াস্মৎসখা প্রতরণঃ সুবীরো গোভিঃ সন্নদ্ধোঽসি বীড়য়স্ব আস্থাতা তে জয়তু যেত্বানি।" এই মন্ত্রে যূপ অভিমন্ত্রিত করিবে। পরে "ওঁ অয়মূর্জ্জা বতো বৃক্ষ উর্জ্জীব ফলিনী ভব। পূর্ণং বনস্পতে নুত্বা নুত্বা চ সূয়তাং রয়ি॥" এই মন্ত্রে যূপ সঙ্কালন করিবে।

• অনন্তর নিম্নলিখিত প্রথমমন্ত্রে যূপ জলাশয় অভিমুখী করিয়া দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ করিয়া যূপ আরোপণ করিবে।

"ওঁ যূপবৃক্ষা উত যে যূপবাহাশ্চষালং যেঽশ্বযূপায় তক্ষতি। যে চার্ব্বতে চার্ব্বতে পচনং সংভরন্ত্যতো তেষামভি গূর্ত্তিং ন ইন্বতু ॥ ১ ॥"

"ওঁ স্থিরো ভব বিড্বঙ্গ আশুর্ভব বাহুর্ব্বন্ পৃথুর্ভব সুসদস্ত্বমগ্নে পুরীষ-বাহন ॥ ২ ॥"

অতঃপর "ওঁ গায়ত্রেণ ত্বা ছন্দসা মন্থামি। ত্রৈষ্টুভেন ত্বা ছন্দসা মন্থামি। জাগতেন ত্বা ছন্দসা মন্থামি ॥" এই মন্ত্রে যূপ অবলোকন করিবে। অনন্তর যজমান "এতৎ পাদ্যং ওঁ যূপায় নমঃ ॥" ইত্যাদি ক্রমে যূপ পূজা করিয়া প্রদক্ষিণ ও নমস্কার করিবে। অনন্তর, যজমান সালঙ্কারা, সর্ব্বাবয়বসম্পন্না, সবৎসা ধেনুর লাঙ্গুল ধারণ করিয়া নিম্নমন্ত্রে জলাশয়ের পশ্চিমকূলে অবতরণ করাইবে।

"ওঁ ইদং সলিলং পবিত্রং কুরুষ শুদ্ধঃ পূতোঽমৃতঃ সন্তু নিত্যং। তারয়ন্তী সর্ব্বতীর্থাভিষিক্তং লোকালোকং তরতে তীর্য্যতে চ ॥"

তৎপরে পূর্ব্বকূলে সমাগতা গাভীর পুচ্ছবিগলিত সতিলজলদ্বারা তর্পণাধিকারী ব্যক্তি স্বস্ববেদোক্ত বিধানে তর্পণ করিবে। (তর্পণপদ্ধতি দেখ) তৎপরে,—"ওঁ গতাশ্চাত্রাগমিষ্যন্তি যে কুলে মম বান্ধবাঃ। তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তু ময়া দত্তজলেন বৈ ॥" এই মন্ত্রে একবার তর্পণ করিবে। তৎপরে "ওঁ মুঞ্চামি ত্বা হবিষা জীবনায় কং সমজ্ঞায়ত যক্ষ্মাদুত রাজযক্ষ্মাৎ। গ্রাহি জগ্রাহ যদি বৈ তদেনং ইন্দ্রাগ্নী প্রমুমোক্তুমেনম্ ॥" এই মন্ত্রে ধেনুমোচন করিবে।

যজমান গাভীপুচ্ছ ধারণ করিয়া গাভীর সহিত কূলে উঠিলে, আচার্য্য অম্বারব্ধ হস্তদ্বারা যজমানের স্কন্ধদেশ ধারণ করিবেন। যজমান গোপুচ্ছ ধারণ করিয়া নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে তীরে উঠিবেন। মন্ত্র যথা,—

"ওঁ আপোঽস্মান্মাতরঃ শুন্ধয়ন্তু ঘৃতেন নো ঘৃতেপূঃ পুনন্তু বিশ্বং হি বিপ্রং প্রবহন্তি দেবীরুদিত্যাভ্যঃ শুচিরাপূতয়েমি ॥" অতঃপর "ওঁ সুযবসা ভগবতী হি ভূয়াঃ অথোবয়ং ভবন্তঃ স্যামঃ অদ্ধি তৃণমগ্নে তিষ্ঠেদানীং পিব শুদ্ধমুদকমাচরন্তি ॥" ইহা গাভীকে বলিলে গাভী যদি "হিং" শব্দ করে, তবে যজমান কৃতাঞ্জলি হইয়া গাভী-সমীপে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

"ওঁ হিং কৃণ্বতী বসুপত্নী বসূনাং বৎসমিচ্ছন্তী মনসাভ্যাগাৎ দুহামান্বিভ্যাং পায়া আগ্নেয়ং সা বর্দ্ধতাং মহতে সৌভাগ্যায়।"

তদনন্তর যজমান যূপসমীপে উপবিষ্ট হইয়া "সবস্ত্রালঙ্কৃতায়ৈ ধেনবে নমঃ" এই ক্রমে অর্চ্চনা করিয়া কুশতিল জল গ্রহণ করিয়া "অদ্যেত্যাদি—জলপুষ্করিণ্যাশয়োৎসর্গকর্ম্মণি কৃতৈতৎসকলগুরুকর্ম্ম প্রতিষ্ঠার্থং ইদং বাসোযুগং বৃহস্পতিদৈবং ইমাং ধেনুং রুদ্রদেবতাং ইদং সুবর্ণং বহ্নিদৈবতং অমুক

গোত্রায় অমুকদেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় গুরবে দক্ষিণাং তুভ্যমহং সম্প্রদদে।” এই বাক্যদ্বারা আচার্য্যকে গাভীদান করিলে আচার্য্য “ওঁ স্বস্তি” বলিয়া গাভীটি গ্রহণ করিবেন। পরে আচার্য্য জলাশয়ে কূর্ম্মমকরাদি নিক্ষেপ করিবেন। অতঃপর জলাশয় উৎসর্গ করিবেন। যথা,—

“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ জলপূর্ণজলাশয়ায় নমঃ” বলিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা তিনবার অর্চ্চনা করিয়া কুশতিল-জলাদি লইয়া “বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা চতুর্ব্বর্গমহী-দানজন্যফলসমফলপ্রাপ্তিকামঃ, শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা ইমং জলপূর্ণজলাশয়ং বরুণদৈবতং সর্ব্বভূতেভ্যোঽহমুৎসৃজে।” এই বাক্যে জলাশয় উৎসর্গ করিয়া জলাশয়ে দৃষ্টিপাত করত নিম্নলিখিত মন্ত্রসমূহ পাঠ করিবেন,—

“ওঁ দেব-পিতৃ-মনুষ্যাঃ প্রীয়ন্তাং। ওঁ সর্ব্বভূতেভ্য উৎসৃষ্টং ময়ৈতজ্জল-মূর্জ্জিতং। রমন্তাং সর্ব্বভূতানি স্নানপানাবগাহনৈঃ। ওঁ সামান্যং সর্ব্বভূতেভ্যো ময়া দত্তমিদং জলং। রমন্তাং সর্ব্বভূতানি স্নানপানাবগাহনৈঃ॥ যাবৎ বসুন্ধরা ধাত্রী যাবচ্চ শশিভাস্করৌ। তাবৎ স্থিরতরা কীর্ত্তির্মদীয়েয়ং ভবিষ্যতি॥ মৎপূর্ব্বে সপ্তবংশ্যাশ্চ পরে সপ্ত তথৈব চ। মাতুঃ পিতুশ্চ ভার্য্যাণাং সপ্ত সপ্ত চ সপ্ত চ। ভৃত্যবর্গাশ্চ যে কেচিৎ যে কেচিৎ স্বর্গভোজনাঃ। সর্ব্বে তে সুখিনঃ সন্তু ময়া দত্তজলেন বৈ। যেঽত্র কেচিৎ বিপদ্যন্তে স্বকর্ম্মফলভোজনাঃ। তেষাং দোষৈর্ন লিপ্যেঽহং স্বয়ং স্বর্গমবাপ্নুয়াম্॥”

তৎপর দক্ষিণা করিবে। যথা।—“অদ্যেত্যাদিকৃতৈতৎজলপূর্ণজলাশয়োৎ-সর্গকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং সুবর্ণং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং অমুকগোত্রায় শ্রী-অমুকদেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় গুরবে তুভ্যমহং সম্প্রদদে॥” এই বাক্যে দক্ষিণা দান করিলে আচার্য্য “স্বস্তি” বলিয়া তাহা গ্রহণ করিবেন। পরে “ওঁ আপো হি ষ্ঠা” হইতে “য়থা চ নঃ” পর্য্যন্ত মন্ত্রতিনটী (৫৭ পৃ দেখ) পাঠ করিয়া পঞ্চগব্য ও তীর্থোদক জলাশয়ে প্রক্ষেপ করিবে।

অনন্তর আচার্য্য আম্রপল্লবে অনন্ত বাসুকি প্রভৃতি * অষ্টনাগের নাম লিখিয়া জলপূর্ণ কলসমধ্যে প্রদানপূর্ব্বক “ওঁ গায়ত্রেণ ত্বা ছন্দসা মন্থামি ওঁ জাগতেন ত্বা ছন্দসা মন্থামি, ওঁ ত্রৈষ্টুভেন ত্বা ছন্দসা মন্থামি।” বলিয়া জল আলোড়ন করত উহা হইতে একটি আম্রপত্র উত্তোলন করিবে। ঐ পত্রে যে নাগের নাম লেখা আছে, সেই নাগের নাম করিয়া—“অমুকনাগ

* “অনন্তো বাসুকিঃ পদ্মো মহাপদ্মশ্চ তক্ষকঃ। কুলীরঃ কর্কটঃ শংখো হ্যষ্টৌ নাগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥”

ইহাগচ্ছাগচ্ছ ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করিয়া পঞ্চোপচারে পূজা করত "অনেন নাগেন জলাশয়স্য রক্ষা কর্ত্তব্যা" এই কথা ব্রহ্মণদিগকে শ্রবণ করাইয়া বিল্বকাষ্ঠাদি রচিত শূলচক্রাঙ্কিত দ্বাদশ, পঞ্চদশ, বিংশতি, একবিংশতি অঙ্গুলী বা অরত্নি প্রমাণ নাগ যষ্টি স্থাপন করিবে। অনন্তর নাগকে নিম্নলিখিত দ্রব্য মিশ্রিত জলদ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে স্নান করাইবে। যথা—

"ওঁ গন্ধদ্বারাং" ইত্যাদি মন্ত্রে (অধিবাস দেখ) গন্ধ ছিটাইয়া দিয়া "ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষিভির্যজত্রাঃ স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসং তনুভির্ব্যশেমহি দেবহিতং যদায়ুঃ।" এই মন্ত্র পড়িয়া তৈলহরিদ্রাদ্বারা দণ্ড অভ্যুক্ষণ করিবে।

পরে "ওঁ কাণ্ডাং কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী পুরুষঃ পুরুষঃ পরি এবানো দূর্ব্বে প্রতনু সহস্রেণ শতেন চ স্বাহা।" এই মন্ত্রে দূর্ব্বা দ্বারা দণ্ড স্নান করাইয়া "ওঁ দ্রুপদাদিব" ইত্যাদি মন্ত্রে (৫৭ পৃ দেখ) পঞ্চামৃতদ্বারা স্নান করাইয়া "ওঁ যাঃ ফলিনী"—ইত্যাদি মন্ত্রে (৭ পৃ দেখ) ফলযুক্ত জল দ্বারা স্নান করাইবেন।

পরে ক্ষুদ্রঘণ্টিকাযুক্ত পতাকা ঐ নাগযষ্টির অগ্রভাগে নিম্নলিখিত মন্ত্রে বন্ধন করিবেন। যথা,— "ও যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ স উৎশ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ তন্ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ॥"

অনন্তর "ওঁ যষ্ট্যৈ নমঃ" মন্ত্রে নাগযষ্টির পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া পুষ্পাদি দ্বারা অলঙ্কৃত যষ্টি জলাশয় সমীপে আনয়ন করিবে। পরে পুরোহিত শঙ্খ ও বাদ্যধ্বনি করত রজতনির্ম্মিত বরুণপ্রতিমা "ওঁ উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবযন্ত স্তেমহে উপপ্রয়ান্তু মরুতঃ সুদানব ইন্দ্রঃ প্রাশুর্ভবা শচা॥" এই মন্ত্র পড়িয়া উত্তোলন করিয়া তিনবার প্রদক্ষিণপূর্ব্বক, "আপো হি ষ্ঠা" ইত্যাদি মন্ত্রত্রয় (৫৭পৃ দেখ) ও "বরুণস্যোত্তম্ভনমসি"—ইত্যাদি মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক (৬ পৃ দেখ) বরুণ-প্রতিমা খাতজলে বিসর্জ্জন করিবে। অনন্তর গোময়, দধি, মধু, কুশ, মহানদীর জল ও পঞ্চরত্ন "ওঁ যে বামী রোচনে দিবো যে বা সূর্য্যস্য রশ্মিষু। তেষামপ্সু দমস্কৃতং তেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমঃ॥" এই মন্ত্রে খাতজলে নিক্ষেপ করিয়া "ওঁ ধ্রুবং ধ্রুবেণ মনসা বাচা সোমসবনয়ামি অথো ন ইন্দ্র ইদ্বিশো সপত্নাঃ সুমনস্করং॥" এই বলিয়া যষ্টি অভিমন্ত্রিত করিয়া "ওঁ যূপব্রস্কো উত যূপ যে বাহাশ্চষালং যে অশ্বযূপায় তক্ষতি যে চার্ব্বতে পচনং সংভবন্ত্যতো তেষামভি পূর্ত্তিন ইন্বতু॥" এই মন্ত্রে নাগযষ্টিকে জলাশয়জল-মধ্যে পুতিবে। ঐ নাগযষ্টির দশদিকে জল মাতৃকাগণের পূজা করিবে। যথা—

ষষ্টির পূর্ব্বাংশে, ওঁ হ্রিং ইহাগচ্ছাগচ্ছ” বলিয়া আবাহনপূর্ব্বক “ওঁ হ্রিয়ৈ নমঃ” মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে। এইরূপ অগ্নিকোণে—শ্রিয়ৈ। দক্ষিণ দিকে শচ্যৈ। নৈর্ঋতে—মেধায়ৈ। পশ্চিমদিকে—শ্রদ্ধায়ৈ। বায়ুকোণে—বিদ্যায়ৈ। উত্তরে—লক্ষ্ম্যৈ। ঈশান কোণে—সরস্বত্যৈ। অধঃ—বিদ্যায়ৈ। ঊর্দ্ধে—লক্ষ্মৈ। ইহাদিকের পূজা করিবে।

অনন্তর বারত্রয় অগ্নিপ্রদক্ষিণ করত সূর্য্যাদি অশ্বিনীকুমার পর্য্যন্ত দ্বাত্রিংশৎ দেবতাগণের যথাশক্তি পূজা করিয়া “ওঁ বরুণ ক্ষমস্ব” বলিয়া বরুণের বিসর্জ্জন করত পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া “ওঁ যান্তু দেবগণাঃ সর্ব্বে পূজামাদায় যাজ্ঞিকাঃ। ইষ্টকামপ্রসিদ্ধ্যর্থং পুনরাগমনায় চ। বরুণ ত্বং হিরণ্য ত্বং প্রণতার্ত্তিবিনাশন। ব্রজস্ব পূজামাদায় পুনরাগমনায় চ” এই মন্ত্র পড়িয়া হস্তস্থিত পুষ্পাঞ্জলি ভূমিতে নিক্ষেপ করিবেন।

অনন্তর “ওঁ আপোহিষ্ঠা” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া পাত্রস্থিত পুষ্পদ্বারা অনবচ্ছিন্ন ধারা দিয়া জলাশয় প্রদক্ষিণ করিবেন। পরে হোত্রাদিকে বরণদক্ষিণা দিয়া মূল দক্ষিণা করিবে, যথা,—

ওঁ অদ্যেত্যাদি—মৎসঙ্কল্পিতজলপূর্ণজলাশয়প্রতিষ্ঠাকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্র-নাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদে। অতঃপর উভয় কর্ম্মের অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্যসমাধান করিবেন।

কূপোৎসর্গপ্রয়োগ।

শুভলগ্নে যজমান সর্ব্বৌষধিজলে স্নান করিয়া নিত্যক্রিয়া সমাপন করত আচমন করিয়া জলাশয়ের পশ্চিমে পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া উপবেশন করিয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা—

“অদ্যেত্যাদি—প্রত্যেকজলবিন্দুসংখ্যাকশতবর্ষাবচ্ছিন্নস্বর্গপ্রাপ্তিকামঃ শ্রীবিষ্ণু-প্রীতিকামো বা কূপজলাশয়োৎসর্গমহং করিষ্যে।” এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া, স্বশাখোক্ত সূক্ত পাঠ করত নিম্নোক্তমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক শ্বেত সর্ষপ বিকীর্ণ করিয়া বিঘ্নাপসারণ করিবে। মন্ত্র যথা—

“ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ” ইত্যাদি (১১৮ পৃ দেখ)। যদি এই দিনই বাস্তুযাগ করিতে হয়, তবে উভয় নিমিত্তক ষোড়শ মাতৃকাপূজা, বসুধারা, আয়ুষ্যসূক্তজপ ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিবে। যদি জলাশয় উৎসর্গমাত্র করিতে হয়, তবে বাস্তুযাগের উল্লেখ করিবে না। বাস্তুমণ্ডল করিতে অসমর্থ হইলে শালগ্রামে বা ঘটে

"বাস্তুদেবায় নমঃ" বলিয়া বাস্তুদেবের পূজা করিয়া "এষ গন্ধঃ ওঁ ঈশানায় নমঃ।" এবং "ওঁ পর্জ্জন্যাদিভ্যঃ।" বলিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করত পুণ্যাহ, স্বস্তি ও ঋদ্ধি বাচন করাইয়া হোতৃবরণাদি করিবেন, (৪৪ পৃঃ দেখ)। পরে হোতা পঞ্চগব্য শোধন করিয়া তদ্দ্বারা যাগস্থান শোধন করিয়া স্বগৃহ্যোক্ত বিধিতে অগ্নিস্থাপনপূর্ব্বক ব্রহ্মস্থাপন পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া যথাবিধি চরুপাক করিবে। (১ম কাণ্ড স্ব স্ব বেদোক্ত সাধারণ কুশণ্ডিকা দেখ)।

পরে স্বশাখোক্তবিধিতে আজ্যভাগান্ত কর্ম্ম করিয়া "অগ্নে ত্বং বরুণ-নামাসি" বলিয়া বরুণ নামক অগ্নির আবাহন ও পূজা করিয়া বরুণহোম করিবে। (জলাশয়োৎসর্গ বিধি দেখ)।

অতঃপর প্রায়শ্চিত্তহোম করিয়া উদীচ্যকর্ম্ম সমাপন করত মঙ্গল বাদ্যধ্বনি সহকারে কুশতিল জলাদি লইয়া "অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেব-শর্ম্মা প্রত্যেকজলবিন্দুসংখ্যকশতবর্ষাবচ্ছিন্নস্বর্গপ্রাপ্তিকামঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা এতৎকূপজলাশয়ং বরুণদৈবতং সর্ব্বভূতেভ্যোঽহমুৎসৃজে।" এই বাক্যে কূপের দিকে দৃষ্টি করিয়া কূপজলাশয় উৎসর্গ করিবে। পরে "ওঁ দেবপিতৃমনুষ্যাঃ প্রীয়ন্তাম্। ওঁ সর্ব্বভূতেভ্য উৎসৃষ্টং ময়ৈতজ্জলমূর্জ্জিতং। রমন্তাং সর্ব্বভূতানি স্নান-পানাবগাহনৈঃ॥" এইমন্ত্র দ্বয় পাঠ করিবে। পরে 'অদ্যেত্যাদি—কৃতৈতৎকূপজ-লাশয়োৎসর্গকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামেতৎ সুবর্ণং বহ্নিদৈবতং অমুকগোত্রায় শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায়াহং দদে।" এই বাক্যদ্বারা দক্ষিণা দান করিলে, "স্বস্তি" বলিয়া কর্ম্মকারয়িতা ব্রাহ্মণ তাহা গ্রহণ করিবেন। তৎপর "ওঁ আপো হিষ্ঠা" ইত্যাদি মন্ত্রত্রয় পাঠ করিয়া জলাশয়ে পঞ্চগব্য প্রদান করত অবিচ্ছিন্ন দুগ্ধধারা দিয়া আচার্য্য এবং যজমান উভয়ে "ওঁ আপো হি ষ্ঠা" ইত্যাদি মন্ত্রত্রয় পাঠ করত তিনবার প্রদক্ষিণ করিবেন। তদনন্তর অচ্ছিদ্রাবধারণ, শান্তি ও ব্রাহ্মণভোজন এবং তাহাদিগকে বিংশতি ভোজ্য দান করিবেন।

সোপান প্রতিষ্ঠা প্রয়োগ।

সোপান প্রতিষ্ঠা কার্য্যে প্রায় সমস্তই কূপজলাশয়োৎসর্গের ন্যায় করিতে হয়। যাহা একটু বিশেষ আছে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল। সংকল্প বাক্য যথা,—

"অদ্যেত্যাদি প্রত্যেকেষ্টকাদিপরমাণুসমসংখ্যকশতবর্ষাবচ্ছিন্নস্বর্গপ্রাপ্তিকামঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা সোপানপ্রতিষ্ঠামহং করিষ্যে।"

দান বাক্য যথা।—"অদ্যেত্যাদি—এতৎ সোপানং বরুণদৈবতং সর্ব্বভূতেভ্যোঽহমুৎসৃজে।"

দানানন্তর "ওঁ দেবপিতৃমনুষ্যাঃ প্রীয়ন্তাং" ইত্যাদি (১২৫ পৃ দেখ) মন্ত্র পাঠ করিবে। এই মন্ত্রস্থ "ময়ৈতৎ জলমূর্জ্জিতং" স্থলে "ময়ৈতৎ সোপান মূর্জ্জিতং পাঠ করিবে। ইহাই বিশেষ।

অশ্বত্থাদি বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা মাহাত্ম্য।

"অপ্যেকমপি রাজেন্দ্র বৃক্ষং সংস্থাপয়েচ্চ যঃ। সোঽপি স্বর্গে বসেৎ ব্রহ্মন্ যাবন্মন্বন্তরং নরঃ॥" পুরাণান্তরে,—"তত্র যাবন্তি পত্রাণি পুষ্পাণি চ ফলানি চ। তাবদ্বর্ষাবধিস্থায়ী স্বর্গলোকে নরোঽভবেৎ॥ জন্মপ্রভৃতিপাপানাং প্রায়শ্চিত্তমভীপ্সতা। বিষ্ণুপ্রীতিকরো যস্মাৎ স্থাপনীয়ো মহীরুহঃ॥"

হে রাজেন্দ্র! যে ব্যক্তি একটী অশ্বত্থ বৃক্ষ স্থাপন করে, সে মন্বন্তর কাল পর্য্যন্ত স্বর্গলোকে বসতি করে। পুরাণান্তরে বলিয়াছেন,—প্রতিষ্ঠিত বৃক্ষের পত্র, পুষ্প ও ফলসমসংখ্যক বর্ষ পর্য্যন্ত মানব স্বর্গলোকস্থায়ী হয়। জন্মপ্রভৃতি পাপসমূহের প্রায়শ্চিত্ত কামনায় বিষ্ণুপ্রীতিকর এই মহীরুহ স্থাপন করিবে।

অশ্বত্থাদি বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা প্রয়োগ।

শুভদিনে কৃতনিত্যক্রিয় যজমান শুচি হইয়া শুদ্ধচিত্তে আসনোপবিষ্ট হইয়া আচমন করিবে। (পূর্ব্বদিনে অধিবাস করিতে হয়)। পরে বৃক্ষসমীপে গমন করিয়া ছায়ামণ্ডপে উপবেশন করত স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে। সঙ্কল্প বাক্য যথা,—

"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা বাল্যপ্রভৃতিসম্ভূতদুরিতধ্বংসপূর্ব্বকএতদ্বৃক্ষপ্রভবপত্রপুষ্পফলসংখ্যকবর্ষাবচ্ছিন্নস্বর্গবাসকামঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা অশ্বত্থবৃক্ষপ্রতিষ্ঠামহং করিষ্যে।"

অন্যবৃক্ষ হইলে, অশ্বত্থবৃক্ষস্থলে, সেই বৃক্ষের নাম উল্লেখ করিবে। অনন্তর স্বস্ববেদোক্ত সূক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া ঘটে অথবা শালগ্রামে গণেশ, শিবাদিপঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পাল প্রভৃতির আবাহন করিয়া পূজা করিবে। যদি পুরুষকর্ত্তৃক বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা করা হয়, তাহা হইলে ষোড়শমাতৃকাপূজা, বসু-ধারাসম্পাতন, আয়ুষ্যসূক্তজপ ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে পুণ্যাহ, স্বস্তি ও ঋদ্ধিবাচন করত নিম্ন প্রকারে বাক্য করিবে। যথা,—

"অদ্যেত্যাদি মৎসঙ্কল্পিতাশ্বত্থবৃক্ষ-প্রতিষ্ঠাকর্ম্মাঙ্গভূত-হোমকর্ম্মণি ব্রহ্মকর্ম্ম-করণায়"—ইত্যাদি বাক্যে হোতা আচার্য্যদিগকে বরণ করিয়া সদস্তবরণ করিবে।"

অতঃপর হোতা শোধিত পঞ্চগব্যদ্বারা বেদীভূমি শোধন করিয়া যজমানের স্ববেদোক্ত মন্ত্রে ঘটস্থাপন করিয়া গণেশাদি দেবগণকে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিয়া নিম্নলিখিত দেবতাদিগকে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে। যথা,—"ওঁ দ্বাদশাদিত্যেভ্যো নমঃ, এবং অষ্টবসুভ্যঃ, একাদশরুদ্রেভ্যঃ, সাধ্যগণেভ্যঃ, বিশ্বেভ্যঃ, দেবগণেভ্যঃ, অশ্বিনীকুমারাভ্যাং, ঋষিগণেভ্যঃ। অতঃপর বিষ্ণুর পূজা করিবে।

তাহার ক্রম এই।—প্রথমতঃ সামান্যার্ঘ্য করিয়া ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাসান্ত কর্ম্ম এবং ঋষ্যাদি ন্যাস ও অঙ্গন্যাসাদি করিয়া (১৬ পৃঃ দেখ) কূর্ম্মমুদ্রাযোগে একটী পুষ্প গ্রহণ করত "ওঁ বাসুদেবং সুখাসীনং নীলবর্ণং চতুর্ভুজং। শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণং বনমালিনং। কিরীটকুণ্ডলধরং কনকাঙ্গদভূষণম্। প্রসন্নং কৌস্তভধরং হরিণং পীতবাসসং। লক্ষ্মীসরস্বতীযুক্তং ভক্তিগম্যং পরাৎপরম্॥ নারায়ণং জগদ্ধেতুং ব্রহ্মাদিভিরপারগং। ধ্যানাতীতং গুণাতীতমীশ্বরং পরমং ভজে॥" এইরূপে ধ্যান করিয়া নিজ মস্তকে পুষ্প প্রদান করত মানসোপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্যস্থাপন করত পীঠ পূজা করিবে। যথা,—"ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ। কূর্ম্মায়। পৃথিব্যৈ। শ্বেতদ্বীপায়। রত্ন-মণ্ডপায়। কল্পবৃক্ষায়। রত্নসিংহাসনায়।" অগ্নি আদিকোণচতুষ্টয়ে যথা-ক্রমে "ধর্ম্মায়। জ্ঞানায়। বৈরাগ্যায়। ঐশ্বর্য্যায়"। চতুর্দ্দিক্ষু "ঐং অধর্ম্মায়, অজ্ঞানায়। অবৈরাগ্যায়। অনৈশ্বর্য্যায়।" মধ্যে—"শেষায়। পদ্মায়। অং অর্কমণ্ডলায়। উং সোমমণ্ডলায়। মং বহ্নিমণ্ডলায়। সং সত্ত্বায়। রং রজসে। তং তমসে। আং আত্মনে। অং অন্তরাত্মনে। পং পরমাত্মনে। হ্রীং জ্ঞানাত্মনে।" অষ্টদিক্ষু—"বিমলায়ৈ। উৎকর্ষিণ্যৈ। ক্রিয়ায়ৈ। যোগায়ৈ। বুদ্ধ্যৈ। সত্যায়ৈ। ঈশানায়ৈ। অনুগ্রহায়ৈ।" ইহাদিগের প্রত্যেকের আদিতে "ওঁ" ও অন্তে "নমঃ" শব্দ যোগ করিয়া গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবে।

তদনন্তর, পুনরায় ধ্যান করিয়া,—"ওঁ ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ" এই মন্ত্রে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। (২৫ পৃঃ দেখ) অতঃপর, পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়া যথাশক্তি জপ করিয়া—"ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্ব্বভূতাত্মনে বাসুদেবায় সর্ব্বাত্মসংযোগপীঠাত্মনে নমঃ।"—এই মন্ত্রে পূজা করত লক্ষ্মী ও সরস্বতীদেবীর

আবাহন করিয়া পূজা করিবে এবং যথাশক্তি জপ করিয়া স্তবপাঠ ও নমস্কারাদি করিবে।

অনন্তর প্রতিষ্ঠাতত্ত্বোক্ত স্বশাখোক্ত বিধিতে অগ্নিস্থাপন করিয়া ব্রহ্মস্থাপন, চরু শ্রপণ ও সর্ব্বকর্ম্ম-সাধারণী কুশণ্ডিকা সমাপন করিয়া চরুহোম-মন্ত্রে দিক্‌পাল ও নবগ্রহহোম চরু দ্বারা করিয়া, ঘৃতদ্বারা প্রতিষ্ঠাকাণ্ডোক্ত বিধানক্রমে হোম করত প্রায়শ্চিত্তহোম করিয়া পূর্ণহোম করিবে। (১ম কাণ্ড ৮ পৃঃ দেখ) পরে, ব্রহ্মদক্ষিণা প্রদান করিয়া তিলকান্ত কর্ম্ম সম্পন্ন করিবে।

অনন্তর, পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃতদ্বারা অশ্বত্থবৃক্ষকে স্নান করাইবে এবং শুদ্ধজলদ্বারা "সহস্রশীর্ষা" ইত্যাদি মন্ত্রে স্নান করাইয়া বস্ত্রদ্বারা বৃক্ষ বেষ্টন করত চতুর্দ্দিকে কদলীবৃক্ষচতুষ্টয় রোপণ করিয়া "অশ্বত্থবৃক্ষায় নমঃ" এই ক্রমে যথাশক্তি পূজা করিয়া, ঘণ্টা-বিতান-মাল্যাদি উপচার দ্বারা অশ্বত্থ বৃক্ষ শোভিত করিয়া "ওঁ বৃক্ষরূপিন্ জগন্নাথ সর্ব্বকামফলপ্রদ। নমস্তে কমলাকান্ত ঈপ্সিতার্থঞ্চ দেহি মে॥ ত্রাহি মাং ভগবন্নাথ বৃক্ষরূপী হরিঃ স্মৃতঃ। যমলোকভয়ং জ্ঞাত্বা ক্রিয়তে তব রোপণং॥ আধারঃ সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বকর্ম্মপ্রবর্দ্ধকঃ। ত্বমীশঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং ধর্ম্মরূপ নমোঽস্তু তে।" দর্শনান্নশ্যতে পাপং লক্ষ্মীর্ভবতি স্পর্শনাৎ। বর্দ্ধতে কীর্ত্তনাদায়ুঃ সদাশ্বত্থ নমোঽস্তু তে॥" এই মন্ত্রে নমস্কার করিয়া বৃক্ষকে তিনবার প্রোক্ষণ করিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অশ্বত্থবৃক্ষায় নমঃ" "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।" "এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানেভ্যঃ ওঁ সর্ব্বভূতেভ্যো নমঃ।" এই বলিয়া অর্চ্চনা করিয়া কুশতিল জল গ্রহণ করিয়া "অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা বাল্যপ্রভৃতিসঞ্চিতদুরিতধ্বংসপূর্ব্বক এতদ্বৃক্ষপ্রস্তবপত্রপুষ্পফলসমসংখ্যকবর্ষাবচ্ছিন্নস্বর্গলোকস্থিতিকামঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা ইমমশ্বত্থবৃক্ষং গন্ধাদ্যর্চ্চিতং বস্ত্রাচ্ছাদিতং বিষ্ণুদৈবতং সর্ব্বভূতেভ্যোঽহমুৎসৃজে।" এই বাক্যে উৎসর্গ করিয়া বৃক্ষমূলে জল প্রদান "ও অশ্বত্থবৃক্ষোঽয়ং বিষ্ণুদৈবতঃ" ইহা উচ্চারণ করত বৃক্ষ ধারণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে—

"ওঁ অশ্বত্থবৃক্ষরূপোঽসি মহাদেবেতি বিশ্রুতঃ। বিষ্ণুরূপধরোঽসি ত্বং পুণ্যবৃক্ষ নমোঽস্তু তে। ওঁ অদ্য মে সফলং জন্ম বৃক্ষরূপ জনার্দ্দন। সংসারসাগরেভ্যশ্চ পুত্রবত্তারয়িষ্যসি। ওঁ প্রতিষ্ঠিতোঽসি বৃক্ষেশ গন্ধমাল্যানুলেপনৈঃ। পতাকাপুষ্পধূপাদ্যৈ রক্ষ মাং সর্ব্বতোঽনঘ॥"

অতঃপর নিম্নলিখিত বাক্যে দক্ষিণান্ত করিবে। যথা—"অদ্যেত্যাদি-কৃতৈ-

তৎসর্ব্বভূতোদ্দেশ্যকাশ্বত্থবৃক্ষপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং সুবর্ণং তন্মূল্যং বা যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদে।"

তৎপরে বৃক্ষের ঈশান বা বায়ুকোণে ধ্বজস্থাপন করিয়া অর্চ্চনা করত, "অদ্যেত্যাদি—মহাপাতকাদি-বহুপাপক্ষয়কামোঽস্মিন্ অশ্বত্থবৃক্ষে ইমং ধ্বজং বিষ্ণুদৈবতং বস্ত্রাচ্ছাদিতমর্চ্চিতং বিষ্ণবে তুভ্যমহং সম্প্রদদে।" এই বাক্য দ্বারা উৎসর্গ করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ এষ বিষ্ণুরবিস্বং বৈ ব্রহ্মা চৈব পিতামহঃ। রুদ্রো মহেন্দ্রো বরুণ আকাশং পৃথিবী জলং। বায়ুঃ শশাঙ্কঃ পর্জ্জন্যো ধনাধ্যক্ষো বিভাবসুঃ। ধ্বজস্য রোপণে নিত্যং প্রীয়ন্তাং সর্ব্বদেবতাঃ।" এই মন্ত্র পাঠ করত তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া আচার বশত পিষ্টপ্রদীপাদি দিয়া নির্ম্মঞ্ছন করত প্রণাম করিবে। পরে অচ্ছিদ্রাবধারণ করত বিষ্ণুস্মরণ করিয়া "ওঁ বাস্তুদেবগণাঃ সর্ব্বে পূজামাদায় যাজ্ঞিকাঃ। ইষ্টকামপ্রসিদ্ধ্যর্থং পুনরাগমনায় চ॥" ইহা পাঠ করিয়া ঘটাদি বিসর্জ্জন করত "সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু" এই মন্ত্রে (২৪ পৃঃ দেখ) শান্তিদান করিবে।

মঠাদি গৃহপ্রতিষ্ঠা।

যদি একই দিবসে গৃহপ্রতিষ্ঠা ও দেবপ্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তবে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি করিয়া বিধান ক্রমে দেবপ্রতিষ্ঠা করিবে। কেবল যদি গৃহপ্রতিষ্ঠাই হয়, তবে যজমান হস্তপদ বিধৌত করিয়া আচমন করত পূর্ব্বমুখে কুশাসনযুক্ত আসনে উপবেশন করিয়া পূর্ব্বমুখোপবিষ্ট ব্রাহ্মণত্রয়কে গন্ধমাল্যবস্ত্রাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া পুণ্যাহ বাচনাদি (৪৪পৃঃ দেখ) করাইয়া তিল কুশযুক্ত বিশুদ্ধ জল তাম্রাদি পাত্রে গ্রহণ করিয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা,—অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা এতত্তৃণকাষ্ঠাদিময়বেশ্মপরমাণুসমসংখ্যকবর্ষসহস্রেদশগুণকালাবচ্ছিন্নস্বর্গলোকমহিতত্বকাম এতদিষ্টকাদিময়বিষ্ণুদেবতাবেশ্মপ্রতিষ্ঠামহং করিষ্যে। *

উক্তরূপে সঙ্কল্প করিয়া সঙ্কল্প সূক্তাদি পাঠ করিবে। পরে নিম্নলিখিত রূপ বাক্য করিবে।—

"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা তৃণকাষ্ঠাদিময়বিষ্ণু-

* ইষ্টকময় গৃহ হইলে,—"দশসহস্রবর্ষাবচ্ছিন্ন" এইরূপ পাঠ করিতে হয়। দেবতার গৃহ প্রতিষ্ঠাতেও দেবতা ভেদে নাম নিরূপণ করিবে।

বেশ্মপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মণ্যভ্যুদয়ার্থং সগণাধিপগৌর্য্যাদিষোড়শমাতৃকাপূজাবসু-ধারাসম্পাতনায়ুষ্যসূক্তজপাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধাস্থহং করিষ্যে।”

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া সূক্ত পাঠ করিবে। অনন্তর গৌর্য্যাদি ষোড়শমাতৃকার পূজা বসুধারাদি দিয়া আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া পরে ব্রাহ্মণগণকে অর্চ্চনা করিয়া দিয়া তাঁহাদিগকে ব্রহ্মা, হোতা, সদস্য ও তন্ত্রধার বরণ করিবে।

অতঃপর শোধিত গঞ্চগব্য দ্বারা ভূমিশোধনপূর্ব্বক ঘটস্থাপন করিয়া গণেশাদি দেবতার পূজা করত যজমানের স্বগৃহ্যোক্ত বিধানে অগ্নিস্থাপন করিয়া ব্রহ্মস্থাপনান্ত কর্ম্ম করত হোমীয় দ্রব্যাসাদন করিবে। পরে অগ্নির পশ্চিম হইতে দক্ষিণদিক্‌পর্য্যন্ত কুশাস্তরণ করিয়া সূর্পস্থ একমুষ্টি তণ্ডুল গ্রহণ করিয়া “ওঁ বিষ্ণবে ত্বাজুষ্টং নির্ব্বপামি” এই বলিয়া চরুস্থালীতে আনিয়া উদূখলমধ্যে স্থাপন করিবে। এইরূপ “অগ্নয়ে, বায়বে, সূর্য্যায়” বলিয়া দুইবার, পুনর্ব্বার— অগ্নয়ে, বরুণায়, ভূরগ্নয়ে, সূর্য্যায়, প্রজাপতয়ে, অন্তরীক্ষায়, বলিয়া দুইবার, ব্রহ্মণে, পৃথিব্যৈ, মহারাজায়, সোমায়, ইন্দ্রায়, অগ্নয়ে, যমায়, নৈঋর্তায়, বরুণায়, বায়বে, কুবেরায়, ঈশানায়, অনন্তায়, আদিত্যায়, সোমায়, মঙ্গলায়, বুধায়, বৃহস্পতয়ে, শুক্রায়, শনৈশ্চরায়, রাহবে, কেতুভ্যঃ” এই প্রত্যেক বাক্যে এক এক প্রস্থতি (মুষ্টি) স্থাপন করিবে। পরে দুইবার অমন্ত্রক দিয়া মুষলের দ্বারা অবঘাত করত শূর্প দ্বারা প্রস্ফোটন করিবে। এইরূপ দুইবার প্রস্ফোটন করিবে। অশক্ত পক্ষে সাধারণবিধি অনুসারে চরুপাক করিবে।

অতঃপর পর্য্যুক্ষণান্ত কুশণ্ডিকা সমাপন করিয়া ক্রাম্য কর্ম্মার্থ “ওঁ তপশ্চ তেজশ্চ” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া বিরূপাক্ষ জপ করিবে। অনন্তর সর্ব্ববেদীয় “ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ” ইত্যাদি আদিত্যপুরাণীয় অগ্নির ধ্যান করিয়া “সাহস নামক” অগ্নি স্থাপন করত আবাহন পূজাদি করিয়া একটী প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ অগ্নিতে অমন্ত্রক নিক্ষেপ করিয়া মেক্ষণ দ্বারা চরু গ্রহণ করিয়া “ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং” ইত্যাদি মন্ত্রে আহুতি দিবে। সর্ব্বত্রই সামবেদীয়ের দেবতোদ্দেশ নাই, অন্য বেদীয়েরা “ইদং বিষ্ণবে স্বাহা” বলিয়া দেবতোদ্দেশে প্রত্যাহুতি দিবে। অতঃপর “ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা এবং বৈদিক-গায়ত্রীর অন্তে “স্বাহা” শব্দ যোগ করিয়া আহুতি দিবে। পরে “ওঁ তদ্বিপ্রাসো-বিপণ্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদং স্বাহা॥ ১॥ ওঁ বিশ্ব-তশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ। সং বাহুভ্যাং ধমতি সংপতত্রৈর্দ্যাবাভূমিং জনয়ন্ দেব একঃ স্বাহা॥ ২॥ “ওঁ অগ্নিমীলে” ইত্যাদি

॥ ৩ ॥ "ওঁ ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বা" ইত্যাদি ॥ ৪ ॥ "ওঁ অগ্ন আয়াহি" ইত্যাদি ॥ ৫ ॥ "ওঁ শন্নোদেবীরভীষ্টয়ে" ইত্যাদি ॥ ৬ ॥ ওঁ ভূরগ্নয়ে স্বাহা, ওঁ সূর্য্যায় স্বাহা, ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা, ওঁ অন্তরীক্ষায় স্বাহা, ওঁ দ্যৌঃ স্বাহা, ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা, ওঁ পৃথিব্যৈ স্বাহা। ওঁ মহারাজায় স্বাহা, ওঁ সোমং রাজানং" ইত্যাদি মন্ত্রে হোম করিয়া দশদিক্‌পালের হোম করিবে। যথা,—

"ওঁ ত্রাতারমিন্দ্রমবিতার মিন্দ্রং হবে হবে সুহবং শূরমিন্দ্রং হুবেণু শক্রং পুরুহূতমিন্দ্রং স্বস্তি নো মঘবা ধাত্বিন্দ্রঃ স্বাহা ॥ ১ ॥ ওঁ অগ্নিং দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্বদেবসং। অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুং স্বাহা ॥ ২ ॥ ওঁ নাকে নাকে সুপর্ণমুপয়ৎ পতন্তং হৃদাবেনন্তোভ্যচক্ষতত্বা। হিরণ্যপক্ষং বরুণস্য দূতং যমস্য যোনৌ শকুনং ভুরণ্যং স্বাহা ॥ ৩ ॥ ওঁ বেত্থাহি নির্ঋতীনাং বজ্রহস্তপরিব্রজং। অহরহঃ শুন্ধু পরিপদামিবঃ স্বাহা ॥ ৪ ॥ ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানা ইত্যাদি ॥ ৫ ॥ ওঁ বাতু অবাতু ভেষজং শম্ভুময়ো ভুনোহৃদে। প্রণতায়ুংষিতার্ষৎ স্বাহা ॥ ৬ ॥ ওঁ সোমং রাজানং ইত্যাদি ॥ ৭ ॥ ওঁ অভিত্বা শূরোনোনুমোহদুগ্ধা ইব ধেনবঃ ঈশানমস্য জগতঃ স্বর্দৃশমীশানমিন্দ্রতস্থুষঃ স্বাহা ॥ ৮ ॥ ওঁ ব্রহ্মা যজ্ঞানাং প্রথমং পুরস্তাদ্বিসীমতঃ। সুরুচোবেন আবঃ সবুধ্ন্যা উপমা অস্য বিষ্ঠাসতশ্চ যোনিমসতশ্চ বিবঃ স্বাহা ॥ ৯ ॥ ওঁ চর্ষণীধৃতং মঘবানমুক্‌থ্যমিন্দ্রং গিরো বৃহতীরভ্যনূষত। কাবৃধানং পুরুহূতং সুবৃক্তি-ভিরমর্ত্ত্যং জবমানং দিবে দিবে স্বাহা ॥ ১০ ॥

অতঃপর "ওঁ আকৃষ্ণেণ রজসা ইত্যাদি। ওঁ আপ্যায়স্ব সমে তুতে ইত্যাদি। ওঁ অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়মপাং রেতাংসি জিন্বতি স্বাহা। ও অগ্নে বিবস্বদুষসশ্চিত্রং রাধোমর্ত্ত্যা আদাশুষে জাত-বেদো বহাত্বমদ্যাং দেবা উষর্ব্বুধঃ স্বাহা। ওঁ বৃহস্পতে পরিদীয়া রথেন রক্ষোহা মিত্রং অপবাধমানঃ। প্রভঞ্জৎসেনা প্রমৃণোযুধা যজন্নস্মাক মেধ্যবিতা রথানাং স্বাহা। ওঁ শুক্রন্তেহন্যৎ যজতেহন্যং বিষুরূপেহ হনী দ্যৌরিবাসি বিশ্বাহি মায়া অবসি স্বধাবন্ ভদ্রা তে পুষন্নিহরাতিরস্তু স্বাহা। ওঁ শন্নো দেবী রভীষ্টয়ে ইত্যাদি। ওঁ কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে পেশোমর্য্যা অপেশসে সমুষদ্ভিরজায়থাঃ স্বাহা।"

এই সমস্ত স্বাহান্ত মন্ত্রে হোম করিয়া মেক্ষণ অগ্নিতে ক্ষেপণ করিবে এবং চরুহোম সমাপন করিয়া চরু দ্বারা দিগ্‌সকলের বলিপ্রদান করিবে। যথা,—

"এষঃ পায়সবলিঃ ওঁ প্রাচ্যৈ দিশে নমঃ" এবং আগ্নেয্যৈ দিশে নমঃ, এইরূপ অবাচ্যৈ, নৈর্ঋত্যৈ, প্রতীচ্যৈ, বায়ব্যৈ, উদীচ্যৈ, ঐশান্যৈ, ঊর্দ্ধ্বদিশে, অধোদিশে।

অনন্তর ঘৃতাক্ত পলাশসমিধ্‌ তদভাবে উডুম্বর সমিধ্‌ দ্বারা "ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং" ইত্যাদি মন্ত্রে অষ্টোত্তর শত (১০৮) বার হোম করিবে। দুর্গাদি প্রতিষ্ঠাতেও এই মন্ত্রে হোম করিবে। অতঃপর পূর্ব্বোক্ত চরুহোম মন্ত্র দ্বারা সেই সেই দেবতার আজ্য হোম করিবে। পরে আজ্যদ্বারা নিম্ন লিখিত নয়টী মন্ত্র দ্বারা সামবেদীয়েরা হোম করিবে। যথা,—

"ওঁ ইদং বিষ্ণুর্ব্বিচক্রমে" ইত্যাদি। ওঁ প্রক্ষস্য বৃষ্ণোঽরুষস্যনুমহঃ প্রণোবচো বিধাতা জাতপদাবরাহোঽভ্যেতি রেভন স্বাহা। ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষ ইত্যাদি। ওঁ ত্রিপাদূর্দ্ধং ইত্যাদি। ওঁ পুরুষ এবেদং ইত্যাদি। ওঁ এতাবানস্য ইত্যাদি। ওঁ ততো বিরাড়জায়ত ইত্যাদি। ওঁ কয়ানশ্চিত্র আভুবদূতী ইত্যাদি।"

অনন্তর আজ্যমিশ্রিত তিলের দ্বারা "ওঁ ইরাবতী ধেনুমতীহি ভূয়ং সুয়বসিনী। মনবেদশস্যাঃ। ব্যস্কভ্না রোদসী বিষ্ণুরেতে দধতু পৃথিবীমভিতো ময়ূখৈঃ স্বাহা।" এই মন্ত্রে একবার আহুতি দিয়া "ওঁ ব্রহ্মানুযায়িভ্যঃ স্বাহা। ওঁ বিষ্ণ্বনুযায়িভ্যঃ স্বাহা। ওঁ রুদ্রানুযায়িভ্যঃ স্বাহা।" এবং পূর্ব্বোক্ত নবগ্রহ ও দশদিক্‌পাল মন্ত্রে একবার হোম করিবে।

অনন্তর "ওঁ পর্ব্বতেভ্যঃ স্বাহা। ওঁ নদীভ্যঃ স্বাহা। ওঁ সমুদ্রেভ্যঃ স্বাহা।" বলিয়া তিলাজ্যহোম সমাপন করিয়া স্রুবের দ্বারা মহাব্যাহৃতি হোম করিবে। পরে শাট্যায়ন হোমাদি দর্ভজুটিকা হোমান্তকর্ম্ম সমাপন করিয়া "অগ্নে ত্বং মৃড়নামাসি।" এই বলিয়া অগ্নির নামকরণ করত আবাহন পূজাদি করিয়া "ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং" ইত্যাদি মন্ত্রের অন্তে "বৌষট্‌" যোগ করিয়া পূর্ণাহুতি দিবে। পরে ব্রহ্মাকে পূর্ণপাত্র দক্ষিণা দিয়া "ওঁ পৃথিবী ত্বং শীতলা ভব" বলিয়া অগ্নির ঈশানকোণে দুগ্ধাদি ক্ষেপণ করিয়া স্রুবলগ্ন ভস্ম দ্বারা ললাটাদিতে তিলক করিবে। পরে হোমদক্ষিণা করিবে। যথা,—"অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎতৃণকাষ্ঠাদিময়বিষ্ণুবেশ্মপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মাঙ্গভূতহোমকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং হেমযুক্তসবস্ত্রতিলপাত্রং বিষ্ণুদৈবতং (ইমাং গাঞ্চ রুদ্রদেবতাকাং) যথানামগোত্রায় ব্রাহ্মণায়াহং দদে।"

অনন্তর প্রাসাদসমীপে গমন করিয়া "ওঁ উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেব যজন্তস্তে- মহে। উপপ্রয়ান্ত মরুতঃ সুদানব ইন্দ্রঃ প্রাশুর্ভবা সচা।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দেবতাকে আনয়ন করত গন্ধ বস্ত্রাদি দ্বারা শিল্পীকে সন্তোষ করিয়া—"ওঁ ইদং বিষ্ণুর্ব্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমুঢ়মস্য পাংশুলে।" এই মন্ত্রে স্থাপন এবং "ওঁ চক্রায় নমঃ" এই মন্ত্রে চক্রের তিনবার পূজা করিয়া গৃহের উপরে যথাযোগ্য চক্রাদি করিয়া বস্ত্র দ্বারা গৃহ আবৃত করত গৃহদ্বারের অনুরূপ তোরণ নির্ম্মাণ দ্বারা বষ্টিযুক্ত ধ্বজ গৃহের ঈশানকোণস্থ গর্ত্তে স্থাপন করিবে। পরে ঘণ্টা-চামর-কিঙ্কিনীজালমালা বিন্যাস করিয়া দ্বার-সম্মুখে, বিষ্ণু-গৃহে গরুড়, শিবগৃহে বৃষ, দুর্গাগৃহে সিংহ বাহন স্থাপন করিবে।

অনন্তর নারিকেলোদকপূর্ণ পঞ্চবিংশতি ঘটের জল এবং পঞ্চগব্য ও পঞ্চা- মৃত দ্বারা দেবতার স্নান করাইয়া ষোড়শোপচারে দেবতার পূজা করিয়া ঘণ্টাদিযুক্ত বস্ত্রাচ্ছাদিত গৃহ উৎসর্গ করিয়া অর্চ্চনা করিবে। যথা,—এতে গন্ধ- পুষ্পে তৃণকাষ্ঠাদিময়বেশ্মনে নমঃ।" বলিয়া তিনবার অর্চ্চনা করিয়া, "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া বিষ্ণুস্মরণ করত দানার্থ বাক্য করিবে। যথা,—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা এতত্তৃণকাষ্ঠাদিময়বেশ্মপরমাণু- সংখ্যক-বর্ষসহস্রদশগুণকালাবচ্ছিন্নস্বর্গলোকমহিতত্বকামঃ সাচ্ছাদনং তৃণকাষ্ঠাদি- ময়বেশ্ম বিষ্ণুদৈবতং বিষ্ণবে তুভ্যমহং সম্প্রদদে। পরে দক্ষিণা অর্চ্চনা করিয়া "অদ্যেত্যাদি কৃতৈতত্তৃণকাষ্ঠাদিময়বেশ্মদানকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণা- মিদং সুবর্ণং অমুকদেবায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে। অনন্তর অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বিষ্ণু- স্মরণ করিয়া দেবতাকে হস্তে লইয়া তিনবার প্রদক্ষিণ করিবে।

অতঃপর "ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেম ক্ষিভির্যজত্রা স্থিরৈর- ঙ্গৈস্তষ্টুবাংসস্তনুভির্ব্ব্যসেমহি দেবহিতং যদায়ুঃ॥" এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত দেবতাকে লইয়া গৃহপ্রবেশ করত "ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতু" ইত্যাদি মন্ত্রে বেদীর উপরি স্থাপন করিবে। অনন্তর "ওঁ স্থিরোভব বীড্বঙ্গ আশুর্ভব বাহর্ব্বন্ পৃথুর্ভব সুসদস্ত্বমগ্নে পুরীষবাহন।" এই মন্ত্রে স্থিরীকরণ করিবে।

অতঃপর দেবতাকে পুনরায় ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া যথাশক্তি দেব- তাকে চামরাদি দান করিয়া করযোড়ে পাঠ করিবে।

"ওঁ যাবচ্চন্দ্রাবর্কৌ দেব যাবত্তিষ্ঠতি মেদিনী। তাবদত্র জগন্নাথ সন্নিধীভব কেশব॥"*

* শিব বিষয়ে "কেশব" স্থলে "শঙ্কর" বলিবে এবং অন্য দেবতা হইলে তন্নাম করিবে।

অতঃপর ধ্বজসমীপে গমন করিয়া তাহা সংপ্রোক্ষণ করত "ওঁ এহ্যেহি ভগবন্নীশ্বরনির্ম্মিত উপরিচর বায়ুমার্গানুসারিন্ শ্রীকর শ্রীনিবাস রিপুধ্বংসকর সুজনাধিনিলয় সর্ব্বদেবতাসম্মতং কুরু স্বস্ত্যয়নঞ্চ মে ভবতু সর্ব্ববিঘ্নান্ হর হর স্বাহা ॥" এই মন্ত্রে ধ্বজারোপণ করিয়া "ওঁ ধ্বজায় নমঃ" "ওঁ বিষ্ণবে নমঃ" "ওঁ শিবায় নমঃ" এইরূপে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া পুনর্ব্বার ধ্বজ প্রোক্ষণ করিয়া বামহস্তে ধারণ করত "অদ্যেত্যাদিমহাপাতকাদিবহুপাপক্ষয়কামঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা ইদং ধ্বজং অমুকদেবায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে।" এই বাক্যে উৎসর্গ করিয়া ধ্বজদানের দক্ষিণা করিবে।

অতঃপর, বিষ্ণুবিষয়ে গরুড়স্তম্ভ রোপণ করিয়া "ওঁ সুপর্ণোহসি গরুড় তাংস্ত্রিবৃত্তেঃ শিরো গায়ত্র্যাং চক্ষুর্বৃহদ্রথান্তরে পক্ষৌ স্তোম আত্মাচ্ছন্দাংস্যঙ্গানি যজূংসি নাম তে তনুর্ভির্ব্বামদেব্যং যজ্ঞাযজ্ঞিয়ং পুচ্ছং ধিষ্ট্যাঃ ফলাঃ সুপর্ণো গরুত্মান্ দিবং গচ্ছ স্বঃপতে" এই মন্ত্র পাঠ করত "ওঁ গরুড়ায় নমঃ" এই মন্ত্রে তিনবার পূজা করিয়া প্রণাম করিবে। প্রণাম মন্ত্র যথা,—"ওঁ নমস্তে পতগশ্রেষ্ঠ পন্নগান্তকর প্রভো। ত্বংপ্রসাদান্মহাবাহো মোদয়েৎ দিবি দেববৎ। যথা ত্বং সংপুটকরঃ সততং নতকন্ধরঃ। তথৈব পুরতো বিষ্ণুস্তৎপ্রসাদাদ্ভবাম্যহম্ ॥" দুর্গাগৃহপ্রতিষ্ঠায় বিশেষ যথা,—"ওঁ সিংহায় নমঃ" বলিয়া তিন বার পূজা করিয়া "ওঁ বিজয়ো জয়দো জেতা রিপুঘাতী প্রিয়ঙ্করঃ। দুঃখদারিদ্র্যহা শান্তঃ সর্ব্ববিঘ্নবিনাশনঃ। ইত্যষ্টৌ তব নামানি যস্মাৎ সিংহপরাক্রমঃ। তস্মাৎ সিংহাসনেতি ত্বং নাম্না দেবেষু গীয়তে। ত্বয়ি স্থিতঃ শিবঃ সাক্ষাৎ ত্বয়ি শক্রঃ সুরেশ্বরঃ। ত্বয়ি স্থিতো হরির্দ্দেব স্তদর্থং তপ্যতে তপঃ। নমস্তে সর্ব্বতোভদ্র দুর্গায়া বাহনঃ পরঃ। ত্রৈলোক্যজয় শক্রঘ্ন সিংহাসন নমোহস্তু তে। ওঁ বিজয়ায় নমঃ।" শিববৃষ পূজাতেও এইরূপ করিবে।

অতঃপর প্রদীপ দ্বারা নির্ম্মঞ্জন করিয়া অন্যূন বিংশতি সংখ্যক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। পরে নৃত্যগীতাদি বাদ্য দ্বারা মহোৎসব করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। রুদ্রাদি মঠ প্রতিষ্ঠা বিষয়ে প্রণবাদি নমোহস্তু চতুর্থীযুক্ত বাক্যে আসনাদি দান করিবে।

দেব প্রতিষ্ঠা।

প্রথমতঃ শিল্পীকে পরিতুষ্ট করিয়া শুভদিনে স্বস্তিবাচনাদি করিয়া "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণুস্মরণ করিয়া সংকল্প করিবে। যথা,—

"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা বিষ্ণুলোকগমন-কামোঽস্যাং প্রতিমায়াং বিষ্ণুদেবতাপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মাহং করিষ্যে।"

অতঃপর স্বশাখোক্ত সংকল্প সূক্ত পাঠ করিবে।

একদিবসে বাস্তুযাগাদি কর্ম্মত্রয় করিতে হইলে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি করিয়া ব্রাহ্মণাদি বরণ করিবে। ইহাই বিশেষ।

অতঃপর আচার্য্য প্রতিমা বা লিঙ্গ আনয়ন করিয়া যথাস্থানে আসনে স্থাপন করিয়া গণেশ আদিত্যাদি নবগ্রহ ও ইন্দ্রাদি দিক্‌পালদিগকে ঘটে পূজা করিবে। পরে স্থণ্ডিল, অষ্টদল পদ্ম বা শালগ্রামে বিষ্ণু, শিব ও তৎপরিবারগণকে পূজা করিবে। অনন্তর ভদ্রাসনস্থ দেবতাকে আবাহন করিয়া গন্ধপুষ্পাদিদ্বারা দশোপচারে পূজা করিয়া স্নান করাইবে। যথা,— বৈদিক অষ্টোত্তরশত পল অর্থাৎ লৌকিক ষষ্ঠ্যধিকশতত্রয়তোলক পরিমাণ জলে বল্মীকমৃত্তিকা আলোড়ন করিয়া দেবতার মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক "অমুকং বল্মীকমৃত্তিকয়া স্নাপয়ামি" মন্ত্রে স্নান করাইবে। সর্ব্বত্রই মন্ত্র জানা না থাকিলে সপ্রণব ব্যাহৃতিযুক্ত গায়ত্রী বা দেবতার মূলমন্ত্রে কার্য্য করিবে। মূলমন্ত্র বলিতে বৈদিক বা তান্ত্রিক, ওঁকার যুক্ত নমোঽন্ত চতুর্থীবিভক্তিযুক্ত দেবতা নাম রূপ জানিবে।

অতঃপর পারিভাষিক অর্ঘ্যাদি দান করিয়া পূর্ব্ববৎ গোময়দ্বারা স্নান করাইবে। পুনর্ব্বার অর্ঘ্যাদি দিয়া সেইরূপে শুষ্ক গোময়ভস্মদ্বারা স্নান করাইবে। প্রত্যেকের স্নানের পর অর্ঘ্য, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ ও দীপ দিতে হয়। পুনরায় গন্ধ তোয় দ্বারা "ওঁ এতন্নিন্দ্রং স্তবাম" ইত্যাদি শুদ্ধপতিসূক্ত মন্ত্রে স্নান করাইবে। অনন্তর "ওঁ নমস্তেঽর্চ্চ্যে সুরেশানি প্রণীতে বিশ্বকর্ম্মণা। প্রভাবিতাশেষজগদ্ধাত্রি তুভ্যং নমো নমঃ। ত্বয়ি সংপূজয়ামীশে নারায়ণ মনাময়ং। রহিতা শিল্প-দোষৈস্ত্বমৃদ্ধিযুক্তা সদা ভব।" ইহা পাঠ করিবে। উক্ত মন্ত্রস্থ "নারায়ণ-মনাময়ং" স্থলে দেবতা ভেদে "মহাদেব মনাময়ং" "কাত্যায়নীমনাময়ং" এইরূপ পাঠ করিবে।

*

সমর্থ হইলে পাঁচপ্রকার নদীর জল, পঞ্চামৃত, পঞ্চগব্য, গজদন্ত, পর্ব্বতাশ্ব-

ক্ষুর, কুশ, বল্মীকসম্বন্ধী পাঁচপ্রকার মৃত্তিকাজল, তিলতৈল, ঘৃত, পঞ্চকষায়জল, চম্পক, আম্র, শমী, পুন্নাগ, ও করবীর পুষ্পোদক এবং তুলসী, কুন্দ, ও বিল্বপত্রযুক্ত জল দ্বারা স্নান করাইবে। অতঃপর শালিচূর্ণ, তিলগন্ধক কল্ক বা বিল্বপত্র দ্বারা উদ্বর্ত্তন, উষ্ণজলদ্বারা ক্ষালন, তীর্থোদকদ্বারা স্নান করাইবে এবং অষ্টোত্তর শত বিংশতি বা এক কলসী জল দ্বারা শুদ্ধপতি সূক্তে স্নান করাইয়া নৃত্যগীতাদি উৎসব কার্য্য করিবে।

অতঃপর সপুষ্পকুশ-হস্ত দেবতার মস্তকে স্থাপন করিয়া মূলমন্ত্র ১০৮ বার জপ করিয়া মূলমন্ত্রে মস্তক হইতে পীঠস্থান পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবে। পরে দেবতাঙ্গে মাতৃকান্যাস, ও যথাসম্ভব তত্ত্বন্যাস করিবে।

বিষ্ণুবিষয়ে তত্ত্বন্যাস যথা,—সর্ব্বশরীরে,—ঠং নমঃ পরায় জীবতত্ত্বাত্মনে নমঃ। ভং নমঃ পরায় প্রাণতত্ত্বাত্মনে নমঃ। হৃদি,—বং নমঃ পরায় মতিতত্ত্বাত্মনে নমঃ। ফং নমঃ পরায়াহঙ্কারতত্ত্বাত্মনে নমঃ। পং নমঃ মনস্তত্ত্বাত্মনে নমঃ। মূর্দ্ধ্নি,—নং নমঃ পরায় শব্দতত্ত্বাত্মনে নমঃ। মুখে,—ধং নমঃ পরায় স্পর্শতত্ত্বাত্মনে নমঃ। হৃদি,—দং নমঃ পরায় রূপতত্ত্বাত্মনে নমঃ। গুহ্যে,—থং নমঃ পরায় রসতত্ত্বাত্মনে নমঃ। জঙ্ঘাদ্বয়ে,—তং নমঃ পরায় গন্ধতত্ত্বাত্মনে নমঃ। শ্রোত্রে নং নমঃ পরায় শ্রোত্রতত্ত্বাত্মনে নমঃ। ত্বচে,—ঢং নমঃ পরায় ত্বক্‌তত্ত্বাত্মনে নমঃ। চক্ষুর্দ্বয়ে, ডং নমঃ পরায় চক্ষুস্তত্ত্বাত্মনে নমঃ। জিহ্বায়,—ঠং নমঃ পরায় জিহ্বাতত্ত্বাত্মনে নমঃ। নাসিকায়,—টং নমঃ পরায় নাসিকা তত্ত্বাত্মনে নমঃ। মুখে,—ঞং নমঃ পরায় বাক্‌তত্ত্বাত্মনে নমঃ। হস্তদ্বয়ে,— ঝং নমঃ পরায় হস্ততত্ত্বাত্মনে নমঃ। পাদদ্বয়ে জং নমঃ পরায় পাদতত্ত্বাত্মনে নমঃ। গুহ্যে,—ছং নমঃ পরায় গুহ্যতত্ত্বাত্মনে নমঃ। উপস্থে,—চং নমঃ পরায় উপস্থতত্ত্বাত্মনে নমঃ। মস্তকে,—ঙং নমঃ পরায়াকাশতত্ত্বাত্মনে নমঃ। মুখে,—ঘং নমঃ পরায় বায়ুতত্ত্বাত্মনে নমঃ। হৃদয়ে,—গং নমঃ পরায় তেজস্তত্ত্বাত্মনে নমঃ। লিঙ্গে,—খং নমঃ পরায় জলতত্ত্বাত্মনে নমঃ। পাদদ্বয়ে,—কং নমঃ পরায় পৃথিবীতত্ত্বাত্মনে নমঃ। হৃদয়ে,—লং নমঃ পরায় দশকলাব্যাপ্তবহ্নিমণ্ডলতত্ত্বাত্মনে নমঃ। মস্তকে,—শং নমঃ পরায় বাসুদেবায় পরমেষ্ঠিতত্ত্বাত্মনে নমঃ। মুখে,—বং নমঃ পরায় সঙ্কর্ষণায় পুংস্তত্ত্বাত্মনে নমঃ। হৃদয়ে লং নমঃ পরায় প্রদ্যুম্নায় বিশ্বতত্ত্বাত্মনে নমঃ। লিঙ্গে, রং নমঃ পরায়ানিরুদ্ধায় নিবৃত্তিতত্ত্বাত্মনে নমঃ। পাদদ্বয়ে,—দং নমঃ পরায় নারায়ণায় সর্ব্বতত্ত্বাত্মনে নমঃ। সর্ব্বগাত্রে,—ক্ষং নমঃ পরায় নৃসিংহায় কোপতত্ত্বাত্মনে নমঃ।”

অনন্তর প্রণবাদি দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রবর্ণ ন্যাস করিবে। যথা,—মস্তকে,—ওঁ নমঃ। কপালে,—নং নমঃ। চক্ষুর্দ্বয়ে,—মং নমঃ। মুখে,—ভং নমঃ। গলে,—গং নমঃ। হস্তদ্বয়ে বং নমঃ। হৃদয়ে,—তেং নমঃ। কুক্ষিদ্বয়ে,—বাং নমঃ। নাভিতে,—সুং নমঃ। লিঙ্গে,—দেং নমঃ। জানুদ্বয়ে,—বাং নমঃ। পাদদ্বয়ে,—য়ং নমঃ।

দশাক্ষর বর্ণন্যাস যথা,—মধ্য অঙ্গুলীর দ্বারা মস্তকে,—গোং নমঃ। তর্জ্জনী মধ্যমা দ্বারা চক্ষুর্দ্বয়ে পীং নমঃ। অঙ্গুষ্ঠরহিত অঙ্গুলী সমূহ দ্বারা কর্ণদ্বয়ে, জং নমঃ। অঙ্গুষ্ঠ অনামিকা যোগে নাসিকায়,—নং নমঃ। পঞ্চাঙ্গুলীযোগে মুখে,—বং নমঃ। অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীযোগে হৃদয়ে,—ল্লং নমঃ। অঙ্গুষ্ঠমধ্যমা দ্বারা নাভিতে ভাং নমঃ। অঙ্গুষ্ঠহীন সর্ব্ব অঙ্গুলী দ্বারা লিঙ্গে,—য়ং নমঃ। জানুদ্বয়ে, স্বাং নমঃ। পঞ্চাঙ্গুলীযোগে,—পাদদ্বয়ে,—হাং নমঃ। ইহা গোপালমন্ত্রে ও যথাবৎ জানিবে।

শিব বিষয়ে।—মস্তকে,—ওঁ নমঃ। কপালে,—নং নমঃ। উদরে,—মং নমঃ। দক্ষিণাংশে,—শিং নমঃ। বামাংশে,—বাং নমঃ। হৃদয়ে,—য়ং নমঃ। এইরূপ সর্ব্বত্র জানিবে।

শিব বা দুর্গামন্ত্রে যেখানে বর্ণন্যাস নাই, সেই স্থলে মূলমন্ত্রে দেবমস্তকে ন্যাস করিবে।

অতঃপর প্রাণপ্রতিষ্ঠা মন্ত্রে (১৭ পৃ দেখ) প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া যথাশক্তি ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। তাহার ক্রম এইরূপ।—বদ্ধপদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া "ওঁ আত্মসংস্থমজং শুদ্ধং ত্বামহং পরমেশ্বর। অরণ্যাদিকভূতাংশ-মূর্ত্তাবাবাহয়াম্যহং।" সম্বোধনান্ত দেবতার নামোল্লেখে আবাহন করিবে। বাসুদেবপ্রতিষ্ঠাপক্ষে,—"বাসুদেব ইহাগচ্ছ। ওঁ তবেয়ং মহিমা মূর্ত্তিস্তস্যাং ত্বাং সর্ব্বগাং বিভো। ভক্তিস্নেহসমাকৃষ্টং দীপবৎ স্থাপয়াম্যহং। বাসুদেব ইহ তিষ্ঠ। ওঁ সর্ব্বান্তর্য্যামিনে দেব সর্ব্ববীজময়ং ততং। আত্মস্থায় পরং শুদ্ধমাসনং কল্পয়াম্যহং।

ওঁ অস্মিন্ বরাসনে দেব সুখসীনোহক্ষরাত্মনা। প্রতিষ্ঠিতো ভবেতি ত্বং প্রসীদ পরমেশ্বর। অমুক দেব (সম্বোধনান্ত দেবতার নাম উচ্চারণ করিয়া) ইহ সুপ্রতিষ্ঠিতো ভব। ওঁ অনয়া ভব দেবেশ মূর্ত্তিঃ শক্তিরিয়ং প্রভো। সান্নিধ্যং কুরু অস্যাং ত্বং ভক্তানুগ্রহতৎপর॥ ইহ সন্নিধেহি। ওঁ আজ্ঞয়া তব দেবেশ কৃপাম্ভোধে গুণাম্বুধে। আত্মানন্দৈকতৃপ্তং ত্বাং

নিরুণদ্ধি জগদ্গুরো ॥ ইহ সন্নিরুধ্যস্ব। ওঁ অজ্ঞানাদ্দুর্ম্মনস্কত্বাদ্বৈকল্যাৎ সাধনস্য চ। যদা পূর্ণং ভবেৎ কৃত্যং তদাপ্যভিমুখো ভব ॥" এই বলিয়া অভিমুখী করিয়া "দৃশা পীযূষবর্ষিণ্যা পূরয়ন্ যজ্ঞবিস্তরং। মূর্ত্তৌবাযজ্ঞসম্পূর্ত্তৈঃ স্থিরোভব মহেশ্বর।" ইহা বলিয়া পূর্ব্ববৎ "স্থিরোভব" এইরূপ প্রার্থনা করিবে।

অনন্তর দেবতাঙ্গে ষড়ঙ্গ ন্যাস করিবে। বাসুদেব বিষয়ে যথা,—"ওঁ আং ওঁ হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ ঈং ওঁ শিরসে স্বাহা। ওঁ উং ওঁ শিখায়ৈ বষট্। ওঁ ঐং ওঁ কবচায় হুং। ওঁ ঔং ওঁ নেত্রাভ্যাং বৌষট্। ওঁ অঃ ওঁ অস্ত্রায় ফট্।"

দশাক্ষর গোপাল মন্ত্র বিষয়ে,—"ওঁ অষ্টবক্রায় স্বাহা ওঁ হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ বিচক্রায় স্বাহা ওঁ শিরসে স্বাহা। ওঁ সুচক্রায় স্বাহা ওঁ শিখায়ৈ বষট্। ওঁ ত্রৈলোক্যরক্ষণচক্রায় স্বাহা ওঁ কবচায় হুং। ওঁ অসুরান্তকচক্রায় স্বাহা ওঁ অস্ত্রায় ফট্ (নেত্র বর্জ্জিত পঞ্চাঙ্গ)।

শিব বিষয়ে প্রণবাদি ষড়্বর্ণ (শিবের ষড়ক্ষর মন্ত্র) দ্বারা ষড়ঙ্গ ন্যাস করিবে। অন্যান্য দেবতা সম্বন্ধে তত্তৎ মন্ত্র অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারিবে।

"ওঁ অভক্তবাঙ্মনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রদ্বয়মিতঃস্যতে। স্বতেজঃপঞ্জরেণাশু বেষ্টিতো ভব সর্ব্বতঃ।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া উভয়তর্জ্জনী অঙ্গুলীদ্বয় দ্বারা অবগুণ্ঠন করি[দক্ষিণে] ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করাইবে। অতঃপর ষোড়শোপচারে দেবতার পূজা করিবে। যথা,—"ওঁ সর্ব্বান্তর্যামিনে দেব" ইত্যাদি "কল্পয়াম্যহং" পর্য্যন্ত (১৪০ পৃ দেখ) প্রার্থনা মন্ত্রটী পাঠ করিয়া "ইদমাসনং (মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রণবাদি নমোঽস্তু মন্ত্রে) অমুকদেবতায়ৈ" বলিয়া আসন প্রদান করিবে ॥ ১ ॥ "ওঁ যস্য দর্শনমিচ্ছন্তি দেবাঃ স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে। তস্মৈ তে পরমেশায় স্বাগতং স্বাগতঞ্চ মে। ওঁ কৃতার্থোঽনুগৃহীতোঽস্মি সফলং জীবিতং মম। আগচ্ছ দেবদেবেশ সুস্বাগতমিদং বপুঃ।" ইহা বলিয়া স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে ॥ ২ ॥ ওঁ যদ্ভক্তিলেশসম্পর্কাৎ পরমানন্দসম্ভবঃ। তস্মৈ তে চরণাব্জায় পাদ্যং শুদ্ধায় কল্পয়ে। এতৎ পাদ্যং (মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া) অমুকদেবতায়ৈ নমঃ। (শ্যামাক, দূর্ব্বা, অপরাজিতা ও পদ্মযুক্ত জল পাদ্যার্থে গ্রহণীয়) ॥ ৩ ॥ ওঁ তাপত্রয়হরং দিব্যং পরমানন্দলক্ষণং। তাপত্রয়বিনির্ম্মুক্তং তবার্ঘ্যং কল্পয়াম্যহং। ইদমর্ঘ্যং ॥ ৪ ॥ ওঁ দেবানামপি দেবায় দেবানাং দেবতাত্মনে। আচামং কল্পয়ামীশ শুদ্ধানাং শুদ্ধিহেতবে। ইদমাচমনীয়ং। (জাতী লবঙ্গ কঙ্কোলমিশ্রিতজল আচমনীয়ার্থে গ্রাহ্য) ॥ ৫ ॥ ওঁ সর্ব্বকল্মষহীনায় পরিপূর্ণসুখাত্মনে। মধুপর্কমিমং দেব কল্পয়ামি প্রসীদ মে। এষ মধুপর্কঃ ॥ ৬ ॥

ওঁ উচ্ছিষ্টোপ্যশুচির্ব্বাপি যস্য স্মরণমাত্রতঃ। শুদ্ধিমাপ্নোতি তস্মৈ তে পুনরাচমনীয়কং। ইদং পুনরাচমনীয়ং ॥ ৭ ॥ ওঁ স্নেহং গৃহাণ স্নেহেন লোকনাথ মহাশয়। সর্ব্বলোকেষু শুদ্ধাত্মন্ দদামি স্নেহমুত্তমম্। ইদং গন্ধতৈলং ॥ ৮ ॥ ওঁ পরমানন্দ-বোধাব্ধি-নিমগ্ননিজমূর্ত্তয়ে। সাঙ্গোপাঙ্গমিদং স্নানং কল্পয়াম্যহমীশ তে। ইদং স্নানীয়ং ॥ স্নান দ্রব্য—অষ্টোত্তর শতপলপরিমিত জল অর্থাৎ লৌকিক ষষ্ট্যধিক শতত্রয়তোলকপরিমিত জল) ॥ ৮ ॥ পুনর্ব্বার পূর্ব্ব মন্ত্রে পুনরাচমনীয় দিবে। ওঁ মধা চিত্রপটাচ্ছন্ননিজগুহ্যোরুতেজসে। নিরাবরণবিজ্ঞায় বাসস্তে কল্পয়াম্যহং। ইদং বস্ত্রং ॥ ওঁ যমাশ্রিত্য মহামায়া জগৎসম্মোহিনী সদা। তস্মৈ তে পরমেশায় কল্পয়াম্যুত্তরীয়কম্। ইদং উত্তরীয়বস্ত্রং ॥ ৯ ॥ পুনরায় পূর্ব্বমন্ত্রে পুনরাচমনীয় দিবে। ওঁ যস্য শক্তিত্রয়েণেদং সম্প্রীতমখিলং জগৎ। যজ্ঞসূত্রায় তস্মৈ তে যজ্ঞসূত্রং প্রকল্পয়ে। ইদং যজ্ঞোপবীতং ॥ ওঁ স্বভাবসুন্দরাঙ্গায় নানাশক্ত্যাশ্রয়ায় তে। ভূষণানি বিচিত্রাণি কল্পয়াম্যমরার্চ্চিত। এতানি ভূষণানি ॥ ১০ ॥ ওঁ পরমানন্দসৌরভ্য-পরিপূর্ণদিগন্তরং। গৃহাণ পরমং গন্ধং কৃপয়া পরমেশ্বর। এষ গন্ধঃ ॥ ১১ ॥ ওঁ তুরীয়বনসম্ভূতং নানাগুণমনোহরং। আনন্দসৌরভং পুষ্পং গৃহ্যতামিদমুত্তমং। ইদং পুষ্পং দেবম্ ১২ ॥ ওঁ বনস্পতিরসোদিব্যো গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ। আঘ্রেয়ঃ সর্ব্বদেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্। এষ ধূপঃ * ॥ ১৩ ॥ ওঁ সুপ্রকাশো মহাদীপঃ সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ। সবাহ্যাভ্যন্তরং জ্যোতির্দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাং। এষ দীপঃ ॥ ১৪ ॥ ওঁ সৎপাত্রসিদ্ধং সুহবির্ব্বিবিধানেকভক্ষণং। নিবেদয়ামি দেবেশ সানুগায় গৃহাণ তৎ। ইদং নৈবেদ্যং ॥ ১৫ ॥ ওঁ সমস্তদেবদেবেশ সর্ব্বতৃপ্তিকরং পরং। অখণ্ডানন্দসংপূর্ণং গৃহাণ জলমুত্তমম্। ইদং পানার্থ জলং ॥ পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ পুনরাচমনীয় দিবে। অনন্তর তত্তদ্দেবতার প্রণাম মন্ত্র পাঠ করিয়া বন্দনা করিবে ॥ ১৬ ॥ ষোড়শ উপচার দানের অভাব হইলে কেবল পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে। রুদ্রাদি দেবতাবিশেষে সমস্তই পূর্ব্ববৎ করিতে হইবে। কেবল দেবতার নামমাত্র পৃথক্ জানিবে।

---

* গুগ্‌গুলগুরুশীরশর্করামধুচন্দনৈঃ। ধূপয়েদাজ্যসম্মিশ্রৈর্নীচৈর্দেবস্য দেশিকঃ ॥—গুগ্‌গুলু, অগুরু, উশীর, শর্করা, মধু ও চন্দন, ইহাদের একত্র সংমিশ্রণ করত ঘৃতযুক্ত করিয়া প্রদান করিতে হয়।

অতঃপর দেবতার সম্মুখে উত্তরভাগে স্বগৃহ্যোক্ত বিধানে 'বিশ্বরূপ' নামক অগ্নি স্থাপন করিয়া আবাহন করত গায়ত্রী বা মূলমন্ত্র দ্বারা জাতকর্ম্মাদি সংস্কারার্থ প্রত্যেক কার্য্যে চারিটি আজ্যাহুতি দিবে। যথা,—"অমুকদেবস্য জাতকর্ম্ম সম্পাদয়ামি স্বাহা" ইহা মনে মনে ভাবনা করিয়া চারিবার আহুতি দিবে। এইরূপ সর্ব্বত্র। নামকরণে সহস্র আহুতি দিয়া "অমুকনামাসি" বলিয়া (দেবতার নাম) বলিবে।

অনন্তর ঘৃতদ্বারা স্বাহান্ত মূলমন্ত্র দ্বারা অষ্টোত্তর শত (১০৮) বার হোম করিয়া হুতশেষ প্রতিমার শিরে প্রদান করিয়া "ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং" পর্য্যন্ত হোম শেষ করিয়া দেবহৃদয়ে হস্ত প্রদান করত প্রাণপ্রতিষ্ঠা মন্ত্র (১৭ পৃ দেখ) পাঠ করিবে।

অতঃপর আচার্য্যকে সুবর্ণ দক্ষিণা দান করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্য প্রশমনার্থ "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণু স্মরণ করিয়া দশবার বিষ্ণুর নাম কীর্ত্তন করিবে। পরে পিষ্টপ্রদীপ দ্বারা নির্ম্মঞ্ছন করিবে। অন্যূন দশজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। অত্যন্ত অশক্ত হইলে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ও হোম করিবে না। ইহা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলিয়াছেন, "পূজা কার্য্যা হরের্ন্নিত্যং শ্রদ্ধয়া ভৃগুনন্দন। ন ত্বল্পদক্ষিণৈর্যজ্ঞৈর্যজতে হ কদাচন॥ ইত্যাদি।

প্রতিষ্ঠিতদেবতার পুনঃসংস্কার।

দেবপ্রতিমা কোন প্রকারে ভগ্ন হইলে, ফাটিয়া গেলে, পুনরায় অঙ্গরাগাদি করা হইলে, অস্পৃশ্য স্পর্শ বা পূজার অভাব হইলে, সেই প্রতিমূর্ত্তিতে দেবত্ব থাকে না। এইরূপ স্থলে পুনঃ সংস্কারের প্রয়োজন হয়।

তাম্রাদিধাতু মূর্ত্তি, প্রস্তর কিম্বা কাষ্ঠনির্ম্মিত মূর্ত্তি হইলে তত্তৎ দ্রব্যশুদ্ধির বিধানক্রমে শুদ্ধ করিয়া লইয়া শোধিত পঞ্চগব্য দ্বারা বিগ্রহকে স্নান করাইবে। তৎপরে বিগ্রহমূর্ত্তিকে কুশোদক দ্বারা সংশোধন ও অর্ঘ্যোদক দ্বারা একশত আটবার প্রোক্ষণ করিবে। তৎপরে একটী কলসীতে সাড়ে চারি সের জল লইয়া সমর্থ হইলে একশত আট, চুয়াল্ল অথবা বিংশতি কলসী জল লইয়া, "ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে বিগ্রহকে স্নান করাইবে। তৎপর দূর্ব্বাক্ষত, আতপ তণ্ডুল ও কুশ, সমস্ত অঙ্গুলিযোগে লইয়া দেবমস্তকে ধারণ করত একশত আটবার মূলমন্ত্র জপ করিবে। অনন্তর মন্ত্র পাঠ করিয়া দেবতার মস্তক হইতে পীঠ পর্য্যন্ত সমস্ত অঙ্গ স্পর্শ

করিবে। পরে তত্ত্বন্যাস, লিপিন্যাস ও মন্ত্রন্যাস করত "ওঁ আং হ্রীং ক্রোং, ইত্যাদি মন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া যথাশক্ত্যুপচারে পূজা ও স্বশাখোক্ত বিধিতে বহ্নি স্থাপন করিয়া পূর্ব্ববৎ হোম করিবে।

প্রতিষ্ঠিত দেবতার দৈবাৎ যদি একদিন পূজা না হয়, তবে দুইবার পূজা করিবে, তিন দিন পূজার অভাব হইলে, পঞ্চগব্যাদি দ্বারা বিগ্রহকে স্নান করাইয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। তিনদিনের অধিক পূজার অভাব হইলে উক্ত বিধানে পুনর্ব্বার প্রতিষ্ঠা করিবে।

ব্রতপ্রতিষ্ঠাবিধি।

(সামবেদীয়)

পূর্ব্বদিনে সন্ধ্যাকালে প্রতিমাতে অধিবাস করিয়া পরদিনে প্রাতঃকৃত্য ও নিত্যক্রিয়া সমাপন করত শুদ্ধচিত্তে আচমন করিয়া প্রতিবর্ষীয় করণীয় ব্রত সম্পন্ন করত ব্রাহ্মণকে ভোজ্য দান করিবে। পরে পুনরায় আচমন করিয়া ব্রাহ্মণ-ত্রয়কে গন্ধাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া বিষ্ণুস্মরণপূর্ব্বক পুণ্যাহ, স্বস্তি ও ঋদ্ধি বাচন করাইয়া স্বস্তি বাচন করত "ওঁ সূর্য্যঃ সোমঃ" ইত্যাদি মন্ত্রটি পাঠ করিবে। পরে বিষ্ণুস্মরণ করিয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা,—

"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (স্ত্রী লোক হইলে, অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকীদেবী, শূদ্রা হইলে অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দাসী, শূদ্র হইলে অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদাসঃ) এতদ্‌বর্ষনিষ্পাদিত-অমুক-ব্রতসাফল্যকামঃ (স্ত্রীলোক হইলে কামা) অমুকব্রতপ্রতিষ্ঠামহং করিষ্যে" (উদ্‌যাপন হইলে প্রতিষ্ঠাং স্থলে উদ্‌যাপনং এইরূপ বলিবে)।

এইরূপ সংকল্প করিয়া তজ্জল ঈশানকোণে নিক্ষেপ করিয়া সংকল্প সূক্ত পাঠ করিবে। অতঃপর ব্রতাঙ্গ দান (ষোড়শ দান) উৎসর্গ করিবে (ষোড়শ দান প্রয়োগ দেখ)। অশক্ত পক্ষে দ্বাদশ ভোজ্য ও জলপূর্ণ ঘট দান করিবে। যদি পুরুষের ব্রতপ্রতিষ্ঠা হয়, তবে মাতৃকাপূজা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধও করিবে।

অতঃপর বেদীতে সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তদুপরি ঘট আরোপণ করত বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া তদুপরি তাম্রপাত্রে রজতময়ী বিষ্ণুপ্রতিমা এবং স্বর্ণময়ী লক্ষ্মী প্রতিমা স্থাপন করিবে। পরে, যজমান পূর্ব্বমুখ হইয়া আচমন করত উত্তরমুখ হইয়া ব্রহ্মবরণাদি করিয়া আচার্য্যরূপ গুরুকে নমস্কার করিবে। যথা,—

"ওঁ বাসুদেবস্বরূপস্ত্বং সংসারাৎ ত্রাহি মাং প্রভো। ত্বৎপ্রসাদাৎ গুরো যজ্ঞং প্রাপ্নোমি যন্ময়োদ্যতং। ত্রাহি নাথ প্রপন্নং মাং ভীতং সংসার-সাগরাৎ। দেবতাস্থাপনেনাদ্য মম শান্তিং কুরু প্রভো॥ ত্বৎপ্রসাদাৎ দ্বিজশ্রেষ্ঠ লোকানুগ্রহকারক। চিরং মে শাশ্বতী কীর্ত্তিস্ত্রৈলোক্যেঽপি ভবিষ্যতি। তস্মাৎ কুরু প্রতিষ্ঠাং মে গুরো শাস্ত্রপ্রচোদিতাং। যথাহং মুক্তিমাপাদ্য ত্বৎপ্রসাদাৎ সুপুষ্কলাৎ।"

অতঃপর গুরুরূপী আচার্য্য বলিবেন, "উত্তিষ্ঠ বৎস ভদ্রন্তে মৎপ্রসাদাৎ ত্বয়ানঘ। প্রাপ্তব্যং ধর্ম্মসর্ব্বস্বং দুষ্প্রাপং যৎ সুরাসুরৈঃ॥"

অতঃপর আচার্য্য পঞ্চগব্য শোধন করিয়া তদ্দ্বারা গায়ত্রী পাঠপূর্ব্বক মণ্ডল ও যজ্ঞভূমি প্রোক্ষণ করিয়া মণ্ডল মধ্যে পঞ্চঘট স্থাপন করিবেন। (৪ পৃঃ দেখ)। পরে ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস, প্রাণায়াম ও অঙ্গন্যাসাদি করিয়া ঘটে বা শালগ্রামে গণেশাদি দেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ ও দিক্‌পাল-গণের পূজা করিয়া বিষ্ণু, রুদ্র ও দুর্গার পূজা করিবে।

অতঃপর প্রতিমাদ্বয়ের শিল্পদোষনিবারণার্থ গোময় ভস্মদ্বারা ঘর্ষণ করিয়া "ওঁ তেজোঽসি" ইত্যাদি মন্ত্রে ঘৃত ম্রক্ষণ করিয়া চন্দনাদি দ্বারা "ওঁ উদ্বর্ত্তয়ামি দেব ত্বাং যথেষ্টং চন্দনাদিভিঃ। উদ্বর্ত্তনপ্রসাদেন প্রাপ্নুয়া-মুক্তিমুত্তমাং।" এই মন্ত্র পড়িয়া উদ্বর্ত্তন করিবে। অতঃপর স্নান করাইবে। যথা,—বল্মীক মৃত্তিকাদ্বারা—"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ" বলিয়া স্নান করাইবে। পরে গায়ত্রী পাঠ করিয়া গোমূত্রদ্বারা, "গন্ধদ্বারাং" ইত্যাদি মন্ত্রে গোময়, "দধিক্রাবেৢ" ইত্যাদি মন্ত্রে দধি, "ঘৃতবতী ভুবনানাং ইত্যাদি মন্ত্রে ঘৃত, "আপ্যায়স্ব" ইত্যাদি মন্ত্রে দুগ্ধ, "দেবস্য" ইত্যাদি মন্ত্রে কুশোদক, "ইদং বিষ্ণোঃ" মন্ত্রে গঙ্গোদক, "যাঃ ফলিনী" মন্ত্রে ফলোদক, "মধুবাতা" ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চামৃত বা সর্ব্বৌষধি জলদ্বারা স্নান করাইয়া "সহস্রশীর্ষা" মন্ত্রে স্নান করাইবে।

পরে বস্ত্রদ্বারা প্রতিমাস্থ জল অপনয়ন করিয়া আধারে স্থাপন করতঃ বাসুদেব ও লক্ষ্মীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে (১৭ পৃঃ দেখ)। পরে অর্ঘ্যস্থাপন করিয়া বিষ্ণুর ধ্যান করিবে।—"ওঁ বিশুদ্ধস্ফটিকাভাসং হিমকুন্দেন্দুসন্নিভং। কিরণৈঃ শীতলৈঃ সৌম্যৈঃ প্রীণয়ন্তং চরাচরং। লাবণ্যামৃততোয়েন সিক্তস্ত-মিব সর্ব্বতঃ। সুনাভং বারিজং পদ্মং ধারয়ন্তং গদাং শুভাং। ভূষিতং মালয়া তদ্বৎ দীপিতং মুনিলাঞ্ছনৈঃ। শ্রীপুষ্টিগরুড়াদ্যৈশ্চ সমন্তাত্তু পরিপ্লুতং॥"

লক্ষ্মীর ধ্যান।—"ওঁ তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং পদ্মবীণা-ধরাং শুভাং। পদ্মস্থিতাং স্মেরমুখীং সর্ব্বাভরণভূষিতাং॥"

শিবের ধ্যান।—"ওঁ ঈশং সুধাকরনিভং বৃষভাসনস্থং সৌম্যং ত্রিনেত্রযুতমিন্দুকলার্দ্ধমৌলিং। ব্যাঘ্রাজিনাম্বরকটিং দ্বিভুজং যুবানং স্মেরাননাভয়করং বরদং ভজামঃ।"

দুর্গার ধ্যান।—"ওঁ উদ্যাঙ্গনকরদ্যুতিমিন্দুকিরীটাং তুঙ্গকুচাং নয়নত্রয়যুতাং স্মেরমুখীং বরদামঙ্কুশপাশাভীতিকরাং প্রভজে ভুবনেশীং।"

প্রণাম মন্ত্র।—"ময়া কৃতান্যনেকানি পাপানি হর পার্ব্বতি। ত্বৎপ্রসাদাদবিঘ্নেন মমাস্তু সফলং ব্রতং। সর্ব্বদেবময়ীং দেবীং সর্ব্ববিঘ্নভয়াপহাং। ব্রহ্মেশবিষ্ণুনমিতাং প্রণমামি সদাশিবাং। দুর্গাং শিবাং শান্তিকরীং মঙ্গলাং মঙ্গলাত্মিকাং। সর্ব্বলোকপ্রসূতিঞ্চ প্রণমামি সতীং উমাং॥ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে ইত্যাদি"।

অতঃপর যথাশক্তি উপচারে বিষ্ণুর পূজা করিবে (স্মরণীয় ষোড়শোপচারপূজা মন্ত্র দেবপ্রতিষ্ঠায় দেখ)। পরে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান করিয়া বাসুদেবাদির পূজা করিবে। পরে লক্ষ্মীর ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া সরস্বতী, শিব ও দুর্গার পূজা করত মণ্ডলমধ্যে অগ্ন্যাদিকোণে ষড়ঙ্গের পূজা করিবে। পরে তদ্বাহ্যে,—"ওঁ বাসুদেবায় নমঃ। এই ক্রমে শান্ত্যৈ, পুষ্ট্যৈ, সঙ্কর্ষণায়, লক্ষ্ম্যৈ, প্রদ্যুম্নায়, বসুমত্যৈ, অনিরুদ্ধায়, রত্যৈ," ইহাদিগের আদিতে প্রণব ও অন্তে নমঃ যোগ করিয়া পূজা করিবে।

অতঃপর দ্বাদশকেশবের পূজা করিবে। যথা,—"মোদকদ্বারা "ওঁ কেশবায় নমঃ।" ধাত্রীফলদ্বারা "নারায়ণায়।" ঘৃতদ্বারা "মাধবায়"। দধি ও শর্করা দ্বারা "গোবিন্দায়"। তাম্বূলদ্বারা "বিষ্ণবে"। মধুদ্বারা "মধুসূদনায়"। চম্পক পুষ্প দ্বারা—"ত্রিবিক্রমায়"। বিল্বফল দ্বারা—"বামনায়।" পীতবর্ণ বস্ত্রদ্বারা "শ্রীধরায়।" পদ্মপুষ্প দ্বারা "হৃষিকেশায়।" নবনীত দ্বারা—"পদ্মনাভায়।" রজ্জু দ্বারা "দামোদরায়" বলিয়া প্রণবাদি নমোঽন্ত মন্ত্রে পূজা করিবে।

পরে "ওঁ চক্রায় নমঃ।" এইক্রমে,—"শঙ্খায়, গদায়ৈ, পদ্মায়, কৌস্তুভায়, বনমালায়ৈ, কুণ্ডলায়, কিরীটায়, গরুড়ায়" বলিয়া পূজা করিবে।

অতঃপর স্বশাখোক্ত ক্রমে ব্রহ্মস্থাপনান্ত কুশণ্ডিকা সমাপন করিয়া চরু পাক করিবে॥ (মঠ প্রতিষ্ঠা দেখ)।

পরে ভূমি জপাদি ও বিরূপাক্ষজপাদি কুশণ্ডিকা সমাপন করিয়া "অগ্নে ত্বং সাহসনামাসি" বলিয়া অগ্নির নাম করণাদি করিয়া প্রাদেশপ্রমাণ একটী ঘৃতাক্ত

সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে আহুতি দিয়া মেক্ষণ দ্বারা চরু গ্রহণ করিয়া "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং" ইত্যাদি স্বাহান্ত মন্ত্রে আহুতি দিবে। পরে মহাব্যাহৃতি হোম, "ওঁ তদ্বিপ্রাসো" ইত্যাদি মন্ত্রে হোম, দিক্‌পাল হোম, নবগ্রহ হোম ও পায়স বলি প্রদান করিবে। (মঠপ্রতিষ্ঠা দেখ)।

অতঃপর নিম্নলিখিত রূপে সঙ্কল্প করিয়া অষ্টোত্তর শত বা অষ্টাবিংশতি সংখ্যক পলাশ কিম্বা যজ্ঞডুম্বুরের সমিধ্ দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে এক একটি করিয়া হোম করিবে। সংকল্প বাক্য যথা,—

অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (হোতার গোত্র ও নাম উল্লেখ করিবে) অমুক-গোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ শ্রীবিষ্ণু-প্রীতিকাম ইয়ৎবর্ষনিষ্পাদিত-অমুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মণি "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্ স্বাহা"—ইতি মন্ত্রেণ ইয়ৎসংখ্যকসাজ্যোড়ুম্বরসমিদ্ভির্হোমমহং করিষ্যামি।

অতঃপর "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং"—ইত্যাদি মন্ত্রে ঘৃতাক্ত সমিধ্ দ্বারা হোম করিয়া চরু-হোমোক্ত "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" ইত্যাদি মন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া নবগ্রহ হোম পর্য্যন্ত যে সমুদয় মন্ত্রে চরু-হোম করা হইয়াছে, সেই সমুদয় মন্ত্রে পুনরায় ঘৃতদ্বারা হোম করিবে। তৎপরে নিম্নলিখিত তিনটী মন্ত্রে ঘৃত দ্বারা হোম করিয়া পরে পুরুষসূক্ত মন্ত্রে হোম করিবে।

মন্ত্র যথা,—"ওঁ ইদং বিষ্ণু বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং। সমূঢ়মস্য পাংশুলে স্বাহা॥ ১॥ ওঁ প্রস্কন্দ বিষ্ণো অরুষস্যাম্ মহঃ প্রণো বোচো বিতথা জাতবেদসে বৈশ্বানরায় মতির্ন্নব্যবসে শুচিঃ সোম ইব পবতে চারুরগ্নয়ে স্বাহা॥ ২॥ ওঁ প্রকাব্যমুশনো ব্রুবাণো দেবো দেবানাং জনিমা বিবক্তিমহিব্রতঃ শুচিবন্ধুঃ পাবকঃ পদাবরেহোঽভ্যেতি রেভন্ স্বাহা॥ ৩॥"

অতঃপর তিলযুক্ত ঘৃতের দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে হোম করিবে। পরে পুরুষসূক্তমন্ত্রে হোম করিয়া তৎপরে নিম্ন মন্ত্রে হোম করিবে। যথা,—

ওঁ ইরাবতী ধেনুমতী হি ভূতং সূরবসিনী মনবে দশস্যাঃ। ব্যস্কভ্নাঃ রোদসীদম বিষ্ণুরেতো বাধতু পৃথিবীমভিতো ময়ূখৈঃ স্বাহা। ওঁ ব্রহ্মানুযায়িভ্যঃ স্বাহা। ওঁ বিষ্ণ্বনুযায়িভ্যঃ স্বাহা। ওঁ ঈশানানু-যায়িভ্যঃ স্বাহা।"

অনন্তর পূর্ব্বোক্ত নবগ্রহ-হোম মন্ত্রে ও দিক্‌পাল হোম মন্ত্রে তিলমিশ্রিত ঘৃত

দ্বারা একবার হোম করিবে। তৎপরে—ওঁ পর্ব্বতেভ্যঃ স্বাহা। ওঁ নদীভ্যঃ স্বাহা। ওঁ সমুদ্রেভ্যঃ স্বাহা" এই বলিয়া তিলমিশ্রিত ঘৃত দ্বারা হোম করিয়া সামান্য কুশণ্ডিকোক্ত উদীচ্য কর্ম্মাদি সমাপ্ত করিবে এবং "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং" ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ণ হোম প্রদান করিয়া ব্রহ্মদক্ষিণা ও তিলকান্ত কর্ম্ম করিবে।

পরে বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর পূজা করিয়া "অদ্যেত্যাদি—অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মা মংসঙ্কল্পিত-ইয়দ্বর্ষ-নিষ্পাদিত-অমুকপুরাণোক্তামুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মণি শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকাম ইদং সোপকরণডল্লকমর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণবে তুভ্যমহং সম্প্রদদে॥" এই বাক্যে ডালা উৎসর্গ করিয়া লক্ষ্মীসম্প্রদানক বাক্যে ডালা উৎসর্গ করিবে। সধবা স্ত্রীর ব্রত হইলে উক্ত প্রকারে ডালা উৎসর্গ করিয়া পরে স্বামীর হস্তে ডালা প্রদান করিয়া প্রার্থনা করিবে। যথা,— "নাধিকারোঽস্তি মে নাথ উপবাসব্রতাদিষু। ভবদাজ্ঞাবিহীনায়াস্তস্মাদাজ্ঞাপয় প্রভো। অকালে যদ্ব্রতং চীর্ণং যত্তু মন্ত্রবিবর্জ্জিতং। ধূপগন্ধাদিভির্হীনং তৎসর্ব্বং পূর্ণতাং নয়।"

পরে অঞ্জনাধার ও সিন্দূরাদিসংযুক্ত পেটিকা লক্ষ্মীকে প্রদান করিয়া, বিষ্ণু ও লক্ষ্মীকে প্রণাম করিবে। বিষ্ণু প্রণাম মন্ত্র যথা,—"নমস্তে জলদাভায় নমস্তে জলশায়িনে। নমস্তে কেশবানন্ত বাসুদেব নমোঽস্তু তে॥ নমো নমস্তে সুররাজরাজ নমোঽস্তু তে দেব জগন্নিবাস। কুরুষ সংপূর্ণফলং মমাশু নমোঽস্তু তুভ্যং পুরুষোত্তমায়॥ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়—ইত্যাদি।" এবং "ওঁ লক্ষ্মীস্ত্বং সর্ব্বভূতানাং যথা বসসি নিত্যশঃ। স্থিরা ভব মহাদেবি মম জন্মনি জন্মনি।" এই বলিয়া লক্ষ্মীকে প্রণাম করিবে।

অনন্তর দেবডালার উপরি প্রতিমাদ্বয় স্থাপন করিয়া মস্তকে ধারণ করত "ওঁ নারায়ণং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খচক্রগদাধরং। পীতাম্বরধরং নিত্যং বনমালা-বিভূষিতং॥ শ্রীবৎসাঙ্কং জগন্নাথং শ্রীপতিং শ্রীধরং হরিং। নামান্যেতানি সংকীর্ত্ত্য গত্যর্থং প্রার্থয়েদ্ধরে। ত্রাহি মাং সর্ব্বলোকেশ হরে সংসারবন্ধনাৎ। ত্রাহি মাং সর্ব্বদুঃখঘ্ন দুঃখশোকার্ণবাৎ প্রভো॥ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর ত্রাহি পতিতং মাং ভবার্ণবে। দুর্গতেস্ত্রাহি মাং বিষ্ণো ত্বাং স্মরামি পুনঃ পুনঃ। সোঽহং দেবাতিদুর্বৃত্তস্ত্রাহি মাং পুরুষোত্তম॥" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রদক্ষিণ করত নিম্নমন্ত্রদ্বারা পুনরায় প্রণাম করিবে। যথা—"ওঁ যস্য স্মৃত্যা চ নামোক্ত্যা তপোযজ্ঞক্রিয়াদিষু। ন্যূনং সম্পূর্ণতাং যাতি সদ্যো বন্দে তমচ্যুতম্।"

অতঃপর দক্ষিণা করিবে। যথা—"অদ্যেত্যাদি—কৃতৈতদিয়ব্রতনিষ্পাদিত-অমুকপুরাণোক্তব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চন-মূল্যং যথাসম্ভব-গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদে।" এই বলিয়া দক্ষিণা করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বিষ্ণুস্মরণ করিবে। পরে "ক্ষমস্ব" মন্ত্রে প্রতিমা বিসর্জ্জন করত আচার্য্যকে প্রদান করিবে। তৎপরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে কর্ম্মফল সমর্পণ করিয়া পাঠ করিবে,—"ওঁ প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ। তস্মিংস্তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ॥"

পরে ব্রাহ্মণাদি ভোজন করাইয়া ব্রতাঙ্গ উপবাস, হবিষ্য বা যথাসম্ভব ভোজনাদি করিবে।

উদ্যাপন কার্য্যে স্বস্তিবাচনাদি করিয়া গুরুর পূজান্ত কর্ম্ম করিয়া প্রতিষ্ঠা তত্ত্বোক্ত চরু হোম না করিয়া স্বগৃহ্যোক্ত বিধিতে অগ্নিস্থাপন করিয়া তিলাজ্যদ্বারা "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে হোম করিতে হয় এবং লক্ষ্মীদেবীর হোম করিয়া উদীচ্য কর্ম্ম ও প্রায়শ্চিত্ত হোমাদি বামদেব্য গানান্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া ডল্লপাত্রী উৎসর্গ করাইবে। উদ্যাপনে ইহাই বিশেষ।

দ্বিতীয় কাণ্ড সমাপ্ত।

সটীক

পুরোহিত-সর্ব্বস্ব।

তৃতীয় কাণ্ড।

দেবদেবীর পূজাপ্রকরণ।

অথ রাসোৎসবপ্রয়োগ। *

পূর্ব্বদিন সায়ংকালে যথা বিহিত অধিবাস কার্য্য করিবে। তৎপর দিবস নিশাকালে নিত্যক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক উত্তরমুখ হইয়া কুশাসনে উপবেশন পূর্ব্বক আচমন করিবে। পরে সচন্দন পুষ্প, অভাবে গন্ধাক্ষত লইয়া 'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গণেশায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নারায়ণায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আদিত্যাদিনবগ্রহেভ্যো নমঃ, এই বলিয়া প্রত্যেককে একটী করিয়া পুষ্প ঘটে বা শালগ্রাম শিলায় অর্পণ করিবে। তৎপরে পুণ্যাহ, স্বস্তি ও ঋদ্ধি বাচন (ক) (২য় কাণ্ড ৪৪ পৃ দেখ) করিবে।

কিন্তু স্বস্তিবাচনের পরে "ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ" ইত্যাদি পাঠ করিয়া কুশীতে তিল, ত্রিপত্র, জল এবং হরিতকী লইয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা,—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদোমদ্য কার্ত্তিকে মাসি শুক্লে পক্ষে পৌর্ণমাস্যা-ন্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ শ্রীকৃষ্ণস্য

---

* যত্র প্রদোষব্যাপিনী পূর্ণিমা তত্রৈব যাত্রা কর্ত্তব্যা। প্রদোষব্যাপিনী পূর্ণিমাই যাত্রাকার্য্যে বিহিত জানিবে।

(ক) ঋক্ ও যজুর্ব্বেদীয়গণ, প্রথমে স্বস্তি পরে ঋদ্ধি ও পুণ্যাহ বাচন করিবে।

মহাস্নানগণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বকং সলক্ষ্মীকবিষ্ণুপূজারাসোৎসবযাত্রামহং করিষ্যে।" *

এইরূপ বাক্য করিয়া ঈশাণকোণে জল নিক্ষেপ করিয়া কুশীখানি স্ববামে উপোড় করিয়া রাখিবে। পরে হাত যোড় করিয়া স্ব স্ব বেদোক্ত সংকল্পসূক্ত পাঠ করিবে (৩ পৃ দেখ)।

অতঃপর নিম্ন প্রকারে ও মন্ত্রে মহাস্নান করাইবে। যথা,—

মহাস্নান মন্ত্র।

প্রথমত পঞ্চগব্য তত্তৎ মন্ত্রে সংশোধন করিয়া সেই সেই মন্ত্রে স্নান করাইবে। পরে পঞ্চামৃতে স্নান করাইবে। যথা,—দুগ্ধ দ্বারা "ওঁ আপ্যায়স্ব" ইত্যাদি। শর্করা—"ওঁ অন্নাৎ পরিস্রুতোরসং ব্রহ্মণা ব্যাপি যৎ ক্ষেত্রং পয়ঃ সোমং প্রজাপতিঃ ঋতেন সত্যমিন্দ্রিয়ং বিপান ওঁ শুক্র মন্ধসঃ। ইন্দ্রস্যেন্দ্রিয় মিদং পয়োঽমৃতং মধু।" ঘৃত,—"ওঁ তেজোঽসি" ইত্যাদি। দধি,—"দধিক্রাব্ণো" ইত্যাদি। মধু,—"ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে" ইত্যাদি। পরে সমস্ত একত্র করিয়া গায়ত্রী পাঠ করিয়া স্নান করাইবে। গায়ত্রী,—"ওঁ কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ।" অনন্তর "ওঁ কোঽসি কতমোঽসি" ইত্যাদি এবং "ওঁ আয়ুষ্যং পুষ্টিদং তৈলং" ইত্যাদি এই মন্ত্রদ্বয় দ্বারা বিষ্ণুর সর্ব্বাঙ্গ অনুলিপ্ত করিয়া বক্ষ্যমাণ দশটী মৃত্তিকা মিশ্রিত জল দ্বারা স্নান করাইবে। যথা,—হস্তিদন্তোদ্ধৃত মৃত্তিকা দ্বারা—"ওঁ ইরাবতী ধেনুমতীহ ভূয়ং সুয়বসিনি মনং বেদশস্যাঃ। ব্যস্কভ্না রোদসী বিষ্ণুরেতে দাধর্থ পৃথিবীমভিতো ময়ূখৈঃ" ॥ ১ ॥ বরাহদন্তমৃত্তিকা; "ওঁ নীলগ্রীবাঃ শীতিকণ্ঠা দিব ওঁ সহস্রযোজনে অবধন্বানি তন্মসি" ॥ ২ ॥ গোশৃঙ্গ মৃত্তিকা,—"ওঁ আপো দেবী প্রতিগৃভ্নি তস্তৈ তস্তৈনে কৃণুধ্বং" ॥ ৩ ॥ গোষ্ঠ মৃত্তিকা,—"ওঁ চত্বারি শৃঙ্গাস্ত্রয়োঽস্য পাদা দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তাঃ সোঽস্য ত্রিধা বন্ধো বৃষভো রোরবীতি মহোদেবো মর্ত্ত্যাং আবিবেশ" ॥৪॥ চতুষ্পথ মৃত্তিকা, "ওঁ ইমা রুদ্রায় তপসে কপর্দ্দিনে ক্ষয়দ্বীরায় প্রভরামহেমতীঃ। যথা শমসদ্দিপদেশঞ্চ পুষ্পদ্বেবিশ্বং পুষ্টং গ্রামেঽস্মিন্নমাতুরম্" ॥ ৫ ॥ গঙ্গা মৃত্তিকা,—"ওঁ মূর্দ্ধানন্দিবোঽরতিং পৃথিব্যাং বৈশ্বানর মৃত অজাত মগ্নিং কবিং সম্রাজমতিথিঞ্জনা-

* প্রতিনিধিপক্ষে সংকল্প যথা,—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামনয়া শ্রীকৃষ্ণস্য মহাস্নানগণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বকসলক্ষ্মীকবিষ্ণুপূজারাসোৎসবকর্ম্মাহং করিষ্যামি।" সর্ব্বত্র প্রতিনিধি ব্যক্তি কার্য্য করিলে এইরূপ সংকল্প করিবে।

নাধাসন্নপাত্রং জনয়ন্তু দেবাঃ স্বাহা" ॥ ৬॥ বল্মীক মৃত্তিকা—"ওঁ যাগু" কুর্য্যাৎ সিনীবালী যা রাকা যা সরস্বতী। ইন্দ্রাণি বাহ্ব উতয়ে বরুণানি স্বস্তয়ে" ॥ ৭॥ নদীর উভয়কূল মৃত্তিকা।—"ওঁ পঞ্চনদ্যঃ সরস্বতীমপি যন্তি সস্রোতসঃ। সরস্বতী তু পঞ্চধামোপদেশে ভবৎসরিৎ" ॥ ৮॥" রাজদ্বার মৃত্তিকা,—"ওঁ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ" ইত্যাদি ॥ ৯॥ খড়্গালগ্ন মৃত্তিকা।—"ওঁ নমস্তে রুদ্রমন্যব উতোত ইষবে নমঃ। বাহুভ্যামুতত‍ে নমঃ" ॥ ১০॥ কুশমূলযুক্ত মাটী।—"ওঁ কয়ানশ্চিত্র আভুব" ইত্যাদি ॥ পদ্মমূলযুক্ত মাটী,—"ওঁ কুবিদঙ্গ যবন্তোয় বাব্বিদ্যথাদান্ত্যনুপূর্ব্বং বিয়ূয় ইহেহুষাং কৃণুহি ভোজনানি যে বর্হিষো নম উক্তির্ন জগ্মুঃ॥" সর্ব্বৌষধিমহৌষধি,—"ওঁ যা ওষধীঃ পূর্ব্বাজাতা" ইত্যাদি ॥ ১৩॥ কর্পূরোদক,—"ওঁ নমো নারায়ণায়॥" যব গোধূম, চনক, তিল, মুদ্গ, মসুর, কলায়, প্রিয়ঙ্গু, নীবার ধান্য, শ্যামাক ও মাষক এই দ্বাদশ ব্রীহি জলে,—"ওঁ বৃহয়শ্চ মে যবাশ্চ মে মুদ্গাশ্চ মে খল্লাশ্চ মে প্রিয়ঙ্গাশ্চ মে শ্যামাকাশ্চ মে যে নীবারাশ্চ মে গোধূমাশ্চ মে মসুরাশ্চ মে যজ্ঞেন কল্পয়ন্তাং॥" রত্নোদক,—"ওঁ স্বর্ণঘর্ম্ম স্বাহা" ইত্যাদি (যজুর্ব্বেদীয় প্রশস্তি বন্ধন দেখ)। স্বর্ণজল—"ওঁ হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ। সদাধারঃ পৃথিবীং দ্যামুতে মাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥" ঈষৎ উষ্ণজল,—"ওঁ শন্ন আপঃ ইত্যাদি॥" ভৃঙ্গার জল,—"ওঁ আত্রেয়ী ভারতী গঙ্গা যমুনা চ সরস্বতী। সরযুর্গণ্ডকী পুণ্যা শ্বেতগঙ্গা চ কৌশিকী। ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা। সর্ব্বাঃ সুমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তাং।" শুদ্ধজল,—"ওঁ কামদেবায়" ইত্যাদি গায়ত্রী পাঠ করিয়া স্নান করাইবে।

অতঃপর শ্রীসূক্ত পাবমানী সূক্ত, ও অষ্টঘট দ্বারা স্নান (দুর্গোৎসব দেখ) করাইয়া শুদ্ধপতিসূক্ত দ্বারা স্নান করাইবে। অনন্তর,—ওঁ পুণ্যস্ত্বং শঙ্খপুণ্যানাং" ইত্যাদি। পরে "ওঁ সুরাস্ত্বা মভিষিঞ্চন্তু" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করাইয়া "ওঁ অগ্নি মীড়ে" ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্র চতুষ্টয় পাঠ করিয়া পুনরায় অষ্টঘট দ্বারা স্নান করাইয়া "ওঁ অকাল মৃত্যুহরণং" ইত্যাদি মন্ত্রে স্নানোদক পান করিবে।

অতঃপর পূজক আসনে উপবেশন করিয়া স্বীয় দক্ষিণ পার্শ্বে আসনের নিম্নে মৃত্তিকাতে একটী ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তদুপরি 'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং আধারশক্তিকমলাসনায় নমঃ'। এই মন্ত্রে একটী সচন্দন পুষ্প প্রদান করত

আসন ধারণ করিয়া "আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠ ঋষিঃ" ইত্যাদি (২য় কাণ্ড ৬ পৃঃ দেখ) ঋষিচ্ছন্দযুক্ত মন্ত্রটী পাঠ করিয়া ভূতাপসারণ ও ঘটস্থাপন করত সামান্যার্ঘ্য, মাষভক্ত বলি ও গুরু পংক্তি নমস্কার করত গণেশ, শিবাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল, মৎস্যাদি দশাবতার, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, গঙ্গা, যমুনা, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর পূজা করিয়া ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস ও প্রাণায়াম করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। যথা—

"অস্য শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রস্য নারদ-ঋষির্বিরাট্‌ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণো দেবতা ক্লীঁ বীজং স্বাহা শক্তিঃ, দুর্গাদেবী কীলকং, পুরুষার্থসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি নারদ ঋষয়ে নমঃ, মুখে বিরাট্‌ছন্দসে নমঃ, হৃদি রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ, গুহ্যে ক্লীং বীজায় নমঃ, পাদয়োঃ স্বাহা শক্তয়ে নমঃ, সর্ব্বাঙ্গে মন্ত্রাধিষ্ঠাত্র্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ।" অনন্তর ব্যাপক ন্যাস করিয়া নিম্ন লিখিত রূপে অঙ্গন্যাস করিবে। যথা—

ওঁ ক্লাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ ক্লীং শিরসে স্বাহা, ওঁ ক্লূং শিখায়ৈ বষট্‌, ওঁ ক্লৈং কবচায় হুং, ওঁ ক্লৌং নেত্রাভ্যাং বৌষট্‌, ওঁ ক্লঃ অস্ত্রায় ফট্‌।" পরে করন্যাস করিবে। যথা,—"ওঁ ক্লাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ ক্লীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ ক্লূং মধ্যমাভ্যাং বষট্‌, ওঁ ক্লৈং অনামিকাভ্যাং হুং, ওঁ ক্লৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্‌, ওঁ ক্লঃ অস্ত্রায় ফট্‌।"

অনন্তর কূর্ম্মমুদ্রাযোগে একটী পুষ্প লইয়া শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিবে। যথা—

'ওঁ স্মরেৎ বৃন্দাবনে রম্যে মোহয়ন্তমনারতম্‌। গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষং গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ॥ আত্মনো বদনাম্ভোজে প্রেমিতাক্ষি-মধুব্রতাঃ। পীড়িতাঃ কামবাণেন চিরমাশ্লেষণোৎসুকাঃ॥ মুক্তাহারলসৎ-পীনতুঙ্গস্তনভরান্বিতাঃ। স্রস্তধম্মিল্লবসনা মদস্খলিতভাষণাঃ॥ দন্তপংক্তি-প্রভোদ্ভাসি-পুষ্পমালাগলার্পিতাঃ। বিলোভয়ন্তীর্বিবিধৈর্ভাবৈর্ভাবগর্ভী-রিতৈঃ॥" এই ধ্যান পাঠ করিয়া হস্তস্থ পুষ্পটি নিজ মস্তকে প্রদান করত মানস পূজা করিবে।—

"ওঁ আগচ্ছ পরমানন্দ সর্ব্বব্যাপিন্‌ জগন্ময়।
সান্নিধ্যং কুরু রাসার্থং গোপিভিঃ সহ মণ্ডলে॥

ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ শ্রীভগবন্‌ কৃষ্ণদেব ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।"

উক্ত মন্ত্রে আবাহন করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও মানসপূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবে। (২য় কাণ্ড ১৮ পৃঃ দেখ)। পরে সেই অর্ঘ্যপাত্রের দক্ষিণে

অর্ঘ্যস্থাপনবৎ প্রোক্ষণীপাত্র স্থাপন করিয়া, অর্ঘ্য-জল দ্বারা পূজোপকরণ দ্রব্য এবং আত্মাকে অভ্যুক্ষণ করিয়া পীঠদেবতার পূজা করিবে। যথা,—

"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ প্রকৃত্যৈ নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অনন্তায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্ষীরসমুদ্রায় নমঃ, এতে গন্ধ-পুষ্পে ওঁ মণিমণ্ডপায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মণিবেদিকায়ৈ নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রত্নসিংহা-সনায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ জ্ঞানায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ; এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অনন্তায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পং পদ্মায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অনন্তায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সোমমণ্ডলায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সং সত্ত্বায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রং রজসে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ তং তমসে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আং আত্মনে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পং পরমাত্মনে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে বিমলায়ৈ নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ উৎকর্ষিণ্যৈ নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ জ্ঞানায়ৈ নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্রিয়ায়ৈ নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ যোগায়ৈ নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ প্রজ্ঞায়ৈ নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সত্তায়ৈ নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঈশানায়ৈ নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অনুগ্রহায়ৈ নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ভগবতে বিষ্ণবে সর্ব্বভূতাত্মনে বাসুদেবায় সর্ব্বাত্মনে সংযোগযোগপীঠাত্মনে নমঃ।"

পুনরায় পূর্ব্ববৎ ধ্যান করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। (২য় কাণ্ড দেবপ্রতিষ্ঠা দেখ)। পরে প্রাণায়াম করিয়া যথাশক্তি জপ করত প্রণাম করিবে। মন্ত্র যথা—

অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতং।
যত্তবাঙ্ঘ্রি কমলজে মূর্দ্ধা মে ভ্রমরায়তে।"

অতঃপর "রাং" এই মন্ত্রে প্রাণায়াম এবং অঙ্গন্যাস করন্যাস করিয়া রাধিকার পূজা করিবে। ধ্যান যথা—

"ওঁ স্বেরাং গোরোচনাভাং স্ফুরদরুণপটপ্রান্ত-কণ্ঠাবগুণ্ঠাং

রম্যাং বেশেন বেণীকৃতচিকুরচূড়ালম্বিপদ্মাং কিশোরীম্। তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠযুক্তাং হরি-মুখ-কমলে যুঞ্জতীং নাগবল্লীং পূর্ণাং কর্ণায়তাক্ষীং ত্রিজগতি মধুরাং রাধিকাং ভাবয়ামি ॥"

ধ্যানানন্তর মানসোপচারে পূজা ও বিশেষার্ঘ্য স্থাপনাদি কার্য্য করিয়া ষোড়শোপচারে রাধিকার পূজা করিবে। পূজান্তে স্তব পাঠ করিতে হয়।

তৎপর চন্দ্রাবলী, রতিমঞ্জরী, শ্যামলা, শশিকলা, চিত্রা, সুমুখী, ললিতা, বিশাখা, মদনসুন্দরী, অঙ্গদেবী, সুদেবী, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, শশিরেখা, হরিপ্রিয়া, পদ্মা, সব্যা, ভদ্রা, ইহাঁদিগের যথাশক্তি উপচার দ্বারা পূজা করিয়া "কোটিযোগিনীভ্যো নমঃ" বলিয়া পূজা করিবে। অতঃপর আরত্রিক করিতে হয়।

উক্ত প্রকারে পূজা সমাপ্ত করিয়া (পৌরাণিক বিধানে) হোম করিবে। হোমের সঙ্কল্প যথা,—

"তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীভগবদ্রাধাকৃষ্ণস্য রাসোৎসবকর্ম্মণি শ্রীমদ্রাধাকৃষ্ণপ্রীতিকামঃ ওঁ ক্লীং স্বাহেতি মন্ত্রকরণকমেকৈকশঃ অষ্টাবিংশতিসংখ্যকসাজ্যকরবীরসমিদ্ভির্হোমমহং করিষ্যে।"

যদি যজ্ঞার্থ রক্তকরবীর পুষ্পের অভাবে যজ্ঞডুম্বুরের সমিধ্ হয়, তবে "সাজ্যকরবীর" এই স্থলে "সাজ্য-ঔড়ুম্বর" এইরূপ বলিবে। অতঃপর রাসমণ্ডপ উৎসর্গ করিবে। মন্ত্র যথা,—প্রথমত সচন্দন পুষ্প দ্বারা "এতস্মৈ সবস্ত্র-কল্পিত-নানাপুষ্পাদিরচিত-কল্পিতকল্পবৃক্ষায় নমঃ"—এইরূপে অর্চ্চনা করিয়া—"ওঁ এতৎসম্প্রদানাভ্যাং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ", বলিয়া অর্চ্চনা করত "বিষ্ণুরোম্ তৎসদোমদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ শ্রীঅমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীরাধাকৃষ্ণপ্রীতিকাম ইমং সবস্ত্রকল্পিত-নানাপুষ্পাদিরচিত-কল্পিত-কল্পবৃক্ষমর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং যুবাভ্যামহং দদানি।" এই বাক্যে উৎসর্গ করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্যসমাধান করিয়া দক্ষিণান্ত করিবে। অতঃপর গীতবাদ্যাদি উৎসবের সহিত দেবমূর্ত্তিকে চারিবার মণ্ডপ প্রদক্ষিণ করাইয়া মণ্ডপমধ্যে ভদ্রপীঠে বসাইবে।

রাসোৎসববিধি সমাপ্ত।

দোলযাত্রা প্রয়োগ।

দোলায়মানং গোবিন্দং মঞ্চস্থং মধুসূদনং।
রথস্থং বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥" ভগবদ্‌বাক্যং।

দোলায়মান গোবিন্দ, মঞ্চস্থ মধুসূদন ও রথস্থ বামনকে দর্শন করিলে আর জন্ম মরণাদিরূপ পার্থিব দেহ ধারণ করিতে হয় না।

প্রস্তর, ইষ্টক বা মৃত্তিকা নির্ম্মিত* ত্রিবৃত্ত উর্দ্ধোর্দ্ধক্রমে তিনটী স্তর করিয়া ভিত্তি প্রস্তুত করত উত্তরদিকে দ্বার করিবে এবং স্তম্ভদ্বয় তাম্র বা কাষ্ঠ নির্ম্মিত করিবে। ইহাঁকেই দোলমঞ্চ বলে।*

দোলযাত্রা কার্য্যে চতুর্দ্দশীঘটিত নিশামুখে অধিবাস করিতে হয়। যথা,—পূর্ব্বদিনে প্রদোষ সময়ে সায়ংসন্ধ্যাদি সমাপনান্তে বিতানাচ্ছাদিত ধ্বজচামরাদি-সুশোভিত দোলমণ্ডপের পূর্ব্বদিকে মেষগৃহের মধ্যে শালগ্রামাদি সংস্থাপন-পূর্ব্বক শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমনপূর্ব্বক স্বস্তিবাচনাদি করিয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা,—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য ফাল্গুনে মাসি শুক্লে পক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্বঃপ্রভৃতিকর্ত্তব্যশ্রীভগবদ্গো-বিন্দ-দোলযাত্রাঙ্গভূতগণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বকং শ্রীভগবদ্গো-বিন্দপূজাশুভাধিবাসনকুম্মাণ্ডবিধিহোমবহ্ন্যুৎসব কর্ম্মাহং করিষ্যে। (পরার্থে করিষ্যামি)।"

অতঃপর স্ব স্ব সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিয়া ঘটস্থাপন, সামান্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম ও অঙ্গন্যাসাদি করিয়া "ওঁ খর্ব্বং স্থূলতনুং" ইত্যাদি গণেশের ধ্যান করিয়া দশোপচারে পূজা করত বিষ্ণু, লক্ষ্মী, রুদ্র, দুর্গা, ব্রহ্মা ও সাবিত্রীর পূজা করিয়া গোবিন্দের পূজা করিবে। গোবিন্দ-ধ্যান।—

"ওঁ শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং হিমকুন্দেন্দুসন্নিভং কিরণৈঃ শীতলৈঃ সৌম্যৈঃ প্রাণয়ন্তং চরাচরং। লাবণ্যামৃতধারাভিঃ সিঞ্চন্তমিব সর্ব্বতঃ। সুনাভং বারিজং পদ্মং ধারয়ন্তং গদাং শুভাং। ভূষিতং মালয়া তদ্বৎ দীপনং নয়নাঞ্জনৈঃ শ্রীপুষ্টিগরুড়াদ্যৈশ্চ সমন্তাত্তু পরিপ্লুতং।"

---

* ভিত্তিং কুর্য্যাৎ ত্রিবৃত্তস্তু দৃষদ্ভিরিষ্টকেন বা। তথা মৃত্তিকয়া বাপি দ্বারমুত্তরতস্তথা।

* স্তম্ভদ্বয়ং প্রকুর্ব্বীত তাম্রীয়ঞ্চাপি দারুজং।

এইরূপ ধ্যান করিয়া "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় শ্রীবিষ্ণবে, গোবিন্দায় সর্ব্বাত্মনে নমঃ" এই মন্ত্রে যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবে এবং মৃত্তিকাদি দ্বারা যথাবিধানে দেবতার অধিবাস করিয়া স্বগৃহ্যোক্ত বিধান মতে কুশণ্ডিকা করত বহ্নিস্থাপনাদি করিয়া কুষ্মাণ্ড বিধি হোম করিবে। যথা—

"ওঁ যদ্‌দেবা দেবহেলনং দেবাসশ্চক্রিমা বয়ং। বিষ্ণুর্মা তস্মাদেনসো বিশ্বান্ মুঞ্চ ত্বগুঁ হসঃ স্বাহা ॥ ১ ॥ ওঁ যদি দিবা যদি নক্তমেনাংসি চক্রিমা বয়ং। অগ্নির্ম্মা তস্মাদেনসো বিশ্বান্ মুঞ্চ ত্বগুঁ হসঃ স্বাহা ॥২॥ ওঁ যদি জাগ্রৎ যদি স্বপ্ন এনাংসি চক্রিমা বয়ং। বায়ুর্ম্মা তস্মাদেনসো বিশ্বান্ মুঞ্চত্বগুঁ হসঃ স্বাহা ॥ ৩ ॥ ওঁ কুষ্মাণ্ডাহুতিরাতয়েরেতামাং সমৃদ্ধায়। অগ্নির্মা তস্মাদেনসো বিশ্বান্ মুঞ্চ ত্বগুঁ হসঃ স্বাহা ॥ ৪ ॥

অতঃপর পরিবারগণকে স্বতন্ত্র এক একটী আহুতি দিয়া প্রায়শ্চিত্ত হোম করিবে।

অনন্তর হোমসমাপনান্তে হোমীয় অগ্নি হইতে অগ্নি আনয়ন করত নারায়ণ সহকারে গৃহ প্রদক্ষিণ করিয়া নিম্ন মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক মেষগৃহে (স্থান বিশেষে ইহাকে বুড়ীর ঘর বলে এবং উহার মধ্যে পিষ্টক নির্ম্মিত একটী মনুষ্যাকৃতি বৃদ্ধা স্ত্রীর প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া থাকে) অগ্নি ধরাইয়া দিবে। মন্ত্র যথা,—

"ওঁ বিষ্ণুরুদ্রসমুদ্ভূত মহাশন হুতাশন। মেষ-মন্দিরদাহেহত্র সমুদ্ভূতশিখো ভব ॥ প্রদক্ষিণেন ধাবন্তং কৌতুকাৎ সহ বিষ্ণুনা। প্রদক্ষিণং দক্ষিণাগ্নে কুরু কৃষ্ণ বিশেষতঃ ॥"

তৎপর পুষ্প-মাল্যাদি দ্বারা শয্যা রচনা করত, তদুপরি নারায়ণকে শয়ন করাইয়া গীতবাদ্য দ্বারা সে নিশা যাপন করিবে।

তৎপর দিবস প্রাতঃস্নানাদি ক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক "ওঁ সূর্য্যঃ সোমঃ" ইত্যাদি পাঠ করত পাপাপনোদনার্থ ফলপুষ্প জল পূর্ণ তাম্রপাত্র গ্রহণ করিয়া অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (পূজকের নাম ও গোত্র) কর্ত্তব্যশ্রীমদ্গোবিন্দস্য দোলযাত্রাকর্ম্মাবিকারপ্রতিবন্ধকপাপাপনোদনকামঃ ওঁ দেবী ত্বমিত্যাদি মন্ত্রদ্বয়জপমহং করিষ্যে।" এইরূপ বাক্য করিয়া "ওঁ দেবি ত্বং প্রাকৃতং চিত্তং পাপাক্রান্ত মভূন্ মম। তন্নিঃসারয় চিত্তং মে পাপং হুট্ চ তে নমঃ। ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালো মহাভূতানি পঞ্চ বৈ। এতে শুভাশুভস্যেহ কর্ম্মণো মম সাক্ষিণঃ" ॥ ২ ॥ এই মন্ত্র দুইটী পাঠ করিবে। পরে সঙ্কল্প করিবে যথা—

"বিষ্ণুরোম্ অদ্যেত্যাদি—অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীবিষ্ণু-প্রীতিকামঃ ভগবদ্গোবিন্দস্য মহাস্নানগণপত্যাদিনানাদেবতা পূজা-পূর্ব্বকভগবদ্গোবিন্দপূজামহোৎসবেন গোবিন্দস্য দোলযাত্রামহং করিষ্যে ॥"

পরে সংকল্প সূক্ত মন্ত্র পাঠানন্তর মহাস্নান (১৫১ পৃ দেখ) সম্পন্ন করিয়া সামান্যার্ঘ্যাদি যথাবিধানে করিয়া গণেশাদি দেবতাগণকে যথাশক্তি পূজা করিয়া গোবিন্দের পূজা করিবে। যথা,—

"ওঁ চরাচরমিদং সর্ব্বং যত্র পূর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্। তদন্তস্থস্তু মেবেশ আসনং কল্পয়ামি তে ॥ ১ ॥ "ইদং রজতাসনং "ওঁ গোবিন্দায় নমঃ।" 'এইরূপ বিধানে সমস্ত উপচার দ্রব্য প্রদান করিতে হইবে। পরে 'গোবিন্দ ইহ স্বাগতং সুস্বাগতম্' বলিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করত স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে।

"ওঁ যস্য দর্শনমিচ্ছন্তি দেবাঃ স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে। তস্মৈ তে পরমেশায় স্বাগতং স্বাগতঞ্চ মে ॥—ইদং স্বাগতম্। ওঁ কৃতার্থোঽনুগৃহীতোঽস্মি সফলং জীবিতং মম। আগতো দেবদেবেশ সুস্বাগত মিদং বপুঃ ॥—ইদং সুস্বাগতম্।" অতঃপর "ওঁ যস্য পাদাম্বুজে দিব্যে নির্ম্মলে ব্রহ্মরূপিণি। পুনাতি তদ্ভবা গঙ্গা জগৎ পাদ্যং দদাম্যহম্ ॥—এতৎ পাদ্যম্। ওঁ ব্রহ্মাদয়ঃ পাদপদ্মং চিন্তয়ন্তি দিনে দিনে। অনর্ঘ্যায় জগদ্ধাত্রে অর্ঘ্যমেতৎ দদাম্যহম্ ॥—ইদমর্ঘ্যম্। ওঁ আচান্তস্তীর্থরাজো বৈ যেনাগস্ত্যস্বরূপিণা। দেবায়াসুরনাশায় দদে আচমনীয়কম্ ॥ ইদমাচমনীয়ম্। ওঁ সর্ব্বকল্মষহীনায় পরিপূর্ণসুখাত্মনে। মধুপর্কমিমং দেব কল্পয়ামি প্রসীদ মে ॥—এষ মধুপর্কঃ। ওঁ উচ্ছিষ্টোঽপ্যশুচির্ব্বাপি যস্য স্মরণমাত্রতঃ। শুদ্ধিমাপ্নোতি তস্মৈ তে পুনরাচমনীয়কম্। ওঁ যঃ কোলরূপমাস্থায় প্রলয়ার্ণববিপ্লুতাম্। উজ্জহার ধরামেতাং স্নাপয়ামি তমম্ভসা ॥—ইদং স্নানীয়-জলম্। ওঁ ব্রহ্মাণ্ডকোটয়ো যস্য বিশ্বরূপস্য সংবৃতিঃ। আচ্ছাদনায় সর্ব্বেষাং প্রদদে বাসসী শুভে ॥—ইদং বস্ত্রম্। ওঁ স্বভাবসুন্দরাঙ্গায় নানাশক্ত্যাশ্রয়ায় তে। ভূষণানি বিচিত্রাণি কল্পয়াম্যমরার্চ্চিত ॥—ইদমাভরণম্। ওঁ যদঙ্গস্পর্শ-মরুত-সঙ্গান্মলয়জদ্রুমাঃ। সুগন্ধিরসসম্পন্নাস্তস্মৈ গন্ধানুলেপনম্ ॥—এষ গন্ধঃ। ওঁ তুরীয়বনসম্ভূতং নানাগুণমনোহরম্। আনন্দসৌরভং পুষ্পং গৃহ্যতামিদ-মুত্তমম্ ॥—ইদং পুষ্পম্। "ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা" মন্ত্রে তুলসী প্রদান করিবে। অনন্তর ধূপ। মন্ত্র যথা,—ওঁ বনস্পতিরসো দিব্য!

গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ। আঘ্রেয়ঃ সর্ব্বদেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥—এষ ধূপঃ। ওঁ সুপ্রকাশো মহাদীপঃ সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ। সবাহ্যাভ্যন্তরং জ্যোতির্দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥—এষ দীপঃ। ওঁ সৎপাত্রসিদ্ধং সুহবির্ব্বিবিধানেকভক্ষণম্। নিবেদয়ামি দেবেশ সর্ব্বতৃপ্তিকরং পরম্ ॥—এতন্নৈবেদ্যম্। পানার্থ জল ও আচমনীয় জল প্রদান করিয়া তাম্বূল নিবেদন করিবে,—ওঁ তাপত্রয়হরং দিব্যং কর্পূরাদিসুবাসিতম্। ময়া নিবেদিতং দেব তাম্বূলমিদমুত্তমম্ ॥—ইদং তাম্বূলম্ ॥" এই বিধানে পূজা করিয়া অঙ্গন্যাস, করন্যাস এবং প্রাণায়ামপূর্ব্বক যথাশক্তি জপ করিয়া "গুহ্যাতি" মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিয়া "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করিবে।

তৎপরে ষোড়শোপচারে রাধিকার পূজা করিবে। (রাধিকার ধ্যান ১৫৪ পৃঃ দেখ)। পরে আবরণ দেবতাগণের পূজা করিবে। যথা,—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্লীঁ কৃষ্ণায় নমঃ, এইরূপে গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায়, ভগবতে বাসুদেবায়, চক্রায়, পদ্মায়, শ্রীবৎসায়, কালিন্দ্যৈ, নাগ্নজিত্যৈ, মিত্রবৃন্দায়, চারুহাসিন্যৈ, রোহিণ্যৈ, জাম্ববত্যৈ, রুক্মিণ্যৈ, সত্যভামায়ৈ, রাধিকায়ৈ, অষ্টরমণীভ্যঃ, বাসুদেবায়, সঙ্কর্ষণায়, অনিরুদ্ধায়, শান্ত্যৈ, শ্রিয়ৈ, সরস্বত্যৈ, কেশবাদিদ্বাদশমূর্ত্তয়ে, সায়ুধসবাহনসপরিবারায় নমঃ, সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ, সর্ব্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ।" অতঃপর আরত্রিক বিধানে আরত্রিক করিয়া দেবতাকে দোলায় আরোহণ করাইয়া সুগন্ধি তৈলদান করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা,—"ওঁ স্নেহং গৃহাণ স্নেহেন লোকনাথ মহাশয়। সর্ব্বলোকমহাত্মনাং দদামি স্নেহমুত্তমং ॥ পরে শনৈঃ শনৈঃ দেবাঙ্গে ফল্গু (ফাগু বা আবীর) প্রদান করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা,—

"ওঁ ফল্গুং গৃহাণ দেবেশ লোকনাথ মহাশয়। ফল্গুনা দেবদেবেশ সুপ্রীতো ভব কেশব ॥ ওঁ জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ জয় সর্ব্বাঘনাশন। জয় চানূরকেশঘ্ন জয় কংসনিসূদন ॥ জয় নীলাম্বুদশ্যাম জয় সর্ব্বসুখপ্রদ। জয় দেব জগৎপূজ্য জয়শঙ্খাম্বুজোজ্জ্বল ॥ ওঁ জয় সর্ব্বগতো নাথ জয় সংসারকারণ। জয় লোকপতে নাথ জয় বাঞ্ছাফলপ্রদ ॥ সংসারসাগরে ঘোরে নিঃসারে দুঃখফেনিলে। ক্রোধগ্রহাকুলে রৌদ্রে বিষয়োদকসংপ্লবে ॥ ওঁ নমঃ কমলপত্রাক্ষ নমস্তে বিশ্বভাবন। গোবিন্দং

দোলয়ামি ত্বাং সুপ্রীতো ভব কেশব ॥ ওঁ দোলায়মানং গোবিন্দং মঞ্চস্থং মধুসূদনং। রথস্থং বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ওঁ গরুড়ধ্বজ জগন্নাথ ভক্তোঽহং যদি মন্যসে। ত্রায়স্ব পরমানন্দ অজ্ঞানাৎ যৎ কৃতং ময়া ॥ জগন্নাথাচ্যুতানন্ত জগদানন্দবর্দ্ধক। ফল্গুক্রীড়াভিরেতাভিস্ত্রাহি মাং ভবসাগরাৎ ॥ জয় গোপীমুখাম্ভোজ-মধুপানমধুব্রত। ফল্গুক্রীড়াভিরেতাভিস্ত্রাহি মাং ভবসাগরাৎ। জয় দেব দিনেশান রজনীশ বিলোচন। নিরাকার নিরাভাস নির্গুণং ত্রাহি মাং প্রভো ॥"

অতঃপর তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া, আস্তে আস্তে সপ্তবার দোলন করিবে।

অভিষেক পদ্ধতি।

অগ্রে পঞ্চোপচারে দেবতার পূজা করিয়া অভিষেক করত বিশেষ পূজা করিতে হয়। প্রথমে "ওঁ সহস্রশীর্ষা" ইত্যাদি মন্ত্রে, স্নান করাইয়া নিম্ন মন্ত্রে ঘৃত দ্বারা স্নান করাইবে। যথা—

"ওঁ তেজোঽসি শুক্রমস্যমৃতমসি ধামনামাসি প্রিয়ং দেবানামনাধৃষ্টং দেবযজনমসি।"

তৎপরে,—"ওঁ অতো দেবা অবন্তু নো যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে পৃথিব্যাঃ সপ্তধামভিঃ।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মসূর চূর্ণ লেপন পূর্ব্বক, "ওঁ দ্রুপদাদিব" ইত্যাদি মন্ত্রে উষ্ণোদক সহিত চন্দন দেবতাঙ্গে উপলেপন করত পুনরায় চন্দন, অগুরু, তিল ও আমলকী প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য একত্র পিষ্ট করিয়া উহা দেবতার অঙ্গে লেপন করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ উদ্বর্ত্তয়ামি দেব ত্বাং যথেষ্টং চন্দনাদিভিঃ উদ্বর্ত্তনপ্রসাদেন প্রাপ্নুয়াং ভক্তিমুত্তমাম্ ॥"

অনন্তর "অগ্নিমীলে" ইত্যাদি মন্ত্র চতুষ্টয় পাঠ করিয়া শুদ্ধ জল দ্বারা স্নান করাইবে। পরে পাবমানীসূক্ত পাঠ করিয়া স্নান করাইবে। (১০৭ পৃ দেখ)।

কোজাগর লক্ষ্মীপূজা পদ্ধতি।

আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে প্রদোষকালে সায়ং সন্ধ্যা সম্পন্ন করত স্বস্তিবাচনাদি করিয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা,—

ওঁ তৎসদদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লে পক্ষে পৌর্ণমাস্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা পরমবিভূতিলাভকামঃ লক্ষ্মীপ্রীতিকামো বা গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বকং দ্বারোর্দ্ধ্বদেবতাগণসহশ্রীলক্ষ্মী-দেবীপূজনকর্ম্মাহং করিষ্যে।

অনন্তর স্ব স্ব বেদোক্ত সূক্ত মন্ত্রপাঠ করিয়া ঘটস্থাপন ও আসনশোধন ও সামান্যার্ঘ্য করত শালগ্রামে বা ঘটে দ্বারোর্দ্ধ্বদেবতাগণের পূজা করিবে। যথা,—"ওঁ দ্বারোর্দ্ধ্বভিত্তিভ্যো নমঃ" বলিয়া পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে। এই ক্রমে, "ও হব্যবাহনায় নমঃ, ওঁ পূর্ণেন্দবে নমঃ, ওঁ সভার্য্যরুদ্রায় নমঃ ওঁ স্কন্দায় নমঃ, ওঁ নন্দীশ্বরায় নমঃ, ওঁ মুনয়ে নমঃ" বলিয়া প্রত্যেকের পূজা করিয়া গোধনবান্ ব্যক্তি "ওঁ সুরভয়ে নমঃ" বলিয়া, ছাগবান্ ব্যক্তি "ওঁ হুতাশনায় নমঃ" বলিয়া, মেষবান্ ব্যক্তি "ওঁ বরুণায় নমঃ" বলিয়া, হস্তি-মান্ ব্যক্তি "ওঁ বিনায়কায়" নমঃ বলিয়া, অশ্ববান্ ব্যক্তি "ওঁ রেবন্তায় নমঃ" "ওঁ নিকুম্ভায় নমঃ" বলিয়া প্রত্যেককে পূজা করিবে। ইহাদিগকে মাষকলায় ও তিল তণ্ডুলের এবং হব্যবাহনকে যব, কুল, ও ঘৃতযুক্ত তণ্ডুলের নৈবেদ্য ও পূর্ণেন্দুকে দুগ্ধ ও পায়স দান করিতে হয়।

অতঃপর গণেশ, শিবাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দিক্-পাল, মৎস্যাদিদশাবতার, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, গঙ্গা, দুর্গা, যমুনা, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করত ভূতশুদ্ধি, "শ্রীং" এই বীজমন্ত্রে প্রাণায়াম, ব্যাপকন্যাস, গুরুপংক্তি নমস্কার এবং "শ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" ইত্যাদিক্রমে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিয়া কূর্ম্মমুদ্রাযোগে পুষ্পগ্রহণ করতঃ লক্ষ্মীর ধ্যান করিবে। যথা,—

"ওঁ পাশাক্ষমালিকাম্ভোজশৃণিভির্যাম্যসৌম্যয়োঃ। পদ্মাসনস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্যমাতরং॥ গৌরবর্ণাং স্বরূপাঞ্চ সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিতাং। রৌক্মপদ্ম-ব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু॥"

এই ধ্যান করিয়া হস্তস্থ পুষ্প স্বীয় মস্তকে স্থাপন করিয়া মানসোপ-চারে পূজাপূর্ব্বক বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করত পুনর্ব্বার আবাহন করিবে (সামান্য বিধি দেখ)। অতঃপর "ওঁ শ্রীঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ" এই মন্ত্রে ষোড়শ উপচারে পূজা (পূজা প্রণালী ২৫ পৃ দেখ) করিয়া লক্ষ্মীদেবীকে নারিকেল জল ও পৃথুক (চিপীটক) দান করিয়া —

ওঁ নমস্তে সর্ব্বদেবানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে।
যা গতিস্ত্বৎপ্রপন্নানাং সা মে ভূয়াৎ ত্বদর্চ্চনাৎ ॥

এইমন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলিত্রয় প্রদান করিয়া —

ওঁ বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে।
সর্ব্বতঃ পাহি মাং দেবি মহালক্ষ্মি নমোঽস্তু তে ॥

এই মন্ত্রে প্রণাম করিবে। অতঃপর ইন্দ্রের ধ্যান (৩১ পৃঃ দেখ) করিয়া "ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ" এই ক্রমে পাদ্যাদি দ্বারা ইন্দ্রের পূজা করিয়া—"ওঁ বিচিত্রৈরাবতস্থায় ভাস্বৎকুলিশপাণয়ে। পৌলম্যালিঙ্গিতাঙ্গায় সহস্রাক্ষায় তে নমঃ॥" "এষ সচন্দনপুষ্পবিল্ব-পত্রাঞ্জলিঃ ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ" বলিয়া" পুষ্পাঞ্জলিত্রয় প্রদান করিয়া "ওঁ ইন্দ্রস্তু মহসা দীপ্তঃ সর্ব্বদেবাধিপো মহান্। বজ্রহস্তো মহাবাহুস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ।" বলিয়া প্রণাম করিবে এবং "ওঁ কুবেরায় নমঃ" এই ক্রমে পাদ্যাদি দ্বারা কুবেরের পূজা করিয়া প্রণাম করিবে। যথা,—

"ওঁ ধনদায় নমস্তুভ্যং নিধিপদ্মাধিপায় চ। ভবন্তু ত্বৎপ্রসাদান্মে ধনধান্যাদিসম্পদঃ॥" অতঃপর করাঙ্গন্যাস, প্রাণায়াম ও গুরুপংক্তি নমস্কার করিয়া যথাশক্তি শ্রীঁ মূলমন্ত্র জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবে এবং "ওঁ লক্ষ্মীস্ত্বং" ইত্যাদি মন্ত্রে নমস্কার করিয়া দক্ষিণা, অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বিষ্ণু স্মরণ করিবে।

এই দিন বালক, বৃদ্ধ ও আতুর ব্যক্তি ভিন্ন অপর কেহ ভোজন করিবেন না, আমিষ ভোজন করা সকলেরই অকর্ত্তব্য। নারিকেল এবং চিপীটক দ্বারা ব্রাহ্মণ ও বন্ধুবান্ধবকে ভোজন করাইয়া স্বয়ং নারিকেল ও চিপীটক ভোজন করিবে। এই দিবস অক্ষক্রীড়াদ্বারা রাত্রি জাগরণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। *

চন্দনযাত্রা প্রয়োগ।

যাত্রার পূর্ব্বদিনে সায়ংকালে নিত্যক্রিয়াদি সমাপন করিয়া ব্রাহ্মণত্রয়কে গন্ধাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া পুণ্যাহ বাচন (৪৪ পৃঃ দেখ) করাইয়া স্বস্তিবাচন করত "ওঁ সূর্য্যঃ সোমো" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা,—

"অদ্যেত্যাদি শ্বঃকর্ত্তব্যশ্রীকৃষ্ণস্য চন্দনযাত্রাকর্ম্মাঙ্গভূতগণপত্যাদি-নানাদেবতাপূজাপূর্ব্বকং শ্রীকৃষ্ণস্য শুভাধিবাসনকর্ম্মাহং করিষ্যে।"

---

* নারিকেলোদকং পীত্বা অক্ষৈর্জাগরণং নিশি।
তস্মৈ বিত্তং প্রযচ্ছামি কো জাগর্ত্তি মহীতলে ॥

এইরূপ সংকল্প করিয়া স্বশাখোক্ত সূক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া সামান্যার্ঘ্যাদি স্থাপন করত শালগ্রামে বা ঘটে গণেশ, শিব, সূর্য্য, অগ্নি, কেশব, কৌশিকী, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্পাল, মৎস্যাদি দশাবতার, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, দুর্গা, গঙ্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, যমুনা, নন্দ, যশোদা, বসুদেব, দেবকী, বলরাম, দাম, সুদাম, উদ্ধব, ইহাদের প্রত্যেককে (প্রণবাদি নমোঽন্ত বাক্যে) পূজা করিয়া "ওঁ স্বর্গস্থদেবতাগণেভ্যঃ, মর্ত্ত্যস্থদেবতাগণেভ্যঃ, সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যঃ, সর্ব্বাভ্যো দেবীভ্যঃ, বিষহর্য্যৈ, বাস্তুপুরুষায় এবং পূজিতদেবতাগণেভ্যঃ" বলিয়া অর্চ্চনা করিবে।

অতঃপর "গাং হৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদি ক্রমে অঙ্গন্যাস, করন্যাস করিয়া, "ওঁ শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং" ইত্যাদি ধ্যান করত "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় শ্রীবিষ্ণবে গোবিন্দায় সর্ব্বাত্মনে নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিবে।

অনন্তর নিম্নলিখিত পাঁচটি মন্ত্রে পাঁচবার মাষভক্ত বলি প্রদান করিবে। যথা,—"ওঁ ক্ষেত্রপাল নমস্তভ্যং সর্ব্বশান্তিফলপ্রদ। বিঘ্নসঙ্ঘবিনাশায় গৃহাণেমং বলিং মম। এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ॥ ১॥ ওঁ ভূতযক্ষপিশাচাদ্যা গন্ধর্ব্বা রাক্ষসাশ্চ যে। শান্তিং কুর্ব্বন্তু তে সর্ব্বে প্রতিগৃহ্নন্ত্বিমং বলিং। এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ যক্ষভূতপিশাচগন্ধর্ব্বরাক্ষসেভ্যোনমঃ॥ ২॥ ওঁ আদ্যাঃ স্বকর্ম্মজাশ্চৈব যে ভূতা দিগ্বিবিদিগ্স্থিতাঃ। পরিতুষ্টা ময়া দত্তং প্রতিগৃহ্নন্ত্বিমং বলিং। এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ আদ্যস্বকর্ম্মজদিগ্বিদিক্স্থিতভূতেভ্যো নমঃ॥ ৩॥ ওঁ বৃক্ষেষু পর্ব্বতাগ্রেষু যে দিক্ষু চ সংস্থিতাঃ। ভূমৌ ব্যোম্নি স্থিতা যে চ প্রতিগৃহ্নন্ত্বিমং বলিং। এষ মাসভক্তবলিঃ ওঁ বৃক্ষাদিস্থিতভূতেভ্যো নমঃ॥ ৪॥ ওঁ বিনায়কাঃ ক্ষেত্রপালাঃ পিশাচাঃ কটপূতনাঃ। বলিং যে মম কাঙ্ক্ষন্তে প্রতিগৃহ্নন্ত্বিমং বলিং। এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ বিনায়কাদিক্ষেত্রপালপিশাচকটপূতনাভ্যো নমঃ" ॥ ৫

অতঃপর নানাবিধ বাদ্যসহকারে শ্রীকৃষ্ণের অধিবাস করিবে। (১ম কাণ্ড অধিবাস দেখ)।

পরদিবস অরুণোদয় সময়ে নিত্যক্রিয়াদি সমাপনপূর্ব্বক মহোৎসবপুরঃসর ভদ্রপীঠে শ্রীকৃষ্ণকে স্থাপন করিয়া স্বস্তিবাচন করত সঙ্কল্প করিবে। যথা,—

"ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বকং শ্রীকৃষ্ণস্য চন্দনযাত্রামহং করিষ্যে।"

এই প্রকার সংকল্প করিয়া স্বশাখোক্ত সূক্ত পাঠ করিয়া মহাস্নান করা-ইবে (দোলযাত্রা দেখ)।

অতঃপর নূতন বস্ত্রদ্বারা দেবতাঙ্গের জল অপনয়ন করিয়া বস্ত্রালঙ্কার-মাল্যাদি দ্বারা দেবতাকে বিভূষিত করিয়া পুনরায় আচমন করত শ্বেত সর্ষপগ্রহণ করিয়া মাষভক্ত বলি প্রদান করিয়া সামান্যার্ঘ্য স্থাপনপূর্ব্বক গণেশের পূজা করিয়া শিবাদি পঞ্চদেবতাগণের পূর্ব্ববৎ পূজা করত "ওঁ অপসর্পন্তু" ইত্যাদি মন্ত্রে ভূতাপসারণ করিয়া গুরুপংক্তি নমস্কার, ভূতশুদ্ধি, "ক্লীং" বীজ দ্বারা প্রাণায়াম ও অঙ্গন্যাস, করন্যাস করিয়া ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে। যথা,—শিরসি প্রজাপতয়ে ঋষয়ে নমঃ। মুখে দেবীগায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি লক্ষ্মীনারায়ণ-দেবতায়ৈ নমঃ।" অতঃপর ধ্যান করিবে। যথা,—

"ওঁ উদ্যৎপ্রদ্যোতনশতরুচিং তপ্তহেমাবদাতং পার্শ্বদ্বন্দ্বে জলধিসুতয়া বিশ্বধাত্র্যা চ জুষ্টং। নানারত্নোল্লসিতবিবিধাকল্পমাপীতবস্ত্রং বিষ্ণুং বন্দে দরকমলগদাশঙ্খচক্রাঙ্কপাণিম্।"

এই ধ্যান করিয়া কেশবকীর্ত্ত্যাদি ন্যাস করিবে। যথা,—

ললাটে,—অং কেশবায় কীর্ত্ত্যৈ নমঃ। মুখে—আং নারায়ণায় কান্ত্যৈ নমঃ। দক্ষিণনেত্রে,—ইং মাধবায় তুষ্ট্যৈ নমঃ। বামনেত্রে ঈং গোবিন্দায়, পুষ্ট্যৈ নমঃ। দক্ষিণকর্ণে উং বিষ্ণবে ধৃত্যৈ নমঃ। বামকর্ণে,—ঊং মধুসূদনায় শান্ত্যৈ নমঃ। দক্ষিণ নাসিকায়,—ঋং ত্রিবিক্রমায় ক্রিয়ায়ৈ নমঃ। বামনাসায় ৠং বামনায় দয়ায়ৈ নমঃ। দক্ষিণগণ্ডে,—ঌং শ্রীধরায় মেধায়ৈ নমঃ। বামগণ্ডে,—ৡং হৃষীকেশায় হর্ষায়ৈ নমঃ। ওষ্ঠে,—এং পদ্মনাভায় শ্রদ্ধায়ৈ নমঃ। অধরে, ঐং দামোদরায় লজ্জায়ৈ নমঃ। ঊর্দ্ধ্বদন্তে,—ওং বাসুদেবায় লক্ষ্ম্যৈ নমঃ। অধো দন্তে,—ঔং শঙ্কর্ষণায় সরস্বত্যৈ নমঃ। মস্তকে,—অং প্রদ্যুম্নায় প্রীত্যৈ নমঃ। মুখে,—অঃ অনিরুদ্ধায় রত্যৈ নমঃ। দক্ষিণ বাহুমূলে,—কং চক্রিণে জয়ায়ৈ নমঃ। দক্ষিণকূর্পরে,—খং গদিনে দুর্গায়ৈ নমঃ। দক্ষিণ মণিবন্ধে,—গং শার্ঙ্গিনে প্রভায়ৈ নমঃ। দক্ষিণাঙ্গুলীমূলে,—ঘং খড়্গিনে সত্যায়ৈ নমঃ। দক্ষিণ অঙ্গুলি অগ্রে,—ঙং শঙ্খিনে চণ্ডায়ৈ নমঃ। বামবাহুমূলে,—চং হলিনে বাণ্যৈ নমঃ। বামকূর্পরে,—ছং মুষলিনে বিলাসিন্যৈ নমঃ। বামমণিবন্ধে,—জং শূলিনে বিজয়ায়ৈ নমঃ। বামাঙ্গুলীমূলে,—ঝং পাশিনে বিরজায়ৈ নমঃ। বামা-ঙ্গুলী অগ্রে,—ঞং অঙ্কুশিনে বিশ্বায়ৈ নমঃ। দক্ষিণপাদমূলসন্ধ্যগ্রস্থানে,—টং মুকুন্দায় বিনদায়ৈ নমঃ। ঠং নন্দজায় সুনন্দায়ৈ নমঃ। ডং নন্দিনে স্মৃত্যৈ

নমঃ। ঢং নরায় ঋদ্ধ্যৈ নমঃ। ণং নরকজিতে সমৃদ্ধ্যৈ নমঃ। বামপাদমূলসন্ধ্যগ্র-স্থানে,—তং হরয়ে শুদ্ধ্যৈ নমঃ। থং কৃষ্ণায় বুদ্ধ্যৈ নমঃ। দং সত্যায় মুক্ত্যৈ নমঃ। ধং সাত্বতায় সত্যৈ নমঃ। নং শৌরায় ক্ষমায়ৈ নমঃ। দক্ষিণ পার্শ্বে,—পং শূরায় রমায়ৈ নমঃ। বামপার্শ্বে,—ফং জনার্দ্দনায় উমায়ৈ নমঃ। পৃষ্ঠে,—বং ভূধরায় ক্লেদিন্যৈ নমঃ। নাভিতে,—ভং বিশ্বমূর্ত্তয়ে ক্লিন্নায়ৈ নমঃ। উদরে,—মং বৈকুণ্ঠায় বসুদায়ৈ নমঃ। হৃদয়ে,—যং ত্বগাত্মনে পুরু-ষোত্তমায় বসুধায়ৈ নমঃ। দক্ষিণস্কন্ধে,—রং অসৃগাত্মনে বলিনে পরায়ৈ নমঃ। ককুৎস্থানে,—লং মাংসাত্মনে বলানুজায় পরায়ণায়ৈ নমঃ। বামাংশে,—বং মেদাত্মনে বলায় সূক্ষ্মায়ৈ নমঃ। হৃদয়াদি দক্ষিণ করে,—শং অস্থ্যাত্মনে বৃষঘ্নায় সন্ধ্যায়ৈ নমঃ। হৃদয়াদি বামহস্তে—ষং মজ্জাত্মনে বৃষায় প্রজ্ঞায়ৈ নমঃ। হৃদাদি দক্ষপদে,—সং শুক্রাত্মনে হংসায় প্রভায়ৈ নমঃ। হৃদাদি বামপদে,—হং প্রাণাত্মনে বরাহায় নিশায়ৈ নমঃ। হৃদাদি উদরে,—লং জীবাত্মনে বিমলায় অমোঘায়ৈ নমঃ। হৃদাদি মুখে,—ক্ষং ক্রোধাত্মনে নৃসিংহায় বিদ্যুতায়ৈ নমঃ।"

অতঃপর "ওঁ কিরীটকেয়ূর হার মকর কুণ্ডলধর শঙ্খচক্র গদাম্ভোজহস্তপীতা-ম্বরধর শ্রীবৎসাঙ্কবক্ষঃস্থল শ্রীভূমি সহিতস্বাত্মজ্যোতির্ম্ময়দীপ্তকরায় সহস্রাদিত্য-তেজসে নমঃ।" এই মন্ত্রে ব্যাপক ন্যাস করিয়া কূর্ম্মমুদ্রাযোগে পুষ্পগ্রহণ করিয়া ধ্যান করিবে। যথা,—

"ওঁ স্মরেদ্‌বৃন্দাবনে রম্যে মোহয়ন্তমনাবৃতং। গোবিন্দং পুণ্ডরী-কাক্ষং গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ। আত্মনো বদনাম্ভোজপ্রেরিতাক্ষ্যো মধুব্রতাঃ। পীড়িতাঃ কামবাণেন চির মাশ্লেষণোৎসুকাঃ। মুক্তা-হারলসৎপীনতুঙ্গস্তনভরান্নতাঃ স্রস্তধম্মিল্লবসনা মদস্খলিতভাষণাঃ। দন্তপংক্তিপ্রভোদ্ভাসাঃ স্পন্দমানাধরাঞ্চিতাঃ। বিলোকয়ন্ত্যোবিবিধৈ-র্ব্বিভ্রমৈর্ভাবগর্ব্বিতৈঃ। ফুল্লেন্দীবরকান্তিং ইত্যাদি।"

এইরূপ ধ্যান করিয়া নিজ মস্তকে পুষ্পপ্রদান করত মানসোপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবে। অতঃপর ষোড়শোপচারে (ন্যাস দেখ) পূজা করিবে। পরে নিম্নলিখিত মূলমন্ত্রে দেবতাকে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া নিম্নলিখিত আবরণ দেবতাগণের পূজা করিবে। যথা,—

"ওঁ বিষ্ণবে নমঃ এবং বেণবে, বনমালায়ৈ, শ্রীবৎসায়, সুদামায়, বাসুদেবায়,

কিঙ্কিণ্যৈ, রুক্মিণ্যৈ, সত্যভামায়ৈ, নাগ্নজিত্যৈ, মিত্রবিন্দায়ৈ, সুনন্দায়ৈ, সুলক্ষণায়ৈ, জাম্ববত্যৈ, শীলায়ৈ, দেবক্যৈ, যশোদায়ৈ, রোহিণ্যৈ, সুভদ্রায়ৈ বলভদ্রায়, গোপেভ্যঃ মন্দারায়, সন্তানায়, কল্পবৃক্ষায়, পারিজাতায়, হরিচন্দনায়, কৃষ্ণায়, বাসুদেবায়, দেবক্যৈ, নন্দায়, নারায়ণায়, যদুশ্রেষ্ঠায়, জিষ্ণবে, অসুরান্তভারহারিণে, শঙ্খায়, চক্রায়, গদায়ৈ, পদ্মায়, লক্ষ্ম্যৈ মহালক্ষ্ম্যৈ, সরস্বত্যৈ, ব্রহ্মণে, বনমালায়ৈ, অনন্তায়ৈ, রাধায়ৈ, বিনতায়ৈ, ব্যাসায়, পরাশরায়, বশিষ্ঠায়, যমুনায়ৈ, হনুমতে, গরুড়ায়, পদ্মাসনায়, ইহাদের আদিতে প্রণব (ওঁ), ও অন্তে "নমঃ" শব্দ উচ্চারণ করিয়া অর্চ্চনা করিবে।

অতঃপর বন্দনা করিবে। বন্দনা মন্ত্র যথা,—

"ওঁ অনঘং বামনং শৌরিং বৈকুণ্ঠং পুরুষোত্তমম্। বাসুদেবং হৃষীকেশং নৃসিংহং দৈত্যসূদনং। দামোদরং পদ্মনাভং কেশবং গরুড়ধ্বজং। গোবিন্দ মচ্যুতং বিশ্বমনন্ত মপরাজিতং। অধোক্ষজং জগদ্বীজং স্বর্গস্থিত্যন্তকারিণং। অনাদিনিধনং দেবং ত্রিলোকেশং ত্রিবিক্রমং। নারায়ণং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খচক্রগদাধরং। পীতাম্বরধরং নিত্যং বনমালাবিভূষিতং। শ্রীবৎসাঙ্কং জগন্নেত্রং শ্রীধরং শ্রীপতিং হরিং। প্রপদ্যেহং মহাদেব সর্ব্বকামবিশুদ্ধয়ে। ইতি সংস্মৃত্য তং দেবং তুষ্ট্যা চ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। প্রীতোহভবত্তদা তস্মৈ দেবো নারায়ণো বিভুঃ। ওঁ দেব দেব জগন্নাথ সহজানন্দ নির্ম্মল। সংসার-সাগরে মগ্নং ত্রাহি মাং পরমেশ্বর। নানাসন্তাপসন্তপ্তং শুভদৃষ্ট্যামৃতেন মাং। সন্তর্পয় তৃণং শুষ্কং যথা মেঘো নমোহস্তু তে॥"

অনন্তর মূলমন্ত্র যথাশক্তি জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবে।

অতঃপর স্বশাখোক্ত বিধিতে কুশণ্ডিকা স্থাপন, ইত্যাদি করিয়া ঘৃতাক্ত দূর্ব্বাদ্বারা হোম করিবে। পরে নানাবিধ বাদ্য সহকারে অধিবাসের চন্দন আনয়ন করিয়া "ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং" ইত্যাদি মন্ত্রে আস্তে আস্তে দেবতার গাত্রে উহা তিনবার লেপন করিবে। পরে চামরাদি দ্বারা ব্যজন করিয়া পুনর্ব্বার যথাশক্তি পূজা করিয়া দক্ষিণাদান করত অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্য প্রশমন করিয়া শান্তি আশীর্ব্বাদ করিবে।

চন্দন-পুষ্পদোলযাত্রা প্রয়োগ।

প্রথমতঃ কর্ত্তা মঞ্চোপরি গোবিন্দকে স্থাপন করিয়া উত্তরমুখ হইয়া কুশাসনে উপবেশন পূর্ব্বক স্বস্তিবাচন করত "সূর্য্যঃ সোমো" ইত্যাদি পাঠ করিয়া কুশ, তিল, তুলসী, ফল এবং জলসহ তাম্রপাত্র গ্রহণ করিয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা,—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য বৈশাখে মাসি মেষরাশিস্থে ভাস্করে শুক্লে পক্ষে পৌর্ণমাস্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো গণপত্যাদিনানাদেবতা-পূজাপূর্ব্বকং শ্রীভগবদ্গোবিন্দ-পূজাচন্দনসহিতপুষ্পদোলযাত্রামহং করিষ্যে॥"

এইরূপ বাক্য করিয়া হস্তস্থিত জল ঈশানকোণে ত্যাগ করিয়া সঙ্কল্প পাত্রখানি ভূমিতে অধোমুখে স্থাপন করিয়া, তদুপরি কিঞ্চিৎ আতপ তণ্ডুল ছড়াইয়া দিয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক স্বশাখোক্তসঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিবে। অতঃপর শোধিত পঞ্চগব্য দ্বারা মঞ্চ শোধন করিয়া পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃত দ্বারা গোবিন্দকে স্নান করাইবে। পরে সামান্যার্ঘ্যস্থাপন, আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি ইত্যাদি করিয়া ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে। যথা,—

"অস্য শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রস্য নারদঋষির্বিরাট্ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণোদেবতা কামকীলকং চতুর্ব্বর্গসাধনে বিনিয়োগঃ। শিরসি ওঁ নারদঋষয়ে নমঃ। মুখে ওঁ বিরাট্ছন্দসে নমঃ। হৃদি ওঁ শ্রীকৃষ্ণদেবায় নমঃ। সর্ব্বাঙ্গে কামবীজায় নমঃ॥"

এইরূপ ঋষ্যাদি ন্যাস করিয়া "ক্লীং" মন্ত্রে সপ্তবার ব্যাপক ন্যাস করিবে। পরে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া কূর্ম্মমুদ্রা যোগে পুষ্পগ্রহণ করিয়া "ফুল্লেন্দী" ইত্যাদি ধ্যান করত মানসোপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করত পীঠপূজা করিবে। (চন্দনযাত্রাপ্রকরণ দেখ)। তৎপরে পুনরপি পূর্ব্ববৎ ধ্যান করিয়া "ওঁ শ্রীগোবিন্দায় নমঃ।" এই মন্ত্রে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে।

অতঃপর মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া চন্দন ও নানাবিধ সুগন্ধিযুক্ত পুষ্প ভগবান্ গোবিন্দগাত্রে অর্পণ করিবে। তৎপর তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়া নিম্নলিখিত আবরণ দেবতাগণের পূজা করিবে। যথা,—এতে গন্ধপুষ্পে ক্লাং হৃদয়ায় নমঃ। এই ক্রমে ক্লীং শিরসে স্বাহা। ক্লূং শিখায়ৈ বষট্। ক্লৈং কবচায় হুং। ক্লৌং নেত্রাভ্যাং বৌষট্। ক্লঃ অস্ত্রায় ফট্। ওঁ বেণবে নমঃ। ওঁ কৌস্তুভায় নমঃ। ওঁ বনমালায়ৈ নমঃ। ওঁ মকরকুণ্ডলায় নমঃ। ওঁ মৎস্যাবতারায় নমঃ। ওঁ কূর্ম্মাবতারায় নমঃ। ওঁ বরাহাবতারায় নমঃ। ওঁ নৃসিংহা-

বতারায় নমঃ। ওঁ পরশুরামাবতারায় নমঃ। ওঁ রামচন্দ্রাবতারায় নমঃ। ওঁ বলরামাবতারায় নমঃ। ওঁ বুদ্ধাবতারায় নমঃ। ওঁ কল্ক্যবতারায় নমঃ।"

অতঃপর পুনরায় অঙ্গন্যাসাদি করিয়া যথাসম্ভব মূলমন্ত্র জপ করিবে। পরে স্তবাদি পাঠ করত নমস্কার করিয়া হোম করিবে। স্ব স্ব বেদোক্ত সাধারণীয় কুশণ্ডিকা বিধানে স্থণ্ডিলাদি করিয়া অগ্নিস্থাপন করত হোম করিবে। (রাস দেখ)। হোমে নিম্নলিখিত বাক্যে সঙ্কল্প করিতে হয়। হোমের সঙ্কল্প যথা,—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকদেবতাপ্রাতিকামঃ ক্লীঁ স্বাহেতি মন্ত্রেণ সতিলাজ্যেন অষ্টোত্তরশতসংখ্যকং (কর্ত্তার ইচ্ছামত হোমের সংখ্যা উল্লেখ করিবে) করবীরসমিধা একৈকশো হোমমহং করিষ্যে।"

যদি যজ্ঞডুমুরের সমিধ্ হয়, তবে "ঔড়ুম্বরসমিধা" বলিতে হইবে। অতঃ-পর হোম সমাপ্ত করিয়া "ক্লীং" মন্ত্র দ্বারা পূর্ণাহুতি দিবে। পরে স্ববেদোক্ত শান্তি মন্ত্র পাঠ করিয়া শান্তি এবং তিলকাদি প্রদান করিয়া দক্ষিণা ও অচ্ছি-দ্রাবধারণ করিবে।

রথযাত্রাপ্রয়োগ।

রথযাত্রার পূর্ব্বদিবসে সায়ংকালে আসনোপবিষ্ট হইয়া স্বস্তিবাচনাদি করিয়া নিম্নলিখিত মতে সঙ্কল্প করিবে।

"অদ্যেত্যাদি শ্বঃপ্রভৃতিকর্ত্তব্যহরিপ্রত্যর্চ্চারাসোৎসবকর্ম্মাঙ্গভূতগণপত্যাদি-নানাদেবতাপূজাপূর্ব্বকং শুভাধিবাসনকর্ম্মাহং করিষ্যে।"

এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধানে (রাস দেখ) অধিবাস করিয়া রথেরও অধিবাস করিবে।

পরদিনে প্রাতঃস্নানাদি করিয়া স্বস্তিবাচন করত "সূর্য্যঃ সোমো" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা,—

'বিষ্ণুরোম্ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা বিষ্ণুলোক-গমনকামোগণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বকং শ্রীকৃষ্ণস্য রাসোৎসবযাত্রা-কর্ম্মাহং করিষ্যে।'

এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া স্বশাখোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিয়া মহাস্নান করা-ইবে। (রাস দেখ)। তৎপর আসনশুদ্ধি করিয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক গুরু-

পংক্তি নমস্কার করিয়া সামান্যার্ঘ্যাদি স্থাপন করত, গণেশ, শিবাদিপঞ্চ-দেবতা, আদিত্যাদিনবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল, মৎস্যাদি দশাবতার প্রভৃতি দেবতাগণের পূজা করিয়া "বাং হৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদি ক্রমে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিবে।

অতঃপর জগন্নাথদেবের ধ্যান করিবে। "পীনাঙ্গং দ্বিভুজং কৃষ্ণং পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্। মহোরসং মহাবাহুং পীতবস্ত্রশুভাননম্। শঙ্খ-চক্র-গদা-পাণিং মুকুটাঙ্গদভূষণম্। সর্ব্বলক্ষণসংযুক্তং বনমালাবিভূষিতম্। দেবদানবগন্ধর্ব্বযক্ষবিদ্যাধরোরগৈঃ। সেব্যমানং সদা দারুং কোটিসূর্য্য-সমপ্রভং। ধ্যায়েন্নারায়ণং দেবং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদম্॥"

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া, পুষ্পটি মস্তকে স্থাপন করত মানসোপচারে পূজা করিয়া বিশেষ-অর্ঘ্যস্থাপন করিবে। তৎপরে পীঠ-পূজা করিবে। পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া ষোড়শোপচারে জগন্নাথদেবের পূজা করিয়া স্তুতি পাঠ করিবে। পরে বলভদ্রের পূজা করিবে।

বলভদ্রের ধ্যান।—"বলঞ্চ শুভ্রবর্ণাভং শরদিন্দুসমপ্রভম্। কৈলাস-শিখরাকারং ফণাবিকটবিস্তরম্॥ নীলাম্বরধরঞ্চোগ্রং বলং বলমদোদ্ধতম্। কুণ্ডলৈকধরং দিব্যং মহামুষলধারিণম্। মহাবলং হলধরং রৌহিণেয়ং বলং প্রভুম্॥"

এই ধ্যান করিয়া বলভদ্রের পূজা করত স্তুতি পাঠ করিয়া সুভদ্রার পূজা করিবে।

সুভদ্রার ধ্যান।—"ওঁ শুভদ্রাং স্বর্ণপদ্মাভাং পদ্মপত্রায়তেক্ষণাম্। চিত্র-বস্ত্র-সমাচ্ছন্নাং হারকেয়ূরশোভিতাম্॥ বিচিত্রাভরণোপেতাং মুক্তাহারবিলম্বিতাম্। পীনোন্নতকুচাং রম্যাং সাধ্যাং প্রকৃতিরূপিকাম্। ভক্তিমুক্তিপ্রদাত্রীঞ্চ ধ্যায়েত্তামম্বিকাং পরাম্॥"

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া সুভদ্রার পূজা করিয়া স্তুতি পাঠ করিবে। বলভদ্র, সুভদ্রারও ষোড়শোপচার দ্বারা পূজা করিবে। পরে সারথির পূজা করিবে। তৎপর হোম করিয়া (রাস দেখ) নিম্নলিখিত স্তুতি পাঠ করিবে।—

"ওঁ দেব দেব জগন্নাথ সংসারার্ণবতারক। ভক্তানুগ্রাহক সদা রক্ষ মাং পাপতো নরম্॥ ১॥ জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ জয় সর্ব্বাঘনাশন। জয়াশেষজগদ্বন্দ্যপাদাম্ভোজ নমোঽস্তু তে॥ ২॥ জয় ব্রহ্মাণ্ডকোটীশ-নিঃশেষ-বেদপারক। অশেষজগদাধার পরমেশ নমোঽস্তু তে॥ ৩॥ জয় ব্রহ্মেন্দ্ররু-

দ্রাদিদেবৌঘপ্রণতোঽর্ঙ্ঘ্রিনুৎ। জয়াখিলজগদ্বন্দ্যো অন্তর্য্যামিন্নমোঽস্তু তে॥ ৪॥ জয় নির্ব্ব্যাজকরুণ অশেষদীনবৎসল। দীননাথৈকশরণ বিশ্বসাক্ষিন্নমোঽস্তু তে॥ ৫॥"

বলভদ্রস্তুতি।—ওঁ জয়াখিলজগদ্ভারধারণশ্রমবর্জ্জিত। তাপ-ত্রয়বিকর্ষায় মহাহলবতে সদা। প্রসন্ন করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎ-পতে। চরাচরময়ী যেন ধৃতা নিত্যং বসুন্ধরা। মামুদ্ধরস্ব দুষ্পারা-দন্তোধরেনসো বিভো। পরাপরাণাং পরম পরমেশ নমোঽস্তু তে॥

সুভদ্রাস্তুতি। "ওঁ জয় দেবি মহাদেবি প্রসীদ ভবভামিনি। কার্য্যাকার্য্যস্বরূপাণাং কর্ম্মণাঞ্চ বিধায়িনি। ধারণাং ধার্য্যমাণানাং ত্বামম্বাং প্রণমাম্যহম্। সুভদ্রাং রুদ্ররূপাঞ্চ গুণভূতাং নমাম্যহম্॥"

অতঃপর রথোৎসর্গ করিবে। যথা,—রথ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে সাচ্ছাদনোপকরণরথায় নমঃ" বলিয়া তিনবার অর্চ্চনা করত "ওঁ বিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া পূজা করিয়া "এতৎ সম্প্রদানায় শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" বলিয়া তিনবার অর্চ্চনা করত অর্ঘ্যজল দ্বারা প্রোক্ষণ করত নিম্ন লিখিত বাক্যে উৎসর্গ করিবে। বাক্য যথা,—"অদ্যেত্যাদি চতুর্দ্দশকল্পান্তকালাবচ্ছিন্নবিষ্ণুলোক-নিবাসকামো বিষ্ণুপ্রীতিকামো বা ইমং সাচ্ছাদনোপকরণং রথং বিষ্ণুদৈবতং শ্রীকৃষ্ণায় অহং সম্প্রদদে।" এই বলিয়া দেবতার পদে বা বামহস্তে রথ উৎসর্গ করিবে। অতঃপর দক্ষিণা করিবে। পরে দেবতাকে রথে স্থাপনপূর্ব্বক সপ্ত-বার প্রদক্ষিণ করিয়া জয় ধ্বনি ও নাম সংকীর্ত্তনপূর্ব্বক সাতবার বা তিনবার রথচালনা করিবে।

অতঃপর সায়ংসময়ে দেবমন্দিরে দেবতাকে আনিয়া অভিষেক করত পূর্ব্ববৎ ষোড়শোপচারে পূজা করিবে।

দশমীতে প্রাতঃকালে নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া পূর্ব্ববৎ পূজা করিয়া রথ চালনা করত পুনরপি পূর্ব্ববৎ পূজা করিবে। ইহাকেই পুনর্যাত্রা বলে।

মনসাপূজা পদ্ধতি।

গৃহাঙ্গনে বেদিকোপরি প্রতিমা স্থাপন করিয়া নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে স্বস্তি-বাচন পূর্ব্বক "সূর্য্যঃ সোমো" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক

গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা উরগাদিভয়োপশমনপূর্ব্বকশ্রীমনসাপ্রীতিকামো গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বক অনন্তাদ্যষ্টনাগসহিতশ্রীমনসাদেবীপূজনমহং করিষ্যে।"

এইরূপ সংকল্প করিয়া স্বশাখোক্তসূক্ত মন্ত্র পাঠ করত "ওঁ ইদং নেত্রত্রয়ং দিব্যং চন্দ্রসূর্য্যানলপ্রভং। তারাকারময়ং দেবি পশ্য ত্বং ভুবনত্রয়ং" ইহা পাঠ করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ করত অঞ্জন দ্বারা দেবীর চক্ষুর্দ্দান করিবে। তৎপর ঘটস্থাপন করিয়া আসন শোধনও সামান্যার্ঘ্য করিয়া গণেশাদি দেবতাদিগকে পূজাপূর্ব্বক মাতৃকান্যাস ও ভূতশুদ্ধ্যাদি করিয়া অঙ্গন্যাস করন্যাস করত গুরুপংক্তি নমস্কার করিয়া মনসাদেবীর ধ্যান করিবে। যথা,—

"ওঁ দেবীমম্বামহীনাং শশধরবদনাং চারুকান্তিং বদন্যাং হংসারূঢ়ামুদারামরুণিতবসনাং সর্ব্বদাং সর্ব্বদৈব। স্মেরাস্যাং মণ্ডিতাঙ্গীং কনকমণিগণৈর্নাগরত্নৈরনেকৈর্ব্বন্দেঽহং সাষ্টনাগামুরুকুচযুগলাং ভোগিনীং কামরূপাম্॥"

এই প্রকার ধ্যান করিয়া নিজ মস্তকে পুষ্প প্রদান করত, মানসোপচারে পূজা করিয়া অর্ঘ্যস্থাপনানন্তর পীঠন্যাস ক্রমে পীঠপূজা করিবে। তদনন্তর পুনরায় করন্যাসাঙ্গন্যাস করত ধ্যান করিয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক আবাহন করিবে। যথা,—

"আস্তিকস্য মুনের্ম্মাতা জগদানন্দকারিণি। এহ্যেহি মনসাদেবি নাগমাতর্নমোঽস্তু তে॥ আগচ্ছ বরদে দেবি সর্ব্বকল্যাণকারিণি। স্নুহীশাখাং সমারুহ্য তিষ্ঠ পূজাং করোম্যহম্॥ ভগবতি মনসাদেবি ইহাগচ্ছ, ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিহিতা ভব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।"

এইরূপে আবাহন করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করত "ওঁ মনসাদেব্যৈ নমঃ"— এই মন্ত্রে যথা সম্ভব উপচারে পূজা করিয়া "ওঁ ত্রৈলোক্যপূজিতাং দেবীং নাগাভরণভূষিতাম্। স্নাপয়ামি মহাভাগাং পুত্রায়ুর্ধনবৃদ্ধয়ে॥" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মনসা দেবীকে দুগ্ধ দ্বারা স্নান করাইয়া পুনর্ব্বার চন্দনমিশ্রিত জলদ্বারা স্নান করাইবে। যথা,—"ওঁ গন্ধচন্দনমিশ্রেণ তোয়েন নাগমাতরম্। স্নাপয়ামি মহাভাগাং সর্ব্বসম্পত্তিহেতবে॥"

অতঃপর অষ্টনাগগণকে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে। যথা,—"ওঁ অনন্ত নাগ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করিয়া "ওঁ অনন্তায় নাগায় নমঃ" এই

বলিয়া পূজা করিবে। এই ক্রমে,—বাসুকয়ে নাগায়, পদ্মায় নাগায়, মহাপদ্মায় নাগায়, তক্ষকায় নাগায়, কুলীরায় নাগায়, কর্কোটকায় নাগায়, শঙ্খায় নাগায়, বলিয়া প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন পূজা করিয়া মনসাদেবীকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া নমস্কার করিবে। নমস্কার মন্ত্র যথা,—

"ওঁ অযোনি-সম্ভবে মাতর্ম্মহেশ্বর-সুতে শুভে। পদ্মালয়ে নমস্তুভ্যং রক্ষ মাং বৃজিনার্ণবাৎ। আস্তিকস্য মুনের্ম্মাতা ভগিনী বাসুকী তথা। জরৎকারুমুনেঃ পত্নী মনসাদেবি নমোঽস্তু তে॥" অতঃপর মূলমন্ত্র যথাশক্তি জপ করিয়া জপ সমর্পণ করত যথাশক্তি বলিদান ও হোম করিয়া সংহারমুদ্রা দ্বারা "মনসাদেবি ক্ষমস্ব" এই বলিয়া বিসর্জ্জন করত দক্ষিণাদি করিয়া শান্তি আশীর্ব্বাদ করিবে।

সরস্বতীপূজা পদ্ধতি।

প্রথমতঃ নিত্যক্রিয়াদি সমাপনপূর্ব্বক শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া স্বস্তিবাচন-পূর্ব্বক "সূর্য্যঃ সোমো" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত সংকল্প করিবে। যথা,—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য মাঘে মাসি শুক্লে পক্ষে পঞ্চম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা সরস্বতী-প্রীতিকামো গণপত্যাদিনানাদেবতা-পূজা-পূর্ব্বকং মস্যাধার-লেখনীসহিত শ্রীসরস্বতী-পূজন-কর্ম্মাহং করিষ্যে।"

পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া,—সূক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে। অতঃপর মূলমন্ত্রে চক্ষুর্দ্দান করিয়া ঘটস্থাপন করত সামান্যার্ঘ্য ও আসনশুদ্ধি করিয়া গণেশ, শিবাদি-পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদিদশদিক্পালপ্রভৃতি দেবতাগণকে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে। অতঃপর গুরুপংক্তি নমস্কার করত মাতৃকান্যাস, ঋষ্যাদি-ন্যাস, ভূতশুদ্ধি ও প্রাণায়াম করিয়া অঙ্গন্যাসাদি করত ধ্যান (২৮ পৃঃ দেখ) করত মানসোপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্যস্থাপন পূর্ব্বক আবাহন ও প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করত অঙ্গন্যাস করিয়া "ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ" এই মন্ত্রে ষোড়শোপচারে দেবীর পূজা করিবে।

অনন্তর লক্ষ্মী, নারায়ণ, লেখনী ও মস্যাধার প্রভৃতির পূজা করিয়া দেবীকে পুষ্পাঞ্জলিত্রয় প্রদান করিবে। মন্ত্র যথা,—

"ওঁ সরস্বত্যৈ নমো নিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমো নমঃ। বেদবেদাঙ্গ-বেদান্তবিদ্যাস্থানেভ্য এব চ। এষ সচন্দনপুষ্পবিল্বপত্রাঞ্জলিঃ সরস্বত্যৈ নমঃ॥"

অতঃপর করযোড়ে নিম্নলিখিত প্রার্থনামন্ত্র পাঠ করিবে। যথা,—

"ওঁ যথা ন দেবো ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। ত্বাং পরিত্যজ্য সংতিষ্ঠেৎ তথা ভব বরপ্রদা। ওঁ বেদাঃ শাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি নৃত্যগীতাদিকঞ্চ যৎ। ন বিহীনং ত্বয়া দেবি তথা মে সন্তু সিদ্ধয়ঃ। ওঁ লক্ষ্মীর্ম্মেধা ধরা তুষ্টির্গৌরী পুষ্টিঃ প্রভা ধৃতিঃ। এতাভিঃ পাহি তনুভিরষ্টাভির্ম্মাং সরস্বতি।"

অনন্তর দেবীকে প্রণাম (৩১ পৃঃ দেখ) করিয়া দক্ষিণাদান করত বিসর্জ্জন করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন।

অন্নপূর্ণাপূজা প্রয়োগ।

নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে দেবীসম্মুখে শুদ্ধাসনে উপবেশন করিয়া আচমনপূর্ব্বক পুণ্যাহ বাচনাদি করাইয়া স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক "সূর্য্য সোমো" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া উত্তরাস্য হইয়া, কুশ, তিল-তুলসী, ত্রিপত্রযুক্ত জলপূর্ণ তাম্রপাত্র হস্তে লইয়া সংকল্প করিবে। যথা,—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীমদন্নপূর্ণাপ্রীতিকামঃ গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বকং শ্রীমদন্নপূর্ণাপূজনকর্ম্মাহং করিষ্যে।"

এইরূপ সংকল্প করিয়া জলাদি ঈশানকোণে ত্যাগ করিয়া যথাশাখোক্ত সংকল্প সূক্ত পাঠ করিবে। (কর্ত্তা স্বয়ং পূজা করিতে অসমর্থ হইলে অন্য ব্রাহ্মণকে বরণ করিতে পারেন (৪৪ পৃঃ দেখ)। আবশ্যক হইলে তন্ত্রধারকে ও বরণ করিতে পারেন)।

অনন্তর পূজক আসনে উপবেশন করিয়া, "ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা" এই মন্ত্রত্রয় দ্বারা তিনবার জলপানপূর্ব্বক আচমন করিয়া সূর্য্যার্ঘ্য দান ও তন্ত্রোক্ত বিধানে ঘটস্থাপন করিবে। (কালীপূজা দেখ)। পরে সামান্যার্ঘ্য করিয়া দ্বারদেবতাগণের পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। যথা—

পূর্ব্বদিকে এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। দক্ষিণে,—ওঁ ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ। পশ্চিমে ওঁ বাং বটুকায় নমঃ। উত্তরে,—ওঁ যাং যোগিনীভ্যো নমঃ। অগ্ন্যাদি কোণে,—ওঁ গঙ্গায়ৈ নমঃ, ওঁ যমুনায়ৈ নমঃ, ওঁ শ্রীং

লক্ষ্ম্যৈ নমঃ, ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ। নৈর্ঋত কোণে,—ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, বাস্তুপুরুষায় নমঃ।

অতঃপর বিঘ্নাপসারণ, মাষভক্তবলি, আসনশুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধি, গুরুপংক্তি নমস্কার ও ভূতশুদ্ধি করিবে। (৪ পৃঃ দেখ)।

অনন্তর মাতৃকান্যাস, অন্তর্মাতৃকান্যাস ও বাহ্য মাতৃকান্যাসাদি ও প্রাণায়াম করিয়া পীঠন্যাস করিয়া (১৫ পৃঃ দেখ) ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে। যথা,—

"অস্য অন্নপূর্ণামন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষিঃ পংক্তিচ্ছন্দোঽন্নপূর্ণা দেবতা হকারো বীজং ঈকারঃ শক্তিঃ রেফঃ কীলকং চতুর্ব্বর্গসিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ। শিরসি ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ। মুখে ওঁ পংক্তিচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি ওঁ অন্নপূর্ণায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ।" অতঃপর অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিবে। যথা,—

"হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। হ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। হ্রূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, হ্রৈং অনামিকাভ্যাং হুং। হ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। এবং হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ। হ্রীং শিরসে স্বাহা। হ্রূং শিখায়ৈ বষট্। হ্রৈং কবচায় হুং। হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্।"

অনন্তর "হ্রীং" মন্ত্রে ব্যাপক ন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। যথা,—

"ওঁ রক্তাং বিচিত্রবসনাং নবচন্দ্রচূড়ামন্নপ্রদাননিরতাং স্তনভারনম্রাম্। নৃত্যন্তমিন্দুশকলাভরণং বিলোক্য হৃষ্টাং ভজে ভগবতীং ভবদুঃখহন্ত্রীম্॥"

এইরূপ ধ্যান করিয়া হস্তস্থিত পুষ্প নিজ মস্তকে দিয়া মানসোপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবে (১৮ পৃ দেখ)। অতঃপর "ওঁ জয়ায়ৈ নমঃ এই ক্রমে বিজয়ায়ৈ, অজিতায়ৈ, অপরাজিতায়ৈ, নিত্যায়ৈ, বিলাসিন্যৈ, দোগ্ধ্র্যৈ, অঘোরায়ৈ, মঙ্গলায়ৈ, হ্রীং সর্ব্বশক্তিকমলাসনায়।" বলিয়া পীঠ শক্তির পূজা করিয়া পুনর্ব্বার করাঙ্গন্যাসাদি করিয়া দেবীর ধ্যান করত মূলমন্ত্রে দেবীকে পাঁচবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া নিম্ন লিখিত মন্ত্রে আবরণ দেবতার পূজা করিবে। যথা,—

কেশরে অগ্নিকোণে,—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং শিরসে স্বাহা। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রূং শিখায়ৈ বষট্। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রৈং কবচায় হুং। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্।" চতুর্দ্দিকে,—"হ্রীং অস্ত্রায় ফট্।

অষ্টদলে, পূর্ব্বাদি ক্রমে, ব্রাহ্ম্যৈ, মাহেশ্বর্য্যৈ, কৌমার্য্যৈ, বৈষ্ণব্যৈ, বারাহ্যৈ, ইন্দ্রাণ্যৈ, চামুণ্ডায়ৈ, মহালক্ষ্ম্যৈ।" অনন্তর পীঠপূজা করিবে। যথা,—

'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ' এই প্রকারে—প্রকৃতয়ে, কূর্ম্মায়, অনন্তায়, পৃথিব্যৈ, ক্ষীরসমুদ্রায়, শ্বেতদ্বীপায়, মণিমণ্ডপায়, কল্পবৃক্ষায়, মণিবেদিকায়ৈ, রত্নসিংহাসনায়, ধর্ম্মায়, জ্ঞানায়, বৈরাগ্যায়, ঐশ্বর্য্যায়, অধর্ম্মায়, অজ্ঞানায়, অবৈরাগ্যায়, অনৈশ্বর্য্যায়, অনন্তায়, পদ্মায়, অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শ-কলাত্মনে, মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে, সং সত্ত্বায়, রং রজসে, তং তমসে, আং আত্মনে, পং পরমাত্মনে, অং অন্তরাত্মনে, হ্রীং জ্ঞানাত্মনে।'

এইরূপে পীঠপূজা করিয়া আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করত আবাহন করিবে। যথা,—"ওঁ দেবেশি ভক্তিসুলভে পরিবারসমন্বিতে। যাবত্ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবত্ত্বং সুস্থিরা ভব॥ ওঁ হ্রীং ভগবতি অন্নপূর্ণে দেবি পরিবারাদিভিঃ সহ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ ইহ সন্নিহিতা ভব ইহ সন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।"

অনন্তর মূলমন্ত্রে চক্ষুর্দ্দান করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে (১৭ পৃ দেখ)। পরে দেবীর গায়ত্রী জপ করিয়া মূলমন্ত্র আটবার জপপূর্ব্বক দেবীর হৃদয়ে অঙ্গ-ন্যাস করিবে।

অতঃপর "ওঁ নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা" এই মূল মন্ত্রে ষোড়শোপ-চারে দেবীর পূজা করিয়া "ওঁ হ্রীং অন্নপূর্ণাং দেবীং তর্পয়ামি স্বাহা।" বলিয়া তর্পণ করত মূলমন্ত্রে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবে,—"শ্রীমদ-ন্নপূর্ণে দেবি তবাবরণন্তে পূজয়ামি।" এই বলিয়া অনুজ্ঞাগ্রহণ করত আবরণ দেবতার পূজা করিবে। যথা,—

"হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ। হ্রীঁ শিরসে স্বাহা। হ্রূঁ শিখায়ৈ বষট্। হ্রৈং কবচায় হুং। হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।" অতঃ-পর ভৈরবগণের পূজা করিবে। যথা,—"ওঁ অসিতাঙ্গভৈরবায় নমঃ। ও রুরু-ভৈরবায় নমঃ। ওঁ চণ্ডভৈরবায় নমঃ। ও ক্রোধভৈরবায় নমঃ। ওঁ উন্মত্তভৈ-রবায় নমঃ। ওঁ কপালিনে ভৈরবায় নমঃ। ও ভীষণভৈরবায় নমঃ। ওঁ সংহারভৈরবায় নমঃ।

অতঃপর অষ্টশক্তির পূজা করিবে। যথা,—ওঁ ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ এবং নারায়ণ্যৈ,

চামুণ্ডায়ৈ, কৌমার্য্যৈ, ইন্দ্রাণ্যৈ মাহেশ্বর্য্যৈ, বারাহ্যৈ, নারসিংহ্যৈ, অপরাজিতায়ৈ, মহালক্ষ্ম্যৈ।" অনন্তর দিক্‌পালগণের পূজা করিবে। যথা,—

ওঁ ইন্দ্রায় সায়ুধায় সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ। ওঁ অগ্নয়ে তেজোঽধিপতয়ে সায়ুধায় সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ। ওঁ যমায় প্রেতাধিপতয়ে সায়ুধায় সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ। ওঁ নির্ঋতয়ে রক্ষোঽধিপতয়ে সায়ুধায় সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ। ওঁ বরুণায় জলাধিপতয়ে সায়ুধায় সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ। ওঁ বায়বে প্রাণাধিপতয়ে সায়ুধায় সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ। ওঁ সোমায় তারাধিপতয়ে সায়ুধায় সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ। ওঁ ঈশানায় গণাধিপতয়ে সায়ুধায় সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ। ওঁ ব্রহ্মণে প্রজাধিপতয়ে সায়ুধায় সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ। ওঁ অনন্তায় নাগাধিপতয়ে সায়ুধায় সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ। চতুর্দ্বারে,—ওঁ বটুকায়, ক্ষেত্রপালায়, যোগিন্যৈ, গণেশায়, শিবাদিপঞ্চদেবতাভ্যঃ, আদিত্যাদিনবগ্রহেভ্যঃ।'' ইহঁাদিগের যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবে। অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্রে অর্চ্চনা করিবে।

বজ্রায়, শক্তয়ে, দণ্ডায়, খড়্গায়, পাশায়, অঙ্কুশায়, গদায়ৈ, ত্রিশূলায়, পদ্মায়, চক্রায়, ঐরাবতায়, অজায়, মহিষায়, নরকায়, মকরায়, মৃগায়, অশ্বায়, বৃষভায়, হংসায়, রথায়, বটুকায়, ক্ষেত্রপালায়, যোগিন্যৈ, গণনায়কায়,—গন্ধপুষ্প দ্বারা ইহাদিগের পূজা করত নিয়মন্ত্রে সায়ুধ সবাহন সপরিবার দেবীর দশোপচারে পূজা করিবে। যথা,—ওঁ সায়ুধায়ৈ সবাহনায়ৈ সপরিবারায়ৈ ওঁ হ্রীং অন্নপূর্ণায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ।" অতঃপর তর্পণ করিবে। ওঁ সায়ুধাং সবাহনসপরিবারাং ওঁ হ্রীং অন্নপূর্ণাং দেবীং তর্পয়ামি স্বাহা।"

অনন্তর প্রাণায়ামপূর্ব্বক যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিয়া "গুহ্যাতিগুহ্য" ইত্যাদি মন্ত্রে জপ সমর্পণানন্তর পুনঃ প্রাণায়াম করিয়া প্রণাম করিবে। মন্ত্র যথা,—

ওঁ অন্নপূর্ণে নমস্তুভ্যং নমস্তে জগদম্বিকে। ত্বচ্চারুচরণে ভক্তিং দেহি দীনদয়াময়ি॥ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

অতঃপর যথাশক্তি বলিদান ও হোমাদি করিয়া দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে।

অনন্তর "ওঁ বজ্রোদকে হুং ফট্ স্বাহা" বলিয়া জল বামদিকে আনয়ন করত মূলমন্ত্রে বস্ত্রাঞ্চলে গ্রন্থি বন্ধন করিবে। অতঃপর "ওঁ পুষ্পে পুষ্পে ইত্যাদি মন্ত্রে (১০৮ পৃ দেখ) পুষ্পশুদ্ধি করিবে। পরে মূলমন্ত্রে দিব্যদৃষ্টি দ্বারা অবলোকন করিয়া "ফট্" এই মন্ত্রে জলধারা দিয়া অন্তরীক্ষগত বিঘ্ন ও বামপদাঘাতত্রয় দ্বারা ভূমিস্থ বিঘ্ন দূরীকৃত করিয়া "ফট্" মন্ত্র সাতবার জপ করিয়া নারাচমুদ্রাযোগে দূর্বাক্ষত গ্রহণ করিয়া "ওঁ অপসর্পন্তু" ইত্যাদি মন্ত্রে বিঘ্ন উৎসারণ করত "ওঁ হ্রীং ফট্" মন্ত্রে গন্ধ পুষ্প দ্বারা করশোধন করত লং মন্ত্রে আঘ্রাণ, ও ফট্ মন্ত্রে ঈশানকোণে পুষ্প নিক্ষেপ করিয়া অস্ত্রায় ফট্ বলিয়া উর্দ্ধোর্দ্ধ ক্রমে তালত্রয় দিয়া ছোটিকা দ্বারা দশদিগ্বন্ধন করত গুরুপংক্তি নমস্কার করিয়া ভূতশুদ্ধি করিবে। তৎপরে স্বহৃদয়ে হস্ত দিয়া "আং হ্রীং ক্রোং ইত্যাদি শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকায়াঃ প্রাণাঃ" ইত্যাদি প্রাণ প্রতিষ্ঠামন্ত্র পাঠ করিয়া প্রাণায়াম করত মাতৃকান্যাস করিবে। (২ কাণ্ড ১১ পৃ দেখ)।

পরে পীঠন্যাস করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। যথা—অস্য মন্ত্রস্য ভৈরবঋষি- রুষ্ণিকৃছন্দঃ শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকা দেবতা ক্রীং বীজং হূং শক্তিঃ ক্রীং কীলকং পুরু- ষার্থচতুষ্টয়সিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ। শিরসি ওঁ ভৈরবঋষয়ে নমঃ। মুখে ওঁ উষ্ণি- কৃছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে ক্রীং বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ হূং শক্তয়ে নমঃ। সর্ব্বাঙ্গে ক্রীং কীলকায় নমঃ।"

অতঃপর তত্ত্বন্যাস করিবে। যথা,—"ওঁ ক্রাং আত্মতত্ত্বায় স্বাহা" বলিয়া পাদাদি নাভি পর্য্যন্ত "ওঁ ক্রীং বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা" বলিয়া নাভি হইতে হৃদয়ান্ত "ওঁ ক্রূং শিবতত্ত্বায় স্বাহা" বলিয়া হৃদয়াদি মস্তক পর্য্যন্ত স্থানে ন্যাস করিবে। অনন্তর বীজন্যাস করিবে। যথা,—"ওঁ ক্রীং নমঃ" বলিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র, ভ্রূমধ্য ও ললাট, "ওঁ হূং নমঃ" বলিয়া নাভি এবং গুহ্য, ওঁ হ্রীং নমঃ" বলিয়া মুখ ও সর্ব্বাঙ্গে ন্যাস করিয়া সাত বার ব্যাপক ন্যাস করত "ওঁ ক্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" ইত্যাদি এবং ওঁ ক্রাং হৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদি ক্রমে করাঙ্গন্যাস করত কূর্ম্মমুদ্রা- যোগে পুষ্প গ্রহণ করিয়া দেবীর ধ্যান করিবে। যথা,—

ধ্যান—ওঁ করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং। কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্। সদ্যশ্ছিন্নশিরঃখড়্গবামাধোর্দ্ধকরা- ম্বুজাং। অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণোর্দ্ধাধপাণিকাম্। মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীং। কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালীগলদ্রুধিরচর্চ্চিতাং। কর্ণাবতং-

সতানীতশবযুগ্মভয়ানকাং। ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নতপয়োধরাং। শবানাং করসঙ্ঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীং। সৃক্কদ্বয়গলদ্রক্তধারাবিস্ফুরিতাননাং। ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীং। বালার্কমণ্ডলাকারলোচনত্রিতয়ান্বিতাং। দন্তুরাং দক্ষিণব্যাপিমুক্তালম্বিকচোচ্চয়াং। শবরূপমহাদেবহৃদয়োপরি সংস্থিতাং। শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দ্দিক্ষু সমন্বিতাং। মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাং। সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরাননসরোরুহাং। এবং সংচিন্তয়েৎ কালীং শ্মশানালয়বাসিনীম্॥

এইরূপ ধ্যান করিয়া হস্তস্থিত পুষ্প স্বীয় মস্তকে প্রদান করিয়া মানসোপচারে পূজা করত পীঠ ন্যাস ক্রমে গন্ধপুষ্প দ্বারা পীঠ পূজা করিয়া যন্ত্র অঙ্কিত করত * মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক "শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকামূর্ত্তিং পরিকল্পয়ামি" বলিয়া মূর্ত্তি কল্পনা করত পুনরায় করাঙ্গন্যাস করিয়া পুনরপি দেবীর ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক স্বকীয় হৃদয়স্থ তেজোময় দেবতাকে নাসারন্ধ্র দিয়া হস্তস্থিত ধ্যানের পুষ্পে আনয়ন করিয়া প্রতিমায় স্থাপন পূর্ব্বক আবাহন করিবে। যথা,—
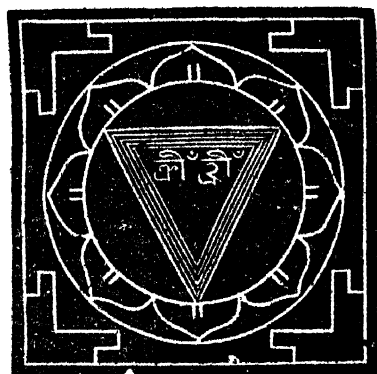
শ্যামা যন্ত্রম্।

"ওঁ দেবেশি ভক্তিসুলভে পরিবারসমন্বিতে। যাবত্ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবত্ত্বং সুস্থিরা ভব॥ মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শ্রীমহাকালসহিতশ্রীমদ্দক্ষিণকালিকে দেবি ইহাগচ্ছাগচ্ছ ইত্যাদি।" এই রূপে আবাহন করিয়া "হুং" মন্ত্রে অবগুণ্ঠন ও "হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ" এইক্রমে দেবতাঙ্গে সকলীকরণ, ধেনুমুদ্রাদ্বারা অমৃতীকরণ ও পরমীকরণ মুদ্রায় পরমীকরণ করিয়া ভূতিনী, যোনি ও আকর্ষণী মুদ্রা দেখাইয়া মূলমন্ত্রে চক্ষুর্দান ও "ওঁ আং হ্রীং ক্রোং ইত্যাদি মন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকাদেবীং

* যন্ত্রআঁকিবার প্রণালী এইরূপ,—প্রথমতঃ বিন্দু, তৎপরে নিজবীজ (ক্রী) পরে ভুবনেশ্বরী বীজ (হ্রীং) লিখিয়া তদ্বাহ্যে ত্রিকোণ অঙ্কিত করিবে। তদ্বহির্দ্দেশে ত্রিকোণচতুষ্টয় অঙ্কিত করিয়া বৃত্ত, অষ্টদল পদ্ম ও পুনরায় বৃত্ত অঙ্কিত করিতে হইবে। তদ্বাহ্যে চতুর্দ্বার অঙ্কিত করিয়া যন্ত্র প্রস্তুত করিবে।

তর্পয়ামি স্বাহা" বলিয়া তত্ত্বমুদ্রাসহযোগে তিনবার তর্পণ করিয়া যথাশক্তি দেবীর ষোড়শোপচারে পূজা করিবে (২৫ পৃঃ দেখ)।

অতঃপর তিনবার দেবীর তর্পণ করিয়া মূলমন্ত্রে পাঁচবার পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়া "ওঁ ক্রাং হৃদয়ায় নমঃ" এই ক্রমে ষড়ঙ্গ পূজা করত আবরণ দেবতার পূজা করিবে। যথা,—"শ্রীমদ্দক্ষিণে কালিকে দেবি আবরণং তে পূজয়ামি" বলিয়া অনুজ্ঞা গ্রহণ করত কেশর ও অগ্নি আদি কোণে নিম্নলিখিত দেবতাগণের পূজা করিবে। ধ্যান যথা,—

ওঁ সর্ব্বাঃ শ্যামা অসিকরা মুণ্ডমালাবিভূষিতাঃ। তর্জ্জনীং বামহস্তেন ধারয়ন্ত্যঃ শুচিস্মিতাঃ। দিগম্বরা হসন্মুখ্যঃ স্বস্ববাহনভূষিতাঃ।" এই রূপ ধ্যান করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। যথা,—

"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কাল্যৈ নমঃ। এবং কপালিন্যৈ, কুল্লায়ৈ, কুরুকুল্লায়ৈ, বিরোধিন্যৈ, বিপ্রচিত্তায়ৈ, উগ্রায়ৈ, উগ্রপ্রভায়ৈ, দীপ্তায়ৈ, নীলায়ৈ ঘনায়ৈ, বলাকায়ৈ, মাত্রায়ৈ, মুদ্রায়ৈ, মিতায়ৈ, প্রণবাদি নমোঽন্ত করিয়া ইহাঁদিগকে পূজা করিবে। অনন্তর ব্রাহ্মী আদি অষ্টশক্তির পূজা করিবে।

ব্রাহ্মীর ধ্যান,—ওঁ ব্রাহ্মীং হংসসমারূঢ়াং স্বর্ণবর্ণাং চতুর্ভুজাং। চতুর্ব্বক্ত্রাং ত্রিনেত্রাঞ্চ ব্রহ্মকূর্চ্চঞ্চ পঙ্কজং। দণ্ডং পদ্মাক্ষ-সূত্রঞ্চ দধতীং চারুহাসিনীং। জটাজুটধরাং দেবীং ভাবয়েৎ সাধকোত্তমঃ"॥ এই রূপে ধ্যান করিয়া "ওঁ আং ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিবে। অনন্তর "ওঁ নারায়ণীং মহাদীপ্তাং শ্যামাং গরুড়বাহিনীং। নানালঙ্কারসংযুক্তাং চারুকেশীং চতুর্ভুজাং। ঘণ্টাং শঙ্খং কপালঞ্চ চক্রং সংদধতীং পরাং। মধুমত্তাং মদোল্লাসদৃষ্টিং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীম্"।—এই ধ্যান করিয়া ঈং নারায়ণ্যৈ নমঃ।" বলিয়া নারায়ণীর পূজা করিয়া মাহেশ্বরীর পূজা করিবে।

মাহেশ্বরীর ধ্যান,—ওঁ মাহেশ্বরীং বৃষারূঢ়াং শুক্লাং ত্রিনয়নান্বিতাং। কপালং ডমরুঞ্চৈব বরদাভয়মূলকং। টঙ্কঞ্চ দধতীং দেবীং নানালঙ্কারভূষিতাম্।" এই ধ্যান করিয়া "উং মাহেশ্বর্য্যৈ নমঃ।" বলিয়া অর্চ্চনা করিবে। তৎপর চামুণ্ডা দেবীর ধ্যান করিবে, "ওঁ চামুণ্ডামট্টহাসাং প্রকটিতদশনাং ভীমবক্ত্রাং ত্রিনেত্রাং, নীলাম্ভোজপ্রভাভাং প্রমুদিতবপুষীং নারমুণ্ডালীমালাং। খড়্গাং শূলং কপালং নরশিরঘটিতং খেটকং ধারয়ন্তীং প্রেতারূঢ়াং প্রমত্তাং মধুমদমুদিতাং ভাবয়েচ্চণ্ডরূপাম্॥"—এই ধ্যান করিয়া "ওঁ ঋং চামুণ্ডায়ৈ নমঃ।" এই মন্ত্রে পূজা করিবে।

কৌমারীর ধ্যান।—ওঁ কৌমারীং কুঙ্কুমাভাসাং ত্রিনেত্রাং শিখিসংস্থিতাং। চতুর্ভুজাং শক্তিপাশাঙ্কুশাভয়বিধারিণীং। নানালঙ্কারসংযুক্তাং প্রমত্তাং পরিচিন্তয়েৎ॥" এইরূপ ধ্যান করিয়া "ওঁ কুং কৌমার্য্যৈ নমঃ।" এই মন্ত্রে কৌমারীর পূজা করিয়া অপরাজিতার পূজা করিবে। ধ্যান—"ওঁ অপরাজিতাঞ্চ পীতাভামক্ষসূত্রবরপ্রদাং। কমলং মাতুলিঙ্গঞ্চ দধতীং পরিচিন্তয়েৎ॥" এই ধ্যান করিয়া "ঐং অপরাজিতায়ৈ নমঃ।" বলিয়া অর্চ্চনা করিবে।

বারাহীর ধ্যান ;—"ওঁ বারাহীং ধূম্রবর্ণাঞ্চ বরাহবাহনাং শুভাং। ফলঞ্চ খড়্গামুষলং হলং বেদভুজৈর্ব্বতাম্॥" এই ধ্যান করিয়া "ওঁং বারাহ্যৈ নমঃ।" এই মন্ত্রে বারাহীর অর্চ্চনা করিবে।

নারসিংহীর ধ্যান,—ওঁ নারসিংহী নৃসিংহস্য বিভ্রতী সদৃশং বপুঃ। চতুর্ভুজাং বিশালাক্ষীং মহারৌদ্রীং বরপ্রদাম্। এই ধ্যান করিয়া "অঃ নারসিংহ্যৈ নমঃ।" এই মন্ত্রে নারসিংহীর অর্চ্চনা করিবে। অতঃপর ভৈরবগণের * অর্চ্চনা করিবে।

অষ্টভৈরবের পূজা,—ঐং হ্রীং অং অসিতাঙ্গায় ভৈরবায় নমঃ॥ ১॥ ঐং হ্রীং ইং রুরবে ভৈরবায় নমঃ॥ ২॥ ঐং হ্রীঁ উং চণ্ডায় ভৈরবায় নমঃ॥ ৩॥ ঐং হ্রীং ঋং ক্রোধায় ভৈরবায় নমঃ॥ ৪॥ ঐং হ্রীঁ ৯ং উন্মত্তায় ভৈরবায় নমঃ॥ ৫॥ ঐঁ হ্রীঁ এং কপালিনে ভৈরবায় নমঃ॥ ৬॥ ঐং হ্রীঁ ওং ভীষণায় ভৈরবায় নমঃ॥ ৭॥ ঐং হ্রীঁ অং সংহারায় ভৈরবায় নমঃ॥ ৮॥ যথাশক্তি উপচারের দ্বারা ইহাঁদের প্রত্যেককে স্বতন্ত্র রূপে পূর্ব্বাদি বামাবর্ত্ত ক্রমে পূজা করিবে।

অতঃপর দেবীর অস্ত্রের পূজা করিবে। যথা,—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বজ্রায় নমঃ। এবং শক্ত্যৈ, দণ্ডায়, খড়্গায়, পাশায়, অঙ্কুশায়, গদায়ৈ, শূলায়, চক্রায়, পদ্মায়॥" ইহাদের পূর্ব্বে, "ওঁ" ও অন্তে "নমঃ" শব্দ যোগ করিয়া পূজা করিবে।

অতঃপর দেবীর দক্ষিণে মহাকালের পূজা করিবে। মহাকালের ধ্যান,—ওঁ মহাকালং যজেদ্দেব্যা দক্ষিণে ধূম্রবর্ণকং। বিভ্রতং দণ্ডখট্টাঙ্গৌ দংষ্ট্রাভীমমুখং শিশুং। ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতকটিং তুন্দিলং রক্তবাসসং। ত্রিনেত্রমূর্দ্ধকেশঞ্চ মুণ্ডমালাবিভূষিতং। জটাভারলসচ্চন্দ্র-খণ্ডমুগ্রং জ্বলন্নিভং। এইরূপ ধ্যান করিয়া "হুং ক্ষৌং যাং রাং লাং বাং আং ক্রোং মহাকালভৈরব সর্ব্ববিঘ্নান্নাশয় নাশয়

* অসিতাঙ্গো রুরুশ্চণ্ডঃ ক্রোধশ্চোন্মত্তভৈরবঃ। কপালী ভীষণশ্চৈব সংহারশ্চাষ্টমঃ স্মৃতঃ॥ জ্ঞানার্ণবে।

হ্রীং শ্রীং ফট্ স্বাহা।"—এই মন্ত্রে যথাশক্তি মহাকালের পূজা করত "হং ক্ষৌং যাং রাং লাং বাং আং ক্রোং মহাকালভৈরবং তর্পয়ামি স্বাহা।"—এই মন্ত্রে মহাকালের তিনবার তর্পণ করিয়া মূল মন্ত্রে দেবীকে পাঁচবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করত মূলমন্ত্র যথাশক্তি জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবে। পরে স্তব কবচাদি পাঠ করিয়া বলিদান দিবে। তান্ত্রিক বলিদান-পদ্ধতি অনুসারে ছাগপশু আদি বলিদান দিবে (অন্নপূর্ণা পূজা ১৭৩ পৃঃ দেখ) অতঃপর হোম করিবে (তান্ত্রিক হোম ৪৯ পৃ দেখ)।

অনন্তর শান্তি, তিলক ও দক্ষিণান্ত করিয়া বৈগুণ্যসমাধান করত আত্ম-সমর্পণ করিবে, (২২ পৃ দেখ)। পরে আবরণদেবতাসকলের দেবীর অঙ্গে বিলয় চিন্তা করিয়া যথাবিধি বিসর্জ্জন (২২ পৃ দেখ) করিবে।

জন্মতিথি পূজাপ্রয়োগ।

জন্মতিথিদিনে প্রথমত তিলমিশ্রিত জলে স্নান করিয়া শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করত নিত্যক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক গুগ্গুল, নিম্ব, শ্বেতসর্ষপ, দূর্ব্বা ও গোরোচনাযুক্ত হরিদ্রাক্ত ডোরক নিম্নলিখিত মন্ত্রে হস্তে বন্ধন করিবে। যথা,—"ওঁ ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ। ব্রহ্মবিষ্ণুশিবৈঃ সার্দ্ধং রক্ষাং কুর্ব্বন্তু তানি মে॥"

অতঃপর স্বশাখোক্ত স্বস্তিবাচন করিয়া "ওঁ সূর্য্যঃ সোমো" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত তিলকুশফলান্বিত জল পাত্র গ্রহণ করিয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা,—

"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শুভবর্ষবৃদ্ধৌ দীর্ঘায়ুষ্কামঃ গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বকং জন্মদিবসনিমিত্তকং ষষ্ঠীমার্কণ্ডেয়পূজনমহং করিষ্যে।" এইরূপ বাক্য করিয়া স্ববেদোক্ত সূক্ত পাঠ করিয়া, ঘটস্থাপন, আসনশোধন ও সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিয়া, গণেশ, শিবাদিপঞ্চদেবতা, আদিত্যাদিনবগ্রহ, ইন্দ্রাদিদশদিক্পাল প্রভৃতির অর্চ্চনা করিবে। তৎপরে "ওঁ গুরুভ্যোনমঃ" বলিয়া গুরুদেবের অর্চ্চনা করত "ওঁ দেবেভ্যো নমঃ" ওঁ অগ্নিভ্যো নমঃ" ওঁ বিপ্রেভ্যো নমঃ" বলিয়া অর্চ্চনা করিয়া নিজের জন্ম-নক্ষত্রের অর্চ্চনা করিবে। জন্মনক্ষত্র জানা না থাকিলে "ওঁ স্বনক্ষত্রায় নমঃ" বলিয়া অর্চ্চনা করিবে। পরে, ওঁ পিতৃভ্যো নমঃ" এই ক্রমে "প্রজাপতয়ে, সূর্য্যায়, বিঘ্নেশায় এবং মার্কণ্ডেয়ায়" বলিয়া প্রত্যেকের অর্চ্চনা করিয়া প্রার্থনা করিবে। মন্ত্র যথা,—"ওঁ মার্কণ্ডেয় মহাভাগ সপ্তকল্পান্তজীবন।

আয়ুরিষ্টার্থসিদ্ধ্যর্থ মস্মাকং বরদো ভব॥ ওঁ চিরঞ্জীবী যথা ত্বং ভো ভবিষ্যামি তথা মুনে। রূপবান্ বিত্তবাংশ্চৈব শ্রিয়া যুক্তশ্চ সর্ব্বদা।”

অতঃপর অশ্বত্থামা, বলি, ব্যাস, হনুমান্, বিভীষণ, কৃপ ও পরশুরাম, প্রহ্লাদ ও পরাশর ইহাদের অর্চ্চনা করিয়া “ওঁ ষষ্ঠীং গৌরবর্ণাং” ইত্যাদি ধ্যান (২৮ পৃঃ দেখ) করিয়া ষোড়শোপচারে অর্চ্চনা করিবে।

অতঃপর “ওঁ জয় দেবি” ইত্যাদি মন্ত্রে দেবীকে নমস্কার করিয়া “ওঁ রূপং দেহি যশোদেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে। পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি সর্ব্বান্ কামাংশ্চ দেহি মে॥” এই বলিয়া প্রার্থনা করিবে।

অতঃপর স্বগৃহ্যোক্তবিধানে কুশণ্ডিকা করিয়া তিলযুক্ত ঘৃতদ্বারা যথাশক্তি হোম করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে মৎস্য মোচন করিবে। যথা;—“ওঁ অভয়ং ভবতা-মস্ত মৎস্য গচ্ছ যথাসুখং। জলে তু নিবস স্বচ্ছে মৎপ্রসাদাৎ সুখী ভব। জীব মৎস্য জলমৈতৎ প্রবিশ্য মম হস্ততঃ। জলমোক্ষপ্রদানেন মম জীবয় জীবনং॥” পরে নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিয়া তিল ও গুড়যুক্ত দুগ্ধপান করিবে। যথা,—

সতিলং গুড়সংমিশ্রমঞ্জল্যর্দ্ধমিতং পয়ঃ। মার্কণ্ডেয়বরং লব্ধ্বা পিবাম্যায়ুষ্যহেতবে॥

কৃতান্তকুজয়োর্ব্বারে যস্য জন্মদিনং ভবেৎ। অনৃক্ষযোগসংপ্রাপ্তৌ বিঘ্নস্তস্য পদে পদে॥ তস্য সর্ব্বৌষধিস্নানং গ্রহবিপ্রসুরার্চ্চনং। সৌরারয়োর্দ্দিনে মুক্তা দেয়ানৃক্ষে চ কাঞ্চনম্॥

যদি শনি মঙ্গলবারে কাঁহারও জন্মতিথি হয় এবং তাহাতে জন্মনক্ষত্রের যোগ না হয়, তাহা হইলে সর্ব্বৌষধি জলে স্নান, গ্রহ-বিপ্র ও দেবতার অর্চ্চনা করিয়া মুক্তা দান করিবে। যদি উক্তদিনে জন্মনক্ষত্রের সংযোগ না হয় তবে স্বর্ণদান করিবে। দান বাক্য যথা,—অদ্যেত্যাদি—শনিবারাধিকরণকজন্মতিথিসূচিত-শনিবারদোষোপশমনকাম ইদং কাঞ্চনমর্চ্চিতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদে॥”

মঙ্গলবার হইলে “মঙ্গলবারাধিকরণক” এবং মুক্তা হইলে “মুক্তামর্চ্চিতাং” এইরূপ বলিবে। অতঃপর দক্ষিণান্ত করিবে।

বিশ্বকর্ম্মপূজা প্রয়োগ।

নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া শুদ্ধাসনে উপবেশন করত স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক “সূর্য্যঃ সোমো” ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা,

বিষ্ণুরোম্‌ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শিল্পনৈপুণ্যাদিবৃদ্ধ্যর্থং শ্রীবিশ্বকর্ম্মপ্রীতিকামো গণপত্যাদি-নানাদেবতাপূজাপূর্ব্বকং বিশ্বকর্ম্মপূজনমহং করিষ্যে।"

এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া সংকল্পসূক্তাদি পাঠ করত ঘটস্থাপন, সা... ও আসনশুদ্ধি করিয়া গণেশ, শিবাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দিক্‌পাল, মৎস্যাদিদশাবতারগণের পূজা করিয়া "বাং হৃদয়ায় নমঃ"—এই ক্রমে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া বিশ্বকর্ম্মার ধ্যান করিবে। যথা,—

"ওঁ দংশপাল মহাবীর সুচিত্র কর্ম্মকারক। বিশ্বকৃৎ বিশ্বধৃক্‌ চ ত্বং বাসনা-মানদণ্ডধৃক্‌॥" এই ধ্যান পাঠানন্তর মানসোপচারে পূজা করিয়া, বিশেষার্ঘ্য স্থাপনপূর্ব্বক পুনরায় অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া পুনরায় ধ্যান করত ওঁ বিশ্ব-কর্ম্মন্নিহাগচ্ছাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ॥ ওঁ বিশ্বকর্ম্মন্নিহাগচ্ছ তুলাবন্ধমসংকুরু॥" এই বলিয়া আবাহন করত "ওঁ শিল্পা-চার্য্যায় দেবায় নমস্তে বিশ্বকর্ম্মণে স্বাহা। ওঁ বিশ্বকর্ম্মণে নমঃ"—এই মন্ত্রে যথাশক্তি উপচারে পূজা করিয়া মূলমন্ত্র যথাশক্তি জপ করিয়া জপ সমর্পণ করত প্রণাম করিবে। যথা,—ওঁ দেবশিল্পিন্‌ মহাভাগ দেবানাং কার্য্যসাধক। বিশ্বকর্ম্মন্নমস্তভ্যং সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদ॥"

তৎপরে দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া শান্তি আশীর্ব্বাদ করিবে।

বাস্তুপূজা বিধান।

কৃতনিত্যক্রিয় যজমান শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রথমতঃ আচমন করিয়া স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক সংকল্প করিবে। যথা,—

"অদ্যেত্যাদি—অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা ভূম্যাদিলাভার্থং শ্রীবাস্তু-পুরুষপ্রীতিকামো গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বককোকিলাক্ষসহিতবাস্তুপুরুষ-পূজনমহং করিষ্যে।"

এই প্রকার সংকল্প করিয়া সংকল্প-সূক্তাদিপাঠানন্তর ঘটস্থাপন, সামান্যার্ঘ্য-স্থাপন, অঙ্গন্যাস, করন্যাসাদি করিয়া গণেশ, শিবাদিপঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পাল ও মৎস্যাদি-দশাবতারগণের পূজা করিয়া "বাং হৃদয়ায় নমঃ" এই ক্রমে অঙ্গন্যাসাদি করিয়া বাস্তুদেবের ধ্যান করিবে। যথা,—"ওঁ শশধরসমবর্ণং রত্নহারোজ্জ্বলাঙ্গং, কনকমুকুটচূড়ং স্বর্ণযজ্ঞোপবীতং অভয়বরদহস্তং সর্ব্বলোকৈকনাথং, তমিহ ভুবনরূপং বাস্তুরাজং ভজামি॥"

এই ধ্যান করিয়া হস্তস্থিত পুষ্প নিজ মস্তকে দিয়া মানসোপচারে পূজা করত বিশেষার্ঘ্য স্থাপনপূর্ব্বক পুনরায় অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান করত "ওঁ বাস্তুরাজ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ অত্রাধিষ্ঠাত্রং কুরু মম প্রহ্লাদং গৃহাণ।" এইরূপে আবাহন করত "ওঁ বাস্তুরাজায় নমঃ" এই মন্ত্রে বাস্তুরাজের পূজা করিবে। পরে বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক প্রার্থনা করিবে—'ওঁ বাস্তুরাজ মহাভাগ লোকানুগ্রহকারক। পুষ্পাং গৃহাণ দেবেশ আচন্দ্রার্কসুখী ভব॥"

অনন্তর "ওঁ কাং হৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদি রূপে অঙ্গন্যাসাদি করিয়া "ওঁ কোকিলাক্ষং মহাভাগং ব্যাঘ্রস্যোপরি সংস্থিতং। পশুভীতিহরং দেবং কোকিলাক্ষমহং ভজে।" এই ধ্যান করত "ওঁ কোকিলাক্ষায় নমঃ" বলিয়া পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করত শঙ্খপাল, বঙ্কপাল, ক্ষেত্রপাল ও নাগপালের পূজা করিবে।

অতঃপর বাস্তুদেবকে পায়সাদি নিবেদন করত মূলমন্ত্র যথাশক্তি জপ করিয়া জপসমাপনপূর্ব্বক প্রণাম করিবে। যথা,—

"ওঁ বাস্তুরাজ নমস্তুভ্যং পরমস্থানদায়ক। সর্ব্বভূতজিতস্ত্বঞ্চ বাস্তুরাজ নমোঽস্তু তে॥"

তৎপরে "ওঁ গ্রাম্যদেবতায়ৈ নমঃ" এই ক্রমে পঞ্চোপচারে গ্রাম্যদেবতার পূজা করিয়া প্রণাম করিবে। যথা,—

"গ্রাম্যদেবং গ্রামপালং গ্রাম্যোপদ্রবনাশকং। গ্রামরক্ষাকরং দেবং গ্রাম্যদেবং নমাম্যহং॥"

অতঃপর স্তুতিপাঠ করিবে। যথা,—ওঁ ক্ষেত্রে আখণ্ডিতে ধান্যে পূর্ব্বযাত্রা পুরা তব। রাজ্যবৃদ্ধির্যশোবৃদ্ধিঃ প্রবৃদ্ধিঃ পুত্রদারয়োঃ। রাজসম্মানবৃদ্ধিশ্চ গবাং বৃদ্ধিস্তথৈব চ। মন্ত্রসাধনবৃদ্ধিশ্চ ধনবৃদ্ধিরহর্নিশং। অস্মাকমস্তু সততং যাবৎ পূর্ণং ন বৎসরম্॥

অনন্তর দক্ষিণাদান ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিয়া বৈগুণ্য সমাধানার্থ বিষ্ণু স্মরণ করিবে।

বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণোক্ত-

দুর্গা-পূজাবিধি।

বোধন।

আর্দ্রানক্ষত্রযুক্ত নবমীদিনে অথবা কেবল নবমীতিথিতে সায়ংসময়ে বান্ধবাদি সহিত পূজা সম্ভার গ্রহণ করিয়া সায়ংকৃত্য সমাপনান্তে বিল্ববৃক্ষসমীপে গমন করত যজমান বা অন্য কোন ব্রাহ্মণ উত্তরাস্য হইয়া উপবেশনপূর্ব্বক আচমনাদি করিয়া স্বস্তিবাচন করত "সূর্য্যঃ সোমো" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া "অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (পূজকের নাম ও গোত্র) কর্ত্তব্যবার্ষিক শরৎকালীন শ্রীভগবদ্দুর্গাবোধনকর্ম্মাধিকার প্রতিবন্ধক পাপা-পনোদনকামঃ ওঁ দেবিত্বমিত্যাদি মন্ত্রদ্বয়জপমহং করিষ্যে" এই প্রকার সঙ্কল্প করিয়া ওঁ দেবি ত্বং প্রাকৃতং চিত্তং পাপাক্রান্তমভূন্মম। তন্নিঃসারয় চিত্তং মে পাপং হুঁ ফট্ চ তে নমঃ॥ ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালো মহাভূতানি পঞ্চ বৈ। এতে শুভাশুভস্যেহ কর্ম্মণোনব সাক্ষিণঃ॥ এই মন্ত্রদ্বয় পাঠরূপ পাপাপনোদন করিয়া সংকল্প করিবে। যথা,—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য আশ্বিনে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে নবম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা সর্ব্বাপচ্ছান্তিপূর্ব্বকদীর্ঘায়ুষ্ট্ব-পরমৈশ্বর্য্যাতুলধনধান্যপুত্রপৌত্রাদ্যনবচ্ছিন্নসন্ততিমিত্রবর্দ্ধনশত্রুক্ষয়োত্তররাজসম্মা-নাদ্যভীষ্টসিদ্ধার্থং পরত্র দেবীলোকপ্রাপ্তয়ে চ যথোপকল্পিতোপহারৈঃ বৃহ-ন্নন্দিকেশ্বরপুরাণোক্তবিধিনা কর্ত্তব্যবার্ষিক-শরৎকালীন-শ্রীভগবদ্দুর্গামগপূজাঙ্গ-ভূতগণপত্যাদিনানাদেবতা-পূজাপূর্ব্বকং বিল্ববৃক্ষাধিকরণকশ্রীভগবদ্দুর্গায়া বোধন-কর্ম্মাহং করিষ্যে।

এই রূপ সংকল্প করিয়া স্বশাখোক্ত সূক্ত মন্ত্র পাঠ করত ঘটস্থাপন (৪ পৃঃ দেখ) ও আসনশুদ্ধি করত 'ফট্' এই মন্ত্রে বামপাদাঘাতত্রয় দ্বারা ভৌম-বিঘ্ন এবং দিব্যদৃষ্টি দ্বারা অন্তরীক্ষগ বিঘ্ন বিদূরিত করিয়া শ্বেতসর্ষপ গ্রহণ করত "ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ। অপসর্পন্তু তে সর্ব্বে বৈষ্ণবাস্ত্রেণ তাড়িতাঃ॥ ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ। যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া॥" এই মন্ত্র পাঠ করত হস্তস্থিত সর্ষপ বিকীর্ণ করিয়া আত্মরক্ষা করিবে।

অনন্তর নিজের দক্ষিণে গোময়কৃত মণ্ডলে "ওঁ ভূতা ইহাগচ্ছতাগচ্ছত ইহ

তিষ্ঠত তিষ্ঠত অত্রাধিষ্ঠানং কুরুত মম পূজাং গৃহ্নীত” এই বলিয়া ভূতগণের আবাহন করত “ওঁ ভূতেভ্যো নমঃ” এই মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া মাষভক্তবলি গ্রহণ করত “ওঁ অঘোরেভ্যো ঘোরতরেভ্যোঘোরাঘোরতরেভ্যশ্চ সর্ব্বেভ্যো রুদ্ররূপেভ্যো নমঃ। ওঁ বৃক্ষেষু পর্ব্বতাগ্রেষু পাতালেষু চ যে স্থিতাঃ। সর্ব্ববিঘ্নবিনাশায় তেভ্য এষ বলির্নমঃ। এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ঐং আং ভূতেভ্যো নমঃ।” বলিয়া বলি প্রদান করত কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে,— ওঁ ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ যে বসন্ত্যত্র ভূতলে। তে গৃহ্নন্তু ময়া দত্তো বলিরেষ প্রসাধিতঃ। পূজিতা গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্বলিভিস্তর্পিতাস্তথা। দেশাদস্মাদ্বিনিঃসৃত্য পূজাং পশ্যন্তু মৎকৃতাম্ ॥

অনন্তর “ওঁ ফট্” এই মন্ত্রে গন্ধপুষ্পদ্বারা করদ্বয় শোধন করিয়া ঊর্দ্ধ ঊর্দ্ধ ক্রমে তালত্রয় প্রদান করত ছোটিকাদ্বারা দশদিক্‌বন্ধন করিয়া ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস ও পীঠন্যাসাদি করিয়া “হ্রীং” মন্ত্রে প্রাণায়াম করিবে (১১—১৪ পৃঃ দেখ)।

পরে স্থাপিত ঘটে গণেশ, শিবাদিপঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি-দশদিক্‌পাল, মৎস্যাদি দশাবতার, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, বাস্তুপুরুষ, ব্রহ্মপুত্র, মহালক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গা, যমুনা, মঙ্গলচণ্ডিকা ও প্রতিমাগঠিত দেবতাগণের পূজা করিবে। পরে “ওঁ লবণাদিসপ্তসমুদ্রেভ্যো নমঃ। এই ক্রমে,— ধ্রুবাদ্যষ্ট-বসুভ্যঃ, সুমের্ব্বাদিপর্ব্বতেভ্যঃ, মেষাদিরাশিভ্যঃ, অশ্বিন্যাদিনক্ষত্রেভ্যঃ, রব্যাদিবারেভ্যঃ, প্রতিপদাদিতিথিভ্যঃ, ববাদিকরণেভ্যঃ, বিষ্কম্ভাদি-যোগেভ্যঃ, গৌর্য্যাদিষোড়শমাতৃকাগণেভ্যঃ, স্বর্গস্থদেবতাগণেভ্যঃ, মর্ত্ত্যস্থদেবতা-গণেভ্যঃ, পাতালস্থদেবতাগণেভ্যঃ, সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যঃ, সর্ব্বাভ্যো দেবীভ্যঃ, পূজিতদেবতাগণেভ্যঃ।” ইহাদের প্রত্যেকের অর্চনা করিবে।

অনন্তর বিল্ববৃক্ষকে “ওঁ বিল্ববৃক্ষায় নমঃ” বলিয়া পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া “ওঁ ঐং রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ। অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্ত্বয়ি কৃতঃ পুরা॥ অহমপ্যাশ্বিনে তদ্বদ্বোধয়ামি সুরেশ্বরীং। পূজাং গৃহাণ সুমুখি নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে। শক্রেণ সংবোধ্য স্বরাজ্যমাপ্তং তস্মাদহং ত্বাং প্রতি-বোধয়ামি। যথৈব রামেণ হতো দশাস্যস্তথৈব শত্রূন্ বিনিপাতয়ামি॥ ওঁ দুর্গে দেবি সমাগচ্ছ সান্নিধ্যমিহ কল্পয়। যজ্ঞভাগান্ গৃহাণ ত্বমষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ সহ। ওঁ মেরুমন্দরকৈলাসহিমবচ্ছিখরে গিরৌ। জাতঃ শ্রীফলবৃক্ষ ত্বমম্বিকায়াঃ সদা প্রিয়ঃ।” এই বলিয়া করযোড়ে প্রার্থনা করিবে। যদি ষষ্ঠীতিথিতে

বোধন করিতে হয়, তবে "অহমপ্যাশ্বিনে তত্ত্বোধয়ামি" স্থলে "অহমপ্যাশ্বিনে ষষ্ঠ্যাং সায়াহ্নে বোধয়াম্যতঃ" এইরূপ পাঠ করিবে।

অতঃপর পূর্ব্ববৎ অর্ঘ্যপাত্রস্থাপন করিয়া তদুপরি 'ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা' এইমন্ত্র আটবার জপ করিয়া যথাবিধি মুদ্রাদিদর্শন করাইয়া তজ্জলে আত্মশরীর ও অর্চ্চনার দ্রব্যাদি প্রোক্ষণ করত মূলমন্ত্রে প্রাণায়াম করিয়া ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে। যথা,—"শিরসি নারদ ঋষয়ে নমঃ। মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি—ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ। পরে "হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" ইত্যাদি ক্রমে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিয়া গুরুপংক্তি নমস্কার করত যোনিমুদ্রাযোগে (৪২ পৃ দেখ) পুষ্প গ্রহণ করিয়া দেবীর ধ্যান করিবে। যথা—

ওঁ জটাজূটসমাযুক্তামর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরাং। লোচনত্রয়সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাং॥ অতসীপুষ্পবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাং। নবযৌবনসম্পন্নাং সর্ব্বাভরণভূষিতাং॥ সুচারুদশনাং তদ্বৎ পীনোন্নতপয়োধরাং। ত্রিভঙ্গস্থানসংস্থানাং মহিষাসুরমর্দ্দিনীং॥ মৃণালায়তসংস্পর্শদশবাহুসমন্বিতাং। ত্রিশূলং দক্ষিণে ধ্যেয়ং খড়্গং চক্রং ক্রমাদধঃ॥ তীক্ষ্ণবাণং তথা শক্তিং দক্ষিণেষ বিচিন্তয়েৎ। খেটকং পূর্ণচাপঞ্চ পাশমঙ্কুশমেব চ॥ ঘণ্টাং বা পরশুং বাপি বামতঃ সন্নিবেশয়েৎ। অধস্তান্মহিষং তদ্বদ্বিশিরস্কং প্রদর্শয়েৎ। শিরশ্ছেদোদ্ভবং বীক্ষেদ্দানবং খড়্গপাণিনং। হৃদি শূলেন নির্ভিন্নং নির্যদন্ত্রবিভূষিতং। রক্তারক্তীকৃতাঙ্গঞ্চ রক্তবিস্ফুরিতেক্ষণং। বেষ্টিতং নাগপাশেন ভ্রূকুটীভীষণাননাং। সপাশবামহস্তেন ধৃতকেশঞ্চ দুর্গয়া। বমদ্রুধিরবক্ত্রঞ্চ দেব্যাঃ সিংহং প্রদর্শয়েৎ॥ দেব্যাস্তু দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরি স্থিতং। কিঞ্চিদূর্দ্ধং তথা বামমঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি। স্তূয়মানঞ্চ তদ্রূপমমরৈঃ সন্নিবেশয়েৎ॥ উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা। চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতিচণ্ডিকা। অষ্টাভিঃ শক্তিভিস্তাভিঃ সততং পরিবেষ্টিতাং। চিন্তয়েজ্জগতাং ধাত্রীং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদাং।

এইরূপে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে অর্চ্চনা করিয়া হস্তস্থ পুষ্প নিজমস্তকে প্রদান করত বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া পুনরায় করাঙ্গন্যাসাদি করিয়া ঘটে পুষ্পদান করত দেবীর ধ্যান করিয়া ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বর্ভগবদ্দুর্গে দেবি ইহাগচ্ছাগচ্ছ ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করত "ওঁ দক্ষযজ্ঞবিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনীকোটিপরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ।" অথবা - "ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ" এই মন্ত্রে যথাশক্তি উপচারে পূজা করিয়া "ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে" ইত্যাদি মন্ত্রে নমস্কার করিয়া ঘটের চতুষ্কোণে চারিটি তীর আরোপণ

পূর্ব্বক নিম্ন লিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—"ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী" ইত্যাদি (৭ পৃ দেখ)। পরে লালসূত্র দ্বারা পাঁচ বা সাতবার বেষ্টন করিবে। মন্ত্র, যথা,—ওঁ সুত্রামাণং পৃথিবীং দ্যামনেহসং সুশর্ম্মাণমদিতিং সুপ্রণীতিং দেবীং নাবং সুমিত্রা মনাগসমাশ্রবন্তী মারুহেমা স্বস্তয়ে॥"

অধিবাস বিধি।

ষষ্ঠীর দিন সায়ং সময়ে অধিবাস করিতে হয়। যদি নবমীতে বোধন না হইয়া থাকে, তবে ষষ্ঠীর দিন সায়ংকালে অগ্রে বোধন করিয়া পরেই অধিবাস করিবে। নিত্যক্রিয়াদি সমাপন করত প্রথমে বোধিত বিল্ববৃক্ষসমীপে গমন করিয়া কুশহস্তে আচমন করত স্বস্তিবাচন করিয়া স্বশাখোক্ত সূক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া তিল কুশ ফলান্বিত জলপূর্ণ তাম্রাদি পাত্র গ্রহণ করিয়া সংকল্প করিবে। যথা—

তৎসদদ্যাশ্বিনে মাসি কন্যারাশিস্থে ভাস্করে শুক্লে পক্ষে ষষ্ঠ্যাস্তিথৌ অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা সর্ব্বাপচ্ছান্তিপূর্ব্বকদীর্ঘায়ুষ্ট্বপরমৈশ্বর্য্যাতুলধনধান্য-পুত্রপৌত্রাদ্যনবচ্ছিন্নসন্ততিমিত্রবর্দ্ধন শত্রুক্ষয়োত্তরোত্তররাজসম্মানাদ্যভীষ্টসিদ্ধ্যর্থং পরত্র দেবীলোকপ্রাপ্তয়ে চ যথোপকল্পিতোপহারৈর্ব্রহ্মনন্দিকেশ্বরপুরাণানুগৃহীতভবিষ্যপুরাণোক্তবিধিনা গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজা পূর্ব্বকশ্বঃপ্রভৃতিসপ্তম্যাদিদিনত্রয়কর্ত্তব্য বার্ষিক-শরৎকালীনশ্রীভগবদ্দুর্গা-পূজাঙ্গভূতাধিবাসনকর্ম্মাহং করিষ্যে"

অতঃপর সংকল্প সূক্ত পাঠ করিয়া ঘটস্থাপন, আসনশোধন, বিঘ্ন উৎসারণ ও ভূতাপসারণ করিয়া (বোধন দেখ) নিজের দক্ষিণ ভাগে গোময়কৃত মণ্ডলে ক্ষেত্রপালাদিভূতগণের বলি দান করিবে। যথা,—"ওঁ আদ্যাশ্চ কর্ম্মজাশ্চৈব যে ভূতা দিগ্বিদিক্স্থিতাঃ। প্রসন্নাঃ পরিতুষ্টাস্তে প্রতিগৃহ্নন্ত্বিমং বলিং॥ এতে মাষভক্তবলয়ঃ ওঁ ঐং হ্রীং ক্ষ্রৌং ক্ষেত্রপালাদিভূতেভ্যো নমঃ" বলিয়া বলিপ্রদান করত কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ ভূতাঃ প্রেতাঃ" ইত্যাদি মন্ত্র (১৯৪ পৃ দেখ) পাঠ করিবে।

অনন্তর অর্ঘ্যস্থাপন, ভূতশুদ্ধি ও প্রাণায়াম করিয়া গণেশাদি দেবতাগণের (পৃ ৯৯ দেখ) পূজা করিবে।

অতঃপর পাদ্যাদি দ্বারা বিল্ববৃক্ষের পূজা করিয়া ঈশানকোণস্থ ফলযুগল-শালিনী শাখাকে সিন্দূর দ্বারা আমন্ত্রণ করিয়া কৃতাঞ্জলি পুরঃসর নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া বিল্ববৃক্ষের নিকট প্রার্থনা করিবে। যথা,—

ওঁ মেরুমন্দরকৈলাস-হিমবচ্ছিখরে গিরৌ। জাতঃ শ্রীফলবৃক্ষ ত্বমম্বিকায়াঃ সদা প্রিয়ঃ ॥ শ্রীশৈলশিখরে জাতঃ শ্রীফলঃ শ্রীনিকেতনঃ। নেতব্যোঽসি ময়া গচ্ছ পূজ্যো দুর্গাস্বরূপতঃ। শ্রীফলোঽসি মহাভাগ সদা ত্বং শঙ্করপ্রিয়ঃ। চণ্ডিকারোপণার্থায় ত্বামহং বরয়ে প্রভো ॥

তৎপর পূর্ব্ববৎ দুর্গার্চ্চনা করিয়া (১৯৫ পৃ দেখ) "ওঁ কোসি কতমোঽসি কস্মৈ ত্বা কায়ত্বা সুশ্লোকঃ সুমঙ্গলং সত্যরাজন্" এই মন্ত্রে তৈলহরিদ্রা দান করিয়া "ওঁ আয়ুষ্যং পুষ্টিদং তৈলং সর্ব্বদেবনিবেশিতং। লিম্পানি সর্ব্বগাত্রাণি সর্ব্বপাপহরাস্তিলাঃ।" এই মন্ত্রে তিলতৈল দান করিয়া প্রশস্তি বন্ধনোক্ত দ্রব্যদ্বারা তত্তন্মন্ত্রে অধিবাস করিয়া শূর্পস্থ নির্ম্মঞ্জন দ্রব্যদ্বারা নির্ম্মঞ্ছন করিয়া "ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ" ইত্যাদি মন্ত্রে ঘটের চতুর্দ্দিকে কাণ্ড আরোপণ করিয়া "ওঁ সুত্রামাণং" ইত্যাদি মন্ত্রে সূত্রবেষ্টন করত তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া "ওঁ সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে" ইত্যাদি মন্ত্রে নমস্কার করত মৃন্ময়ী প্রতিমাস্থানে গমন করিয়া "ওঁ অদ্য প্রাপ্তাসি দেবি ত্বং নমস্তে পরমেশ্বরি। দুর্গে দেবি সমুত্তিষ্ঠ ত্বামিহমধিবাসয়ে ॥" ওঁ নানারূপধরে দেবি দিব্যবস্ত্রাবগুণ্ঠিতে। তবালেপনমাত্রেণ চিত্রদোষোবিনশ্যতু ॥" ইহা পাঠ করিয়া তৈল হরিদ্রা দান করিয়া গন্ধাদি দ্বারা দেবীর, প্রতিমাস্থ দেবতাগণের, নবপত্রিকা, খড়্গ ও দর্পণের অধিবাস করিবে।

অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া নিদ্রাকলস স্থাপন করিবে। যথা—"ওঁ নিদ্রাং প্রপদ্যে ভবতী নিদ্রাঞ্চ যশসে শ্রিয়ৈ। নিদ্রাং সমধিগম্য ত্বং তিষ্ঠ দেবি যথাসুখং ॥" পরে কলসের চতুর্দ্দিকে কাণ্ড চতুষ্টয় আরোপণ ও সূত্র দ্বারা বেষ্টন করিবে।

সপ্তমীপূজা।

প্রাতঃকালে নিত্যক্রিয়াদি সমাধানান্তে সুহৃদ্গণের সহিত বিল্ববৃক্ষসমীপে গমন করত আচমন, স্বস্তিবাচন ও "সূর্য্যঃ সোমো" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া শ্বেতসর্ষপ গ্রহণ করত "ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া ভূতাপসারণ এবং স্বদক্ষিণে গোময়কৃত মণ্ডলে ভূতগণের আবাহন ও পূজা করিয়া "ওঁ আদ্যাশ্চ কর্ম্মজাশ্চৈব" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত ক্ষেত্র পালাদি ভূতগণের বলিপ্রদান করিয়া "ওঁ ভূতাঃ প্রেতা" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে।

পরে বিল্ববৃক্ষের অর্চ্চনা করিয়া "ওঁ বিল্ববৃক্ষ মহাভাগ সদা ত্বং শঙ্করপ্রিয়ঃ। গৃহীত্বা তব শাখাঞ্চ দেবীপূজাং করোম্যহং ॥ পুত্রায়ুর্ধনবৃদ্ধ্যর্থং নেষ্যে ত্বাং চণ্ডিকা-

লয়ং। বিল্বশাখাং সমাশ্রিত্য লক্ষ্মীং রাজ্যং প্রযচ্ছ মে॥ ওঁ শাখাচ্ছেদোদ্ভবং দুঃখং ন চ কার্য্যং ত্বয়া প্রভো। গৃহীত্বা তব শাখাঞ্চ পূজ্যা দুর্গেতি চ স্মৃতিঃ॥ ওঁ উত্তিষ্ঠ পত্রিকে দেবি সর্ব্বকল্যাণহেতবে। পূজাং গৃহাণ সকলমস্মাকং বরদা ভব॥ ওঁ শ্রীশৈলশিখরে জাতঃ শ্রীফলঃ শ্রীনিকেতনঃ। নেতব্যোঽসি ময়া গচ্ছ পূজ্যো দুর্গাস্বরূপতঃ।" করযোড়ে এই মন্ত্র পাঠ করত খড়্গ গ্রহণ করিয়া "ওঁ ছিন্দি ছিন্দি ফট্ আং হুং ফট্ স্বাহা" বলিয়া পূর্ব্ব আমন্ত্রিত বিল্ব-শাখা ছেদন করিয়া পুষ্পাঞ্জলিত্রয় প্রদান করত নিম্ন মন্ত্রে প্রণাম করিবে।

"ওঁ শাখাচ্ছেদোদ্ভবং দুঃখং যৎকৃতং হি ময়া প্রভো। ক্ষম্যতাং বিল্ববৃক্ষেশ নমস্তুভ্যং শিবপ্রিয়। মেরুমন্দরকৈলাসহিমবচ্ছিখরে গিরৌ। জাতঃ শ্রীফলবৃক্ষ ত্বমম্বিকায়াঃ সদা প্রিয়ঃ॥ ওঁ পূজায়ুর্ব্বনরক্ষার্থং নেষ্যামি চণ্ডিকালয়ং। বিল্ব-বৃক্ষং সমাশ্রিত্য লক্ষ্মীং রাজ্যং প্রযচ্ছ মে॥ ওঁ আগচ্ছ চণ্ডিকে দেবি সর্ব্বকল্যাণ-হেতবে। পূজাং গৃহাণ সুমুখি নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে॥ ওঁ দেবি চণ্ডাত্মিকে চণ্ডি চণ্ডবিগ্রহকারিণি। বিল্বশাখাং সমাশ্রিত্য তিষ্ঠ দেবি গণৈঃ সহ॥"

তৎপরে বাদ্যধ্বনি সহকারে ঐ বিল্বশাখা লইয়া পূজালয়ে প্রবেশ করিবে। (স্থান বিশেষে নদ্যাদি হইতে এই সময় নবপত্রিকার স্নান করাইয়া আনার ব্যবহার আছে)। অতঃপর শ্বেত অপরাজিতালতা ও হরিদ্রাক্ত ডোরকদ্বারা বেষ্টন করিয়া ভদ্র পীঠাসনে রম্ভাদি নবপত্রিকাকে স্থাপন করিবে।

অতঃপর দেবীসম্মুখে উপবেশন পূর্ব্বক আচমন করিয়া * অর্চ্চনা প্রতিবন্ধক পাপাপনোদন (১৭৩ পৃঃ দেখ) করিয়া স্বস্তিবাচনাদি করত সংকল্প করিবে।

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যাশ্বিনে মাসি কন্যারাশিস্থে ভাস্করে শুক্লে পক্ষে সপ্তম্যা-স্তিথেরারভ্য নবমীং যাবৎ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা সর্ব্বাপচ্ছান্তিপূর্ব্বকদীর্ঘা-য়ুষ্ট্বপরমৈশ্বর্য্যাতুলধনধান্যপুত্রপৌত্রাদ্যনবচ্ছিন্নসন্ততিমিত্রবর্দ্ধনশত্রুক্ষয়োত্তরোত্তর-রাজসম্মানাদ্যভীষ্টসিদ্ধ্যর্থং পরত্র দেবীলোকপ্রাপ্তয়ে চ যথোপকল্পিতোপহারৈ-র্ব্বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণানুগৃহীতভবিষ্যপুরাণোক্তবিধিনা সপ্তমীবিহিতরম্ভাদিনব-পত্রিকাস্নাপনপ্রবেশমৃন্ময়শ্রীভগবদ্দুর্গামহাস্নানগণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বক-বার্ষিকশরৎকালীনশ্রীভগবদ্দুর্গাপূজা ছাগপশু বলিদান মহাষ্টমীবিহিত মৃন্ময়-শ্রীভগবদ্দুর্গামহাস্নান-গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বক-বার্ষিকশরৎকালীনশ্রীভ-গবদ্দুর্গা-পূজাছাগপশুবলিদান-মহাষ্টমীমহানবমীসন্ধিকালবিহিতগণপত্যাদিনানা-

* যদি প্রতিনিধিকে বরণ করিতে হয়, তবে এই সময়ে ব্রাহ্মণকে পুণ্যাহ বাচন করাইয়া বরণ করিবে (৪৪ পৃ দেখ)।

দেবতাপূজাপূর্ব্বকবার্ষিকশরৎকালীনশ্রীভগবদ্দুর্গাপূজা ছাগপশুবলিদানমহানবমী বিহিতমৃণ্ময়শ্রীভগবদ্দুর্গামহাস্নানগণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাছাগপশুবলিদানপূর্ব্বক-বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীভগবদ্দুর্গাপূজনকর্ম্মাহং করিষ্যে।”

এইপ্রকার সঙ্কল্প করিয়া গৃহীত জল ঈশানকোণে নিক্ষেপ করত স্বশাখোক্ত সূক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া নবপত্রিকা * স্নান করাইবে। যথা—

প্রথমতঃ পঞ্চগব্য শোধন (৫১।৫২পৃঃ দেখ) করিয়া “ওঁ হ্রাঁ হৃদয়ায় নমঃ” বলিয়া গোমূত্র দ্বারা স্নান করাইবে। এইরূপে “ওঁ হ্রীং শিরসে স্বাহা” বলিয়া গোময় “ওঁ হ্রূং শিখায়ৈ বষট্” বলিয়া দুগ্ধ, “ওঁ হ্রৈং কবচায় হুং” বলিয়া দধি “ওঁ হ্রৌঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্” বলিয়া ঘৃত এবং “ওঁ হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্” বলিয়া কুশোদক দ্বারা স্নান করাইবে। পরে সুগন্ধিজল দ্বারা স্নান করাইবে। যথা,—

“ওঁ কদলীতরুসংস্থাসি বিষ্ণোর্বক্ষঃস্থলাশ্রয়ে। নমস্তে নবপত্রি ত্বং নমস্তে চণ্ডনায়িকে॥ ১॥ ও কচ্চি ত্বং স্থাবরস্থাসি সদা সিদ্ধিপ্রদায়িনী। দুর্গারূপেণ সর্ব্বত্র স্নানেন বিজয়ং কুরু॥ ২॥ ওঁ হরিদ্রে হররূপাসি শঙ্করস্য সদা প্রিয়া। রুদ্ররূপাসি দেবি ত্বং সর্ব্বসিদ্ধিং প্রযচ্ছ মে॥ ৩॥ ওঁ জয়ন্তি জয়রূপাসি জগতাং জয়হেতবে। নমামি ত্বাং মহাদেবি জয়ং দেহি গৃহে মম॥ ৪॥ ওঁ শ্রীফল শ্রীনিকেতোঽসি সদা বিজয়বর্দ্ধনঃ। দেহি মে হিতকামাংশ্চ প্রসন্নো ভব সর্ব্বদা॥ ৫॥ ওঁ দাড়িম্যঘবিনাশায় ক্ষুন্নাশায় চ বেধসা। নির্ম্মিতা ফলকামায় প্রসীদ ত্বং হরপ্রিয়ে॥ ৬॥ ওঁ স্থিরা ভব সদা দুর্গে অশোকে শোকহারিণি। ময়া ত্বং পূজিতা দুর্গে স্থিরা ভব হরপ্রিয়ে॥ ৭॥ ওঁ মান মান্যেষু বৃক্ষেষু মাননীয়ঃ সুরাসুরৈঃ। স্নাপয়ামি মহাদেবীং মানং দেহি নমোঽস্তু তে॥ ৮॥ ওঁ লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী। স্থিরাত্যন্তং হি নো ভূত্বা গৃহে কামপ্রদা ভব॥ ৯॥”

অনন্তর অষ্টঘটের জল দ্বারা স্নান করাইবে। যথা,—“ওঁ দেবাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ। ব্যোমগঙ্গাম্বুপূর্ণেন আদ্যেন কলসেন তু॥ ১॥ ওঁ মরুতশ্চাভিষিঞ্চন্তু ভক্তিমন্তঃ সুরেশ্বরীং। মেঘতোয়াদিপূর্ণেন দ্বিতীয়কলসেন তু॥ ২॥ ওঁ সারস্বতাদিতোয়েন সংপূর্ণেন সুরোত্তমাং। বিদ্যাধরাশ্চাভিষিঞ্চন্তু তৃতীয়-কলসেন তু॥ ৩॥ ওঁ যক্ষাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু লোকপালাঃ সমাগতাঃ। সাগরোদ-কপূর্ণেন চতুর্থকলসেন তু॥ ৪॥ ওঁ বারিণা পরিপূর্ণেন পদ্মরেণুসুগন্ধিনা।

* রম্ভা কচ্চী হরিদ্রা চ জয়ন্তী বিল্বদাড়িমৌ। অশোকো মানকশ্চৈব ধান্যঞ্চ নবপত্রিকা।

পঞ্চমেনাভিষিক্তস্তু নাগাশ্চ কলসেন তু॥ ৫॥ ওঁ হিমবদ্ধেমকূটাদ্যা অভিষিঞ্চন্তু পর্ব্বতাঃ। নির্ঝরোদকপূর্ণেন ষষ্ঠেন কলসেন তু॥ ৬॥ ওঁ সর্ব্বতীর্থাম্বুপূর্ণেন সপ্তমেন সুরেশ্বরীং। শক্রাদয়োঽভিষিঞ্চন্তু ঋষয়ঃ সপ্ত এব চ॥ ৭॥ ওঁ বসবশ্চাভি-ষিঞ্চন্তু কলসেনাষ্টমেন তু। অষ্টমঙ্গলসংযুক্তে দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে॥ ৮॥

এই সকল মন্ত্রে নবপত্রিকা স্নান করাইয়া বস্ত্র পরিধান করাইবে। যথা,—"ওঁ পরিধাস্যে যশোধাস্যে দীর্ঘায়ুত্বায় জরদষ্টিরস্মি॥ শতঞ্চ জীবামি শরদঃ সুবর্চ্চা রায়স্পোষমভি সংব্যয়িষ্যে॥"

বস্ত্র পরিধান করাইয়া মঙ্গলবাদ্য করিয়া দেবীর দক্ষিণে ভদ্রাসনোপরি স্থাপন করাইবে।

অতঃপর দেবীর সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে :—"ওঁ অদ্যেত্যাদি-অস্যা মৃন্ময়প্রতিমায়াঃ সায়ুধায়াঃ সর্ব্বালঙ্কারভূষিতায়া নানাবর্ণচিত্রকর্ম্মণি লিপি-দোষেণ যৎকিঞ্চিৎ স্থানমানাদিবৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় বেতালাদিমহাভূ-তেভ্যঃ এতে মাষভক্তবলয়ো নমঃ।" এই বলিয়া নৈঋত কোণে বলিত্রয় প্রদান করিয়া চক্ষুর্দ্দান করিবে। যথা,—"ওঁ ইদং নেত্রত্রয়ং দিব্যং চন্দ্রসূর্য্যানলপ্রভং। তারাকারময়ং দেবি পশ্য ত্বং ভুবনত্রয়ং॥"

অনন্তর করযোড়ে নিম্ন লিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে,—"ওঁ শ্রীশৈলশিখরে জাতঃ শ্রীফলঃ শ্রীনিকেতনঃ। নেতব্যোঽসি ময়া গচ্ছ পূজ্যো দুর্গাস্বরূপতঃ। ওঁ প্রবিশ্য তিষ্ঠ যজ্ঞেঽস্মিন্। যাবৎ পূজাং করোম্যহং। আয়ুরারোগ্য-বিজয়ং দেহি দেবি নমোঽস্তু তে॥" তৎপরে দেবীর চরণ ধারণ করিয়া পাঠ করিবে। —"ওঁ চামুণ্ডে চল চল চালয় চালয় শীঘ্রং পূজালয়ং প্রবিশ। ওঁ আগচ্ছ মদ্গৃহে দেবি সর্ব্বাভিঃ শক্তিভিঃ সহ। প্রবিশ্য তিষ্ঠ যজ্ঞেঽস্মিন্ যাবৎ পূজাং করোম্যহং॥ ওঁ আগচ্ছ চণ্ডিকে দেবি সর্ব্বকল্যাণহেতবে। পূজাং গৃহাণ বিধিবৎ সর্ব্বকল্যাণকারিণি। ওঁ এহেহি ভগবত্যম্ব শত্রু-ক্ষয়জয়প্রদে। ভক্তিতঃ পূজয়ামি ত্বাং নবদুর্গে সুরার্চ্চিতে॥ ওঁ পল্লবৈশ্চ ফলোপেতৈঃ শাখাভিঃ সুরনায়িকে। পল্লবে সংস্থিতে দেবি পূজাং গৃহ্ন প্রসীদ মে॥"

অনন্তর—"ওঁ হ্রাং হ্রীং স্থাং স্থীং স্থিরীভব।" এই মন্ত্রে গীতবাদ্য সহ-কারে দেবীকে স্থাপন করিয়া গণপতি ঘট, নবপত্রিকা ঘট ও দুর্গাঘট (কুলপ্রথা-নুসারে ঘট বেশীও স্থাপন করা হইয়া থাকে) স্বশাখোক্ত মন্ত্রে স্থাপন করিয়া দুর্গাঘটে হস্ত দিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ করিবে। যথা,—

"ওঁ সর্ব্বতীর্থোদ্ভবং বারি সর্ব্বদেবনমস্কৃতং। ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেবগণৈঃ সহ॥"

তৎপরে দেবীর চরণে হস্তদান করিয়া "ওঁ আবাহয়ামি দেবি ত্বাং মৃন্ময়ে শ্রীফলেঽপি চ। স্থিরাত্যন্তং হি নো ভূত্বা গৃহে কামপ্রদা ভব॥" ওঁ ত্বং দুর্গে দুর্গরূপাসি সুরতেজোমহাবলে। মেনানন্দকরে দেবি সর্ব্বসিদ্ধিঞ্চ দেহি মে। ওঁ এহ্যেহি ভগবত্যম্ব ইত্যাদি। ওঁ দুর্গে দেবি সমাগচ্ছ" ইত্যাদি। ওঁ মেরুমন্দর-ইত্যাদি। ওঁ দেবী ত্বং জগতাং মাতঃ সৃষ্টিসংহারকারিণি। পত্রিকাসু সমস্তাসু সান্নিধ্যমিহ কল্পয়। ওঁ যে দেবা যাশ্চ দেব্যশ্চ চলিতাশ্চ চলন্তি যে। আবাহয়ামি তান্ সর্ব্বান্ চণ্ডিকে পরমেশ্বরি॥" এই মন্ত্র পাঠ করিবে।

অতঃপর দেবীর সম্মুখ ভাগ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া দেবীর হৃদয়ে হস্ত প্রদান করিয়া "অস্য প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রস্য ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরা ঋষয়ঃ ঋগ্‌যজুঃসামানি ছন্দাংসি ক্রিয়াময়বপুঃ প্রাণাখ্যা দেবতা আং বীজং হ্রীং প্রাণপ্রতিষ্ঠায়াং বিনিয়োগঃ। ওঁ অস্যৈ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্তু অস্যৈ প্রাণাঃ ক্ষরন্তু চ। অস্যৈ দেবত্বসংখ্যায়ৈ স্বাহা॥ ওঁ আং হ্রীং ক্রোং ইত্যাদি। ও মনোজ্যোতির্জুষতাং ইত্যাদি॥ (১৭ পৃ দেখ) ওঁ বায়ুং নঃ শর্ম্ম মর্ম্মভূতিং প্রতিষ্ঠ প্রতিষ্ঠ॥" পরে প্রতিমাগঠিত দেবতাগণের প্রত্যেকের "ওঁ মনোজ্যোতির্জুষতাং" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে।

অতঃপর দেবীর সম্মুখে দর্পণ স্থাপন করিয়া দর্পণে প্রতিবিম্ব অবলোকন করত "ওঁ অন্নাদ্যায় ব্যূহধ্বং সোমোরাজায় মাগমৎ। স মে মুখং প্রমার্ক্ষ্যতে যশসা চ ভগেন চ॥" এই মন্ত্রে দন্তকাষ্ঠ দ্বারা মুখ প্রক্ষালন করাইয়া মহাস্নান করাইবে।

মহাস্নান যথা,—প্রথমে শীতলতণ্ডুল চূর্ণ দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া দর্পণে দেবীর সর্ব্বশরীর উদ্বর্ত্তন করিবে। যথা,—ওঁ উদ্বর্ত্তয়ামি দেবি ত্বাং ইত্যাদি।

পরে শীতল জলদ্বারা "ওঁ হ্রীং শ্রীঁ চণ্ডিকায়ৈ নমঃ।" বলিয়া স্নান করাইয়া শোধিত পঞ্চগব্যদ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে (নবপত্রিকা স্নানবৎ) স্নান করাইয়া পঞ্চামৃতদ্বারা * স্নান করাইবে। যথা,—চিনি দ্বারা,—"ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ। মধু,—"ওঁ হ্রীং গৌর্য্যৈ নমঃ।" নারিকেল জল,—"ওঁ হ্রীং ভগবত্যৈ

* খণ্ডং মধু ঘৃতং ক্ষৌদ্রং নারিকেলোদকন্তথা। পঞ্চামৃতমিদং প্রোক্তং দুর্গাস্নানবিধৌ বিদুঃ

নমঃ।" ঘৃত,—"ওঁ হ্রীঁং ত্রিদশেশ্বর্য্যৈ নমঃ।" দুগ্ধ,—"ওঁ হ্রীঁং চণ্ডিকায়ৈ নমঃ" সমস্ত একত্র করিয়া,—"ওঁ গণাম্বিকায়ৈ বিদ্মহে মহাদেব্যৈ ধীমহি তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ॥" এই দেবী গায়ত্রী পাঠ করিয়া স্নান করাইবে। অনন্তর মৃত্তিকাস্নান করাইবে। যথা,—

নদীর উভয় কূলস্থ মৃত্তিকামিশ্রিত জলদ্বারা,—"ওঁ হ্রীঁং চণ্ডায়ৈ নমঃ। অশ্বোদ্ধৃত মৃত্তিকোদক,—"ওঁ হ্রীঁং ভগবত্যৈ নমঃ।" শূকরদন্তোদ্ধৃত মৃত্তিকোদক,—ওঁ হ্রীঁং প্রচণ্ডায়ৈ নমঃ।" উষ্ণোদক,—"ওঁ হ্রীঁ চণ্ডিকায়ৈ নমঃ।" হস্তিদন্তোদ্ধৃতমৃত্তিকাজল "ওঁ হ্রীঁং চণ্ডায়ৈ নমঃ।" বেশ্যাদ্বারস্থমৃত্তিকাজল,—"ওঁ হ্রীঁং গৌর্য্যৈ নমঃ। ধান্য, পট্টপত্র ও গুড়োদক,—ওঁ হ্রীঁং কাত্যায়ন্যৈ নমঃ। রাজদ্বার মৃত্তিকোদক,—"ওঁ হ্রীঁং অতিচণ্ডায়ৈ নমঃ"। গঙ্গোদক,—"ওঁ রাং রীং রক্তদন্তিকায়ৈ।" কুশোদক,—"ওঁ রাং রীং মহাদন্তিকায়ৈ।" হরিদ্রোদক,—"ওঁ নমঃ পরমেশ্বরায় ধর্ম্মায় যজ্ঞায় যজ্ঞরূপিণে। তপসে পাপনাশায় পুণ্যায় সুখধর্ম্মিণে॥" বৃষশৃঙ্গোদ্ধৃতমৃত্তিকোদক,—"ওঁ হ্রীঁং শ্রীং বৌং নমঃ।" সমুদ্রোদক,—ওঁ হ্রীঁং দুর্গায়ৈ।" অগুরূদক,—ভবান্যৈ।" সর্ব্বৌষধিজল,—ভদ্রকাল্যৈ।" চতুষ্পথমৃত্তিকোদক,—নারায়ণ্যৈ।" কুঙ্কুমোদক,—দুর্গায়ৈ।" জাতীফলোদক,—"চণ্ডিকায়ৈ।" কর্পূরোদক,—পার্ব্বত্যৈ।" গঙ্গামৃত্তিকোদক রুদ্রচণ্ডায়ৈ, যবাদি ব্রীহিজল,—ভুবনাম্বিকায়ৈ।" ইক্ষুরস,—উগ্রচণ্ডায়ৈ।" পঞ্চকষায় (১) জল,—অপরাজিতায়ৈ।" কাঞ্চনোদক,—শিবদূত্যৈ। রজতোদক,—"গৌর্য্যৈ।" এই প্রত্যেক নামের পূর্ব্বে "ওঁ হ্রীঁং" যোগ করিয়া স্নান করাইবে। পরে নারিকেলোদক,—বাং বৈষ্ণব্যৈ।" দধি, দুগ্ধ, ঘৃত ও মধু দ্বারা প্রত্যেকে,—"ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা।" গোরোচনোদক,—"ওঁ হ্রীঁং অপর্ণায়ৈ।" মালত্যাদিপুষ্পোদক,—ওঁ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা ইত্যাদি। পঞ্চরত্নোদক,—"ওঁ হ্রীঁং মহালক্ষ্ম্যৈ।" শিশিরোদক,—"ওঁ হ্রীঁং শান্ত্যৈ।" শঙ্খোদক,—"ওঁ পুণ্যস্ত্বং শঙ্খ পুণ্যানাং ইত্যাদি॥"

অনন্তর অষ্ট ঘট জল দ্বারা স্নান করাইবে। যথা,—"ওঁ সুরাস্ত্বা মভিষিঞ্চন্তু ইত্যাদি (২৪ পৃ দেখ)।" অতঃপর ভৃঙ্গারস্থ (গাড়ুস্থ) সুগন্ধি জল,—ওঁ সূর্য্যঃ সোমঃ কুবেরশ্চ বরুণো যাদসাং পতিঃ॥ এতে সুমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু

(১) জম্বু, শাল্মলী বাট্যালা বকুলো বদরস্তথা। এতে পঞ্চকষাঃ প্রোক্তাঃ স্নানার্থং কথয়ামি তে। জাম, শিমুল, বেড়ালা, বকুল ও কুলছালের একত্র সংমিশ্রিত জলকেই পঞ্চকষায় বলে।

তে ॥ ১ ॥ ওঁ অদিতিশ্চ দিতিশ্চৈব তথৈবারুন্ধতী সতী। এতাঃ সুমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তে ॥ ২ ॥ ওঁ গঙ্গা চ যমুনা চৈব চন্দ্রভাগা সরস্বতী। এতাঃ সুমনসো ভূত্বা স্নাপয়ন্তু মহেশ্বরীম্ ॥ ৩ ॥ ওঁ ঐরাবতঃ পুণ্ডরীকঃ কুমুদশ্চ দিশাং গজাঃ। এতে সুমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তে ॥ ৪ ॥ ওঁ বৃহস্পতিঃ সুরাচার্য্যো দৈত্যানামর্চ্চিতো ভৃগুঃ। এতৌ সুমনসৌ ভূত্বা স্নাপয়েতাং মহেশ্বরীং ॥ ৫ ॥ ওঁ দেবকন্যা নাগকন্যা তথৈবাপ্সরসাং গণাঃ। গন্ধোদকসমৃদ্ধেন স্নাপয়ন্তু মহেশ্বরীং ॥ ৬ ॥ ওঁ বিদ্যাধরঃ পুষ্পদন্তো হাহা হুহুশ্চ বীর্য্যবান্। গীতবাদ্যাদিনাট্যেন স্নাপয়ন্তু মহেশ্বরীম্ ॥ ৭ ॥ ওঁ ব্যাসশ্চ নারদশ্চৈব বশিষ্ঠশ্চ পরাশরঃ। মন্ত্রপূতেন তোয়েন স্নাপয়ন্তু মহেশ্বরীং ॥ ৮ ॥ ওঁ দৈত্যাশ্চ দানবাশ্চৈব যাতুধানাঃ সহস্রশঃ। সর্ব্বে সুমনসো ভূত্বা স্নাপয়ন্তু সুশোভনাং ॥ ৯ ॥ ওঁ দুর্গা চণ্ডেশ্বরী চণ্ডী বারাহী কার্ত্তিকী তথা। হরসিদ্ধা তথা গৌরী কামাখ্যা সর্ব্বদেবতাঃ। এতা সর্ব্বাশ্চ যোগিন্যো ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তে ॥ ১০ ॥ ওঁ লবণেক্ষুসুরাসর্পির্দধিদুগ্ধজলাস্তকাঃ। সমুদ্রাঃ সপ্ত চৈবাম্বে ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তে ॥ ১১ ॥

অতঃপর সহস্রধারাযুক্ত ঘটের দ্বারা স্নান করাইবে। যথা,—

ওঁ সিদ্ধভৈরবশোনাদ্যা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ। সর্ব্বে সুমনসো ভূত্বা স্নাপয়ন্তু মহেশ্বরীং।" ওঁ সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু" ইত্যাদি (৩৪ পৃ দেখ)। অনন্তর ওঁ অগ্নিমীলে ইত্যাদি বেদচতুষ্টয়ের মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করাইবে।

অনন্তর নূতন ধৌত বস্ত্র দ্বারা দর্পন মার্জ্জনা করিয়া তাহার মধ্যস্থলে সিন্দুর-বিন্দু অঙ্কিত করত তন্মধ্যে বিল্বপত্রের বোঁটা দ্বারা "হ্রীং" এই বীজ লিখিয়া তাহার বহির্ভাগে গোলাকার ও ত্রিকোণ বৃত্ত আঁকিয়া দেবীর সিংহাসনোপরি স্থাপন করিবে। পরে দেবীর চরণামৃত গ্রহণ করিবে।

অনন্তর পূজক স্বীয় আসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া গন্ধ পুষ্প দ্বারা করযুগল সংশোধন করতঃ উর্দ্ধোর্দ্ধ ক্রমে তালত্রয় দান করিয়া ছোটিকাদ্বারা দশদিক্ বন্ধন করত গুরুপংক্তি নমস্কার করিয়া বামপাদপার্ষ্ণিঘাতত্রয় দ্বারা বিঘ্ন দূরীকরণ করিয়া আসন শোধন করত "ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া শ্বেতসর্ষপ দ্বারা আত্মরক্ষা করিয়া স্বদক্ষিণে গোময়কৃত মণ্ডলে ভূতগণের আবাহন করত পূজা করিয়া মাষভক্তবলি প্রদান করিবে (৮ পৃ দেখ)। অতঃপর ভূতশুদ্ধি ও প্রাণায়াম করিয়া গণেশের ধ্যান ও

আবাহন করত পাদ্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া শিবাদি পঞ্চদেবতাগণের পূজা (১৯৪ পৃ দেখ) করিবে।

তৎপর সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিয়া মাতৃকান্যাসাদি করিয়া ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে। যথা,—শিরসি ওঁ নারদঋষয়ে নমঃ। মুখে ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ।" অতঃপর ব্যাপকন্যাস ও প্রাণায়াম করিয়া করাঙ্গন্যাস করত গুরুপংক্তি নমস্কার করিয়া যোনিমুদ্রা সহযোগে পুষ্প গ্রহণ করিয়া "ওঁ জটাজূটসমাযুক্তা" ইত্যাদি ধ্যান করিয়া (১৯৫ পৃ দেখ) স্বীয় মস্তকে পুষ্প প্রদান করিয়া মানসোপচারে পূজা করত বিশেষার্ঘ্য স্থাপন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার করাঙ্গন্যাসাদি করিয়া দেবীর ধ্যান করিবে এবং হস্তস্থ পুষ্প ঘটোপরি প্রদান করিয়া দেবীর আবাহন করিবে। যথা,—ওঁ ভগবতি দুর্গে দেবি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি।

এইরূপে আবাহন করত অখণ্ড বিল্বপুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া,—"ওঁ অমৃতোদ্ভবং শ্রীবৃক্ষং মহাদেবপ্রিয়ং সদা। পবিত্রন্তে প্রযচ্ছামি বিল্বপত্রং মহেশ্বরি॥" ইহা পাঠ করিয়া "এষ বিল্বপত্রাঞ্জলিঃ ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা হ্রীং দুর্গায়ৈ দেব্যৈ নমঃ" বলিয়া দেবীর চরণে প্রদান করত কৃতাঞ্জলি পুরঃসর নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

"ওঁ আগচ্ছ বরদে দেবি সর্ব্বাভিঃ শক্তিভিঃ সহ। শারদীয়ামিমাং পূজাং রচয়ামি শুচিস্মিতে। ওঁ দুর্গে দেবি সমাগচ্ছ ইত্যাদি॥" অতঃপর ষোড়শোপচারে অর্চ্চনা করিবে। যথা,—

প্রথমত যজমান অর্ঘ্যোদক দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া "ইদং রজতাসনায় নমঃ" এই বলিয়া আসন অভিমন্ত্রিত করত "ইদং রজতাসনং ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা হ্রীং দুর্গায়ৈ দেব্যৈ নমঃ" অথবা—"ওঁ দক্ষযজ্ঞবিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনীকোটিপরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ হ্রীং দুর্গায়ৈ দেব্যৈ নমঃ" বলিয়া আসন উৎসর্গ করত কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ আসনং গৃহ্ণ চার্ব্বঙ্গি চণ্ডিকে সর্ব্বমঙ্গলে। তজ্জন্য জগতাং মাতঃ স্থানং মে দেহি চণ্ডিকে॥ ১॥ এইরূপ সর্ব্বত্র জানিবে॥ "ওঁ কৃতার্থোঽহমনুগৃহীতোঽস্মি সফলং জীবিতং মম। আগতাসি যতো দুর্গে মাহেশ্বরি মদাশ্রমং॥ ওঁ ভগবত্যাঃ স্বাগতং॥ ইহা বলিয়া দেবীকে স্বাগত প্রশ্ন করিয়া "ওঁ সুস্বাগতং" বলিবে॥ ২॥ পাদ্য,—"ওঁ সুপাদ্যং পাদয়োর্দ্দেবি পাদাভ্যাং সিংহবাহিনি। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ পরমেশ্বরি॥ ৩॥ অর্ঘ্য,—ওঁ ত্রিলোকোদ্ধারহেতুস্ত্বমবতীর্ণা মহীতলে। ময়া

নিবেদিতো ভক্ত্যা অর্ঘ্যোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥ ৪॥ আচমনীয়,—"ওঁ মন্দাকিন্যাস্ত যদ্বারি সর্ব্বপাপহরং শুভং। গৃহাণাচমনীয়ং ত্বং ময়া ভক্ত্যা নিবেদিতং॥ ৫॥ মধুপর্ক,—"ওঁ সর্ব্বকল্মষহীনায়ৈ সদানন্দস্বরূপায়ৈ। মধুপর্ক মিমং দেবি কল্পয়ামি প্রসীদ মে॥৬॥ পূর্ব্ববৎ আচমনীয়॥ ৭॥ স্নানীয়,—"ওঁ জয় দেবি মহামায়ে চিদানন্দস্বরূপিণি। স্নানীয়ঞ্চ ময়া দত্তং গৃহাণ পরমেশ্বরি॥ ৮॥ বস্ত্র,—"ওঁ নানাবর্ণবিচিত্রস্তে বস্ত্রমেতন্মহেশ্বরি। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পিধানঞ্চোত্তরীয়কম্॥ ৯॥ আভরণ,—"ওঁ নানাবর্ণগুণোদ্ভূতদীপিনঃ পরমেশ্বরি। অলঙ্কারাঃ শরীরে তে শোভন্তাং সুরবন্দিতে॥ ১০॥ সিন্দূর, পট্টসূত্রাবলি, কঙ্কতিকা, চামর ও ব্যজন উৎসর্গ করিয়া শঙ্খভূষণ,—"ওঁ দেবি শঙ্খা ইমে রম্যাস্তব বাহুবিভূষকাঃ। বিচিত্রাঃ প্রতিগৃহ্যন্তাং ময়া যত্নোপপাদিতাঃ॥" গন্ধ,—শরীরন্তে ন জানামি চেষ্টাঞ্চৈব বরাননে। ময়া নিবেদিতান্ গন্ধান্ প্রতিগৃহ্য বিলিপ্যতাং॥ ১১॥ মাল্য,—"ওঁ নানামোদসুখং প্রায়ো নানাপুষ্পবিনির্ম্মিতং। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পুষ্পমাল্যং মহেশ্বরি॥ ১২॥ বিল্বপত্র মাল্য,—"ওঁ অমৃতোদ্ভবং শ্রীবৃক্ষং মহাদেবপ্রিয়ং সদা। পবিত্রং তে প্রযচ্ছামি শ্রীকলীয়ং সুরেশ্বরি।" যক্ষধূপ,—"ওঁ বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ। আঘ্রেয়ঃ সর্ব্বদেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাং॥ ১৩॥ দীপ,—"ওঁ সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্দীপ্তির্ব্বিদ্যুদগ্নিস্তথৈব চ। ত্বমেব জ্যোতিষাং দেবি দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাং॥ ১৪॥ অঞ্জন, "ওঁ নমস্তে সর্ব্বদেবেশি নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে। চক্ষুষ্যামঞ্জনং হৃদ্যং দেবি দত্তং প্রগৃহ্যতাং॥" নৈবেদ্য,—"ও নৈবেদ্যং পরমং লোকে সুস্বাদু সুমনোহরং। ফলতণ্ডুলসংযুক্তং গৃহাণ পরমেশ্বরি॥ ১৫॥ সোপকরণান্ন,—ওঁ অন্নং চতুর্ব্বিধং দেবি রসৈঃ ষড়্ভিঃ সমন্বিতং। উত্তমং প্রাণদঞ্চৈব গৃহাণ মম ভাবতঃ॥" পরমান্ন,—ওঁ গব্যসর্পিঃপয়োযুক্তং নানামধুরসংযুতং। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পরমান্নং প্রগৃহ্যতাং॥" পিষ্টক,— "ওঁ অমৃতৈ রচিতং দিব্যং নানারূপবিনির্ম্মিতং। পিষ্টকং বিবিধং দেবি গৃহাণ মম ভাবতঃ॥" মোদক,—"ওঁ মোদকং স্বাদু সংযুক্তং শর্করাদিবিমিশ্রিতং। সুরম্যং মধুরং ভোজ্যং দেবি দত্তং প্রগৃহ্যতাং॥" নারিকেল ফল, ওঁ ফলমূলানি সর্ব্বাণি গ্রাম্যারণ্যানি যানি চ। নানাবিধসুগন্ধীনি। গৃহ্ণ দেবি মমাচিরং॥" রচনা,—"ওঁ নানাফলসমাযুক্তাং নানাবস্তুবিনির্ম্মিতাং। রচনাস্তে প্রযচ্ছামি গৃহাণ পরমেশ্বরি॥ পানার্থ তৈজসাধারজল,—ওঁ জলং সুশোভনং দেবি স্বচ্ছমত্যন্তশীতলং। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা আচামং কুরু চণ্ডিকে॥ পুনরাচমনীয় পূর্ব্ববৎ।

তাম্বূলং,—ওঁ তাম্বূলঞ্চ বরং রম্যং কর্পূরাদিসুবাসিতং। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ পরমেশ্বরি ॥ প্রণাম,—ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে ইত্যাদি ॥ ১৬ ॥

অনন্তর নবপত্রিকার অর্চ্চনা করিবে। যথা,—

নবপত্রিকাপূজা—রম্ভাধিষ্ঠাত্রী ব্রহ্মাণীকে "ওঁ রম্ভারূপে ব্রহ্মাণি ইহাগচ্ছাগচ্ছ" এইরূপে আবাহন করত "ওঁ হ্রীং রম্ভারূপায়ৈ ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ" এইক্রমে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া প্রণাম করিবে,—ওঁ দুর্গে দেবি সমাগচ্ছ সান্নিধ্যমিহ কল্পয়। রম্ভারূপেণ সর্ব্বত্র শান্তিং কুরু নমোঽস্তু তে ॥ ১ ॥ ওঁ কচ্চীরূপে কালিকে ইহাগচ্ছাগচ্ছ ইত্যাদি ক্রমে কচ্চীতে কালিকার আবাহন করিয়া "ওঁ হ্রীং কালিকায়ৈ নমঃ" এইরূপে পাদ্যাদিদ্বারা পূজা করিয়া প্রণাম করিবে,—ওঁ মহিষাসুরযুদ্ধেষু কচ্চীভূতাসি সুব্রতে। মম চানুগ্রহার্থায় আগতাসি হরপ্রিয়ে ॥ ২ ॥ হরিদ্রায়,—ওঁ হরিদ্রারূপে দুর্গে ইহাগচ্ছাগচ্ছ ইত্যাদি ক্রমে দুর্গার আবাহন করিয়া "ওঁ হ্রীং হরিদ্রারূপায়ৈ দুর্গায়ৈ নমঃ" এইরূপে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া প্রণাম করিবে—ওঁ হরিদ্রে হররূপাসি উমারূপাসি সুব্রতে। মম বিঘ্নবিনাশায় পূজাং গৃহ্ণ প্রসীদ মে ॥ ৩ ॥ জয়ন্তীতে,—"ওঁ জয়ন্তীরূপে কার্ত্তিকি ইহাগচ্ছাগচ্ছ ইত্যাদিরূপে কার্ত্তিকীর আবাহন করিয়া, "ওঁ হ্রীং জয়ন্তীরূপায়ৈ কার্ত্তিক্যৈ নমঃ" বলিয়া পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া প্রণাম করিবে,—ওঁ নিশুম্ভশুম্ভমথনে সেন্দ্রৈর্দ্দেবগণৈঃ সহ। জয়ন্তি পূজিতাসি ত্বমস্মাকং বরদা ভব ॥৪॥ বিল্বে,—বিল্বরূপে শিবে ইত্যাদি ক্রমে শিবাকে আবাহন করিয়া "ওঁ হ্রীং বিল্বরূপিণ্যৈ শিবায়ৈ নমঃ" এইরূপে পূজা করিয়া প্রণাম করিবে—ওঁ মহাদেবপ্রিয়করো বাসুদেবপ্রিয়ঃ সদা। উমাপ্রীতিকরো বৃক্ষো বিল্বরূপো নমোঽস্তু তে ॥ ৫ ॥ দাড়িমে.—"ওঁ দাড়িমীরূপে রক্তদন্তিকে" ইত্যাদি রূপে রক্তদন্তিকার আবাহন করিয়া "ওঁ দাড়িমীরূপায়ৈ রক্তদন্তিকায়ৈ নমঃ" এই ক্রমে পূজা করিয়া প্রণাম করিবে,—ওঁ দাড়িমি ত্বং পুরা যুদ্ধে রক্তবীজস্য সম্মুখে উমাকার্য্যং কৃতং যস্মাত্তস্মাত্ত্বং রক্ষ মাং সদা ॥৬॥ অশোকে,—"ওঁ অশোকরূপে শোকহারিণি" ইত্যাদি রূপে শোকরহিতার আবাহন করিয়া "ওঁ হ্রীং অশোকরূপায়ৈ শোকরহিতায়ৈ নমঃ" এইরূপে পূজা করিয়া প্রণাম করিবে,—ওঁ হরপ্রীতিকরো বৃক্ষো হ্যশোকঃ শোকনাশনঃ। দুর্গাপ্রীতিকরো যস্মান্মামশোকং সদা কুরু ॥ ৭ ॥ মানে,—"ওঁ মানরূপে চামুণ্ডে" ইত্যাদি রূপে চামুণ্ডার আবাহন করিয়া "ওঁ হ্রীং মানরূপায়ৈ চামুণ্ডায়ৈ নমঃ" এই প্রকারে পূজা করিয়া প্রণাম করিবে,—ওঁ যস্য পত্রে বসেদ্দেবী মানবৃক্ষঃ শচীপ্রিয়ঃ। মম চানুগ্রহার্থায় পূজাং গৃহ্ণ প্রসীদ মে

॥ ৮ ॥ ধান্যে,—"ওঁ ধান্যরূপে লক্ষ্মি" ইত্যাদিরূপে লক্ষ্মীর আবাহন করিয়া "ওঁ ধান্যরূপায়ৈ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ" এই ক্রমে পূজা করিয়া প্রণাম করিবে,—ওঁ জগতঃ প্রাণরক্ষার্থং ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পুরা। উমাপ্রীতিকরং ধান্যং তস্মাত্ত্বং রক্ষ মাং সদা ॥৯॥ নবপত্রিকায় "ওঁ হ্রীং নবপত্রিকারূপিণি দুর্গে" ইত্যাদি প্রকারে দুর্গার আবাহন করিয়া ওঁ হ্রীং নবপত্রিকাবাসিন্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ" এই ক্রমে পূজা করিয়া প্রণাম করিবে—ওঁ পত্রিকে নবদুর্গে ত্বং মহাদেবমনোরমে। পূজাং গৃহাণ সুমুখি রক্ষ মামবনীশ্বরি॥ ও ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং সফলং জীবিতং মম। আগতাসি যতো দুর্গে মাহেশ্বরি মদাশ্রমম্॥"

তৎপরে "ওঁ বিষ্ণবে নমঃ" এই ক্রমে,—কেশবায়, নারায়ণায়, গোবিন্দায়, মধুসূদনায়, হৃষীকেশায়, পদ্মনাভায়, দামোদরায়, কৃষ্ণায়, বাসুদেবায়, নীলকণ্ঠায়, দশাবতারেভ্যঃ, একাদশরুদ্রেভ্যঃ, দ্বাদশাদিত্যেভ্যঃ, পার্ব্বত্যৈ, অষ্টবসুভ্যঃ, ব্যাসায়, গঙ্গায়ৈ, যমুনায়ৈ, হনুমতে, সং সত্ত্বায়, রং রজসে, তং তমসে, অং সূর্য্যমণ্ডলায়, উং সোমমণ্ডলায়, মং বহ্নিমণ্ডলায়, ধর্ম্মায়, জ্ঞানায়, অধর্ম্মায়, অজ্ঞানায়, বৈরাগ্যায়, অবৈরাগ্যায়, সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যঃ সর্ব্বাভ্যো দেবীভ্যঃ ঐশ্বর্য্যায়, অনৈশ্বর্য্যায়, চণ্ডিকায়ৈ, শিবায়ৈ, পূজিতদেবতাগণেভ্যঃ, এই সকল দেবতাদিগের পাদ্যাদিদ্বারা পূজা করিবে। পরে প্রতিমাস্থ দেবতাগণের যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবে।

অনন্তর পুষ্পাঞ্জলিত্রয় প্রদান করিয়া অঙ্গন্যাসাদি করিয়া যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিয়া জপ সমর্পণ করত "ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে" ইত্যাদি মন্ত্রে নমস্কার করিবে। অতঃপর বলিদান করিবে। যথা—

পৌরাণিক বলিদান।

সুস্নাত সুলক্ষণ পশুকে আনয়ন করত, দেবী সম্মুখে স্থাপন করাইয়া "ওঁ অস্ত্রায় ফট্" বলিয়া পশুর সর্ব্বাঙ্গ দর্শন করিয়া "ওঁ পশুপাশবিনাশায় হেমকূটস্থিতায় চ। পরাপরায় পরমেষ্ঠিনে হুংকারায় চ মূর্ত্তয়ে॥ এই মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে পশু বাম হস্তে ধারণ করিয়া তাম্রাদি পাত্রে তীর্থ আবাহন করিয়া স্নানার্থ জল দিবে। মন্ত্র যথা—ওঁ বারাহী যমুনা গঙ্গা করতোয়া সরস্বতী। কাবেরী চন্দ্রভাগা চ সিন্ধুভৈরবসাগরাঃ। সরযূর্গণ্ডকী পুণ্যা শ্বেতগঙ্গা চ কৌশিকী। ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা॥ অজস্নানে মহেশানি

সান্নিধ্যমিহ কল্পয়। লোকানামুপকারার্থং পশুশ্রেষ্ঠো ময়াধুনা। প্রোক্ষিতো ভগবৎপ্রীত্যৈ মামাস্মানঞ্চ তারয় ॥

কুশোদকে পশুপ্রোক্ষণ করিবে। মন্ত্র যথা—ওঁ অগ্নিঃ পশুরাসীত্তেনাযজন্ত স এতং লোকমজয়ৎ তস্মিন্নগ্নিঃ স তে লোকো ভবিষ্যতি ত্বং জেষ্যসি পিবৈতাপঃ ॥ ১ ॥ ওঁ বায়ুঃ পশুরাসীত্তেনাযজন্ত স এতং লোকমজয়ত্তস্মিন্ সূর্য্যঃ স তে লোকো ভবিষ্যতি ত্বং জেষ্যসি পিবৈতাপঃ ॥ ২ ॥ ওঁ সূর্য্যঃ পশুরাসী ইত্যাদি। ওঁ চন্দ্রঃ পশুরাসী ইত্যাদি ॥৩॥ ওঁ বাচং তে শুন্ধামি। ওঁ প্রাণাংস্তে শুন্ধামি। ওঁ চক্ষুস্তে শুন্ধামি। ওঁ শ্রোত্রস্তে শুন্ধামি। ওঁ নাভিস্তে শুন্ধামি। ওঁ মেঢ্রস্তে শুন্ধামি। ওঁ পায়ুস্তে শুন্ধামি। ওঁ পার্শ্বস্তে শুন্ধামি। ওঁ চরিত্রং তে শুন্ধামি। ওঁ বাক্ চ আপ্যায়তাং। ওঁ মনশ্চাপ্যায়তাং। ওঁ প্রাণাংস্ত আপ্যায়তাং। ওঁ চক্ষুস্তে আপ্যায়তাং। ওঁ শ্রোত্রস্ত আপ্যায়তাং। বাক্ চ মনশ্চাত্মা চ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি মুখশ্চাপ্যায়তাং। মোক্ষং কুরু কুরু হ্রীঁং স্বাহা। অনন্তর মেঘাকার স্তম্ভমধ্যে পশুবন্ধন করিবে। যথা,—ওঁ মেঘাকারস্তম্ভমধ্যে পশুং বন্ধয় বন্ধয়, ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডমধ্যে পশুং বন্ধয় বন্ধয় সশৃঙ্গসর্ব্বাঙ্গাবয়বপশুং বন্ধয় বন্ধয় আং হুং ফট্ স্বাহা॥" তৎপর "এতৎ পাদ্যং ওঁ ছাগপশবে নমঃ"—এই বলিয়া পাদ্যাদিদ্বারা পশু পূজা করিয়া, শৃঙ্গ ও ললাটে সিন্দূর প্রদান করিবে। পরে পশুর অঙ্গে পূজা করিবে। মস্তকে ওঁ রুধিরবদনায়ৈ নমঃ, কপালে, চণ্ডিকায়ৈ, কর্ণদ্বয়ে—বৃহস্পতয়ে, চক্ষুর্দ্বয়ে—চন্দ্রাদিত্যাভ্যাং, নাসিকায়—বায়বে, মুখে,—সরস্বত্যৈ, গ্রীবায় রক্তদন্তায়ৈ, পাদচতুষ্টয়ে মহাভৈরব্যৈ, পৃষ্ঠে—মহাদন্তিকায়ৈ। জঙ্ঘাচতুষ্টয়ে ধর্ম্মায়। উদরে—পদ্মনাভায়। পুচ্ছে—পৃথিব্যৈ। সর্ব্বাঙ্গে,—রুধিরবদনায়ৈ। ছাগপশ্বধিষ্ঠাতৃদেবতাভ্যো নমঃ। পরে হাতযোড় করিয়া পাঠ করিবে,—ওঁ পশুরুৎপাদিতো দেবৈর্যজ্ঞার্থে চ বিধানতঃ। ইদানীঞ্চ মহোৎসাহে ছেত্তব্যোঽসি ময়া পুনঃ॥ যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টা যজ্ঞার্থে পশুঘাতনং। অতস্ত্বাং ঘাতয়িষ্যামি তস্মাদ্যজ্ঞে বধোঽবধঃ। দেবতাপ্রীতিহেতুস্ত্বং সমাংসৈ রুধিরৈঃ সদা। দাতুরাপদ্বিনাশয় ছাগলায় নমোনমঃ।

অতঃপর "ওঁ ঐং ঐং হ্রীং হ্রীং চন্দ্রমণ্ডলাধিষ্ঠিতবিগ্রহায়ৈ পশুরূপচণ্ডিকায়ৈ ইমং পশুং মোচয়ামি স্বাহা॥" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মোচন করত পুনরায় প্রোক্ষণ করিবে। যথা,—"ওঁ যে হতাঃ পশবো যজ্ঞে বিধিবৎ প্রোক্ষণাদিভিঃ। তে ত্যক্ত্বা পশুভাবন্ত প্রয়ান্তি পরমাং গতিং" ॥ ওঁ ঐং ঐং হ্রীং শ্রীং বরুণমণ্ডলাধিষ্ঠিতবিগ্রহায়ৈ পশুরূপচণ্ডিকায়ৈ ইমং পশুং প্রোক্ষয়ামি স্বাহা॥" এই

বলিয়া পশুকে প্রোক্ষণ করত তিল কুশ জল গ্রহণ করিয়া "তৎসদদ্য—অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা বর্ষদণকাবচ্ছিন্ন শ্রীভগবদ্দুর্গাপ্রীতিকামনয়া দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা হ্রীং দুর্গায়ৈ ইমং ছাগপশুং বহ্নিদৈবতং তুভ্যমহং সম্প্রদদে।" এই বলিয়া পশু উৎসর্গ করত কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিবে। যথা,—ওঁ বলি-রেষ ময়া দত্তঃ পশূনাঞ্চ পশূত্তমঃ। গৃহ্ন গৃহ্ন মহাদেবি রক্ষ মাং দুরিতার্ণবাৎ। ওঁ মমোৎসৃষ্টঃ পশুরয়ং মপশুত্বঞ্চ দীয়তাং। উপযোগ স্ত্বয়া কার্য্যো যথাকালং সদৈব হি॥ পশুর দক্ষিণ কর্ণে মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—ওঁ কর্ণে হিলি হিলি বহুরূপধরায়ৈ হেং হেং ইমং পশুং প্রদর্শয় মুক্তিং নিয়োজয়, মুক্তিং প্রয়ো-জয় স্বাহা। অনন্তর 'ওঁ হ্রাং হ্রীং হ্রূং হ্রৈং হ্রৌং হ্রঃ শ্রাং শ্রীং শ্রূং শ্রৈং শ্রৌং শ্রঃ নিখিলব্রহ্মাণ্ডখণ্ডরূপং ইমং পশুং গৃহ্ন গৃহ্ন স্বাহা" এই বলিয়া সমর্পণ করিবে। অনন্তর খড়্গের পূজা করিবে। খড়্গের মধ্যে সিন্দূর দ্বারা বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া তাহাতে খড়্গপূজা করিবে। খড়্গের ধ্যান,—"ওঁ কৃষ্ণং পিণাকপাণিঞ্চ কালরাত্রিস্বরূপিণং। উগ্রং রক্তাস্যনয়নং রক্তমাল্যানুলেপনং। রক্তাম্বরধরঞ্চৈব পাশহস্তং কুটুম্বিনং। পিবমানঞ্চ রুধিরং, ভুঞ্জানং ক্রব্যসংহতিম্। ওঁ কালি কালি বজ্রেশ্বরি লৌহদণ্ডায় খড়্গায় নমঃ। এই বলিয়া পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে। পরে এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ খং বীজায় নমঃ, তীক্ষ্ণাগ্রায়, মহাভৈরবচণ্ডরূপিণে, ব্যালব্যালিনে, ভাস্বরাকারদৈত্যেন্দ্রবীজাত্মনে নমঃ। এই মন্ত্রে পূজা করিয়া প্রণাম করিবে—ওঁ অসির্ব্বিশসনঃ খড়্গস্তীক্ষ্ণধারো দুরাসদঃ। শ্রীগর্ভো বিজয়শ্চৈব ধর্ম্মপালো নমোহস্তু তে। ইত্যষ্টৌ তব নামানি পুরা প্রোক্তানি বেধসা। নক্ষত্রং কৃত্তিকা তুভ্যং গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ॥ হিরণ্যঞ্চ শরীরন্তে ধাতা দেবো জনার্দ্দনঃ॥ পরে "ওঁ পশুরুৎপাদিতোদেবৈর্যজ্ঞ-সিদ্ধৈর্ব্বিশেষতঃ। তস্মাত্ত্বমত্র যজ্ঞার্থে হন্তব্যোহসি ময়া পশো॥ ওঁ পশুত্বং পশু-রূপোহসি ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ পুরা। প্রোক্ষিতো ভগবৎপ্রীত্যৈ মামাত্মানঞ্চ তারয়॥ ওঁ খড়্গাঘাতোদ্ভবং দুঃখং যত্তে মনসি বর্ত্ততে। তৎ ক্ষমস্ব পশোচ্ছাগ গন্ধর্ব্বং লোক মাপ্নুহি॥ এই বলিয়া পশুর স্তুতি করিয়া ওঁ মহিষঘ্নি মহামায়ে রক্তমাংসবলি-প্রিয়ে। ছাগলেন বলিং দদ্মি প্রগৃহাণ দিগম্বরি॥ এই বলিয়া দেবীর নিকট বলি গ্রহণ প্রার্থনা করিয়া, রক্ষার্থং বন্ধনস্থোহসি মুক্তয়ে মোচিতো ময়া। দেব্যাঃ প্রীতিং সমুৎপাদ্য স্বর্গং গচ্ছ পশূত্তম। এই মন্ত্রে পশুকে মোচন করিবে।

অনন্তর "ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং ইমং পশুং মহামোক্ষং কুরু কুরু গৃহ্ন গৃহ্ন ছিন্দি ছিন্দি আং হুং ফট্ স্বাহা" বলিয়া পশুর গ্রীবায় খড়্গ স্পর্শ করাইবে।

অতঃপর, বলিচ্ছেদন করিয়া, ছাগপশুর সমাংসরুধির ও শীর্ষ আনয়ন করিবে এবং—ঐং হ্রীং কৌশিকি রুধিরেণাপ্যায়তাং বলিয়া উৎসর্গ করিবে এবং "ওঁ সমাংসছাগরুধিরবলয়ে নমঃ" বলিয়া তিনবার অর্চ্চনা করিয়া—অদ্যেত্যাদি-দশবর্ষাবচ্ছিন্নশ্রীভগবদ্দুর্গাপ্রীতিকামঃ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা হ্রীং দুর্গায়ৈ এষ ছাগরুধিরবলির্নমঃ। পরে রুধির চতুর্ভাগ করিয়া, অগ্ন্যাদি চারি কোণে—এষ সমাংসছাগরুধিরবলিঃ ওঁ বিদারিকায়ৈ নমঃ। এই ক্রমে—পাপরাক্ষস্যৈ, কালিকায়ৈ—ওঁ চণ্ডিকায়ৈ।"

অনন্তর ছাগশীর্ষের উপরে ঘৃতাক্ত বর্ত্তিকা জ্বালিয়া দিয়া—ওঁ সপ্রদীপ-ছাগশীর্ষবলয়ে নমঃ,—এই ক্রমে তিনবার অর্চ্চনা করিয়া "অদ্যেত্যাদি—শ্রীভগবদ্দুর্গাপ্রীতিকামঃ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা হ্রীং দুর্গায়ৈ এষ ছাগ-শীর্ষবলির্নমঃ এই বলিয়া নিবেদন করিবে।

পরে হাতযোড় করিয়া,—ওঁ ঘোরদংষ্ট্রে করালাস্যে মৎস্যমাংসবলি-প্রিয়ে। বলিং গৃহ্ণ মহাদেবি পশুরক্তং সমাংসকং। আহবে রুধিরাকাঙ্ক্ষি বলিং গৃহ্ণ প্রসীদ মে॥ মম শত্রুবিনাশিনি নবদুর্গে ইমাং পূজাং পিশিত-রক্তং সর্ব্বোপচারসহিতং বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ স্বাহা। ত্রিনেত্রে বিকরালাস্যে মুণ্ডমালাবিভূষিতে। সর্ব্বাসুরকৃতান্তে ত্বং খড়্গখট্টাঙ্গধারিণি। ইমাং ছাগবলিং দেবি গৃহীত্বা কালরাত্রিকে। প্রীতা ভব মহাকালি রক্ষ মাং দেবি চণ্ডিকে।"

অতঃপর আরত্রিক, জপ ও প্রণাম করিবে। তৎপর প্রার্থনা ও স্তোত্র পাঠ করিবে।

প্রার্থনা মন্ত্র।

ওঁ উগ্রচণ্ডা তু বরদা মধ্যাহ্নাগ্নিসমপ্রভা। সা মে ভবতু বরদা তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ॥ ওঁ দেবি চণ্ডাত্মিকে চণ্ডি চণ্ডারি বিজয়প্রদে। ধর্ম্মার্থ-কামদে মোক্ষে নিত্যং মে বরদা ভব॥ ওঁ রাজ্যং দেহি নৃপান্ জিত্বা ছিত্বা বহুলসংশয়ম্। শ্রিয়ং নিধিমতাং দেহি যশো দেহি যশস্বিনাং॥ ওঁ শিরো মে চণ্ডিকা পাতু পাতু কণ্ঠং মহেশ্বরি। হৃদয়ং পাতু চামুণ্ডা সর্ব্বতঃ পাতু কালিকা॥ ওঁ আয়ুর্দ্দদাতু মে কালি পুত্রান্ দেহি সদাশিবে। ধনং দেহি মহামায়ে নার-সিংহী যশোমম॥ ওঁ সংগ্রামে বিজয়ং দেহি ধনং দেহি সদা গৃহে। পুত্রান্ দেহি মহাদেবি দারান্ দারিদ্রহারিণি॥ ওঁ আঢ্যং কুষ্ঠঞ্চ দারিদ্র্যং রোগং

শোকঞ্চ দারুণং। বন্ধুস্বজনবৈরাগ্যং দুর্গে ত্বং হর দুর্গতিং॥ ওঁ হর পাপং হর ক্লেশং হর শোকং হরাশুভং। হর দুঃখং হর ক্ষোভং হর দেবি হরপ্রিয়ে॥ ওঁ দেবদ্বারে নদীতীরে রাজদ্বারে চ সঙ্কটে। পর্ব্বতারোহণে দুর্গে দুর্গে রক্ষ নমোঽস্তু তে। ওঁ কায়েন মনসা বাচা কর্ম্মণা যৎ কৃতং ময়া। জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং পাপং হর দেবি হরপ্রিয়ে। ওঁ পথি দেবালয়ে দুর্গে অরণ্যে প্রান্তরে জলে। সর্ব্বত্র রক্ষ মাং দুর্গে দুর্গে রক্ষ নমোঽস্তু তে॥ ওঁ মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং মহেশ্বরি। যদর্চ্চিতং ময়া দেবি পরিপূর্ণং তদস্তু মে।

সপ্তমী পূজা সমাপ্তা॥

মহাষ্টমী পূজা।

প্রথমতঃ পঞ্চবর্ণগুঁড়িকা * দ্বারা সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডল অঙ্কিত করিবে। তাহার প্রণালী এইরূপ—

সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডল।
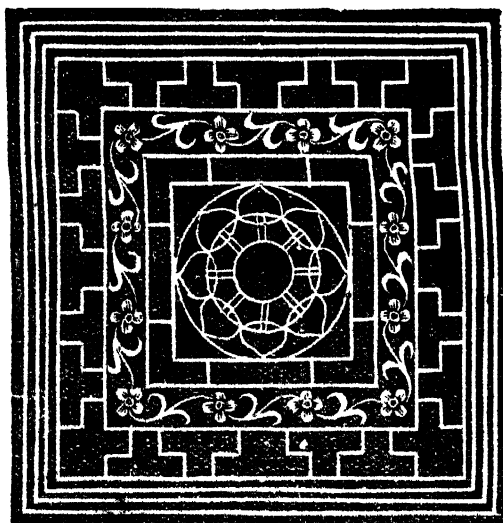
"একটী চতুরস্র অঙ্কিত করিয়া কর্ণসূত্রপাত করত তাহাকে চারি কোষ্ঠে বিভক্ত করিবে। পুনর্ব্বার ঐ চতুঃকোষ্ঠের মধ্যে কর্ণসূত্র পাত করিয়া যাহাতে ঐ সকল কোষ্ঠমধ্যে সকল কর্ণরেখা অঙ্কিত হইতে পারে, এই প্রকার করিবে। পরে পূর্ব্বপশ্চিমে ও উত্তরদক্ষিণে দুইটী করিয়া রেখাপাত

* "পীতং হরিদ্রাচূর্ণং স্যাৎ সিতং তণ্ডুলসম্ভবং। কুসুম্ভচূর্ণমরুণং কৃষ্ণং দগ্ধপুলাকজং। বিল্বাদিপত্রজং শ্যাম মিত্যুক্তং বর্ণপঞ্চকম্॥"

করিবে। যাবৎ পর্য্যন্ত ২৫৬ দুই শত ছাপান্ন কোষ্ঠ হয়, তাবৎকাল ঐ নিয়মে সূত্রপাত ও কোণসূত্র পাত করিয়া রেখা অঙ্কিত করিবে। অতঃপর মধ্য ষট্‌-ত্রিংশৎ কোষ্ঠে সুলক্ষণ পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তদ্বাহ্যে একপংক্তিতে পীঠ ও পংক্তি দ্বয়ে বীথি, তদ্বাহ্যে পংক্তিদ্বয়ে দ্বার, শোভা ও উপশোভা অঙ্কিত করিবে। তৎপরে সাধক শাস্ত্রোক্ত বিধানে পদ্ম আঁকিবে। পদ্মক্ষেত্রের দ্বাদশাংশ পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট ক্ষেত্রকে সমান তিন অংশে বিভক্ত করিবে। ইহার আদ্যভাগ কর্ণিকাস্থান, দ্বিতীয়ভাগ কেশরস্থান, ও তৃতীয় ভাগ পত্রস্থান কল্পিত করিয়া আদ্যভাগে কর্নিকা, দ্বিতীয়ভাগে কেশর এবং তৃতীয়ভাগে পদ্মপত্র লিখিবে। বাহ্যবৃত্তের অন্তরাল পরিমাণে চতুর্দ্দিকে দলাগ্র সকল আঁকিবে। প্রত্যেকপত্রের মূলে দুই দুইটী করিয়া কেশর কল্পনা করিতে হইবে। পদ্মবেত্তা পণ্ডিতগণ ইহাকে সাধারণ পদ্ম বলিয়াছেন। এইরূপে পদ্ম নির্ম্মাণ করিয়া পীঠক্ষেত্রের চারিকোণে তিন তিনটি কোষ্ঠে চারিটী পীঠকোণ মার্জ্জনা করিবে। পীঠক্ষেত্রের অবশিষ্ট পীঠগাত্র কল্পনা করিয়া তদ্বাহ্যে পংক্তিদ্বয়ে বীথিস্থান মার্জ্জনা করিবে। অনন্তর চতুর্দ্দিকে সর্ব্ববাহ্য পংক্তিদ্বয়ের মধ্যস্থলে বাহ্যপংক্তির চারিকোষ্ঠ এবং তদুপরি পংক্তির দুই কোষ্ঠ এই ছয় কোষ্ঠে দ্বার, ঐ রূপ এক কোষ্ঠ ও তিন কোষ্ঠ এই চারি কোষ্ঠে শোভা, এবং শোভাদ্বয়ের পার্শ্বে এক কোষ্ঠ ও তিন কোষ্ঠ এই চারি কোষ্ঠে উপশোভা অঙ্কিত করিবে। অবশিষ্ট ছয় ছয় কোষ্ঠে চারিটী কোণ মার্জ্জনা করিবে। এইরূপে চারিদিকে চারিদ্বার, দ্বারের উভয় পার্শ্বে দুইটী করিয়া শোভা এবং শোভাদ্বয়ের পার্শ্বে দুইটী করিয়া উপশোভা মার্জ্জনা করিবে। ইহাতে চারি দ্বার, আটটি শোভা ও উপশোভা হইবে। পরে এই মনোহর, মণ্ডল পঞ্চবর্ণ গুণ্ডিকা (গুঁড়ি) দ্বারা চিত্রিত করিবে।

এক অঙ্গুলি উৎসেধ অর্থাৎ বেধ পরিমাণে শুক্লবর্ণদ্বারা সীমারেখা সকল চিত্রিত করিয়া পীতবর্ণ দ্বারা কর্ণিকা, রক্তবর্ণ দ্বারা কেশর ও শুক্লবর্ণ দ্বারা পত্র সকল রঞ্জিত করিয়া শ্যামল বর্ণে সমস্ত সন্ধিস্থান চিত্রিত করিবে। প্রকারান্তর,—কর্ণিকা পীতবর্ণ, কেশর সকল পীতবর্ণ বা রক্তবর্ণ, পত্রসকল

হরিদ্রাচূর্ণ,—পীতবর্ণ, তণ্ডুলচূর্ণ,—শ্বেতবর্ণ, কুসুম্ভচূর্ণ,—রক্তবর্ণ, সতুষহীন ধান্য দগ্ধ করিয়া তাহার চূর্ণ,—কৃষ্ণবর্ণ, বিল্বপত্রচূর্ণ,—শ্যামবর্ণ। ইহাকেই পঞ্চবর্ণ বলে।

রক্তবর্ণ, সন্ধিস্থান কৃষ্ণবর্ণ, পীঠগর্ভ শুভ্র বা কৃষ্ণবর্ণ, পীঠপাদ রক্তবর্ণ, পীঠগাত্র শুক্লবর্ণ করিয়া বীথি চতুষ্টয়ের পত্র ও পুষ্প সহিত কল্পলতিকা চিত্রিত করিবে। এই কল্পলতিকা সকলবর্ণ দ্বারা রঞ্জিত করিবে। এই কল্পলতিকা দর্শন মনোহর করিবে। দ্বার শ্বেতবর্ণ, শোভা রক্তবর্ণ, উপশোভা পীতবর্ণ ও কোণচতুষ্টয় কৃষ্ণবর্ণ করিবে। মণ্ডলের বহির্দ্দেশে শ্বেত, রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ তিনটী রেখা চিত্রিত করিবে। *

---

* চতুরস্রে চতুঃকোষ্ঠে কর্ণসূত্রসমন্বিতে। চতুর্ষ্বপি চ কোষ্ঠেষু কোণ-সূত্রচতুষ্টয়ং॥ মধ্যে মধ্যে যথা মৎস্যা ভবেয়ুঃ পাতয়েত্তথা। পূর্ব্বাপাতরয়ে দ্বে দ্বে মন্ত্রী যাম্যোত্তরায়তে॥ পাতয়েত্তেষু মৎস্যেষু সমং সূত্রচতুষ্টয়ং। পূর্ব্ববৎ কোণকোষ্ঠেষু কর্ণসূত্রাণি পাতয়েৎ॥ তত্তদ্ভূতেষু মৎস্যেষু দদ্যাৎ সূত্র-চতুষ্টয়ং। পূর্ব্ববৎ কোণকোষ্ঠেষু কর্ণসূত্রাণি পাতয়েৎ॥ তত্তদ্ভূতেষু মৎ-স্যেষু দদ্যাৎ সূত্রচতুষ্টয়ং। ততঃ কোষ্ঠেষু মৎস্যাঃ স্যুস্তেষু সূত্রাণি পাতয়েৎ। যাবৎ শতদ্বয়ং মন্ত্রী ষট্পঞ্চাশৎপদান্যপি। তাবত্তেনৈব বিধিনা তত্র সূত্রাণি পাতয়েৎ॥ ষট্‌ত্রিংশতা পদৈর্মধ্যে লিখেৎ পদ্মং সুলক্ষণং। বহিঃপংক্ত্যা ভবেৎ পীঠং পংক্তিযুগ্মেন বীথিকা॥ দ্বারশোভোপশোভাভ্যাং শিষ্টাভ্যাং পরিকল্পয়েৎ। শাস্ত্রোক্তবিধিনা মন্ত্রী ততঃ পদ্মং সমালিখেৎ। পদ্মক্ষেত্রস্য সংত্যজ্য দ্বাদশাংশং বহিঃ সুধীঃ॥ তন্মধ্যে বিভজেদ্বৃত্তৈস্ত্রিভিঃ সমবিভাগতঃ। আদ্যং স্যাৎ কর্ণিকাস্থানং কেশরাণাং দ্বিতীয়কং। তৃতীয়ং পদ্মপত্রাণাং মুক্তাং-শেন দলাগ্রকং। বাহ্যবৃত্তান্তরালস্য মানেন বিধিনা সুধীঃ॥ আলিখেদ্বাহ্য-হস্তেন দলাগ্রাণি সমন্ততঃ। দলমূলেষু যুগশঃ কেশরাণি প্রকল্পয়েৎ। এতৎ সাধারণং প্রোক্তং পঙ্কজং তন্ত্রবেদিভিঃ॥ পাদানি ত্রীণি পাদার্থং পীঠকোণেষু মার্জ্জয়েৎ। অবশিষ্টৈঃ পদৈর্ব্বিদ্বান্ পীঠগাত্রাণি কল্পয়েৎ॥ পাদানি বীথিসং-স্থানি মার্জ্জয়েৎ পংক্ত্যভেদতঃ। দিক্ষু দ্বারাণি রচয়েদ্দ্বিচতুঃকোষ্ঠ-কৈস্ততঃ॥ পদৈস্ত্রিভিরথৈকেন শোভাঃ স্যুর্দ্বারপার্শ্বয়োঃ। উপশোভাঃ স্যুরে-কেন ত্রিভিঃ কোষ্ঠৈরনন্তরং॥ অবশিষ্টৈঃ পদৈঃ ষড়্ভিঃ কোণানাং স্যা-চ্চতুষ্টয়ং। রঞ্জয়েৎ পঞ্চভির্ব্বর্ণৈর্ম্মণ্ডলং তন্মনোহরং॥ অঙ্গুলোৎসেধবিস্তারাঃ সীমারেখাঃ সিতাঃ শুভাঃ। কর্ণিকাং পীতবর্ণেন কেশরাণ্যরুণেন চ॥ শুক্ল-বর্ণানি পত্রাণি তৎসন্ধীন্ শ্যামলেন চ। রজসা রঞ্জয়েন্মন্ত্রী যথা পীঠৈব কর্ণিকা॥ কেশরাঃ পীতরক্তাঃ স্যুররুণানি দলানি চ। সন্ধয়ঃ কৃষ্ণবর্ণাঃ স্যুঃ

অনন্তর নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে আসনোপবিষ্ট হইয়া আচমন করত আসন শোধন করিয়া স্বস্তিবাচন করত "সূর্য্যঃ সোমো" ইত্যাদি পাঠ করিয়া পূর্ব্ববৎ দেবীর মুখপ্রক্ষালন, মহাস্নান, বিঘ্নোৎসারণ, মাষভক্তবলি ও ভূতাপসারণ করত অর্ঘ্যস্থাপন, ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম করিয়া পূর্ব্ববৎ গণেশাদি দেবতাগণের পূজা করিবে। (১৯৪ পৃঃ দেখ)।

অতঃপর পূর্ব্ববৎ প্রাণায়াম, মাতৃকান্যাস ও করাঙ্গন্যাস করিয়া, পূর্ব্ববৎ দেবীর ধ্যান করত নিজের মস্তকে পুষ্প প্রদান করত মানসোপচারে দেবীর পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করত দেবীর সম্মুখে পদ্মোপরি পূজা করিবে। যথা,—

প্রথমতঃ পূর্ব্বদলে,—"ওঁ হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" এইক্রমে করাঙ্গন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে।—"ওঁ রুদ্রচণ্ডাং গৌরবর্ণাং অষ্টাদশভুজাং। নানালঙ্কার-ভূষিতাং নবযৌবনসম্পন্নাং। কপালং খেটকং ঘণ্টাং দর্পণং তর্জ্জনীং ধনুঃ। ধ্বজং ডমরুকং পাশং বামহস্তেষু বিভ্রতীং। শক্তিঞ্চ মুষলং শূলং বজ্রং খড়্গাং তথাঙ্কুশং। শরং চক্রং শলাকঞ্চ দক্ষিণেষু চ বিভ্রতীং। সিংহস্কন্ধোপরি স্থিতাং ছিন্নশিরো-মহিষবিনির্গতখড়্গাপাণিদানবকণ্ঠাগ্রজূটমুষ্টিধরাং॥" এই ধ্যান করিয়া "ওঁ হ্রীং রুদ্রচণ্ডে ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া "ওঁ রুদ্রচণ্ডায়ৈ নমঃ" বলিয়া পূজা করিয়া প্রণাম করিবে। যথা,—ওঁ রুদ্রচণ্ডে নমস্তুভ্যং চণ্ডবৈরিবিনাশিনী। সর্ব্বপাপহরে দেবি বরদা ভব সর্ব্বদা ॥ ১ ॥ আগ্নেয় দলে,—"ওঁ হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" বলিয়া করাঙ্গন্যাসাদি করিয়া ধ্যান করিবে। যথা,—ওঁ প্রচণ্ডাং অরুণ-বর্ণাং অষ্টাদশভুজাং নানালঙ্কারভূষিতাং। নবযৌবনসম্পন্নাং। কপালং ইত্যাদি।

এইরূপ ধ্যান করিয়া ওঁ প্রচণ্ডে ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করত ওঁ প্রচণ্ডায়ৈ নমঃ বলিয়া পূজা করত প্রণাম করিবে। যথা,—ওঁ প্রচণ্ডে পুত্রদে নিত্যং সুপ্রীতে সুরনায়িকে। সর্ব্বানন্দকরে দেবি তুভ্যং নিত্যং নমো নমঃ ॥ ২ ॥ দক্ষিণ দলে,—চণ্ডোগ্রার ধ্যান করিবে। যথা,—ওঁ

সিতেনাপ্যসিতেন বা ॥ রঞ্জয়েৎ পীঠগর্ভাণি পাদাঃ স্যুররুণপ্রভাঃ। গাত্রাণি তস্য শুক্লানি বীথিষু চ চতস্যৃষু ॥ আলিখেৎ কল্পলতিকা দলপুষ্পসমন্বিতাঃ॥ বর্ণৈর্নানাবিধৈশ্চিত্রৈঃ সমদৃষ্টির্মনোহরাঃ ॥ দ্বারাণি শ্বেতবর্ণানি শোভা রক্তাঃ সমীরিতাঃ। উপশোভাঃ পীতবর্ণাঃ কোণান্যসিতভানি চ ॥ ত্রিস্রো রেখা বহিঃ কার্য্যা সিতরক্তাসিতাঃ ক্রমাৎ। মণ্ডলং সর্ব্বতোভদ্রমেতৎ সাধারণং মতং ॥"

চণ্ডোগ্রাং কৃষ্ণবর্ণাং ষোড়শভুজাং। নানালঙ্কারভূষিতাং নবযৌবনসম্পন্নাং কপালং ইত্যাদি। এইরূপ ধ্যান করিয়া ওঁ চণ্ডোগ্রে ইহাগচ্ছ ইত্যাদিরূপে আবাহন করত ওঁ চণ্ডোগ্রায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে পূজা করিয়া, ওঁ চণ্ডোগ্রে চর্চ্চিকে ত্বং হি সর্ব্বভূতভয়াবহে। দেবি ত্বং সর্ব্বকার্য্যেষু চণ্ডোগ্রাং ত্বাং নমাম্যহং। নৈর্ঋতদলে ওঁ চণ্ডনায়িকাং নীলবর্ণাং ষোড়শভুজাং নানালঙ্কারভূষিতাং নবযৌবনসম্পন্নাং কপালমিত্যাদি। এই ধ্যান করিয়া ওঁ চণ্ডনায়িকে ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করিয়া ওঁ চণ্ডনায়িকায়ৈ নমঃ বলিয়া পূজা করত প্রণাম করিবে। যথা,—ওঁ যা সিদ্ধিরিতি নাম্না চ গুণত্রয়বিভাবিনী। কলিকল্মষনাশায় নমামি চণ্ডনায়িকাং ॥ ৪ ॥ পশ্চিমদলে,—ওঁ চণ্ডাং শুক্লবর্ণাং ষোড়শভুজাং নানালঙ্কারভূষিতাং। নবযৌবনসম্পন্নাং কপালমিত্যাদি। এইরূপ ধ্যান করিয়া ওঁ চণ্ডে ইহাগচ্ছ ইত্যাদি রূপে আবাহন করত ওঁ চণ্ডায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে পূজা করিয়া ওঁ দেবি চণ্ডাত্মিকে চণ্ডি ইত্যাদি মন্ত্রে নমস্কার করিবে ॥ ৫ ॥ বায়ুদলে,—ওঁ চণ্ডবতীং ধূম্রবর্ণাং ষোড়শভুজাং নানালঙ্কারভূষিতাং। নবযৌবনসম্পন্নাং কপালমিত্যাদি। এই ধ্যান করিয়া ওঁ চণ্ডবতি ইহাগচ্ছ ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করিয়া ওঁ চণ্ডবত্যৈ নমঃ এই মন্ত্রে পূজা করিয়া ওঁ যা সৃষ্টিরিতি নাম্না চ গুণত্রয়বিভাবিনী। যাঃ পরাঃ শক্তয়স্তস্যৈ চণ্ডবত্যৈ নমোনমঃ ॥ ইহা বলিয়া নমস্কার করিবে ॥ ৬ ॥ উত্তর দলে,—ওঁ চণ্ডরূপাং পীতবর্ণাং ষোড়শভুজাং নানালঙ্কারভূষিতাং। নবযৌবনসম্পন্নাং কপাল মিত্যাদি। এই ধ্যান করিয়া ওঁ চণ্ডরূপে ইহাগচ্ছ ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করিয়া ওঁ চণ্ডরূপায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে পূজা করিয়া ওঁ চণ্ডরূপাত্মিকা চণ্ডা চণ্ডিকা চণ্ডনায়িকা। সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদে দেবি তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥ ৭ ॥ ঈশানদলে,—ওঁ অতিচণ্ডাং পাণ্ডুরবর্ণাং ষোড়শভুজাং নানালঙ্কারভূষিতাং। নবযৌবনসম্পন্নাং কপালমিত্যাদি। এই প্রকারে ধ্যান করিয়া ওঁ অতিচণ্ডে ইহাগচ্ছ ইত্যাদিক্রমে আবাহন করিয়া ওঁ অতিচণ্ডায়ৈ নমঃ ॥ এই মন্ত্রে পূজা করিয়া ওঁ বালার্কনয়না চণ্ডা সর্ব্বদা ভক্তবৎসলা। চণ্ডাসুরস্য মথিনী বরদাস্ত্বতিচণ্ডিকা ॥ ৮ ॥ পদ্মমধ্যে উগ্রচণ্ডার ধ্যান করিবে। যথা,—ওঁ উগ্রচণ্ডাং রক্তবর্ণাংষোড়শভুজাং নানালঙ্কারভূষিতাং। নবযৌবনসম্পন্নাং কপালমিত্যাদি। এই প্রকার ধ্যান করিয়া ওঁ উগ্রচণ্ডায়ৈ নমঃ বলিয়া পূজা করত ওঁ উগ্রচণ্ডা তু বরদা মধ্যস্থাগ্নিসমপ্রভা। সা মে ভবতু বরদা তস্যৈ নিত্যং নমোনমঃ ॥ এই মন্ত্রে নমস্কার করিবে ॥ ৯ ॥ প্রত্যেক আবাহনে ওঁ হ্রীঁ বীজ যোগ করিবে।

অতঃপর পীঠন্যাসক্রমে পীঠপূজা (১৫ পৃ দেখ) করিয়া পুনর্ব্বার করাঙ্গন্যাস করত দেবীর ধ্যান করিয়া ঘটে পুষ্প প্রদান করত পূর্ব্ববৎরূপে (২০৪ পৃ দেখ) ষোড়শোপচারে দেবীর পূজা করিবে। অনন্তর নবপত্রিকা পূজা করিবে (২০৬ পৃ দেখ)।

অতঃপর দ্বারপূজা করিবে। পূর্ব্বদ্বারে—ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ। এই প্রকারে দ্বারপালেভ্যঃ, দ্বারশ্রিয়ৈ। দক্ষিণদ্বারে, চামুণ্ডায়ৈ বটুকায়ৈ। পশ্চিমদ্বারে বামনায়। উত্তরদ্বারে দীর্ঘজঙ্ঘায়, উন্মত্তায়, যোগিনীভ্যঃ। অগ্নিকোণে, ধর্ম্মায়, অধর্ম্মায়, পূতনায়ৈ। নৈঋত কোণে মহাবলায়ৈ, উগ্রচণ্ডায়ৈ। বায়ুকোণে, প্রচণ্ডায়ৈ, চণ্ডিকায়ৈ। ঈশানকোণে, চণ্ডবত্যৈ, চণ্ডরূপায়ৈ। ইহাদের প্রত্যেকের আদিতে "ওঁ হ্রীং" বীজ ও অন্তে নমঃ শব্দ যোগ করিয়া অর্চ্চনা করিবে।

অনন্তর চতুঃষষ্টি যোগিনীর পূজা করিবে। যথা ওঁ হ্রীং ব্রহ্মাণ্যৈ। এবং বৈষ্ণব্যৈ, মাহেশ্বর্য্যৈ, কালরাত্র্যৈ, তামস্যৈ, জয়ন্ত্যৈ, মঙ্গলায়ৈ, কাল্যৈ, ভদ্রকাল্যৈ কপালিন্যৈ, দুর্গায়ৈ, দুর্গপারায়ৈ, খ্যাত্যৈ, পূতনায়ৈ, সর্ব্বকারিণ্যৈ, সারায়ৈ, কৃষ্ণায়ৈ, সৌম্যায়ৈ, অতিসৌম্যায়ৈ, শিবায়ৈ, ক্ষমায়ৈ, ধাত্র্যৈ, স্বাহায়ৈ স্বধায়ৈ, জিতায়ৈ, অপরাজিতায়ৈ, ক্ষেমঙ্কর্য্যৈ, বারাহ্যৈ, নন্দিন্যৈ, শাকম্ভর্য্যৈ অসিতাঙ্গায়ৈ, ধূম্রায়ৈ, রৌদ্রায়ৈ, জগৎপ্রতিষ্ঠায়ৈ, চৈতন্যায়ৈ, বুদ্ধ্যৈ, ছায়ায়ৈ, খ্যাত্যৈ, পুষ্ট্যৈ, ধৃত্যৈ, দয়ায়ৈ, শিবায়ৈ, অসুরনাশিন্যৈ, অপর্ণায়ৈ, পার্ব্বত্যৈ, চণ্ডিকায়ৈ, চামুণ্ডায়ৈ, গৌর্য্যৈ, বহুরূপায়ৈ, ভূত্যৈ, বিভূত্যৈ, বাভ্রব্যৈ, ক্রোধায়ৈ, দেবভূত্যৈ, শিবদূত্যৈ, ভামস্যৈ, মেধায়ৈ, রামেশ্বর্য্যৈ, বক্রেশ্বর্য্যৈ, ত্রিপুরায়ৈ, মহামায়ায়ৈ, কোটর্য্যৈ কোটিন্যৈ, মলয়বাসিন্যৈ। সর্ব্বত্র প্রণবাদি নমোঽন্ত করিয়া পূজা করিবে। পরে ওঁ কোটিযোগিনীভ্যো নমঃ। বলিয়া পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে।

অনন্তর দেবী ঘটে নবচণ্ডিকার প্রত্যেকের আবাহন করিয়া অর্চ্চনা করিবে। যথা,—ওঁ হ্রীং ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ এই মন্ত্রে পূজা করিয়া নমস্কার করিবে, ওঁ চতুর্ম্মুখীং জগদ্ধাত্রীং হংসারূঢ়াং বরপ্রদাং। সৃষ্টিরূপাং মহাভাগাং ব্রহ্মাণীং তাং নমাম্যহম্ ॥ ১ ॥ এবং ওঁ হ্রীং চাং মাহেশ্বর্য্যৈ নমঃ। প্রণাম, ওঁ বৃষারূঢ়াং শুভাং শুভ্রাং ত্রিনেত্রাং বরদাং শিবাং। মাহেশ্বরীং নমাম্যদ্য সৃষ্টিসংহারকারিণীম্ ॥ ২ ॥ ওঁ চাং হ্রীং কৌমার্য্যৈ নমঃ। প্রণাম ওঁ কৌমারীং পীতবসনাং ময়ূরবরবাহনাং। শক্তিহস্তাং সিতাঙ্গীং তাং নমামি বরদাং শুভাম্ ॥৩॥ ওঁ চাং শ্রীং ঐং হ্রীং বৈষ্ণব্যৈ নমঃ। প্রণাম ওঁ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণীং কৃষ্ণরূপিণীং। স্থিতিরূপাং খগেন্দ্রস্থাং

বৈষ্ণবীং তাং নমাম্যহম্ ॥ ৪ ॥ ওঁ আং বাং ক্রীং বারাহ্যৈ নমঃ। প্রণাম ওঁ বরাহরূপিণীং দেবীং দংষ্ট্রোদ্ধৃতবসুন্ধরাং। শুভদাং পীতবসনাং বারাহীং তাং নমাম্যহম্ ॥ ৫ ॥ ওঁ ঐং শ্রীং সৌং ক্রীং নারসিংহ্যৈ নমঃ। প্রণাম ওঁ নৃসিংহরূপিণীং দেবীং দৈত্যদানবদর্পহাং। শুভাং শুভপ্রদাং শুভ্রাং নারসিংহীং নমাম্যহম্ ॥৬॥ ওঁ উং শ্রীং ক্রীং ক্রীং ইন্দ্রাণ্যৈ নমঃ। ওঁ ইন্দ্রাণীং গজকুম্ভস্থাং সহস্রনয়নোজ্জ্বলাং। নমামি বরদাং দেবীং সর্ব্বদেবনমস্কৃতাং ॥ ৭ ॥ ওঁ ক্রীং ঐং শ্রীং চামুণ্ডায়ৈ নমঃ। প্রণাম,—ওঁ চামুণ্ডাং মুণ্ডমথিনীং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্। অট্টাট্টহাসমুদিতাং নমাম্যাত্মবিভূতয়ে ॥৮॥ ওঁ ক্ষৌং শ্রীং হ্রীং চাং হুং কাত্যায়ন্যৈ নমঃ। প্রণাম ওঁ কাত্যায়নীং দশভুজাং মহিষাসুরমর্দ্দিনীং। প্রসন্নবদনাং দেবীং বরদাং তাং নমাম্যহম্ ॥ ৯ ॥ অতঃপর ওঁ হ্রীং শ্রীং নবদুর্গায়ৈ নমঃ বলিয়া পূজা করত প্রণাম করিবে—ওঁ চণ্ডিকে নবদুর্গে ত্বং মহাদেবমনোরমে। পূজাং সমস্তাং সংগৃহ্য রক্ষ মাং ত্রিদশেশ্বরি ॥

অনন্তর মণ্ডলমধ্যে দশদিকে ধ্বজপতাকা * আরোপণ করিয়া দশদিক্পালের পূজা করিবে। যথা,—পূর্ব্বদ্বারে পীতধ্বজ পতাকা,—ওঁ আয়াহি ইন্দ্র মহারাজাধিরাজ সবলবাহনাবৃত ইহাগচ্ছাগচ্ছ ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করিয়া "ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ" ওঁ শচ্যৈ নমঃ' বলিয়া পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে ॥ ১ ॥ অগ্নিকোণে রক্তধ্বজপতাকা,—ওঁ আয়াহি চিত্রভানো মহারাজাধিরাজ সবলবাহনাবৃত ইহাগচ্ছ ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করত "ওঁ অগ্নয়ে নমঃ, ওঁ স্বাহায়ৈ নমঃ। এই মন্ত্রে উভয়ের অর্চ্চনা করিবে ॥ ২ ॥ দক্ষিণদ্বারে কৃষ্ণধ্বজ পতাকা,—"ওঁ আয়াহি যম মহারাজাধিরাজ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করিয়া "ওঁ যমায় নমঃ, ওঁ চিত্রগুপ্তায় নমঃ" বলিয়া পূজা করিবে ॥ ৩ ॥ নৈঋতকোণে নীলধ্বজ পতাকা,—ওঁ আয়াহি নির্ঋতে মহারাজাধিরাজ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করিয়া "ওঁ নির্ঋতয়ে নমঃ" এইক্রমে পূজা করিবে ॥৪॥ পশ্চিমদিকে শুক্লধ্বজপতাকা,—"ওঁ আয়াহি বরুণ মহারাজ ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করিয়া "ওঁ বরুণায় নমঃ, ও সোমায় নমঃ, ওঁ ঋষিভ্যো

* কপিল পঞ্চরাত্রে পতাকাপ্রমাণং।—পতাকাং পীতবর্ণাভামৈন্দ্র্যাং দিশি বিনিক্ষিপেৎ। আগ্নেয্যাং রক্তবর্ণাভাং কৃষ্ণাভাং যাম্যগোচরে। নৈঋত্যাং নীলবর্ণাভাং বারুণ্যাং বৈ সিতাস্তথা। বায়ব্যাং ধূম্রবর্ণাভাং কৌমার্য্যাং পীতবর্ণকাং। পতাকাং সর্ব্ববর্ণাভা মৈশান্যা দ্দিশি বিন্যসেৎ। আনন্ত্যং (ইন্দ্রেশানয়োর্ম্মধ্যে) শ্বেতবর্ণাভাং ব্রাহ্ম্যং (নৈঋতবরুণয়োর্মধ্যে) বক্তাঙ্ক বিন্যসেৎ ॥

নমঃ” বলিয়া পূজা করিবে ॥ ৫ ॥ বায়ুকোণে ধূম্রাকার ধ্বজপতাকা,—ওঁ আয়াহি পবন মহারাজ ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করিয়া ওঁ বায়বে নমঃ, ওঁ কামদেবায় নমঃ ইহা বলিয়া পূজা করিবে॥ ৬॥ উত্তরদিকে পীতধ্বজ পতাকা,—ওঁ আয়াহি কুবের মহারাজ ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করিয়া “ওঁ কুবেরায় নমঃ” এই বলিয়া পূজা করিবে॥ ৭ ॥ ঈশানকোণে সর্ব্ববর্ণমিশ্রিত ধ্বজ-পতাকা,—“ওঁ আয়াহি ঈশানমহারাজ” ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করিয়া “ওঁ ঈশানায় নমঃ ওঁ শিবায় নমঃ” বলিয়া পূজা করিবে॥ ৮ ॥ পূর্ব্বদিক্ ও ঈশান কোণ মধ্যে শ্বেতবর্ণধ্বজপতাকা,—“ওঁ আয়াহি অনন্ত মহারাজ” ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করিয়া ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ হলধরায় নমঃ বলিয়া পূজা করিবে॥ ৯॥ নৈর্ঋত ও পশ্চিমদিকের মধ্যে রক্তধ্বজপতাকা,—ওঁ আয়াহি চতুর্ম্মুখ মহারাজ” ইত্যাদি আবাহন করিয়া “ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, ওঁ বেদেভ্যো নমঃ” বলিয়া পূজা করিবে ॥ ১০ ॥

তৎপর প্রতিমাগঠিত দেবতাগণের যথাশক্তি পূজা করিয়া নিম্নলিখিত ক্রমে দেবীর অস্ত্রসমূহের অর্চ্চনা ও প্রণাম করিবে। “ওঁ ত্রিশূলায় নমঃ” বলিয়া পূজা করত প্রণাম করিবে,—ওঁ সর্ব্বায়ুধানাং প্রথমো নির্ম্মিতস্ত্বং পিনাকিনা। শূলাৎ সারং সমাকৃষ্য মুষ্টিগ্রাহং কৃতং শুভম্ ॥১॥ “ওঁ খড়্গায় নমঃ” বলিয়া পূজা করত ওঁ অসির্ব্বিশসনঃ খড়্গাস্তীক্ষ্ণধারো দুরাসদঃ। শ্রীগর্ভো বিজয়শ্চৈব ধর্ম্মপাল নমোঽস্তু তে ॥ ২ ॥ বলিয়া নমস্কার করিবে। “ওঁ চক্রায় নমঃ” বলিয়া পূজা ও ওঁ চক্রস্ত্বং বিষ্ণুরূপোঽসি বিষ্ণুপাণৌ সদা স্থিতঃ। দেবীহস্তস্থিতো নিত্যং সুদর্শন নমোঽস্তু তে ॥৩॥ বলিয়া প্রণাম করিবে। “ওঁ তীক্ষ্ণবাণায় নমঃ” বলিয়া পূজা ও ওঁ সর্ব্বায়ুধানাং শ্রেষ্ঠোঽসি দৈত্যসেনানিসূদনঃ। ভয়েভ্যঃ সর্ব্বতো রক্ষ তীক্ষ্ণবাণ নমোঽস্তু তে” ॥৪॥ বলিয়া প্রণাম। “ওঁ শক্তয়ে নমঃ” বলিয়া অর্চ্চনা ও ওঁ শক্তিস্ত্বং সর্ব্বদেবানাং গুহস্য চ বিশেষতঃ। শক্তিরূপেণ সর্ব্বত্র রক্ষাং কুরু নমোঽস্তু তে ॥৫॥ বলিয়া প্রণাম। “ওঁ পূর্ণচাপায় নমঃ” মন্ত্রে পূজা ও ওঁ সর্ব্বায়ুধ মহামাত্র সর্ব্ব-দেবারিসূদন। চাপ মাং সর্ব্বতো রক্ষ সাকং শায়কসত্তমৈঃ” ॥৬॥ বলিয়া নমস্কার। “ওঁ পাশায় নমঃ” মন্ত্রে অর্চ্চনা, ওঁ পাশ ত্বং নাগরূপোঽসি বিষপূর্ণো বিষোদরঃ। শত্রূণাং দুঃসহো নিত্যং নাগপাশ নমোঽস্তু তে ॥৭॥ বলিয়া প্রণাম। “ওঁ অঙ্কুশায় নমঃ” বলিয়া অর্চ্চনা—ওঁ অঙ্কুশোঽসি নমস্তুভ্যং গজানাং নিয়মঃ সদা। লোকানাং সর্ব্বরক্ষার্থং বিধৃতঃ পার্ব্বতীকরে॥ ৮॥ বলিয়া প্রণাম। “ওঁ ঘণ্টায়ৈ নমঃ” বলিয়া পূজা ও ওঁ হিনস্তি দৈত্যতেজাংসি স্বনেনাপূর্য্য যা জগৎ

সা ঘণ্টা পাতু নো দেবি পাপেভ্যোনঃ সুতানিব ॥ ৯ ॥ বলিয়া প্রণাম। "ওঁ পরশবে নমঃ" বলিয়া অর্চ্চনা ওঁ পরশো ত্বং মহাতীক্ষ্ণঃ সর্ব্বদেবারিসূদনঃ। দেবীহস্তে স্থিতো নিত্যং শত্রুক্ষয় নমোঽস্তু তে ॥১০॥ বলিয়া প্রণাম করিবে।

নিম্নলিখিত দেবতাগণের আবাহন করিয়া পূজা করিবে। যথা,—ওঁ হ্রীং সিদ্ধপুত্রবটুকায় নমঃ। এবং জ্ঞানপুত্রবটুকায়, সহজপুত্রবটুকায়, শেষপুত্রবটুকায়, সময়পুত্রবটুকায়।" পরে "ওঁ হেতুকায় ক্ষেত্রপালায় নমঃ" এই ক্রমে—ত্রিপুরঘ্নায়, অগ্নিজিহ্বায়, অগ্নিবেতালায়, কলায়, করালায়, একপাদায়, ভীমনাথায়। মণ্ডলের চতুর্দ্দিকে—অসিতাঙ্গভৈরবায় নমঃ এই ক্রমে—রুরবে, চণ্ডায়, ক্রোধায়, উন্মত্তায়, ভয়ঙ্করায়, কপালিনে, ভীষণায়, সংহারায়।" তদনন্তর সর্ব্বাধারস্বরূপিণী দেবীকে বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া পুষ্পাঞ্জলিত্রয় প্রদান করিয়া ছাগাদি বলিদান করিয়া আরত্রিক বিধি অনুসারে আরত্রিক, (২৩ পৃ দেখ) প্রাণায়াম, জপ, জপসমর্পণ ও পুনরায় প্রাণায়াম করিয়া স্তব কবচ পাঠ, নমস্কার ও কুমারী পূজাদি করিবে।

সন্ধিপূজা।

যথাসময়ে স্বস্তিবাচনাদি করিয়া সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করত ভূতশুদ্ধি ও প্রাণায়াম করত গণেশাদি দেবতাগণের (১৯৪ পৃঃ দেখ) পূজা করিয়া পূর্ব্ববৎ মাতৃকান্যাসাদি করিয়া দেবীর ষোড়শোপচারে পূর্ব্ববৎ পূজা করিয়া, চামুণ্ডার ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। যথা,—ওঁ নীলোৎপলদলশ্যামা চতুর্ব্বাহুসমন্বিতা। খট্টাঙ্গচন্দ্রহাসঞ্চ বিভ্রতী দক্ষিণে করে। বামে চর্ম্ম চ পাশঞ্চ ঊর্দ্ধাধোভাগতঃ পুনঃ। দধতী মুণ্ডমালাঞ্চ ব্যাঘ্রচর্ম্মধরাম্বরা।. কৃশোদরী দীর্ঘদংষ্ট্রা অতিদীর্ঘাতিভীষণা। লোলজিহ্বা নিম্নরক্তনয়না রাবভীষণা। কবন্ধবাহনাসীনা বিস্তারশ্রবণাননা। এষা কালী সমাখ্যাতা চামুণ্ডা ইতি কথ্যতে॥ এই প্রকার ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। তৎপরে, তৈজসাধারাদি দ্রব্য সম্ভার উৎসর্গ করিয়া দিয়া নবপত্রিকা ও চতুঃষষ্টি যোগিনীর পূজা করিবে। অনন্তর দীপমালা উৎসর্গ করিবে। যথা,—"অদ্যেত্যাদি মহাষ্টমীমহানবমীসন্ধৌ এষা দীপমালা দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ" এই বাক্যে দীপমালা উৎসর্গ করত পূর্ব্ববৎ বলিদান করিবে। (২০৭ পৃঃ দেখ)।

সন্ধিপূজা সমাপ্তা॥

নবমী পূজা।

নিত্যক্রিয়াদি সমাপন করিয়া শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমন করত স্বস্তি-বাচন ও সূর্য্যঃ সোমো ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে সপ্তমীবিহিত ক্রমে মুখ প্রক্ষালন, দন্তকাষ্ঠ নিবেদন, মহাস্নান, বিঘ্নাপসারণ ও মাষভক্ত বলিদান করিয়া ভূতাপসারণ করিবে। পরে সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিয়া ভূতশুদ্ধি (৯ পৃ দেখ) ও প্রাণায়াম করিয়া (১৪ পৃঃ দেখ) পূর্ব্ববৎ পূজা করিয়া প্রাণায়াম ও মাতৃকান্যাস করত (১১ পৃঃ দেখ) স্বীয় মস্তকে পুষ্পপ্রদান করত স্নানসোপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্যস্থাপন করিবে। পুনরায় করাঙ্গন্যাস ও ধ্যান করিয়া ষোড়শোপচারে দেবীর পূজা করিবে (২০৪ পৃঃ দেখ)। পরে নমস্কার করিবে।

অতঃপর নবপত্রিকা পূজা করিয়া (২০৩ পৃঃ দেখ) দ্বার পূজা (২১৬ পৃঃ দেখ) করিবে। পরে চতুঃষষ্টি যোগিনীগণের পূজা (২১৬ পৃঃ দেখ) করিয়া নবচণ্ডিকার পূজা করিবে (২১৬ পৃঃ দেখ)।

পরে পদ্মোপরি নানা দেবতার পূজা করিবে। যথা,—ওঁ সুমঙ্গলায়ৈ নমঃ। এবং সুশোভনায়ৈ, সুশুদ্ধিরূপায়ৈ, বহুরূপায়ৈ, বিরূপায়ৈ, শান্তিরূপায়ৈ, চামুণ্ডায়ৈ। অগ্রে 'প্রণব' ও পরে 'নমঃ' শব্দ যোগ করিয়া পূজা করিবে। পরে অষ্টযোগি-নীর পূজা করিবে।—"ওঁ অপর্ণায়ৈ নমঃ এবং পিঙ্গলায়ৈ, কিরাত্যৈ, রাক্ষস্যৈ, দৈত্যাঙ্গনায়ৈ, সংহারিণ্যৈ, বিরূপাক্ষ্যৈ, কুলেশ্বর্য্যৈ, নাগাঙ্গনায়ৈ, ওঁকারাদি নমোহন্ত করিয়া পূজা করিবে। অতঃপর চতুঃষষ্টি মাতৃকা পূজা করিয়া অন্যান্য দেবতাগণের পূজা করিবে। যথা,—হ্রীঁ ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ। এবং মাহেশ্বর্য্যৈ, বৈষ্ণব্যৈ, ক্ষেমঙ্কর্য্যৈ, কালরাত্র্যৈ, তামস্যৈ, জয়ন্ত্যৈ, মঙ্গলায়ৈ, কাল্যৈ, ভদ্রকাল্যৈ, দুর্গায়ৈ, ক্ষমায়ৈ, ধাত্র্যৈ, স্বাহায়ৈ, স্বধায়ৈ, অজিতায়ৈ, অপরাজিতায়ৈ, অসিতায়ৈ, অপ্রতিহততেজসায়ৈ, বারাহ্যৈ, নন্দিন্যৈ, শাকম্ভর্য্যৈ, অসিতাঙ্গায়ৈ, ধূম্রায়ৈ, রৌদ্রায়ৈ, অতিসৌম্যায়ৈ, সারায়ৈ, সর্ব্বকারিণ্যৈ, খ্যাত্যৈ, সৌম্যায়ৈ, জগৎপ্রতিষ্ঠায়ৈ, দেব্যৈ, কৃত্যৈ, চেতনায়ৈ, বুদ্ধ্যৈ, ছায়ায়ৈ, শান্ত্যৈ, ধৃত্যৈ, দয়ায়ৈ, স্মৃত্যৈ, তুষ্ট্যৈ, লজ্জায়ৈ, ক্ষুধায়ৈ, তৃষ্ণায়ৈ, লক্ষ্ম্যৈ, ভ্রান্ত্যৈ, অসুরনাশিন্যৈ, অর্পণায়ৈ, পার্ব্বত্যৈ, চণ্ডি-কায়ৈ, চর্চ্চিকায়ৈ, চামুণ্ডায়ৈ, গৌর্য্যৈ, ধাত্র্যৈ, বহুরূপায়ৈ, ভূত্যৈ, বিভূত্যৈ, ক্রোধায়ৈ, দেবদূত্যৈ, শিবদূত্যৈ, পদ্মায়ৈ, শক্ত্যৈ, মেধায়ৈ, সাবিত্র্যৈ, জয়ায়ৈ, বিজয়ায়ৈ, পূতনায়ৈ, সুধায়ৈ, মোক্ষায়ৈ, মোক্ষদায়িন্যৈ, বারুণ্যৈ, গায়ত্র্যৈ, ত্রিনেত্রায়ৈ, বিরূপায়ৈ, সুরূপায়ৈ, স্তুত্যায়ৈ, অনুচ্চার্য্যৈ, বিশালাক্ষ্যৈ

বেতালিন্যৈ, প্রত্যঙ্গিরায়ৈ, গণায়ৈ, গণেশ্বর্য্যৈ, কুলেশ্বৈর্য্যৈ কুলপুত্রবটুকায়, মদনপুত্রবটুকায়, ঋষিপুত্রবটুকায়, গুরুপুত্রবটুকায়, যমপুত্রবটুকায়, দেবপুত্র-বটুকায়, কামপুত্রবটুকায়, চণ্ডভৈরবায়, ক্রোধভৈরবায়, উন্মত্তভৈরবায়, কাল-ভৈরবায়, কামেশ্বরভৈরবায়, সংহারভৈরবায়, পূর্ব্বদ্বারপালায়, কৃষ্ণদণ্ডভৈরবায়, দক্ষিণদ্বারপালায়, প্রচণ্ডভৈরবায়, পশ্চিমদ্বারপালায়, শ্বেতদণ্ডভৈরবায়, উত্তর-দ্বারপালায়, কালদণ্ডভৈরবায়, রব্যাদিবারেভ্যঃ, প্রতিপদাদিতিথিভ্যঃ, অশ্বি-ন্যাদিনক্ষত্রেভ্যঃ, বিষ্কুম্ভাদিযোগেভ্যঃ, সর্ব্বত্র প্রণবাদি নমোঽন্ত করিয়া পূজা করিবে।

অতঃপর নারায়ণের যোড়শোপচারে পূজা করিবে। পরে অস্ত্রগণের অর্চ্চনা করিবে (২১৮ পৃ দেখ)।

অতঃপর ওঁ মহিষাসুরায় নমঃ” বলিয়া মহিষাসুরের পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া মূলমন্ত্র যথাশক্তি জপ করিয়া ছাগাদি পশু বলিদান করত শত্রু বলি প্রদান করিবে। যথা,—

পিষ্টকময় শত্রু নির্ম্মাণ করিয়া মানপত্রোপরি উত্তরশিরা করিয়া স্থাপন করত মানপত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া তদুপরি প্রদীপ চতুষ্টয় স্থাপনপূর্ব্বক বামহস্তে জলপুষ্প গ্রহণ করিয়া,—ওঁ বিলয়ং যান্তু তে সর্ব্বে যে মাং হিংসন্তি জন্তবঃ। মহামারীভয়ক্লেশাঃ পতন্তু শত্রুমস্তকে।” ইহা পাঠ করত শত্রু মস্তকে নিক্ষেপ করিবে। পরে বামহস্তে খড়্গগ্রহণ করিয়া “ওঁ কালি কালি করালি ঘোর ধারেণ মম শত্রূন্ মারয় মারয় ওঁ হুং স্ফুর স্ফুর পচ পচ হন হন ধম ধম মারয় মারয় দহ দহ বিদারয় বিদারয় কল্পয় কল্পয় পূরয় পূরয় ওঁ হুং হুং তান্ মম শত্রূন্ মর্দ্দয় মর্দ্দয় মথ মথ চূর্ণয় চূর্ণয় অবধ্বংসয় অবধ্বংসয় ওঁ হুং হুং নমঃ।” ইহা পাঠ করিয়া “ওঁ মম শত্রূন্ নিহন্মি” বলিয়া বিমুখ হইয়া তিনবার আঘাত করিবে। অনন্তর হোম করিবে। (দেবী পুরাণোক্ত পূজার শেষ দেখ) পরে পূজার দক্ষিণা করিবে। যথা,—

“বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যাশ্বিনে মাসি কন্যারাশিস্থে ভাস্করে শুক্লে পক্ষে নবম্যাং তিথৌ দীর্ঘায়ুষ্টৃপরমৈশ্বর্য্যাতুলধনধান্যপুত্রপৌত্রাদ্যনবচ্ছিন্নসন্ততিমিত্রবর্দ্ধনশত্রু-ক্ষয়োত্তরোত্তররাজসম্মানাদ্যভীষ্টসিদ্ধ্যর্থং পরত্র দেবীলোকপ্রাপ্তয়ে চ যথোপকল্পি-তোপহারৈর্ব্বৃহন্নন্দীকেশ্বরপুরাণানুগৃহীতভবিষ্যপুরাণোক্তবিধিনা সপ্তমীবিহিত-রম্ভাদি-নবপত্রিকাস্নাপনপ্রবেশ-মৃন্ময়শ্রীভগবদ্দুর্গামহাস্নানগণপত্যাদি-নানাদেবতা-পূজাপূর্ব্বকবার্ষিকশরৎকালীনশ্রীভগবদ্দুর্গাপূজা ছাগপশুবলিদান মহাষ্টমীবিহিত-

মৃন্ময়-শ্রীভগবদ্দুর্গামহাস্নানগণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বকবার্ষিকশরৎ-কালীন-শ্রীভগবদ্দুর্গাপূজাছাগপশুবলিদান-মহাষ্টমীমহানবমীসন্ধি-কালবিহিতগণপত্যাদি-নানাদেবতাপূজাপূর্ব্বকবার্ষিকশরৎকালীনশ্রীভগবদ্দুর্গাপূজা ছাগপশুবলিদানমহা-নবমীবিহিতমৃন্ময়শ্রীভগবদ্দুর্গামহাস্নানগণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাছাগপশুবলিদান-পূর্ব্বকবার্ষিকশরৎকালীন শ্রীভগবদ্দুর্গাপূজনকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদংকাঞ্চ-নমূল্যং বিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।"

এইরূপে দক্ষিণা করিয়া অচ্ছিদ্র ও বিষ্ণু স্মরণ করিবে।

নবমী পূজা সমাপ্তা ॥

বিজয়া দশমীকৃত্য।

নিত্য ক্রিয়াদি সমাপন করত শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমন করত স্বস্তি-বাচন পূর্ব্বক "সূর্য্যঃ সোমো" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত গন্ধপুষ্প দ্বারা হস্তদ্বয় সংশোধন করিয়া অর্ঘ্যস্থাপনও ভূতশুদ্ধ্যাদি করিয়া "ওঁ জটাজূটসমাযুক্তা" ইত্যাদি ধ্যান করিয়া পাদ্যাদি দ্বারা দেবীর পূজা করিবে। পরে ওঁ স্ফেং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" ইত্যাদি ক্রমে করাঙ্গন্যাস করিয়া নির্ম্মাল্যবাসিনীর ধ্যান করিবে। যথা,—ওঁ নির্ম্মাল্যবাসিনীং কনকপ্রভাং ত্রিনেত্রাং চতুর্ভুজাং। ত্রিশূলং খেটকঞ্চৈব গদাঞ্চ মুষলন্তথা। ভুজৈশ্চ সততং দেবীং যথাসংখ্যঞ্চ বিভ্রতীং ॥"

এই ধ্যান করিয়া "নির্ম্মাল্যবাসিন্যৈ নমঃ" এই মন্ত্রে যথাশক্তি পূজা করিয়া স্বদক্ষিণে মণ্ডল অঙ্কিত করত সংহারমুদ্রা সহযোগে দেবীর আসন বা ঘট হইতে পুষ্প আনয়ন করত তাহাতে স্থাপন করিয়া গন্ধপুষ্পদ্বারা ওঁ উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিন্যৈ নমঃ বলিয়া পূজা করত ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে ইত্যাদি মন্ত্রে নমস্কার করিয়া কর-যোড়ে নিম্নলিখিতরূপে প্রার্থনা করিবে। যথা,—

"ওঁ সিংহবাহিনী চামুণ্ডে পিনাকধরবল্লভে। উপহারং গৃহীত্বেমং চণ্ডিকে দেবি গম্যতাং ॥ ওঁ যন্ময়োপহৃতং কিঞ্চিদ্স্রগ্গন্ধানুলেপনং। তৎসর্ব্বমুপভোজ্য ত্বং গচ্ছ দেবি যথাসুখং ॥ ওঁ গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং গচ্ছ পূজিতে। মম চানুগ্রহার্থায় পুনরাগমনায় চ ॥ ওঁ গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং গচ্ছ দেবি নির প্রনে। গচ্ছন্তু ঋষয়ঃ সর্ব্বে সর্ব্বালঙ্কারহেতবে ॥"

অতঃপর সিংহাসন ধারণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা,

"ওঁ ক্ষমস্ব বরদে দেবি মঙ্গলে পরমেশ্বরি। সর্ব্বদে পরমে শুভে ফলপ্রদে॥ ওঁ গচ্ছ দেবি মহামায়ে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে। সর্ব্বলোকহিতার্থায় পুনরাগমনায় চ॥ ওঁ দুর্গে ত্বং জগতাং মাতঃ স্বস্থানং গচ্ছ পূজিতে। সংবৎসরব্যতীতে তু পুনরাগমনং তব॥ ওঁ গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং যত্র দেবো নিরঞ্জনঃ। মম চানুগ্রহার্থায় পুনরাগমনায় চ॥ গৃহীত্বা শারদীং পূজাং সমস্তাং শঙ্করপ্রিয়ে। গচ্ছ দেবি মহাভাগে অষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ সহ॥ ওঁ যথাশক্তি কৃতা পূজা ভক্ত্যা কমললোচনে। সাঙ্গং ভবতু তৎসর্ব্বং ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বরি॥ ওঁ কৈলাসশিখরে রম্যে সংস্থিতা ভবসন্নিধৌ। পূজিতাসি ময়া ভক্ত্যা গচ্ছ দেবি যথা সুখং।"

ইহা পাঠ করিয়া আসন চালিত করিবে। পরে নূতন মৃত্তিকা পাত্রে করিয়া জল আনয়ন করত দেবী সমীপে স্থাপন করিবে এবং জল সমীপে গমন করিয়া দর্পণে দেবীর প্রতিবিম্ব অবলোকন করত বক্ষ্যমাণ স্তুতি পাঠ করিবে। যথা,— ওঁ উত্তিষ্ঠ দেবি চামুণ্ডে শুভাং পূজাং প্রগৃহ্য চ। ব্রজ স্রোতোজলে বৃদ্ধ্যৈ স্থিয়তাঞ্চ জলে ত্বিহ॥ ওঁ কৃতা পূজা ময়া ভক্ত্যা তব দুর্গে সুরার্চ্চিতে। ভুক্ত্বা ভোগান্ বরান্ দত্ত্বা কুরু ক্রীড়াং যথাসুখং॥ ওঁ গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং দত্ত্বা মে বিজয়ং শ্রিয়ং। আয়ুরারোগ্যবিজয়ং দেহি দেবি নমোঽস্তু তে॥ ওঁ নিমজ্জাম্ভসি দেবি ত্বং শুভাং পূজাং প্রগৃহ্য চ। পুত্রায়ুর্দ্ধনবৃদ্ধ্যর্থং স্থাপিতাসি জলে ময়া॥

ইহা পাঠ করিয়া জল মধ্যে দর্পণ বিসর্জ্জন করিবে। অনন্তর শান্তি আশীর্ব্বাদ করিবে।

এই দিবস সায়ংসন্ধ্যাতীতে প্রশস্তি বন্দন করিতে হয়। স্থান ভেদে নবমী পূজার দিবস ও সন্ধ্যার পরে প্রশস্তিবন্দন হইয়া থাকে। (দেবী পুরাণোক্ত পূজার পর দেখ)।

বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণোক্ত দুর্গাপূজা সমাপ্তা॥

কালিকা পুরাণোক্ত-

দুর্গা-পূজাবিধি।

—:*:—

বোধন।

সায়ংসন্ধ্যা সময়ে বিল্ববৃক্ষ সমীপে গমন করিয়া দেবীর বোধন করিবে।

কৃতনিত্যক্রিয় যজমান শুদ্ধাসনে উপবেশন পূর্ব্বক আচমন করত স্বস্তিবাচন (২ পৃ দেখ) করিয়া ওঁ সূর্য্যঃ সোমো ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া পাপাপনোদন করিবে। যথা,—অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (পূজকের নাম ও গোত্র) কর্ত্তব্যবার্ষিকশরৎকালীনশ্রীভগবদ্দুর্গাবোধন কর্ম্মাধিকার প্রতিবন্ধক-পাপাপনোদনকামঃ ওঁ দেবি ত্বমিত্যাদি মন্ত্রদ্বয়জপমহং করিষ্যে।

এইরূপ বাক্য করিয়া কৃতাঞ্জলি পুরঃসর নিম্ন লিখিত মন্ত্র দ্বয় পাঠ করিবে। যথা,—ওঁ দেবি ত্বং প্রাকৃতং চিত্তং পাপাক্রান্ত মভূন্মম। তন্নিঃসারয় চিত্তং মে পাপং হুঁ ফট্ চ তে নমঃ॥ ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালো মহাভূতানি পঞ্চ বৈ। এতে শুভাশুভস্যেহ কর্ম্মণো নব সাক্ষিণঃ॥

এই মন্ত্র দ্বয় পাঠ করত ঊর্দ্ধ, অধ ও পার্শ্বদ্বয়ভাগ ক্রোধদৃষ্টিতে দর্শন করিয়া স্থিরচিত্ত হইবে। পরে তিলকুশাদিসহ তাম্র পাত্রগ্রহণ করিয়া সংকল্প করিবে।

সঙ্কল্প যথা,—বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যাশ্বিনে মাসি শুক্লে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা কর্ত্তব্যবার্ষিকশরৎকালীন শ্রীভগবদ্দুর্গাপূজাকর্ম্মণি বিল্ব-বৃক্ষে শ্রীভগবদ্দুর্গাবোধনকর্ম্মাহং করিষ্যে।

এইরূপ সংকল্প করিয়া স্বশাখোক্ত সূক্ত পাঠ করিবে। অনন্তর স্বশাখোক্ত বিধানে ঘট স্থাপন করিয়া সামান্যার্ঘ্য স্থাপন, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস, পীঠন্যাস ও হ্রীং মন্ত্রে প্রাণায়াম (৯—১৫ পৃ দেখ) করত ওঁ খর্ব্বং স্থূলতনুং ইত্যাদি ধ্যান (২৭ পৃ দেখ) করত "ওঁ গাং গণেশায় নমঃ" বলিয়া গণেশের পূজা করত শিবাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্পাল, মৎস্যাদি দশাবতার, গঙ্গা, যমুনা, মনসা, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে। পরে "শিরসি নারদ ঋষয়ে নমঃ। মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ' বলিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিয়া "হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" ইত্যাদি বলিয়া করাঙ্গন্যাস করত "ওঁ জটাজূট" ইত্যাদি

(১৯৫ পৃঃ দেখ) করিয়া স্বীয় মস্তকে পুষ্প প্রদান করত মানসোপচারে পূজা করিবে। পরে বিশেষার্ঘ্যস্থাপন (১৮ পৃ দেখ) করত "ওঁহ্রীং ভগবতি দুর্গে দেবি ইহাগচ্ছাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।" ইহা বলিয়া আবাহন করত "ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে দেবীর পূজা করিবে। পরে "ওঁ বিল্ববৃক্ষায় নমঃ বলিয়া পাদ্যাদি দ্বারা বিল্ববৃক্ষের পূজা করিয়া পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তিনী শাখা ধারণপূর্ব্বক করযোড়ে পড়িবে। যথা, ওঁ রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ। অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্ত্বয়ি কৃতঃ পুরা" "অহমপ্যাশ্বিনে তদ্বদ্বোধয়ামি সুরেশ্বরীং। শক্রেণাপি চ সংবোধ্য প্রাপ্তং রাজ্যং সুরালয়ে॥ তস্মাদহং ত্বাং প্রতিবোধয়ামি বিভূতিরাজ্য-প্রতিপত্তিহেতোঃ। যথৈব রামেণ হতো দশাস্য স্তথৈব শত্রূন্‌ বিনিপাতয়ামি।"

যদি ষষ্ঠীতে বোধন হয়, তবে "তদ্বদ্বোধয়ামি সুরেশ্বরীং" স্থলে "ষষ্ঠ্যাং সায়াহ্নে বোধয়ামি বৈ" এইরূপ পাঠ করিবে। তৎপর "ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ" মন্ত্রে কাণ্ড চতুষ্টয় আরোপণ করিয়া "ওঁ সূত্রামাণং পৃথিবীং" ইত্যাদি মন্ত্রে (১৯৬ পৃঃ দেখ) সাতবার সূত্র আবেষ্টন করিবে।

অধিবাস।

কৃতনিত্যক্রিয় যজমান শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমন পূর্ব্বক স্বস্তিবাচন করত "সূর্য্যঃ সোমো" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া পাপাপনোদন করত ফলপুষ্প তিলজলান্বিত তাম্রপাত্র গ্রহণ করিয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা,—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যাশ্বিনে মাসি শুক্লে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মা শ্রীভগবদ্দুর্গাপ্রীতিকামঃ কর্ত্তব্য-বার্ষিকশরৎকালীন-শ্রীভগবদ্দুর্গা-মহাপূজাঙ্গভূতং শ্রীভগবদ্দুর্গায়াঃ শুভাধিবাসনকর্ম্মাহং করিষ্যে।"

এইপ্রকার সঙ্কল্প করিয়া স্বশাখোক্ত সূক্ত (৩ পৃঃ দেখ) পাঠ করত ঘটস্থাপন (৫ পৃঃ দেখ) করিয়া আসনশোধন, বিঘ্নোৎসারণ, ভূতাপসারণ, ভূতশুদ্ধি আদি করিয়া সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিবে এবং পীঠপূজা করত গণেশাদি দেবতার (বোধন দেখ) পূজা করিয়া পূর্ব্ববৎ করাঙ্গন্যাস করত "ওঁ জটাজূট" ইত্যাদি ধ্যান করিয়া স্বীয় মস্তকে পুষ্প প্রদান করত মানসোপচারে দেবীর পূজা করিবে এবং বিশেষার্ঘ্যস্থাপনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার করাঙ্গন্যাসাদি করিয়া পূর্ব্ববৎ দেবীর ধ্যান ও আবাহনাদি করিয়া অর্চ্চনা করিবে। পূজান্তে দেবীর মন্ত্র জপ করিয়া জপ সমর্পণ করত "ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে" ইত্যাদি মন্ত্রে দেবীকে নমস্কার করিবে।

অতঃপর পাদ্যাদি দ্বারা বিল্ববৃক্ষের অর্চ্চনা করিবে। "ওঁ মেরুমন্দরকৈলাস-হিমবচ্ছিখরে গিরৌ। জাতঃ শ্রীফলবৃক্ষ ত্বমম্বিকায়াঃ সদা প্রিয়ঃ॥ ওঁ শ্রীশৈলশিখরে জাতঃ শ্রীফলঃ শ্রীনিকেতনঃ। নেতব্যোঽসি ময়া গচ্ছ পূজ্যো দুর্গাস্বরূপতঃ"॥ এই মন্ত্রে বিল্ববৃক্ষের বায়ু ও নৈঋ্ঋত কোণস্থ ফলযুগলশালিনী শাখাকে সিন্দূরাক্ত করিয়া আমন্ত্রণ করিবে।

পরে প্রশস্তি বন্দনোক্ত দ্রব্য দ্বারা বিল্ববৃক্ষ ও ঘটে দেবীকে প্রথমতঃ পুষ্প দ্বারা "ওঁ শ্রীরসি ময়ি রমস্ব" বলিয়া অধিবাস করত "ওঁ শ্রুয়মন্ত ইব সূর্য্যং বিশ্বেন্দ্রিয়স্ত ভক্ষ তব সুনিজ্ঞাতো জনিমান্যে জসা প্রতিভাগং তদ্দীবিমঃ॥ এই মন্ত্রে তৈল হরিদ্রা দান করিয়া পরে মণ্ডপে আসিয়া প্রশস্তিবন্দনোক্ত দ্রব্য দ্বারা দেবীর, নব পত্রিকার ও খড়্গাদর্পণের অধিবাস করিবে। (অধিবাস দেখ) পরে মণ্ডপে মৃন্ময়ী প্রতিমার সমীপবর্ত্তী হইয়া প্রতিমার অধিবাস করিবে। অনন্তর দক্ষিনাদি করিবে। পরে প্রতিমার আসনের চতুর্দ্দিকে পূর্ব্ববৎ কাণ্ড-চতুষ্টয় আরোপণ ও সূত্র বেষ্টন করিবে।

সপ্তমীপূজা বিধি।

সপ্তমীদিবসে নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে যজমান শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া (যদি প্রতিনিধি দ্বারা অর্চ্চনা করাইতে হয়, তবে এই সময় ব্রাহ্মণকে পুণ্যাহ বাচনাদি করিয়া বরণ করিবে। (৪৪ পৃঃ দেখ) পরে স্বশাখোক্ত স্বস্তিবাচন করিয়া সূর্য্যঃ সোমো" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত প্রতিবন্ধক পাপাপনোদন (১৯৭ পৃঃ দেখ) করিয়া বিষ্ণুস্মরণপূর্ব্বক সংকল্প করিবে। যথা,—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যাশ্বিনে মাসি কন্যারাশিস্থে ভাস্করে শুক্লে পক্ষে সপ্তম্যাস্তিথাবারভ্য নবমীং যাবৎ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা সর্ব্বাপচ্ছান্তিপূর্ব্বক পরমনির্বৃতি-অতুলবিভূতি চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রাপ্তিকামো-দুর্গাপ্রীতিকামো বা যথোপকল্পিতোপহারৈঃ কালিকাপুরাণোক্তবিধিনা সপ্তমীবিহিত রম্ভাদিনবপত্রিকা স্নান প্রবেশ মৃন্ময় শ্রীভগবদ্দুর্গা মহা-স্নান গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বক বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীভগবদ্দুর্গা-পূজাছাগপশুবলিদানবার্ষিকশরৎকালীন-শ্রীভগবদ্দুর্গাপূজামহাষ্টমী-বিহিত মৃন্ময় শ্রীভগবদ্দুর্গা মহাস্নান গণপত্যাদি নানাদেবতা পূজাপূর্ব্বক-বার্ষিক শরৎকালীন শ্রীভগবদ্দুর্গাপূজা মহাষ্টমী মহানবমী সন্ধিকাল

বিহিত গণপত্যাদি নানাদেবতাপূজাপূর্ব্বক বার্ষিক শরৎকালীন শ্রীভগবদ্দুর্গাপূজাছাগপশুবলিদান মহানবমী বিহিত মৃন্ময় শ্রীভগবদ্দুর্গা মহাস্নান গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বক বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীভগবদ্দুর্গাপূজাছাগপশুবলিদানকর্ম্মাহং করিষ্যে।

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তজ্জল ঈশানকোণে ত্যাগ করিয়া স্বশাখোক্ত সূক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে পূর্ব্ববোধিত বিল্ববৃক্ষ সমীপে গমন করিয়া পূর্ব্ববৎ পাদ্যাদি দ্বারা বিল্ববৃক্ষের অর্চনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুরঃসর পাঠ করিবে। যথা,—

"ওঁ বিল্ববৃক্ষ মহাভাগ সদা ত্বং শঙ্করপ্রিয়ঃ। গৃহীত্বা তব শাখাঞ্চ দুর্গাপূজাং করোম্যহং॥ শাখাচ্ছেদোদ্ভবং দুঃখং ন চ কার্য্যং ত্বয়া প্রভো। দেবৈর্গৃহীত্বা তে শাখাং পূজ্যা দুর্গেতি বিশ্রুতিঃ।"

অনন্তর খড়্গ গ্রহণ করিয়া "ওঁ ছিন্দি ছিন্দি ফট্, ফট্ স্বাহা" এই মন্ত্রে পূর্ব্বাভিমন্ত্রিত সিন্দূরাক্ত শাখা ছেদন করিয়া করযোড়ে পড়িবে।—"ওঁ পুত্রায়ুর্দ্ধনবৃদ্ধ্যর্থং নেষ্যামি চণ্ডিকালয়ং। বিল্বশাখাং সমাশ্রিত্য লক্ষ্মীরাজ্যং প্রযচ্ছ মে॥ আগচ্ছ চণ্ডিকে দেবি সর্ব্বকল্যাণহেতবে। পূজাং গৃহাণ সুমুখি নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে॥"

এই মন্ত্র পড়িয়া বাদ্যধ্বনি সহকারে বিল্বশাখা দেবীগৃহে আনয়ন করত চিত্রপীঠোপরি স্থাপন করিবে। পরে রম্ভাদি নির্ম্মিত নবপত্রিকাতে দেবীর আবাহনপূর্ব্বক গন্ধাদি দ্বারা পূজা করিয়া বিল্বপত্রাঞ্জলিত্রয় দান করত স্নান করাইবে। যথা, প্রথমত শোধিত পঞ্চগব্যদ্বারা অঙ্গ মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করাইবে। পরে সুগন্ধি জল দ্বারা "ওঁ কদলিতরুসংস্থাসি" ইত্যাদি মন্ত্রে স্নান করাইয়া "ওঁ দেবাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু" ইত্যাদি মন্ত্রে অষ্টঘট জল দ্বারা স্নান করাইবে। অনন্তর নূতন শুক্ল বস্ত্র দ্বারা স্নানজল অপনোদন ও নূতন বস্ত্র পরিধান করাইয়া ভদ্রপীঠে স্থাপন করিবে। (১৯৯ পৃ ২০০ হইতে পৃ পর্য্যন্ত স্নান ও স্থাপন পর্য্যন্ত দেখ)।

অতঃপর দর্পণে দেবীর প্রতিবিম্ব অবলোকন করিয়া "ওঁ অন্নাদ্যায় ব্যূহধ্বং সোমোরাজায়মাগমৎ। স মে মুখং প্রমার্ক্ষ্যতে যশসা চ ভগেন চ॥" এই মন্ত্রে দন্তকাষ্ঠ নিবেদন করিয়া মহাস্নান করাইবে। প্রথমতঃ তণ্ডুল চূর্ণ দ্বারা দর্পণে দেবীর সর্ব্বশরীর উদ্বর্ত্তন করিবে। মন্ত্র যথা,—ওঁ উদ্বর্ত্তয়ামি দেবি ত্বাং মৃন্ময়ে শ্রীফলেঽপি চ। স্থিরাভ্যস্তং হি নো ভূত্বা গৃহে কামপ্রদা ভব॥ পরে শোধিত পঞ্চগব্যদ্বারা স্নান করাইবে। পরে নদীজল দ্বারা ভৃঙ্গারে করিয়া স্নান করাইবে।

যথা,—ওঁ আত্রেয়ী ভারতী গঙ্গা যমুনা চ সরস্বতী। সরযূর্গণ্ডকী পুণ্যা শ্বেতগঙ্গা চ কৌশিকী। ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা। সর্ব্বাঃ সুমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তাঃ॥ পরে ওঁ সুরাস্ত্বা মভিষিঞ্চন্তু ইত্যাদি মন্ত্রে (২৪ পৃঃ দেখ) স্নান করাইয়া ওঁ সিন্ধুভৈরবশোনাদ্যা যে হ্রদা ভুবি সংস্থিতাঃ। সর্ব্বে সুমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তে॥ অনন্তর শঙ্খস্থ জল দ্বারা, সর্ব্বেষামধিপো দেব ঈশানো নাম নামতঃ। শূলপাণির্ম্মহাদেবো ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তিমাং॥ গঙ্গাজলদ্বারা ওঁ মন্দাকিন্যাস্ত যদ্বারি সর্ব্বপাপহরং শুভং। স্বর্গস্রোতশ্চ বৈষ্ণব্যং স্নানং ভবতু তেন তে॥" উষ্ণজল দ্বারা, ওঁ পবিত্রং পরমকোষ্ণং বহ্নিজ্যোতিঃসমন্বিতং। জীবনং সর্ব্বপাপঘ্নং ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তিমাং॥ অনন্তর ওঁ আপোহি ষ্ঠা ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্র চতুষ্টয় দ্বারা স্নান করাইবে। পরে ওঁ গন্ধদ্বারাং ইত্যাদি মন্ত্রে গোময় দ্বারা, ওঁ দধিক্রাব্ণোহকার্ষং ইত্যাদি মন্ত্রে দধি দ্বারা, ওঁ আপ্যায়স্ব ইত্যাদি মন্ত্রে দুগ্ধ দ্বারা, ওঁ তেজোঽসি ইত্যাদি মন্ত্রে ঘৃত দ্বারা, ওঁ মধুবাতা ইত্যাদি মন্ত্রে মধুদ্বারা স্নান করাইবে। অতঃপর পুষ্পোদক দ্বারা,—ওঁ অশ্বিনো ভৈষজ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চ্চসা যাভিষিঞ্চামি। সরস্বত্যৈ ভৈষজ্যেন বীর্য্যেণান্নাদ্যায়াভিষিঞ্চামি ইন্দ্রস্যেন্দ্রিয়েণ বলায় শ্রিয়ৈ যশসেঽভিষিঞ্চামি।" কুশোদক,—"ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ ইত্যাদি। ফলোদক,—ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে নিহোতা সৎসি বর্হিষি। ইক্ষুরস ও সাগরোদক,—ওঁ নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে ভগবত্যৈ ধীমহি তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ। পঞ্চরত্ন, অগুরু, স্বর্ণ, কর্পূর ও গঙ্গামৃত্তিকা মিশ্রিত জলদ্বারা,—"ওঁ নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে ভগবত্যৈ ধীমহি তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ। ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ" বলিয়া প্রত্যেক দ্রব্য মিশ্রিত জলদ্বারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপে স্নান করাইবে। তিলতৈল দ্বারা হ্রাং অম্বিকায়ৈ নমঃ। বিষ্ণুতৈল, ওঁ হ্রীং চামুণ্ডায়ৈ। নির্ঝরোদক,—ওঁ হ্রঃ চণ্ডবত্যৈ নমঃ। নারিকেলোদক, পঞ্চকষায়, শিশির ও সাগরোদক দ্বারা প্রত্যেকে দেবীর গায়ত্রী পাঠ করিয়া স্নান করাইবে। সর্ব্বৌষধি মহৌষধিজল দ্বারা,—ওঁ যা ওষধীঃ সোমোরাজ্ঞীর্ব্বহ্বীঃ শত বিচক্ষণাঃ। তাসামসিত্ব মুত্তমাঙ্কং কামায় সংহৃদে। সহস্রধারা জলদ্বারা, ওঁ সাগরাঃ সরিতঃ সর্ব্বাঃ সর্গস্রোতনদী তথা। সর্ব্বৌষধিভিঃ পাপঘ্নাঃ সহস্রৈঃ স্নাপয়ন্তু তে। ওঁ লবণেক্ষুসুরাসর্পির্দধিদুগ্ধজলান্তকাঃ। সহস্রধারয়া দেবীং স্নাপয়ন্তু মহেশ্বরীং॥ এবং ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং ইত্যাদি মন্ত্রচতুষ্টয় দ্বারা স্নান করাইয়া পুনরায় অষ্টঘট জলদ্বারা ওঁ দেবাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ইত্যাদি মন্ত্রে (২৪ পৃঃ দেখ) স্নান

করাইয়া দর্পণস্থজল শুদ্ধ শুক্লবস্ত্র দ্বারা অপনোদন করাইয়া মধ্যস্থলে সিন্দুর রঞ্জিত করিয়া তন্মধ্যে "হ্রীং বীজ লিখিয়া ভদ্রপীঠে স্থাপন করিবে।

অনন্তর ভূতেভ্যো নমঃ বলিয়া পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া ওঁ ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ যে বসন্ত্যত্র ভূতলে। তে গৃহ্নন্তু ময়া দত্তো বলিরেষ প্রসাধিতঃ॥ পূজিতা গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্বলিভিস্তর্পিতাস্তথা। দেশাদস্মাদ্বিনিঃসৃত্য পূজাং পশ্যন্তু মংকৃতাং॥ ইহা পাঠ করিয়া "এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ভূতেভ্যো নমঃ" বলিয়া প্রদান করিবে।

অনন্তর লাজ (খৈ), চন্দন, শ্বেতসর্ষপ, ভস্ম, দূর্ব্বা, কুশ ও আতপ-তণ্ডুল গ্রহণ করিয়া "ফট্" মন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রিত করত "ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভূমিপালকাঃ। ভূতানামবিরোধেন দুর্গাপূজাং করোম্যহং॥ ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ। অপসর্পন্তু তে সর্ব্বে চণ্ডিকাস্ত্রেণ তাড়িতাঃ॥

এই মন্ত্রদ্বয় পাঠ করত হস্তস্থিত লাজাদি ছড়াইয়া দিয়া ভূতগণকে দূরীকৃত করিবে।

অনন্তর পত্রিকাতে ওঁ বিল্বশাখাবাসিন্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া, উহাকে দেবীরূপে চিন্তা করত দেবীর মস্তকে দূর্ব্বাক্ষত প্রদান করিয়া দেবীর আসন ধরিয়া পাঠ করিবে। যথা, ওঁ চণ্ডিকে চল চল চালয় চালয় দুর্গে পূজাগৃহং প্রবিশ॥ গম্যতাং মদ্গৃহে দেবি অষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ সহ। পূজাং গৃহাণ সুমুখি সর্ব্বকল্যাণহেতবে॥ আগচ্ছ মদ্গৃহে দেবি সর্ব্বসম্পত্তিদায়িনি। প্রবিশ্য তিষ্ঠ যজ্ঞেঽস্মিন্ যাবৎ পূজাং করোম্যহং॥ ত্বং পরা পরমা শক্তিস্ত্বমেব শিববল্লভা। ত্রৈলোক্যোদ্ধারহেতুস্ত্ব মবতীর্ণা যুগে যুগে॥ ওঁ ঐং হ্রীং স্থাং স্থীং ত্বমম্বিকে স্থিরা ভব॥ ইহা পাঠ করিয়া স্থিরীকরণ করিবে।

অতঃপর দেবীর সম্মুখে একটী ঘট আনয়ন করত তাহা দধ্যক্ষতযুক্ত করিয়া ঘটমধ্যে পঞ্চরত্ন প্রদান করিবে। পরে স্বশাখোক্ত মন্ত্রে ঘটস্থাপন করিয়া ওঁ গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্ব্বাঃ সাগরাশ্চ সরাংসি চ। সর্ব্বে সমুদ্রাঃ সরিতঃ সরাংসি চ নদা হ্রদাঃ। আয়ান্তু যজমানস্য দুরিতক্ষয়কারকাঃ॥ ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্কুশমুদ্রাদ্বারা ঘটস্থ জলে তীর্থাবাহন করিবে।

অনন্তর গণেশাদি দেবতাগণের (১৯৪ পৃ দেখ) পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিবে। পরে হ্রাং হ্রীং হুং ফট ইহা উচ্চারণ করত নৈবে-

দ্বাদি দর্শন করিবে। তৎপর পূর্ব্ববৎ লাজচন্দনাদি গ্রহণ করিয়া ভূতাপসারণ করিয়া বামপার্ষ্ণি ঘাতত্রয় দ্বারা ভৌমবিঘ্ন দূরীকরণ করিয়া তালত্রয় দ্বারা অন্তরীক্ষগত বিঘ্ন উৎসারণ করিয়া আসন শোধন করিবে। পরে গুরুপংক্তি নমস্কার করিয়া ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে। যথা,—"অস্য দুর্গামন্ত্রস্য নারদঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো দুর্গাদেবতা মম সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধ্যর্থং দুর্গাপূজনে বিনিয়োগঃ।" শিরসি ওঁ নারদঋষয়ে নমঃ। মুখে ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি "ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ। অতঃপর গন্ধপুষ্প দ্বারা করদ্বয় সংশোধন করিয়া ঊর্দ্ধোর্দ্ধে তালত্রয় দিয়া ছোটিকা (তুড়ি) দ্বারা দশদিক্ বন্ধন করিবে। পরে মাতৃকান্যাস, হ্রীং-বীজে প্রাণায়াম ও করাঙ্গ ন্যাস করিয়া পীঠন্যাস করিবে। যথা,—হৃদয়ে,—ও আধারশক্ত্যৈ নমঃ—এইক্রমে কূর্ম্মায়, অনন্তায়, পৃথিব্যৈ, ক্ষীরসমুদ্রায়, রত্নদ্বীপায়, মণিমণ্ডপায়, কল্পবৃক্ষায়, রত্নবেদিকায়ৈ, দক্ষিণাংশে,—ধর্ম্মায়, জ্ঞানায়। বাম উরুতে,—বৈরাগ্যায়। দক্ষিণ উরুতে,—ঐশ্বর্য্যায়। মুখে,—অধর্ম্মায়। বামপার্শ্বে,—অজ্ঞানায়। নাভিতে অবৈরাগ্যায়, দক্ষিণপার্শ্বে,—অনৈশ্বর্য্যায়। পুনরায় হৃদয়ে,—শেষায়, পদ্মায়, অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে, মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে, সং সত্ত্বায়, রং রজসে, তং তমসে, আং আত্মনে, অং অন্তরাত্মনে, পং পরমাত্মনে, হ্রীং জ্ঞানাত্মনে। হৃদয়ে ও অষ্টদিকে,—অং প্রভায়ৈ, ইং মায়ায়ৈ, উং জয়ায়ৈ এবং সূক্ষ্মায়ৈ, ঐং বিশুদ্ধায়ৈ, ওং নন্দিন্যৈ, ঔং সুপ্রভায়ৈ, অং বিজয়ায়ৈ, অং সর্ব্বসিদ্ধিদায়ৈ।" প্রণবাদি নমোঽন্ত করিয়া প্রত্যেকের পূজা করিতে হইবে। পরে "বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহাসনায় নমঃ।" বলিয়া পূজা করিবে। অনন্তর" "ওঁ জটাজূটসমাযুক্তাং" ইত্যাদি দেবীর ধ্যান (১৯৫পৃ দেখ) করিবে। এইরূপ ধ্যান করিয়া স্বীয় মস্তকে পুষ্প প্রদান করত মানসোপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবে (১৮ পৃ দেখ)। পরে ঈশান কোণে গণেশ ঘটস্থাপন পূর্ব্বক গাং হৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদি অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া খর্ব্বং স্থূলতনুং" ইত্যাদি ধ্যান করত গণেশের আবাহন করিয়া পূজা করত "ওঁ সর্ব্ববিঘ্নহরো দেব একদন্তো গজাননঃ। দেবীগৃহেঽর্চ্চিতঃ প্রীত্যা সর্ব্ববিঘ্নং বিনাশয় ॥" বলিয়া নমস্কার করিবে। অনন্তর ঐ গণেশঘটে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও নবগ্রহগণের আবাহন করিয়া পূজা করিবে। এবং দুর্গাঘটে "ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ" ইত্যাদি ক্রমে পূর্ব্ববৎ পীঠদেবতাগণের পূজা করিয়া পুনর্ব্বার দেবীর করাঙ্গন্যাসাদি করিয়া পুনশ্চ "ওঁ জটাজূট" ইত্যাদি ধ্যান

করিয়া "ভূর্ভুবঃ স্বর্ভগবতি দুর্গে দেবি স্বীয়গণসহিতে ইহাগচ্ছাগচ্ছ" ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করিয়া আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করাইয়া মূলমন্ত্রে সকলীকরণ ও ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া প্রতিমায় হস্ত প্রদান করিয়া পাঠ করিবে। যথা— "ওঁ আগচ্ছ মদ্গৃহে দেবি অষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ সহ। পূজাং গৃহাণ বিধিবৎ সর্ব্বকল্যাণকারিণি॥ ওঁ এহেহি ভগবদ্দুর্গে শত্রুক্ষয়জয়প্রদে। ভক্তিতঃ পূজয়ামি ত্বাং নবদুর্গে সুরার্চ্চিতে॥ ওঁ দুর্গে দেবি সমাগচ্ছ সান্নিধ্যমিহ কল্পয়। যজ্ঞভাগং গৃহাণ ত্বমষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ সহ॥ ওঁ শারদীয়ামিমাং পূজাং করোমি কমলেক্ষণে। আজ্ঞাপয় মহাদেবি দৈত্যদর্পনিসূদনি॥ ওঁ সংসারার্ণবদুষ্পারে সর্ব্বাসুরনিকৃন্তনি। ত্রায়স্ব বরদে দেবি নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে॥ ওঁ যে দেবা যা হি দেব্যশ্চ চলিতা যাশ্চলন্তি হি। আবাহয়ামি তান্ সর্ব্বান্ চণ্ডিকে পরমেশ্বরি॥ প্রাণান্ রক্ষ যশোরক্ষ পুত্রদারধনং সদা। সর্ব্বরক্ষাকরী যস্মাত্তস্মাত্বং হি জগৎপ্রিয়ে॥ ওঁ প্রবিশ্য তিষ্ঠ যজ্ঞেঽস্মিন্ যাবৎ পূজাং করোম্যহং। শৈলানন্দকরে দেবি সর্ব্বসিদ্ধিঞ্চ দেহি মে॥ ওঁ আগচ্ছ চণ্ডিকে দেবি সর্ব্বকল্যাণহেতবে। পূজাং গৃহাণ সুমুখি নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে॥ ওঁ আবাহয়ামি দেবি ত্বাং মৃন্ময়ে শ্রীফলেঽপি চ। কৈলাসশিখরাদ্দেবি বিন্ধ্যাদ্রের্হিমপর্ব্বতাৎ॥ আগত্য বিল্বশাখায়াং চণ্ডিকে কুরু সন্নিধিং। স্থাপিতাসি ময়া দেবি পূজয়ে ত্বাং প্রসাদয়ে॥ আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং দেহি দেবি নমোঽস্তু তে॥ "ওঁ দেবি চণ্ডাত্মিকে চণ্ডি চণ্ডবিগ্রহকারিণি। বিল্বশাখাং সমাশ্রিত্য তিষ্ঠ দেবগণৈঃ সহ॥ ওঁ দেবি ত্বং জগতাং মাতঃ সৃষ্টিসংহারকারিণি। পত্রিকাসু সমস্তাসু সান্নিধ্যমিহ কল্পয়॥ পল্লবৈশ্চ ফলোপেতৈঃ শাখাভিঃ সুরনায়িকে। পল্লবে সংস্থিতে দেবি পূজাং গৃহ্ণ প্রসীদ মে॥ ওঁ আবাহয়ামি দেবি ত্বাং মৃন্ময়ে শ্রীফলেঽপি চ। স্থিরাভব ত্বং হি নো ভূত্বা গৃহে কামপ্রদা ভব। ওঁ চণ্ডিকে চণ্ডরূপাসি সুরতেজোমহাবলে। প্রবিশ্য তিষ্ঠ যজ্ঞেঽস্মিন্ যাবৎ পূজাং করোম্যহং॥"

অনন্তর পঞ্চমন্ত্র জপ করিবে। যথা,—"ওঁ হংসঃ শুচিসদ্বসুরন্তরীক্ষসদ্ধোতা বেদিসদতিথির্দ্দুরোণসৎ। নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ॥ ১॥

ওঁ প্র তদ্বিষ্ণুঃ স্তবতে বীর্য্যেণ মৃগোন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ। যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষ্বধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বাঃ॥ ২॥ ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংষতু আসিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে॥ গায়ত্রী ॥ ৪॥ ওঁ ত্র্যম্বকং

যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং । উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ ॥ ৫ ॥ এই প্রকার আবাহন করিয়া "ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা" অথবা "দক্ষযজ্ঞবিনাশিন্যৈ" ইত্যাদি মন্ত্রে চক্ষুর্দ্দান করিয়া "ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং" ইত্যাদি মন্ত্রে (১৭ পৃ দেখ) প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া মূল মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবে ।

এই রূপে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া দেবীশরীরে পুষ্পাঞ্জলিত্রয় প্রদান করিবে। পরে প্রতিমাগঠিত দেবতাগণের "ওঁ মনোজ্যোতিঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে (১৭ পৃ দেখ) প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। অনন্তর ষোড়শোপচারে দেবীর পূজা করিবে। ক্রম যথা,—

"বং" এই বীজ মন্ত্রে অর্ঘ্যজল দ্বারা দেয় দ্রব্য প্রোক্ষণ করিয়া "অমুকদ্রব্যায় নমঃ" বলিয়া গন্ধপুষ্পদ্বারা দ্রব্য অর্চ্চনা করিয়া "ইদং অমুকদ্রব্যং ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা হ্রীং দুর্গায়ৈ দেব্যৈ নমঃ।" এই বলিয়া দেয় দ্রব্যোপরি জলদান করিবে। এইরূপ সমস্ত উপচার সমন্ধে জানিবে ।

প্রথমতঃ আসন অর্চ্চনা ও নিবেদন করিয়া "ওঁ আসনং গৃহ্ণ চার্ব্বঙ্গি চণ্ডিকে সর্ব্বমঙ্গলে। ভজস্ব জগতাং মাতঃ স্থানং মে দেহি চণ্ডিকে ॥১॥ মূল মন্ত্র উচ্চারণ (ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা) পূর্ব্বক দুর্গে ইহ স্বাগতং" ইহা বলিয়া স্বাগত প্রশ্ন করিয়া "ওঁ কৃতার্থোঽনুগৃহীতোঽস্মি সফলং জীবিতং মম । আগতাসি যতো দুর্গে মাহেশ্বরি মদাশ্রমং ॥ ২ ॥ পাদ্য,—ওঁ পাদ্যং গৃহ্ণ মহাদেবি সর্ব্বদুঃখাপহারকং। ত্রায়স্ব বরদে দেবি নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে ॥ ৩ ॥ অর্ঘ্য,—ওঁ দূর্ব্বাক্ষতসমাযুক্তং বিল্বপত্রং তথা পরং। শোভনং শঙ্খপাত্রস্থং গৃহাণার্ঘ্যং হরপ্রিয়ে ॥ নানাতীর্থোদ্ভবং বারি কুঙ্কুমাদি-সুশীতলং। গৃহাণার্ঘ্যমিদং দেবি বিশ্বেশ্বরি নমোঽস্তু তে ॥ ৪ ॥ আচমনীয়,— ওঁ মন্দাকিন্যাস্ত যদ্বারি সর্ব্বপাপহরং শুভং। গৃহাণাচমনীয়ং ত্বং ময়া ভক্ত্যা নিবেদিতং ॥ ইদমাপো ময়া ভক্ত্যা তব পাণিতলেঽর্পিতাঃ। আচামর মহাদেবি প্রীতা শান্তিং প্রযচ্ছ মে ॥ ৫ ॥ মধুপর্ক,—ওঁ মধুপর্কং মহাদেবি ব্রহ্মাদ্যৈঃ পরিকল্পিতং। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ পরমেশ্বরি ॥ ৬ ॥ আচমনীয়,— পূর্ব্ববৎ ॥ ৭ ॥ স্নানীয়,—ওঁ জলঞ্চ শীতলং স্বচ্ছমিদং শুদ্ধং মনোহরং। স্নানার্থং তে ময়া ভক্ত্যা কল্পিতং প্রতিগৃহ্যতাং ॥ ৮ ॥ আচমনীয়,—পূর্ব্ববৎ। ("স্নানে বস্ত্রে চ নৈবেদ্যে দদ্যাদাচমনীয়কং" অর্থাৎ স্নানীয়, বস্ত্র ও নৈবেদ্য দানের পর এক এক বার আচমনীয় দিতে হয়।) বস্ত্র,—ওঁ বহুতন্তুসমাযুক্তং পট্টসূত্রা-

দিনির্ম্মিতং। বাসোদেবি সুশুক্লঞ্চ গৃহাণ বরবর্ণিনি। তন্তুসন্তানসংযুক্তং রঞ্জিতং রাগবস্তুনা। দুর্গে দেবি ভজ প্রীতিং বাসস্তে পরিধীয়তাং ॥ ৯ ॥ পূর্ব্ববৎ আচমনীয়। অলঙ্কার,—ওঁ দিব্যরত্নসমাযুক্তা বহ্নিভানুসমপ্রভাঃ। গাত্রাণি শোভয়িষ্যন্তি অলঙ্কারাঃ সুরেশ্বরি ॥ ১০ ॥ গন্ধ,—ওঁ শরীরন্তে ন জানামি চেষ্টাং নৈব চ নৈব চ। ময়া নিবেদিতান্ গন্ধান্ প্রতিগৃহ্য বিলিপ্যতাং ॥ ১১ ॥ পুষ্প,—ওঁ পুষ্পং মনোহরং দিব্যং সুগন্ধি দেবনির্ম্মিতং। হৃদ্যমদ্ভুত মনাঘ্রেয়ং দেবি দত্তং প্রগৃহ্যতাং ॥ ১২ ॥ ধূপ,—ওঁ বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ সুরভোজনঃ। ময়া নিবেদিতো ভক্ত্যা ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাং ॥ ১৩ ॥ দীপ—ওঁ অগ্নির্জ্যোতী রবির্জ্যোতিশ্চন্দ্রজ্যোতিস্তথৈব চ। জ্যোতিষামুত্তমো দুর্গে দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাং ॥ ১৪ ॥ অঞ্জন,—ওঁ নমস্তে সর্ব্বদেবেশি নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে। চক্ষুষ্যমঞ্জনং হৃদ্যং দেবি দত্তং প্রগৃহ্যতাং ॥ নৈবেদ্য,—ওঁ আমান্নং ঘৃতসংযুক্তং ফলতাম্বূলসংযুতং। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা আমান্নং প্রতিগৃহ্যতাং ॥ ১৫ ॥ ফলাদি,—ওঁ ফলমূলানি সর্ব্বাণি গ্রাম্যারণ্যানি যানি চ। নানাবিধসুগন্ধীনি গৃহ্ণ দেবি মমাচিরং ॥ মূলমন্ত্রে বিল্বপত্র দান করিবে। পানার্থজল,—ওঁ জলঞ্চ শীতলং স্বচ্ছং সুগন্ধি সুমনোহরং। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পানীয়ং প্রতিগৃহ্যতাং ॥ তাম্বূল,—ওঁ ফলপত্রসমাযুক্তং কর্পূরেণ সুবাসিতং। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা তাম্বূলং প্রতিগৃহ্যতাং ॥ সুগন্ধযুক্তদূর্ব্বা,—ওঁ নমস্তে সর্ব্বদেবেশি নমস্তে সুখমোক্ষদে। দূর্ব্বাং গৃহাণ দেবি ত্বং মাং নিস্তারয় সর্ব্বতঃ ॥ বিল্বপত্রমাল্য,—ওঁ অমৃতোদ্ভবং শ্রীযুক্তং মহাদেবপ্রিয়ং সদা। পবিত্রং তে প্রযচ্ছামি শ্রীফলীয়ং সুরেশ্বরি ॥ পুষ্পমাল্য—ওঁ সূত্রেণ গ্রথিতং মাল্যং নানাপুষ্পসমন্বিতং। শ্রীযুক্তং লম্বমানঞ্চ গৃহাণ পরমেশ্বরি ॥ "ওঁ নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে" ইত্যাদি গায়ত্রী দ্বারা পুষ্পপত্রাঞ্জলিত্রয় ও সিন্দূর দান করিবে এবং দর্পণ দর্শন করাইবে। মূলমন্ত্রে পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনীয় দেবীকে প্রদান করত চতুষ্কোণ মণ্ডলের উপর সাধারায় স্থাপন করিয়া অন্ন অভ্যুক্ষণ করতঃ দেবীকে নিবেদন করিয়া,—ওঁ অন্নং চতুর্ব্বিধং দেবি রসৈঃ ষড়্ভিঃ সমন্বিতং। উত্তমং প্রাণদঞ্চৈব গৃহাণ মম ভাবতঃ ॥ পরমান্ন,—ওঁ গব্যসর্পিঃপয়োযুক্তং নানামধুরসংযুতং। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পরমান্নং প্রগৃহ্যতাং ॥ পিষ্টক,—ওঁ অমৃতৈ রচিতং দিব্যং নানারূপবিনির্ম্মিতং। পিষ্টকং বিবিধং দেবি গৃহাণ মম ভাবতঃ ॥ মোদক,—ওঁ মোদকং স্বাদু সংযুক্তং সর্করাদিবিমিশ্রিতং। সুরম্যং মধুরং ভোজ্যং দেবি দত্তং প্রগৃহ্যতাং ॥ পৃথু-

কাদি (চিড়া ইত্যাদি) মূলমন্ত্রে দান করিবে। পানীয়জল,—ওঁ জলঞ্চ শীতলং ইত্যাদি। তাম্বূল,—ওঁ ফলপত্রসমাযুক্তং কর্পূরেণ সুবাসিতং। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা তাম্বূলং প্রতিগৃহ্যতাং॥ নমস্কার,—ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে ইত্যাদি ॥ ১৬ ॥

নবপত্রিকাপূজা।—ওঁ রম্ভাধিষ্ঠাত্রি ব্রহ্মাণি ইহাগচ্ছাগচ্ছ ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করিয়া "ওঁ রম্ভাধিষ্ঠাত্র্যৈ ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ।" বলিয়া পূজা করত "ওঁ দুর্গে দেবি সমাগচ্ছ সান্নিধ্য মিহ কল্পয়। রম্ভারূপেণ সর্ব্বত্র শান্তিং কুরু নমোঽস্তু তে ॥ ১ ॥ কচ্চী অধিষ্ঠাত্রী কালিকার আবাহন করিয়া পূজা করত, ওঁ মহিষাসুরযুদ্ধেষু কচ্চীভূতাসি সুব্রতে। মম চানুগ্রহার্থায় আগতাসি হরপ্রিয়ে ॥ ২ ॥ হরিদ্রাধিষ্ঠাত্রী দুর্গার আবাহন ও পূজা করিয়া - ওঁ হরিদ্রে বরদে দেবি উমারূপাসি সুব্রতে। মম বিঘ্নবিনাশায় প্রসীদ ত্বং হরপ্রিয়ে ॥ ৩ ॥ জয়ন্তী অধিষ্ঠাত্রী কার্ত্তিকীর আবাহন ও পূজা করিয়া,—ওঁ নিশুম্ভশুম্ভমথনে সেন্দ্রৈর্দ্দেবগণৈঃ সহ। জয়ন্তি পূজিতাসি ত্বমস্মাকং বরদা ভব ॥৪॥ বিল্বাধিষ্ঠাত্রী শিবার আবাহন ও পূজা করিয়া—ওঁ মহাদেব-প্রিয়করো বাসুদেবপ্রিয়ঃ সদা। উমাপ্রীতিকরো বৃক্ষো বিল্ববৃক্ষ নমোঽস্তু তে ॥ ৫ ॥ দাড়িমাধিষ্ঠাত্রী রক্তদন্তিকার আবাহন ও পূজা করিয়া, - ও দাড়িমি ত্বং পুরা যুদ্ধে রক্তবীজস্য সম্মুখে। উমাকার্য্যং কৃতং যস্মাত্ত্বস্মাত্ত্বং রক্ষ মাং সদা ॥ ৬ ॥ অশোকাধিষ্ঠাত্রী শোকরহিতার আবাহন ও পূজা করিয়া ,—ওঁ হরপ্রীতিকরো বৃক্ষ অশোকঃ শোকনাশনঃ। দুর্গাপ্রীতিকরো যস্মাম্মামশোকং সদা কুরু ॥ ৭ ॥ মানাধিষ্ঠাত্রী চামুণ্ডার আবাহন ও অর্চ্চনা করিয়া,—ওঁ যস্য পত্রে বসেদ্দেবি মানবৃক্ষঃ শচীপ্রিয়ঃ। মম চানুগ্রহার্থায় পূজাং গৃহ্ণ প্রসীদ মে ॥ ৮ ॥ ধান্যাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীর আবাহনও অর্চ্চনা করিয়া ,—ওঁ জগতঃ প্রাণরক্ষার্থং ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পুরা। উমাপ্রীতিকরং ধান্যং তস্মাত্ত্বং রক্ষ মাং সদা ॥৯॥ অতঃপর অগ্ন্যাদি কোণচতুষ্টয়ে,—ওঁ দুর্গে হৃদয়ায় নমঃ ওঁ দুর্গে শিরসে স্বাহা॥ ওঁ রক্ষণি শিখায়ৈ বষট্। ওঁ স্বাহা কবচায় হুং। দেবী সম্মুখে,—ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। দিক্‌সমূহে, ও দুর্গে অস্ত্রায় ফট্। অথবা "হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদি ক্রমে পূজা করিবে। পূর্ব্বাদিদিকে,—ওঁ ইন্দ্রায় সবজ্রায় সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ। ওঁ অগ্নয়ে সশক্তয়ে সবাহনসপরিবারায় নমঃ। ওঁ যমায় সদণ্ডায় সবাহনসপরিবারায় নমঃ। ওঁ নির্ঋতয়ে সখড়্গায় সবাহনসপরিবারায় নমঃ। ওঁ বরুণায়

সপাশায় সবাহনসপরিবারায় নমঃ। ওঁ বায়বে সাঙ্কুশায় সবাহনসপরিবারায় নমঃ॥ ওঁ কুবেরায় সগদায় সবাহনসপরিবারায় নমঃ। ওঁ ঈশানায় সশূলায় সবাহনসপরিবারায় নমঃ। পূর্ব্ব ও ঈশানকোণ মধ্যে,—ওঁ ব্রহ্মণে সপদ্মায় সবাহনসপরিবারায় নমঃ। নৈঋ‍র্ত ও পশ্চিমদিক্ মধ্যে "ওঁ অনন্তায় সচক্রায় সবাহনসপরিবারায় নমঃ।

অনন্তর "ওঁ মহাসিংহাসনায় নমঃ" বলিয়া পাদ্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া মহিষাসুরের অর্চ্চনা করিবে। অতঃপর গণেশ, কার্ত্তিক, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর ধ্যান করিয়া যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবে। পরে "ওঁ সাঙ্গোপাঙ্গায়ৈ সবাহনায়ৈ সপরিবারায়ৈ দুর্গায়ৈ নমঃ" বলিয়া তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে। সর্প, ময়ূর ও মূষিকের ও এই সময় পূজা করিয়া যথা শক্তি দেবীর মূল মন্ত্র জপ করিবে। অতঃপর বলিদান (২০৭ পৃ দেখ) করিয়া আরত্রিক ও স্তবপাঠ করিয়া প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিবে (প্রার্থনামন্ত্র ২১০ পৃ দেখ)।

সপ্তমী পূজা সমাপ্ত।

অপরাজিতা-স্তোত্রং।

ওঁ শুদ্ধস্ফটিকসংকাশাং চন্দ্রকোটি-সুশীতলাং। অভয়-বরদহস্তাং শুক্লবস্ত্রৈরলঙ্কৃতাং। নানাভরণসংযুক্তাং চক্রবাকৈশ্চ বেষ্টিতাং। এবং ধ্যায়েৎ সমাসীনো য এতামপরাজিতাং॥ অপরাজিতামন্ত্রস্য নারদ-(বেদব্যাস) ঋষি-রনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীঅপরাজিতা দেবতা লক্ষ্মী বীজং ভুবনেশ্বরী শক্তির্মম সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে জপে বিনিয়োগঃ। মার্কণ্ডেয় উবাচ॥ শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্ব্বে সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিদাং। অসিদ্ধসাধিনীং দেবীং বৈষ্ণবীমপরাজিতাং। ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমোঽনন্তায় সহস্রশীর্ষায় ক্ষীরোদার্ণবশায়িনে। শেষভোগপর্য্যঙ্কায় গরুড়বাহনায় অজায় অজিতায় অমিতায় অপরাজিতায় [illegible] বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ-হয়গ্রীব-মহাবরাহ-নরসিংহ-বামন ত্রিবিক্রম-রাম-রাম-মৎস্য-কূর্ম্ম-বরপ্রদ নমোঽস্তু তে স্বাহা। ওঁ নমোঽস্তু তেঽসুর-দৈত্য-দানব-নাগ-গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-রাক্ষস-ভূত-প্রেত পিশাচ কুষ্মাণ্ড, সিদ্ধ যোগিনী ডাকিনী-

স্কন্দ পুরোগান্ গ্রহ নক্ষত্রদোষান্ গ্রহাংশ্চান্যান্ হন হন দহ দহ পচ পচ মথ মথ বিধ্বংসয় বিধ্বংসয় বিচূর্ণয় বিচূর্ণয় বিদ্রাবয় বিদ্রাবয় শঙ্খেন চক্রেণ বজ্রেণ শূলেন গদয়া মুষলেন হলেন দামোদর ভস্মীকুরু কুরু স্বাহা। ওঁ সহস্রবাহো সহস্রপ্রহরণায়ুধ জয় জয় বিজয় বিজয় অজিত অজিত অমিত অমিত অপরাজিত অপ্রতিহত সহস্রনেত্রোজ্জ্বলোজ্জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল বিরূপ বিশ্বরূপ বহুরূপ মধুসূদন মহাবরাহাচ্যুত নৃসিংহ মহাপুরুষ পুরুষোত্তম বৈকুণ্ঠ নারায়ণ পদ্মনাভ গোবিন্দ অনিরুদ্ধ দামোদর হৃষীকেশ কেশব বামন সর্ব্বাসুরোৎসাদন সর্ব্বভূতভয়ঙ্কর সর্ব্ব-শত্রুপ্রদমন সর্ব্বাস্ত্রপ্রভঞ্জন সর্ব্বরোগপ্রণাশন সর্ব্বনাগপ্রমর্দ্দন সর্ব্বদেব-মহেশ্বর সর্ব্ববন্ধবিমোক্ষণ সর্ব্বাহিতপ্রমর্দ্দন সর্ব্বহিংস্রপ্রদমন সর্ব্বজ্বর-প্রণাশন সর্ব্বগ্রহনিবারণ সর্ব্বপাপপ্রমর্দ্দন সর্ব্বদুঃস্বপ্ননাশন জনার্দ্দন নমোঽস্তু তে স্বাহা। য ইমামপরাজিতাং পরমবৈষ্ণবীং পঠতি বিদ্যাং স্মরতি সিদ্ধাং মহাবিদ্যাং জপতি পঠতি শৃণোতি স্মারয়তি ধারয়তি কীর্ত্তয়তি বাচয়তি বা গৃহীত্বা হস্তে পথি গচ্ছতি বা ভক্ত্যা লিখিত্বা গৃহে স্থাপয়তি বা তস্য নাগ্নি-বায়ু-বজ্রোপলাশনিভয়ং ন বর্ষভয়ং ন শত্রুভয়ং ন চৌরভয়ং ন গ্রহভয়ং ন সর্পভয়ং ন শ্বাপদভয়ং ন সমুদ্রভয়ং ন রাজভয়ং বা ভবেৎ। ক্বচিৎ ন রাত্র্যন্ধকার-স্ত্রীরাজকুলবিষোপবিষ-(গরল) গরদ দহন বশীকরণ বিদ্বেষণ উচ্চাটন বধ-বন্ধনভয়ং ভবেৎ। এভির্মন্ত্রৈরুদাহৃতৈঃ সিদ্ধৈঃ সংসিদ্ধপূজিতৈঃ। তদ্ যথা। ওঁ নমস্তেঽস্তু অভয়ে অনঘে অজিতে অমিতে অপরে অপরাজিতে পঠতি সিদ্ধে (বিদ্যে) স্মরতি সিদ্ধে মহাবিদ্যে একোনাংশে উমে ধ্রুবে অরুন্ধতি সাবিত্রি গায়ত্রি জাতবেদসি মানস্তোকে, সরস্বতি ধমনি ধামনি রমণি রামণি ধরণি ধারণি সৌদামিনি অদিতি দিতি বিনতে গৌরি গান্ধারি শবরি কিরাতিনি মাতঙ্গি কৃষ্ণে যশোদে সত্যবাদিনি ব্রহ্মবাদিনি কালি কপালিনি করালিনি করালনেত্রে ভীমনাদিনি বিকরালনেত্রে সদ্যোপচয়াপচয়করি মাতঃ সর্ব্বযাচন-বরদে শুভদে অর্থদে সাধিনি অপমৃত্যুং নাশয় নাশয় পাপং হর হর জলগতং স্থলগতং অন্তরীক্ষগতং

মাং রক্ষ রক্ষ সর্ব্বভূতসর্ব্বোপদ্রবেভ্যঃ স্বাহা। যস্যাঃ প্রণশ্যতে পুষ্পং গর্ভো বা পততে যদি। ম্রিয়ন্তে বালকা যস্যাঃ কাকবন্ধ্যা চ যা ভবেৎ। ভূর্জ্জপত্রে ত্বিমাং বিদ্যাং লিখিত্বা ধারয়েৎ সদা। এভি-র্দোষৈর্ন লিপ্যেত সুভগা পুত্রিণী ভবেৎ। ভূর্জ্জপত্রে কুঙ্কুমেন লিখিত্বা ধারয়েত্ত যঃ। রণে রাজকুলে দ্যূতে সংগ্রামে রিপুসংকুলে। অগ্নিচৌরভয়ে ঘোরে নিত্যং তস্য জয়ো ভবেৎ। শস্ত্রঞ্চ বারয়ত্যেষাং সমরে কাণ্ডধারিণী। গুল্ম-শূলাক্ষিরোগাণাং ক্ষিপ্রং নাশয়তে ব্যথাং। শিরোরোগ-জ্বরাণাঞ্চ নাশিনীং সর্ব্বদেহিনাং। তদ্‌যথা। ঐকাহিক-দ্ব্যাহিক ত্র্যাহিক চাতুর্থিক মাসিক দ্বৈমাসিক ত্রৈমাসিক চাতুর্মাসিক ষাণ্মাসিক মৌহূর্ত্তিক বাতিক পৈত্তিক শ্লৈষ্মিক সান্নিপাতিক আমজ্বর-সততজ্বর বিষমজর গ্রহনক্ষত্রদোষান্ গ্রহাংশ্চান্যান্। ওঁ হর হর কালি শর শর গৌরি ধম ধম বিদ্যে আলে মালে তালে গন্ধে (বন্ধে) পচ পচ বিদ্যে মথ মথ বিদ্যে নাশয় নাশয় পাপং হর হর দুঃস্বপ্নং বিধ্বংসয় বিঘ্ন-বিনাশিনি অরিনাশিনি রজনি সন্ধ্যে দুন্দুভিনাদে মানস্তোকে মানসবেগে শঙ্খিনি চক্রিণি বজ্রিণি গদিনি শূলিনি অপমৃত্যুবিনাশিনি বিশ্বেশ্বরি দ্রবিড়ি দ্রাবিড়ি কেশবদয়িতে পশুপতিসহিতে দুঃখদুরন্তে দুন্দুভিনাদিনি ভীমমর্দ্দিনি দমনি দামনি শবরি কিরাতিনি মাতঙ্গিনি মহেশ্বরি ইন্দ্রাণি ব্রহ্মাণি বারাহি মাহেন্দ্রি কৌমারি চণ্ডি চামুণ্ডে নমোঽস্তু তে। ওঁ হ্রাঁ হ্রীঁ হ্রূং হ্রৈঁ দ্রঃ তুরু তুরু স্বাহা। যে মাং দ্বিষন্তি প্রত্যক্ষং পরোক্ষং বা তান্ সর্ব্বান্ হন হন দম দম পচ পচ মর্দ্দয় মর্দ্দয় তাপয় তাপয় শোষয় শোষয় উৎসাদয় উৎসাদয় ব্রহ্মাণি মাহেশ্বরি বারাহি কৌমারি বৈনায়কি (বৈষ্ণবি) ঐন্দ্রি আগ্নেয়ি চণ্ডি চামুণ্ডে বারুণি বায়ব্যে সর্ব্বকামফলপ্রদে রক্ষ রক্ষ প্রচণ্ডবিদ্যে ইন্দ্রোপেন্দ্রভগিনি জয়ে বিজয়ে শান্তি (স্বস্তি) পুষ্টি তুষ্টি কীর্ত্তি (ধৃতি) বিবর্দ্ধিনি কামাঙ্কুশে কামদুঘে সর্ব্বকামবর-প্রদে সর্ব্বভূতেষু মাং প্রিয়ং কুরু কুরু স্বাহা। ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রূং হ্রূং হ্রঃ। ওঁ আকর্ষিণি আবেশিনি জ্বালামালিনি রমণি রামণি ধমনি ধামনি তপনি তাপনি মদোন্মাদিনি সংশোষিণি সম্মোহিনি মহাকালি নীলপতাকে

মহারাত্রি মহাগৌরি মহামায়ে মহাশ্রিয়ে মহাচান্দ্রি মহাশৌরি মহা-ময়ূরি আদিত্যরশ্মি জাহ্নবি (জাঙ্গলি) যমঘণ্টে। ওঁ আং কিলি কিলি চিন্তামণি সুরভি-সুরোৎপন্নে সর্ব্বকামদুঘে যথাভিলষিতং কার্য্যং তন্মে সিধ্যতু স্বাহা। ওঁ অদিতে স্বাহা, ওঁ অপরাজিতে স্বাহা, ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা, ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা। ওঁ যত এবাগতং পাপং তত্রৈব প্রতিগচ্ছতু স্বাহা। ওঁ বলে বলে মহাবলে অসিদ্ধসাধিনি স্বাহা ॥ ইতি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ত্রৈলোক্যবিজয়াপরাজিতা স্তোত্রং ॥

আপদুদ্ধার-স্তোত্রং

ওঁ নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে, নমস্তে জগদ্ব্যাপিনি বিশ্ব-রূপে। নমস্তে জগদ্বন্দ্য-পদারবিন্দে, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ১ ॥ নমস্তে জগচ্চিন্ত্যমানস্বরূপে, নমস্তে মহাযোগিনি জ্ঞানরূপে। নমস্তে নমস্তে সদানন্দরূপে, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ২ ॥ অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য, ভয়ার্ত্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ। ত্বমেকা গতির্দ্দেবি নিস্তারকর্ত্রী, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ৩ ॥ অরণ্যে রণে দারুণে শত্রুমধ্যে-ঽনলে সাগরে প্রান্তরে রাজগেহে। ত্বমেকা-গতির্দ্দেবি নিস্তারহেতুর্নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ৪ ॥ অপারে মহাদুস্তরেঽত্যন্তঘোরে, বিপৎসাগরে মজ্জতাং দেহভাজাং। ত্বমেকা-গতির্দ্দেবি নিস্তারনৌকা, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ৫ ॥ নমো দেবি দুর্গে শিবে ভীমনাদে সরস্বত্যরুন্ধত্যমোঘস্বরূপে। বিভূতিঃ শচী কালরাত্রিঃ সতী ত্বং নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ৬ ॥ নমশ্চণ্ডিকে চণ্ডদোর্দ্দণ্ডলীলা-সমুৎখণ্ডিতাখণ্ডলাশেষভীতে। ত্বমেকা গতির্ব্বিঘ্ন-সন্দোহহন্ত্রী, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ৭ ॥ ত্বমেকাজিতারাধিতা সত্যবাদিন্যমেয়াজিতা রাধিতা ক্রোধনিষ্ঠা। ইড়া পিঙ্গলা ত্বং সুষুম্না চ নাড়ী নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ৮ ॥ শরণমসি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং মুনিদনুজ-নরাণাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাং। নৃপতি-গৃহগতানাং দস্যুভিস্ত্রাসিতানাং ত্বমসি শরণমেকা দেবি দুর্গে প্রসীদ ॥ ৯ ॥

ইদং স্তোত্রং ময়া প্রোক্ত-মাপদুদ্ধারহেতুক। ত্রিসন্ধ্য মেকসন্ধ্যং বা পঠনাদেব সঙ্কটাৎ। মুচ্যতে নাত্র সন্দেহো ভুবি স্বর্গে রসাতলে। সমস্তং শ্লোক মেকং বা যঃ পঠেৎ ভক্তিতঃ সদা। স সর্ব্ব-দুষ্কৃতং তীর্ত্ত্বা প্রাপ্নোতি পরমং পদং॥ পঠনাদস্য দেবেশি কিং ন সিধ্যতি ভূতলে। স্তবরাজমিদং দেবি সংক্ষেপাৎ কথিতং ত্বয়ি॥

ইতি বিশ্বসারতন্ত্রে আপদুদ্ধারকল্পে দুর্গাস্তবরাজঃ সমাপ্তঃ॥

মহাষ্টমী পূজা।

প্রাতঃকালে নিত্যক্রিয়াদি সমাপনান্তে সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডল অঙ্কিত করত (২১১পৃ দেখ) আসনোপবিষ্ট হইয়া "হাং হ্রীং হুং ফট্" ইহা বলিয়া পূজা সম্ভার অবলোকন করত পূর্ব্ববৎ সামান্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস, প্রাণায়াম ও পীঠন্যাস সম্পাদন করিয়া দেবীকে চিন্তা পূর্ব্বক দর্পণ প্রতিবিম্বে পুষ্পাঞ্জলিত্রয় প্রদান করিয়া দর্পণে তৈল হরিদ্রা ম্রক্ষণ করত মহাস্নানোক্ত মন্ত্রে (সপ্তমীর ন্যায় স্নান করাইবে (২২৭ পৃ দেখ)। পরে, দর্পণ পুছিয়া তাহাতে-বীজমন্ত্র লিখিয়া ভদ্রাসনে স্থাপন করিবে। তৎপরে পূর্ব্ববৎ মাষভক্ত বলি দিয়া গণেশঘটে গণেশ, শিবাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল ও মৎস্যাদি দেবতাগণের যথাশক্তি পূজা করিয়া, পুনর্ব্বার প্রাণায়াম এবং ঋষ্যাদিন্যাস, করন্যাস ও অঙ্গন্যাস (২৩০ পৃ দেখ) করিবে। পরে, দেবীর ধ্যান (২৯৫ পৃ দেখ) করত মানসোপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করত আধারশক্ত্যাদি পীঠদেবতাগণের পূজা (২৩০ পৃ দেখ) করিয়া পুনরায় দেবীর করন্যাসাদি করত দেবীর ধ্যান করিয়া, দেবীকে ষোড়শোপচারে (২৩২ পৃ দেখ) অর্চ্চনা করিবে। অতঃপর পূর্ব্ববৎ ষড়ঙ্গের এবং নবপত্রিকার অর্চ্চনা করিবে (২৩৪পৃ দেখ)। তৎপরে মণ্ডলমধ্যস্থ পদ্মের পূর্ব্বাদি অষ্টদল ক্রমে উগ্রচণ্ডাদি নবশক্তির আবাহন করিয়া পূজা করিয়া পদ্মমধ্যে চতুঃষষ্টি যোগিনীর পূজা করিবে।

কালিকাপুরাণোক্ত চতুঃষষ্টি যোগিনী যথা,—ব্রহ্মাণী, চণ্ডিকা, রৌদ্রী, গৌরী, ইন্দ্রাণী, কৌমারী, ভৈরবী, দুর্গা, নারসিংহী, চণ্ডিকা, চামুণ্ডা, শিবদূতী, বারাহী, কৌশিকী, মাহেশ্বরী, শঙ্করী, জয়ন্তী, সর্ব্বমঙ্গলা, কালী, করালিনী, মেধা, শিবা শাকম্ভরী, ভীমা, শান্তা, ভ্রামরী, রুদ্রাণী, অম্বিকা,

ক্ষমা, ধাত্রী, স্বাহা, স্বধা, পূর্ণা, মহোদরী, ঘোররূপা, মহাকালী, ভদ্রকালী, কপালিনী, ক্ষেমঙ্করী, উগ্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডী, মহামোহা, প্রিয়ঙ্করী, বালবুদ্ধিকরী, বলপ্রমথিনী, মন-উন্মথিনী, সর্ব্বভূতদমনী, উমা, তারা, মহানিদ্রা, বিজয়া, জয়া, শৈলপুত্রী, চণ্ডিকা, চণ্ডঘণ্টা, কুষ্মাণ্ডী, স্কন্দমাতা, কাত্যায়নী, কালরাত্রি, মহাগৌরী।

ইহাদের প্রত্যেকের নামের সহিত চতুর্থীবিভক্তি যুক্ত করিয়া আদিতে "ওঁ হ্রীং শ্রীং" ও অন্তে "নমঃ" শব্দ যোগ করিয়া পূজা করিবে।

অতঃপর "ওঁ কোটিযোগিনীগণা ইহাগচ্ছতাগচ্ছত" ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করিয়া "ওঁ কোটিযোগিনীগণেভ্যো নমঃ" বলিয়া পদ্মপত্রাগ্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে। অনন্তর অষ্টশক্তির আবাহন করিয়া পূজা করিবে। যথা,—

"ওঁ ব্রহ্মাণি ইহাগচ্ছাগচ্ছ" ইত্যাদি আবাহন করিয়া "ওঁ হ্রীং শ্রীং ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ" বলিয়া পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া "ওঁ চতুর্ম্মুখীং জগদ্ধাত্রীং হংসারূঢ়াং বরপ্রদাং। সৃষ্টিরূপাং মহাভাগাং ব্রহ্মাণীং তাং নমাম্যহং। মাহেশ্বরীর আবাহন করিয়া "ওঁ হ্রীং শ্রীং মাহেশ্বর্য্যৈ নমঃ" বলিয়া পূজা করত প্রণাম করিবে,—"ওঁ বৃষারূঢ়াং শুভাং শুভ্রাং ত্রিনেত্রাং বরদাং শিবাং। মাহেশ্বরীং নমাম্যদ্য সৃষ্টিসংহারকারিণীং"॥ অগ্নিকোণে কৌমারীর আবাহন করিয়া পূজা করত "ওঁ কৌমারীং পীতবসনাং ময়ূরবরবাহনাং শক্তিহস্তাং সিতাঙ্গীং তাং নমামি বরদাং সদা॥ বলিয়া নমস্কার করিবে। পরে বৈষ্ণবীর আবাহন ও পূজা করিয়া "ওঁ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণীং কৃষ্ণরূপিণীং। স্থিতিরূপাং খগেন্দ্রস্থাং বৈষ্ণবীং তাং নমাম্যহং॥" বলিয়া প্রণাম করিবে। নৈর্ঋতে বারাহীর আবাহন ও পূজা করিয়া "ওঁ বরাহরূপিণীং দেবীং দংষ্ট্রোদ্ধৃতবসুন্ধরাং। শুভদাং পীতবসনাং বারাহীং তাং নমাম্যহং। নারসিংহীর আবাহন ও অর্চ্চনা করিয়া "ওঁ নৃসিংহরূপিণীং দেবীং দৈত্যদানবদর্পহাং। শুভাং শুভপ্রদাং শুভ্রাং নারসিংহীং নমাম্যহং॥ বলিয়া নমস্কার করিবে। বায়ুকোণে ইন্দ্রাণীর আবাহন ও পূজা করিয়া নমস্কার করিবে। যথা—"ইন্দ্রাণীং গজকুম্ভস্থাং সহস্রনয়নোজ্জ্বলাং। নমামি বরদাং দেবীং সর্ব্বদেব নমস্কৃতাং॥" চামুণ্ডার আবাহন ও অর্চ্চনা করিয়া নমস্কার করিবে। যথা,—"ওঁ চামুণ্ডাং মুণ্ডমথিনীং মুণ্ডমালোপশোভিতাং। অট্টহাসমুদিতাং নমাম্যাত্মবিভূতয়ে"॥ মণ্ডলমধ্যে চণ্ডিকার আবাহন ও অর্চ্চনা করিয়া নমস্কার করিবে। যথা,—"ওঁ কাত্যায়নীং দশভুজাং মহিষাসুরমর্দ্দিনীং। প্রসন্নবদনাং দেবীং বরদাং তাং

নমাম্যহং॥ পুনরায় চণ্ডিকার পূজা করিয়া "ওঁ চণ্ডিকে নবদুর্গে ত্বং মহাদেব-মনোরমে। পূজাং সমস্তাং সংগৃহ্য রক্ষ মাং ত্রিদশেশ্বরি" ॥

অতঃপর দেবীর অস্ত্রগণের পূজা করিবে (২১৮ পৃ দেখ)। অনন্তর "ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুঁ ফট্ নমঃ" বলিয়া সিংহের পূজা করিয়া "ওঁ আসনঞ্চাসি ভূতানাং নানালঙ্কারভূষিতং। মেরুসিংহপ্রতীকাশং সিংহাসন নমোঽস্তু তে"॥ বলিয়া প্রণাম করিবে। পরে পাদ্যাদি দ্বারা মহিষাসুরের অর্চ্চনা করিয়া বটুকগণের পূজা করিবে। যথা,—

"শ্রীং সিদ্ধপুত্রবটুকায় নমঃ, এবং জ্ঞানপুত্রবটুকায়, সহজপুত্রবটুকায়, সময়পুত্রবটুকায়।" ইহাদের প্রত্যেকের আদিতে "শ্রীং" ও অন্তে "নমঃ" শব্দ যোগ করিয়া পূজা করিবে। পরে "ওঁ হেতুকায় ক্ষেত্রপালায় নমঃ, এবং ত্রিপুরঘ্ন, অগ্নিজিহ্ব, অগ্নিবেতাল, কালকরাল, একপাদ ও ভীমনখ" ইহাদের আদিতে "ওঁ" ও অন্তে "ক্ষেত্রপালায় নমঃ" যোগ করিয়া পূজা করিবে।

মণ্ডলের চতুর্দ্দিকে দুই দুইটী করিয়া ভৈরবের পূজা করিবে। যথা,— "ওঁ অসিতাঙ্গায় ভৈরবায় নমঃ" এই ক্রমে—রুরু, চণ্ড, ক্রোধ, উন্মত্ত, ভয়ঙ্কর, কপালী, ভীষণ" এবং মধ্যে "ওঁ সংহারভৈরবায় নমঃ" বলিয়া পূজা করিবে। অতঃপর সায়ুধ সবাহন সপরিবার ইন্দ্রাদির পূজা করিবে (২৩৪ পৃঃ ২৮ পঙ্ক্তি দেখ)।

অতঃপর যথা বিধানে বলিদান করিবে। পরে প্রাণায়ামাদি করিয়া যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করত জপ বিসর্জ্জন করিবে। পরে পুনরায় প্রাণায়াম করিয়া ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে" ইত্যাদি মন্ত্রে নমস্কার করিয়া প্রদক্ষিণপূর্ব্বক প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিবে (২১০ পৃ দেখ)

অতঃপর স্বগৃহোক্ত বিধানে কুশণ্ডিকা করত সাজ্য তিলযুক্ত বিল্বপত্র দ্বারা হোম করিবে।

মহাষ্টমী পূজা সমাপ্ত।

সন্ধিপূজা।

যথা সময়ে শুদ্ধাসনে উপবেশনপূর্ব্বক আচমন করত স্বস্তিবাচন ও "সূর্য্যঃ সোমো" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। অনন্তর সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিয়া ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম, মাতৃকান্যাস ও করাঙ্গন্যাস করিয়া "ওঁ জটাজুটসমাযুক্তা" ইত্যাদি (১৯৫ পৃঃ দেখ) দেবীর ধ্যান করিয়া মানসোপচারে

পূজা করত বিশেষার্ঘ্যস্থাপন (১৮ পৃ দেখ) করিয়া পুনরায় করাঙ্গন্যাস করত ধ্যান করিয়া ষোড়শোপচারে দেবীর পূজা করিবে।

অতঃপর চামুণ্ডার পূজা করিবে। ধ্যান যথা,—"ওঁ কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী বিচিত্রখট্টাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা॥ দ্বীপিচর্ম্মপরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা। অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা। নিমগ্না রক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা॥"

এই প্রকার ধ্যান করিয়া "ওঁ ক্রীং চামুণ্ডায়ৈ নমঃ" বলিয়া যথাশক্তি পূজা করিবে। অনন্তর নবপত্রিকার পূজা (২০৬ পৃ দেখ) করিয়া চতুঃষষ্টি যোগিনীর পূজা করিবে (২৩৯ পৃ দেখ)।

অতঃপর যথা বিধানে বলিদান করিয়া যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করত জপ সমর্পণ করিয়া স্তুতি পাঠ করিবে।

সন্ধিপূজা সমাপ্ত।

মহানবমী পূজা।

কৃতনিত্যক্রিয় যজমান শুদ্ধাসনে উপবেশনপূর্ব্বক আচমনাদি করিয়া স্বস্তিবাচন করত "সূর্য্যঃ সোমো" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিবে।

পরে অষ্টমীবিধান মতে পুষ্পাবলোকন, আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস, প্রাণায়াম, পীঠন্যাস, মহাস্নান, মাষভক্ত বলিদান, ভূতাপসারণ ও দেবীর করাঙ্গন্যাসাদি করত "ওঁ জটাজূটসমাযুক্তা" ইত্যাদি ধ্যানঃ করিয়া মানস পূজা, বিশেষার্ঘ্যস্থাপন, পীঠদেবতার পূজা ও পুনর্ব্বার করাঙ্গন্যাসপূর্ব্বক দেবীর ধ্যান, ষোড়শোপচারে দেবীর পূজা, নবপত্রিকা পূজা, ষড়ঙ্গ পূজা, অষ্টদল পদ্মে উগ্রচণ্ডাদির ও পদ্মমধ্যে চতুঃষষ্টি যোগিনীর পূজা, পত্রাগ্রে "ওঁ কোটিযোগিনীভ্যো নমঃ" বলিয়া কোটিযোগিনীর পূজা, অষ্টশক্তির আবাহন পূর্ব্বক পূজা, অস্ত্রপূজা এবং মহিষাসুর ও বটুকগণের পূজা করিয়া যথাবিধি বলিদান করত মূলমন্ত্র জপ, জপসমর্পণ ও স্তুতিপাঠ করিবে।

অনন্তর হোম সমাপন করিয়া দক্ষিণা দান করিবে। যথা,—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যাশ্বিনে মাসি কন্যারাশিস্থে ভাস্করে শুক্লে পক্ষে সপ্তম্যাদিথাবারভ্য নবমীং যাবৎ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা সর্ব্বাপচ্ছান্তিপূর্ব্বকদীর্ঘায়ুষ্ট্বাভিনিবৃত্তি-অতুলবিভূতিচতুর্ব্বর্গসম্প্রাপ্তিকামো দুর্গাপ্রীতিকামো বা যথো-

পক্কান্নিতোপহারৈঃ কালিকাপুরাণোক্তবিধিনা সপ্তমীবিহিত রম্ভাদিনবপত্রিকা-স্নান প্রবেশ মৃন্ময় শ্রীভগবদ্দুর্গা মহাস্নান গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজা পূর্ব্বক-বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীভগবদ্দুর্গাপূজাছাগপশুবলিদানবার্ষিকশরৎকালীন-শ্রীভগবদ্দুর্গাপূজাছাগপশু-বলিদানবার্ষিক-শরৎকালীন-শ্রীভগবদ্দুর্গাপূজামহাষ্টমী-বিহিত-মৃন্ময় শ্রীভগবদ্দুর্গা মহাস্নান গণপত্যাদি নানাদেবতা পূজাপূর্ব্বকবার্ষিক শরৎ-কালীনশ্রীভগবদ্দুর্গাপূজা মহাষ্টমী মহানবমী সন্ধিকালবিহিত গণপত্যাদি-নানাদেবতাপূজাপূর্ব্বক বার্ষিক শরৎকালীন শ্রীভগবদ্দুর্গাপূজাছাগপশুবলিদান-মহানবমী বিহিত মৃন্ময় শ্রীভগবদ্দুর্গা মহাস্নান গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বক-বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীভগবদ্দুর্গাপূজাছাগপশুবলিদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণা-মিদং সুবর্ণং তন্মূল্যং রজতং বা যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সংপ্রদদে।*

অতঃপর অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বিষ্ণুস্মরণ করিবে।

মহানবমী পূজা সমাপ্তা।

বিজয়া দশমী।

নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া স্বস্তিবাচন, আসনশোধন, সামান্যার্ঘ্য-স্থাপন ও করাঙ্গন্যাসাদি করিয়া ধ্যান করত দশোপচারে দেবীর পূজা করিবে। পরে স্তবপাঠ ও প্রণাম করিবে এবং আচারানুসারে দধিযুক্ত লাজ (দৈ) ও পর্য্যুষিত অন্নাদি ভোগ দিবে। অতঃপর দেবীর অঙ্গে আবরণ দেবতাগণের লয় চিন্তা করিয়া, "ওঁ দুর্গে দেবি ক্ষমস্ব" বলিয়া, ঘটে জল প্রদান করত যোনিমুদ্রা দেখাইয়া "ওঁ নির্ম্মাল্যবাসিন্যৈ নমঃ" বলিয়া ঘটোপরি অর্চ্চনা করিয়া সংহার মুদ্রাদ্বারা একটী নির্ম্মাল্য আনয়ন করিয়া ঈশান কোণে ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তদুপরি "ওঁ চণ্ডেশ্বর্য্যৈ নমঃ" মন্ত্রে ঐ নির্ম্মাল্য পুষ্প রাখিবে। পরে, প্রতিমা ধরিয়া পড়িবে—"ওঁ উত্তিষ্ঠ দেবি চামুণ্ডে শুভাং পূজাং প্রগৃহ্য চ। কুরুষ মম কল্যাণমষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ সহ। গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং দেবি চণ্ডিকে। মম চানুগ্রহার্থায় পুনরাগমনায় চ। যৎপূজিতং মহাদেবি পরিপূর্ণং তদস্তু মে। ব্রজ ত্বং স্রোতসি জলে তিষ্ঠ গেহে চ ভূতয়ে॥" অতঃপর বাদ্য বাদন করিয়া দর্পণ বিসর্জ্জন করিবে।—প্রথমতঃ প্রতিমাসমীপে মৃন্ময় পাত্রে জল আনয়ন করত তাহাতে ও দর্পণে দেবীর প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া নিম্ন লিখিত মন্ত্রে জলমধ্যে দর্পণ নিমজ্জন করিবে। মন্ত্র যথা,—

"ওঁ নিমজ্জাম্ভসি সম্পূজ্য পত্রিকা-বর্জ্জিতা জলে। পুত্রায়ুর্ধনবৃদ্ধ্যর্থং স্থাপিতাসি ময়া জলে॥ ওঁ দুর্গে দেবি জগন্মাতঃ স্বস্থানং গচ্ছ চণ্ডিকে। সংবৎসরব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ। ইমাং পূজাং ময়া দেবি যথাশক্তিনিবেদিতং। রক্ষণার্থং সমাদায় ব্রজস্ব স্থানমুত্তমং।"

তৎপরে, "ওঁ সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু"—ইত্যাদি মন্ত্রে শান্তি করিয়া আশীর্ব্বাদ দান করিবে।

এই দিবস সায়ংকালে প্রশস্তি বন্দন করিবে। কেহ কেহ বা নবমীদিনে সায়ংকালে প্রশস্তি বন্দন করিয়া থাকে।

কালিকাপুরাণোক্ত দুর্গা-পূজাবিধি সমাপ্ত।

দেবী পুরাণোক্ত

দুর্গা-পূজাবিধি।

—:*:—

বোধন।

সায়ং সময়ে বিল্ববৃক্ষসমীপে গমন করিয়া বোধন করিবে। কৃতনিত্যক্রিয় যজমান শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমন করত স্বস্তিবাচন (২পৃঃ দেখ) করিয়া "ওঁ সূর্য্যঃ সোমো" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া পাপাপনোদন করিবে; যথা,—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (পূজকের নাম ও গোত্র) কর্ত্তব্য বার্ষিক শরৎকালীন শ্রীভগবদ্দুর্গা বোধনকর্ম্মাধিকারপ্রতিবন্ধক-পাপাপনোদনকামঃ ওঁ দেবি ত্বমিত্যাদি মন্ত্রদ্বয় জপমহং করিষ্যে।"

এইরূপ বাক্য করিয়া করযোড়ে নিম্নলিখিত মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিবে। যথা,—"ওঁ দেবি ত্বং প্রাকৃতং চিত্তং পাপাক্রান্তমভূন্মম। তন্নিঃসারয় চিত্তং মে পাপং হুং ফট্ চ তে নমঃ॥ ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালো মহাভূতানি পঞ্চ বৈ। এতে শুভাশুভস্যেহ কর্ম্মণো নব সাক্ষিণঃ॥"

অতঃপর ঊর্দ্ধ, অধ ও পার্শ্বদ্বয় ক্রোধদৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া স্থির

চিত্ত হইবে। পরে কুশতিলফলপুষ্পান্বিত জলপূর্ণ তাম্রপাত্র গ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিত প্রকারে সংকল্প করিবে।

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা সর্ব্ববাধাপ্রশমনপূর্ব্বক দীর্ঘায়ুষ্ট্বাতুল-ধনধান্য-পুত্রপৌত্রাদিসম্পত্তিকামঃ শ্রীদুর্গাপ্রীতিকামো বা দেবী-পুরাণোক্ত বিধিনা বিল্ববৃক্ষে বার্ষিক শরৎকালীন শ্রীভগবদ্দুর্গাপূজাঙ্গ-ভূত নানাদেবতাপূজাপূর্ব্বক শ্রীদুর্গায়া বোধনমহং করিষ্যে।"

এইরূপ সংকল্প করিয়া স্বশাখোক্ত সূক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে। অনন্তর স্বশাখোক্ত বিধানে ঘটস্থাপন করিয়া সামান্যার্ঘ্য স্থাপন, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস, পীঠন্যাস ও "হ্রীং" মন্ত্রে প্রাণায়াম (৫—১৫ পৃঃ দেখ) করিয়া "ওঁ খর্ব্বং স্থূলতনুং" ইত্যাদি ধ্যান (২৭ পৃঃ দেখ) করিয়া "ওঁ গাং গণেশায় নমঃ" বলিয়া পাদ্যাদি দ্বারা গণেশের পূজা করত শিবাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল, মৎস্যাদি দশাবতার, গঙ্গা, যমুনা, মনসা, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে।

পরে শ্বেতসর্ষপ গ্রহণ করিয়া "ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরী-সৃপাঃ। অপসর্পন্তু তে সর্ব্বে যে চান্যে বিঘ্নকারকাঃ॥ বিনায়কা বিঘ্নকরা মহোগ্রা যজ্ঞদ্বিষো যে পিশিতাশনাশ্চ। সিদ্ধার্থকৈর্বজ্রসমানকল্পৈর্ম্ময়া নিরস্তা বিদিশঃ প্রয়ান্তু॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া গৃহীত সর্ষপ বিকীর্ণ করিয়া বিঘ্নাপসারণ করিবে।

অনন্তর "হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" ইত্যাদি ক্রমে দেবীর করাঙ্গন্যাস করত "ওঁ জটাজূটসমাযুক্তা" ইত্যাদি ধ্যান (১৯৫ পৃ দেখ) করিয়া স্বীয় মস্তকে পুষ্প প্রদান করত মানসোপচারে পূজা করিবে। পরে বিশেষার্ঘ্যস্থাপন (১৮ পৃ দেখ) করত "ওঁ হ্রীং ভগবতি দুর্গে দেবি ইহাগচ্ছাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।" ইহা বলিয়া আবাহন করত "ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে দেবীর পূজা করিবে। পরে "ওঁ বিল্ববৃক্ষায় নমঃ" বলিয়া পাদ্যাদি দ্বারা বিল্ব-বৃক্ষের পূজা করিয়া মাষভক্তবলি প্রদান করিবে। যথা,—প্রথমতঃ করযোড়ে পাঠ করিবে। যথা,—"ওঁ ক্ষেত্রপালাদয়ঃ সর্ব্বে সর্ব্বশান্তিফলপ্রদাঃ। পূজাবিঘ্ন-বিনাশায় মম গৃহ্ণন্ত্বিমং বলিং॥" ইহা পাঠ করিয়া "এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ক্ষেত্র-

পালাদিভ্যো নমঃ” বলিয়া বলিপ্রদান করিবে। এই ক্রমে “ওঁ ভূতদৈত্য-পিশাচাদ্যা গন্ধর্ব্বা রক্ষসাং গণাঃ। সিদ্ধিং কুর্ব্বন্তু তে সর্ব্বে মম গৃহ্লন্ত্বিমং বলিং॥ এষ মাষভক্ত বলিঃ ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ।” এবং “ওঁ ডাকিনী যোগিনী চৈব মাতরো দেবযোনয়ঃ। নানারূপধরা নিত্যং মম গৃহ্লন্ত্বিমং বলিং॥ এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ডাকিন্যাদিভ্যো নমঃ॥” এবং “ওঁ আদিত্যাদি-গ্রহা যে চ কুষ্মাণ্ডা রাক্ষসাশ্চ যে। ইন্দ্রাদ্যাশ্চৈব দিক্‌পালা মম গৃহ্লন্ত্বিমং বলিং॥ এষ মাষভক্ত বলিঃ ওঁ আদিত্যাদিভ্যো নমঃ॥” বলিয়া বলি প্রদান করিবে।

অনন্তর পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃত দ্বারা পূর্ব্বদিক্‌বর্ত্তিনী বিল্বশাখাকে তত্তন্মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া সেই শাখায় দেবীর বোধনার্থ নিম্ন লিখিত মন্ত্র কর যোড়ে পড়িবে। যথা,—“ওঁ রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ। অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্ত্বয়ি কৃতঃ পুরা॥ অহমপ্যাশ্বিনে তদ্বদ্বোধয়ামি সুরেশ্বরীং। শক্রেণাপি চ সংবোধ্য প্রাপ্তং রাজ্যং সুরালয়ে॥ তস্মাদহং ত্বাং প্রতিবোধয়ামি বিভূতিরাজ্য-প্রতিপত্তিহেতোঃ। যথৈব রামেণ হতো দশাস্য স্তথৈব শত্রূন্ বিনিপাতয়ামি॥” তস্মাত্তিষ্ঠ মহাভাগে যাবৎ পূজাং করোম্যহং। মূলে সমাগতে শুক্র-সপ্তম্যামাগমিষ্যসি॥ দেবি চণ্ডাত্মিকে চণ্ডি চণ্ডবিগ্রহকারিণি। বিল্বশাখাং সমাশ্রিত্য তিষ্ঠ দেবি যথাসুখং।”

যদি ষষ্ঠীতে বোধন হয়, তবে “তদ্বদ্বোধয়ামি সুরেশ্বরীং” স্থলে “ষষ্ঠ্যাং সায়াহ্নে বোধয়ামি বৈ” এইরূপ পাঠ করিবে।

অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া বিল্বতরুকে আমন্ত্রণ করিবে। যথা,—“ওঁ মেরুমন্দরকৈলাসহিমবচ্ছিখরে গিরৌ। জাতঃ শ্রীফল বৃক্ষ ত্বমম্বিকায়াঃ সদা প্রিয়ঃ। শ্রীশৈলশিখরে জাতঃ শ্রীফলঃ শ্রীনিকেতনঃ। নেতব্যোঽসি ময়া গচ্ছ পূজ্যো দুর্গাস্বরূপতঃ॥”

তৎপর “ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ” ইত্যাদি মন্ত্রে কাণ্ড চতুষ্টয় আরোপণ করিয়া “ওঁ সুত্রামাণং পৃথিবীং” ইত্যাদি মন্ত্রে (১৯৬পৃঃ দেখ) সাতবার সূত্র আবেষ্টন করিবে।

অধিবাস।

কৃতনিত্যক্রিয় যজমান শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমনপূর্ব্বক স্বস্তিবাচন করত “সূর্য্যঃ সোমো” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া পূর্ব্ববৎ পাপাপনোদন করত ফলপুষ্পতিলজলান্বিত তাম্রপাত্র গ্রহণ করিয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা,—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যাশ্বিনে মাসি শুক্লে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মা সর্ব্ববাধাপ্রশমনপূর্ব্বকদীর্ঘায়ুষ্টু্যতুলধনধান্যপুত্রপৌত্রাদ্যনবচ্ছিন্ন সন্ততি-প্রাপ্তিকামঃ শ্রীভগবদ্দুর্গাপ্রীতিকামো বা কর্ত্তব্য বার্ষিকশরৎকালীন-শ্রীভগ-বদ্দুর্গা-মহাপূজাঙ্গভূতশ্রীভগবদ্দুর্গায়াঃ শুভাধিবাসনকর্ম্মাহং করিষ্যে।"

এইপ্রকার সঙ্কল্প করিয়া স্বশাখোক্ত সূক্ত (৩ পৃঃ দেখ) পাঠ করত ঘটস্থা-পন (৫ পৃঃ দেখ) করিয়া পূর্ব্ববৎ শ্বেতসর্ষপ দ্বারা "ওঁ বেতালাশ্চ" ইত্যাদি মন্ত্রে ভূতাপসারণ করিয়া "এতৎ পাদ্যং ওঁ ভূতগণেভ্যো নমঃ" বলিয়া ভূত-গণের পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া মাষভক্ত বলি গ্রহণ করত "ওঁ ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ যে বসন্ত্যত্র ভূতলে। তে গৃহ্ণন্তু ময়া দত্তো বলিরেষ প্রসাধিতঃ। পূজিতা গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্ব্বলিভিস্তর্পিতাস্তথা। দেশাদস্মাদ্বিনিঃসৃত্য পূজাং পশ্যন্তু মৎকৃতাং॥ এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ভূতেভ্যো নমঃ।" বলিয়া বলিপ্রদান করিবে। অতঃপর আসনশোধন, বিঘ্নোৎসারণ, ভূতাপসারণ, ভূতশুদ্ধি আদি করিয়া সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিবে এবং পীঠপূজা করত গণেশাদি দেবতাগণের (বোধন দেখ) পূজা করিয়া পূর্ব্ববৎ করাঙ্গন্যাস করত "ওঁ জটাজুট" ইত্যাদি ধ্যান করিয়া স্বীয় মস্তকে পুষ্প প্রদান করত মানসোপচারে দেবীর পূজা করিবে এবং বিশেষার্ঘ্যস্থাপনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার করাঙ্গন্যাসাদি করিয়া পূর্ব্ববৎ দেবীর ধ্যান ও আবাহনাদি করিয়া অর্চ্চনা করিবে। পূজান্তে দেবীর মন্ত্র জপ করিয়া জপ সমর্পণ করত "ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে" ইত্যাদি মন্ত্রে দেবীকে নমস্কার করিবে।

অতঃপর পাদ্যাদি দ্বারা বিল্ববৃক্ষের অর্চ্চনা করিবে। পরে পুটিতাঞ্জলি হইয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে প্রার্থনা করিবে। যথা,—"ওঁ অদ্য প্রাপ্তাসি দেবি ত্বং নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে। দুর্গে দেবি সমুত্তিষ্ঠ অহং ত্বামধিবাসয়ে॥"

পরে প্রশস্তিবন্দনোক্ত দ্রব্য দ্বারা বিল্ববৃক্ষ ও ঘটে দেবীকে অধিবাস করত পরে মণ্ডপে আসিয়া প্রশস্তিবন্দনোক্ত দ্রব্য দ্বারা দেবীর, নব পত্রিকার ও খড়্গাদর্পণের অধিবাস করিবে। (অধিবাস দেখ)। পরে প্রতিমার আসনের চতুর্দ্দিকে কাণ্ডচতুষ্টয় আরোপণ ও সূত্র বেষ্টন করিবে।

সপ্তমী পূজা।

সপ্তমীদিনে নিত্যক্রিয়াদি সমাপন করত প্রথমত মৃন্ময়ী দেবীর সমীপে গমন করিয়া দেবীর বামহস্তে দেবী-গায়ত্রীপাঠ করিয়া সূত্র বন্ধন করিবে।

পরে শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইবে (যদি প্রতিনিধি দ্বারা অর্চ্চনা করাইতে

হয়, তবে এই সময় ব্রাহ্মণকে পুণ্যাহ বাচনাদি করিয়া বরণ করিবে ৪৪ পৃঃ দেখ)। পরে স্বশাখোক্ত স্বস্তিবাচন করিয়া "সূর্য্যঃ সোমো" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত প্রতিবন্ধক পাপাপনোদন (১৯৩ পৃঃ দেখ) করিয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা,—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য আশ্বিনে মাসি কন্যারাশিস্থে ভাস্করে শুক্লে পক্ষে সপ্তম্যাং তিথাবারভ্য নবমীং যাবৎ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মা সর্ব্বাপচ্ছান্তিপূর্ব্বক দীর্ঘায়ুষ্ট্ব পরমৈশ্বর্য্যাতুল-ধনধান্য-পুত্রপৌত্রাদ্যনবচ্ছিন্ন সন্ততি, মিত্র বর্দ্ধন শত্রুক্ষয়োত্তরোত্তর রাজ-সম্মানাদ্যভীষ্টসিদ্ধয়ে পরত্র দেবীলোকপ্রাপ্তয়ে চ শ্রীদুর্গাপ্রীতিকামো-বা যথোপকল্পিতোপহারৈর্দ্দেবীপুরাণোক্ত-বিধিনা সপ্তমীবিহিত-রম্ভাদি নবপত্রিকাস্নান প্রবেশ মৃন্ময় শ্রীদুর্গা প্রবেশ মহাস্নান গণপত্যাদি-নানা দেবতা পূজাপূর্ব্বক বার্ষিক শরৎকালীন শ্রীভগবদ্দুর্গাপূজা ছাগ-পশুবলিদান মহাষ্টমীবিহিত মৃন্ময় শ্রীদুর্গা মহাস্নান গণপত্যাদি নানা-দেবতাপূজাপূর্ব্বক শ্রীভগবদ্দুর্গাপূজা ছাগপশুবলিদান মহাষ্টমী মহানবমী-সন্ধিকালবিহিত গণপত্যাদি নানা দেবতা পূজাপূর্ব্বক শ্রীভগবদ্দুর্গাপূজা-ছাগ পশুবলিদান মহানবমী বিহিত মৃন্ময় শ্রীদুর্গা মহাস্নান গণপত্যাদি-নানাদেবতাপূজা ছাগপশু বলিদান পূর্ব্বক শ্রীভগবদ্দুর্গাপূজন কর্ম্মাহং করিষ্যে ॥"

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তজ্জল ঈশানকোণে ত্যাগ করত স্বশাখোক্ত সূক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে পূর্ব্ববোধিত বিল্ববৃক্ষ সমীপে গমন করত পূর্ব্ববৎ পাদ্যাদি দ্বারা বিল্ববৃক্ষের অর্চ্চনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুরঃসর পাঠ করিবে। যথা,—

"ওঁ বিল্ববৃক্ষ মহাভাগ সদা ত্বং শঙ্করপ্রিয়ঃ। গৃহীত্বা তব শাখাঞ্চ দুর্গাপূজাং করোম্যহং॥ শাখাচ্ছেদোদ্ভবং দুঃখং ন চ কার্য্যং ত্বয়া প্রভো। দেবৈর্গৃহীত্বা তে শাখাং পূজ্যা দুর্গেতি বিশ্রুতিঃ।"

অনন্তর খড়্গ গ্রহণ করিয়া "ছিন্দি ছিন্দি ফট্ ফট্ স্বাহা" এই মন্ত্রে পূর্ব্বাভিমন্ত্রিত শাখা ছেদন করিয়া করযোড়ে পড়িবে।—"ওঁ পুত্রায়ুর্দ্ধ-নবৃদ্ধ্যর্থং নেষ্যামি চণ্ডিকালয়ং। বিল্বশাখাং সমাশ্রিত্য লক্ষ্মীরাজ্যং প্রযচ্ছ মে॥ আগচ্ছ চণ্ডিকে দেবি সর্ব্বকল্যাণহেতবে। পূজাং গৃহাণ সুমুখি নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে॥"

এই মন্ত্র পড়িয়া বাদ্যধ্বনি সহকারে বিল্বশাখা দেবীগৃহে আনয়ন করত রম্ভাদি নবপত্রিকার পীঠোপরি স্থাপন করিবে। পরে রম্ভাদি নির্ম্মিত নবপত্রিকাতে "ওঁ কোঽসি কতমোঽসি কস্মৈ ত্বা কায়ত্বা সুশ্লোকঃ সুমঙ্গলং সত্যরাজন্। ওঁ নানারূপধরে দেবি দিব্যবস্ত্রাবগুণ্ঠিতে। তবালেপনমাত্রেণ সর্ব্বপাপং বিনশ্যতি॥" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তৈল হরিদ্রা ম্রক্ষণ করিয়া প্রথমত শোধিত পঞ্চগব্যদ্বারা অঙ্গ মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করাইবে। পরে শুদ্ধ জল দ্বারা "ওঁ কদলিতরুসংস্থাসি" ইত্যাদি মন্ত্রে স্নান করাইয়া "ওঁ দেবাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু" ইত্যাদি মন্ত্রে অষ্টঘট জল দ্বারা স্নান করাইবে। অনন্তর নূতন শুক্ল বস্ত্র দ্বারা স্নানজল অপনোদন ও নূতন বস্ত্র পরিধান করাইয়া ভদ্রপীঠে স্থাপন করিবে। (১৯৯ পৃ হইতে ২০০ পৃ পর্য্যন্ত স্নান ও স্থাপন পর্য্যন্ত দেখ)।

অতঃপর দর্পণে দেবীর প্রতিবিম্ব অবলোকন করত মূল মন্ত্রে দন্তকাষ্ঠ নিবেদন করিয়া মহাস্নান করাইবে। প্রথমত তণ্ডুল চূর্ণ দ্বারা দর্পণে দেবীর সর্ব্বশরীর উদ্বর্ত্তন করিবে। মন্ত্র যথা,—ওঁ উদ্বর্ত্তয়ামি দেবি ত্বাং মৃন্ময়ে শ্রীফলেঽপি চ। স্থিরাত্যন্তং হি নো ভূত্বা গৃহে কামপ্রদা ভব॥ পরে শোধিত পঞ্চগব্য দ্বারা পূর্ব্ববৎ স্নান করাইয়া নদীজল দ্বারা ভৃঙ্গারে করিয়া স্নান করাইবে। যথা,—ওঁ আত্রেয়ী ভারতী গঙ্গা যমুনা চ সরস্বতী। সরযূর্গণ্ডকী পুণ্যা শ্বেতগঙ্গা চ কৌশিকী। ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা। সর্ব্বাঃ সুমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তাঃ॥ পরে ওঁ সুরাস্ত্বা মভিষিঞ্চন্তু ইত্যাদি মন্ত্রে (২৪ পৃ দেখ) স্নান করাইয়া "ওঁ সিন্ধুভৈরবশোণাদ্যা যে হ্রদা ভুবি সংস্থিতাঃ। সর্ব্বে সুমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তে॥" অনন্তর শঙ্খস্থ জল দ্বারা, "সর্ব্বেষামধিপো দেব ঈশানো নাম নামতঃ। শূলপাণির্ম্মহাদেবো ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্ত্বিমাং॥ গঙ্গাজলদ্বারা "ওঁ মন্দাকিন্যাস্তু যদ্বারি সর্ব্বপাপহরং শুভং। স্বর্গস্রোতশ্চ বৈষ্ণব্যং স্নানং ভবতু তেন তে॥" উষ্ণজল দ্বারা, "ওঁ পবিত্রং পরমংশোষ্ণং বহ্নিজ্যোতিঃসমন্বিতং। জীবনং সর্ব্বপাপঘ্নং ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্ত্বিমাং॥" অনন্তর, "ওঁ আপোহি ষ্ঠা" ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্র চতুষ্টয় দ্বারা স্নান করাইবে। পরে, ওঁ গন্ধদ্বারাং ইত্যাদি মন্ত্রে গোময় দ্বারা, ওঁ দধিক্রাব্ণোঽকার্ষং ইত্যাদি মন্ত্রে দধি দ্বারা, ওঁ আপ্যায়স্ব ইত্যাদি মন্ত্রে দুগ্ধ দ্বারা, ওঁ তেজোঽসি ইত্যাদি মন্ত্রে ঘৃত দ্বারা, ওঁ মধুবাতা ইত্যাদি মন্ত্রে মধুদ্বারা স্নান করাইবে। অতঃপর পুষ্পোদক দ্বারা,—ওঁ অশ্বিনো ভৈষজ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চ্চসা যাভিষিঞ্চামি। সরস্বত্যৈ ভৈষজ্যেন বীর্য্যায়ান্নাদ্যায়াভিষিঞ্চামি ইন্দ্রস্যেন্দ্রিয়েণ বলায় শ্রিয়ৈ যশসেঽভি-

বিক্ষামি।" স্বর্ণোদক,—ওঁ পৃথিব্যাং স্বর্ণরূপেণ দেবাস্তিষ্ঠন্তি বৈ সদা। সর্ব্বদোষনিরাসার্থং স্নাপয়ামি মহেশ্বরীং।" রজতোদক,—"ওঁ অম্বিকে ত্বং মহাভাগে শারদে শত্রুনাশিনি। স্নানেনানেন দেবি ত্বং বরদা ভব সুব্রতে।" সামান্যজল,—"ওঁ যা আপঃ সর্ব্বভূতানাং প্রাণিনাং সিদ্ধিহেতবে। পাবনী সর্ব্বভূতানাং তাভিস্ত্বাং স্নাপয়াম্যহং।" কুশোদক,—"ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ" ইত্যাদি। ফলোদক,—"ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে নিহোতা সৎসি বর্হিষি।" ইক্ষুরস ও সাগরোদক,—ওঁ নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে ভগবত্যৈ ধীমহি তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ। অগুরু, কর্পূর ও গঙ্গামৃত্তিকা মিশ্রিত জলধারা,—"ওঁ নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে ভগবত্যৈ ধীমহি তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ।" বলিয়া স্নান করাইয়া প্রত্যেক দ্রব্য মিশ্রিত জলধারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপে স্নান করাইবে। তিলতৈল দ্বারা, হ্রীং নমঃ। বিষ্ণুতৈল, ওঁ হ্রীং চামুণ্ডায়ৈ। মূলমন্ত্রে পঞ্চকষায়োদক দ্বারা, নির্ঝরোদক,—ওঁ হ্রঃ চণ্ডবত্যৈ নমঃ। নারিকেলোদক, পঞ্চকষায়, শিশির ও সাগরোদক দ্বারা প্রত্যেকে দেবীর গায়ত্রী পাঠ করিয়া স্নান করাইবে। সর্ব্বৌষধি মহৌষধিজল দ্বারা,—ওঁ যা ওষধীঃ সোমোরাজ্ঞীর্ব্বহ্বীঃ শত বিচক্ষণাঃ। তাসামসিত্ব মুত্তমাক্ষং কামায় সংহৃদে। সহস্রধারা জলধারা, ওঁ সাগরাঃ সরিতঃ সর্ব্বাঃ সর্গস্রোতনদী তথা। সর্ব্বৌষধিভিঃ পাপঘ্নাঃ সহস্রৈঃ স্থাপয়ন্তু তে। ওঁ লবণেক্ষুসুরাসর্পির্দধিদুগ্ধজলান্তকাঃ। সহস্রধারয়া দেবীং স্নাপয়ন্তু মহেশ্বরীং॥ এবং ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং ইত্যাদি মন্ত্রচতুষ্টয় দ্বারা স্নান করাইয়া পুনরায় অষ্টঘট জলদ্বারা ওঁ সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ইত্যাদি মন্ত্রে (২৪ পৃঃ দেখ) স্নান করাইয়া দর্পণস্থজল শুষ্ক শুক্লবস্ত্র দ্বারা অপনোদন করিয়া মধ্যস্থলে সিন্দুর দ্বারা বৃত্ত আঁকিয়া তন্মধ্যে "হ্রীং বীজ লিখিয়া ভদ্রপীঠে স্থাপন করিবে।

অনন্তর "ভূতেভ্যো নমঃ" বলিয়া পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া ওঁ ঘোররূপেভ্যঃ, ঘোরতরেভ্যঃ, সিদ্ধেভ্যঃ, সাধ্যাদিভ্যঃ, ভূতেভ্যো নমঃ" বলিয়া ইহাদের পূজা করিয়া ওঁ ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ যে বসন্ত্যত্র ভূতলে। তে গৃহ্নন্তু ময়া দত্তো বলিরেষ প্রসাধিতঃ॥ পূজিতা গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্ব্বলিভিস্তর্পিতাস্তথা। দেশাদস্মাদ্বিনিঃসৃত্য পূজাং পশ্যন্তু মৎকৃতাং॥ ইহা পাঠ করিয়া "এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ভূতেভ্যো নমঃ" বলিয়া প্রদান করিবে।

অনন্তর লাজ (খৈ), চন্দন, শ্বেতসর্ষপ, ভস্ম, দূর্ব্বা, কুশ ও আতপতণ্ডুল গ্রহণ করিয়া "ফট্" মন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রিত করত "ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভূমিপালকাঃ। ভূতানামবিরোধেন দুর্গাপূজাং করোম্যহং॥

ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ। অপসর্পন্তু তে সর্ব্বে চণ্ডিকাস্ত্রেণ তাড়িতাঃ ॥”

এই মন্ত্রদ্বয় পাঠ করত হস্তস্থিত লাজাদি ছড়াইয়া দিয়া ভূতগণকে দূরীকৃত করিবে।

অনন্তর পত্রিকাতে “ওঁ বিল্বশাখাবাসিন্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ” এই মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া, উহাকে দেবীরূপে চিন্তা করত দেবীর মস্তকে দূর্ব্বাক্ষত প্রদান করিয়া দেবীর আসন ধরিয়া পাঠ করিবে। যথা, ওঁ চণ্ডিকে চল চল চালয় চালয় দুর্গে পূজালয়ং প্রবিশ ॥ গম্যতাং মদ্গৃহে দেবি অষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ সহ। পূজাং গৃহাণ সুমুখি সর্ব্বকল্যাণহেতবে ॥

অতঃপর দেবীর সম্মুখে একটী ঘট আনয়ন করত তাহা দধ্যক্ষতযুক্ত করিয়া ঘটমধ্যে পঞ্চরত্ন প্রদান করিবে। পরে স্বশাখোক্ত মন্ত্রে ঘটস্থাপন করিয়া “ওঁ গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্ব্বাঃ সাগরাশ্চ সরাংসি চ। সর্ব্বে সমুদ্রাঃ সরিতঃ সরাংসি চ নদা হ্রদাঃ। আয়াস্তু যজমানস্য দুরিতক্ষয়কারকাঃ ॥ ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্কুশমুদ্রাদ্বারা ঘটস্থ জলে তীর্থাবাহন করিবে।

অনন্তর গণেশাদি দেবতাগণের (১৯৪ পৃ দেখ) পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিবে। পরে “হাং হ্রীং হুং ফট্” ইহা উচ্চারণ করত নৈবেদ্যাদি দর্শন করিবে। তৎপর পূর্ব্ববৎ লাজচন্দনাদি গ্রহণ করিয়া “ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা” ইত্যাদি মন্ত্রে ভূতাপসারণ করিয়া বামপার্ষ্ণি ঘাতত্রয় দ্বারা ভৌমবিঘ্ন দূরীকরণ করিয়া তালত্রয় দ্বারা অন্তরীক্ষগত বিঘ্ন উৎসারণ করিয়া আসন শোধন করিবে। পরে গুরুপংক্তি নমস্কার করিয়া ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে। যথা,—“অস্য দুর্গামন্ত্রস্য নারদ ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো দুর্গা দেবতা মম সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধ্যর্থং দুর্গা-পূজনে বিনিয়োগঃ ॥ শিরসি ওঁ নারদ ঋষয়ে নমঃ। মুখে ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ।” অতঃপর গন্ধপুষ্প দ্বারা করদ্বয় সংশোধন করিয়া ঊর্দ্ধোর্দ্ধে তালত্রয় দিয়া ছোটিকা (তুড়ি) দ্বারা দশদিক্ বন্ধন করিবে। পরে মাতৃকান্যাস, হ্রীং বীজে প্রাণায়াম ও করাঙ্গ ন্যাস করিয়া পীঠন্যাস করিবে। যথা,—হৃদয়ে,—ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ—এইক্রমে কূর্ম্মায়, অনন্তায়, পৃথিব্যৈ, ক্ষীরসমুদ্রায়, রত্নদ্বীপায়, মণিমণ্ডপায়, কল্পবৃক্ষায়, রত্নবেদিকায়ৈ, দক্ষিণাংসে,—ধর্ম্মায়, বামাংসে জ্ঞানায়। বাম ঊরুতে,—বৈরাগ্যায়। দক্ষিণ ঊরুতে,—ঐশ্বর্য্যায়। মুখে,—অধর্ম্মায় বামপার্শ্বে,—অজ্ঞানায়। নাভিতে অবৈরাগ্যায়, দক্ষিণ-পার্শ্বে,—অনৈশ্বর্য্যায়। পুনরায় হৃদয়ে,—শেষায়, পদ্মায়, অং অর্কমণ্ডলায়

দ্বাদশকলাত্মনে, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে, মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে, সং সত্ত্বায়, রং রজসে, তং তমসে, আং আত্মনে, অং অন্তরাত্মনে, পং পরমাত্মনে, হ্রীং জ্ঞানাত্মনে। হৃদয়ে ও অষ্টদিকে,—অং প্রভায়ৈ, ইং মায়ায়ৈ, উং জয়ায়ৈ, এং সূক্ষ্মায়ৈ, ঐং বিশুদ্ধায়ৈ, ওং নন্দিন্যৈ, ঔং সুপ্রভায়ৈ, অং বিজয়ায়ৈ, অঃ সর্ব্বসিদ্ধিদায়ৈ।" প্রণবাদি নমোঽন্ত করিয়া প্রত্যেকের পূজা করিতে হইবে। পরে "বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহাসনায় হুঁ ফট্ নমঃ।" বলিয়া পূজা করিবে। অনন্তর "ওঁ জটাজূটসমাযুক্তা" ইত্যাদি দেবীর ধ্যান (১৯৫পৃ দেখ) করিবে। এইরূপ ধ্যান করিয়া স্বীয় মস্তকে পুষ্প প্রদান করত মানসোপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবে (১৮ পৃ দেখ)। পরে ঈশান কোণে গণেশ ঘটস্থাপনপূর্ব্বক "গাং হৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদি ক্রমে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া খর্ব্বং স্থূলতনুং ইত্যাদি ধ্যান করত গণেশের আবাহন করিয়া পূজা করত "ওঁ সর্ব্ববিঘ্নহরো দেব একদন্তো গজাননঃ। দেবীগৃহেঽর্চ্চিতঃ প্রীত্যা সর্ব্ববিঘ্নং বিনাশয়॥" বলিয়া নমস্কার করিবে। অনন্তর ঐ গণেশঘটে শিব, শঙ্কর, অগ্নি, কেশব, কৌশিকী, ব্রহ্মা, দিক্‌পাল ও নবগ্রহগণের আবাহন করিয়া পূজা করিবে এবং দুর্গাঘটে "ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ" ইত্যাদি পীঠন্যাসোক্ত ক্রমে পীঠদেবতাগণের পূজা করিয়া পুনর্ব্বার দেবীর করাঙ্গন্যাসাদি করিয়া পুনশ্চ "ওঁ জটাজূট" ইত্যাদি ধ্যান করিয়া ষড়ঙ্গের পূজা করিবে। যথা,—"ওঁ দুর্গে হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ দুর্গে শিরসে স্বাহা, ওঁ দুর্গায়ৈ শিখায়ৈ বষট্, ওঁ দুর্গে দুর্গে ভূতরক্ষিণি কবচায় হুং, ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি অস্ত্রায় ফট্"। অতঃপর "ভূর্ভুবঃ স্বর্ভগবতি দুর্গে দেবি স্বীয়গণসহিতে ইহাগচ্ছাগচ্ছ" ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করিয়া আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করাইয়া মূলমন্ত্রে সকলীকরণ ও ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া প্রতিমায় হস্ত প্রদান করিয়া পাঠ করিবে। যথা—"ওঁ আগচ্ছ মদ্‌গৃহে দেবি অষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ সহ। পূজাং গৃহাণ বিধিবৎ সর্ব্বকল্যাণকারিণি॥ ওঁ এহেহি ভগবদ্দুর্গে শত্রুক্ষয়জয়প্রদে। ভক্তিতঃ পূজয়ামি ত্বাং নবদুর্গে সুরার্চ্চিতে॥ ওঁ দুর্গে দেবি সমাগচ্ছ সান্নিধ্যমিহ কল্পয়। যজ্ঞভাগং গৃহাণ ত্বমষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ সহ॥ ওঁ শারদীয়ামিমাং পূজাং করোমি কমলেক্ষণে। আজ্ঞাপয় মহাদেবি দৈত্যদর্পনিসূদনি॥ ওঁ সংসারার্ণবদুষ্পারে সর্ব্বাসুরনিকৃন্তনি। ত্রায়স্ব বরদে দেবি নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে॥ ওঁ যে দেবা যা হি দেব্যশ্চ চলিতা যাশ্চলন্তি হি। আবাহয়ামি তান্ সর্ব্বান্ চণ্ডিকে পরমেশ্বরি॥ প্রাণান্ রক্ষ যশোরক্ষ পুত্রদারধনং সদা। সর্ব্বরক্ষাকরী যস্মাত্ত্

স্নাত্বং হি জগৎপ্রিয়ে॥ ওঁ প্রবিশ্য তিষ্ঠ যজ্ঞেঽস্মিন্ যাবৎ পূজাং করোম্যহং। শৈলানন্দকরে দেবি সর্ব্বসিদ্ধিঞ্চ দেহি মে॥ ওঁ আগচ্ছ চণ্ডিকে দেবি সর্ব্বকল্যাণহেতবে। পূজাং গৃহাণ সুমুখি নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে॥ ওঁ আবাহয়ামি দেবি ত্বাং মৃন্ময়ে শ্রীফলেঽপি চ। কৈলাসশিখরাদ্দেবি বিন্ধ্যাদ্রের্হিমপর্ব্বতাৎ॥ আগত্য বিল্বশাখায়াং চণ্ডিকে কুরু সন্নিধিং। স্থাপিতাসি ময়া দেবি পূজয়ে ত্বাং প্রসাদয়ে॥ আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং দেহি দেবি নমোঽস্তু তে॥ ওঁ দেবি চণ্ডাত্মিকে চণ্ডি চণ্ডবিগ্রহকারিণি। বিল্বশাখাং সমাশ্রিত্য তিষ্ঠ দেবগণৈঃ সহ॥ ওঁ দেবি ত্বং জগতাং মাতঃ সৃষ্টিসংহারকারিণি। পত্রিকাসু সমস্তাসু সান্নিধ্যমিহ কল্পয়॥ পল্লবৈশ্চ ফলোপেতৈঃ শাখাভিঃ সুবৃনান্বিকে। পল্লবে সংস্থিতে দেবি পূজাং গৃহ্ণ প্রসীদ মে॥ ওঁ আবাহয়ামি দেবি ত্বাং মৃন্ময়ে শ্রীফলেঽপি চ। স্থিরাত্যন্তং হি নো ভূত্বা গৃহে কামপ্রদা ভব। ওঁ চণ্ডিকে চণ্ডরূপাসি সুরতেজোমহাবলে। প্রবিশ্য তিষ্ঠ যজ্ঞেঽস্মিন্ যাবৎ পূজাং করোম্যহং॥"

অনন্তর পঞ্চমন্ত্র জপ করিবে। যথা,—"ওঁ হংসঃ শুচিসদ্বসুরন্তরীক্ষং সদ্ধোতা বেদিসদতিথির্দুরোনসৎ। নৃষদ্বৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ॥ ১॥ ওঁ প্র তদ্বিষ্ণুঃ স্তবতে বীর্য্যেণ মৃগোন ভীমঃ কুচরো গরিষ্ঠাঃ। যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষ্বধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বাঃ॥ ২॥ ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু আসিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে॥৩॥ গায়ত্রী॥ ৪॥ ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং। উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ॥ ৫॥ এই প্রকার আবাহন করিয়া চক্ষুর্দ্দান করিবে। প্রথমতঃ দক্ষিণ চক্ষু,—গায়ত্রী পাঠ করত —ওঁ চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেরাপ্রা দ্যাবা পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেমঃ। বামচক্ষু,—ওঁ আপ্যায়স্ব ইত্যাদি।" ঊর্দ্ধ চক্ষু,—গায়ত্রী পাঠ করত "ওঁ কয়ানশ্চিত্রা আভুব দূতী সদা বৃধঃ। সখা কয়া সচিষ্টয়া বৃতা স্বাহা।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বিল্বপত্র বৃন্তে করিয়া কজ্জল গ্রহণ করত তদ্দ্বারা চক্ষুর্দ্দান করিবে। অনন্তর "ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং" ইত্যাদি মন্ত্রে (১৭ পৃ দেখ) প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া মূল মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবে।

এই রূপে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া দেবীশরীরে পুষ্পাঞ্জলিত্রয় প্রদান করিবে। পরে প্রতিমাগঠিত দেবতাগণের "ওঁ মনোজ্যোতিঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে (১৭ পৃ দেখ) প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। পরে ষোড়শোপচারে দেবীর পূজা করিবে। ক্রম যথা,—

"বং" এই বীজ মন্ত্রে অর্ঘ্যজল দ্বারা দেয় দ্রব্য প্রোক্ষণ করিয়া "অমুকদ্রব্যায় নমঃ" বলিয়া গন্ধপুষ্পদ্বারা দ্রব্য অর্চ্চনা করিয়া "ইদং অমুকদ্রব্যং ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা হ্রীং দুর্গায়ৈ দেব্যৈ নমঃ।" এই বলিয়া দেয় দ্রব্যোপরি জলদান করিবে। এইরূপ সমস্ত উপচার সম্বন্ধে জানিবে।

প্রথমতঃ আসন অর্চ্চনা ও নিবেদন করিয়া "ওঁ আসনং গৃহ্ন চার্ব্বঙ্গি নানারত্নবিনির্ম্মিতং। গৃহাণেদং জগন্মাতঃ প্রসীদ ভগবত্যমে ॥১॥ মূল মন্ত্র উচ্চারণ (ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা) পূর্ব্বক "দুর্গে ইহ স্বাগতং" ইহা বলিয়া স্বাগত প্রশ্ন করিবে। ॥ ২ ॥ পরে পাদ্য,—ওঁ পাদ্যং গৃহ্ন মহাদেবি সর্ব্বদুঃখাপহারকং। ত্রায়স্ব বরদে দেবি নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে ॥ ৩ ॥ অর্ঘ্য,—ওঁ দূর্ব্বাক্ষতসমাযুক্তং বিল্বপত্রং তথা পরং। শোভনং শঙ্খপাত্রস্থং গৃহাণার্ঘ্যং হরপ্রিয়ে ॥ নানাতীর্থোদ্ভবং বারি কুঙ্কুমাদিসুশীতলং। গৃহাণার্ঘ্যমিদং দেবি বিশ্বেশ্বরি নমোঽস্তু তে ॥ ৪ ॥ আচমনীয়,— ওঁ মন্দাকিন্যাস্তু যদ্বারি সর্ব্বপাপহরং শুভং। গৃহাণাচমনীয়ং ত্বং ময়া ভক্ত্যা নিবেদিতং ॥ ইদমাপো ময়া ভক্ত্যা তব পাণিতলেঽর্পিতাঃ। আচাময় মহাদেবি প্রীতা শান্তিং প্রযচ্ছ মে ॥ ৫ ॥ মধুপর্ক,—ওঁ মধুপর্কং মহাদেবি ব্রহ্মাদ্যৈঃ পরিকল্পিতং। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ পরমেশ্বরি ॥ ৬ ॥ আচমনীয়,—পূর্ব্ববৎ ॥ ৭ ॥ স্নানীয়,—ওঁ জলঞ্চ শীতলং স্বচ্ছমিদং শুদ্ধং মনোহরং। স্নানার্থং তে ময়া ভক্ত্যা কল্পিতং প্রতিগৃহ্যতাং ॥ ৮ ॥ আচমনীয়,—পূর্ব্ববৎ। ("স্নানে বস্ত্রে চ নৈবেদ্যে দদ্যাদাচমনীয়কং" অর্থাৎ স্নানীয়, বস্ত্র ও নৈবেদ্য দানের পর এক এক বার আচমনীয় দিতে হয়।) বস্ত্র,—ওঁ বহুতন্তুসমাযুক্তং পট্টসূত্রাদিনির্ম্মিতং। বাসোদেবি সুশুক্লঞ্চ গৃহাণ বরবর্ণিনি। তন্তুসন্তানসংযুক্তং রঞ্জিতং রাগবস্তুনা। দুর্গে দেবি ভজ প্রীতিং বাসস্তে পরিধীয়তাং ॥ ৯ ॥ পূর্ব্ববৎ আচমনীয়। অলঙ্কার,—ওঁ দিব্যরত্নসমাযুক্তা বহ্নিভানুসমপ্রভাঃ। গাত্রাণি শোভয়িষ্যন্তি অলঙ্কারাঃ সুরেশ্বরি ॥ শঙ্খালঙ্কার,—"ওঁ শঙ্খঞ্চ বিবিধং চিত্রং বাহুনাঞ্চ বিভূষণং। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা শঙ্খঞ্চ প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ১০ ॥ গন্ধ,—ওঁ শরীরন্তে ন জানামি চেষ্টাং নৈব চ নৈব চ। ময়া নিবেদিতান্ গন্ধান্ প্রতিগৃহ্য বিলিপ্যতাং ॥ ১১ ॥ পুষ্প,—ওঁ পুষ্পং মনোহরং দিব্যং সুগন্ধি দেবনির্ম্মিতং। হৃদ্যমদ্ভুতমনাঘ্রেয়ং দেবি দত্তং প্রগৃহ্যতাং ॥ ১২ ॥ ধূপ,—ওঁ বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ সুরভোজনঃ। ময়া নিবেদিতো ভক্ত্যা ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাং ॥ ১৩ ॥ দীপ,—ওঁ অগ্নির্জ্যোতী রবির্জ্যোতি-

শচন্দ্রজ্যোতিস্তথৈব চ। জ্যোতিষামুত্তমো দুর্গে দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাং॥ ১৩॥ সিন্দুর,—ওঁ চন্দনেন সমাযুক্তং সিন্দূরং ভালভূষণম্। রূপদ্যোতিকরং দেবি চণ্ডিকে গৃহ্ণ মস্তকে॥ ওঁ চণ্ডিকায়ৈ বিদ্মহে ভগবত্যৈ ধীমহি তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ। ইদং সিন্দূরতিলকং ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা হ্রীং দুর্গায়ৈ দেব্যৈ নমঃ॥ অঞ্জন,—ওঁ নমস্তে সর্ব্বদেবেশি নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে। চক্ষুষামঞ্জনং শুভ্রং দেবি দত্তং প্রগৃহ্যতাং॥ নৈবেদ্য,—ওঁ আমান্নং ঘৃতসংযুক্তং ফলতাম্বূলসংযুতং। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা আমান্নং প্রতিগৃহ্যতাং॥ ১৫॥ ফলাদি,—ওঁ ফলমূলানি সর্ব্বাণি গ্রাম্যারণ্যানি যানি চ। নানাবিধসুগন্ধীনি গৃহ্ণ দেবি মমাচিরং॥ মূলমন্ত্রে বিল্বপত্র দান করিবে। পানার্থজল—ওঁ জলঞ্চ শীতলং স্বচ্ছং সুগন্ধি সুমনোহরং। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পানীয়ং প্রতিগৃহ্যতাং॥ তাম্বূল,—ওঁ ফলপত্রসমাযুক্তং কর্পূরেণ সুবাসিতং। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা তাম্বূলং প্রতিগৃহ্যতাং॥ সুগন্ধযুক্তদূর্ব্বা,—ওঁ নমস্তে সর্ব্বদেবেশি নমস্তে সুখমোক্ষদে। দূর্ব্বাং গৃহাণ দেবি ত্বং মাং নিস্তারয় সর্ব্বতঃ॥ বিল্বপত্রমাল্য,—ওঁ অমৃতোদ্ভবং শ্রীযুক্তং মহাদেবপ্রিয়ং সদা। পবিত্রং তে প্রযচ্ছামি শ্রীফলীয়ং সুরেশ্বরি॥ পুষ্পমাল্য,—ওঁ সূত্রেণ গ্রথিতং মাল্যং নানাপুষ্পসমন্বিতং। শ্রীযুক্তং লম্বমানঞ্চ গৃহাণ পরমেশ্বরি॥ "ওঁ নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে" ইত্যাদি গায়ত্রী দ্বারা পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দান করিবে এবং দর্পণ দর্শন করাইবে। মূলমন্ত্রে পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনীয় দেবীকে প্রদান করত চতুষ্কোণ মণ্ডলের উপর আধারায় স্থাপন করিয়া অন্ন অভ্যুক্ষণ করত দেবীকে নিবেদন করিয়া,—ওঁ অন্নং চতুর্ব্বিধং দেবি রসৈঃ ষড়্ভিঃ সমন্বিতং। উত্তমং প্রাণদঞ্চৈব গৃহাণ মম ভাবতঃ॥ পরমান্ন,—ওঁ গব্যসর্পিঃপয়োযুক্তং নানামধুরসংযুতং। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পরমান্নং প্রগৃহ্যতাং॥ পিষ্টক,—ওঁ অমৃতৈরচিতং দিব্যং নানারূপবিনির্ম্মিতং। পিষ্টকং বিবিধং দেবি গৃহাণ মম ভাবতঃ। মোদক,—ওঁ মোদকং স্বাদুসংযুক্তং সর্করাদিবিমিশ্রিতং। সুরম্যং মধুরং ভোজ্যং দেবি দত্তং প্রগৃহ্যতাং॥ পৃথুকাদি (চিড়া ইত্যাদি) মূলমন্ত্রে দান করিবে। পানীয়জল,—ওঁ জলঞ্চ শীতলং ইত্যাদি। তাম্বূল,—ওঁ ফলপত্রসমাযুক্তং কর্পূরেণ সুবাসিতং। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা তাম্বূলং প্রতিগৃহ্যতাং॥ নমস্কার,—ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে ইত্যাদি॥ ১৬॥

নবপত্রিকাপূজা।—ওঁ রম্ভাধিষ্ঠাত্রি ব্রহ্মাণি ইহাগচ্ছাগচ্ছ ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করিয়া "ওঁ রম্ভাধিষ্ঠাত্র্যৈ ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ।" বলিয়া পূজা করত

"ওঁ দুর্গে দেবি সমাগচ্ছ সান্নিধ্যমিহ কল্পয়। যজ্ঞরূপেণ সর্ব্বত্র শান্তিং কুরু নমোঽস্তু তে॥ ১॥ কচ্বী অধিষ্ঠাত্রী কালিকার আবাহন করিয়া পূজা করত ওঁ মহিষাসুরযুদ্ধেষু কচ্বীভূতাসি সুব্রতে। মম চানুগ্রহার্থায় আগতাসি হরপ্রিয়ে॥ ২॥ হরিদ্রাধিষ্ঠাত্রী দুর্গার আবাহন ও পূজা করিয়া—ওঁ হরিদ্রে বরদে দেবি উমারূপাসি সুব্রতে। মম বিঘ্নবিনাশায় প্রসীদ ত্বং হরপ্রিয়ে॥ ৩॥ জয়ন্তী অধিষ্ঠাত্রী কার্ত্তিকীর আবাহন ও পূজা করিয়া—ওঁ নিশুম্ভশুম্ভমথনে সেন্দ্রৈর্দেবগণৈঃ সহ। জয়ন্তি পূজিতাসি ত্বমস্মাকং বরদা ভব॥ ৪॥ বিল্বাধিষ্ঠাত্রী শিবার আবাহন ও পূজা করিয়া,—ওঁ মহাদেব-প্রিয়করো বাসুদেবপ্রিয়ঃ সদা। উমাপ্রীতিকরো বৃক্ষো বিল্ববৃক্ষ নমোঽস্তু তে॥ ৫॥ দাড়িমাধিষ্ঠাত্রী রক্তদন্তিকার আবাহন ও পূজা করিয়া,—ওঁ দাড়িমি ত্বং পুরা যুদ্ধে রক্তবীজস্য সম্মুখে। উমাকার্য্যং কৃতং যস্মাত্তস্মাত্ত্বং রক্ষ মাং সদা॥ ৬॥ অশোকাধিষ্ঠাত্রী শোকরহিতার আবাহন ও পূজা করিয়া,—ওঁ হরপ্রীতিকরো বৃক্ষ অশোকঃ শোকনাশনঃ। দুর্গাপ্রীতিকরো যস্মান্মামশোকং সদা কুরু॥ ৭॥ মানাধিষ্ঠাত্রী চামুণ্ডার আবাহন ও অর্চ্চনা করিয়া—ওঁ যস্য পত্রে বসেদ্দেবি মানবৃক্ষঃ শচীপ্রিয়ঃ। মম চানুগ্রহার্থায় পূজাং গৃহ্ণ প্রসীদ মে॥ ৮॥ ধান্যাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীর আবাহন ও অর্চ্চনা করিয়া,—ওঁ জগতঃ প্রাণরক্ষার্থং ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পুরা। উমাপ্রীতিকরং ধান্যং তস্মাত্ত্বং রক্ষ মাং সদা॥ ৯॥ অতঃপর অগ্ন্যাদি কোণচতুষ্টয়ে—ওঁ দুর্গে হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ দুর্গে শিরসে স্বাহা। ওঁ রক্ষণি শিখায়ৈ বষট্। ওঁ স্বাহা কবচায় হুং। দেবী সম্মুখে,—ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। দিক্‌সমূহে,—ওঁ দুর্গে অস্ত্রায় ফট্। অথবা "হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদি ক্রমে পূজা করিবে। পরে দিক্‌পালগণের পূজা করিবে। যথা,— পূর্ব্বাদিদিকে,—ওঁ ইন্দ্রায় সবজ্রায় সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ। ওঁ অগ্নয়ে সশক্তয়ে সবাহনসপরিবারায় নমঃ। ওঁ যমায় সদণ্ডায় সবাহনসপরিবারায় নমঃ। ওঁ নিঋতয়ে সখড়্গায় সবাহনসপরিবারায় নমঃ। ওঁ বরুণায় সপাশায় সবাহনসপরিবারায় নমঃ। ওঁ বায়বে সাঙ্কুশায় সবাহনসপরিবারায় নমঃ॥ ওঁ কুবেরায় সগদায় সবাহনসপরিবারায় নমঃ। ওঁ ঈশানায় সশূলায় সবাহনসপরিবারায় নমঃ। পূর্ব্ব ও ঈশানকোণ মধ্যে,—ওঁ ব্রহ্মণে সপদ্মায় সবাহনসপরিবারায় নমঃ। নৈঋত ও পশ্চিমদিক্ মধ্যে—ওঁ অনন্তায় সচক্রায় সবাহনসপরিবারায় নমঃ।

অতঃপর গণেশ, কার্ত্তিক, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর ধ্যান করিয়া যথাশক্তি

উপচারে পূজা করিবে। পরে "ওঁ সাঙ্গোপাঙ্গায়ৈ সবাহনায়ৈ দুর্গায়ৈ নমঃ" বলিয়া তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে। সর্প, ময়ূর ও মূষিকেরও এই সময় পূজা করিয়া "ওঁ বজ্রনখ দংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুং ফট্ নমঃ" বলিয়া পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করত প্রণাম করিবে। যথা,—ওঁ সিংহস্ত্বং সর্ব্বজন্তুনাং অধিপোঽসি মহাবল। পার্ব্বতীবাহনঃ শ্রীমান্ বরং দেহি নমোঽস্তু তে। ওঁ আসনকারি ভূতানাং নানালঙ্কারভূষিতং। মেরুশৃঙ্গপ্রতীকাশং সিংহাসন নমোঽস্তু তে॥" অতঃপর "ওঁ মহিষাসুরায় নমঃ" বলিয়া পাদ্যাদি দ্বারা মহিষাসুরের পূজা করিয়া যথাশক্তি দেবীর মূলমন্ত্র জপ করিবে। অতঃপর বলিদান (২০৭ পৃঃ দেখ) করিয়া আরাত্রিক ও স্তবপাঠ করত প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিবে (প্রার্থনামন্ত্র ২১০ পৃঃ দেখ)।

সপ্তমী পূজা সমাপ্তা।

মহাষ্টমী পূজা।

প্রাতঃকালে নিত্যক্রিয়াদি সমাপনান্তে সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডল অঙ্কিত করত (২১১ পৃ দেখ) আসনোপবিষ্ট হইয়া "হাং হ্রীং হুং ফট্" ইহা বলিয়া অর্চ্চনীয় দ্রব্য সম্ভার অবলোকন করত পূর্ব্ববৎ সামান্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস, প্রাণায়াম ও পীঠন্যাস সম্পাদন করিয়া দেবীকে চিন্তা করত দর্পণ প্রতিবিম্বে পুষ্পাঞ্জলিত্রয় প্রদান করিয়া দর্পণে তৈল হরিদ্রা প্রক্ষণ করত মহাস্নানোক্ত মন্ত্রে সপ্তমীর ন্যায় স্নান করাইবে। পরে, দর্পণ পুছিয়া তাহাতে বীজমন্ত্র লিখিয়া ভদ্রাসনে স্থাপন করিবে। তৎপরে পূর্ব্ববৎ মাষভক্ত বলি দিয়া গণেশঘটে গণেশ, শিবাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্পাল ও মৎস্যাদি দশাবতারগণের যথাশক্তি অর্চ্চনা করিয়া, পুনর্ব্বার প্রাণায়াম, ঋষ্যাদিন্যাস (২৫১ পৃ দেখ), করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিয়া পরে দেবীর ধ্যান (২০৬ পৃ দেখ) করত মানসোপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করত আধার শক্ত্যাদি পীঠদেবতাগণের পূজা (২৫১ পৃ দেখ) করিয়া পুনরায় দেবীর করন্যাসাদি করত দেবীর ধ্যান করিয়া দেবীকে ষোড়শোপচারে (২৫৪ পৃ দেখ) অর্চ্চনা করিবে। অতঃপর পূর্ব্ববৎ ষড়ঙ্গের (২৫২ পৃ দেখ) এবং নবপত্রিকার অর্চ্চনা করিবে (২৫৫ পৃ দেখ)।

অনন্তর অষ্টদল মধ্যে পূর্ব্বাদিক্রমে উগ্রচণ্ডাদির পূজা করিবে। যথা,—পূর্ব্বদলে,—"ওঁ হ্রীং শ্রীং উগ্রচণ্ডে ইহাগচ্ছাগচ্ছ" ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করিয়া "ওঁ হ্রীং শ্রীং উগ্রচণ্ডায়ৈ নমঃ" বলিয়া পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করত নমস্কার করিবে। যথা,—উগ্রচণ্ডা তু বরদা মধ্যাহ্নার্কসমপ্রভা। সা মে সদাস্তু বরদা তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ॥ ১॥ আগ্নেয়দলে ঐ রূপে প্রচণ্ডার আবাহন ও পূজা করিয়া নমস্কার করিবে,—ওঁ প্রচণ্ডে পুত্রদে নিত্যং প্রচণ্ডগুণসংস্থিতে। সর্ব্বানন্দকরে দেবি তুভ্যং নিত্যং নমো নমঃ॥ ২॥ দক্ষিণদলে চণ্ডোগ্রার ঐরূপ আবাহন ও পূজা করিয়া প্রণাম করিবে,—ওঁ লক্ষ্মীস্ত্বং সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বভূতাভয়প্রদা। দেবি ত্বং সর্ব্বকার্য্যেষু বরদা ভব শোভনে॥ ৩॥ নৈর্ঋতদলে চণ্ডনায়িকার আবাহন ও পূজা করিয়া নমস্কার করিবে। যথা,—ওঁ যা সৃষ্টিরিতিনাম্নী চ দেবেশবরদায়িনী। কলিকল্মষনাশায় নমামি চণ্ডনায়িকাং॥ ৪॥ পশ্চিমদলে চণ্ডার আবাহন ও পূজা করিয়া প্রণাম করিবে,—"ওঁ দেবি চণ্ডাত্মিকে চণ্ডি চণ্ডারিবিজয়প্রদে। ধর্ম্মার্থমোক্ষদে দুর্গে নিত্যং মে বরদা ভব॥ ৫॥ বায়ুদলে চণ্ডবতীর আবাহন ও অর্চ্চনা করিয়া নমস্কার করিবে,—ওঁ যা সৃষ্টিস্থিতিসংহারগুণত্রয়সমন্বিতাঃ। যাঃ পরাঃ শক্তয়স্তস্যৈ চণ্ডবত্যৈ নমো নমঃ॥ ৬॥ উত্তরদলে চণ্ডরূপার আবাহন ও পূজা করিয়া প্রণাম করিবে,—ওঁ চণ্ডরূপাত্মিকা চণ্ডা চণ্ডিকা চণ্ডনায়িকা। সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদে দেবি তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ॥ ৭॥ ঈশানদলে অতিচণ্ডিকার আবাহন ও পূজা করিয়া প্রণাম করিবে,—ওঁ বালার্কনয়না চণ্ডা সর্ব্বদা ভক্তবৎসলা। চণ্ডাসুরস্য মথিনী বরদা ত্বতিচণ্ডিকা॥ ৮॥ ইহাদের প্রত্যেক নামের আদিতে "ওঁ হ্রীং শ্রীং" এই বীজত্রয় যুক্ত করিয়া আবাহন ও পূজা করিতে হইবে। পরে পদ্মমধ্যে চতুঃষষ্টি যোগিনীর পূজা করিবে।

চতুঃষষ্টিযোগিনী যথা,—ব্রহ্মাণী, চণ্ডিকা, রৌদ্রী, গৌরী, ইন্দ্রাণী, কৌমারী, ভৈরবী, দুর্গা, নারসিংহী, চণ্ডিকা, চামুণ্ডা, শিবদূতী, বারাহী, কৌশিকী, মাহেশ্বরী, শঙ্করী, জয়ন্তী, সর্ব্বমঙ্গলা, কালী, করালিনী, মেধা, শিবা, শাকম্ভরী, ভীমা, শান্তা, ভ্রামরী, রুদ্রাণী, অম্বিকা, ক্ষমা, ধাত্রী, স্বাহা, স্বধা, পূর্ণা, মহোদরী, ঘোররূপা, মহাকালী, ভদ্রকালী, কপালিনী, ক্ষেমঙ্করী, উগ্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডী, মহামোহা, প্রিয়ঙ্করী, বলবৃদ্ধিকরী, বলপ্রমথিনী, মন-উন্মথিনী, সর্ব্বভূতদমনী

উমা, তারা, মহানিদ্রা, বিজয়া, জয়া, শৈলপুত্রী, চণ্ডিকা, চণ্ডঘণ্টা, কুষ্মাণ্ডা, স্কন্দমাতা, কাত্যায়নী, কালরাত্রি, মহাগৌরী।

ইহাদের প্রত্যেক নামের সহিত চতুর্থীবিভক্তি যুক্ত করিয়া আদিতে "ওঁ হ্রীং শ্রীং" ও অন্তে "নমঃ" শব্দ যোগ করিয়া পূজা করিবে।

অতঃপর "ওঁ কোটিযোগিনীগণা ইহাগচ্ছতাগচ্ছত" ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করিয়া "ওঁ কোটিযোগিনীগণেভ্যো নমঃ" বলিয়া পদ্মপত্রাগ্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে। অনন্তর অষ্টশক্তির আবাহন করিয়া অর্চ্চনা করিবে (২৪০ পৃ দেখ)।

অতঃপর দেবীঘটে জয়ন্ত্যাদির পূজা করিবে। যথা,—"ওঁ হ্রীং শ্রীং জয়ন্ত্যৈ নমঃ।" বলিয়া পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে। এই ক্রমে,—জয়ন্তী, মঙ্গলা, কালী, ভদ্রকালী, কপালিনী, দুর্গা, শিবা, ক্ষমা, ধাত্রী, স্বাহা ও স্বধার আদিতে উক্ত বীজত্রয় ও অন্তে "নমঃ" শব্দ যোগ করিয়া পূজা করিবে। অনন্তর অস্ত্রগণের পূজা করিবে (২১৮ পৃ দেখ)। পরে প্রতিমাগঠিত গণেশাদি দেবতাগণের যথাশক্তি উপচারে পূজাদি করিয়া সিংহের পূজা ও প্রণাম করিবে (২৪১ পৃ দেখ)। অনন্তর "ওঁ মহিষাসুরায় নমঃ" বলিয়া পাদ্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া দেশবাসিনীগণের পূজা করিবে। যথা,—ওঁ হ্রীং পৃতিবাসিন্যৈ নমঃ" এই ক্রমে,—বিমলায়ৈ, মহাগৌর্য্যৈ, কামরূপিণ্যৈ, বক্রেশ্বর্য্যৈ, বাগীশ্বর্য্যৈ, কিরাতরূপিণ্যৈ, সর্ব্বমঙ্গলায়ৈ, কাত্যায়ন্যৈ, কালরাত্র্যৈ, বৈষ্ণব্যৈ, বিমলায়ৈ, দুর্গায়ৈ, মহাকাল্যৈ, বর্গভীমায়ৈ, যোগাদ্যায়ৈ, উত্তরবাহিন্যৈ, ত্রিপুরায়ৈ, সর্ব্বমঙ্গলায়ৈ।" অতঃপর বটুকগণের পূজা করিবে (২৪১ পৃ দেখ)। পরে ক্ষেত্রপালগণের পূজা করিয়া অসিতাঙ্গাদি ভৈরবগণের অর্চ্চনা করিবে (পৃ ২৪১ দেখ)। অতঃপর দিক্‌পালগণের পূজা করিবে (২৩৪ পৃ দেখ)।

অতঃপর যথাবিধি বলিদান (২০৭ পৃ দেখ) করত জপ করিয়া জপ সমর্পণ করত স্তোত্র ও প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিবে। অতঃপর হোম করিবে।

মহাষ্টমী পূজা সমাপ্তা।

সন্ধিপূজা।

যথাসময়ে স্বস্তিবাচনাদি করিয়া গণেশাদি দেবতাগণের পূজা (২৫৭ পৃ দেখ)

করিয়া পূর্ব্ববৎ মাতৃকান্যাসাদি করত ষোড়শোপচারে চামুণ্ডার অর্চ্চনা করিবে। ধ্যান যথা,—ওঁ কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী। বিচিত্রখট্টাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা। দ্বীপিচর্ম্মপরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা। অতিবিস্তার-বদনা জিহ্বাললনভীষণা। নিমগ্না রক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা॥" এই ধ্যান করিয়া "ওঁ ক্রীং হ্রীং চামুণ্ডারূপায়ৈ দুর্গায়ৈ নমঃ" বলিয়া অর্চ্চনা করিবে।

অতঃপর অষ্টোত্তরশত সংখ্যক দীপ দান করিবে। যথা,—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীদুর্গাপ্রীতিকামঃ এতান্ অষ্টোত্তরশতসংখ্যকান্ প্রজ্বলিতান্ দীপান্ শ্রীচামুণ্ডারূপায়ৈ দুর্গায়ৈ তুভ্যমহং সম্প্রদদে।" এই রূপ বাক্য করত দীপমালা উৎসর্গ করিয়া যথাবিধি বলিদান করিবে।

সন্ধিপূজা সমাপ্তা।

মহানবমী পূজা।

যথা সময়ে শুদ্ধাসনে উপবেশন করত আচমনাদি করিয়া পূর্ব্ববৎ মাষভক্তবলি ও ভূতশুদ্ধ্যাদি করিয়া অষ্টমীর ন্যায় স্নানাদি ষোড়শোপচার ক্রমে পূজা পূর্ব্বক বলিদান পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া কুমারী পূজা করিবে (১৭৯ পৃঃ দেখ)। পরে যথাবিধি হোম করিয়া দক্ষিণা করিবে। যথা,—

"অদ্যেত্যাদি——শ্রীভবদ্দুর্গাপূজাকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং বহ্নিদৈবতং শ্রীভগবদ্দুর্গায়ৈ তুভ্যমহং সম্প্রদদে।" অনন্তর অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বিষ্ণুস্মরণ করিবে।

মহানবমী পূজা সমাপ্তা।

বিজয়া দশমী কৃত্য।

কৃতনিত্যক্রিয় যজমান আচমন করত স্বস্তিবাচনাদি করিয়া ভূতশুদ্ধি আদি করত পঞ্চোপচারে দেবীর পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে। যথা,—"ওঁ বিধিহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং যদর্চ্চিতং। পূর্ণং ভবতু তৎ সর্ব্বং ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বরি॥"

অতঃপর ঘটে হস্ত প্রদান করত "ওঁ হ্রীং দুর্গে দেবি ক্ষমস্ব" বলিয়া আসন চালিত করিবে। পরে "ওঁ নির্ম্মাল্যবাসিন্যৈ নমঃ" বলিয়া নির্ম্মাল্য-বাসিনীর পূজা করিয়া সংহারমুদ্রাযোগে নির্ম্মাল্য আনয়ন করত ত্রিকোণ মণ্ডলোপরি স্থাপন করিয়া "ওঁ উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিন্যৈ নমঃ" বলিয়া তদুপরি পূজা করিবে। অতঃপর কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে। যথা,—

ওঁ উত্তিষ্ঠ দেবি চামুণ্ডে শুভাং পূজাং প্রগৃহ্য চ। কুরুষ মম কল্যাণং অষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ সহ। গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং দেবি চণ্ডিকে। যৎপূজিতং ময়া দেবি পরিপূর্ণং তদস্তু মে॥ ব্রজ ত্বং স্রোতসি জলে তিষ্ঠ গেহে চ ভূতয়ে॥

অতঃপর স্তুতি পাঠ করিবে। "ওঁ ময়য়োপহৃতং কিঞ্চিদ্বস্ত্রগন্ধানুলেপনং। তৎসর্ব্বমুপভুজ্য ত্বং গচ্ছ দেবি যথাসুখং॥ রাজ্যং শূন্যং গৃহং শূন্যং সর্ব্বশূন্যং দরিদ্রতা। ত্বামৃতে ভগবত্যম্ব কিং করোমি বদস্ব তৎ॥"

অনন্তর মৃন্ময়ী সমীপে মৃৎপাত্রে জল আনয়ন করত তাহাতে এবং দর্পণে দেবীর প্রতিবিম্ব অবলোকন করিয়া "ওঁ নিমজ্জান্তসি দেবি ত্বং" ইত্যাদি মন্ত্রে (২৩৪ পৃ দেখ) দর্পণ জলমধ্যে বিসর্জ্জন করিবে। পরে আসনে হস্ত প্রদান করিয়া পাঠ করিবে। যথা,—ওঁ দুর্গে দেবি জগন্মাতঃ স্বস্থানং গচ্ছ পূজিতে। প্রসীদ ভগবত্যম্ব ত্রাহি মাং ভব-সাগরাৎ। যথা শক্ত্যা কৃতা পূজা সমস্তা শঙ্করপ্রিয়ে। গচ্ছন্তু দেবতাঃ সর্ব্বা দত্ত্বা তু বাঞ্ছিতং ফলং॥ কৈলাসশিখরে রম্যে সংস্থিতা ভবসন্নিধৌ। পূজিতাসি ময়া ভক্ত্যা নবদুর্গে সুরার্চ্চিতে। তাং প্রগৃহ্য বরং দত্ত্বা কুরু ক্রীড়াং যথাসুখং॥" অনন্তর শান্তি আশীর্ব্বাদ করিবে। এই দিন সায়ং কালে প্রশস্তিবন্দন করিতে হয়।

বিজয়া দশমী কৃত্য সমাপ্ত॥

নবম্যাদি কল্পারম্ভ বিধি

নবমীদিনে প্রাতঃকালে স্নানানন্তর শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমন করত স্বস্তিবাচন করিয়া "ওঁ সূর্য্যঃ সোমো" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত আসন শুদ্ধি করিয়া তিলকুশজলান্বিত তাম্রাদিপাত্র গ্রহণ করিয়া সংকল্প করিবে। যথা,—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য আশ্বিনে মাসি কন্যারাশিস্থে

ভাস্করে কৃষ্ণে পক্ষে নবম্যাস্তিথাবারভ্য মহানবমীং যাবৎ প্রত্যহং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা সর্ব্ববাধাপ্রশমন পূর্ব্বক দীর্ঘায়ুষ্ট্বাতুলধন-ধান্য পুত্র পৌত্রাদ্যনবচ্ছিন্ন সন্ততি মিত্রবর্দ্ধন শত্রুক্ষয়োত্তরোত্তররাজসম্মানাদ্য-ভীষ্ট সিদ্ধ্যর্থং পরত্র দেবীলোকপ্রাপ্তয়ে চ যথোপকল্পিতোপহারৈঃ অমুক পুরাণোক্ত-বিধিনা গণপত্যাদি নানাদেবতা পূজাপূর্ব্বক বার্ষিক শরৎকালীন শ্রীদুর্গায়া-বোধনং ষষ্ঠীবিহিতং মৃন্ময্যাঃ শ্রীদুর্গায়াঃ পত্রিকায়াশ্চাধিবাসং সপ্তমীবিহিতং রম্ভাদি নবপত্রিকায়াঃ শ্রীদুর্গায়াশ্চ স্নাপন প্রবেশপূজা যথাশক্তি ছাগাদি বলিদানং অষ্টমীবিহিতং মৃন্ময্যা দুর্গায়াঃ মহাস্নান পূজা বলিদানং মহাষ্টমী মহানবমী সন্ধি-বিহিতং শ্রীদুর্গায়াঃ পূজা ছাগাদি বলিদানং মহানবমীবিহিতং শ্রীদুর্গায়াঃ মহাস্নানং পূজা ছাগাদিবলিদান কর্ম্মাহং করিষ্যে ॥ *

এইরূপ সংকল্প করিয়া স্বশাখোক্ত সূক্তপাঠ করিবে। অনন্তর "গাং হৃদয়ায় নমঃ" এই ক্রমে গণপতির অঙ্গন্যাসাদি করিয়া "ওঁ খর্ব্বং স্থূলতনুং" ইত্যাদি ধ্যান করত গণেশের অর্চ্চনা করিয়া "শিবাদিপঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি-নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্পাল ও মৎস্যাদি দশাবতার, গঙ্গা, যমুনা, মনসা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, স্বর্গস্থদেবতা, মর্ত্ত্যস্থদেবতা, পাতালস্থ দেবতা, ইন্দ্র, শচী ও সাবিত্রীর যথাশক্তি পূজা করিয়া ধ্যান ও আবাহন-পূর্ব্বক যথাশক্তি উপচারে দেবীর পূজা করিবে। (তত্তৎ পুরাণোক্তপূজা দেখ)।

অতঃপর চণ্ডিকা দেবীর পূজা করিয়া চণ্ডী পাঠ করিবে। প্রতিদিন এই রূপে দেবীর ও চণ্ডিকার পূজা করিয়া চণ্ডিপাঠ করিতে হইবে।

চণ্ডীপূজা।

প্রথমতঃ স্বস্তিবাচন করত "সূর্য্যঃ সোমো" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে তিলকুশজলান্বিত তাম্রাদি পাত্র গ্রহণ করিয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা,—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য আশ্বিনে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে নবম্যাং তিথাবারভ্য মহানবমীং যাবৎ প্রত্যহং বার্ষিক শরৎকালীন শ্রীভগবদ্দুর্গামহাপূজায়াং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা সর্ব্বাবাধাবিনির্ম্মুক্তত্ব ধনধান্য সুতান্বিতত্বকামঃ

* কল্পারম্ভ তিন প্রকার, নবম্যাদি, প্রতিপদাদি ও ষষ্ঠ্যাদি। প্রতিপদাদি ও ষষ্ঠ্যাদি কল্পারম্ভ হইলে সংকল্পে তিথি উল্লেখের সময়ই কেবল তত্তৎ তিথি বলিতে হইবে। তদ্ভিন্ন আর সমস্ত কার্য্যই একপ্রকার।

গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বক শ্রীচণ্ডীপূজা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নাভিধান-মহর্ষি বেদব্যাস প্রোক্তজয়াখ্য মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত-সাবর্ণিক-মন্বন্তরীয়-ওঁ মার্কণ্ডেয় উবাচ ওঁ সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয় ইত্যাদি সাবর্ণির্ভবিতা মনুরিত্যন্ত-দেবীমাহাত্ম্য পাঠমহং সকৃৎ করিষ্যে। *

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তজ্জল ঈশানকোণে নিক্ষেপ করিয়া সংকল্প সূক্ত পাঠ করিবে। অনন্তর "গাং হৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদি ক্রমে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া "ওঁ খর্ব্বং স্থূলতনুং" ইত্যাদি ধ্যান করত গণপতির আবাহন করিয়া "ওঁ গণেশায় নমঃ" বলিয়া পাদ্যাদি দ্বারা গণেশের পূজা করিয়া শিবাদি পঞ্চ-দেবতা. আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদিদশদিক্পাল, মৎস্যাদি দশাবতার, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, বাস্তুপুরুষ, গঙ্গা, যমুনা, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর পূজা করিবে।

অনন্তর "হ্রীং" এই মন্ত্রে প্রাণায়াম করিয়া মাতৃকান্যাস (১১ পৃ দেখ) করিবে। পরে "হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" ইত্যাদি ক্রমে করাঙ্গন্যাস করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। যথা,—"অস্য সপ্তশতিকস্তবমন্ত্রস্য নারদ ঋষির্গায়ত্রী-চ্ছন্দো দক্ষিণামূর্ত্তির্দ্দেবতা হ্রীং বীজং স্বাহা শক্তির্মম ইষ্টার্থসিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ। শিরসি ওঁ নারদ ঋষয়ে নমঃ। হৃদি ওঁ দক্ষিণামূর্ত্তিদেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে ওঁ হ্রীং বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ স্বাহা শক্তয়ে নমঃ। সর্ব্বাঙ্গে শ্রীচণ্ডিকায়ৈ নমঃ।"

অতঃপর কূর্ম্মমুদ্রা যোগে পুষ্প গ্রহণ করিয়া দেবীর ধ্যান করিবে (৩১ পৃ দেখ)। পরে হস্তস্থ পুষ্প স্বীয় মস্তকে প্রদান করত মানসোপচারে দেবীর পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন (১৮ পৃ দেখ) করিবে। পরে গণেশ, শিব, সূর্য্য, বিষ্ণু, নবগ্রহ, যম ও ব্রহ্মার পূজা করিয়া পরিবারগণের পূজা করিবে। যথা,—"ওঁ দেব্যৈ নমঃ এবং মহাদেব্যৈ, শিবায়ৈ, প্রকৃত্যৈ, রৌদ্রায়ৈ, ভদ্রায়ৈ, নিত্যায়ৈ, গৌর্য্যৈ, ধাত্র্যৈ, জ্যোৎস্নায়ৈ, ইন্দুরূপিণ্যৈ, সুখায়ৈ, কল্যাণ্যৈ, বৃদ্ধ্যৈ, সিদ্ধ্যৈ, নৈর্ঋত্যৈ, এইক্রমে—লক্ষ্মী, সর্ব্বাণী, দুর্গা, দুর্গপারা, সারা, সর্ব্বকারিণী, খ্যাতি, কৃষ্ণা. ধূম্রা, অতিসৌম্যা, রৌদ্রা, জগৎপ্রতিষ্ঠা, দেবী, কৃতি, বিষ্ণুমায়া, চেতনা, বুদ্ধি, নিদ্রা ও ক্ষুধার পূজা করিবে।

অনন্তর "হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদি ক্রমে ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া পূর্ব্ববৎ করাঙ্গন্যাস ও ধ্যান করিয়া আবাহন করিবে। যথা,—"ওঁ চণ্ডিকে দেবি

* স্বস্ত্যয়নাদিতে এইরূপ সঙ্কল্প করিতে হয়। যথা,—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ সর্ব্বাপচ্ছান্তিপূর্ব্বকামুককামঃ গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বক শ্রীচণ্ডীপূজা ইত্যাদি—দেবীমাহাত্ম্য পাঠ মহং সকৃৎ করিষ্যে।" পূজাদি সমস্তই একরূপ জানিবে।

ইহাগচ্ছাগচ্ছ" ইত্যাদি। পরে "ওঁ ঐং হ্রীং স্বাহা ওঁ শ্রীচণ্ডিকায়ৈ নমঃ" এই মন্ত্রে যথাশক্তি উপচারে দেবীর পূজা করিয়া মূলমন্ত্র যথাশক্তি জপ করিয়া জপ সমর্পণ করত প্রণাম করিবে।

চণ্ডীপাঠের আদিতে ও অন্তে "ওঁ ঐ হ্রীং ক্লীং হ্লীং হ্রীং ক্লীং নমঃ" এই নবাক্ষর মন্ত্র জপ করিবে।

চণ্ডীপাঠক্রম,—চণ্ডীপুস্তক আধারে স্থাপন করিয়া বিস্পষ্টরূপে পাঠ করিবে। পুস্তক হস্তে রাখিয়া পাঠ করিবে না, করিলে পাঠের অর্দ্ধফল নষ্ট হয়। যে পর্য্যন্ত অধ্যায় সমাপ্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত পাঠ হইতে বিরত হইবে না, যদি প্রমাদ বশত অধ্যায় শেষ না হইতে পাঠের বিরাম ঘটে, তবে পুনরায় সেই অধ্যায়ের প্রথম হইতে আবার পাঠ করিবে। পাঠ কালীন শিরঃকম্পাদি ত্যাগ করিয়া পাঠ করিতে হয়। প্রথমতঃ পূজা করিয়া অর্গলা ও কীলক পাঠ করত কবচ পাঠ করিবে। পরে সপ্তশতী চণ্ডী পাঠ করিবে।

নবম্যাদি কল্পারম্ভ সমাপ্ত।

প্রশস্তি বন্দন।

মহী-গন্ধ-শিলা ধান্য দূর্ব্বা পুষ্পফলং দধি। ঘৃতং স্বস্তিক সিন্দূরং শঙ্খকজ্জল-রোচনাঃ। সিদ্ধার্থং কাঞ্চনং রৌপ্যং তাম্রং দীপঞ্চ দর্পণং। খড়্গো বরাহ দশনং সুপ্রতিষ্ঠঞ্চ বন্দনং॥

মৃত্তিকা, শিলা, (নুড়ী) ধান্য, দূর্ব্বা, পুষ্প, ফল, দধি, ঘৃত, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, দর্পণ, খড়্গ ও শূকরদন্ত দ্বারা প্রশস্তিবন্দন করিতে হয়।

সমস্ত মন্ত্রই অধিবাসে লিখিত হইয়াছে, কেবল যাহা কিছু স্বতন্ত্র মন্ত্র আছে, তাহা এইস্থলে লিখিত হইল।

যজুর্ব্বেদী,—ঘৃত,—ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানা মভিশ্রিয়োর্ব্বী পৃথ্বী মধুদুঘে সুপেশসা দ্যাবা পৃথিবী বরুণস্য ধর্ম্মণা বিষ্কভিতেহজরে ভূরিরেতসা। দীপ,—ওঁ তেজোহসি শুক্রমস্যমৃতমসি ধামনামাসি প্রিয়ন্দেবানামনা-ধৃষ্টং দেবযজনমসি॥ খড়্গ—ওঁ অসির্ব্বিশসনঃ খড়্গস্তিক্ষ্ণধারো দুরা-সদঃ। শ্রীগর্ব্বোবিজয়শ্চৈব ধর্ম্মপালো নমোহস্তু তে॥ বরাহদশন,—ওঁ খড়্গো বৈশ্বদেবঃ শ্বাকৃষ্ণ কর্ণো গর্দ্দভস্তরক্ষুস্তে রক্ষসামিন্দ্রায় শূকরঃ সিংহো মারুতঃ। কৃকয়া শকুনিস্তে শরব্যায়ৈ বিশ্বেষাং দেবানাং প্রকথা॥

সামবেদী,—পুষ্প—"শ্রীরসি ময়ি রমস্ব॥" অপরাপর সমস্তই যজুর্ব্বেদীয়বৎ। ঋগ্বেদীয় প্রশস্তিবন্দন যজুর্ব্বেদীয়ের ন্যায় জানিবে।

বিষ্ণুবিষয়ে প্রশস্তিবন্দন কার্য্যে "খড়্গ" স্থলে দুগ্ধ জানিবে। মন্ত্র,—ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোম বৃষ্ণ্যং ভবাবাজস্য সঙ্গথে।

মহিষোৎসর্গ বিধি।

মহিষ সম্মুখে আনয়ন করত উত্তরাভিমুখ হইয়া করযোড়ে পাঠ করিবে,—"ওঁ পশুপাশবিনাশায় হেমকূটস্থিতায় চ। পরাপরায় পরমেষ্ঠিনে হুংকারায় চ মূর্ত্তয়ে॥" এইমন্ত্র পাঠ করিয়া "ওঁ হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্" বলিয়া মহিষের প্রত্যঙ্গ অবলোকন করিয়া স্তম্ভে বন্ধন করিবে। মন্ত্র যথা,—"ওঁ মেষাকারস্তম্ভমধ্যে মহিষং বন্ধয় বন্ধয় সশৃঙ্গসর্ব্বাবয়বমহিষং বন্ধয় বন্ধয় হুং ফট্ স্বাহা॥" অনন্তর মহিষকে স্নান করাইবে। যথা,—"ওঁ বারাহী যমুনা গঙ্গা" ইত্যাদি মন্ত্রের "অজস্নানে মহেশানি" স্থলে "মহিষস্নানে মহেশানি" বলিবে (২০৭ পৃ ২৬ পংক্তি দেখ)।

অতঃপর বৈদিক মন্ত্রে স্নান করাইবে। মন্ত্র যথা,—"ওঁ অগ্নিঃ পশুরাসীত্তেনা" ইত্যাদি (২০৮ পৃ ৩ পঙ্ক্তি দেখ)। পরে "ওঁ মহিষায় নমঃ" বলিয়া পাদ্যাদি দ্বারা মহিষের পূজা করিয়া "ওঁ ঐং ঐং হ্রীং হ্রীং শ্রীং শ্রীং হুং হুং বরুণমণ্ডলাধিষ্ঠিতবিগ্রহায়ৈ মহিষরূপচণ্ডিকায়ৈ ইমং মহিষং প্রোক্ষয়ামি স্বাহা" বলিয়া প্রোক্ষণ করিবে। পরে সূত্রাবলিযুক্ত ঘণ্টা মহিষের গলায় বন্ধন করিয়া স্বর্ণশৃঙ্গ, রজতক্ষুর ও বীরপট্ট দান করিয়া "ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ" (৭ পৃ ২১ পংক্তি দেখ) ইত্যাদি মন্ত্রে যুগল বস্ত্র দ্বারা মহিষকে আচ্ছাদন করত রক্তবর্ণ পুষ্প মাল্য দান করিয়া পাঠ করিবে। যথা,—"ওঁ মহিষাসুরযুদ্ধেষু ত্বয়াপি কামরূপিণা। চিত্রং তনুত্রয়ং সম্যক্ কৃতং যুদ্ধং সুদারুণং॥ অতস্তদ্বলিদানেন তুষ্টা ভবতু চণ্ডিকা। যাহি স্বর্গং মহাবীর দত্বা বলিফলং ময়ি॥ গন্ধর্ব্বলোকে তিষ্ঠ ত্বং তুষ্টা ভবতু চণ্ডিকা। মহিষ ত্বং মহাভাগ যমবাহনবিশ্রুতঃ॥ শ্রিয়ং ধান্যং ধনং দেহি ধর্ম্মঞ্চৈব স্বভাবতঃ। যথা বাহুং ভবান্ বেত্তি যথা বহসি চণ্ডিকাং॥ তথা মম রিপূন্ হংসি শুভং বহ পুলাপক। যমস্য বাহনস্ত্বত্ত বররূপবরোঽব্যয়ঃ॥ আয়ুর্ব্বিত্তং যশোদেহি কাশারায় নমো নমঃ॥ ইদং রূপং পরিত্যজ্য গন্ধর্ব্বত্বমবাপ্নুহি॥ ললাটে তে শিবোদেবঃ শৃঙ্গয়োঃ পার্ব্বতীপ্রিয়ঃ। দুর্গায়াঃ প্রীতিদস্ত্বং হি শতং বর্ষাণি নিশ্চিতং॥"

অতঃপর "ওঁ স্তম্ভায় নমঃ" বলিয়া পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া করযোড়ে পাঠ করিবে। যথা,—ওঁ স্তম্ভত্বং স্তম্ভরূপোঽসি ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ পুরা। অতস্ত্বাং পূজয়াম্যদ্য পশুবন্ধনহেতবে॥ ওঁ স্তম্ভমূলে বসেদ্ব্রহ্মা স্তম্ভমধ্যে চ মাধবঃ। স্তম্ভাগ্রে চ স্বয়ং রুদ্রস্তস্মাত্ত্বমচলো ভব॥ ওঁ যথাচলো গিরির্ম্মেরুর্হিমবাংশ্চ যথাচলঃ। যথাচলা নগাশ্চান্যে তথা ত্বমচলো ভব॥ ওঁ সর্ব্বে দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সযক্ষোরগরাক্ষসাঃ। তব সান্নিধ্যমায়ান্তি তস্মাত্ত্বমচলো ভব॥

পরে "ওঁ পাশায় নমঃ" বলিয়া পূজা করিয়া "ওঁ পাশ ত্বং বরুণাজ্জাতঃ সদা বরুণদৈবতঃ। অতস্ত্বাং পূজয়াম্যদ্য তস্মাচ্ছান্তিং প্রযচ্ছ মে॥ ত্বং সাক্ষী ভগবান্ দেবঃ সর্ব্বশত্রুনিবর্হণঃ। পূজ্যোঽসি সর্ব্বভূতানাং পাশ সিদ্ধিং কুরুষ মে॥" কৃতাঞ্জলি পুরঃসর ইহা পাঠ করিবে।

অতঃপর তিলপুষ্পকুশমিশ্রিত জল তাম্রাদি পাত্রে গ্রহণ করিয়া বাক্য করিবে। যথা,—"ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ সদারাপত্যস্য বর্ষশতকাবচ্ছিন্ন শ্রীঅমুকদেবতা-প্রীতিকামনয়া শ্রীঅমুকদেবতায়ৈ ইমং মহিষং তুভ্যমহং সম্প্রদদানি।" ইহা বলিয়া উৎসর্গ করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে। যথা,—

"ওঁ অসুরযোনিঃ প্রসূতোঽসি পূজাহোমাদি কর্ম্মণি তুষ্টা ভবতু সা দেবী সমাংসৈরুধিরৈস্তব।"

অনন্তর পশুর কর্ণে "ওঁ পশুপাশায় বিদ্মহে বিশ্বকর্ম্মণে ধীমহি তন্নো জীবঃ প্রচোদয়াৎ" এই পশু গায়ত্রী পাঠ করিবে। পরে "ওঁ হ্রীং শ্রীং নিখিল-ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডরূপং গৃহ্ণ গৃহ্ণ স্বাহা" বলিয়া মহিষ সমর্পণ করিবে। অনন্তর খড়্গ পূজা (২০৯ পৃ দেখ) করিয়া "ওঁ ঐং শ্রীং ইমং মহিষং মহামোক্ষং কুরু কুরু গৃহ্ণ গৃহ্ণ স্বাহা" বলিয়া, মহিষগ্রীবায় খড়্গাস্পর্শ করাইবে।

অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া পড়িবে। "ওঁ খড়্গঘাতোদ্ভবং" ইত্যাদি (২০৯ পৃ ২৪ পংক্তি দেখ) তৎপর মহিষ ছেদন করিয়া পুরাণোক্ত বলিদান ক্রমে (২১০ পৃ দেখ) সমাংস রুধিরকপালাদি উৎসর্গ করিয়া দিবে।

মহিষোৎসর্গ বিধি সমাপ্ত।

দুর্গোৎসবানন্তর হোম।

স্ব স্ব বেদোক্ত মতে স্থণ্ডিলাদি করিয়া সাধারণ কুশণ্ডিকোক্ত বিধানে

বিরূপাক্ষ জপান্ত কুশণ্ডিকা সমাপন করিয়া প্রকৃত কর্ম্মার্থ হোম করিবে। সঙ্কল্প যথা,—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা সর্ব্বাপচ্ছান্তিপূর্ব্বক-দীর্ঘায়ুষ্টুপরমৈশ্বর্য্যাতুলধনধান্যপুত্রাদ্যনবচ্ছিন্নলাভমিত্র বর্দ্ধন শত্রুক্ষয়োত্তরোত্তর-রাজসম্মানাদ্যভীষ্টসিদ্ধ্যর্থং পরত্র দেবীলোকপ্রাপ্তয়ে চ শ্রীদুর্গাপ্রীতিকামো অমুক-পুরাণোক্ত বিধিনা বার্ষিক শরৎকালীন শ্রীদুর্গাপূজাঙ্গভূতং "ওঁ অম্বে অম্বালিকে" ইত্যাদি মন্ত্রেণ সতিলাজ্যবিল্বপত্রৈ রিয়ৎসংখ্যকহোম মহং করিষ্যে।" এইরূপ সংকল্প করিয়া সতিলাজ্যবিল্বপত্র দ্বারা "ওঁ অম্বে অম্বিকে অম্বালিকে ন মা নয়তি কশ্চন। শশস্ত্যশ্বকঃ সুভদ্রিকাং কাম্পীল্যবাসিনীং স্বাহা।" এই মন্ত্রে হোম করিবে।

পরে ঘৃতদ্বারা আবরণ দেবতাগণের প্রত্যেকের হোম করিয়া "ওঁ মূর্দ্ধানন্দিবোঽরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানর মৃত আজাত মগ্নিং কবিং সম্রাজমতিথিঞ্জনানা-মাসন্নঃ পাত্রং জনয়ন্ত দেবাঃ স্বাহা" এই মন্ত্রে পূর্ণাহুতি দিবে। পরে ব্রহ্মদক্ষিণার্থ পূর্ণপাত্র দান করিয়া হোম দক্ষিণা করিবে। যথা, "অদ্যেত্যাদি শ্রীদুর্গা-পূজাঙ্গভূতহোমকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে।" অতঃপর তিলকধারণ করিবে।

কেহ কেহ তান্ত্রিক কুশণ্ডিকা করিয়া "ওঁ অম্বে অম্বালিকে" ইত্যাদি মন্ত্রে হোম করিয়া থাকেন। আচারানুসারে স্থণ্ডিলের পূর্ব্বপার্শ্বে ঘটস্থাপন করিতে হয়। কাহারও মতে এই হোম মহাষ্টমী পূজার অন্তে অনুষ্ঠিত হইয়া নবমীদিনে পূজান্তে হোম সমাপ্ত করা হয়; কেহ বা নবমীদিনই পূজান্তে হোম করিয়া থাকেন। ফল কথা,—উভয়দিনই ব্যবস্থা, যাঁহাদের যেরূপ ব্যবহার, তাঁহারা সেইরূপ করিবেন।

সত্যনারায়ণ পূজা।

যজমান প্রদোষ সময়ে আসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমন করিবে। পরে সূর্য্যার্ঘ্য দান করিয়া স্বস্তিবাচন করত সংকল্প করিবে।—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীসত্যনারায়ণপ্রীতিকামো গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাকথা-শ্রবণপূর্ব্বক-শ্রীসত্যনারায়ণ পূজনকর্ম্মাহং করিষ্যে।" এইরূপ সংকল্প করিয়া সামান্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধি, পুষ্পশোধন ও প্রাণায়াম করিয়া "ওঁ খর্ব্বং স্থূলতনুং" ইত্যাদি ধ্যান করিয়া গণেশের পূজা করত শিবাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল ও মৎস্যাদি দশাবতারের পাদ্যাদিদ্বারা পূজা করিয়া পরে

"নাং, নীং, নূং, নৈং, নৌং, নঃ" এই মন্ত্রদ্বারা অঙ্গন্যাস (প্রণালী ১৬ পৃঃ দেখ) করিয়া কূর্ম্মমুদ্রা দ্বারা একটি পুষ্প লইয়া নিম্নলিখিত ধ্যান করিবে।

নারায়ণ ধ্যান,—"ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ সরসিজাসন-সন্নিবিষ্টঃ। কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ"॥ এইরূপ ধ্যান করিয়া নিজ মস্তকে পুষ্পটী দিয়া মানসপূজা (১৭ পৃঃ দেখ) করিয়া পরে বিশেষার্ঘ্য স্থাপন (১৮ পৃঃ দেখ) করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান করতঃ পুষ্পটী শালগ্রামশিলায় দিবে। অনন্তর দশ বা যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবে। নারায়ণকে সমস্ত দ্রব্যই "ওঁ নমোনারায়ণায় নমঃ" বলিয়া দিবে। পুষ্প পর্য্যন্ত অর্পণ করিয়া পরে নিম্ন লিখিত মন্ত্র পড়িয়া তুলসীতে শ্বেতচন্দন মাখিয়া নারায়ণের উপরে দিবে।

তুলসীদানের মন্ত্র,—"এতৎ সচন্দনতুলসীপত্রং ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ" এই বলিয়া দিবে। এইরূপে ১০, ১০৮ বা যত ইচ্ছা তুলসীপত্র দিতে পারে। পরে নৈবেদ্যাদি উপচার নিবেদন করিয়া দিয়া গোধূমচূর্ণ বা তণ্ডুল চূর্ণ (সিন্নি) নিবেদন করিয়া দিবে।

এইরূপে পূজা করিয়া পরে "ওঁ নমোনারায়ণায়" এই মূল মন্ত্র ১০ বা, ১০৮ বার জপ করিয়া জপবিসর্জ্জন (২০ পৃঃ দেখ) করিয়া নিম্নমন্ত্র পড়িয়া প্রণাম করিবে। নারায়ণ প্রণাম মন্ত্র,—ওঁ পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ। ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বপাপহরোভব"॥ অনন্তর স্তব পাঠ করিয়া দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। প্রত্যহ শালগ্রাম শিলার পূজা এই প্রণালীতে করিবে। কেবল সংকল্প, দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিতে হয় না। সুতরাং পৃথক্ শালগ্রাম পূজা লিখিত হইল না।

বিষ্ণুর-নামাষ্টক।

ওঁ অচ্যুতং কেশবং বিষ্ণুং হরিং সত্যং জনার্দ্দনং। হংসং নারায়ণঞ্চৈব এতন্নামাষ্টকং শুভং॥ ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নিত্যং পাপং তস্য ন বিদ্যতে। শত্রুসৈন্যং ক্ষয়ং যাতি দুঃস্বপ্নং সুখস্বপ্নোভবেৎ॥ গঙ্গায়াং মরণঞ্চৈব দৃঢ়া ভক্তিশ্চ কেশবে। ব্রহ্মবিদ্যা-প্রবোধশ্চ তস্মান্নিত্যং পঠেন্নরঃ॥ ইতি ব্রহ্মপুরাণে শ্রীবিষ্ণোর্নামাষ্টকং সমাপ্তং॥ অতঃপর পাঁচালী পাঠ করিবে।

সত্যনারায়ণের পাঁচালী।

ওঁ নমোনারায়ন য়ে॥ * ॥ প্রণম হ নারায়ণ সত্য অবতার। আগমে

পুরাণে বেদে মহিমা অপার॥ প্রথমে বন্দন প্রভু দেব গণপতি। তাঁহার জননী বন্দন পর্ব্বত-সন্ততি॥ সদয় হইয়া দয়া কর অকিঞ্চনে। নিজ পদতলে রাখ গঙ্গানারায়ণে॥ প্রণমহ ত্রিপুরারি বৃষভবাহন। ঐরাবত-আবাহন সহস্র-লোচন॥ ভক্তিভাবে প্রণমহ পিতা আর মাতা। হংসরথে প্রণমহ জগত-বিধাতা॥ করযোড়ে প্রণমহ দেবী সরস্বতী। যাঁহার প্রসাদে হয় কবিত্ব শকতি॥ বৃন্দাবনে প্রণমহ মুকুন্দ মুরারি। প্রেম-ডোরে বদ্ধ যাঁকে কল্লে গোপনারী॥ দেব ঋষি আদি আর যত গুরুজন। সঙ্ক্ষেপে সবার পদে করিনু বন্দন॥ সত্যনারায়ণ প্রভু মহিমা অপার। তাঁহার চরিত্র কিছু করিব প্রচার॥ শুনহে পণ্ডিত জন কর অবধান। কলিতে প্রচার যথা সত্যনারায়ণ॥ গোকুল নগরে এক দ্বিজ কাশীপতি। ভাগ্যহীন সেই দ্বিজ পরম-দুর্গতি॥ সদয় হইল তারে সত্য ভগবান্। শিরঃস্থানে বসি প্রভু কহিল স্বপন॥ শুন শুন দ্বিজবর বচন আমার। কলি-যুগে সত্যসেবা করহ প্রচার॥ সত্যনারায়ণ সেবা কর সাবধানে। না পাইবে আর দুঃখ বলে নারায়ণে॥ ব্রাহ্মণ বলেন মোর অন্ন নাই ঘরে। কিরূপে করিব পূজা কোন্ উপহারে॥ নারায়ণ বলে দ্বিজ স্থির কর মতি। অবশ্য হইবে দূর তোমার দুর্গতি॥ এতেক শুনিয়া দ্বিজ মেলিল নয়ন। সম্মুখে দেখিল প্রভু সত্যনারায়ণ॥ প্রণাম করিয়া যত স্তবন করিল। তোটক প্রবন্ধে কবি সংক্ষেপে রচিল॥

নমো নারায়ণ, দীন গতি-হীন, অধমজনের বন্ধু। তুমি যত জীব, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব, পার কর ভব-সিন্ধু॥ তুমি ঋষিগণ, বরুণ, পবন, তুমি হুতাশন আর। তুমি দেববর, পুরুষ সুন্দর, কর মোরে ভব পার॥ দ্বিজের স্তবন, সত্যনারায়ণ, শুনিয়া হইল দয়া। বিধির লিখন, না যায় খণ্ডন, দিলেন শ্রীপদ-ছায়া॥

পয়ার। বিবিধ প্রকারে দ্বিজ স্তবন করিল। স্তবে তুষ্ট সত্যদেব প্রসন্ন হইল॥ নারায়ণ বলেন দ্বিজ শুনহ সত্বর। আটা চিনি দুগ্ধ কলা আনিবে বিস্তর॥ ইষ্ট মিত্র বন্ধুজন নিমন্ত্রণ করি। গাহিবে মঙ্গল গীত যতেক সুন্দরী॥ স্থাপন করিবে ঘট বারিপূর্ণ করি। পরম আনন্দে সবে বলিবে হরি হরি॥ স্নান করিয়া দ্বিজ বসিবে আসনে। দিব্য বস্ত্র পরিধান করি সাবধানে॥ অপূর্ব্ব আসন আনি করিবে স্থাপনা। চতুর্দ্দিকে উপস্থিত করিবে রচনা॥ বিচিত্র চাঁদোয়া আনি ধরিবে উপরে। শোভিত করিবে স্থান নানা উপহারে॥

সোয়া সের সোয়া মন যেব্য পরিমিত। করিবে সত্যের সেবা শাস্ত্রের বিহিত॥
সভামধ্যে উপস্থিত হয়ে দ্বিজগণ। আনন্দে করিবে সবে শ্রীস্বস্তি বাচন॥
শঙ্খ ঘণ্টা জয় ধ্বনি মহা সুললিত। সঙ্কল্প করিয়া সুখে বসি পুরোহিত॥
বেদোক্ত মন্ত্রেতে কুম্ভ করিবে স্থাপন॥ প্রথমে করিবে পূজা গৌরীর নন্দন॥
শিব আদি পঞ্চদেব করিবে পূজন। পশ্চাৎ পুজিবে দ্বিজ নবগ্রহগণ॥
ইন্দ্র আদি দিক্‌পাল অর্চ্চনা করিয়া। করিবে সামান্য অর্ঘ্য শ্রীবিষ্ণু ভাবিয়া॥
অঙ্গন্যাস করন্যাস করি সাবধানে। পুষ্পহস্ত হইয়ে দ্বিজ বসিবেক ধ্যানে॥
অর্ঘ্য স্থাপন করি ধ্যান পুনর্ব্বার। বিষ্ণুবীজ মন্ত্রে দিবে সর্ব্ব উপচার॥
সমাপ্ত করিয়া সেবা প্রণাম করিবে। ইষ্টগণ লয়ে শেষে প্রসাদ পাইবে॥
এইরূপে কর পূজা গোকুল নগরে। অবশ্য হইবে পার দারিদ্র-সাগরে॥
ইহা বলি নারায়ণ গমন করিল। শয্যা হতে দ্বিজবর উত্থিত হইল॥
প্রাতঃক্রিয়া করি দ্বিজ এল নিজ ঘরে। কহিল স্বপ্নের কথা ব্রাহ্মণীর তরে॥
স্বপ্নের বৃত্তান্ত যত শুনিল ব্রাহ্মণী। করযোড়ে কহে কথা শুন দ্বিজমণি॥
সত্যনারায়ণ যদি হইল সদয়। অবশ্য করিব পূজা শুন মহাশয়॥
শুনিয়া ব্রাহ্মণী বাক্য সানন্দ হইল। নগরে করিয়া ভিক্ষা পূজা আরম্ভিল॥
যে রূপে কহিল প্রভু সত্য নারায়ণ। সেইরূপ, দ্বিজবর করিল পূজন॥
ভক্তিভাবে ব্রাহ্মণ যে করিল প্রণতি। দারিদ্র্য-সাগর পার হ'ল কাশীপতি॥
হেমময়ী পুরী হ'ল কি কহিব কথা। ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠপুরী শ্রী আইল তথা॥
সরস্বতী অধিষ্ঠান হইল অধরে। সংপ্রতি রহিল দোঁহে দ্বিজের উপরে॥
দিনে দিনে হইল সে মহাধনবান্। পৃথিবীমণ্ডলে দ্বিজ কুবের সমান॥
দাসদাসীগণ হ'ল অখণ্ড ভাণ্ডার। অপূর্ব্ব হইল রীত কিবা ব্যবহার॥
বন্ধু বান্ধব যত ছিল ভিন্নদেশে। দ্বিজের সম্পত্তি দেখি এল অবশেষে॥
সত্যনারায়ণ সেবা করে নিরন্তর। গোকুল নগরে সুখে র'ল দ্বিজবর॥
ব্রাহ্মণের উপাখ্যান হ'ল সমাপন। কাঠুরিয়ার উপাখ্যান শুন সর্ব্বজন॥

মাধব বিনোদ আদি কাঠুরিয়া গণ। বিক্রয় করিয়া কাষ্ঠ করিছে গমন॥
গগনে অধিক বেলা ক্ষুধায় কাতর। অকস্মাৎ হরিধ্বনি শুনিল নগর॥
জিজ্ঞাসিল কাঠুরিয়া হয়ে হৃষ্টমতি। সবে বলে সত্যসেবা করে কাশীপতি॥
এতেক শুনিয়া তবে কাঠুরিয়া বর। উপস্থিত হ'ল আসি গোকুল নগর॥
মনেতে ভাবিয়া সত্য-কমল-চরণ। রচিল পাঁচালী দ্বিজ গঙ্গানারায়ণ॥

দ্বিজের ভবনে গিয়া, হরষিত কাঠুরিয়া, প্রণাম করিল সপ্তবার। শুনিয়া

মঙ্গল ধ্বনি, পরম আনন্দ গণি, অধিষ্ঠান আসন উপর॥ ভক্তিভাবে কহে বাণী, শুন ওহে দ্বিজমণি, কোন দেবে কর হে পূজন। বুঝিয়া তাহার মতি, বলে দ্বিজ কাশীপতি, করি পূজা সত্যনারায়ণ॥ শুনিয়া দ্বিজের কথা, ঘুচিল মনের ব্যথা, কামনা করিল যে যাহার। ভক্তি ভাবে করি স্তুতি, তুষ্ট হয়ে লক্ষীপতি, দুঃখ-সিন্ধু হ'তে কর পার। সভার ভাজন হইয়া, রহিলেক কাঠুরিয়া, পাইয়া যে কুবের ভাণ্ডার॥ প্রণমিয়া সত্যদেবে, যে জন তোমারে সেবে, তুমি তারে কর পরিত্রাণ। হইয়া যে একচিত্ত, রচয়ে তোমার কৃত্য, তারে তুমি কর জ্ঞানবান্॥

কাঠুরিয়ার উপাখ্যান রহিল এক্ষণ। সদাগরের উপাখ্যান করি নিবেদন॥ উজানী নগরে সাধু নাম ধনপতি। বাণিজ্য করিয়া দেশে চলে শীঘ্রগতি॥ নব ডিঙ্গা পরিপূর্ণ অতি মনোহর। যমুনা-পুলিনে দেখে গোকুল নগর॥ গোকুল নগর কথা কি কহিব আর। করিল যথায় কেলি নন্দের কুমার॥ দেখিয়া অপূর্ব্ব ঘাট লাগায় তরণী। অকস্মাৎ দ্বিজ গৃহে শুনি জয়ধ্বনি॥ হরি হরি বলে সবে আনন্দিত মন। শুনিয়া বিস্মিত হ'ল সাধুর নন্দন॥ জিজ্ঞাসিল সদাগর করিয়া বিনয়। কি কারণে হরিধ্বনি দ্বিজের আলয়॥ সবে বলে সদাগর স্থির কর মতি। গোকুলে সত্যের সেবা করে কাশীপতি॥ সত্য নারায়ণ প্রভু অশেষ মহিমা। কহিতে না পারে বেদে শাস্ত্রে নাহি সীমা॥ অপুত্রের পুত্র হয় নির্ধনের ধন। সেই পূজা করে অদ্য দ্বিজের নন্দন॥ শুনিয়া লোকের কথা হৃষ্ট সদাগর। উপস্থিত হল আসি দ্বিজের নগর॥ ভক্তিভাবে সদাগর করিল প্রণতি। সত্যনারায়ণ প্রতি আমার মিনতি॥ সাধু বলে নিবেদন করি বিদ্যমান। অপুত্রক আছি আমি হউক সন্তান॥ করিব সত্যের সেবা বিবিধ বিধানে। এই মনোরথ করি সভা বিদ্যমানে॥ কামনা করিয়া সাধু উঠিল সত্বর। উপস্থিত হ'ল আসি ডিঙ্গার উপর॥ দিবারাত্রি বাহে তরি আনন্দিত মন। উপস্থিত সদাগর আপন ভবন॥ বিমলা সাধুর নারী পরমা সুন্দরী। আনন্দে তাহার সঙ্গে বঞ্চে বিভাবরী॥ এইরূপে আছে সাধু আপনার পুরী। জন্মিল সাধুর কন্যা পরমা সুন্দরী॥ গঙ্গানারায়ণ দ্বিজ পরম আনন্দে। সংক্ষেপে পাঁচালী রচে পয়ার প্রবন্ধে॥

দেখিয়া কন্যা বড়ই ধন্যা অনুপম রূপবতী। হেরিয়া বদন করিছে রোদন কত কত নিশাপতি॥ সাধু মনে গণি বিমলাকে আনি কহিলেন হৃষ্টমতি। সকলে কহিয়া রাখিল বাছিয়া নাম তার প্রভাবতী॥ দিনে দিনে

বাড়ে কোকিলার স্বরে কহে মনোহর কথা। হইয়া সন্তুষ্ট করিলেন দৃষ্ট অনিরুদ্ধের পিতা॥ জিনিয়া কুঞ্জরী রূপের মাধুরী উরু জিনি রামকলা। সুচারু চামর জিনিয়া চিকুর হইয়াছে সাধুর বালা॥ জিনিয়া মেদিনী চারু নিতম্বিনী ভ্রূর ভঙ্গি তার অতি। কুরঙ্গিণী সমা আখির ভঙ্গিমা ভুবন মোহিনী রতী॥ নিরখিয়া মধ্য অতি লজ্জা সদ্য, পেয়েছে কেশরী বর। দুটী বাহু দেখি, করী মনোদুখী, নিন্দিছে নিজ কর॥ পয়োজ-কোরক পয়োধর বর, মণিময় হার শোভা। হেন মকরন্দ, পাইয়া সুগন্ধ মধুকর বর লোভা॥

দেখিয়া কন্যার রূপ চিন্তে ধনপতি। কাহারে করিব দান কন্যা প্রভাবতী॥ ভট্টকে ডাকিয়া আনি বলে সদাগর। আনহ কন্যার বর পরম সুন্দর॥ কবি কাব্যপাঠে ভট্ট মধুর বচন। আনিতে কন্যার বর করিল গমন॥ প্রথমে গমন ভট্ট পশ্চিম সহর। তথায় দেখিল ভট্ট বহু সদাগর। জিজ্ঞাসিল নাম গোত্র তাহারা কহিল। বুঝিয়া কার্য্যের গতি অন্যত্র চলিল॥ দক্ষিণ সহরে ভট্ট করে অবস্থিতি। তথায় আছেন সাধু নাম জয়পতি॥ গোবিন্দ তাহার পুত্র পরম সুন্দর। ভাবিয়া বুঝিল ভট্ট এই জন বর॥ তাহার সদনে ভট্ট করিল গমন। কবিকাব্য পাঠে ভট্ট করে নিবেদন॥ শুন শুন মহাশয় সাধু জয়পতি। উজানী নগরে সাধু নাম ধনপতি। প্রভাবতী তার কন্যা কি কহিব আর। তাহার বরণ যোগ্য তোমার কুমার॥ শুনিয়া ভট্টের বাণী আনন্দিত মন। পুত্রের বিবাহ দিন করে নিরূপণ॥ গণক আনিয়া সাধু আপনার পুরে। লগ্ন পত্র দিয়া তারে দিন ধার্য্য করে॥ করিয়া দিবস ধার্য্য চলিল সত্বর। উপস্থিত হৈল আসি উজানী নগর॥ হরি হরি মুখ ভরি বল সর্ব্বজন। বলিল পাঁচালী দ্বিজ গঙ্গানারায়ণ॥

পুত্র সঙ্গে করি সাধু মহা হৃষ্ট মনে। উপস্থিত হৈল আসি সাধুর সদনে॥ ভট্ট বলে সদাগর করি নিবেদন। এনেছি কন্যার বর ভুবন মোহন॥ যে রূপ তোমার কন্যা অতি গুণনিধি। সেই রূপ আনি পাত্র মিলাইল বিধি। ভ্রমিলাম যত দেশ কি কহিব আর। বিবেচনা করি সাধু কর পুরস্কার॥ শুনিয়া ভট্টের কথা সাধু হৃষ্টমতি। নানা রত্ন দিয়া তাকে করিল মিনতি। দিলেন বরের বাসা অপূর্ব্ব সদন। পুরী মধ্যে জয়ধ্বনি করে রামাগণ॥ বিবাহ দিবস সাধু করিয়া শ্রবণ। স্থানে স্থানে সদাগর করে নিমন্ত্রণ॥ হুম্ হুমি বাজন বাজে শুনিতে সুন্দর। আনন্দে আসিল সবে সাধুর নগর॥ রজনী

প্রবৃত্ত হ'ল সূর্য্য অস্তমিত। উপস্থিত হল আসি কুল পুরোহিত॥ পুরোহিত বলে সাধু শুন দিয়া মন। মিথুন লগ্নেতে কন্যা কর সমর্পণ॥ পুরোহিত বাক্য শুনি সাধু হরষিত। স্নান আহ্নিক সাধু করিলেন ত্বরিত॥ দিব্য বস্ত্র পরি সাধু বসিল আসনে॥ পূজিতে জাহ্নবী দেবী চলে রামাগণে॥

বিমলার করে ধরি, চলে চন্দ্রকলা নারী, তার পাছে চলে ভানুমতী। সুনয়না সুশোভনা, বিধুমুখী সুলোচনা, চিত্ররেখা আর গুণবতী। যত সদাগর-সুতা, রতিজিনি রূপযুতা, অবিরত করে শুভ গান। চরণে নূপুর সাজে, ক্ষুদ্র ঘণ্টা কটিমাঝে, হংসী জিনি গতির বাখান॥ নয়ন যুগল হেরি, কৃষ্ণসার দেশান্তরি, কুচ-জিত কুম্ভী হল মত্ত। পরাভবে এ দুর্জনে নাহি অপমান মানে, নারায়ণে বলে এই তত্ত্ব॥ মস্তকে লইয়া ঝারি, চলিল সাধুর নারী, উপস্থিত জাহ্নবীর তটে। সঙ্গে যত সিমন্তিনী, দিল সবে জয়ধ্বনি, অবশেষে উপস্থিত ঘাটে॥ পূজিল জাহ্নবী শ্যামা, চলিল সকল রামা, উপস্থিত কন্যার মন্দিরে। বিমলা সাধুর নারী, সঙ্গে লইয়া সুন্দরী, জয়ধ্বনি করে বারে বারে॥

সাধুর রমণী শেষে লয়ে নারীগণ। কন্যাকে মঙ্গল স্নান করায় তখন॥ দিব্যবস্ত্র পরিধান করে প্রভাবতী। কবরী সোণার পাতি দিলেন যুবতী॥ পরিল সকল অঙ্গে চারু আভরণ। ভুবন মোহন রূপ হইল তখন॥ সাধু বলে নিবেদন করি বিদ্যমান। অনুমতি দেহ সবে করি সম্প্রদান॥ শুনিয়া সাধুর কথা সবে হৃষ্টমতি। অনুমতি করে তুষ্ট হ'ল ধনপতি॥ স্বস্তি বাচন করি সাধুর নন্দন। বেদোক্ত বিধানে কন্যা করে সমর্পণ॥ জয় জয় শব্দ হইল সাধুর ভবনে। হরি হরি মুখ ভরি বলে সর্ব্বজনে॥ গোবিন্দ সাধুর পুত্র পরম পণ্ডিত। করিল বিবাহ কর্ম্ম শাস্ত্রের বিহিত॥ বিনয় করিয়া বাক্য বলে ধনপতি। তোমাকে দিলাম মোর কন্যা প্রভাবতী॥ ইহার যতেক গুণ প্রকাশ করিবে। অপরাধ হলে তাহা মানিয়া লইবে॥ সাধুর রমণী শেষে লয়ে নারীগণ। জামাতা আনিয়া ঘরে করেন বরণ॥ জামাতা কন্যাকে রাখি শয়ন মন্দিরে। পরম আনন্দে সবে গেল নিজঘরে॥ প্রভাত হইল রাতি রবির উদয়। সামাজিক যত ছিল করিল বিদায়॥ বিদায় করিয়া সবে চিন্তে ধনপতি। বাণিজ্য করিতে সাধু করিলেন মতি॥ জয়পতি ডাকাইয়া বলিল বচন। আপনার দেশে তুমি করহ গমন॥ জামাতা রাখিয়া যাও আমার আলয়। এই অনুমতি তুমি কর

মহাশয়। বিনয় বাক্যেতে তুষ্ট হয়ে সদাগর। আপনার দেশে সুখে চলিল সত্বর। বিদায় করিয়া সবে সাধু হৃষ্ট মন। দাঁড়ি মাঝি সংবাদ দিয়া আনিল তখন॥ সাজাইয়া নব ডিঙ্গা জলে অবস্থিতি। বাণিজ্য করিতে যায় সাধু ধনপতি॥ জামাতা ডাকিয়া আনি কহিল বচন। বাণিজ্যে যাইতে হবে দক্ষিণ পাটন॥ সুযাত্রা করিয়া সুখে দুই সদাগর। শ্রীদুর্গা বলিয়া উঠে ডিঙ্গার উপর। সত্য নারায়ণ সেবা মানস যে ছিল। ধনে মত্ত সদাগর মনে পাসরিল॥ নৌকার কাণ্ডারী যত চতুর সুজন। হরি হরি বলি তরি বাহিল তখন॥ রাঘব মাধব সনাতন গোবর্দ্ধন। জগাই মাধাই আর মাঝি ত্রিলোচন॥ গঙ্গায় বাহিয়া সুখে যত কর্ণধার। দক্ষিণে বাহিয়া চলে শ্রীগৌর নগর॥ জাহ্নবী বাহিয়া সুখে কর্ণধারগণ। কালীঘাট আসি সাধু দিল দরশন। সিদ্ধপীঠ কালীঘাট অখণ্ড নগরী। কৈলাস ছাড়িয়া যথা রহিল শঙ্করী॥ তথায় করিয়া পূজা দেবী ভগবতী। রন্ধন ভোজন করি চলে শীঘ্রগতি॥ দিবারাতি বাহে তরী কর্ণধারগণ। উপস্থিত সদাগর দক্ষিণ পাটন॥ তথায় আছেন রাজা জগত বিখ্যাত। তাহার সহরে সাধু হৈল উপস্থিত॥ দুন্দুভি বাজনা বাজে ডিঙ্গার উপর। শুনিয়া চিন্তিত বড় হৈল নৃপবর॥ রাজা বলে পাত্রমিত্র শুন দিয়া মন। দক্ষিণ বাজারে শুনি কিসের বাজন॥ পাত্র মিত্র বলে রাজা স্থির কর মতি। বাণিজ্য করিতে এল সাধু নরপতি॥ সুলভ সকল বস্তু তোমার ভুবনে। সে কারণে সদাগর আইল এস্থানে॥ শুনিয়া পাত্রের বাক্য স্থির চিত্ত করি। আনন্দে রহিল রাজা আপনার পুরী॥

সাধুর কথা, শুন হেথা, করি নিবেদন। ডিঙ্গা হতে, অবনিতে, উঠাইল ধন। জবরদস্ত, সকল বস্তু, খরিদ করিয়া তথা॥ রহিল আনন্দে, ত্যজি সন্দে, শ্বশুর জামতা। অনুদিন, নারায়ণ, কুপিত অন্তরে॥ ধরিয়া শেষ, গণক বেশ কহিল রাজারে॥ সভা-মাঝ, মহারাজ, করি নিবেদন। সদাগর-রূপে চোর, তোমার ভুবন॥ দিবসে আসি, বাজারে বসি, করে বিকি কিনি। করি চুরি, যায় ভারি হইলে যামিনী॥ এতেক কহিয়া, ক্ষণেক রহিয়া, চোর রূপ ধরি। নৃপ-জায়ার, গলার হার, করিলেন চুরি॥ কপট করিয়া বেশ ধরিয়া, বলিল সাধুরে॥ পেয়ে তুল্য, উচিত মূল্য, দিল সদাগরে॥ লয়ে হার সদাগর, দিল জামাতারে। হার গলে, দিয়া চলে, নগর বাজারে॥ হারের কারণ, করেছে ভ্রমণ, কোতয়ালগণ। [illegible] হার, সদাগর, ধরিল তখন॥ বলে রাজা, কর সাজা,

শ্বশুর জামাতা। জানি অন্ত, হ'ল সত্য, গণকের কথা॥ ধরি স্কন্ধ, কর বন্ধ, রাখ সদাগরে। যত বিত্ত, নিছে নিত্য, আনহ ভাণ্ডারে॥ রাজ ঘরে, কারাগারে, বন্দি দুইজন। সাধু-আলয়, যতেক প্রলয়, করি নিবেদন॥ স্বর্ণময় নিজালয়, হ'ল ভস্মরাশি। সব ধন, দস্যুগণ, নিয়া গেল নিশি॥ দুহিতা সহিতা, সাধুর বনিতা, থাকে ঘরে বসি। হ'য়ে সধবা নিত্য বিধবা, করে একাদশী॥ এক দিবা, সত্যসেবা, করে দ্বিজমণি। উপনীতা হ'ল তথা, সাধুর নন্দিনী॥ সাধু-সুতা, কহে কথা, শুন দ্বিজগণ। কহ সত্য, কিবা অদ্য, করহ পূজন॥ দ্বিজ শ্রেষ্ঠ, হ'য়ে তুষ্ট, কহিল তাঁহারে। নারায়ণ ভগবান্ সত্য অবতারে॥ মহা-সমৃদ্ধি, মানসসিদ্ধি, দুঃখ বিমোচন। অতএব, এইদেব. করিছে পূজন॥ দ্বিজের বাণী, শুনিয়া ধনী, হৃষ্ট বড় হইল। এক মনে, সেই স্থানে, মানস করিল॥ প্রসাদ নিয়া সাধু-তনয়া আসি নিজ ঘরে। সকল কথা, কহিল তথা জননীর তরে॥ শুন মাতা, সে দেবতা, পূজহ ত্বরিৎ। আসিবে পিতা ল'য়ে জামাতা ধনের সহিত॥ সেই কথা, শুনি তথা হরষিত মন। পাইয়া দীক্ষা করিয়া ভিক্ষা পূজে নারায়ন॥ যথাশক্তি করি ভক্তি পাইল প্রসাদ। হয়ে তুষ্ট মনোভীষ্ট পূরাও জগন্নাথ॥ রহিল তথা সাধুর সুতা ভাবিয়া গোঁসাই। যায় ত্বরিতে উদ্ধারিতে শ্বশুর জামাই॥ নিদ্রা যায় অত্যুগায় নৃপতি নন্দন। শিরঃস্থানে নারায়ণ কহিল স্বপন॥ শুনরাজ কিবা কায কর নৃপ-বর। সর্ব্বথায় কর বিদায় সাধুর কুমার॥ কেনে তুল্য দিয়া মূল্য দ্রব্য মহাজন। অবিচারে কারাগারে কর অপমান॥ দেখিয়া স্বপন চমকিত মন উঠে নর-পতি। সাধু-তনয় কর বিদায় বলে শীঘ্রগতি॥ হইল সদয় দীন দয়াময় দেব গদাধর। করি যত্ন দিয়া রত্ন তোষে নরবর॥ সুভাষণ আলিঙ্গন নৃপতি নন্দন। করে ধরি বিনয় করি মিত্রসম্ভাষণ॥ ত্যজিয়া সন্দ পরমানন্দে বলে সদাগরে। মাল্লা মাঝি ধরি কাছি হরিধ্বনি করে॥ মনে অদ্য ভাবি সত্য চরণার বিন্দ। নাহিক শঙ্কা বলেন গঙ্গা পাঁচালী প্রবন্ধ॥ চলে ধনপতি হয়ে হৃষ্টমতি জামাতা লইয়া সঙ্গে। যত মাঝি দাঁড়ী সবে গাহে সারি হাস পরিহাস রঙ্গে॥ যতেক সুন্দরী বায় জলভরি বসনে ঢাকিয়া মুখ॥ দেখিয়া সুশোভা হয়ে মনোলোভা নিন্দে নিজপতি মুখ॥ দামারি বাদন লাগারে নিশান নৃপতি দস্তক ধরে। দেখিছ কি ঘাট মারে মাল ছাট বাহ বাহ রব করে॥ হেনই সময় সত্য মায়াময় সাধুকে করিল মায়া। গঙ্গানারায়ণে রাখহ চরণে দিয়া তব পদ ছায়া॥

এইরূপে সদাগর করিল গমন। কপট করিল পথে সত্য নারায়ণ॥ হইল বৈষ্ণব রূপ অতি মনোহর। গলায় দোলন ভালে তিলক সুন্দর॥ জয় রাধা-কৃষ্ণ মুখে বলে সর্ব্বক্ষণ। আসিয়া নদীর তটে দিল দরশন॥ জিজ্ঞাসিল নারায়ণ করিয়া বিনয়। কি ভরা ভরেছ বাছা সাধুর তনয়॥ ধনে মত্ত সদাগর করে অহঙ্কার। ভরিয়াছি লতাপাতা বলে বারবার॥ শুনিয়া সাধুর কথা কোপে নারায়ণ। লতাপাতা হইয়ে তরি ভাসিল তখন॥ তরণী দেখিয়া সাধু পরম চিন্তিত। অহঙ্কার চূর্ণ হ'ল বড়ই দুঃখিত॥ তরণী তেজিয়া সাধু পড়িয়া চরণে। কাতর হইয়া স্তব করে নারায়ণে॥

নমো গদাধর পরম সুন্দর কে জানে তব মহিমা। ব্রহ্মা পশুপতি সদা করে স্তুতি আগমে নাহিক সীমা॥ আমি মূঢ়জন না জানি স্তবন ক্ষম মোর অপরাধ। জেনেছি কারণ তুমি নারায়ণ তুমি সে অখিল নাথ। শুনিয়া স্তবন সত্য নারায়ণ সাধুকে করিল দয়া। ভকত-বৎসল ভুবন অতুল দিলেন শ্রীপদ-ছায়া॥

নারায়ণ বলে সাধু স্থির কর মতি। আপনার দোষে তুমি পাইলে দুর্গতি॥ সত্যনারায়ণ সেবা বিস্মৃত হইলে। কন্যা বিবাহ দিয়া বাণিজ্যে আসিলে॥ তাহাতে পাইলে দুঃখ দক্ষিণ পাটনে। এইক্ষণ পেলে দুঃখ বাক্যের কারণে॥ শুনিয়া লজ্জিত হ'ল সাধুর নন্দন। সহস্রেক মুদ্রা রাখে সেবার কারণ॥ দেখিয়া সাধুর ভক্তি তুষ্ট নারায়ণ। লতাপাতা দূরে গেল হ'ল রত্নধন॥ বিদায় হইয়া সাধু করিল গমন। অন্তর্দ্ধান হ'ল শেষে প্রভু নারায়ণ॥ দিবা রাত্র বাহে তরি কর্ণধারগণ। উপনীত হ'ল সাধু আপন ভবন॥ বিমলা সাধুর নারী আপন ভবনে। সত্য-নারায়ণে পূজে আনন্দিত মনে॥ সমাপ্ত করিয়া পূজা প্রণাম করিল। প্রভাবতী রামা আসি প্রসাদ লইল॥ হেনকালে পায় রামা স্বামীর সংবাদ। ত্বরিত হ'য়ে ফেলে হস্তের প্রসাদ॥ প্রসাদ ফেলিল যদি নারী প্রভাবতী। ভরা সঙ্গে ঘাটে তল হ'ল তার পতি॥ জামাতা ডুবিল জলে দেখি সদাগর। হাহা শব্দ করি পড়ে ডিঙ্গার উপর॥ শ্বশুর শাশুরী কাঁদে বলিয়া জামাতা। কাঁদে নারী প্রভাবতী ভাবিয়া বিধাতা॥

কাঁদে নারী প্রভাবতী, হাহা মোর প্রাণপতি, কোন দেশে রে, করিল গমন রে। আমি অভাগিনী বালা, তাহে হররিপু-জ্বালা, তনু মোর রে, সদা এ দহন রে॥ যৌবনেতে পতি মরে, কেমনে রহিব ঘরে, তাহে আমি রে, বণিক নন্দিনী রে। সহজ চঞ্চল বালা, তাহে মদনের জ্বালা, ভয় যদি রে, হই কলঙ্কিনী রে॥ দিয়া মোরে গুণনিধি, বঞ্চনা করিল বিধি, নারী বধ রে, দিব রে তোমারে রে।

ধিক্ মোম রূপগুণে, ধিক মোর এ যৌবনে, হেন দশা রে, যদি হ'ল মোর রে কোথা র'লে প্রাণহরি, তোমা বিনে আমি মরি, ক্ষণেক মোরে রে, দেহ দরশন রে। না কহিল আর কথা, এই বড় মন ব্যথা, তুমি হ'লে রে, আমার শমন রে॥ বিদেশেতে দুঃখ পাইল, বাড়ী আসি মৃত্যু হইল, হেন দুঃখ রে, কহিব কাহারে রে। মনের কথা মনে রইল, বঞ্চনা করিয়া গেল, হেন দশা রে, কেন হ'ল মোর রে॥

প্রভাবতী দীনা অতি দেখি নারায়ণ। হইয়া সদয় দীন দয়াময় কহিল তথন॥ প্রসাদ ফেলে কিসের বলে নারী প্রভাবতী। সেই ছলে জলের তলে ডোবে তার পতি॥ ত্যজিয়া বিষাদ আনিয়া প্রসাদ খাউক্ প্রভাবতী। ভরাপূর্ণ হবে তূর্ণ উঠিবে তার পতি॥ শুনিয়া তথা অপূর্ব্ব কথা সাধুর নন্দিনী। ধেয়ে চলে কুতূহলে সত্যমনে গণি॥ ধূলীসাৎ সেই প্রসাদ করিল ভক্ষণ। সেই ঘাটে ভাসি উঠে সাধুর নন্দন॥ হরি হরি মুখভরি বল সর্ব্বজন। বর্ণিলা পাঁচালী হ'য়ে কুতূহলী, দ্বিজ গঙ্গানারায়ণ॥ স্বামী দেখি শশিমুখী হরষিতান্তর। আনন্দাসী সেই রূপসী যায় নিজঘর॥ হৃষ্টচিত্ত হ'য়ে নিত্য শ্বশুর জামাতা। অত্যানন্দে ত্যজি সন্দে রহিলেন তথা॥ সহস্রেক তঙ্কা এক করিয়া ভক্তিত। যথা শক্তি করি ভক্তি আনি পুরোহিত॥ নৃত্যগীত মনোনীত অতি সুললিত। বসি দ্বিজে সত্য পূজে শাস্ত্রের বিহিত॥ হ'য়ে তুষ্ট মনোভিষ্ট দিলেন ভগবান্। জীবন্মুক্ত ধনযুক্ত কুবের সমান॥ জয়পতি নামে কৃতী হইল কুমার॥ মনোমত বিশারদ পরম সুন্দর॥ ধনপতি মহাকৃতি বিবেচিয়া মনে। জামাতার বাটী আর দিল সেই স্থানে॥ ধন রত্ন আনি যত্ন করি সম অর্দ্ধ। ত্যজি রাগ করি ভাগ জামাতার সার্দ্ধ॥ কন্যা পুত্র দুই মাত্র রাখি নিজ ঘরে। বিমলা সংহতি সাধু ধনপতি চলিলেন গঙ্গাতীরে॥ বিধির লিখন, কিছুই কখন, খণ্ডন না যায়। বিমলা সাথে, বিমানেতে, বিষ্ণুলোক পায়॥ সহিত রমণী. শমনকে জিনি, সাধু গেল তরি। সেইমত পাবে পদ বল হরি হরি॥ সত্য-নারায়ণ পতিত-পাবন মহিমা অপার তাঁর। পড়িলে সঙ্কটে রাখেন নিকটে করিয়া বিপদ উদ্ধার॥ সত্য-কমল-পদে বিমল থাকে যার মতি। চিরকাল যায় ভাল বৈকুণ্ঠে বসতি॥ তুমি অন্ধ-দীন-বন্ধু ভবসিন্ধু-তরি। সাঙ্গ সত্য-পাঁচালী অদ্য বল হরি হরি॥ পুটাঞ্জলি শিরে তুলি গঙ্গানারায়ণ। বলে শিষ্ট করিবে দৃষ্ট আমার বচন॥

ইতি দ্বিজ গঙ্গানারায়ণ-রচিত সত্য-নারায়ণ-পাঁচালী সমাপ্ত।

ব্রতমালা বিধি।

অশূন্যশয়নব্রত।

শ্রাবণমাসের কৃষ্ণা দ্বিতীয়া তিথিতে সলক্ষ্মী বিষ্ণুর পূজা করিয়া উপবাস করিবে। এইরূপে চারিবৎসর ব্রত করিয়া প্রতিষ্ঠা করিবে। প্রতিষ্ঠা সময়ে ব্রাহ্মণ-দম্পতিকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া শয্যা, পাদুকা, ছত্র, চামর, স্বর্ণনির্ম্মিত প্রতিমা, অন্ন, জল এবং বস্ত্রাদি দান করিবে। অন্নপাত্র ব্রাহ্মণীকে দান করিবে।

প্রথমত যজমান শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমনাদি করত স্বস্তিবাচন (২ পৃ দেখ) করিয়া "ওঁ সূর্য্যঃ সোমো" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন।

পরে "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গণেশায় নমঃ, আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যঃ, ওঁ বিষ্ণবে" এই বলিয়া গন্ধপুষ্প প্রদান করিয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা,—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদোমদ্য শ্রাবণে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে দ্বিতীয়ায়াস্তিথৌ অমুক-গোত্রা শ্রীঅমুকীদেবী সর্ব্বোপদ্রবশান্তিপূর্ব্বক-দীর্ঘায়ুষ্ট্ব ধনধান্যপুত্রপৌত্রাদ্যনবচ্ছিন্ন-প্রাপ্তিকামা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামা বা অদ্যারভ্য বর্ষচতুষ্টয়ং যাবৎ প্রতিবর্ষীয় শ্রাবণ-কৃষ্ণদ্বিতীয়ায়াং গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বক-সলক্ষ্মীক-বিষ্ণুপূজাতৎকথাশ্রবণ-রূপ-অশূন্যশয়নদ্বিতীয়াব্রতমহং করিষ্যে। *

অতঃপর সঙ্কল্প সূক্ত পাঠ করিয়া (৩ পৃ দেখ) আসনশুদ্ধি ও ভূতাপসারণ করিয়া ঘটস্থাপন (৪১৫ পৃ দেখ) করিবে। পরে সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিয়া মাষভক্ত বলিপ্রদান (৭১৮ পৃ দেখ) করত ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস, অন্তর্ম্মাতৃকা

---

* করণীয় ব্রতে পুরোহিত এইরূপ সঙ্কল্প করিবেন। যথা, অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রায়াঃ শ্রীঅমুকীদেব্যাঃ পূর্ব্বসংকল্পিত অমুকব্রতকর্ম্মণি গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বক অমুকদেবতা-পূজনকর্ম্মাহং করিষ্যামি।

ব্রতারম্ভে ব্রতীর দ্বারা মূলের লিখিতরূপ সংকল্প করাইয়া পুরোহিত পূজার সংকল্প করিবেন। যথা,—অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রায়াঃ শ্রীঅমুকদেব্যা ইয়দ্বর্ষসম্পাদিতামুকব্রতকর্ম্মণি গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বক অমুকদেবতাপূজন কর্ম্মাহং করিষ্যামি।"

ন্যাস ও বাহ্যমাতৃকান্যাস, সংহার মাতৃকান্যাস, প্রাণায়াম, পীঠন্যাস ও ব্যাপকন্যাস করিবে (৯—১৫ পৃ দেখ)।

অতঃপর গণেশ পূজা করিবে। যথা—"গাং হৃদয়ায় নমঃ। গীং শিরসে স্বাহা। গূং শিখায়ৈ বষট্। গৈং কবচায় হুং। গৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। গঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্। এবং গাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। গীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। গূং মধ্যমাভ্যাং বষট্। গৈং অনামিকাভ্যাং হুং। গৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। গঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্।" এইরূপে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া গণেশের ধ্যান করত পূজা করিয়া শিবাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদিনবগ্রহ, ইন্দ্রাদিদশদিক্পাল, মৎস্যাদি দশাবতার, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গা, যমুনা, মনসা ও স্বর্গস্থ, মর্ত্ত্যস্থ ও পাতালস্থ দেবতাগণের পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া ষোড়শোপচারে বিষ্ণুর পূজা করিবে। যথা,—"ওঁ বাং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ বীং শিরসে স্বাহা। ওঁ বূং শিখায়ৈ বষট্। ওঁ বৈং কবচায় হুং। ওঁ বৌং নেত্রাভ্যাং বৌষট্। ওঁ বঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্। এইরূপে করন্যাসও করিয়া কূর্ম্মমুদ্রাসহযোগে পুষ্প গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুর ধ্যান করিবে : যথা,—

"ওঁ নারায়ণং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খ-চক্রগদাপদ্মধরং হারকেয়ূরমণ্ডিতং শ্রীবৎসাঙ্কমঞ্জীর-বনমালা-বিভূষিতং লক্ষ্মী-সরস্বতী-সহিতং কিরীটিনম্।"

এইরূপ ধ্যান করিয়া হস্তস্থ পুষ্পটি আপন মস্তকে রাখিবে। পরে মানসোপচারে পূজা করিয়া, বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবে (১৮ পৃ দেখ)।

পরে সেই অর্ঘ্যের জল কিঞ্চিৎ আপনার মস্তকে ও পূজার দ্রব্যাদিতে ছিটাইয়া দিবে। তৎপরে অঙ্গন্যাসাদি করত (২৫ পৃ দেখ) পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। পরে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর যথাসম্ভব উপচারে পূজা করিয়া আবরণ দেবতার পূজা করিবে। যথা,—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শঙ্খায় নমঃ।" এই ক্রমে চক্রায়, গদায়ৈ, পদ্মায়, প্রদ্যুম্নায়, অনিরুদ্ধায়, বলভদ্রায়, দেবকৈ্য, বসুদেবায়, রুক্মিণ্যৈ, সত্যভামায়ৈ, সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যঃ, সর্ব্বাভ্যো দেবীভ্যঃ।" এই প্রকারে পূজা করিয়া কথা শ্রবণ করিবে।

ব্রতকথা।

ব্রহ্মোবাচ। ভগবন্! পুরুষস্যেহ স্ত্রিয়াশ্চ বিরহাদিকম্। শোকব্যাধিভয়ং দুঃখং ন ভবেদ্‌যেন তদ্বদ॥ শ্রীভগবানুবাচ॥ শ্রাবণস্য দ্বিতীয়ায়াং

কৃষ্ণায়াং মধুসূদনঃ। ক্ষীরার্ণবে সলক্ষ্মীকঃ সদা বসতি কেশবঃ॥ তস্যাং সম্পূজ্য গোবিন্দং সর্ব্বান্ কামান্ সমশ্নুতে॥ গোভূহিরণ্যদানানি সপ্তকল্পশতানি চ। অশূন্যশয়না নাম দ্বিতীয়া যা প্রকীর্ত্তিতা। তস্যাং সম্পূজয়েদ্বিষ্ণুমেভির্ম্মন্ত্রৈর্ব্বিধানতঃ॥ শ্রীবৎসধারিণং কান্তং শ্রীবাসং শ্রীশমব্যয়ম্। অর্হন্তং মাং সদা রক্ষ ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদ॥ অগ্নয়ো মা প্রণশ্যন্তু দেবতাঃ পুরুষোত্তমাঃ। পিতরো মা প্রণশ্যন্তু মর্ত্ত্যদাম্পত্যভেদতঃ॥ লক্ষ্ম্যা বিযুজ্যো হে দেব ন কদাচিৎ যথা ভবান্। তথা কলত্রসম্বন্ধো দেব মা মে বিযুজ্যতে॥ লক্ষ্ম্যা ন শূন্যং শরণং ভবেন্মম হরে সদা। শয্যা মমাপ্যশূন্যা তু তথৈব মধুসূদন॥ গীতবাদিত্রনির্ঘোষং দেবস্যাগ্রে তু কারয়েৎ। ঘণ্টা ভবেদশক্তস্য সর্ব্ববাদ্যময়ী যতঃ॥ এবং সম্পূজ্য গোবিন্দমশ্নীয়াত্তৈলবর্জ্জিতম্। নক্তমক্ষারলবণং যাবত্তৎ স্যাচ্চতুষ্টয়ম্॥ ততঃ প্রভাতে সঞ্জাতে লক্ষ্মীপতিসমন্বিতাম্। দীপান্নভোজনৈর্যুক্তাং শয্যাং দদ্যাদ্বিলক্ষণাম্॥ পাদুকোপানহচ্ছত্রচামরাসনসংযুতাম্। অভীষ্টোপস্করৈর্যুক্তাং শুক্লপুষ্পাম্বরাবৃতাম্। সোপাধানকবিশ্রামাং ফলৈর্নানাবিধৈর্যুতাম্। তথা ভূষণযুক্তৈশ্চ যথা শক্ত্যা সমন্বিতাম্॥ অব্যঙ্গকায় বিপ্রায় বৈষ্ণবায় কুটুম্বিনে। দাতব্যা বেদবিদুষে ন বকব্রতিনে কচিৎ। তত্রোপবিশ্য দাম্পত্যমলঙ্কৃত্য বিধানতঃ। পত্ন্যাস্তু ভোজনং দদ্যাদ্‌ভক্ষ্যভোজ্যসন্বিতম্॥ ব্রাহ্মণস্যাপি সৌবর্ণপুষ্পকরসমন্বিতাং। প্রতিমাং দেবদেবস্য সোদকুম্ভং নিবেদয়েৎ॥ এবং যস্তু পুমান্ কুর্য্যাদশূন্যশয়নাং হরেঃ। বিত্ত-শাঠ্যেন রহিতো নারায়ণপরায়ণঃ॥ ন তস্য পত্নীবিরহঃ কদাচিদপি জায়তে॥ সাধ্বী চাবিধবা ব্রহ্মন্ যাবচ্চন্দ্রার্কতারকম্॥ নারিভয়ং ন শোকার্ত্তির্দম্পত্যো র্জায়তে কচিৎ। ন পুত্রপশুরত্নানি ক্ষয়ং যান্তি পিতামহ॥ সপ্তকল্পসহস্রাণি সপ্তকল্পশতানি চ। কুর্ব্বাণা শূন্যশয়নাং বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥ ইতি মৎস্যপুরাণে ভগবদ্‌ব্রহ্মসংবাদে অশূন্যশয়না-দ্বিতীয়া-ব্রতকথা সমাপ্তা। ওঁ তৎ সৎ।

অতঃপর সায়ংকাল অতীতে চন্দ্রোদয় হইলে শঙ্খাদিপাত্রে দধি, আতপ তণ্ডুল, দূর্ব্বা ও গন্ধপুষ্প দ্বারা অর্ঘ্য প্রস্তুত করিয়া নিম্ন লিখিত মন্ত্রে চন্দ্রকে অর্ঘ্যদান করিবে। যথা,—

ওঁ গগনাঙ্গনসন্দীপ ক্ষীরোদমথনোদ্ভব।
আভাসিতদিগাভোগ রমানুজ নমোঽস্তু তে।

অনন্তর দক্ষিণা করিবে। যথা,—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবীসর্ব্বাপচ্ছান্তি-পূর্ব্বক-ধনধান্যপুত্রপৌত্রাদি-লাভকামা অদ্যারভ্য বর্ষচতুষ্টয়ং যাবৎ কৃতৈতৎপ্রতিবর্ষীয়শ্রাবণকৃষ্ণায়াং দ্বিতীয়ায়াং অশূন্যদ্বিতীয়া-ব্রতকর্ম্মণি

গণপত্যাদিনানাদেবতা পূজাপূর্ব্বকসলক্ষ্মীকবিষ্ণুপূজনকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণা-মিদং কাঞ্চনং তন্মূল্যং বা যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে।" অতঃপর অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া শান্তি আশীর্ব্বাদ করিবে।

অশূন্যশয়না দ্বিতীয়া ব্রত সমাপ্ত।

অক্ষয়তৃতীয়াব্রত। *

ব্রতদিবস যজমান নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া স্বস্তিবা-চনাদি পূর্ব্বক "সূর্য্যঃ সোমো" ইত্যাদি পাঠ করিয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা,—বিষ্ণু-রোম্ তৎসদোমদ্য বৈশাখে মাসি শুক্লে পক্ষে অক্ষয়াখ্যতৃতীয়ায়াস্তিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী মনোঽভীষ্টফলপ্রাপ্তিকামা অদ্যারভ্য অষ্টমবর্ষপর্য্যন্তং প্রতিবৈশাখীয় শুক্লতৃতীয়ায়াং গণপত্যাদি নানাদেবতাপূজাপূর্ব্বকসলক্ষ্মীক-বাসুদেব-পূজা-যবযুক্তবস্ত্রাচ্ছাদিত-বারিপূর্ণকুম্ভদানভোজ্যোৎসর্গতৎকথাশ্রবণরূপ-ভবিষ্যপুরাণোক্তাক্ষয়তৃতীয়াব্রতমহং করিষ্যে।"

অনন্তর সূক্তমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে। যথা,—

ওঁ ইদং ব্রতং ময়া দেব গৃহীতং পুরতস্তব। নির্ব্বিঘ্ন-সিদ্ধিমাপ্নোতু ত্বৎ-প্রসাদাজ্জনার্দ্দন॥ ওঁ গৃহীতেঽস্মিন্ ব্রতে দেব যদ্যপূর্ণে ত্বহং ম্রিয়ে। সাঙ্গং ভবতু তৎ সর্ব্বং প্রসাদাত্তব কেশব॥

পরে সামান্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধি আদি করিয়া, গণেশাদি দেবতাগণের পূজা করিবে। পরে,—"বাং হৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদি ক্রমে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া বিষ্ণুধ্যান (২৯ পৃষ্ঠা দেখ) করত নিজ মস্তকে পুষ্পপ্রদানপূর্ব্বক মানসোপচারে পূজা করত অর্ঘ্যস্থাপন (১৮ পৃ দেখ) করিয়া পুনর্ব্বার অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ" এই মন্ত্রে যথাশক্তি উপচারে বিষ্ণুর পূজা করিবে। অতঃপর "এতে গন্ধপুষ্পে বলভদ্রায় নমঃ" এই ক্রমে রুক্মিণ্যৈ, সত্যভামায়ৈ, বাসুদেবায়, দেবক্যৈ, প্রদ্যুম্নায়,

* যদি তৃতীয়া পূর্ব্ব ও পরদিবস মধ্যাহ্নকালব্যাপিনী হয়, তবে চতুর্থীযুক্তা তৃতীয়াতে অক্ষয়তৃতীয়া ব্রত করিবে। শুদ্ধকালে বৈশাখী শুক্ল তৃতীয়াতে এই ব্রত আরব্ধ করত প্রতি-বর্ষীয় বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়াতে ব্রত করিয়া নবম বর্ষে উদযাপন করিতে হয়। এই তৃতী-য়াতে সত্যযুগের উৎপত্তি, তাই ইহার নাম যুগাদ্যা।

অনিরুদ্ধায়, বাস্তুপুরুষায়, গঙ্গায়ৈ, অনন্তায়, ধর্ম্মায়, সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যঃ, সর্ব্বাভ্যো দেবীভ্যঃ।" এইরূপে আবরণ দেবতাগণের পূজা করিয়া পূর্ব্ববৎ স্বর্ণ ও ঘট দান করিবে।

ভোজ্যোৎসর্গ।—প্রথমত "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সয়তোপকরণ-আমান্নভোজ্যায় নমঃ" এইরূপে সচন্দন পুষ্প দ্বারা এইরূপে তিনবার ভোজ্যের অর্চ্চনা করিয়া "এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া অর্চ্চনা করত মৃত্তিকাতে মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তদুপরি "ওঁ এতৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া পূজা করত কুশ-তিল-জলান্বিত তাম্রাদি পাত্রে দক্ষিণহস্ত রাখিয়া বামহস্ত দ্বারা ভোজ্য ধারণ করিয়া বাক্য করিবে। যথা,—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদোমদ্য অমুকে মাসি, অমুকে পক্ষে, অমুকতিথৌ অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা ইদং সয়তোপকরণামান্নভোজ্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদে।" তৎপরে ভোজ্যোৎসর্গের দক্ষিণান্ত করিয়া ঘটোৎসর্গ করিবে।

ঘটোৎসর্গ।—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সাচ্ছাদনোপকরণযজ্ঞোপবীতান্বিতসযব-বারিপূর্ণকুম্ভায়" নমঃ (অন্যান্য মাল্যাদি দ্রব্য থাকিলে তাহার উল্লেখ করিবে)। "এতদধিপতয়ে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। ওঁ এতৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া অর্চ্চনা করত উৎসর্গ করিবে। যথা,—

"অদ্যেত্যাদি—অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা সাচ্ছাদনযজ্ঞোপকরণ-যজ্ঞোপ-বীতান্বিত-যবযুক্তবারিপূর্ণ কুম্ভমর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্ম-ণায়াহং দদে।"

অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে। যথা,—

ওঁ এষ ধর্ম্ম ঘটো দত্তো ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকঃ।
অস্য প্রদানাৎ সফলা মম সন্তু মনোরথাঃ॥

ঘটে চন্দন প্রদান করিয়া পড়িবে।—

ওঁ ঘট ত্বং ধর্ম্ম রূপোঽসি ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ পুরা।
ত্বয়ি লিপ্তে সন্তু লিপ্তাশ্চন্দনৈঃ সর্ব্বদেবতাঃ॥

অতঃপর কৃতাঞ্জলি পুরঃসর পাঠ করিবে। যথা,—

ওঁ পানীয়ং প্রাণিনাং প্রাণাঃ পানীয়ং পাবনং মহৎ।
পানীয়স্য প্রদানেন তৃপ্তির্ভবতু দেহিনাং॥

পুনরপি বদ্ধাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে।—

ওঁ যথা ত্বং শীতলো নিত্যং সম্পূর্ণগন্ধবারিণা।
তথা মামপি সন্তপ্তং শীতলং কুরু ধর্ম্মরাট্॥

অনন্তর ঘটদানের দক্ষিণা করিবে। যথা,—

প্রথমতঃ দক্ষিণা দ্রব্যকে পূর্ব্ববৎ অর্চ্চনা করিয়া "অদ্যেত্যাদি—শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামনয়া কৃতৈতৎসাচ্ছাদনোপকরণযজ্ঞোপবীতান্বিতযবযুক্তবারিপূর্ণকুম্ভদান কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদে।" অনন্তর ঘটদানের অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্যোপশমনার্থ বিষ্ণুস্মরণ করিয়া কথা শ্রবণ করিবে।

ব্রতকথা।

যম উবাচ। জলদানস্য মাহাত্ম্যং ত্বয়া কথিতং পুরা। তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তো ব্রহ্মবিদাম্বর॥ শতানীক উবাচ। আসীদ্দ্বিজাধমঃ কশ্চিৎ ধর্ম্মকর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ। আগতস্তদ্গৃহে রাজন্ ব্রাহ্মণস্তৃষয়ান্বিতঃ। জলং মে দেহি বিপ্রেন্দ্র প্রার্থ্যতে বিনয়ান্বিতঃ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ। অন্নং নাস্তি জলং নাস্তি মদ্গৃহে নাস্তি চাসনম্। অন্যত্র গচ্ছ দুর্ব্বুদ্ধে জলং পিব যথেপ্সিতম্॥ তস্য পত্নী সুশীলা চ সুব্রতা চ পতিব্রতা। উবাচ স্বামিনং রাজন্ জলং দেহি দ্বিজাতয়ে॥ কিমর্থং ধনসম্পত্তিঃ কিমর্থঞ্চ গৃহাদিকম্। স্বকীয়োদরপূর্ত্তিশ্চ কুক্কুরস্যাপি বিদ্যতে॥ এবমুক্ত্বা তস্য পত্নী ব্রাহ্মণায় জলং দদৌ। তিথেরস্যাঃ প্রভাবেন তদ্দিনে চাক্ষয়া ভবেৎ॥ বৈশাখস্য সিতে পক্ষে তৃতীয়া যাক্ষয়া স্মৃতা। কদাচিদায়ুষঃ শেষে যমদূতঃ সমাগতঃ। ধৃত্বা পাশং গলে বদ্ধ্বা নীত্বা যমপুরং ততঃ॥ বিপ্র উবাচ। জলং মে দেহি ধর্ম্মজ্ঞ তৃষ্ণয়া পরিপীড়িতঃ। জলং দেহীতি শ্রুত্বা বৈ যমদূত উবাচ হ॥ ন দত্তং বারি বিপ্রেভ্যঃ কথং বা প্রাপ্যতে জলম্। ইত্যুক্ত্বা যমদূতশ্চ যমাগ্রে চ ন্যবেদয়ৎ॥ যম উবাচ। ত্যজৈনং দূত ধর্ম্মজ্ঞ অস্য পুণ্যফলং শৃণু। বৈশাখে শুক্লপক্ষস্য তৃতীয়ায়াং বিধানতঃ॥ অস্য পত্নী সুধর্ম্মজ্ঞা ব্রাহ্মণায় জলং দদৌ। তদ্দানলভ্যপুণ্যেন নরকঞ্চ নিবর্ত্ততে। অক্ষয়াং তিথিমাসাদ্য কিং কর্ত্তব্যং বদ প্রভো। যম উবাচ। স্নানং দানং তপো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃ-তর্পণম্॥ বিষ্ণুপূজা চ বিধিবত্তদক্ষয়মুদাহৃতম্॥ ত্বঞ্চ জন্মান্তরং প্রাপ্য বিষ্ণুং সংপূজ্য যত্নতঃ। ভুক্ত্বা মনোরথান্ ভোগান্ বিষ্ণুলোকমবাপ্স্যসি॥ যা চাক্ষয়া তিথিঃ প্রোক্তা তত্র বিষ্ণুপূজং শুভম্। তদ্বিধানং মহারাজ বদস্ব ময়ি সুব্রত॥ যম উবাচ॥ বৈশাখস্য সিতে পক্ষে তৃতীয়ায়াং দ্বিজোত্তম।

বিষ্ণুমভ্যর্চ্চ্য বিধিবৎ বৎসরান্তে সমাচরেৎ॥ সম্পূর্ণে চ ব্রতে তত্র প্রতিষ্ঠামাচরেত্ততঃ। এবমুক্ত্বা ধর্ম্মরাজস্তত্রৈবান্তরধীয়ত। ততো জন্মান্তরং প্রাপ্য স বিপ্রো বৈষ্ণবোঽভবৎ। ধর্ম্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ বিবেকী দানতৎপরঃ॥ জাতিস্মরা দয়াশীলা তস্য ভার্য্যা চ সাভবৎ। অক্ষয়ায়াং ব্রতং কৃত্বা সপত্নীকো দিবং যযৌ॥ ব্রতস্যাস্য প্রভাবেণ বিষ্ণুবল্লভতামিয়াৎ। এবং করোতি যা নারী নরো বাপি সুসংযতঃ। ইন্দ্র-লোকং সমাসাদ্য বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥ ইতি ভবিষ্যপুরাণোক্তা অক্ষয়তৃতীয়া-ব্রতকথা সমাপ্তা॥

অতঃপর ব্রতের দক্ষিণা করিবে। যথা,—অদ্যেত্যাদি কৃতৈতদক্ষয়তৃতীয়াব্রতাঙ্গভূতসলক্ষ্মীকবাসুদেবপূজা কর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামেতদ্রজতখণ্ডমর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদে।

রম্ভাতৃতীয়া ব্রত।

জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লতৃতীয়াতে রম্ভাতৃতীয়া ব্রত করিবে। ভবিষ্য পুরাণে কথিত হইয়াছে,—জৈষ্ঠী শুক্লা তৃতীয়াতে এই ব্রত অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহার প্রয়োগ যথা,—

প্রথমে পূর্ব্ববৎ স্বস্তিবাচনাদি করিয়া সঙ্কল্প করিবে।—বিষ্ণুর্নমোঽদ্য জ্যৈষ্ঠে মাসি শুক্লে পক্ষে তৃতীয়ায়ান্তিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকদেবী সৌভাগ্যসন্ততিপ্রাপ্তিকামা অদ্যারভ্য বৎসরং যাবৎ প্রতিমাসীয় শুক্লতৃতীয়ায়াং গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজারূপ রম্ভাতৃতীয়াব্রতোপবাসকথাশ্রবণকর্ম্মাহং করিষ্যে।

অতঃপর সূক্ত মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক সামান্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস ও করাঙ্গন্যাসাদি করিয়া গণেশাদি দেবতাগণের পূজা করিবে। পরে দুর্গা দেবীর পূজা করিবে। ধ্যান যথা,—ওঁ কাত্যায়নীং দশভুজাং মহিষাসুরমর্দ্দিনীং। সিংহোপরি স্থিতাং দেবীং ত্রিনেত্রাং বরদাং শুভাং।” এই ধ্যান পাঠ করিয়া তত্তদ্দ্রব্যাদি দ্বারা পূজা করিবে। অনন্তর কথাশ্রবণ করিবে।

ব্রত কথা।

ব্রহ্মোবাচ। রম্ভাতৃতীয়াং বক্ষ্যে চ সৌভাগ্যশ্রীসুতাদিদাম্। মার্গশীর্ষে সিতে পক্ষে তৃতীয়ায়ামুপোষিতঃ। গৌরীং যজেদ্বিল্বপত্রৈঃ সর্ব্বসৌভাগ্যদায়িনীম্॥ কদম্বাদো গিরিসুতাং পৌষে কুরুবকৈর্যজেৎ। কর্পূরাদঃ কুশরাদো মল্লিকাদন্তকাষ্ঠকৃৎ॥ মাঘে সুভদ্রা কহ্লারৈর্ম্মতাশো মণ্ডকপ্রদঃ। গীতিমযং দন্তকাষ্ঠং ফাল্গুনে গোমতীং যজেৎ। কুন্দৈঃ কৃত্বা দন্তকাষ্ঠং জীবাশঃ সষ্কুলীপ্রদঃ।

বিশালাক্ষীং দমনকৈশ্চৈত্রে কাশায়নপ্রদঃ। দধিপ্রাশো দন্তকাষ্ঠো নাগরং শ্রীমুখীং যজেৎ। বৈশাখে কর্ণিকারৈশ্চ অশোকাশো বরপ্রদঃ। ঔড়ুম্বরং দন্তকাষ্ঠং তগর্য্যাঃ শ্রাবণে প্রিয়ম্। দন্তকাষ্ঠং স্বর্ণশাকঃ ক্ষীরদো হ্যুত্তমাং যজেৎ। পদ্মৈর্যজেৎ ভাদ্রপদে শৃঙ্গদাশো গুণাদিদঃ। রাজপুত্রীঞ্চাশ্বযুজি জবাপুষ্পৈশ্চ জীবকা। প্রাশয়েন্নিশি নৈবেদ্যকৃশরৈঃ কার্ত্তিকে যজেৎ। জাতিপুষ্পৈঃ পদ্মজাঞ্চ পঞ্চগব্যাশনৈর্যজেৎ। ঘৃতৌদনঞ্চ বর্ষান্তে সপত্নীকান্ দ্বিজান্ যজেৎ॥ উমামহেশ্বরং পূর্ব্বং লবণে তু গুড়ে স্থিতম্। বস্ত্রচ্ছত্রসুবর্ণাদ্যৈ রাত্রৌ চ কৃতজাগরঃ। গীতবাদ্যৈর্যজেৎ প্রাতর্গবাদ্যং সর্ব্বমাপ্নুয়াৎ। ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বিধিমুখনির্গতরম্ভাতৃতীয়াব্রতকথা সমাপ্তা।

অতঃ '' দক্ষিণান্ত করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে।

হরিতালিকা ব্রত।

এই ব্রত ভাদ্রমাসের হস্তানক্ষত্রযুক্তা শুক্লা তৃতীয়াতে করিতে হয়। স্ত্রীগণ আজীবনকাল এই ব্রত আচরণ করিবে। যদি ইহার অনুষ্ঠান না করিয়া ভাদ্র শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে ভোজন করে, তবে সে সপ্তজন্ম পর্য্যন্ত বন্ধ্যা ও প্রতিজন্মে বিধবা হয়। *

ব্রত পূর্ব্বদিন, সংযম করিয়া ব্রতদিবসে উপবাস করত তৎপর দিবস ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া পরে স্বয়ং পারণ করিবে। ব্রতদিবসে শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া স্বস্তিবাচন করিয়া "সূর্য্যঃ সোমো" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত সঙ্কল্প করিবে। যথা,—

বিষ্ণুর্নমোঽদ্য ভাদ্রে মাসি শুক্লে পক্ষে হস্তানক্ষত্রযুক্ত তৃতীয়ায়াস্তিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকদেবী ভবানীশঙ্করপ্রীতিকামা গণেশাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বকহরিতালিকাব্রতমহং করিষ্যে।

অনন্তর সূক্ত পাঠ করিয়া সামান্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধি, ভূত শুদ্ধি, ষড়ঙ্গন্যাস ও মাতৃকান্যাস করিয়া বালুকারাশির উপর শিব ও দুর্গা প্রতিমা স্থাপন করত যথাবিধানে গণেশাদি দেবতাগণের পূজা করিয়া, ভবানী-শঙ্করের ধ্যান করিবে। যথা, ওঁ দেবং পঞ্চবক্ত্রং চতুর্ভুজং চন্দ্রচূড়ং বৃষারূঢ়ং। অস্থিমালাধরং নাগযজ্ঞোপবীতিনং ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরধরং। দেবীং ত্রিনেত্রাং পদ্মকিরীটাং রক্তবস্ত্র-

* নারী ভাদ্রতৃতীয়ায়া মাহারং কুরুতে যদি।
সপ্তজন্ম ভবেদ্বন্ধ্যা বৈধব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ॥ পদ্মপুরাণম্।

পত্নীধানাং সিংহারূঢ়াং চতুর্ভুজাং। নানাভরণোজ্জ্বলাং শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরাং॥" এইরূপ ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা করত বিশেষার্ঘ্য স্থাপনানন্তর পুনরায় ধ্যান করিয়া আবাহন করিবে। যথা,—

"এহ্যেহি ভগবন্ দেব পার্ব্বত্যা সহিত প্রভো। বালুকাবিহিতে স্থিত্বা পূজাং গৃহ্ণ প্রসীদ মে॥" পরে যথা শক্তি উপচারে পূজা করিবে। পূজার মন্ত্র যথা,—ওঁ শিবায়ৈ সর্ব্বমঙ্গল্যে শিবরূপে নমোঽস্তু তে। শিবে সর্ব্বপ্রদে দেবি শিবরূপে নমোঽস্তু তে॥ শিবরূপে, নমস্তুভ্যং শিবায়ৈ সততং নমঃ। নমস্তে ব্রহ্মরূপিণ্যৈ জগদ্ধাত্র্যৈ নমো নমঃ॥ সংসারভীতিবিচ্ছেদৈস্ত্রাহি মাং সিংহবাহিনি। যস্মিন্ গেহে ময়া দেবি অর্চ্চিতাসি মহেশ্বরি। রাজ্য-সৌভাগ্যদে দেবি প্রসন্না ভব পার্ব্বতি॥ ভবানীশঙ্করাভ্যাং নমঃ।" এই মন্ত্র দ্বারা পূজা করিয়া অষ্টশক্তির পূজা করিবে। * যথা,—

"ওঁ প্রভায়ৈ নমঃ" এবং মায়ায়ৈ, জয়ায়ৈ, সূক্ষ্মায়ৈ, বিশুদ্ধায়ৈ, নন্দিন্যৈ, সুপ্রভায়ৈ, এবং বিজয়ায়ৈ। পরে পুষ্পাঞ্জলিত্রয় প্রদান করিয়া, নমস্কার করিয়া কথা শ্রবণ করিবে।

ব্রতকথা,—কৈলাসশিখরে রম্যে গৌরী পৃচ্ছতি শঙ্করম্। গুহ্যাদ্গুহ্যতরং গুহ্যং কথয়স্ব মহেশ্বর॥ সর্ব্বেষাং সারধর্ম্মঞ্চ স্বল্পায়াসং মহৎ ফলম্। প্রসন্নো যদি মে নাথ তদা ব্রূহি মমাগ্রতঃ॥ কেন বা ত্বং ময়া প্রাপ্তস্তপোদানব্রতেন বা। অনাদিনিধনো দেব কর্ত্তৃত্বেন জগৎপ্রভুঃ॥ ঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি তবাগ্রে ব্রতমুত্তমম্। গুহ্যঞ্চ মম সর্ব্বস্বং কথয়ামি তব প্রিয়ে। যথা উড়ুপতিশ্চন্দ্র উগ্রাণাং ভানুরুত্তমঃ। বর্ণানাঞ্চ যথা বিপ্রো দেবানাং বিষ্ণুরুত্তমঃ॥ নদীনাঞ্চ যথা গঙ্গা পুরাণানাঞ্চ ভারতম্। বেদানাঞ্চ যথা সাম ইন্দ্রিয়াণাং মনো যথা॥ পুরাণং বেদসর্ব্বস্বমাগমেন যথোদিতম্। একাগ্রেণ শৃণুষ্বেদং যথা দৃষ্টং ব্রতং শুভম্॥ যস্য পুণ্যপ্রভাবেণ ত্বং মাং প্রাপ্তবতী প্রিয়ে॥ তৎসর্ব্বং কথয়িষ্যামি যথা দৃষ্টং পুরা ব্রতম্। ভাদ্রে মাসি সিতে পক্ষে তৃতীয়া হস্তসংযুতা॥ তস্যানু-ষ্ঠানমাত্রেণ সর্ব্বপাপাৎ প্রমুচ্যতে। শৃণু দেবি ত্বয়া পূর্ব্বং মাং যদ্ধ্যাত্বা কৃতং ব্রতম্। তৎসর্ব্বং কথয়িষ্যামি যথা দৃষ্টং হিমাচলে॥ পার্ব্বত্যুবাচ। কথং কৃত্যং ময়া পূর্ব্বং ব্রতানাং ব্রতমুত্তমম্ তৎ সর্ব্বং কথয়েঃ সত্যং মৎসমীপে মহেশ্বর॥ তৎসর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বৎসকাশাৎ পুরা ব্রতম্॥ ঈশ্বর উবাচ॥ অস্তি তত্র

---

* প্রভা মায়া জয়া সূক্ষ্মা বিশুদ্ধা নন্দিনী তথা।
সুপ্রভা বিজয়া চৈব শক্তয়োঽষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ"

মহাদেবি হিমবান্নগ উত্তমঃ। নানাভূমিসমাকীর্ণো নানাক্রমলতাকুলঃ॥ নানা-পক্ষিসমাযুক্তো নানামৃগবিচিত্রিতঃ। তত্র দেবাশ্চ গন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধচারণগুহ্যকাঃ॥ হিমবাংশ্চ সুসম্পন্নো গন্ধর্ব্বৈ গীততৎপরৈঃ। স্ফটিকৈঃ কাঞ্চনৈঃ শৃঙ্গৈর্মণিবৈদূর্য্য-ভূষিতৈঃ। বিরাজমানৈঃ শিখরৈস্তথা বৃক্ষৈঃ সমন্বিতঃ। সুবর্ণবেদীরচিতো দিব্য-ধ্বজবিচিত্রিতঃ। অপ্সরোগীতনৃত্যৈশ্চ শোভিতো যো নগেশ্বরঃ। তত্রোগ্রং পার্ব্বতী বালা আচরন্তী মহত্তপঃ। অব্দদ্বাদশসম্পূর্ণং ধূমপানমধোমুখী। সংবৎসরে চতুঃষষ্টিপক্কপর্ণাশনং ত্বয়া। মাঘে মাসি জলে মগ্না বৈশাখে চাগ্নিসেবিনী। শ্রাবণে চ বহির্ব্বাস অন্নপানবিবর্জ্জিতা। দৃষ্ট্বা তাং জনকস্তে বৈ চিন্তয়া দুঃখি-তোহভবৎ। কস্মৈ দেয়া চ মে কন্যা ইতি চিন্তাপরোহভবৎ। যৌবনস্থা-তিচার্ব্বঙ্গী দেবস্থাপি চ দুর্ল্লভা। মধ্যেষপি ময়া দেবব্রহ্মবিষ্ণুভবাদিষু। তস্যৈবং চিন্তমানস্য নারদো মুনিরায়যৌ। তত্রার্ঘ্যং বৈষ্ণবং পাদ্যং নারদায় দদৌ গিরিঃ। নমস্কৃত্বাসনং দত্ত্বা কুশলান্যবদত্তদা॥ হিমবানুবাচ। কিমর্থমাগতো দেব উচ্যতাং মুনিসত্তম। মম ভাগ্যেন সঞ্জাতং তব চাগমনং মুনে। নারদ উবাচ। হিমবন্ শৃণু মে কার্য্যং বিষ্ণুনা প্রেষিতো হ্যহম্। কন্যার্থং চাগতো হ্যত্র তব পার্শ্বে হিমাচল। বিষ্ণুনা প্রার্থ্যতে কন্যা তব যা বর্ত্ততেহধুনা। বিষ্ণবে দীয়তাং কন্যা চাস্মাকং রোচতে বরম্। যোগ্যং যোগ্যায় দাতব্যং কন্যারত্নমিদং ত্বয়া। বাসুদেবসমো নাস্তি ব্রহ্মা শক্রো মহেশ্বরঃ। শ্রিয়ৈ কন্যা প্রদাতব্যা দীয়তাং যদি রোচতে। হিমবানুবাচ। বাসুদেব-সমো নাস্তি কন্যাং প্রার্থয়তে পুনঃ। তদা ময়া প্রদাতব্যা ত্বয়া চোক্তা বিশেষতঃ। হিমাদ্রের্বচনং শ্রুত্বা বৈকুণ্ঠং নারদো যযৌ। পীতাম্বরধরং দেবং শঙ্খচক্রগদাম্বুজম্। কৃতাঞ্জলি-পুটোভূত্বা মুনীন্দ্রঃ প্রত্যভাষত। শৃণু দেব মহৎ কার্য্যং বৈবাহিক-পরো ভব। হিমবানব্রবীদ্বাক্যং তৎসর্ব্বং শ্রূয়তাং মম। ইয়ং কন্যা ময়া দেয়া দেবায় খলু বিষ্ণবে। ইত্যুক্ত্বা বাসুদেবং তং তস্মাচ্চ নারদো বিভুম্। তত্রৈব পার্ব্বতী বালা আচরন্তী মহত্তপঃ। হিমবৎপুরিতে স্বর্গে জ্ঞাপিতে চ বিচিত্রিতে। তদগ্রে পার্ব্ব-তী বালা পিতুরঙ্কং সমাশ্রিতা। অথ শ্রুত্বাপি তদ্বাক্যং পার্ব্বতী দুঃখিতাভবৎ। দুঃখভারাতিসন্তপ্তাং সখী তাং পর্য্যপৃচ্ছত॥ সখ্যুবাচ। দেবি ত্বং দুঃখিতা কস্মাৎ সত্যং ব্রূহি বরাননে। ভদ্রং পশ্যামি তে ভদ্রে করিষ্যেহহং ন সংশয়ঃ॥ পার্ব্বত্যুবাচ। ময়া যচ্চিন্তিতং কার্য্যং তত্তাতেন বৃথা কৃতম্। তস্মাদ্দেহপরিত্যাগং করিষ্যেহহং ন সংশয়ঃ। পার্ব্বতীবচনং শ্রুত্বা সখী বচনমব্রবীৎ। পিতা যচ্চ ন জানাতি গমিষ্যামি চ তদ্বনম্। ইত্যেবং সম্মতং কৃত্বা গতা সখ্যা মহাবনম্।

পিতা নিবারয়ামাস হিমবাংস্ত গৃহে গৃহে। কৈর্ব্বা নীতা হি সা বালা দেবদানবকিন্নরৈঃ। নারদাগ্রে কৃতং সত্যং কিং দাস্যে গরুড়ধ্বজে। ইত্যেবং চিন্তয়ামাস মূর্চ্ছয়া পতিতো ভুবি। হাহা কৃত্বা ততো লোকাঃ প্রধাবন্তো গিরিং প্রতি। কিমর্থং পতিতস্ত্বং হি কথয়স্ব মহাগিরে। গিরিঃ সংপ্রাহ দুঃখেন কন্যা কেনাপি মে হৃতা। দষ্টা বা কালসর্পেণ সিংহব্যাঘ্রেণ বা হতা। ন জানে ক গতা গৌরী কেন দুষ্টেন বা হৃতা। সকম্পশোকসন্তপ্তো বাতেনেব যথা তরুঃ। গিরির্বনাদ্বনং যাতস্ত্বদালোকনকারণাৎ। ত্বং গতাসি বনং ঘোরং নির্জ্জনং ভয়সঙ্কুলম্। ব্যাঘ্রসিংহগজক্রোড়মৃগপক্ষিগণাকুলম্। দৃষ্ট্বা তত্র সমাগমা তস্যাস্তীরেষু মধ্যমে। উপবিষ্টা সদা সার্দ্ধমন্নাহারবিবর্জ্জিতা। বালুকাভিঃ কৃতা মূর্ত্তিঃ পার্ব্বত্যা সহিতস্য মে। মাসি ভাদ্রপদে চৈব তৃতীয়া হস্তসংযুতা। অস্যাস্তু পূজনং কৃত্বা ফলপুষ্পৈঃ সচন্দনৈঃ। নৈবেদ্যং কল্পয়িত্বা তু নমস্কৃত্য মহেশ্বরম্। বংশপাত্রত্রয়ং কৃত্বা পকান্নেন প্রপূরিতম্। বস্ত্রেণ চ সমাযুক্তং সপ্তধান্যসমন্বিতম্। একং বিপ্রায় দাতব্যং দক্ষিণাভিঃ সমন্বিতম্। তত্র গীতেন বাদ্যেন রাত্রৌ জাগরণং কৃতং। তেন ব্রতপ্রভাবেণ চিত্তঞ্চ চলিতং মম। সংপ্রাপ্য দেবি তত্রৈব যত্র ত্বং সখিভিঃ সহ। প্রসন্নোঽস্মি ময়া প্রোক্তং বরং বরয় সুব্রতে॥ পার্ব্বত্যুবাচ। যদি দেব প্রসন্নোঽসি ভর্ত্তা ভবতু মে হরঃ। তথেত্যুক্ত্বা ময়া দেবি কৈলাসাৎ পুনরাগতং। ততঃ প্রভাতে সম্প্রাপ্তে নদ্যাং কৃত্বা বিসর্জ্জনং। পারণঞ্চ কৃতং তত্র সখ্যা সার্দ্ধং ত্বয়া শুভে। তত্রৈব ত্বং প্রসুপ্তাসি সখ্যা সার্দ্ধং বরাননে। হিমবানপি তং দেশমাজগাম ঘনং বনম্। চতুরাশা নিরীক্ষংস্থ বিহ্বলঃ পতিতো ভুবি। দৃষ্ট্বা তত্র নদীতীরে প্রসুপ্তং কন্যকাত্রয়ম্। তাসাং সমীপমাগত্য রোদনং কৃতবান্ গিরিঃ। সিংহব্যাঘ্রাদিসংযুক্তং কিমর্থং বনবাসিনী। পার্ব্বত্যুবাচ। শৃণু তাত ময়া জ্ঞাতং ত্বং দাস্যসীশ্বরায় মাং। তদন্যথা কৃতং তাত তেনাহং বনমাগতা। তথেত্যুক্ত্বা হিমবতা নীতা সা চ গৃহং প্রতি। ততো দত্তা ত্বমস্মাকং কৃত্বা বৈবাহিকং বিধিং। তেন ব্রতপ্রভাবেণ সৌভাগ্যং সাধিতং ত্বয়া। অদ্যাপি ব্রতরাজস্য কস্যাপি ন নিবেদিতম্। তেন তু ব্রতরাজস্য বিধিরেষ প্রচোদিতঃ। আলিভির্হরিতা যস্মাত্তস্মাৎ সা হরিতালিকা॥ পার্ব্বত্যুবাচ। নামেদং কথিতং দেব বিধিং ব্রূহি মম প্রভো। কিং পুণ্যং কিং ফলং তস্যাঃ কেন বা ক্রিয়তে ব্রতম্॥ ঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি প্রযত্নেন যদি সৌভাগ্যমিচ্ছসি। তোরণাদি প্রকর্ত্তব্যং কদলীস্তম্ভমণ্ডিতম্। আচ্ছাদ্য পট্টবস্ত্রৈশ্চ নানাবর্ণৈর্বিচিত্রিতম্। চন্দনেন

সুগন্ধেন লেপয়েদিহ মণ্ডপম্। পুষ্পমালা প্রদাতব্যা নানাপুষ্পৈর্বিনির্ম্মিতা। শঙ্খভেরীমৃদঙ্গাংশ্চ বাদয়েদ্বহুভির্নরৈঃ। নানামঙ্গলগীতঞ্চ কর্ত্তব্যং মম সদ্মনি। স্থাপয়েদ্বালুকাপিণ্ডং পার্ব্বত্যা সহিতস্য মে। পূজয়েদ্বহুভিঃ পুষ্পৈঃ সুগন্ধৈশ্চ তথোত্তমৈঃ। ধূপদীপাদিকং কুর্য্যাদারত্রিকং তথৈব চ। ততস্তু ঘৃতপক্বান্নং নৈবেদ্যং তত্র দাপয়েৎ। ফলানি বীজজাতানি প্রদাতব্যানি যত্নতঃ। পূগীফলং সতাম্বূলং কর্পূরেণ চ সংযুতম্। আজিফলং লবঙ্গাদি গন্ধঞ্চৈব প্রদাপয়েৎ। সর্ব্বং তত্র প্রক্ষিপ্যাথ মন্ত্রেণানেন পূজয়েৎ। শিবায়ৈ সর্ব্বমঙ্গল্যে শিবরূপে নমো নমঃ। শিবে সর্ব্বপ্রদে দেবি শিবরূপে নমোঽস্তু তে। শিবরূপে নমস্তুভ্যং শিবায়ৈ সততং নমঃ। নমস্তে ব্রহ্মরূপিণ্যৈ জগদ্ধাত্র্যৈ নমো নমঃ। সংসারভীতিবিচ্ছেদাত্রাহি মাং সিংহবাহিনি। যস্মিন্ গেহে ময়া দেবি অর্চ্চিতাসি মহেশ্বরি। রাজ্যসৌভাগ্যদে দেবি প্রসন্না ভব পার্ব্বতি। মন্ত্রেণানেন ভো দেবি পূজয়েত্বাং ময়া সহ। কথাং শ্রুত্বা বিধানেন স্থাপ্যং সর্ব্বং নিবেদয়েৎ। বংশপাত্রত্রয়ং কৃত্বা ঘৃতপক্বান্নপূরিতম্। দক্ষিণাং বস্ত্রসহিতামাচার্য্যায় প্রদাপয়েৎ। ব্রাহ্মণায় চ দাতব্যং বস্ত্রধেনুহিরণ্যকম্। অন্যেভ্যো দাপযেৎ দানং স্ত্রীণামাভরণং তথা। কথাং শ্রুত্বা পুনর্দ্দেবি সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। সপ্তজন্ম ভবেদ্রাজ্যমবৈধব্যং পুনঃপুনঃ। স্বকুল্যায় চ দাতব্যং ফলপুষ্পাদিদীপকম্। কৃত্বা জাগরণং সম্যগ্দত্ত্বা দানানি ভূরিশঃ॥ কৃত্বা ব্রতেশ্বরং দেবি সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। সৌভাগ্যং লভতে পুণ্যং দারিদ্র্যঞ্চ বিনশ্যতি। নারী ভাদ্রতৃতীয়াযামাহারং কুরুতে যদি। সপ্ত জন্ম ভবেদ্বন্ধ্যা বৈধব্যঞ্চ পুনঃপুনঃ। দারিদ্র্যং পুত্রশোকঞ্চ কর্কশা দুঃখভাগিনী। বসতে নরকে ঘোরে নোপবাসং করোতি যা। কাঞ্চনে রজতে তাম্রে তথা মৃন্ময়ভাজনে। দ্রব্যং দদ্যাৎ পুরোদেব্যাঃ পশ্চাৎ কুর্য্যাচ্চ পারণম্। এবং বিধিং যা কুরুতে চ নারী ত্বয়া সমানা রমতে চ ভক্ত্যা। ভোগাননেকান্ ভুবি ভুজ্যমানা সাযুজ্যমুক্তিং লভতে সুখানি। অশ্বমেধসহস্রস্য বাজপেয়শতস্য চ। কথাশ্রবণমাত্রেণ তুল্যং ফলমবাপ্নুয়াৎ। এতত্তে কথিতং দেবি যুবতিব্রতমুত্তমম্। কোটিযজ্ঞকৃতং পুণ্যমস্যানুষ্ঠানমাত্রতঃ॥ ইতি পদ্মপুরাণে হরিতালিকাব্রতকথা সমাপ্তা॥

অনন্তর দক্ষিণা দান করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবে।

উমাচতুর্থীব্রত।

জ্যৈষ্ঠ-শুক্ল-চতুর্থ্যাঞ্চ জাতা পূর্ব্বমুমা সতী। তস্মাৎ সা তত্র সংপূজ্যা

স্ত্রীভিঃ সৌভাগ্য-দায়িনী॥ জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা চতুর্থীতে উমার জন্ম হয়। সেই কারণে স্ত্রীগণ সৌভাগ্যবৃদ্ধির জন্য ঐ দিনে উমার পূজা করিবে। প্রথমে আসনোপবিষ্ট হইয়া আচমন করিয়া স্বস্তিবাচনাদি করিয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা,—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য জ্যৈষ্ঠে মাসি শুক্লে পক্ষে চতুর্থ্যাস্তিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী সৌভাগ্যবৃদ্ধিকামা গণপত্যাদি নানাদেবতাপূজাপূর্ব্বক উমা পূজোপবাসকর্ম্মাহং করিষ্যে।"

পরে স্বশাখোক্ত সূক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া সামান্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধি ও ভূত-শুদ্ধি ও প্রাণায়ামাদি করত গণেশাদি দেবতাগণের পূজাপূর্ব্বক "ওঁ স্বুবর্ণ-সদৃশীং গৌরীং ভুজদ্বয়সমন্বিতাং। লীলারবিন্দং বামেন পাণিনা বিভ্রতীং সদা। সুশুক্লং চামরং ধৃত্বা ভর্গস্যাঙ্গে চ দক্ষিণে॥ বিন্যস্য দক্ষিণং হস্তং তিষ্ঠন্তীং পরিচিন্তয়েৎ।" এই প্রকারে উমাদেবীকে ধ্যান করিয়া যথাশক্তি উপচারে পূজা করিয়া পুষ্পাঞ্জলিত্রয় প্রদানপূর্ব্বক জপ ও প্রণাম করিবে।

মানচতুর্থীব্রত।

আশ্বিনমাসের শুক্লা চতুর্থীতে নারীগণ মানচতুর্থীব্রত আরম্ভ করিয়া, চারি বৎসর আচরণপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা করিবেন।

দুইটী অচ্ছিন্ন মানপত্র (কচুবিশেষ) লইয়া একপত্রে সুবর্ণময়ী পার্ব্বতীর ও অপরপত্রে রৌপ্যনির্ম্মিত হরমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পূজা করিবে। পূজাসমা-পনান্তে ব্রতকারিণী হবিষ্যান্ন ভোজন করিবেন। প্রতিষ্ঠার সময় মানপত্রে সুবর্ণ নির্ম্মিত হরপার্ব্বতীর পূজা করিবে।

পূজাক্রম যথা,—পূর্ব্বদিবসে একবার হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া, পরদিন নিত্যক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক সূর্য্যার্ঘ্যদান করিয়া গণেশ, শিবাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্পাল, মৎস্যাদি দশাবতার প্রভৃতি দেবতা-গণের গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিয়া, স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক "সূর্য্যঃ সোমো ইত্যাদি পাঠ করিবে। যথা,—

"বিষ্ণুরোম্ আশ্বিনে মাসি শুক্লে পক্ষে চতুর্থ্যাস্তিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী পুত্রপৌত্রাদ্যনবচ্ছিন্ন-সন্ততিমদৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তিপূর্ব্বকমানপ্রাপ্তিকামা অদ্যারভ্য চতুর্বর্ষং যাবৎ প্রতিবর্ষীয়াশ্বিনশুক্লচতুর্থ্যাং গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বক-গৌরী-শিব-পূজা কথাশ্রবণ ভোজ্যোৎসর্গরূপমানচতুর্থীব্রতমহং করিষ্যে"

এইরূপ সংকল্প করিয়া সূক্ত পাঠ, আসনশুদ্ধি ও ভূতশুদ্ধ্যাদি করিয়া গৌরীপূজা করিবে। ধ্যান যথা,—

"ওঁ গৌরীং রত্ননিবদ্ধনূপুররণৎপাদাম্বুজামিষ্টদাং কাঞ্চীং রত্নদুকূলহারনিনদাং নীলাং ত্রিনেত্রোজ্জ্বলাম্। শূলাদ্যস্ত্রসহস্রমণ্ডিতভুজামুদ্বৃত্ততুঙ্গস্তনীমাবদ্ধামৃতরশ্মিরত্নমুকুটাং বন্দে মহেশপ্রিয়াম্॥"

এইরূপ ধ্যান করত মানসোপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ধ্যান করত যথাশক্তি উপচারে গৌরীর পূজা করিয়া শিবের পূজা করিবে। অনন্তর ঈশান, তৎপুরুষ, অঘোর, বামদেব, সদ্যোজাত, নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা, শান্তি, অনন্ত, সূক্ষ্ম, একনেত্র, একরুদ্র, ত্রিমূর্ত্তি, শ্রীখণ্ড, শিখণ্ডিন্, উমা, চণ্ডেশ্বর, নন্দিন্, মহাকাল, গণেশ, বৃষ, ভৃঙ্গরীট, স্কন্দ, ইন্দ্র ও বজ্র প্রভৃতি আবরণদেবতাগণের পূজা করিয়া পরে কথা শুনিবে।

ব্রতকথা।—যুধিষ্ঠির উবাচ। ব্রতেন কেন ভগবন্ মাননীয়া ভবিষ্যতি। পুত্রিণী চ ভবেন্নারী কেন বারোগ্যমাপ্নুয়াৎ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। আশ্বিনে শুক্লপক্ষস্য যা তিথিঃ স্যাচ্চতুর্থিকা। মানদাত্রী তিথিঃ সা চ পুত্রিণী তদ্ব্রতেন চ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ॥ পুরা কেন ব্রতং চীর্ণং মর্ত্ত্যে কেন প্রকাশিতম্। পূজনং কস্য দেবস্য বিধানঃ বাপি কীদৃশম্॥ তৎসর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি তন্মে নিগদ সত্তম॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ॥ আসীৎ পুরা কৃতযুগে বশিষ্ঠো নাম বৈ দ্বিজঃ। তস্য পত্নী সমাখ্যাতা সুশীলা গুণশালিনী॥ কদাচিদতিহর্ষেণ মরীচেঃ সন্নিধিং গতা। প্রণম্য চ ঋষিং প্রাহ মান-প্রাপ্তি-ব্রতার্থিনী॥ ঋষিঃ সম্যগ্‌ব্রতং প্রাহ যৎ কর্ত্তব্যং বিধানতঃ॥ মরীচিরুবাচ॥ ঈশে মাসি সিতে পক্ষে চতুর্থী যা তিথিঃ শুভা। তস্যাং প্রপূজয়েদ্দেবীং শঙ্করঞ্চ তথৈব চ॥ যথোপপন্নজাতেন দ্রব্যেণ শ্রদ্ধয়ান্বিতা। মানপত্রদ্বয়ং নীত্বা নারী কুর্য্যাদ্‌ব্রতং মুদা॥ একপত্রে প্রযত্নেন পূজয়েদ্ধরপার্ব্বতীম্। অপরে তু হবিষ্যান্নং ভুঞ্জীত শ্রদ্ধয়ান্বিতা॥ ব্রতান্তে পূজয়েদ্দেবং স্বর্ণপত্রে বিশেষতঃ। ইহ লোকে সুখং প্রাপ্য মানিনী বহুপুত্রিণী। সা সর্ব্বকুলমুদ্ধৃত্য চান্তে যাতি শিবালয়ম্॥ ভবিষ্যোত্তরে মানচতুর্থী ব্রতকথা সমাপ্তা॥

অনন্তর দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবে।

ষট্‌পঞ্চমী ব্রত।

মাঘমাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে নারীগণ এই ব্রত আরম্ভ করিয়া ষড়্‌বর্ষ পর্য্যন্ত ব্রতাচরণ করিয়া প্রতিষ্ঠা করিবেন।

ব্রতের পূর্ব্বদিন হবিষ্যান্ন ভোজন ও তৎপর দিবস ব্রতাচরণ করিতে হয়। প্রথম দুই বৎসর অলবণ, তৎপর দুই বৎসর হবিষ্যান্ন ভোজন, তাহার পরে এক বৎসর ফলভোজন ও এক বৎসর উপবাস করিয়া উদ্‌যাপন করিবে।

প্রথমে নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে আচমন করত স্বস্তিবাচন করিয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা,—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য মাঘে মাসি শুক্লে পক্ষে পঞ্চম্যান্তিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী পুত্রপৌত্রাদ্যনবচ্ছিন্নবিপুল-ধন-ধান্যাদি-লাভ পূর্ব্বক বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তিকামা অদ্যারভ্য বর্ষষট্কং যাবৎ প্রতিমাসীয়-শুক্লপঞ্চম্যাং গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বকলক্ষ্মীবিষ্ণুপূজা কথা শ্রবণ-রূপ ষট্ পঞ্চমীব্রতমহং করিষ্যে।"

অনন্তর সঙ্কল্প সূক্ত পাঠ, আসনশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস ও ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি করিয়া গণেশ, শিবাদিপঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পাল-প্রভৃতি দেবতাগণকে পূজা করিবে। অনন্তর "ওঁ বিষ্ণুং শারদচন্দ্রকোটিসদৃশং" ইত্যাদি বিষ্ণুর ধ্যান (২৯ পৃ দেখ) করত পূজা করিয়া করাঙ্গন্যাসপূর্ব্বক লক্ষ্মীর ধ্যান করিবে। যথা,—

"ওঁ লক্ষ্মীং গৌরবর্ণাং দ্বিভুজাং নবযৌবনসম্পন্নাং পদ্মহস্তাম্ পদ্মনেত্রাং নানালঙ্কারভূষিতামভয়বরদাং হরিপ্রিয়াম্॥"

এইরূপ ধ্যান করিয়া হস্তস্থিত পুষ্প স্বীয় মস্তকে দিয়া মানসোপচারে পূজা করিয়া পুনর্ব্বার করাঙ্গন্যাস ও ধ্যান করিয়া শালগ্রামে বা ঘটে যথাশক্তি উপচারে পূজা করত তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া প্রণাম করিবে। যথা।—"লক্ষ্মীস্ত্বং সর্ব্বদেবানাং যথা বসসি নিত্যশঃ। স্থিরা ভব তথা দেবি মম জন্মনি জন্মনি॥ সর্ব্বভূতহিতার্থায় যথা নারায়ণে স্থিতা। তথা ত্বং পাহি মাং দেবি সর্ব্বলক্ষণসম্ভবে॥ লক্ষ্মীস্ত্বং সর্ব্বভূতানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে। যা গতিস্ত্বৎ-প্রপন্নানাং সা মে ভূয়াত্বদর্চ্চনাৎ॥ অনন্তর "ওঁ গোবিন্দায় নমঃ" এই ক্রমে কুবেরায়, কার্ত্তিকেয়ায়, গুরবে, কেশবায়, অনন্তায়, মাধবায়, গঙ্গায়ৈ, ইন্দ্রায়, ব্রহ্মণে, প্রদ্যুম্নায়, অনিরুদ্ধায়, দুর্গায়ৈ, শ্রীয়ৈ, সাবিত্র্যৈ, যমুনায়ৈ, হরয়ে, হরায়, বাসুদেবায়, অষ্টবসুভ্যঃ, সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যঃ, সর্ব্বাভ্যো দেবীভ্যঃ, এই সকল দেবতাগণের পূজা করিবে। অনন্তর ভোজ্যোৎসর্গ করিবে। (২৮২ পৃ দেখ)

অথ কথা।—লোমসন্তু মুনিশ্রেষ্ঠং বেদবেদাঙ্গপারগম্। দৃষ্ট্বৈতং সহ

শিষ্যৈশ্চ তপসা মণিপর্ব্বতে॥ পৌলস্ত্যস্তত্র গত্বা চ পপ্রচ্ছ মুনিসত্তমম্। কেন বা হেতুনা নারী নরাণাং দুর্লভা ভবেৎ॥ সৌভাগ্যং জায়তে কেন তন্মে কথয় বিস্তরাৎ॥ লোমশ উবাচ। ভদ্রং প্রশ্নতরঞ্চেদং পৌরাণিকমনুত্তমম্। শৃণ্বতাং পঠতাং নৃণাং সদ্যো দুরিতনাশনম্॥ শ্রূয়তাং মুনিশার্দ্দূল কথা পরমপাবনী। পুরা মধুবনে রম্যে নানাবৃক্ষসমাকুলে। নানাপক্ষিসমাকীর্ণে পিকভ্রমরনাদিতে। তত্রাসীদ্দেবদেবেশো মুরারিঃ প্রিয়য়া সহ। অথ তত্র শুভেঽরণ্যে নারদো ব্রহ্মণঃ সুতঃ। তীর্থযাত্রাপরিশ্রান্তো বেদবেদাঙ্গপারগঃ। পর্য্যটন্ বিবিধান্ লোকান্ মর্ত্ত্যলোকং সমাগতঃ॥ তত্রস্থঞ্চ মহাবৃক্ষমশ্বত্থং বহুশাখিনং। নারদঃ সমুপাগম্য বিশ্রামং কৃতবাংস্ততঃ॥ তস্যাধোঽতিশুভে স্থানে শীতলানিলসেবিতে। শয়ানং কমলাক্রোড়ে কৃষ্ণং দদর্শ নারদঃ॥ প্রদক্ষিণং ততঃ কৃত্বা প্রণম্য চ যথাবিধি। উবাচ বচনং কৃষ্ণং নারদো বিনয়ান্বিতঃ॥ নারদ উবাচ। ব্রতেন কেন দেবেশ ন নারী দুঃখভাগিনী। স্থিরাং লক্ষ্মীঞ্চ সৌভাগ্যং প্রাপ্নোতি কথয়স্ব মে॥ ততঃ পদ্মাং সমালোক্য কেশবো বাক্যমব্রবীৎ। অহং নিদ্রান্বিতো দেবি মুনয়ে কথ্যতাং ত্বয়া॥ লক্ষ্মীরুবাচ। ব্রতমস্তি মহাপুণ্যং স্বর্গীয়ং ভুবি দুর্লভম্॥ দেবপত্নী-কৃতং পূর্ব্বং স্বর্গাদৌ ব্রহ্ম-নির্ম্মিতম্। শ্রীপঞ্চমীব্রতং নাম সর্ব্বপাপহরং পরম্। তস্যানুষ্ঠানমাত্রেণ স্থিরাং লক্ষ্মীমবাপ্নুয়াৎ॥ নারদ উবাচ। বিধিনা কেন বা দেবি কিংবা তত্র প্রপূজয়েৎ। কিয়ৎকালঞ্চ কর্ত্তব্যং তন্মে ব্রূহি হরিপ্রিয়ে॥ লক্ষ্মীরুবাচ। মাঘে মাসি সিতে পক্ষে পঞ্চমী যা শুভা ভবেৎ। তস্যামারভ্য কর্ত্তব্যং যাবৎ ষড়্‌বৎসরো ভবেৎ। স্নপনং শীতলৈস্তোয়ৈর্দিব্য-গন্ধ-সমন্বিতৈঃ। পূজনং বিবিধৈঃ পুষ্পৈঃ ফলৈর্নানাবিধৈরপি॥ পূজয়েৎ বিবিধৈর্ভোগৈঃ পায়সৈঃ পিষ্টকৈস্তথা। সংবৎসরব্যতীতে তু অগ্নাবাহুতিভিশ্চ মাম্॥ আদ্যদ্বয়মলবণেন হবিষ্যেণ দ্বয়ন্তথা। ফলেনৈকেন কর্ত্তব্যমুপবাসৈঃ প্রতিষ্ঠয়েৎ॥ অনেন বিধিনা যা তু করোতি পঞ্চমীব্রতম্। সপ্তদ্বীপ-পতেঃ পত্নী সা ভবেৎ নাত্র সংশয়ঃ॥ মাঘে মাসি সিতে পক্ষে পঞ্চমী যা প্রকীর্ত্তিতা। তস্যাং পূজ্যা সদালক্ষ্মীঃ কমলা কমলোদ্ভবা। অবৈধব্যঞ্চ সৌভাগ্যং ধন সম্পত্তি-বর্দ্ধনম্। পুত্রপৌত্রং তথারোগ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ। শ্রীপঞ্চমীব্রতং নাম যা করিষ্যতি নিত্যশঃ। তস্যা গেহে স্থিরা লক্ষ্মীর্যথা নারায়ণে স্থিরা॥ মাঞ্চৈবারাধয়েন্নারী পঞ্চম্যাং শ্রদ্ধয়া সদা। গন্ধপুষ্পাদিনা চৈব স্থিরাং লক্ষ্মীমবাপ্নুয়াৎ॥ শচীব পুরুহূতস্য রতীব মদনস্য চ। রোহিণীব শশাঙ্কস্য যথা গৌরী হরস্য চ॥ অরুন্ধতী বশিষ্ঠস্য দ্রৌপদী পাণ্ডবস্য চ। যথাহং বাসুদেবস্য নিশ্চিতং সা তথা ভবেৎ॥ এবং যা কুরুতে

নারী পঞ্চমীব্রতমুত্তমম্। সা সপ্তকুলমুদ্ধৃত্য বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ইতি ভবিষ্য পুরাণোক্তা শ্রীপঞ্চমীব্রত-কথা ॥ অতঃপর দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবে।

ঋষিপঞ্চমীব্রত।

ভাদ্র শুক্লা পঞ্চমীতিথিতে এই ব্রত আরম্ভ করিয়া প্রতিবর্ষীয় ভাদ্র শুক্লা পঞ্চমীতে ব্রতাচরণ করিয়া সপ্তমবর্ষে ব্রত উদ্‌যাপন করিবে। চতুর্থীর দিন হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া পর দিবস ব্রতান্তে শাকাহার করিবে।

নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে শুদ্ধাসনোপবিষ্ট হইয়া স্বস্তি বাচনাদি করত সঙ্কল্প করিবে। যথা,—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য ভাদ্রে মাসি শুক্লে পক্ষে পঞ্চম্যান্তিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী রজস্বলাবস্থাকৃতভাণ্ডস্পর্শজন্যদোষোপশমনকামা শ্রীবিষ্ণু-প্রীতিকামা বা অদ্যারভ্য সপ্তবর্ষপর্য্যন্তং প্রতিবর্ষীয় ভাদ্রশুক্লপঞ্চম্যাং গণেশাদি নানাদেবতাপূজাপূর্ব্বকসপ্তঋষি পূজাভবিষ্যপুরাণোক্তকথাশ্রবণরূপ ঋষিপঞ্চমীব্রতমহং করিষ্যে।

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া সূক্ত পাঠ করত সামান্যার্ঘ্য স্থাপন, আসন-শুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি ও প্রাণায়ামাদি করিয়া গণেশ, শিবাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদিনবগ্রহ, ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পাল ও মৎস্যাদি দশাবতার প্রভৃতি দেবতাগণের পূজা করিয়া সপ্ত ঋষিগণের পূজা করিবে। যথা,—"ওঁ কশ্যপায় নমঃ" এই ক্রমে—অত্রয়ে, ভরদ্বাজায়, বিশ্বামিত্রায়, গৌতমায়, জমদগ্নয়ে, বশিষ্ঠায়, ইহাদের প্রত্যেকের যথাশক্তি উপচারে পূজা করিয়া পূর্ব্ববৎ বিষ্ণু ও লক্ষ্মী দেবীর (২৭২ পৃ দেখ) পূজা করিবে। তৎপর পূর্ব্ববৎ ভোজ্য উৎসর্গ করিয়া কথা শ্রবণ করিবে।

ব্রতকথা—শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ॥ শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি পঞ্চমী ঋষিসংজ্ঞিকা। কথয়িষ্যামি যাং কৃত্বা নারী পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। কীদৃশী পঞ্চমী কৃষ্ণ কথং বৈ ঋষিসংজ্ঞিকা। পাতকান্মুচ্যতে কস্মান্নারী যদুকুলোদ্ভব ॥ পাপানি চ বহূন্যত্র বিদ্যন্তে কিল কেশব। কৃপয়া ঋষি-পঞ্চম্যাং কস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। অজ্ঞানাজ্-জ্ঞানতো বাপি যা স্ত্রী ভাবদ্রজস্বলা। উপস্পৃশতি ভাণ্ডানি গৃহকর্ম্মণি সংস্থিতা। প্রাপ্নোতি সা মহৎপাপং মৃতে চ নরকং ব্রজেৎ। শৃণু তৎ কারণং যস্মাৎ বর্জ্জ্যা নারী রজস্বলা ॥ প্রোৎসার্য্য দূরতঃ সাপি চাতুর্ব্বর্ণ্যেন ভারত।

ব্রহ্মহত্যাং পুরা শক্রো বৃত্রং হত্বা মহাসুরং। তথা বৈ রাজশার্দ্দূল ব্রীড়িতো বৃত্রহত্যয়া॥ ব্রহ্মাণং সমুপাগচ্ছেদাত্মনঃ শুদ্ধিকারণাৎ। শুদ্ধিঞ্চ প্রার্থয়ামাস তদা শক্রঃ পিতামহাৎ॥ ততো দেবৈঃ সহ ব্রহ্মা ক্ষণং ধ্যাত্বা চকার বৈ। শুদ্ধিং শক্রস্য রাজেন্দ্র প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা॥ বিভজ্য ব্রহ্মহত্যাঞ্চ চতুর্দ্ধা চ চতুর্ম্মুখঃ। প্রক্ষিপ্য চ মহারাজ চতুঃস্থানেষু বৈ তদা॥ বহ্নৌ তু প্রথমা জ্বালা নদীষু পর্ব্বতেষু চ। তথা রাজন্ শিলামৃৎসু উষরে চৈব পার্থিব। ততো রজস্বলা নারী প্রোৎসার্য্য চ প্রযত্নতঃ। ব্রহ্মণঃ শাসনাৎ পার্থ চাতুর্ব্বর্ণ্যৈশ্চ ভারত॥ প্রথমেঽহনি চাণ্ডালী দ্বিতীয়ে ব্রহ্মঘাতিনী। তৃতীয়ে রজকী প্রোক্তা চতুর্থেঽহনি শুধ্যতি॥ অজ্ঞানাজ্ জ্ঞানতো বাপি জাতং সংসর্গপাতকম্। তস্য পাপস্য নাশার্থং কার্য্যেয়ং ঋষিপঞ্চমী॥ সর্ব্বপাপপ্রশমনী সর্ব্বোপদ্রবনাশিনী। ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিট্স্ত্রীভির্ব্রতং কার্য্যং প্রযত্নতঃ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। তথান্যদপি রাজেন্দ্র প্রবক্ষ্যামি কথান্তরম্। পুরাকৃতযুগে রাজা বিদর্ভায়াং বভূব হ॥ সেনজিন্নাম রাজর্ষিশ্চাতুর্বর্ণ্যস্য পালকঃ। তস্য দেশে বসদ্বিপ্রো বেদবেদাঙ্গপারগঃ। সুমিত্রো নাম রাজেন্দ্র সর্ব্বভূতহিতে রতঃ। ঋষিবৃত্তিঃ সদা স্বীয়ং কুটুম্বং পালয়ত্যসৌ॥ তস্য ভার্য্যা চ সাধ্বী চ পতিবাক্যপরায়ণা। জয়শ্রীর্নামতঃ খ্যাতা বহুভৃত্যসুহৃজ্জনা। সুচরিত্রা খলা ভৃত্যসর্ব্ববর্ণানপোষয়ৎ। জয়শ্রীরপি রাজেন্দ্র প্রাবৃট্ কালে সুমধ্যমা॥ ক্ষেত্রাদিনিরতাতীব ব্যাকুলীকৃতমানসা। একদা চাত্মনঃ প্রাপ্তং মৃত্যুকালং ব্যলোকয়ৎ॥ রজস্বলাপি সা রাজন্ গৃহকর্ম্ম চকার হ। ভাণ্ডাদীন্ স্পৃশতে পার্থ ঋতুপ্রাপ্তে তু ভামিনী॥ কালেন বহুনা পার্থ পঞ্চত্বং সমুপাগতা। তদ্ভর্ত্তা চৈব বিপ্রোঽসৌ কালধর্ম্মমুপেযিবান্॥ এবং তৌ দম্পতী রাজন্ স্বকর্ম্মবশগৌ তথা। ভার্য্যা তু তস্য বিপ্রস্য ঋতুসম্পর্কদোষতঃ॥ শুনীযোনিমনুপ্রাপ্তা সুমিত্রোঽপি নরেশ্বর। তস্যাঃ সম্পর্কদোষেণ বলিবর্দ্দো বভূব হ॥ সুমিত্রস্য সুতোঽপ্যাসীদ্ গুরুশুশ্রূষণে রতঃ। সুমতির্নাম ধর্ম্মাত্মা দেবতাতিথিপূজকঃ॥ তস্য তৌ পিতরৌ পার্থ ঋতুসম্পর্কদোষতঃ। তির্য্যগ্যোনিমনুপ্রাপ্তৌ কিঞ্চিৎ পুণ্যপ্রভাবতঃ। উভৌ জাতিস্মরৌ রাজন্ বভূবতুররিন্দম॥ সুতস্যৈব গৃহে মাতা জয়শ্রীঃ শুনকা তদা। আসিদ্রাজংস্তদা নিত্যং স্মরন্তী পূর্ব্বপাতকম্॥ স সুমিত্রোঽপি তাতস্তু সুমতেস্তু নরেশ্বর। নিত্যং লাঙ্গলকর্ষী চ বলীবর্দ্দো বভূব চ॥ ক্ষয়েঽহনি চ সংপ্রাপ্তে সুমতিঃ সুব্রতঃ পিতুঃ। ভার্য্যাং চন্দ্রবতী নাম্নীমুবাচ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ॥ অদ্য শ্রাদ্ধদিনং পিত্রোঃ কর্ত্তব্যং চারুহাসিনি। ভোক্তব্যং ব্রাহ্মণৈর্ভীরু পাকশুদ্ধির্বিধীয়তাং। তথা চ পাকশুদ্ধির্বৈ কৃতা

স্বভর্তৃশাসনাৎ। যুক্তং পায়সভাণ্ডে চ সর্পেণ গরলং বিভো॥ দৃষ্ট্বা ব্রহ্মবধাদ্ভীতা শুনীভাণ্ডং সমস্পৃশৎ। দ্বিজভার্য্যা চ তদ্দৃষ্ট্বা উল্মুকেন জঘান চ। পাকশুদ্ধিশ্চ রাজেন্দ্র ব্রাহ্মণী চ পুনঃ কৃতা। ততো ভুক্তেষু বিপ্রেষু আয়াতেষু নরাধিপ। উচ্ছিষ্টং হি প্রদত্তং ন শুনীস্পর্শসা দোষতঃ॥ চন্দ্রবত্যা নিপুণয়া নিক্ষিপ্তং ধরণীতলে। দ্বারস্থিতা যা চ শুনী উপবাসস্তদাকরোৎ॥ ততো নিশি প্রবৃত্তায়াং সা শুনী ক্ষুত্তৃষান্বিতা, বলীবর্দ্দমুপাগত্য ভর্ত্তারমিদমব্রবীৎ॥ বুভুক্ষিতাদ্য নাথাহং ন দত্তং ভোজনং মম। উচ্ছিষ্টং পূরিতং দ্বারি ক্ষুধা মাং পীড্যতে ধ্রুবম্। ততঃ প্রাহ স চানড্বান্ ভদ্রে পাপং ত্বয়া কৃতং। কিং করোমি ন শক্নোমি ভারবাহিত্বমাগতঃ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ॥ তয়োঃ সংবদতোরেবং মাতাপিত্রোর্নরাধিপ। শুশ্রাব সুমতির্বাক্যং শুন্যাশ্চ নিশি ভাষিতম্। ততো ধ্বজন্যাং তৎকালে তেন দত্তং সুভোজনম্। স্বমাতরং বিদিত্বা তু দত্তবান্ সুমতিস্তদা॥ ততোঽসৌ দুঃখিতঃ পুত্রো জ্ঞাত্বাবস্থাং তদা তয়োঃ। মাতাপিত্রোস্তু রাজেন্দ্র ততোঽসৌ প্রস্থিতো বনম্॥ জ্ঞাতুমিচ্ছন্ পূর্ব্বকৃতং মাতাপিত্রোশ্চ ভারত। তত্র গত্বা জ্ঞানবৃদ্ধান্নৃষীন্ পরমধার্ম্মিকান্॥ প্রণিপত্যাব্রবীদ্বাক্যং হিতকৈব তদা তয়োঃ॥ সুমতিরুবাচ। কেন কর্ম্মবিপাকেন পিতরৌ মে তপোধনাঃ। ইমামবস্থাং সংপ্রাপ্তৌ মোক্ষ্যেতে চ ততঃ কথং॥ ঋষয় উচুঃ। তব মাতা পুরা বিপ্র স্বগৃহে বালভাবতঃ। ঋতুপ্রাপ্তং বিদিত্বা তু সম্পর্কমকরোত্তদা। তেন কর্ম্মবিপাকেন শুনীযোনিমুপাগতা। পিতা সম্পর্কদোষেণ বলীবর্দ্দো বভূব হ। ত্বং তয়োর্মুক্তিকামার্থং কুরুষ ঋষিপঞ্চমীম্। ভার্য্যয়া সহ বিপ্রেন্দ্র ঋষীন্ সংপূজ্য যত্নতঃ। এবং ব্রতে কৃতে বিপ্র ঋষিপঞ্চমীসংজ্ঞিতে। মোক্ষ্যেতে পিতরৌ পাপাৎ পূর্ব্বজন্মসমুদ্ভবাৎ॥ সুমতিরুবাচ। কেনোপায়েন কর্ত্তব্যং কিং দানং কস্য পূজনম্॥ ঋষয় উচুঃ। নদ্যাদৌ চ সুসংস্নাত্বা ঋষীন্ সংপূজয়েদ্ধ্রুবম্॥ তাম্রপাত্রেষু সংস্থাপ্য শুভ্রবস্ত্রসমন্বিতম্। ষোড়শৈরুপচারৈশ্চ ঋষীন্ সংপূজ্য যত্নতঃ। শাকাহারশ্চ কর্ত্তব্যো নীবারৈঃ শ্যামকৈস্তথা॥ প্রাপ্তে ভাদ্রপদে মাসি শুক্লপক্ষে তু পঞ্চমীম্। ঋতুসম্পর্কদোষাত্তু মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। এতচ্ছ্রুত্বা চ সুমতিঃ পুনরপ্যাহ তানৃষীন্। কেন চাদৌ পুরা চীর্ণং ব্রতমেতন্মুনীশ্বরাঃ॥ প্রাপ্তঞ্চ কালমেতস্য ব্রতস্যাস্য সুভক্তিতঃ। বিধানং কীদৃশঞ্চাস্য তৎ সর্ব্বং ব্রূহি সত্তম॥ ঋষয় উচুঃ। শৃণু বিপ্র যথার্থং ত্বং পুরাবৃত্তং কথান্তরম্। শ্বেতাশ্বস্য চ সংবাদং ব্রহ্মণা সহ সুব্রত॥ শ্বেতাশ্ব উবাচ। শ্রুতানি

দেবদেবেশ ব্রতানি বিবিধানি চ। সাম্প্রতং মে সমাচক্ষ্ব সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্॥ ব্রহ্মোবাচ। শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি ব্রতানাং ব্রতমুত্তমম্। ঋষিপঞ্চমীতি বিখ্যাতা সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী। যেন চীর্ণেন রাজেন্দ্র নরকং নৈব পশ্যতি। অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্॥ বৈদেহোভূদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠ উতঙ্কো নাম নামতঃ। তস্য ভার্য্যা সুশীলা চ পাতিব্রত্যপরায়ণা॥ তস্যাঃ স্বাপত্যযুক্তায়াঃ পুত্রোঽপি শ্রুতভূষণঃ। অধীতবান্ সাঙ্গবেদং ধর্ম্মশাস্ত্রাণি সর্ব্বশঃ॥ সমানে চ কুলে তেন সুতা চাপি বিবাহিতা। বিবাহিতৈব সা দেবী বৈধব্যং প্রাপ্য সত্বরম্॥ সতীত্বং পালয়ন্তী সা হ্যাস্তে নিজপিতুর্গৃহে। তস্মিন্ দুঃখে চ সংপ্রাপ্তে পুত্রং সংস্থাপ্য বেশ্মনি॥ গঙ্গাতীরে বনং প্রাপ্য তত্র তস্থৌ তয়া সহ। স তত্রাধ্যাপয়ামাস শিষ্যান্ বেদান্ দ্বিজোত্তম॥ সুতা চ কুরুতে তত্র পিতৃশুশ্রূষণং পরং। পিতৃশুশ্রূষণং কৃত্বা পরিশ্রান্তা কদাচন। নিশীথে কিল সংসুপ্তা কৃমিরাশিরজায়ত॥ তথাবিধাস্তু তাং দৃষ্ট্বা বিবস্ত্রাং প্রস্তরে স্থিতাম্। শিষ্যা নিবেদয়ামাসুস্তন্মাত্রে করুণান্বিতাঃ। ন জানীমো বয়ং কিঞ্চিদ্দেবী সাধ্বী তথাবিধা। কৃমিরাশিময়ী জাতা মাত্রা চ প্রতিদৃশ্যতে॥ তদ্বজ্রপাতসদৃশং শ্রুত্বা শিষ্যৈরুদীরিতম্। সংভ্রান্তা মনসা শীঘ্রং তৎসমীপমুপাগতা। সতীং তথাবিধাং দৃষ্ট্বা বিললাপ সুদুঃখিতা। মূর্চ্ছিতা তাপমাসাদ্য সুতাং প্রাপ্য চ মায়য়া॥ ক্ষণেন প্রাপ্তচৈতন্যা তামুত্থাপ্য সুমৃজ্য চ। তামালিঙ্গ্য চ বাহুভ্যাং নিন্যে তাং পিতুরন্তিকম্॥ স্বামিনমবদৎ সাধ্বী কেন দুষ্টেন কর্ম্মণা। নিশীথে সংপ্রসুপ্তেয়ং জায়তে কৃমিসংকুলা। এতচ্ছ্রুত্বা ততো বাক্যং মুনির্ধ্যানপরায়ণঃ। জ্ঞাত্বা নিবেদয়ামাস তস্যাঃ প্রাগ্জন্মচেষ্টিতম্॥ ঋষিরুবাচ॥ প্রাগিয়ং সপ্তমেঽতীতে জন্মনি ব্রাহ্মণী হ্যভূৎ। নোৎসসার চ ভাণ্ডেভ্যঃ সংজাতাপি রজস্বলা। তস্যাস্তৎপাপভাবেন জায়তে কৃমিবদ্বপুঃ॥ রজস্বলাপি পাপেন যুক্তা ভবতি চানঘে। তথানয়া সখীসঙ্গাদ্ব্রতং দৃষ্ট্বা সমাপিতুম্। দৃষ্ট্বা ব্রতপ্রভাবেন জাতা দ্বিজকুলে মম। অবমানাচ্চ তস্যাস্তু কৃমিরাশিত্বমাগতা॥ এতত্তে কথিতং সর্ব্বং কারণং কন্যকাকৃতম্॥ সুশীলোবাচ। দর্শনেনাপি যস্যাস্য বিপ্রাণাং ধার্ম্মিকে কুলে। জন্ম যুষ্মদ্বিধানাঞ্চ জায়তে ব্রহ্মবর্চ্চসম্॥ অবজ্ঞয়া প্রজায়ন্তে বিগ্রহে কৃমিরাশয়ঃ॥ মহাশ্চর্য্যকরং নাম তদ্ব্রতং কথয়স্ব মে॥ ঋষিরুবাচ॥ সুশীলে শৃণু তৎসম্যগ্ ব্রতানাং ব্রতমুত্তমম্। যেন চীর্ণেন সহসা তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে॥ দুঃখত্রয়বিঘাতশ্চ জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥ কুলানি চ বিবর্দ্ধন্তে সম্পদশ্চ নিরাপদঃ॥ নভস্যে শুক্লপক্ষে তু যদা ভবতি পঞ্চমী। নদ্যাদিষু তদা

স্নানং কৃত্বা নিয়তমানসা॥ বিধায় নিত্যকর্ম্মাণি ঋষীন্ স্মৃত্বা প্রপূজয়েৎ॥ স্নাপয়েৎ বিধিবদ্ভক্ত্যা পঞ্চামৃতরসৈঃ শুভৈঃ। সমাধায় শুভৈর্ব্বস্ত্রৈঃ সোপবীতৈর্যথাবিধি। চন্দনাগুরুকর্পূরৈর্বিলিপ্য চ সুগন্ধিভিঃ॥ পূজয়েদ্বিবিধৈঃ পুষ্পৈর্গন্ধধূপাদিদীপকৈঃ। ততো নিবেদয়েদন্নমর্ঘ্যং দত্ত্বা শুভৈঃ ফলৈঃ॥ কশ্যপোঽত্রির্ভরদ্বাজো বিশ্বামিত্রোঽথ গৌতমঃ। জমদগ্নির্ব্বশিষ্ঠশ্চ সপ্তৈতে ঋষয়ঃ স্মৃতাঃ॥ মন্ত্রা সম্পাদিতং ভক্ত্যা গৃহ্ণন্ত্বর্ঘ্যন্তু সপ্ত বৈ। ব্রাহ্মণান্ পূজয়েৎ সম্যগ্‌বস্ত্রালঙ্করণাদিভিঃ। দদ্যাৎ সংপূজ্য গাং তেভ্যঃ পর্য্যঙ্কং গুরবে বুধঃ। পরিধাপ্য সপত্নীকমাচার্য্যং তং স্বশক্তিতঃ॥ কৃত্বা পূর্ব্বঋষীন্ সপ্ত সৌবর্ণান্ রাজতাংস্তথা। পলমাত্রান্ মাষমাত্রপ্রমাণাংস্তান্ স্বশক্তিতঃ॥ ভর্ত্তৃতঃ প্রাপ্য চানুজ্ঞামন্যথা দোষভাগ্‌ভবেৎ। বিধবা তু প্রকুর্ব্বীত দোষনাশায় চাত্মনঃ। শ্রোতব্যমিদমাখ্যানং শাকাহারং প্রকল্পয়েৎ॥ স্থাতব্যং ব্রহ্মচর্য্যেণ হৃদি ধ্যানপরায়ণঃ। অনেন বিধিনা সম্যক্ সপ্ত বর্ষাণি চাচরেৎ। ব্রতাদৌ ব্রতমধ্যে বা ব্রতান্তেষু চ ভামিনি॥ উদ্যাপনঞ্চ কর্ত্তব্যং শ্রূয়তাং কথয়ামি তে। উদ্যাপনং বিনা শীলে নৈব পূর্ণং ভবেৎ ফলম্। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন কুর্য্যাদুদ্যাপনং শুভম্। মাসি ভাদ্রপদে শুক্লচতুর্থ্যামেকভক্ষণম্। উপোষণঞ্চ পঞ্চম্যাং বিধিবৎ কর্ত্তুমর্হসি॥ গৃহীত্বা নিয়মং সর্ব্বং দন্তধাবনপূর্ব্বকম্। ঋষয়শ্চ প্রকর্ত্তব্যাঃ সৌবর্ণা রাজতাস্তথা॥ মণ্ডলং সর্ব্বতোভদ্রং দেবতাপূজনং তথা॥ অব্রণং স্থাপয়েৎ কুম্ভং নূতনং সুমনোহরম্। বস্ত্রযুগ্মেন সংছন্নং গন্ধাদ্যৈস্তং প্রপূজয়েৎ॥ কঙ্গুশ্যামাকমাষাশ্চ ব্রীহিগোধূমমুদ্গকাঃ। যবাশ্চৈব প্রদাতব্যা ব্রতকর্ম্মণি শোভনাঃ। সর্ব্বধান্যং তিলৈঃ সার্দ্ধং ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদাপয়েৎ॥ পায়সাজ্যতিলৈর্যুক্তং শতপত্রৈঃ সমন্বিতম্॥ সহস্রোমেতি মন্ত্রেণ হোমং কুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ। অষ্টোত্তরশতং হুত্বা গাং দদ্যাচ্চ দ্বিজাতয়ে। আচার্য্যব্রহ্মঋত্বিগ্‌ভ্যো বস্ত্রালঙ্কারদক্ষিণাঃ॥ অঙ্গুরীয়ঞ্চ রাজেন্দ্র বিত্তশাঠ্যং ন কারয়েৎ। অত্র যজ্জায়তে পুণ্যং তৎ শৃণুষ্ব সমাহিতঃ॥ সর্ব্বতীর্থেষু যৎপুণ্যং সর্ব্বতীর্থেষু যৎফলম্। সর্ব্বদানেষু যো ধর্ম্মস্তদস্য ব্রতকারণাৎ॥ কুরুতে যা ব্রতং নারী সা সম্যক্ সুখমাপ্নুয়াৎ॥ রূপলাবণ্যসংযুক্তা পুত্রপৌত্রাদিসংযুতা। ব্রতস্যাস্য প্রভাবেণ জাতিং স্মরতি পূর্ব্বিকাম্॥ ইতি শ্রুত্বা ব্রতং চক্রে কন্যকায়ৈ ফলং দদৌ। তৎফলস্য চ সামর্থ্যাৎ তৎক্ষণাৎ স্বর্গমাপ সা॥ এবং কৃতে ব্রতে বিপ্র ঋষিপঞ্চমীসংজ্ঞিতে। মোক্ষ্যেতে পিতরৌ পাপাৎ পূর্ব্বজন্মসমর্জ্জিতাৎ॥ ব্রতস্য ঋষিপঞ্চম্যাঃ পুণ্যেন দ্বিজসত্তম। ঋতুসম্পর্কজং পাপং ক্ষয়ং যাতি ন সংশয়ঃ॥ ইতি শ্রুত্বা তু সুমতিস্তৎসর্ব্বং

ঋষিভাষিতম্। গৃহে গত্বা ব্রতঞ্চক্রে সভার্য্যঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। কৃত্বা সর্ব্বং যথোক্তঞ্চ মাতাপিত্রোঃ ফলং দদৌ। ব্রতপুণ্যপ্রভাবেন পিতরৌ তৌ কুযোনিতঃ। মুক্তৌ ভূপতিশার্দ্দূল বিমানবরমাস্থিতৌ। দিব্যাম্বরধরৌ ভূত্বা গচ্ছন্তৌ ব্রহ্মণঃ পদম্॥ স্তূয়মানৈঃ সুরগণৈর্ব্রতস্যাস্য প্রভাবতঃ। এতত্তে কথিতং রাজন্ ব্রতানাং ব্রতমুত্তমম্॥ ত্বমপ্যেতদ্ব্রতং কৃত্বা সানুজঃ সঙ্গরে রিপুম্। জিত্বা দুর্য্যোধনাদীংশ্চ রাজ্যং প্রাপ্স্যসি নিশ্চিতম্। দ্রৌপদ্যা সহ ধর্ম্মাত্মন্ সুখী ভব মহামতে। যে পঠন্তীদমাখ্যানং শৃণ্বন্তি শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। কীর্ত্তয়ন্তি চ যে নিত্যং তে মুক্তা নাত্র সংশয়ঃ॥

ইতি ভবিষ্যোত্তরে শ্রীকৃষ্ণযুধিষ্ঠিরসংবাদে ঋষিপঞ্চমীব্রতকথা॥

অতঃপর দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবে।

অরণ্যষষ্ঠীব্রত।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লষষ্ঠী অরণ্যষষ্ঠী নামে কথিতা। এই ষষ্ঠীতে নারীগণ তালবৃন্ত হস্তে লইয়া বনগমন করিয়া বিন্ধ্যবাসিনী ষষ্ঠীদেবীর আরাধনা করত ফলমূলাদি সেবন করিলে, সন্ততি লাভ হইয়া থাকে।

প্রয়োগ যথা,—পুরোহিত প্রথমত আসনোপবিষ্ট হইয়া আচমন পূর্ব্বক স্বস্তি বাচন করত 'সূর্য্যঃ সোমো' ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিয়া সঙ্কল্প করিবেন। যথা,—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য জ্যৈষ্ঠে মাসি শুক্লে পক্ষে ষষ্ঠ্যাস্তিথৌ অমুকগোত্রায়াঃ শ্রীমত্যা অমুকদেব্যাঃ শুভসন্ততিপ্রাপ্তিকামনয়া গণপত্যাদিনানাদেবতা পূজা-পূর্ব্বকবিন্ধ্যবাসিনীস্কন্দষষ্ঠীপূজন কর্ম্মাহং করিষ্যামি।"

এই প্রকার সংকল্প করিয়া সূক্তপাঠ করত সামান্যার্ঘ্য স্থাপন, আসনশুদ্ধি ও ভূতশুদ্ধ্যাদি করিয়া, গণেশ, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল, শিবাদি পঞ্চদেবতা ও মৎস্যাদি দেবতাগণের পূজা করত করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিয়া স্কন্দষষ্ঠীর ধ্যান করিবে। যথা—

"ওঁ দ্বিভুজাং যুবতীং ষষ্ঠীং বরাভয়যুতাং স্মরেৎ। গৌরবর্ণাং মহাদেবীং নানালঙ্কারভূষিতাম্। দিব্য-বস্ত্রপরীধানাং বামক্রোড়ে সপুত্রিকাম্। প্রসন্ন-বদনাং নিত্যাং জগদ্ধাত্রীং সুখপ্রদাম্॥ সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নাং পীনোন্নতপয়ো-ধরাম্। এবং ধ্যায়েৎ স্কন্দষষ্ঠীং সর্ব্বদা বিন্ধ্যবাসিনীম্॥"

এইরূপ ধ্যান পাঠ করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপনানন্তর পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া

"ওঁ বিন্ধ্যবাসিন্যৈ স্কন্দষষ্ঠ্যৈ নমঃ" এই মন্ত্রে যথা শক্তি উপচারে পূজা সমাপন করিয়া প্রণাম করিবে। প্রণাম মন্ত্র যথা,—

"ওঁ জয় দেবি জগন্মাতর্জগদানন্দকারিণি। প্রসীদ মম কল্যাণি নমস্তে ষষ্ঠি-দেবি তে॥" অতঃপর কথা শ্রবণ করিবে।

ব্রতকথা।—সাধোঃ সমুদ্রসেনস্য সর্ব্বাবয়বশোভনা। দুহিতা সুমনা নাম্নী যুবতী সা বভূব হ॥ সাধোর্হিরণ্যরাজস্য সুতায়ৈনাং দদৌ পিতা। বিদুষে স্বর্ণ-রাজায় স্বধর্ম্মনিরতায় চ॥ ততো নাবং সমারুহ্য বাণিজ্যার্থং গতো হি সঃ॥ ততঃ শ্বশ্রূশ্বশুরয়োরন্নেষাং সাপি চাপ্রিয়া॥ বন্ধুভির্নিন্দ্যমানা চ রুরোদাতীব দুঃখিতা। সস্মার ষষ্ঠিকাং দেবীং সর্ব্বদা সুমনা তথা॥ প্রসীদ বরদে দেবি নমস্তে মাতরম্বিকে॥ ততোঽতিকৃপয়াবিষ্টা দেবী ভগবতী তদা। বৃদ্ধাং তনুং সমাশ্রিত্য পুরতঃ সংস্থিতাব্রবীৎ॥ দেব্যুবাচ। কুরু পুত্রি ব্রতং ষষ্ঠ্যাঃ সর্ব্বদা কামদায়কম্। জ্যৈষ্ঠে মাসি সিতে পক্ষে ষষ্ঠ্যাং বনসমীপতঃ॥ সুবর্ণ-প্রতিমাং ষষ্ঠীং কৃত্বা বা চন্দনাত্মিকাম্। পূজয়েদ্গন্ধপুষ্পাদ্যৈশ্চতুষ্কোণে চ মণ্ডলে॥ ধূপদীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্নানাফলসমন্বিতৈঃ॥ চন্দনাগুরুতাম্বূলৈরং-শুকৈশ্চ প্রপূজয়েৎ॥ স্কন্দস্য জননীং দেবীং মন্ত্রেণানেন সুব্রতে। ওঁ ধাত্রী ত্বং কার্ত্তিকেয়স্য ষষ্ঠী ষষ্ঠীতি বিশ্রুতা॥ ত্বৎপ্রসাদাদহং দেবি প্রাপ্নুয়াং বৃদ্ধিমুত্তমাম্। রূপং দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে। পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি সর্ব্বান্ কামাংশ্চ দেহি মে॥ তদা ভগবতী দেবী সর্ব্বাভীষ্টপ্রদা ভবেৎ। ইত্যুক্ত্বা সা মহাদেবী তত্রৈবান্তর্হিতাভবৎ॥ উপদেশবশাত্তস্যাশ্চক্রে সা ব্রতমুত্তমম্। তৎপ্রসাদাদ্ধনৈর্ধান্যৈঃ স্বর্ণরত্নাদিভিস্তথা॥ পুত্রৈঃ পরিবৃতা সাধ্বী ভাতি শ্রীরিব রূপিণী॥ তস্যা জ্যেষ্ঠসুতস্যাথ ধর্ম্মরাজস্য চাঙ্গনা। ষষ্ঠ্যৈ যৎ সমুপন্নস্তং রত্নপুষ্পফলাদিকম্॥ তদগ্রভাগং ভুঞ্জানা ন্যবসৎ পাপচারিণী। ততঃ কোপপরা ষষ্ঠী শশাপৈনাং সুদুঃখিতা। ভূত্বা ভূত্বা বিনশ্যন্তু পুত্রাস্তে মম কোপতঃ॥ ততো বিদ্যাধরঃ পূর্ব্বং কার্ত্তিকেয়েন ধীমতা। শপ্তো বৈ সপ্তকৃত্বস্ত নিবাসায় চ মানুষে॥ প্রত্যাদেশাত্তু ষষ্ঠ্যাশ্চ তস্যাং জাতোঽভবৎ স্বয়ম্। ষড়্গর্ভজাতমাত্রোঽসৌ প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা তু গচ্ছতি॥ সা চাপমানিতা সর্ব্বৈর্বান্ধবৈশ্চ নিরাকৃতা। গুর্ব্বিণী চাতি দুঃখার্ত্তা বিবেশ গহনং বনম্॥ তস্যাঃ শ্বশ্রূঃ সদা ষষ্ঠীং ফলপুষ্পাদিদীপকৈঃ। নপ্তৄণাং জীবনার্থায় পূজয়েৎ প্রযতাত্মিকা॥ অত্রৈকপত্যকায়াস্তু দাবানলসমীপতঃ। সুষুবে সা চ তন্বঙ্গী পুত্রং বৈ কামরূপিণম্। ততঃ স কৃপয়াবিষ্টো মাতুঃ স্মরতি দুঃখিতঃ। কৃপ-

মেনামনাথাঞ্চ সদা প্রসবদুঃখিতাম্॥ নিদ্রয়াপহৃতজ্ঞানাং ত্যক্ত্বা গচ্ছামি মাতরম্। বনস্থাং দশমাংসাশ্চ ম্রিয়মাণোঽনয়া ধ্রুবম্॥ এতস্মিন্নন্তরে কালে বিদ্যাধর্য্যঃ সমাগতাঃ॥ ভাবিন্যো বামনয়না ঊচুর্ব্বিদ্যাধরং প্রতি॥ উত্তিষ্ঠ নাথ গচ্ছামঃ স্বস্থানং কমলালয়ম্। কথমস্মান্ পরিত্যজ্য তিষ্ঠসি ত্বং মিয়ৎ-ক্ষণম্॥ বিদ্যাধর উবাচ। ইয়ং মে জনয়িত্রী হি সদ্যঃ প্রসবদুঃখিতা। বিশেষতো বনস্থা চ বন্ধুভিশ্চ বিবর্জ্জিতা॥ ত্যক্তেনাং সুখসম্পত্তির্নেহামুত্র চ বিদ্যতে। শ্রুতানি মে পুরাণানি চেতিহাসানি বৈ স্ত্রিয়ঃ॥ অনাথাং মাতরং পুত্রস্ত্যজেদন-পরাধতঃ। স যাতি নরকং পাপী নিশ্চিতং ধর্ম্মশাসনাৎ॥ গর্ভধারণপোষাভ্যাং জননী হ্যধিকা গুরুঃ। দোষযুক্তো গুরুস্ত্যাজ্যঃ পিতা ভ্রাতা চ বান্ধবঃ॥ মাতরং ভগিনীঞ্চাপি সদোষামপি ন ত্যজেৎ। মাতরং কপিলাঞ্চাপি যশ্চ কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণম্॥ প্রদক্ষিণীকৃতা তেন সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা। গচ্ছধ্বং হি মহাভাগা আশ্রমং দেবনির্ম্মিতম্। শীঘ্রং সমাগমিষ্যামি ছলমাশ্রিত্য কঞ্চন। নৃত্যগীতৈশ্চ সৈন্যৈশ্চ পিতা মাং ন নয়েদ্‌যদি। সমাগমং তদা বিদ্ধি নিশ্চিতং সুরযোষিতঃ। নার্য্য ঊচুঃ॥ যদেতদপি কুর্ব্বীত কর্ত্তব্যং কিং ত্বয়া প্রভো॥ বিদ্যাধর উবাচ। গন্ধপুষ্পফলৈঃ ষষ্ঠীং পিতা ন পূজয়েদ্‌যদি। তদা সমাগমি-ষ্যামি ষষ্ঠীজাগরবাসরে॥ ব্রাহ্মণানাঞ্চ নির্ঘোষৈর্ব্বেদধ্বনিপুরঃসরৈঃ॥ ন পূজ-য়েদ্‌যদা ষষ্ঠীং তদা যাস্যাম্যহং পুনঃ॥ নার্য্য ঊচুঃ। যদ্যেতদপি কুর্ব্বীত কর্ত্তব্যং কিং ত্বয়া প্রভো। তস্মাত্ত্বং বদ চাস্মাকং গমনস্যাপ্যুপায়কম্। বিদ্যাধর উবাচ॥ নামান্নপ্রাশনে চৈব বীণাবাদিত্রনিস্বনৈঃ। নটনর্ত্তকশব্দৈশ্চ নানন্দং কুরুতে যদি। গোবিন্দেতি সমাহ্বানং পিতা ন কুরুতে মম। তদা সমাগমিষ্যামি নিশ্চিতং সুরযোষিতঃ। নার্য্য ঊচুঃ॥ যদ্যেতদপি কুর্ব্বীত কর্ত্তব্যং কিং ত্বয়া প্রভো॥ বিদ্যাধর উবাচ॥ রাজনাপিতকেশাংশ্চ চূড়ায়াঃ করণে মম। ক্ষুরেণ চ লবিষ্যামি স মে পাদে পতেদ্‌যদি। পট্টিচক্রৌ সমাদায় ছত্রধারশ্চ ভক্তিমান্। তথাহি প্রতিবাসিন্যাঃ কুষ্মাণ্ডবিটপঞ্চ যৎ॥ সহস্রফলসংযুক্তং লবিষ্যামি ন সংশয়ঃ। সাপি বস্ত্রযুগং দত্ত্বা মৎপাদেষু চ হর্ষিতা॥ যদা হ্যমাবসীযুক্তো ভবে-দ্বারঃ কুজস্য চ। বক্তব্যং তত্র মে তৈলমপকৃষ্টং প্রদীয়তাম্। সদগ্ধমীনং রুচ্যন্নং ভোজনার্থঞ্চ দেহি মে। বারতিথ্যোশ্চ সংযোগে দোষো বৈ জায়তে মহান্। ইত্যাকলয্য জননী যদ্যভীষ্টং প্রদাস্যতি। তদা কিল বিবাহস্য সময়ে মুখ-চন্দ্রিকে॥ প্রার্থনীয়ং পানপাত্রং পর্কটীজলপূর্ণকম্। মক্ষিকাপক্ষরচিতং ব্যঞ্জনং সোদনং দধি॥ দ্বাদশাব্দস্য পানীয়ং প্রাপ্নোতি যদি তৎক্ষণাৎ। জ্যৈষ্ঠে

মাসি সিতে পক্ষে ষষ্ঠ্যাং ষষ্ঠীং ন পূজয়েৎ। মধ্যাহ্নে চ দিনে স্থিত্বা সমাহ্বানং করিষ্যথ। যুষ্মদ্বাক্যবশাদেব গমিষ্যামি ন সংশয়ঃ। ইত্যুক্ত্বা প্রেষয়ামাস স্বস্থানং সুরযোষিতঃ। কোপিনীনাং তদা তাসাং কৈলাসং প্রতি সত্বরম্॥ গচ্ছন্তীনাস্তু কস্যাশ্চিৎ পতিতং হস্তকঙ্কণম্। সা তত্র প্রসবিত্রী চ মুখ্যয়া নিদ্রয়া যুতা॥ অপশ্যচ্চক্ষুরুন্মীল্য পুরতো হস্তকঙ্কণম্। সমাদায় তদাব্রাক্ষী-দেবেভ্যো ব্রজকাময়ান্॥ তানুবাচ তদা সা তু শৃণুতৈধো বিদারকাঃ। অহং হিরণ্যরাজস্য জ্যেষ্ঠপুত্রস্য চাঙ্গনা। বনে মহতি গম্ভীরে জীবৎপুত্রা বসাম্যহম্। জ্ঞাপিতব্যো ভবদ্ভিশ্চ মৎস্বামী লোকবেষ্টিতঃ। যথা নয়তি মাং ক্ষিপ্রং নৃত্য-গীতাদিবাদনৈঃ। ততস্তৈর্জ্ঞাপিতঃ স্বামী সমায়াতো বলৈর্বৃতঃ। আদায় পত্নীং পুত্রঞ্চ জগাম স্বগৃহং পুনঃ। ততঃ প্রভৃতি তৎ শ্রুত্বা বিস্মিতৌ মাতৃপুত্রকৌ॥ হারয়ামাস তদ্দ্রব্যং ষষ্ঠীং পূজয়িতুং ততঃ। অথ ষষ্ঠেঽহ্নি সায়াহ্নে গন্ধপুষ্পফলাদিভিঃ॥ মণিমাণিক্যরত্নাদ্যৈর্ধূপদীপৈশ্চ ষষ্ঠিকাং। পূজিতা চাহ বণিজং বরং বরয় সুব্রত॥ সাধুরুবাচ॥ জীববৎসা চ ভার্য্যা মে ভবতীতি ময়া ব্রতম্॥ এবমস্ত্বিতি সা দেবী উক্ত্বা চান্তর্হিতাভবৎ॥ নামান্নপ্রাশনে চৈব কৃতস্তত্র মহোৎসবঃ। গোবিন্দেতি চ নামাস্য কৃতং পিত্রা মহাত্মনা॥ ততো নাপিতসেবাঞ্চ রত্নতাম্বূলবস্ত্রকৈঃ। কৃত্বা পঞ্চপলং স্বর্ণং দত্ত্বা তৎপাদ-সন্নিধৌ॥ উবাচ পতিতঃ সাধুর্নাপিতং শৃণু মে বচঃ। যদি মহ্যং দদাসি ত্বং পুত্রং পুত্রী ভবাম্যহম্॥ স মে বিদ্যাধরঃ পুত্রশ্ছন্দনার্থমিহাগতঃ। চূড়ান্তে ভবতঃ কেশান্নিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ পটিচট্টৌ সমাদায় ভবান্ পাদে পতেদ্-যদি। তদা তিষ্ঠতি মে পুত্রঃ পুত্রভিক্ষাং দদস্ব মে। নাপিতস্যানুমত্যা চ কৃত-চূড়া যথাবিধি। ততঃ স্বর্ণপলং দত্ত্বা প্রার্থিতা প্রতিবাসিনী॥ কুষ্মাণ্ডবিটপে ছিন্নে পাদয়োস্ত্বং পতিষ্যসি। কিয়ৎকালে তথা ছিন্নে গৃহীত্বা বাসসী কিল। পতিতে পাদয়োশ্চান্তে বিস্মিতোঽসৌ মহাবলঃ॥ কুজবারেঽপ্যমায়াঞ্চ যদ-ভীষ্টং দদৌ পিতা। বিবাহে চ তথা পাত্রং পর্কটীজলপূরিতম্। মক্ষিকা-পক্ষরচিতং ব্যজনং সোদনং দধি। দ্বাদশাব্দস্য পানীয়ং প্রার্থিতং প্রাপ্য তৎ-ক্ষণাৎ॥ জৈষ্ঠে মাসি ততঃ ষষ্ঠীং ন চৈবার্চ্চয়তে যদি। ষষ্ঠ্যাঞ্চৈব ময়াবশ্যং গন্তব্যং নাত্র সংশয়ঃ॥ ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা স্থিতোঽসৌ গমনোৎসুকঃ। ততঃ ষষ্ঠ্যাঞ্চ শুক্লায়াং ধূপদীপফলাদিভিঃ॥ মাতা ষষ্ঠীঞ্চ সম্পূজ্য প্রার্থয়েৎ সুতমঙ্গলম্। যত্র যাতি কুমারোঽসৌ তত্র সাপ্যনুগচ্ছতি॥ অথ মধ্যাহ্নকালে চ বিদ্যাধর্য্যঃ সমাগতাঃ। গোবিন্দেতি সমাহ্বানং চক্রুরাকাশসংস্থিতাঃ॥ তাসাং বাক্য-

বশাদেব গচ্ছন্তং সুরযোষিতম্। ততো মাতা সমাদায় পুত্রমেবমুবাচ হ। অনাথাং মাতরং ত্যক্ত্বা বালাঞ্চৈব তথা বধূম্। গচ্ছতো নৈব ধর্ম্মোঽসৌ বিনা চ পিতুরাজ্ঞয়া॥ ধর্ম্মং বিলঙ্ঘ্য গন্তুং হি যদি তে নিশ্চিতং মনঃ। কঙ্কণঞ্চ গৃহাণেমং মম প্রাণাংশ্চ তৎপরম্॥ ইতি মাতৃবচঃ শ্রুত্বা তাসাং সম্বোধনং কৃতম্। যথাকালং গমিষ্যামি কিয়ৎ কালমপেক্ষতাম্। মাতুরাজ্ঞাং সমানীয় গৃহং প্রতি নিবর্ত্তিতঃ। য ইদং শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা ষষ্ঠ্যাখ্যানং পুরাতনম্। শীঘ্রং স হি সুতং প্রাপ্য প্রয়াতি পরমাং গতিম্॥ ইতি ভবিষ্যপুরাণোক্তারণ্যষষ্ঠীব্রতকথা॥ অতঃপর দক্ষিণা, অচ্ছিদ্রাববারণ ও বৈগুণ্যপ্রশমনার্থ বিষ্ণুস্মরণ করিবে॥

ব্রত।

ভাদ্রমাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে শিবদুর্গার পূজা করিলে তাহার আর পর জন্মে পৃথিবীতে কিছুই দুষ্প্রাপ্য থাকে না। এই তিথিরই নাম ললিতাসপ্তমী। এই ব্রত যাবজ্জীবন করিতে হয় এবং ডোর ধারণ করিতে হয়।

পূজা প্রণালী যথা,—প্রথমত আচমন করিয়া শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া স্বস্তিবাচনাদিপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে। যথা,—

বিষ্ণুর্নমোঽদ্য ভাদ্রে মাসি শুক্লপক্ষে সপ্তম্যান্তিথা বারভ্য যাবজ্জীবনপর্য্যন্তং অমুকগোত্রা শ্রীমতী অমুকী দেবী অনবচ্ছিন্নসন্ততিধনধান্যমহৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তি-পূর্ব্বকশিবলোকপ্রাপ্তিকামা গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বক শিব-দুর্গাপূজাতৎ-কথাশ্রবণরূপকুক্কুটীব্রতমহং করিষ্যে।

এইরূপ সংকল্প করিয়া সূক্ত মন্ত্র পাঠ করত সামান্যার্ঘ্যস্থাপন এবং আসন-শুদ্ধি প্রভৃতি সম্পন্ন করিয়া গণেশাদি-দেবতাগণকে যথাবিধানে পূজা করত পঞ্চবর্ণের গুঁড়িদ্বারা সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল (২১১ পৃ দেখ) রচনা করিয়া তদুপরি শিবদুর্গাপ্রতিমা সংস্থাপন করত "ওঁ অঘোরায় নমঃ" এই ক্রমে,—"নৃসিংহায়, পরশুরামায়, বুদ্ধায়, কল্কিনে, দশাবতারায়, পৃথিব্যৈ, অনন্তায়, বাস্তুপুরুষায়, মহাদেবায়, বাসুদেবায়, ব্রহ্মণে, গৌর্য্যৈ, লক্ষ্ম্যৈ, সরস্বত্যৈ, সাবিত্র্যৈ, গঙ্গায়ৈ, যমুনায়ৈ, ইন্দ্রায়, শচ্যৈ।" ইহাদের প্রত্যেকের পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া "ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং" ইত্যাদি মহাদেবের ধ্যান করিয়া মহাদেবের পূজা করত দুর্গার পূজা করিবে। ধ্যান যথা,—"ওঁ সুবর্ণসদৃশীং গৌরীং ভুজদ্বয়সমন্বিতাং। লীলারবিন্দং বামেন পাণিনা বিভ্রতীং সদা। সুশুক্লং চামরং ধৃত্বা ভর্গস্যাঙ্গে চ দক্ষিণে। বিন্যস্য দক্ষিণং হস্তং তিষ্ঠন্তীং পরিচিন্তয়েৎ।" এইরূপ ধ্যান করিয়া "ওঁ হ্রীং

দুর্গায়ৈ নমঃ” এই মন্ত্রে যথাশক্তি উপচারে উমার পূজা করিবে। পরে অষ্টগ্রন্থি-যুক্ত নূতন ডোর ধারণ করিয়া “ওঁ অষ্টতন্তুসমাযুক্ত মষ্টগ্রন্থিসমন্বিতং। উমা-শঙ্করপ্রীত্যর্থং স্বকরে ধারয়াম্যহং॥” ইহা পাঠ করিবে এবং “ওঁ নমস্তে পার্ব্বতীদেব্যৈ চণ্ডিকায়ৈ নমোঽস্তু তে। দুর্গায়ৈ দুর্গরূপায়ৈ সুভদ্রায়ৈ নমো নমঃ॥” বলিয়া উমার নমস্কার করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে শিবকে প্রণাম করিবে। যথা,—

“ওঁ নমস্তে পার্ব্বতীনাথ নমস্তে শশিশেখর। দক্ষযজ্ঞবিনাশায় নমস্তে কামনাশন॥” অনন্তর কথা শ্রবণ করিবে।

ব্রতকথা।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। মহর্ষি র্লোমশো নামমর্থ রামাগতঃ পুরা। সোঽর্চ্চিতো বসুদেবেন দেবক্যা চ যুধিষ্ঠির॥ উপবিষ্টঃ কথাঃ পুণ্যাঃ কথয়ামাস বৈ তদা। ততঃ কথয়িতুং ভূয়ঃ কথামেতাং প্রচক্রমে॥ কংসেন নিহতাঃ পুত্রা জাতা জাতাঃ পুনঃপুনঃ। মৃতবৎসা দেবকি ত্বং পুত্রদুঃখেন দুঃখিতা॥ যথা চন্দ্রমুখী দীনা বভূব নহুষপ্রিয়া। তথা ত্বং দেবকি ভদ্রে মৃতবৎসাতিদুঃখিতা॥ পশ্চাচ্চীর্ণং ব্রতং সা তু বভূবাক্ষয়বৎসিকা। ত্বমেব দেবকি তথা ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ॥ দেবক্যুবাচ॥ কা সা চন্দ্রমুখী দীনা বভূব নহুষপ্রিয়া। কথং চীর্ণং ব্রতং সম্যক্ তথা সন্ততিবর্দ্ধনম্। নহুষঃ কস্য দেশস্য রাজা বা কস্য চান্বয়ঃ। কথং মৃতসুতা সাধ্বী তন্মে নিগদ বিস্তরাৎ॥ এতৎ সর্ব্বং সমাচক্ষ্ব বাহুল্যেন মহামুনে॥ লোমশ উবাচ॥ শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যথা দৃষ্টং ময়া পুরা। সংবাদং রাজপত্ন্যাশ্চ মালিকায়াশ্চ সুব্রতে। অযোধ্যায়াং পুরা রাজা নহুষো নাম বিশ্রুতঃ। তস্য রাজ্ঞী মহাদেবী নাম্না চন্দ্রমুখী প্রিয়া॥ পুরোহিতস্য তস্যৈব পত্নী নাম্না চ মালিকা॥ দৃঢ়া প্রীতিস্তয়োরাসীৎ স্পৃহণীয়া পরস্পরম্॥ অথ তে চাপি মিত্রাণ্যৌ স্নানার্থং সরযূতটে। রম্যে চৈব সরিত্তীরে নানাপক্ষিসমাকুলে। নানামুনিসমাকীর্ণে নানাপুষ্পবিরাজিতে। হংসকারণ্ডবাকীর্ণে দ্বিরেফমঞ্জুঘোষিতে। এতস্মিন্নেব কালে তু কামিন্যঃ সুরলোকতঃ। আগত্য স্নানমাচর্য্য মণ্ডলং চক্রুরুত্তমম্। লেখয়িত্বা শিবং শান্তং পার্ব্বত্যা সহ শঙ্করম্॥ বৃহস্পতিং পুরোধায় ব্রতং কুর্ব্বন্তি যত্নতঃ। উর্ব্বশী-মেনকা-রম্ভা-চিত্রলেখা-তিলোত্তমাঃ॥ রক্তবাসঃ-পরীধানা-নানালঙ্কারভূষিতাঃ। নানোপায়নপানীয়া নানাপুষ্পসমন্বিতাঃ। একান্তভক্ত্যা বিধিবৎ পূজয়ন্ত্যো মুদান্বিতাঃ। পায়সৈঃ পিষ্টকৈশ্চৈব ধূপদীপৈর্ম্মনোহরৈঃ।

শঙ্খধ্বন্যা জয়ধ্বন্যা স্ত্রীণামুলুউলুধ্বনৈঃ। করে বৈ ডোরকং বদ্ধ্বা শৃণ্বন্তি তাং কথাং শুভাম্। এতস্মিনেব কালে তু মালিকানৃপবল্লভে। সর্ব্বং দদৃশতুর্দ্দুরাৎ দৃষ্ট্বা গন্তুং মনো দধে। তত্র গত্বা সবিনয়মপৃচ্ছৎ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা॥ মিত্রাণ্যাবূচতুঃ। ব্রতং যুষ্মাভিরেকত্র কিমেতৎ ক্রিয়তে মুদা। কথয়ধ্বং মহাভাগাঃ কিমেতৎ কস্য চার্চ্চনম্। কিং ফলং বাস্য করণে কো দেবঃ পূজ্যতেঽত্র বৈ। এতৎ সর্ব্বং বিস্তরেণ বিধানং চাস্য কীদৃশম্। তৎসর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছাবো বদধ্বং কৃপয়ান্বিতাঃ। স্ত্রিয় উচুঃ। শৃণ্বেতৎ কথয়ামোঽত্র যৎ পৃচ্ছথঃ শুচিস্মিতে। পূজিতোঽস্মাভিরেতস্মিন্ পার্ব্বত্যা সহ শঙ্করঃ। ভাদ্রে মাসি সিতে পক্ষে সপ্তম্যাং ললিতালয়ে। ফলৈঃ পুষ্পোপহারৈশ্চ ধূপদীপৈর্ম্মনোহরৈঃ। ফলানি চাষ্টৌ দেয়ানি করে বদ্ধ্বা সুডোরকম্। অষ্টগ্রন্থিসমাযুক্তং তথা চাষ্টগুণান্বিতম্। ধারণীয়মিদং তাবদ্যাবৎ প্রাণস্য ধারণম। বদ্ধ্বা সূত্রমিদং শুভ্রং শিবস্যাজ্ঞা বিশেষতঃ। পুত্রদং ধনদঞ্চৈব সৌভাগ্যারোগ্যবর্দ্ধনম্। বর্ষে বর্ষে প্রকর্ত্তব্যং যত্নেন কুক্কুটীব্রতম্' অষ্টবর্ষে তু সম্প্রাপ্তে প্রতিষ্ঠামাচরে তদা॥ শঙ্করং উময়া সার্দ্ধং সৌবর্ণং রাজতন্তথা। তাম্রপাত্রে প্রতিষ্ঠাপ্য ব্রাহ্মণায় প্রদাপয়েৎ। ভোজ্যানি চাষ্টৌ দেয়ানি তল্লকঞ্চ চতুষ্টয়ং। পায়সং পিষ্টকঞ্চৈব ভক্ষ্যান্ ভোজ্যান্ মনোরমান্। সকুল্যান্ ভোজয়িত্বা তু স্বয়ং ভুঞ্জীত তৎপরা। এবমেব বিধানেন যা করোতি ব্রতোত্তমম্। তস্যাঃ সন্ততিবিচ্ছেদো ন কদাচিদ্ভবিষ্যতি। তাসাং তদ্বচনং শ্রুত্বা মিত্রাণ্যৌ তে চ ভারত॥ চক্রতুশ্চ ব্রতং তত্র বদ্ধ্বা দোর্ভ্যাং সুডোরকম্। মিত্রাণ্যৌ তে তু স্বগৃহং জগ্মতুস্ত্বরয়ান্বিতে। কালেন মহতা দৈবাৎ বিস্মৃতং তদ্ব্রতং নৃপ। প্রমত্তয়া চন্দ্রমুখ্যা বিস্মৃতে চ সুডোরকে॥ তদ্ব্রতং বহুযত্নেন কৃতং মালিকয়া মুদা। সুপ্রজা সুস্থিরা ভূত্বা ব্রতস্যাস্য প্রসাদতঃ॥ ততঃ কতিপয়ে কালে মৃতা চন্দ্রমুখী যদা। তস্যাঃ স্নেহাদহোরাত্রে মৃতা মালা দ্বিজপ্রিয়া। অরণ্যে নির্জ্জনে দেশে সা বভূব প্লবঙ্গমী। মালিকা কুক্কুটী জাতা সা সম্যগ্ব্রতপালনাৎ॥ ব্রতস্যাস্য প্রভাবেন কুক্কুটী বহুপুত্রিণী। জাতিস্মরা চ তত্রৈব স্পৃহণীয়া পরস্পরম্। তয়োরাসীদ্দৃঢ়া প্রীতির্ব্বনে নির্জ্জনেঽপি চ। পুনশ্চ তদ্দিনং প্রাপ্য অহোরাত্রৈশ্চ তে মৃতে॥ তথৈব তে চ মিত্রাণ্যৌ যাতে জাতিস্মরে তথা। সংভূয় ভূয়ঃ সময়ে প্রাগ্ ব্রতমকরোৎ পুনঃ। তদ্দিনে তদ্দিনে প্রাপ্তে পুনঃ কালে চ তে মৃতে। তে দেবমাতৃকে দেশে জাতে গোকুলসংজ্ঞকে। রাজ্ঞো জায়া বভূবাগ্ পৃথ্বীনাথস্য সা পুনঃ। ঈশ্বরী নাম বিখ্যাতা

সা তু রাজ্ঞোঽতিবল্লভা ॥ অগ্নিমীঢ়দ্বিজস্যাসীৎ ভার্য্যা ভূষণনামিকা। পুরোহিতস্য কালেন কুক্কুটী বহুপুত্রিকা। জাতিস্মরা চাষ্টপুত্রা তথৈবামৃতপুত্রিকা। পুনর্নিরন্তরা প্রীতির্ব্বভূবাথ দ্বয়োঃ শুভে। তত্রেশ্বরী পুত্রমেকমসূত চিররোগিণম্। নববর্ষে তু পঞ্চত্বমগমৎ স যুধিষ্ঠির ॥ অথ তাং ভূষণা দ্রষ্টু মগমৎ পুত্রদুঃখিতাম্। সখী তাং বদতি স্নেহাৎ সর্ব্বপুত্রসমন্বিতা। অযুক্তাভরণা নিত্যং স্বভাবেনৈব ভূষিতা ॥ তাং দৃষ্ট্বা পুত্রিণীং ভব্যাং প্রজজ্বালেশ্বরী রুষা। ততো গৃহং প্রেষয়িত্বা সখীং তাং তীব্রমৎসরা ॥ চিন্তয়ামাস সা রাজ্ঞী তস্যাঃ পুত্রবধং প্রতি। বিষলড্ডুকয়া রাজ্ঞী তস্যাঃ পুত্রং ব্যনাশয়ৎ। সখ্যা সহ মুদা যুক্তা নিন্যে কালং কথঞ্চন। তৎকালং ভূষণা স্থিত্বা স্বগৃহং গন্তুমুদ্যতা। হতাহতাশ্চ তে পুত্রাঃ পুনর্জীবন্ত্যনাময়াঃ ॥ তন্নাম গ্রহণং কৃত্বা পুত্রানাহূয় সর্ব্বশঃ। জীবয়িত্বা সুতং সর্ব্বং স্বগৃহং সা গতা তদা। দৃষ্ট্বা তু বিস্মিতা রাজ্ঞী সখীমাহূয় চৈকদা। ততঃ সা পৃচ্ছতী রাজ্ঞী ভূষাণামগ্রতঃ স্থিতা। ঈশ্বর্য্যুবাচ। কিং ত্বং জানাসি চার্ব্বঙ্গি কিং ব্রতং বা ত্বমাননে। কেন বা হ্যধিকা দেবি কর্ম্মণা শোভসে ভুবি। কেন মন্ত্রপ্রদানেন পুত্রান্ জীবয়সে হতান্। মমাপরাধং সংক্ষম্য সাধু মাং বদ সুব্রতে। যেন তে নিহতাঃ পুত্রাঃ পুনর্জীবন্ত্যনাময়াঃ। বহুপুত্রা জীববৎসা অযুক্তাভরণা কথং। শোভসে হ্যধিকং ভদ্রে বিদ্যুৎসৌদামিনী যথা ॥ ভূষণোবাচ ॥ ভাদ্রে মাসি সিতে পক্ষে সপ্তম্যাং ললিতালয়ে। স্নাত্বা শিবং লেখয়িত্বা মণ্ডলে চ সহাম্বিকম্ ॥ ভক্ত্যা বিধিবৎ সম্পূজ্য করে বদ্ধা সুডোরকং। যাবজ্জীবং ময়া ধার্য্যং শিবায়াত্মনিবেদিতম্। ইত্যেবং সময়ং কৃত্বা ততঃ প্রভৃতি ডোরকম্। স্বর্ণরৌপ্যময়ং বাপি করেণাপি সুধারয়েৎ। পৃষ্টা তু ভূষণা সাধ্বী প্রাগ্‌বৃত্তান্তং যথাতথম ॥ কথয়ামাস কৃপয়া প্রাগ্‌জন্মনি কৃতঞ্চ যৎ। জন্মত্রয়ং ত্বয়া সার্দ্ধং কৃতং বৈ কুক্কুটীব্রতম্ ॥ তেনাহং সুস্থিরা নিত্যং জীববৎসা সদা সখি। শিবদুর্গাপ্রসাদেন নাসুখং বিদ্যতে মম ॥ এতদ্‌ব্রতং ময়া পূর্ব্বং ত্বয়া সহ কৃতঞ্চ যৎ ॥ তেনাহং সর্ব্বদোষেণ রহিতা সুস্থিরা সদা। স্বর্ণালঙ্কারগর্ব্বেণ বিস্মৃতং ন কৃতং ত্বয়া ॥ প্রমত্তয়া দর্পশরীরয়া ত্বয়া সৌম্যং শিবং সর্ব্বসুখপ্রদঞ্চ। ন চার্চ্চনং তদ্‌ব্রতধারণঞ্চ ততঃ প্রিয়ে শোকবিষাদসাগরে। নিমগ্নচিত্তা সততং দুনোষি ॥ শঙ্করং দুর্গয়া সার্দ্ধং সৌবর্ণং রাজতং তথা। তাম্রপাত্রে প্রতিষ্ঠাপ্য ব্রাহ্মণায়োপপাদয়েৎ। পায়সং পিষ্টকঞ্চৈব ভক্ষ্যং ভোজ্যং প্রযত্নতঃ। সকুল্যান্ ভোজয়িত্বা তু স্বয়ং ভুঞ্জীত তৎপরং। মণ্ডলং সোমসবিতুঃ শিবশক্তিসমন্বিতং। সম্পূজ্য সখি দুষ্প্রাপ্যং

ত্রৈলোক্যেঽপি ন বিদ্যতে। তদৈব তদ্‌ব্রতং পূর্ব্বং ত্বয়া সহ ময়া কৃতম্॥ তন্ময়াচরিতং ভক্ত্যা তেনাহং সুস্থিরা সখি। ত্বয়া নাচরিতং সম্যগ্‌দর্পো-দ্ধতশরীরয়া॥ তেন তে সন্ততিশ্ছিন্না রাজ্ঞোঽপি চাতি দুঃখিতা। ইতি শ্রুত্বা ততো রাজ্ঞী নিঃশ্বস্য চ পুনঃপুনঃ। পতিত্বা পাদয়োস্তস্যাঃ কিং করোমীতি বাদিনী। তাং দৃষ্ট্বা দুঃখিতাং দেবী ভূষণা পুনরব্রবীৎ। ভূষণোবাচ। এষ প্রভাবঃ কথিতো ব্রতস্যাস্য ময়া তব॥ অর্দ্ধং তুভ্যং প্রদাস্যামি তস্য ধর্ম্মস্য সুব্রতে॥ ইত্যুক্ত্বা ভূষণা দেবী দয়াং কৃত্বাপি তাং প্রতি। অর্দ্ধং ফলং ব্রতস্যাস্য দত্ত্বা দুঃখং নিবারিতং। সখীভাবং প্রতীচ্ছ ত্বং নাত্র কার্য্যা বিচারণা। অথ সা প্রতিজগ্রাহ ব্রতদানফলং ততঃ। সম্পূজ্য শঙ্করং ভক্ত্যা করে বদ্ধ্বা সুডোরকম্। ইত্যেব সময়ং কৃত্বা ব্রতার্থঞ্চ সুডোরকম্। স্বর্ণরৌপ্যময়ং কৃত্বা করশাখাস্বধারয়ৎ। শঙ্করং দুর্গয়া সার্দ্ধং সৌবর্ণং রাজতন্তথা। তাম্রপাত্রে প্রতি-ষ্ঠাপ্য ব্রাহ্মণায় প্রদাপয়েৎ॥ পায়সং পিষ্টকঞ্চৈব ভক্ষ্যভোজ্যসমন্বিতম্॥ প্রাপ্তা ব্রতফলস্যার্দ্ধং পুনঃ কৃত্বা চ তদ্‌ব্রতং। সুস্থিরা সুপ্রজা ভূত্বা জীববৎসা তদাভবৎ। বভূব সপ্রজা সাধ্বী ঈশ্বরী ভুবনেশ্বরী। ব্রতস্যাস্য প্রভাবেণ সুপুত্রা ত্বঞ্চ দেবকি। ভবিষ্যসি ত্রিলোকেশং পুত্রঞ্চ জনয়িষ্যসি। ইত্যেবং কথয়িত্বা তু বিররাম মুনিস্তদা। জগাম স মুনিঃ পার্থ ময়াপ্যেবং তবোদিতম্॥ ইতি শ্রুত্বা মুনের্বাক্যং মম মাতা চ দেবকী। কৃত্বা ব্রতমিদং ভক্ত্যা মোচিতা শোকসাগ-রাৎ। তেন ব্রতফলেনৈব সর্ব্বসৌভাগ্যসংযুতা। কুরুষ্বেতি ব্রতং ভক্ত্যা নান্যথা কর্ত্তুমর্হসি। তদ্‌যে চরন্তি মনুজা ব্রতমেতৎ যুধিষ্ঠির। কুক্কুটাখ্যং প্লবঙ্গাখ্যং দেবক্যাচরিতং শুভম্॥ তেষাং সন্ততিবিচ্ছেদো ন কদাচিদ্‌ভবিষ্যতি। স্ত্রিয় এবাচরিষ্যন্তি ব্রতমেতৎ শুভপ্রদম্। মর্ত্ত্যলোকে সুখং স্থিত্বা যাস্যন্তি শিবমন্দি-রম্॥ যা কুক্কুটীব্রতমিদং প্লবগাহ্বমেতদ্দেবং চরাচরগুরুং হৃদয়ে নিধায়। ভক্ত্যা করোতি কলুষৌঘবিঘাতদক্ষং সাধ্বী সদা ভবতি শোভনজীববৎসা॥ ইতি ভবিষ্যপুরাণোক্তকুক্কুটীব্রতকথা॥

অনন্তর ভোজ্য উৎসর্গ করিয়া দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবে।

মাকরা সপ্তমী।

মাঘমাসের শুক্ল পক্ষীয় সপ্তমীকে মাকরী সপ্তমী বলে। ঐ দিন অরুণোদয় সময়ে গঙ্গাস্নান করিলে বহুশত সূর্য্য-গ্রহণ কালীন গঙ্গাস্নান জন্য ফললাভ হইয়া

থাকে। অন্যান্য নদীতে বা পুষ্করিণীতে ঐ সময়ে স্নান করা কর্ত্তব্য, তাহাতে ও সূর্য্যগ্রহণ তুল্য মহাফল লাভ হয়। (স্নান ৮৬ পৃ দেখ)।

অনন্তর সূর্য্যোদয় হইলে বক্ষ্যমাণ প্রকারে সংকল্প করিয়া, সূর্য্য উদ্দেশে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। সংকল্প যথা,—

"বিষ্ণুর্নমোঽদ্য মাঘে মাসি শুক্লে পক্ষে মাকরী সপ্তম্যাস্তিথৌ অমুক-গোত্রা শ্রীঅমুকদেবী আয়ুরারোগ্যসম্পৎকামা শ্রীসূর্য্যার্ঘ্যদানমহং করিষ্যে।"

তাম্রপাত্রে রক্তবর্ণপুষ্প, রক্তচন্দন, দূর্ব্বা ও আতপতণ্ডুল দ্বারা অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া তাহা প্রদান করিবে (সূর্য্যার্ঘ্য দান মন্ত্র ৬২ পৃ দেখ)। পরে প্রণাম করিবে।

অতঃপর সাতটা কুলের পাতা ও সাতটা আকন্দের পাতা এবং দূর্ব্বা, আতপতণ্ডুল তাম্রপাত্রে লইয়া অর্ঘ্য প্রদান করিবে। মন্ত্র যথা,—

ওঁ জননী সর্ব্বভূতানাং সপ্তমী সপ্তসপ্তিকে। সপ্তব্যাহৃতিকে দেবি নমস্তে রবিমণ্ডলে।

অতঃপর প্রণাম করিবে। যথা,—ওঁ সপ্তসপ্তিবহ প্রীত সপ্তলোকপ্রদীপন। সপ্তম্যাং হি নমস্তুভ্যং নমোঽনন্তায় বেধসে॥

আরোগ্যসপ্তমী ব্রত।

ষষ্ঠী দিবস সংযম করিয়া পরদিন ব্রতাচরণ করিবে। এই ব্রত এক বৎসর পর্য্যন্ত করিতে হয়। প্রথমতঃ শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া স্বস্তিবাচন করিয়া "সূর্য্যঃ সোমো" ইত্যাদি পাঠ করত সঙ্কল্প করিবে।

"বিষ্ণুর্নমোঽদ্য মাঘে মাসি শুক্লে পক্ষে সপ্তম্যাস্তিথাবারভ্য অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী ঐহিকারোগ্যধনধান্যপারলৌকিকশুভস্থানপ্রাপ্তিকামা গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজা-পূর্ব্বকসংবৎসরং যাবদারোগ্যসপ্তমীব্রতমহং করিষ্যে।"

এইরূপ সংকল্প করিয়া সূক্ত মন্ত্র পাঠ করত সামান্যার্ঘ্যাদি করিয়া গণেশাদি দেবতাদিগকে পূজা করত "হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদি ক্রমে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া সূর্য্যের ধ্যান করিবে। যথা,—

"ওঁ রক্তাম্বুজাসনমশেষগুণৈকসিন্ধুং ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি। পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাব্জৈর্মাণিক্যমৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্।"

এই ধ্যান করিয়া হস্তস্থ পুষ্প স্বীয় মস্তকে প্রদান করত মানসোপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া "ওঁ শ্রীসূর্য্যা

নমঃ" এই মন্ত্রে ষোড়শোপচারে সূর্য্যের পূজা করিবে। পরে ছায়া ও সংজ্ঞার পূজা করিয়া কথা শুনিবে।

ব্রতকথা।

অথাপরং মহারাজ ব্রতমারোগ্যসংজ্ঞকম্। কথয়ামি পরং পুণ্যং সর্ব্বপাপ-প্রণাশনম্। শ্রীসূর্য্য উবাচ। মাঘমাসে তু সপ্তম্যাং শুক্লায়াং পরিপোষিতঃ। যঃ পূজয়তি মাং ভক্ত্যা তস্যাহং পুত্রতাং ভজে। তথৈব মাঘমাসস্য সপ্তম্যাং সমুপোষিতঃ। পূজয়েদ্ভাস্করং দেবং বিষ্ণুরূপং সনাতনম্। আদিত্য ভাস্কর রবে ভানো সূর্য্য দিবাকর। প্রভাকরেতি সংপূজ্য দেবং সর্ব্বেশ্বরো হরিঃ। ষষ্ঠ্যাঞ্চৈব কৃতাহারঃ সপ্তম্যামুপবাসকৃৎ। অষ্টম্যাঞ্চৈব ভুঞ্জীত এষ এব বিধিঃ স্মৃতঃ। অনেন বৎসরং পূর্ণং বিধিনা যোঽর্চ্চয়েদ্ধরিম্। তস্যারোগ্যং ধনং ধান্যমিহ জন্মনি জায়তে॥ পরত্র চ শুভং স্থানং যদ্গত্বা ন নিবর্ত্ততে। অদৃষ্ট্বা মাং ন ভুঞ্জীত বিপ্রুত্রং নৈব দর্শয়েৎ॥ মদর্চ্চাকৃতনির্ম্মাল্যং শরীরে নৈব বেষ্টয়েৎ॥ ইতি আরোগ্যসপ্তমীব্রতকথা সমাপ্তা॥

বিধানসপ্তমী ব্রত।

প্রথমে শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমনপূর্ব্বক স্বস্তিবাচন করত "ওঁ সূর্য্যঃ সোমো" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া সংকল্প করিবে। যথা,—

"বিষ্ণুর্নমোদ্য মাঘে মাসি শুক্লে পক্ষে সপ্তম্যাস্তিথাবারভ্য পৌষশুক্লসপ্তমীং যাবৎ প্রতিমাসীয়শুক্লসপ্তম্যাং অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকদেবী আরোগ্যসম্পৎ-কামা অভীষ্টতত্তৎফলপ্রাপ্তিকামা বা বিধান সপ্তমীব্রতমহং করিষ্যে।"

পরে সূক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া সামান্যার্ঘ্যাদি কার্য্য সমাপনান্তে গণেশাদি-দেবতার অর্চ্চনা করত পূর্ব্ববৎ ধ্যানাদি করিয়া সূর্য্যকে ষোড়শোপচার দ্বারা পূজা করিয়া স্তবাদি পাঠ করিবে। এইরূপে ব্রতানুষ্ঠান করিয়া পরবর্ত্তী দ্বাদশ মাসের প্রতি সপ্তমীতিথিতে সূর্য্যের পূজা করিয়া বক্ষ্যমাণ রূপে নিয়ম পালন করিবে। যথা,—মাঘ মাসের সপ্তমীতে আকন্দপাতার অঙ্কুর মাত্র আহার করিবে (১)। ফাল্গুনমাসের সপ্তমীতে কপিলাগাভীর গোময় ভূপতিত না হইতে তাহা গ্রহণ করিয়া যবপরিমিত গোময় ভোজন করিবে (২)। চৈত্র মাসের সপ্তমীতে একটী মরীচ (৩)। বৈশাখ মাসের ঐ তিথিতে কিঞ্চিজ্জল (৪)। জ্যৈষ্ঠ মাসের ঐ তিথিতে পকরম্ভাফলের মধ্যবর্ত্তী

কণা মাত্র (৫)। আষাঢ় মাসের উক্ত তিথিতে যব পরিমিত কুশমূল (৬)। শ্রাবণমাসের ঐ তিথিতে অপরাহ্ণ সময়ে অল্প পরিমিত হবিষ্যান্ন ভক্ষণ (৭)। ভাদ্রমাসে উক্ত তিথিতে উপবাস (৮)। আশ্বিনমাসের ঐ দিনে আড়াই প্রহরের সময় একবার মাত্র ময়ূরাণ্ডপরিমিত হবিষ্যান্ন ভোজন (৯)। কার্ত্তিকমাসের উক্ত তিথিতে অর্দ্ধ প্রসৃতি মাত্র কপিলা দুগ্ধ পান (১০)। অগ্রহায়ণ মাসীয় সপ্তমীতিথিতে পূর্ব্বাস্য হইয়া বায়ুভক্ষণ (১১)। পৌষ মাসের উক্ত তিথিতে অতি অল্প পরিমিত গব্যঘৃত ভক্ষণ করিবে। তৎপরে অন্যূন দ্বাদশসংখ্যক ব্রাহ্মণকে উত্তমরূপে ভোজন করাইবে।

পরে দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবে।

শীতলাসপ্তমী ব্রত।

শ্রাবণমাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত আচরণ করিবে। উভয় দিনব্যাপিনী সপ্তমী হইলে যেদিন মধ্যাহ্নকাল ব্যাপিনী সপ্তমী হইবে, সেই দিন ব্রতানুষ্ঠান করিবে। এই ব্রত স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য।

ব্রত দিবসে পুরোহিত আসনে উপবেশন করত স্বস্তিবাচনাদি করিয়া ব্রতকারিণীকে সংকল্প করাইবেন। যথা,—

"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকদেবী অবৈধব্যপুত্রপৌত্রধনধান্যাদি-প্রাপ্তিকামা শীতলাব্রতমহং করিষ্যে।"

এই রূপে সঙ্কল্প করাইয়া পুরোহিত সূক্ত পাঠ করিয়া অষ্টদলপদ্মাঙ্কিত বেদীর উপরে ভগ্নাদি দোষ বর্জ্জিত নূতন ঘট স্থাপন করিয়া তদুপরি সুবর্ণময়ী শীতলাপ্রতিমা স্থাপন করত গণেশাদিদেবতাগণের পূজাপূর্ব্বক সুবর্ণময়ী শীতলাপ্রতিমার পূজা করিবে। প্রতিমার অভাবে কেবল ঘটের উপরে পূজা করিবে।

অতঃপর "শাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" এইক্রমে করাঙ্গন্যাস করিয়া "ওঁ সূর্পালঙ্কৃত মস্তকাং" ইত্যাদি ধ্যান (২৮পৃ দেখ) করিয়া মানসোপচারে দেবীর অর্চ্চনা করত বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করত পুনঃ ধ্যান করিয়া "শীতলে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করত "ওঁ শীতলায়ৈ নমঃ" এই মন্ত্রে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। শীতলার পূজায় অর্ঘ্যদানে বিশেষ মন্ত্র যথা—"ওঁ শীতলে শীতলাকারে অবৈধব্যসুতপ্রদে। শ্রাবণস্যাসিতে পক্ষে অর্ঘ্যং গৃহ্ণ নমোঽস্তু তে॥" নৈবেদ্যদানে বিশেষ মন্ত্র যথা,—"ওঁ শীতলে পঞ্চপক্কান্নদধ্যোদনযুতং শুভম্।

নৈবেদ্যং গৃহ্যতাং দেবি ঘৃতমিশ্রঞ্চ সুন্দরি।” এইরূপে ষোড়শোপচারে শীতলার পূজা করিয়া প্রার্থনা করিবে। যথা,—“ওঁ শীতলে দহ মে পাপং পুত্রপৌত্রসুখপ্রদে। ধনধান্যপ্রদে দেবি পূজাং গৃহ্ণ নমোহস্তু তে।” অতঃপর ব্রতফল প্রাপ্তি কামনায় ব্রাহ্মণকে সদক্ষিণভোজ্য দান করিবে (২২৮ পৃ দেখ)। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা,—“দধ্যন্নং দক্ষিণাযুক্তং বাণকং ফল সংযুতম্। শীতলাপ্রীতয়ে তুভ্যং ব্রাহ্মণায় দদাম্যহম্।” অতঃপর কথা শ্রবণ করিবে।

ব্রতকথা।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। প্রসিদ্ধং শ্রূয়তাং রম্যং নগরং হস্তিনাপুরম্। ইন্দ্রদ্যুম্নশ্চ রাজাভূন্নৃপতির্লোকপালকঃ। ধর্ম্মশীলাভিধা চাসীত্তস্য ভার্য্যা যশস্বিনী। ক্রিয়াকাণ্ডে রতা সাধ্বী দানশীলা প্রিয়ংবদা। বভূব প্রথমঃ পুত্রো মহাধর্ম্মেতি নামতঃ। নন্দতে পিতৃবাৎসল্যাৎ কালেঽস্মিংস্ততো ভবেৎ। দ্বিতীয়া চ তথা পুত্রী তস্য জাতা গুণোত্তমা। পুত্রী লক্ষণসম্পন্না শুভকারীতি নামতঃ। ববৃধে সা পিতুর্গেহে সর্ব্বাঙ্গগুণসুন্দরী। নাম্না রূপেণ সা বালা সর্ব্বাসাঞ্চ গুণাধিকা। সামুদ্রিকগুণোপেতা পদ্মহস্তা প্রিয়ংবদা। কৌণ্ডিল্যনগরে রাজা সুমিত্রো নাম নামতঃ। তৎপুত্রো গুণবান্নাম শুভকার্য্যাঃ পতির্বভৌ। বয়ো হি দেহমানেন লক্ষ্মীবান্ রূপবান্ গুণৈঃ। গুণবান্ শুভকারিণ্যাঃ পাণিং জগ্রাহ ধর্ম্মবিৎ। গৃহীত্বা পারিবর্হাণি গতোঽসৌ নগরং প্রতি। পুনঃ সমাযযৌ রাজা গুণবান্ হস্তিনাপুরম্। বৃতঃ পরিজনৈঃ সর্ব্বৈস্তৎপুত্র্যা নয়নোৎসুকঃ। তং দৃষ্ট্বা শুভকারী সা সহর্ষা জাতসম্ভ্রমা। প্রণম্য চ পিতুঃ পাদৌ তমূচে চারুহাসিনী। ময়া তাত পরিজ্ঞাতং যদুক্তং পদ্মযোনিনা। পাতিব্রত্যসমো ধর্ম্মো নাস্তীহ ভুবনত্রয়ে। তস্মাদাজ্ঞাং দেহি রাজন্ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা। রথমারুহ্য যাস্যামি স্বামিনা স্বপুরং প্রতি। তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা পিতোবাচ সুতাং প্রতি। স্থিত্বৈকং বাসরং পুত্রি শীতলাব্রতমুত্তমম্। সৌভাগ্যারোগ্যজনকমবৈধব্যকরং পরম্। কৃত্বা যাহি মতং হ্যেতত্ত্বন্মাতুর্ম্মম চৈব হি। ইত্যুক্ত্বা ব্রতসামগ্রীং পূজোপকরণং তথা। সম্পাদ্য রাজা তাং সদ্যঃ শীতলামর্চ্চিতুং নৃপঃ। প্রেষয়ামাস সরসি ব্রাহ্মণং বেদপারগম্। সপত্নীকস্তয়া সার্দ্ধং গতা সা তদ্বনান্তরে। ভ্রমন্তী তৎ সরস্তত্র নাপশ্যদ্বিধিসাধনম্। শ্রান্তা ভ্রমন্তী বিজনে স্মরন্তী শীতলাং মুহুঃ। দদর্শ সা ততো নারীং বৃদ্ধাং রূপগুণান্বিতাম্। বিপ্রশ্চ স ভ্রমন্ শ্রান্তঃ সুপ্তো

নিদ্রাবশং গতঃ। দষ্টোঽহিনা মৃতস্তস্য ভার্য্যা তন্নিকটে স্থিতা। শুভকারীং ততো বৃদ্ধা সোবাচ করুণার্দ্রধীঃ। ভবিষ্যতি চিরঞ্জীবী ভর্ত্তা তে রাজকন্যকে। আগচ্ছ পূজনার্থায় দর্শয়ামি সরোবরম্। তয়া সহ গতা সাধ্বী তড়াগং বিধিপূর্ব্বকম্। পূজয়ামাস হর্ষেণ তোষয়ামাস শীতলাম্। তস্যা বরং প্রাপ্য মুদা স্বমার্গং গন্তুমুদ্যতা। ততঃ সা দদৃশেঽরণ্যে ব্রাহ্মণং সর্পদষ্টকম্। ভার্য্যান্তু তস্য নিকটে রুদতীং ব্রাহ্মণীং মুহুঃ। রাজপুত্রী লব্ধবরা শীতলায়াঃ পতিব্রতা। তয়ো স্তরুণদম্পত্যোঃ যোগ্যসৌভাগ্যদর্শনাৎ। রুদতী করুণং সাপি শুশোচ চ মুহুর্ম্মুহুঃ। আশ্বস্য ব্রাহ্মণী সা তু রাজপুত্রীমুবাচ হ। তিষ্ঠ তিষ্ঠ ক্ষণং সুভ্রু প্রবিশামি হুতাশনম্। অনেন সহ গচ্ছামি স্বর্গলোকং সুখাবহম্। তস্যাস্তদ্বচআকর্ণ্য রাজপুত্রী দয়ান্বিতা। সস্মার শীতলাং দেবীং মহাবৈধব্যভঞ্জনীম্। আগচ্ছচ্ছীতলা তত্র বরং দাতুং শুচিস্মিতা॥ শীতলোবাচ। বরং বরয় বৎসে ত্বং কিং দুঃখং চারুহাসিনি। শীতলাব্রতজং পুণ্যং দেহি ত্বং ব্রাহ্মণীং শুভাম্। তেন পুণ্যপ্রভাবেন ভর্ত্তাস্যা নির্ব্বিষো ভবেৎ। ইতি দেব্যা বচঃ শ্রুত্বা অদদদ্ ব্রাহ্মণীং ততঃ। বুবোধাশু ততো বিপ্রশ্চিরং সুপ্তো যথা পুনঃ। শীতলায়া ব্রতে বুদ্ধির্ব্রাহ্মণ্যাশ্চাভবত্তদা। অকরোৎ সাপি তৎপূজাং ভক্তিভাবপুরঃসরা। তত্রান্তরে রাজপুত্র্যাঃ পতিরাগাদ্বনান্তিকম্। সোঽপি দষ্টোঽথ সর্পেণ গচ্ছন্ত্যগ্রে দদর্শ তম্। বিললাপ ততঃ সাধ্বী সখ্যা সহ বনান্তরে। শীতলোবাচ। বৎসে ময়া পূর্ব্বমুক্তং স্মর তদ্বরবর্ণিনি। শীতলাব্রতচারিণ্যা বৈধব্যং নৈব জায়তে। স্বয়মুত্থায় কল্যাণি পতিং সুপ্তং গৃহে যথা। বোধয়াশু তথা ভীরু ব্রতং বৈধব্যনাশনম্। ইত্যুক্ত্বা বোধয়ামাস ভর্ত্তারং সা পতিব্রতা। ভর্ত্তাপি মুদিতো দৃষ্ট্বা স্বাং প্রিয়াং প্রীতিমানভূৎ। দৃষ্ট্বা তু মহদাশ্চর্য্যং তদ্গ্রামস্থায়িনো জনাঃ। সর্ব্বে তে বিস্ময়ং জগ্মুর্ব্রাহ্মণীপতিরক্ষণাৎ। ব্রাহ্মণী হর্ষিতা বৃদ্ধাং প্রণিপত্য পতিব্রতা। দেহি মাতর্নমস্তেঽস্তু অবৈধব্যোপলব্ধয়ে। অন্যাপি শীতলায়াস্তু ব্রতং নারী করিষ্যতি। অবৈধব্যমদারিদ্র্যমবিয়োগং স্বভর্ত্তৃতঃ। তথেত্যন্তর্দধে দেবী শীতলা কামরূপিণী। শীতলায়া বরং লব্ধ্বা জগামাত্মীয়বেশ্মনি। পদ্মাকরাবাসিনুবিশ্ববন্দ্যা সমর্হণাদিতবিশ্বমঙ্গলা। প্রসাদমাসাদ্য চ শীতলায়া রাজ্ঞঃ সুতা পার্ব্বতীবদ্বভূব॥

শীতলা সপ্তমী ব্রতকথা সমাপ্তা।

জন্মাষ্টমী-ব্রতকাল-ব্যবস্থা।

অষ্টমী রোহিণীযুক্তা নিশার্দ্ধে দৃশ্যতে যদি। মুখ্যকালঃ স বিজ্ঞেয়স্তত্র জাতঃ স্বয়ং হরিঃ॥ তস্যামভ্যর্চ্চনং সৌরের্হন্তি পাপং ত্রিজন্মজম্॥—ভবিষ্যে।

অর্দ্ধরাত্রিতে রোহিণীযুক্ত অষ্টমীই এই ব্রতের মুখ্যকাল, এই সময় শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই রোহিণীযুক্ত কৃষ্ণা অষ্টমীতে বাসুদেবের পূজা করিলে, ত্রিজন্মের কৃত পাপ বিনষ্ট হয়। রাত্রির পূর্ব্বার্দ্ধ বা পরার্দ্ধ যদি জয়ন্তীযুক্ত (রোহিণীযুক্ত) হয়, তখনই ব্রতের প্রশস্ত কাল। যদি অর্দ্ধরাত্রিতে রোহিণীযুক্তা অষ্টমী না হয় এবং সূর্য্যোদয়কালে যদি কিঞ্চিৎ রোহিণীযুক্তা অষ্টমী লাভ হয়, এবং পরে সম্পূর্ণ নবমী হয়, আর সেই দিবস সোমবার কি বুধবার হয়, তবে সেই দিবসই ব্রতের প্রশস্ত কাল জানিবে।

সপ্তমীর সহিত অষ্টমী যদি রোহিণী যুক্ত হয় এবং পরদিনেও যদি রোহিণীযুক্তা অষ্টমী থাকে, তবে পরদিনই উপবাস ও ব্রতানুষ্ঠান করিবে।

যদি উভয় দিনের কোন দিনই রোহিণীযোগ না হয় এবং পূর্ব্বদিন নিশীথ কাল ব্যাপিনী লাভ ঘটে, পরদিন তাহার অভাব হয়, এমত স্থলে পূর্ব্বদিন উপবাস হইবে। উভয়দিনে অর্দ্ধরাত্রিতে রোহিণীর সহিত অষ্টমী যুক্ত হইলে পরদিন ব্রতোপবাস হইবে।

যদি উভয় দিনই নিশীথ সম্বন্ধ না ঘটে, তবে পর দিনেই হইবে। আর যদি পূর্ব্বদিনে ষষ্টিদণ্ড কাল ব্যাপিনী অষ্টমী থাকে, কিন্তু রোহিণী যোগ না হয় এবং পরদিন যদি রোহিণীযুক্ত সামান্য অষ্টমীও থাকে, তবে পর দিনেই ব্রত হইবে।

অষ্টম্যামথ রোহিণ্যাং ন কুর্য্যাৎ পারণং ক্বচিৎ। হন্যাৎ পুরাকৃতং কর্ম্ম উপবাসার্জ্জিতং ফলম্॥—ভবিষ্যে।

রোহিণীযুক্তা অষ্টমী থাকিতে তৎকালমধ্যে কখনও পারণ করিবে না। করিলে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল এবং উপবাসার্জ্জিত ফল নষ্ট হইয়া থাকে।

যে তিথি ও নক্ষত্রের যোগে ব্রত ও উপবাস করিবে, তাহার একের ক্ষয় না হইলে পারণ করা কর্ত্তব্য নহে।

যদি জয়ন্তী যোগ হেতু পূর্ব্বদিন উপবাস হয় ও পরদিন রাত্রি অর্দ্ধপ্রহরান্তে তিথি, নক্ষত্র উভয়ের কি একের বিমুক্তি হয়, তবে ঐ দিন প্রাতঃকালে পারণ করিবে।

উপবাস-পরদিনে, তিথি ও নক্ষত্রের অন্তে পারণ করিবে। আর যখন মহানিশার পূর্ব্বে একের ক্ষয় হয়, অন্যের মহানিশাতে স্থিতি থাকে, তখন একের ক্ষয়ান্তে পারণ করিবে। যদ্যপি মহানিশাতে উভয়েরই স্থিতি থাকে, তবে সেই দিবস প্রাতঃকালে পারণ করিবে।

পূজাবিধি।

ব্রতের পূর্ব্বদিন সংযম করিয়া, তৎপর দিবস, প্রত্যূষে স্নানাদি নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া স্বস্তিবাচন করত "ওঁ সূর্য্যঃ সোমো" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া সংকল্প করিবে। যথা,—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য ভাদ্রে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে অষ্টম্যাস্তিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিকামা শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রতমহং করিষ্যে।"

অতঃপর সংকল্প সূক্ত পাঠ করিয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা,—

"ওঁ ধর্ম্মায় ধর্ম্মেশ্বরায় ধর্ম্মপতয়ে ধর্ম্মসম্ভবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥ ওঁ বাসুদেবং সমুদ্দিশ্য সর্ব্বপাপপ্রশান্তয়ে। উপবাসং করিষ্যামি কৃষ্ণাষ্টম্যাং নভস্যহম্॥ অদ্য কৃষ্ণাষ্টমীং দেবীং নভশ্চন্দ্রসরোহিণীম্। অর্চ্চয়িত্বোপবাসেন ভোক্ষ্যেঽহমপরেঽহনি॥ এনসো মোক্ষকামোঽস্মি যদ্গোবিন্দ ত্রিযোনিজম্। তন্মে মুঞ্চতু মাং ত্রাহি পতিতং শোকসাগরে॥ আজন্ম মরণং যাবৎ যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্। তৎ প্রণাশয় গোবিন্দ প্রসীদ পরমেশ্বর॥"

অতঃপর অর্দ্ধরাত্র সময়ে আচমন করিয়া সামান্যার্ঘ্য স্থাপন, আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি ও ন্যাসাদি করিয়া গণেশ, শিবাদিপঞ্চদেবতা, আদিত্যাদিনবগ্রহ, ইন্দ্রাদিদশদিক্পাল ও মৎস্যাদি দশাবতারের পূজাপূর্ব্বক অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিবে। যথা,—

"ওঁ মাঙ্কাপি বালকং সুপ্তং পর্য্যঙ্কে স্তনপায়িনম্। শ্রীবৎসবক্ষঃপূর্ণাঙ্গং নীলোৎপলদলচ্ছবিম্॥"

এইরূপে ধ্যান করিয়া পুষ্পটী স্বীয় মস্তকে প্রদান করত মানসোপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্যস্থাপনপূর্ব্বক আধারশক্ত্যাদি পীঠপূজা করিবে, (১৫ পৃঃ দেখ)। অনন্তর পুনরায় অঙ্গন্যাস ও করন্যাস পূর্ব্বক ধ্যান করতঃ আবাহন করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। পূজার অন্যান্য সমস্ত দ্রব্যই "ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" বলিয়া দিতে হয়, কেবল নিম্নলিখিত কয়েকটি বিশেষ মন্ত্র দ্বারা তত্তৎ দ্রব্য প্রদান করিতে হইবে। যথা,—

অর্ঘ্যমন্ত্র।—"ওঁ যজ্ঞায় যজ্ঞেশ্বরায় যজ্ঞপতয়ে যজ্ঞসম্ভবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ, ইদমর্ঘ্যং ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।"

স্নানীয় মন্ত্র।—"ওঁ যোগায় যোগেশ্বরায় যোগপতয়ে যোগসম্ভবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। ইদং স্নানীয়ং"

নৈবেদ্য মন্ত্র।—"ওঁ বিশ্বায় বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বপতয়ে বিশ্বসম্ভবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। ইদং নৈবেদ্যং"

অতঃপর "ওঁ নমো দেব্যৈ শ্রিয়ৈ নমঃ" এই মন্ত্রে যথাসম্ভব উপচারে শ্রীর পূজা করিবে। অনন্তর যথাশক্তি জপ করত জপ সমর্পণ করিয়া, বসুধারা প্রদান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নাড়ীচ্ছেদ চিন্তা করিয়া "ওঁ ষষ্ঠ্যৈ নমঃ" বলিয়া ষষ্ঠী দেবীর পূজা করিবে। পরে শ্রীকৃষ্ণের জাতকর্ম্ম, নিষ্ক্রামণ, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন এবং বিবাহ কার্য্যাদি মনে মনে চিন্তা করিবে। পরে,—"ওঁ দেবক্যৈ নমঃ এইক্রমে—বাসুদেবায়, যশোদায়ৈ, রোহিণ্যৈ, নন্দায়, চণ্ডিকায়ৈ, দক্ষায়, গর্গায়, চতুর্ম্মুখায়, এই সমস্ত দেবতাদিগকে পূজা করিবে।

অনন্তর স্বশাখোক্ত বিধানে বহ্নিস্থাপন করিয়া, প্রকৃত কর্ম্মারম্ভে ঘৃতযুক্ত রক্তকরবীর পুষ্প বা সমিধ্দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে যথাশক্তি হোম করিবে। যথা,—ওঁ ধর্ম্মায় ধর্ম্মেশ্বরায় ধর্ম্মসম্ভবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ স্বাহা।

অনন্তর পুষ্প, চন্দন, জল, দূর্ব্বা ও আতপতণ্ডুল দ্বারা শঙ্খে অর্ঘ্যস্থাপন পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়া চন্দ্রদেবকে অর্ঘ্যপ্রদান করিবে। অর্ঘ্যমন্ত্র যথা,—

ওঁ ক্ষীরোদার্ণবসম্ভূত অত্রিনেত্রসমুদ্ভব। গৃহাণার্ঘ্যং শশাঙ্কেদং রোহিণ্যা সহিতো মম॥ ওঁ সোমায় সোমেশ্বরায় সোমপতয়ে। সোমসম্ভবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।

অতঃপর চন্দ্রকে নমস্কার করিবে। যথা,—

ওঁ জ্যোৎস্নায়াঃ পতয়ে তুভ্যং জ্যোতিষাং পতয়ে নমঃ। নমস্তে রোহিণীকান্ত সুধাবাস নমোঽস্তু তে। ওঁ নভোমণ্ডলদীপায় শিরোরত্নায় ধূর্জ্জটেঃ। কলাভির্ব্বদ্ধমানায় নমশ্চন্দ্রায় চারবে।

নিম্নলিখিত রূপে শ্রীকৃষ্ণের স্তোত্র পাঠ করিয়া প্রণাম করিবে। যথা— ওঁ অনঘং বামনং শৌরিং বৈকুণ্ঠং পুরুষোত্তমম্। বাসুদেবং হৃষীকেশং মাধবং মধুসূদনম্। বরাহং পুণ্ডরীকাক্ষং নৃসিংহং দৈত্যসূদনম্। দামোদরং

পদ্মনাভং কেশবং গরুড়ধ্বজম্ ॥ গোবিন্দমচ্যুতং কৃষ্ণমনন্তমপরাজিতম্। অধোক্ষজং জগন্নাথং সর্গস্থিত্যন্তকারিণম্। অনাদিনিধনং বিষ্ণুং ত্রিলোকেশং ত্রিবিক্রমম্। নারায়ণং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥ পীতাম্বরধরং নিত্যং বনমালাবিভূষিতম্। শ্রীবৎসাঙ্কং জগৎসেতুং শ্রীকৃষ্ণং শ্রীধরং হরিম্। প্রপদ্যেঽহং সদা দেবং সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে। প্রণমামি সদা দেবং বাসুদেবং জগৎপতিম্ ॥ ত্রাহি মাং সর্ব্বদেবেশ হরে সংসারসাগরাৎ। ত্রাহি মাং সর্ব্বপাপঘ্ন দুঃখশোকার্ণবাৎ প্রভো। সর্ব্বলোকেশ্বর ত্রাহি পতিতং মাং ভবার্ণবে। দেবকীনন্দন শ্রীশ হরে সংসারসাগরাৎ ॥ ত্রাহি মাং সর্ব্বদুঃখঘ্ন রোগশোকার্ণবাদ্ধরে। দুর্গতাং ত্রায়সে বিষ্ণো যে স্মরন্তি সকৃৎ সকৃৎ ॥ সোঽহং দেবাতিদুর্ব্বৃত্তস্ত্রাহি মাং শোকসাগরাৎ। পুষ্করাক্ষ নিমগ্নোঽহং মায়াবিজ্ঞানসাগরে ॥ ত্রাহি মাং দেবদেবেশ ত্বত্তো নান্যোঽস্তি রক্ষিতঃ ॥ যদ্বাল্যে যচ্চ কৌমারে বার্দ্ধক্যে যচ্চ যৌবনে। তৎ পুণ্যং বৃদ্ধিমাপ্নোতি পাপং হর হলায়ুধ ॥"

অনন্তর গীতবাদ্যাদি উৎসব দ্বারা রাত্রি যাপন করিবে।

পরদিন প্রাতঃকালে নিত্যকর্ম্ম সমাপনান্তে আসনোপবিষ্ট হইয়া আচমনাদি পূর্ব্বক যথাবিধানে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া দুর্গার পূজা করিবে (৩০৩ পৃঃ দেখ)। পরে কথাশ্রবণ করাইবে এবং ব্রাহ্মণ ভোজনাদি করাইবে। পরে "ওঁ সুবর্ণাদি চ যৎ কিঞ্চিৎ কৃষ্ণো মে প্রীয়তাং হরে" বলিয়া ব্রাহ্মণদিগকে সুবর্ণাদি দক্ষিণা দিয়া "ওঁ যং দেবং দেবকী দেবী বসুদেবাদজীজনৎ। ভৌমস্য ব্রহ্মণো গুপ্ত্যৈ তস্মৈ ব্রহ্মাত্মনে নমঃ। সুব্রহ্মবসুদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ। শান্তিরস্তু শিবঞ্চাস্তু উক্ত্বা বিপ্রান্ বিসর্জ্জয়েৎ ॥" এই বলিয়া ব্রাহ্মণসকলকে বিদায় করিবে। সমর্পণমন্ত্র যথা,- "ওঁ ভূতায় ভূতেশ্বরায় ভূতপতয়ে গোবিন্দায় নমো নমঃ।"

ব্রতকথা।—দিলীপ উবাচ। ভাদ্রে মাস্যসিতে পক্ষে যস্যাং জাতো জনার্দ্দনঃ। তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব মহামুনে। কথং বা ভগবান্ জাতঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ। দেবকীজঠরে জন্ম কিং কর্ত্তুং কেন হেতুনা। বশিষ্ঠ উবাচ। শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি যস্মাজ্জাতো জনার্দ্দনঃ। পৃথিব্যাঃ ত্রিদিবং ত্যক্ত্বা ভবতে কথয়াম্যহম্। পুরা বসুন্ধরা হ্যাসীৎ কংসারাধনতৎপরা। স্বাধিকারপ্রমত্তেন কংসদূতেন তাড়িতা। ক্রন্দন্তী লজ্জিতা সাপি যযৌ ঘূর্ণিতলোচনা। যত্র তিষ্ঠতি দেবেশ উমাকান্তো বৃষধ্বজঃ। কংসেন তাড়িতা দেবী ইতি তস্মৈ ন্যবেদয়ৎ। বারি বর্ষতি নেত্রাভ্যাং বিবর্ণা সাপমানিতা। ক্রন্দন্তীং তাং

সমালোক্য কোপেন স্ফুরিতাধরঃ। উময়া সহিতঃ সর্ব্বৈর্দেববৃন্দৈরমুদ্রুতঃ। আজগাম মহাদেবো বিধাতুর্ভবনং রুষা। গত্বা চোবাচ ব্রহ্মাণং কংসধ্বংস-নিমিত্তকম্। উপায়ঃ সৃজ্যতাং ব্রহ্মন্ ভবতা বিষ্ণুনা সহ। ঐশ্বরং তদ্বচঃ শ্রুত্বা গন্তুং প্রাক্রমতাত্মভূঃ। ক্ষীরোদে যত্র বৈকুণ্ঠঃ সুপ্তঃ স ভুজগোপরি। হংসপৃষ্ঠে সমারুহ্য হরেরন্তিকমাযযৌ। তত্র গত্বা হরিং ধ্যাত্বা দেববৃন্দৈর্হরাদিভিঃ। তুষ্টাব ভগবান্ বাগ্ভিরর্থ্যাভির্বাগ্বিদাং বরঃ। নমঃ কমলনেত্রায় হরয়ে পরমাত্মনে। জগৎপালনকর্ত্রে চ লক্ষ্মীকান্ত নমোঽস্তু তে। ইতি তেষাং স্তুতিং শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ জনার্দ্দনঃ। সর্ব্বান্ ক্লিষ্টমুখান্ দৃষ্ট্বা ভবতামাগমঃ কথম্॥ ব্রহ্মোবাচ। শৃণু দেব জগন্নাথ যস্মাদস্মাভিরাগতম্। কথয়ামি সুরশ্রেষ্ঠ তদহং লোকতারণ। শূলপাণিবরোন্মত্তঃ কংসরাজো দুরাসদঃ। বসুধা তাড়িতা তেন পদাঘাতেন মুষ্টিনা। বরং দত্বা পুরাপ্যগ্রে মায়য়া স প্রবঞ্চিতঃ। ভাগিনেয়ং বিনা রাজন্ শাস্তা ন ভবিতা তব। তস্মাদ্গচ্ছ সুরশ্রেষ্ঠ কংসং হন্তুং দুরাসদম্। দেবকীজঠরে জন্ম লব্ধ্বা গত্বা চ গোকুলম্। ব্রহ্মণা প্রেরিতো দেবঃ প্রত্যুবাচ পশোঃ পতিম্। পার্ব্বতী দেহি দেবেশ অহং স্থিত্বাগমিষ্যতি। উময়া রময়া সার্দ্ধং শঙ্খচক্রগদাধরঃ। উদ্দিশ্য মথুরাং ক্রে প্রয়ানং কংসনাশনম্। দেবকীজঠরে জন্ম লেভে তত্র গদাধরঃ। যশোদা-কুক্ষিমধ্যান্তে শর্ব্বাণী মৃগলোচনা। নব মাসাংশ্চ বিশ্রাম্য কুক্ষৌ নবদিনা-ধিকান্। ভাদ্রে মাস্যসিতে পক্ষে অষ্টমীসংজ্ঞিত-তিথৌ। রোহিণীতারক-যুক্তা রজনী ঘনঘোরিতা। ধূমযোনৌ তড়িদ্যুক্তে বারি বর্ষতি শোভনে। বৈষ্ণবীমায়য়া নিদ্রাং গতাঃ সর্ব্বে চ রক্ষকাঃ। তত্রান্তরে নিশার্দ্ধে তু রোহিণীসংযুতা তিথৌ। তস্যাং জাতো জগন্নাথঃ কংসারির্বসুদেবজঃ। বৈরাটে নন্দপত্নী চ যশোদাজীজনৎ সুতাম্। পুত্রং চতুর্ভুজং শ্যামং শঙ্খাদ্যায়ুধসংযুতম্। পঙ্কজাঙ্গং পদ্মনাভিং প্রসন্নকমলেক্ষণম্। তদা ক্রন্দিতুমারেভে দৃষ্ট্বা চানক-দুন্দুভিঃ। কংসরাজভয়াৎ ত্রাহি উবাচ দেবকী তদা। অভূদাকাশবাণী চ তত্রৈব সময়েঽপি চ। বৈরাটং গচ্ছ বিপ্রেন্দ্র যথা নন্দনিকেতনম্। সুতং দত্বা যশোদায়ৈ সুতাং তস্যাঃ সমানয়। তাং দৃষ্ট্বা কংসরাজোঽপি সভায়াং ন হনিষ্যতি। তস্য বাক্যং সমাকর্ণ্য দ্বিজশ্রেষ্ঠোঽতিদুঃখিতঃ। অঙ্কে কুমার-মাদায় বৈরাটাভিমুখং যযৌ॥ যমুনা জলসংপূর্ণা তৎপথে মধ্যবর্ত্তিনী। অতি-স্রোতা মহাবীর্য্যা সুতীক্ষ্ণা ভয়কারিণী। তাং দৃষ্ট্বা তত্তটে স্থিত্বা কুমারমবলো-কয়ন্। বসুদেবোঽতিদুঃখার্ত্তো বিলোলচেতনোঽভবৎ। কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি

বিধিনাত্রাপি বঞ্চিতঃ। কথমদ্য গমিষ্যামি বৈরাটে নন্দমন্দিরম্। হরিণা তত্র সানন্দং মায়য়া বঞ্চিতঃ পিতা। ক্ষণমাত্রং তটে স্থিত্বা যমুনামবলোকয়ন্। তেন দৃষ্টা ততঃ সাপি ক্ষীণা জানুবহাভবৎ॥ শিবারূপেণ গচ্ছন্তী দেবী তু যমুনাজলে। তাং দৃষ্ট্বা হৃষ্টচিত্তঃ সন্নবলম্ব্য সরিজ্জলে। মায়াং কৃত্বা জগন্নাথঃ পিতুরঙ্কাজ্জলেঽপতৎ। তং সুতং পতিতং দৃষ্ট্বা সূর্য্যজাজীবনে দ্বিজঃ। তদা ক্রন্দিতুমারেভে ভালে স ব্যহনৎ করম্। বিধিনা বৈরিণা হ্যত্র দুঃখিতোঽহং প্রবঞ্চিতঃ। ত্রাহি মাং জগতাং নাথ পুত্রং দেহি সুরোত্তম। জনকং ক্রন্দিতুং দৃষ্ট্বা কংসারিঃ কৃপয়ান্বিতঃ। জলক্রীড়াং সমাচর্য্য পিতুরঙ্কেঽবসৎ পুনঃ। তথা তেন দ্বিজশ্রেষ্ঠো গতবান্ নন্দমন্দিরম্। সুতং দত্ত্বা যশোদায়ৈ সুতাং তস্যাঃ সমানয়ৎ। সুতামঙ্কে কথমপি গৃহীত্বানকদুন্দুভিঃ। নিজাগারং স্বয়ং প্রাপ্য পুনঃ প্রত্যর্পিতা সুতা। দেবকী চ প্রসূতেতি বার্ত্তা প্রাপ্তা সুরারিণা। আনেতুং প্রেষিতো দূতঃ সুতং দুহিতরং তু বা। আগত্য কংসদূতোঽসৌ সুতাং নেতুং প্রচক্রমে। বলাদঙ্কাৎ সমাকৃষ্য দেবকীবসুদেবয়োঃ। কংসদূতো গৃহীত্বা তাং কংসায়াদর্শয়ৎ পুনঃ। তাং দৃষ্ট্বা কংসরাজোঽপি সভয়োঽভূদ্দুরাসদঃ। তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাং। দৃষ্ট্বা কংসং বিহসন্তীং বিদ্যুৎস্ফুরিত-লোচনাং। আদিদেশাসুরশ্রেষ্ঠো বধং নীত্বা শিলোপরি। আজ্ঞাং লব্ধ্বাসুরাস্তস্য নিষ্পেষ্টুং তাং প্রবর্ত্তিতাঃ। বিদ্যুদ্রূপধরা গৌরী জগাম শঙ্করান্তিকম্। অন্তরীক্ষে ক্ষণং স্থিত্বা সুরারিং প্রাহ পার্ব্বতী। হন্তা ত্বাং গোকুলে জাতঃ কেশবঃ সুরপালকঃ। তত্রাতিষ্ঠজ্জগন্নাথঃ কংসারিঃ সুরকৃত্যকৃৎ। ক্রীড়িত্বা বালভাবেন কংসধ্বংসমনা হি সঃ। প্রাপ্তমাত্রেণ তং কংসং জঘান জগদীশ্বরঃ। এতত্তে কথিতং রাজন্ বিষ্ণোর্জন্মদিনব্রতং। য ইদং কুরুতে ভক্ত্যা যা চ নারী হরের্ব্রতং। প্রাপ্নোত্যৈশ্বর্য্যমতুলমিহ লোকে যথোচিতং। অন্তকালে হরেঃ স্থানং লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ইতি ভবিষ্যপুরাণে বশিষ্ঠদিলীপসংবাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রতকথা সমাপ্তা॥

অতঃপর দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া পারণ করিবে।

পারণ মন্ত্র।—"ওঁ সর্ব্বায় সর্ব্বেশ্বরায় সর্ব্বপতয়ে সর্ব্বসম্ভবায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥"

দূর্ব্বাষ্টমী ব্রত।

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—হে যুধিষ্ঠির! যে পতিব্রতা নারী ভাদ্রমাসীয়

শুক্লাষ্টমী তিথিতে দূর্ব্বাষ্টমী ব্রত আচরণ করে, তাহার বংশ পরম্পরা সপ্ত-পুরুষ পর্য্যন্ত ক্ষয় পায় না, এবং দূর্ব্বার ন্যায় নিত্যই তাহার কুল প্রসৃত ও বিবর্দ্ধিত হয়।

ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমীতে এই ব্রত আরম্ভ করত প্রতিবর্ষীয় ভাদ্রশুক্লাষ্টমীতে ব্রতানুষ্ঠান করিয়া নবমবর্ষে উদ্যাপন করিতে হয়। এই ব্রতে ডোর ধারণ করিতে হয় এবং অষ্ট প্রকার ফল দিতে হয়।

পূজা বিধি।—প্রথমত শুদ্ধাসনে বসিয়া আচমন করতঃ স্বস্তিবাচনাদি করিয়া "সূর্য্যঃ সোমো" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত সঙ্কল্প করিবে। যথা,—

"বিষ্ণুর্নমোঽস্য ভাদ্রে মাসি শুক্লে পক্ষে অষ্টম্যাস্তিথাবারভ্য অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী পুত্রপৌত্রাদ্যনবচ্ছিন্ন সন্ততি প্রাপ্তিকামা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামা বা গণপত্যাদি নানাদেবতাপূজাপূর্ব্বক দূর্ব্বাসহিত-বিষ্ণু পূজা ভোজ্যোৎসর্গ-তৎকথাশ্রবণরূপ-ভবিষ্যপুরাণোক্ত দূর্ব্বাষ্টমী ব্রতমহং করিষ্যে॥"

এইরূপ সংকল্প করিয়া সূক্ত পাঠ করিবেন। (ব্রতারম্ভ বর্ষ হইলে) যাঁহার ব্রত তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া—"ইদং ব্রতং ময়া দেব গৃহীতং পুরত স্তব। নির্ব্বিঘ্নং সিদ্ধিমাপ্নোতু ত্বৎপ্রসাদাৎ জনার্দ্দন॥ ওঁ গৃহীতেঽস্মিন্ ব্রতে দেব যদ্যপূর্ণে ত্বহং ম্রিয়ে। তন্মে সম্পূর্ণতাং যাতু প্রসাদাত্তব কেশব॥" এই মন্ত্র পাঠ করিবেন।

অতঃপর তৎপ্রতিনিধি সামান্যার্ঘ্য ও আসনশুদ্ধি করিয়া গণেশ, শিবাদিপঞ্চ-দেবতা, আদিত্যাদিনবগ্রহ, ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পাল ও মৎস্যাদি দেবতাগণের অর্চ্চনা করিয়া অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করত বিষ্ণুর পূজা করিবে। বিষ্ণুধ্যান (২৯ পৃঃ দেখ) অনন্তর আবরণ দেবতাগণের পূজা (২৯২ পৃঃ দেখ) পূর্ব্বক লক্ষ্মীর পূজা করিয়া দূর্ব্বাপূজা করিবে।

দূর্ব্বার ধ্যান।—ওঁ দূর্ব্বাং শ্যামবর্ণাং বিষ্ণুতনূদ্ভবাং সর্ব্বকামফলপ্রদাং। সৌভাগ্যসন্ততিকরীং ধনধান্যবিবর্দ্ধিনীম্॥"

অনন্তর "ত্বং দূর্ব্বেঽমৃতনামাসি বন্দিতাসি সুরাসুরৈঃ। সৌভাগ্যসন্ততিং দত্বা সর্ব্বকার্য্যকরী ভব। যথা শাখাপ্রশাখাভির্ব্বিস্তৃতাসি মহীতলে। তথা মমাপি সন্তানং দেহি ত্বমজরামরম্॥"

কৃতাঞ্জলি পুরঃসর এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তৎপর 'ওঁ দূর্ব্বায়ৈ নমঃ' এই মন্ত্রে দুগ্ধদ্বারা দূর্ব্বাকে স্নান করাইয়া উক্ত মন্ত্রে যথাশক্তি উপচারে দূর্ব্বার পূজা

করিয়া হরিদ্রাক্ত ডোরক বামহস্তে বন্ধনপূর্ব্বক ভোজ্যোৎসর্গ করিয়া কথা শ্রবণ করিবে।

ব্রতকথা।—একদা তু সমাসীনং কৃষ্ণং কমললোচনং। পপ্রচ্ছ পরয়া ভক্ত্যা ধর্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ॥ কেনোপায়েন ভগবন্ সন্তানো বর্দ্ধতে স্ত্রিয়াঃ। কথং বা লভতে মোক্ষং তন্মে ব্রূহি জনার্দ্দন॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। পক্ষে ভাদ্রপদস্যাপি শুক্লাষ্টম্যাং যুধিষ্ঠির। দূর্ব্বাষ্টমীব্রতং পুণ্যং যা করোতি পতিব্রতা॥ ন তস্যাঃ ক্ষয়মাপ্নোতি সন্তানঃ সাপ্তপৌরুষঃ। নন্দতে বর্দ্ধতে নিত্যং যথা দূর্ব্বা তথা কুলং॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। কুত এষা সমুৎপন্না কস্মাদ্দূর্ব্বা চিরায়ুষী॥ কস্মাদ্বন্দ্যা পবিত্রা চ লোকে ধন্যা মহীতলে। কেন বা তদ্ব্রতং দেব চরিতং কেন হেতুনা॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। ক্ষীরোদসাগরে পূর্ব্বং মথ্যমানেঽমৃতার্থিনা। বিষ্ণুনা বাহুজঙ্ঘাভ্যাং বিধৃতো মন্দরো গিরিঃ। ভ্রমতা তেন বেগেন লোমানি ঘর্ষিতানি বৈ। তান্যেতানি জলোর্ম্মিভিরুৎক্ষিপ্তানি তটৈর্ব্বারং॥ অজায়ত শুভা দূর্ব্বা রম্যা হরিতশাদ্বলা॥ এবমেষা সমুৎপন্না দূর্ব্বা বিষ্ণুতনূরুহা। তস্যাশ্চোপরি বিন্যস্তং মথিতামৃতমুত্তমম্॥ দেবদানব-গন্ধর্ব্ব-সিদ্ধ-বিদ্যাধরোরগৈঃ। ততোঽবেঽমৃতকুম্ভস্য নিপেতুর্ব্বারিবিন্দবঃ। তৈঃ সংস্পৃষ্টা তদা দূর্ব্বা জাতা চৈবাজরামরা॥ বন্দ্যা পবিত্রা দেবৈস্তু বন্দিতাভ্যর্চ্চিতা তথা॥ অষ্টম্যাং ফলপুষ্পৈশ্চ খর্জ্জূরৈর্নারিকেলকৈঃ। দ্রাক্ষামলকপিত্থৈশ্চ কর্পূরৈর্ব্বকুলৈস্তথা॥ নাগরঙ্গৈশ্চ জম্বীরৈর্ব্বীজপূরৈশ্চ দাড়িমৈঃ॥ দধ্যক্ষতৈঃ পয়োভিশ্চ ধূপনৈবেদ্যদীপকৈঃ॥ মন্ত্রেণানেন রাজেন্দ্র শৃণুষ কথিতং ময়া। ত্বং দূর্ব্বেঽমৃতনামাসি বন্দিতাসি সুরাসুরৈঃ॥ সৌভাগ্যং সন্ততিং দত্ত্বা সর্ব্বকার্য্যকরী ভব। যথা শাখাপ্রশাখাভি র্বিস্তৃতাসি মহীতলে॥ তথা মমাপি সন্তানং দেহি ত্বমজরামরম্॥ এবমেষা পুরা পার্থ পূজিতা ত্রিদশোত্তমৈঃ। তেষাং পত্নীবধূভিশ্চ ভগিনীভিস্তথৈব চ॥ পূজিতা চ তথা শচ্যা গৌর্য্যা স্বত্যা শ্রিয়া তথা। সরস্বত্যা গঙ্গয়া চ দিত্যাদিত্যা চ মেনয়া॥ বিন্দুবত্যা বেশবত্যা মন্দোদর্য্যা সুভদ্রয়া। শাণ্ডিল্যা শ্রদ্ধয়া চৈব মায়য়া দীক্ষয়া তথা। মর্ত্ত্যলোকে বেদবত্যা দময়ন্ত্যা সুশীলয়া। সুকেশ্যা ঘৃতাচ্যা চ রম্ভয়া মিশ্রকেশয়া। মঞ্জনন্যা মেনকয়া তথৈব মুনিজাদিভিঃ॥ স্ত্রীভিরভ্যর্চ্চিতা দূর্ব্বা সৌভাগ্যসুখদায়িনী। স্নাতাভিঃ শুচিবস্ত্রাভিরর্চ্চিতা বহুভির্জ্জনৈঃ॥ দত্ত্বা পিষ্টানি বিপ্রেভ্যঃ ফলং হি বিবিধং তথা। অষ্টগ্রন্থিসমাযুক্তং করে বদ্ধ্বা সুডোরকম্॥ তিলপিষ্টানি গোধূমধান্যপিষ্টানি পাণ্ডব। ভোজয়িত্বা সুহৃন্মিত্রং সম্বন্ধিস্বজনস্তথা॥ ততো

ভুঞ্জীত তংস্থেবং স্বয়ং শ্রদ্ধাসমন্বিতা। এবং কুর্ব্বন্তি যা নার্য্য অষ্টমীব্রত-মুত্তমম্॥ তাঃ সর্ব্বাঃ সুখ-সৌভাগ্যপুত্রপৌত্রাদিভিস্তথা। মর্ত্ত্যলোকে চিরং স্থিত্বা ততঃ স্বর্গমবাপ্নুয়ুঃ॥ বসন্তি রময়া সার্দ্ধং যাবদাহূতসংপ্লবং। মেঘাবৃতেঽম্বরতলে বিশদে চ পক্ষে পাশ্চাষ্টমীব্রতমদো নভসীহ কুর্য্যুঃ। দূর্ব্বাং তদক্ষতত্তিলৈঃ প্রতিপূজয়েয়ুস্তাঃ প্রাপ্নুয়ুঃ সকলসন্ততিবৃদ্ধিমৃদ্ধিম্॥ ইতি ভবিষ্যপুরাণে দূর্ব্বাষ্টমীব্রতকথা সমাপ্তা॥

অনন্তর দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে।

রাধাষ্টমীব্রত।

ভাদ্রমাসের শুক্লা অষ্টমীর (রাধাষ্টমীর) দিন পুরোহিত শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমন পূর্ব্বক স্বস্তিবাচন করিয়া "সূর্য্যঃ সোমো" ইত্যাদি পাঠ করিয়া সঙ্কল্প করিবেন। যথা,—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য ভাদ্রে মাসি শুক্লে পক্ষে অষ্টম্যান্তিথৌ, অমুকগোত্রায়াঃ শ্রীঅমুকদেব্যা শ্রীরাধাপ্রীতিকামনয়া রাধা-কৃষ্ণ-পূজা তৎকথা-শ্রবণরূপরাধাষ্টমী-ব্রতমহং করিষ্যামি।

অনন্তর সঙ্কল্প-সূক্ত পাঠ করিয়া সামান্যার্ঘ্য ও আসনশুদ্ধ্যাদি করত গণেশ, শিবাদিপঞ্চদেবতা, আদিত্যাদিনবগ্রহ, ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পাল ও মৎস্যাদি দশাবতারের পূজাপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া ষোড়শোপচারে রাধিকার পূজা করিবে। প্রথমতঃ করাঙ্গন্যাসাদি করত ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা,—

"ওঁ অমল-কমল-কান্তিং নীলবস্ত্রাং সুকেশীং, শশধরসমবক্ত্রাং খঞ্জনাক্ষীং মনোজ্ঞাং॥ স্তনযুগগত-মুক্তাদামদীপ্তাং কিশোরীং, ব্রজপতি-সুতকান্তাং রাধিকামাশ্রয়েঽহম্।" এইরূপে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা করত পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া "ওঁ রাধিকায়ৈ নমঃ" এইমন্ত্রে পূজা করত যথাশক্তি মন্ত্র জপ করিয়া জপ সমর্পণপূর্ব্বক রাধিকার প্রণাম করিবে। প্রণামমন্ত্র যথা,—

"রাধাং রাসেশ্বরীং রম্যাং স্বর্ণ কুণ্ডলমণ্ডিতাং।
বৃষভানুসুতাং দেবীং তাং নমামি হরিপ্রিয়াম্॥

অতঃপর চন্দ্রাবলী, রতিমঞ্জরী, শ্যামলা, শশিকলা, চিত্রা, সুমুখী, ললিতা, বিশাখা, মদনসুন্দরী, অধিদেবী, সুদেবী, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, শশিরেখা, হরিপ্রিয়া, পদ্মা, সখ্যা, ভদ্রা, কীর্ত্তিদা, যশোদা ও বৃষভানু এবং নন্দ,

বাসুদেব, নারায়ণ এবং বার্ক্ষেয় ইহাদের যথাশক্তি উপচারে পূজাপূর্ব্বক জোজ্যোৎসর্গ করিয়া কথা শ্রবণ করিবে।

ব্রতকথা,—মুনয় উচুঃ। আরাধনানাং সর্ব্বেষাং কৃষ্ণারাধনমুত্তমং। ততোঽপ্যধিকমপ্যন্যারাধনং চেদ্বদস্ব নঃ॥ শ্রীসূত উবাচ। শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্ব্বে ব্রতমেতৎ সুগোপিতং। কৃষ্ণনারদসংবাদং যৎ শ্রুত্বা ভক্তিমান্ ভবেৎ॥ নারদ উবাচ। শ্রুতাঃ সর্ব্বাবতারাস্তে কৃষ্ণ কৃষ্ণ সনাতন। রাধিকায়া মহাদেব্যাঃ প্রাদুর্ভাবং বদস্ব মে॥ ন চাস্যা ধরণীভারলাঘবো হেতুরিষ্যতে। বৃষভানুরসৌ পূর্ব্বং কিং তেপে পরমং তপঃ। কো বায়ং কস্য তনয়ঃ কেন জাতো মহাবনে। যদ্গৃহে রাধিকা নিত্যা পরমপ্রেয়সী তব॥ সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী দেবী পরা চিচ্ছক্তিরূপিণী। প্রাদুর্ভূতা জগন্নাথ তন্মে কথয় সুব্রত॥ ত্বদ্দাসদাসদাসোঽহং খ্যাতো জগতি নারদ। এতচ্ছ্রুত্বা মুনের্ব্বাক্যং প্রসন্নঃ প্রাহ কেশবঃ॥ স্নিগ্ধগম্ভীরয়া বাচা প্রহসন্ মুনিপুঙ্গব॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ॥ শৃণুষ্বাবহিতো ব্রহ্মন্ কথামেতাং পুরাতনীম্। জীবন্মুক্তোঽসি ভক্তোঽসি তেন ত্বাং কথয়াম্যহং॥ নাভক্তায়ান্যভক্তায় কথামেতাং প্রকাশয়। প্রকাশাৎ ক্ষয়মাপ্নোতি সত্যং সত্যং বদাম্যহম্॥ একদা ভাস্করো দেবো যদৃচ্ছাক্রমতো ভ্রমন্। কাঞ্চপীং প্রিয়মালোক্য চক্রে তপসি মানসম্॥ মন্দরাদ্রিং সমাসাদ্য সর্ব্বভোগবিবর্জ্জিতঃ। দিব্যবর্ষসহস্রাণি তপস্তেপে সুদুষ্করম্॥ সম্যঙ্ নিরুদ্ধপবন উর্দ্ধপাদো হ্যধঃশিরাঃ। অথেন্দ্রো ভয়সম্ভ্রান্তঃ সর্ব্বদেবসমন্বিতঃ॥ মমান্তিকং সমাগম্য তত্তদ্বৃত্তং ন্যবেদয়ং। অন্যৎ তৎকারণং জ্ঞাত্বা দেবাংস্তানহমব্রবম্॥ গচ্ছধ্বমমরাঃ সর্ব্বে ভয়ং বো মাস্ত ভানুতঃ। অহমস্য মনোবৃত্তিং জানাম্যতিসুদুষ্করম্॥ ময়ৈবৈতৎ প্রতিবিধিঃ কর্ত্তব্যো নাত্র সংশয়ঃ। ইতি শ্রুত্বা ততো দেবাঃ স্বং স্বমাবাসমাগতাঃ॥ নিশ্চিন্তাঃ স্বস্বকর্ম্মাণি চক্রুঃ কৌতুহলান্বিতাঃ। অহন্তু গরুড়ারূঢ় পীতবাসাঃ সমাগতঃ॥ যত্র ভানুর্ম্মহাযোগী তপস্তপতি দুষ্করম্। যত্র ভানুর্মহাযোগী তপস্যতি সুদুষ্করং। অথ ভানুঃ পরং রূপং মমৈবাস্য মনোগতম্॥ বহির্দৃষ্ট্বা পরানন্দো নিমগ্নোমামথাব্রবীৎ॥ কৃতোঽহং পরিপূর্ণার্থো জীবনং সফলং মম। অদ্য মে সফলং জন্ম অদ্য মে সফলং তপঃ॥ অদ্য মে সফলং জ্ঞানং প্রভোস্তব প্রদর্শনাৎ। বিরিঞ্চিবিষ্ণুরুদ্রাণাং ধেয়স্ত্বং হি গদাধরঃ॥ সৃষ্টিস্থিতিলয়ানাং হি হেতুস্ত্বমসি বিশ্বধৃক্॥ অকিঞ্চনপ্রেমলভ্যো ভক্তানামভয়ঙ্করঃ। ইত্যুক্তবন্তং তং ভানুমাহ দামোদরো হসন্। বরং বরয় ভদ্রং তে তপঃসিদ্ধোঽসি ভাস্কর॥ তদ্ভক্ত্যা তপসা চাপি বরদোঽহ মিহাগতঃ। ভাস্করঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা নমস্কৃত্য গদাধরম্। শ্রীভাস্কর উবাচ।

যদ্যহং তবস্তুষ্টো বরদো যদি বা ভবান্। অপত্যং গুণসংকীর্ণং দত্ত্বা তদ্বশগো ভব ॥ শ্রীসূত উবাচ। ইত্যুক্তো ভাস্করেণাসৌ হরি-ধ্যানপরায়ণঃ। স্নিগ্ধগম্ভীরয়া বাচা প্রীণয়ন্ প্রাহ ভাস্করম্ ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। এবমেব তবাপত্যং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ। ব্রতস্তপঃপ্রভাবেন ভবতা দুষ্করো বরঃ। স নাস্তি ত্রিষু লোকেষু যস্য তিষ্ঠাম্যহং বশে ॥ বিনা রাধাং প্রিয়তমাং প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সীম্। অহং নিত্যং তদ্বশগঃ সা চ মে বশবর্ত্তিনী ॥ আবয়োরন্তরং নাস্তি সত্যমেতদ্ব্রবীমি তে। কিন্তু ভূভারহারায় ধর্ম্মসংস্থাপনায় চ ॥ প্রকটেচ্ছবিহারায় ভক্তানাং সুখহেতবে। কৃত্বা প্রকটব্রত্যর্থং শ্রীবৃন্দাবনমুত্তমম্ ॥ বৃন্দাবনং যৎপ্রকটং দৃশ্যং তৃষিতচক্ষুষাং। তত্রাবির্ভাবমাসাদ্য পরিবারসমন্বিতঃ ॥ হরিষ্যামি ধরাভারং ভূত্বা নন্দস্য নন্দনঃ। সার্দ্ধমংস্যাবতারেণ গোপপালৈকপালকঃ ॥ আভীরবংশপ্রভবো ভক্তিভির্নিবৃত্তি-প্রদঃ। তত্র ত্বমপি জায়েথাস্তৎকুলে মানবোপমঃ ॥ বৃষভানুরিতি খ্যাতো মহদৈশ্বর্য্যমাশ্রিতঃ। তবৈষা রাধিকা দেবী পুত্রী ভূত্বা ভবিষ্যতি ॥ যৎপাদ-সেবয়া ভক্তাস্তরিষ্যন্তি ভবার্ণবম্। অনায়াসেন যাস্যন্তি মনীষাবশবর্ত্তিনঃ ॥ যস্যা নয়নকোণৈকদেশদেশবশে স্থিতঃ। হাসপ্রসাদমিচ্ছামি পানীয়মিব চাতকঃ। ইত্যুক্ত্বা তং সমাশ্বাস্য তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ শ্রীসূত উবাচ। অথ মাথুরভূখণ্ডে প্রাদু-র্ভূতে জগদ্গুরৌ। নন্দে পিতরি তত্রৈব ভাস্করো ভক্তিতৎপরঃ ॥ বৃষভানুরিতি খ্যাতো জজ্ঞে বৈশ্যকুলোদ্ভবঃ। সর্ব্বসম্পত্তিসম্পন্নঃ সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণঃ ॥ উবাহ কীর্ত্তিদা-নাম্নীং গোপকন্যামনিন্দিতাং। সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নাং প্রতপ্তকনকপ্রভাম্। বৃষভানোর্মহাভক্ত্যা কীর্ত্তিদায়াস্তপোবলাৎ। ভাদ্রে মাসি সিতে পক্ষে অষ্টমী যা তিথির্ভবেৎ। অস্যাং দিনার্দ্ধেঽভিজিতে নক্ষত্রে চানুরাধিকে ॥ রাজলক্ষণসম্পূর্ণাং কীর্ত্তিদাসূত কন্যকাম্ ॥ অতীব সুকুমারাঙ্গীং সিতরশ্মিসমপ্রভাম্ ॥ ত্রৈলোক্যা-দ্ভুতসৌন্দর্য্যাং দোষনির্ম্মুক্তবিগ্রহাং। শ্রুত্বা চানন্দিতা গোপা দধিক্ষীরাদি-পাণয়ঃ। কন্যাং দৃষ্ট্বাপূর্ব্বরূপাং হর্ষিতা বিস্ময়ান্বিতাঃ। দাস্যো দাসাশ্চ ধাবন্তঃ কথয়ন্তশ্চ সর্ব্বতঃ ॥ হরিদ্রাচূর্ণদধিভিঃ সিঞ্চন্তশ্চ পরস্পরং। গোপাঃ পরমসংহৃষ্টাশ্চক্রুস্তে পরমাশিষঃ ॥ ধন্যা সেয়ং কীর্ত্তিদেতি প্রশশংসুঃ পরস্পরম্। বৃষভানুর্মহাহৃষ্টো দদৌ দানানি ভূরিশঃ। মহামহোৎসবং চক্রুর্গোপা হৃষ্টা গৃহে গৃহে ॥ নন্দাত্মজোঽহমভবং ময়া তৎ পূর্ব্বমীরিতম্। ইত্থং শ্রীরাধিকাদেবী প্রাদুর্ভূতা ধরাতলে ॥ মন্মায়া-মোহিতমতির্নাত্মানং বেত্তি কর্হিচিৎ। মামেব পতিমিচ্ছন্তী ভানুপূজাং দিনে দিনে। করোতি সখীভিঃ সার্দ্ধং পুণ্যে গোবর্দ্ধনে গিরৌ। মন্মায়াকল্পিতং

তচ্চ ন বেত্তীয়মপি স্ফুটং। অন্যো কুতো বা জানন্তি মর্ম্ম মায়াবিজৃম্ভিতম্॥ তদৈষা পরকীয়াহমিতি মত্বা মনস্বিনী॥ ভীতা গুরুভ্যো রহসি ময়া ক্রীড়তি নিষ্কুটৈঃ॥ পরভাবেন যঃ সঙ্গশ্চাতীব চ সুখং মিথঃ। ময়ৈব কল্পিতং তচ্চ যোগমায়াবলম্বিনা॥ দাহশক্তির্যথা বহ্নেস্তথৈষা মম বল্লভা। অনয়া সহ বিচ্ছেদং ক্ষণমাত্রং ন বিদ্যতে॥ তথাচ রসপোষায় প্রকটস্যানুসারতঃ। করোমি লীলামতুলাং যোগাযোগবিবর্দ্ধিতাম্॥ ইতি কৃষ্ণমুখাদ্বৃত্তমদ্ভুতং রোমহর্ষণং। শ্রুত্বা ভাবসমাবিষ্টঃ কেশবং পুনরুচিবান্॥ শ্রীনারদ উবাচ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো প্রপন্নজনবৎসল। ত্বৎপ্রসাদ-প্রসাদৈঃ সা কেন রাধা প্রসীদতি॥ এতদ্ব্রূহি মহাভাগ সেবকোঽহমনুব্রতঃ॥ এতৎ শ্রুত্বা কৃপাবিষ্টো নারদং সুবিশারদং। প্রোবাচ ভাবসংক্রান্তমানসং বামতোঽনুজম্। শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। অস্যাং জন্মতিথৌ রাধাং পূজয়িত্বা ময়া সহ। নানোপহারৈর্নৈবেদ্যৈর্বস্ত্রালঙ্কারচন্দনৈঃ। মহামহোৎসবং কুর্য্যাৎ ক্রীড়াকৌতুক-মঙ্গলৈঃ। ধূপদীপৈশ্চ তাম্বূলৈঃ কুঙ্কুমাক্তিতদামভিঃ। তত্তথৈবোপহারৈঃ পূজয়েদ্রাধিকাং সতীং। গোগোপগোপিকাশ্চাপি পূজয়েদ্ভক্তিতৎপরঃ॥ কীর্ত্তিদাং বৃষভানুঞ্চ নন্দাদিঞ্চাপি পূজয়েৎ। রাধিকায়া বিপ্রকুণ্ডং নিকুঞ্জং মাধবী-তলম॥ ধ্যানং ধ্যায়ং পূজয়িত্বা মূলমন্ত্রং জপেদ্বুধঃ। শৃণুয়াৎ পরয়া ভক্ত্যা কথামেতাং মনোরমাম্। ভক্তবৃন্দানুসঙ্গৈনেস্তাং তিথিং সমুপোষয়েৎ পরেঽহ্নি পারণং কুর্য্যাদ্ বৈষ্ণবৈঃ সহ বৈষ্ণবঃ। ইত্থং তে কথিতং বিপ্র পুণ্যং রাধাষ্টমী-ব্রতং। রাধিকাপ্রীতিজননং মৎপ্রসাদস্য কারণম্। সর্ব্বাভীষ্টপ্রদং পুণ্যং সর্ব্বমঙ্গলকারণম্। বর্ষে বর্ষে ব্রতঞ্চৈব নারী বা পুরুষোঽপি বা। যঃ কুর্য্যাদ্ গুরুমারাধ্য তস্য রাধা প্রসীদতি। রাধিকায়াং প্রসন্নায়াং ভূতায়াং মৎপ্রসন্নতা। যো রাধিকামনারাধ্য নৈবং কৃত্বা ব্রতোত্তমম্॥ চেৎ পূজয়িত্বা মাং ভক্ত্যা বহুবর্ষশতানি চ। নাস্ত্যেব তস্য সম্বন্ধে মৎপ্রসাদঃ কথঞ্চন। মাঞ্চ দামোদরং ধ্যাত্বা মৎপত্নীং রাধিকাং তথা। যঃ পূজয়তি ভাবেন সদাহং তস্য চেতসি। নিবসামি মহাভাগ সত্যং মে ব্যাহৃতং শৃণু। সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যমেব পুনঃপুনঃ। বিনা রাধাপ্রসাদেন মৎপ্রসাদো ন জায়তে। প্রেয়সীত্থং যথা রাধা তদ্ভক্তো মে তথা প্রিয়ঃ। প্রেমভক্তিং যদি শ্রদ্ধাং মৎপ্রসাদং যদীচ্ছসি। তথা নারদ ভাবেন রাধিকারাধকো ভব। তস্মাৎ প্রসাদলাভায় হেত্বন্তরমনর্থকং। অপি জন্মসহস্রেণ যেনাহং পূজিতঃ পুরা। তস্য রাধা-পদদ্বন্দ্বে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী। দামোদরেতি বৈ দ্বে চ কৃষ্ণেতি দ্ব্যক্ষরং তথা। রাধাপুরঃসরং কৃত্বা সর্ব্বমন্ত্রং জপেৎ ধ্রুবং।

কৃষ্ণেতি দ্ব্যক্ষরং নাম রাধয়া সহ যো বদেৎ। আহূতসংপ্লবং যাবৎ বসামি তত্র নারদ। মন্নামলক্ষজাপেন যৎফলং লভতে নরঃ। তৎ ফলং স সমাপ্নোতি রাধাকৃষ্ণেতি কীর্ত্তনাৎ। ন তপোভির্ন পূজাভির্ন দানেন জপৈস্তথা। রাধোচ্চারণমাত্রেণ প্রীতির্মে জায়তে তথা। বহুনাত্র কিমুক্তেন রাধামচ্চিন্ত-সংপুটী। ইতি তে কথিতং বিপ্র গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং ব্রতং। সর্ব্বদুঃখপ্রশমনং সৌভাগ্য-বিজয়প্রদং॥ নৈতৎ খলায়োপাদিশেৎ নাস্তিকায় কদাচন। শঠায় পরশিষ্যায় পাষণ্ড-পথবর্ত্তিনে। মৎপরায়াবিনীতায় দত্ত্বা বিপদমাপ্স্যসি। ঐকান্তিকায় ভক্তায় প্রেমিকায় প্রকাশয়েৎ॥ শ্রীসূত উবাচ॥ শ্রুত্বা তৎ পূর্ব্ববচনং নারদো মুনিসত্তমঃ। চকারৈতদ্ব্রতং ভক্ত্যা বৈষ্ণবানপ্যশিক্ষয়ৎ। অথ দামোদরং স্তুত্বা রাধয়া সহিতং মুদা। প্রণম্য দণ্ডবদ্ভূমৌ যযৌ স নারদো মুনিঃ॥ ইতি ভবিষ্যপুরাণে রাধাষ্টমীব্রতকথা সমাপ্তা।

অনন্তর দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি কর্ম্ম সমাপন করিবে।

দুর্গাব্রত।

আশ্বিনমাসের শুক্লাষ্টমীতে অর্থাৎ মহাষ্টমী দিনে এই ব্রত আচরণ করিয়া প্রতিবর্ষীয় আশ্বিনের শুক্লাষ্টমীতে ব্রতানুষ্ঠান করত নবমবর্ষে উদ্‌যাপন করিবে এবং অষ্টগ্রন্থিসমাযুক্ত, কুঙ্কুমাক্ত বা হরিদ্রাক্ত ডোর ধারণ করিবে। এই ব্রত স্ত্রী পুরুষ সকলেই করিতে পারে।

পূজাপ্রণালী।—প্রথমত ব্রতকারিণী রমণী বৃত ব্রাহ্মণ দ্বারা স্বস্তিবাচনাদি করাইয়া সংকল্প করিবে। যথা,—

বিষ্ণুর্নমোহদ্যাশ্বিনে মাসি শুক্লে পক্ষে অষ্টম্যাস্তিথাবারভ্য অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী পুত্রপৌত্রাদ্যনবচ্ছিন্নসন্ততিপ্রাপ্তিকামা দুর্গাপ্রীতিকামা বা অষ্টবর্ষং যাবৎ প্রতিবর্ষীয়াশ্বিন-শুক্লাষ্টম্যাং গণপত্যাদিনানাদেবতা পূজাপূর্ব্বক যথোক্তবিধিনা দুর্গাপূজা ডোরকবন্ধন ব্রতকথা শ্রবণরূপ দুর্গাব্রতমহং করিষ্যে।

অতঃপর সংকল্পসূক্ত পাঠপূর্ব্বক, ঘটস্থাপন করিয়া সামান্যার্ঘ্যস্থাপন, আসনশুদ্ধি ও ভূতশুদ্ধি করিয়া অঙ্গন্যাস, করন্যাস করত "ওঁ খর্ব্বং স্থূলতনুং" ইত্যাদি ধ্যান করিয়া পূজা করত শিবাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদিনবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল ও মৎস্যাদি দশাবতারের পূজা করিবে। অনন্তর পঞ্চবর্ণের গুঁড়ি দ্বারা সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল অথবা অষ্টদলপদ্ম নির্ম্মাণ করিয়া, তদুপরি স্বর্ণময়ী দুর্গাপ্রতিমা স্থাপন করিয়া তদভাবে শালগ্রাম শিলা বা ঘটে দেবীর পূজা করিবে।

প্রথমতঃ "হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" ইত্যাদি ক্রমে করাঙ্গন্যাস করিয়া "ওঁ জটাজূট" ইত্যাদি ধ্যান (১৯৫ পৃ দেখ) করত মানসোপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া "ওঁ দক্ষযজ্ঞবিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনীকোটিপরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ।" এই মন্ত্রে (দুর্গাপূজা ক্রমে) ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া মূলমন্ত্র যথাশক্তি জপ করত জপ সমর্পণপূর্ব্বক অষ্টশক্তির পূজা করিবে।

অষ্টশক্তি যথা,—"উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডরূপা, অতিচণ্ডিকা।"

অতঃপর অষ্টগ্রন্থিযুক্ত ডোরধারণ করিবে। ধারণমন্ত্র যথা,—"ওঁ দুর্গে দেবি জগদ্ধাত্রি ব্রত-সূত্রমিদং তব। বধ্নামি বাহুমূলেঽহং বরং দেহি যথেপ্সিতম্॥"

অনন্তর ভোজ্য উৎসর্গ করিয়া কথা শুনিবে।

ব্রতকথা।

কদাচিদ্দেবতাবৃন্দৈর্বেষ্টিতো ভগবান্মুনিঃ। নারদঃ কৌতুকাবিষ্টঃ কথয়ন্ বিবিধাং কথাম্॥ উপবিষ্টঃ সুসন্তুষ্টঃ তমূচুর্দ্দেবতাগণাঃ॥ দেবা উচুঃ॥ মুনে শুম্ভো নিশুম্ভশ্চ যে চান্যে দুষ্টদানবাঃ। তান্ সর্ব্বান্ সমরে হত্বা দেবী দুর্গা মহাবলা॥ অস্মাকমভয়ং কৃত্বা গতা দেবা যথাসুখং। তস্যাশ্চরিতমাহাত্ম্যং শ্রোতুমিচ্ছামহে বয়ং। ত্বমেব হি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বগো যতঃ॥ অমরাণাং বচঃ শ্রুত্বা স মুনির্ধ্যানমাশ্রিতঃ। তস্যা দেব্যাঃ কথাং দিব্যাং কথয়ামাস হর্ষিতঃ॥ নারদ উবাচ॥ শৃণুধ্বং দেবতাস্তস্যাশ্চরিতং সর্ব্বকামদং। সর্ব্বাভীষ্টপ্রদঞ্চৈব পরলোকভয়াপহম্। আসীৎ পুরা কৃতযুগে রাজা হি সোমমণ্ডলে॥ চতুরঙ্গবলোপেতঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগঃ॥ অনন্তসিদ্ধিরাখ্যাতস্তস্য মন্ত্রী ত্রিকূটেশ্বরঃ। কদাচিৎ শ্রুতবান্ রাজা মন্ত্রিবক্ত্রবিনির্গতাং॥ কথাং পাপাত্মনাং নৃণাং পরলোকভয়াপহাং। পরিপপ্রচ্ছ মন্ত্রিণং ন পশ্যামি কথং যমম্॥ অকৃত্বা সুকৃতং কর্ম্ম ভোগান্ ভুক্ত্বা যথাসুখং। যজ্ঞদানতপোভিশ্চ ব্রতেনৈকেন কর্ম্মণা॥ মন্ত্রী উবাচ। ঈশ্বরঃ সেব্যতাং রাজন্ স তে শ্রেয়ো বিধাস্যতি॥ ইত্যুক্ত্বা মন্ত্রিণং রাজা সমারাধ্য মহেশ্বরং। জজাপ পরমং মন্ত্রং শৈবং সর্ব্বার্থসাধনম্॥ প্রাদুর্ভূতো মহাদেবঃ সহদেব্যা বরপ্রদঃ। ঈশ্বর উবাচ॥ প্রসন্নোঽহং মহারাজ বদ কিং করবাণি তে। রাজোবাচ। প্রসন্নো যদি মে দেব দেব্যা সহ জগৎপতে। ধর্ম্মঃ কো বদ দেবেশ যেনাহং যমসাদনাৎ। মুক্তঃ সুখী ভবিষ্যামি শ্রুত্বা কর্ম্ম

যদৃচ্ছয়া॥ ঈশ্বর উবাচ॥ ধর্ম্মৈকং তে প্রবক্ষ্যামি গুহ্যাদ্গুহ্যতরং নৃপ। দুর্গাব্রতং মহারাজ ব্রতানাং ব্রতমুত্তমম্॥ যস্য করণমাত্রেণ যমঃ সন্ত্রাসমাপ্নুয়াৎ॥ রাজোবাচ॥ কেন পূর্ব্বং সমাচীর্ণং কৃত্বা কিং ফলমাপ্যতে। কর্ত্তব্যং কেন বিধিনা ব্রূহি মে পরমেশ্বর॥ ঈশ্বর উবাচ॥ শৃণুষ ত্বং নৃপশ্রেষ্ঠ ইতিহাসসমুদ্ভবম্। আসীৎ কৃতযুগে পূর্ব্বং দ্বিজঃ শিখরসংজ্ঞকঃ॥ অপুত্রো নির্দ্ধনঃ পাপী দ্বিজাচার-বিবর্জ্জিতঃ। পরহিংসারতশ্চৌরঃ ক্রূরঃ পাপিজনপ্রিয়ঃ॥ কদাচিদ্বিদুষাং গোষ্ঠ্যাং শ্রুত্বা ধর্ম্মমশেষতঃ। মনসা চিন্তয়ামাস ন কিঞ্চিৎ সুব্রতং কৃতম্॥ কিমিদানীং করিষ্যামি কথং মে নিষ্কৃতির্ভবেৎ। ইতি চিন্তাকুলোবিপ্রোভার্য্যাং প্রাহ স দুঃখিতঃ॥ ময়া কান্তে কৃতং পাপং পরলোকভয়াবহং। ন পশ্যামি কথং ঘোরং যমং পাপিজনপ্রিয়ম্॥ ইত্যুক্ত্বা ভার্য্যয়া সার্দ্ধং তীর্থযাত্রাকৃতত্বরঃ। উদীচীং দিশমাস্থায় জগাম গহনং বনম্॥ ঘোরসত্ত্বসমাকীর্ণং সর্ব্বতোভয়দর্শনং। গত্বা বহুতরং দূরমুপবাসেন কর্ষিতঃ। অস্থিচর্ম্ম বশিষ্টোঽসৌ নিষণ্ণো বৃক্ষমূলকে। ভার্য্যয়া সহিতো বিপ্রঃ সংপশ্যতি দিশোদশ। অস্মিন্নেব বনোদ্দেশে ঋষিসঙ্ঘং দদর্শ সঃ। পূজয়ন্তং স্তুবন্তঞ্চ কথয়ন্তং শুভাং কথাম্॥ উপগম্য ততস্তাংস্তু মুনীন্ প্রাহ সভার্য্যকঃ। বদ্ধাঞ্জলিপুটো ভূত্বা নমস্কৃত্য পুনঃপুনঃ। কিং কর্ম্ম ক্রিয়তে বিপ্রাঃ কৃত্বা কিং ফলমাপ্যতে। বিধানং কীদৃশং চাস্য দেবতা কা চ পূজ্যতে॥ ঋষয় উচুঃ॥ দুর্গাব্রতমিদং বিপ্র সর্ব্বপাপপ্রণাশনং। সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং নৃণাং মোচনং যমজাদ্ভয়াৎ॥ বিধানং চাস্য বক্ষ্যামি শৃণু বিপ্র সমাহিতঃ। আশ্বিনস্য তু মাসস্য শুভে কালে সিতাষ্টমী। কুর্য্যাদ্ব্রতমেতদ্ভক্তো যথোক্তবিধিনা দ্বিজ॥ দন্তধাবনপূর্ব্বং হি স্নানং কৃত্বা বিচক্ষণঃ। নির্ব্রণং কুম্ভমাদায় স্থাপয়েদ্দেবী-মন্দিরে॥ স্থাপয়েত্তত্র দীপঞ্চ ঘৃতপূর্ণং সমুজ্জ্বলং॥ রাত্রিকালে তু সংপ্রাপ্তে মণ্ডলং কারয়েদ্ব্রতী॥ দুর্গাং তত্রৈব সংস্থাপ্য মহিষাসুরমর্দ্দিনীম্। অর্ঘ্যাদ্যৈঃ পূজয়েদ্দেবীং মূলমন্ত্রেন তৎপরঃ॥ নৈবেদ্যং বিবিধং দদ্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিসমন্বিতম্। অষ্টৌ পুষ্পাণি দেয়ানি ফলান্যষ্টৌ তথৈব চ। অষ্টগ্রন্থিসমাযুক্তং কুঙ্কুমাক্তং সুডোরকং। মন্ত্রেণানেন ভো বিপ্র বিন্যসেদ্বাহুমূলকে॥ দুর্গে দেবি জগদ্ধাত্রি ব্রতসূত্রমিদং তব। বধ্নামি বাহুমূলেঽহং বরং দেহি যথেপ্সিতম্॥ এবং নির্ব্বর্ত্ত্য পূজাঞ্চ দদ্যাদ্বিপ্রায় দক্ষিণাং। দিবসে বাপি তৎকার্য্যং ব্রতং শক্ত্যানুরোধতঃ॥ অপূপং ভক্ষয়েদ্বাপি ভক্তিরেবাত্র কারণং। অনেন বিধিনা কৃত্বা দেব্যাঃ শ্রুত্বা কথামিমাং॥ ফলমূলাশনো ভূত্বা তাং নিশাং ক্ষপয়েদ্ব্রতী। বিপ্রাদ্যাশ্চৈব যে বর্ণাস্ত্রিয়শ্চৈব দ্বিজোত্তম। করিষ্যন্তি ব্রতং যে চ তে সর্ব্বে ফলভাগিনঃ। সম্পূর্ণে চাষ্টমে

বর্ষে ব্রতস্যোদ্যাপনং চরেৎ। ততো বিপ্রো বিধিং শ্রুত্বা নমস্কৃত্য পুনঃপুনঃ। গৃহং প্রাপ্য চ হৃষ্টাত্মা চকার ব্রতমুত্তমম্॥ ঈশ্বর উবাচ॥ তৎপ্রসাদান্মহীপাল ভুক্ত্বা ভোগান্ মনোহরান্। উৎপাদ্য পুত্রান্ পৌত্রাংশ্চ ইষ্ট্বা যজ্ঞং সদক্ষিণম্॥ আয়ুষোহন্তে ততো বিপ্রঃ সুখ-মৃত্যুমবাপ্য সঃ। তং জ্ঞাত্বা ধর্ম্মরাট্ ক্রুদ্ধঃ প্রাহ তান্ কিঙ্করান্॥ মৃতেহসৌ পাপকর্ম্মা বৈ দ্বিজঃ শিখরসংজ্ঞকঃ॥ তমানয়ত শীঘ্রং হি নিগৃহ্য চ যথেচ্ছয়া। ধর্ম্মরাজবচঃ শ্রুত্বা দূতা মুদ্গরপাণয়ঃ॥ গতা হৃষ্টাঃ সমানেতুং তং দ্বিজং পাপকারিণং। তং দৃষ্ট্বা বিস্মিতা দূত বিমানস্থং দ্বিজোত্তমং। দুর্গাগণৈঃ পরিবৃতঃ শূলশক্ত্যৃষ্টিপাণিভিঃ। উচুর্ব্বাক্যং ততো দূতা গণান্ দুর্গসমাশ্রয়ান্॥ অসৌ পাপী দুরাচারো ভবদ্ভির্নীয়তে কথং। ত্যক্তেনং পাপিনং বিপ্রং পলায়ধ্বং যথাসুখং॥ বায়ুপাশেন বদ্ধৈনং নেষ্যামো যমমন্দিরম্। ইত্যাকর্ণ্য গণাঃ সর্ব্বে যমদূতান্ ভয়ঙ্করান্। শূলমুদ্যম্য সহসা নিজঘ্নুর্বলদর্পিতাঃ। নির্দ্দগ্ধাস্তেজসা তেষাং যমদূতাঃ পলায়িতাঃ। সোহপি বিপ্রো বিমানস্থো দেবীগণ-সমাবৃতঃ। দেবলোকং তদা গত্বা দুর্গায়াঃ পুত্রতাং গতঃ। ঈশ্বর উবাচ কথিতং তে ময়া রাজন্ গচ্ছ ত্বং নিজমন্দিরম্। ইদং ব্রতবরং কৃত্বা ভুক্ত্বা রাজ্যমকণ্টকং। অদৃষ্ট্বা ধর্ম্মরাজানমন্তে যাস্যসি মৎপুরম্। সংসার-সাগরতরঙ্গকুলং বিহিত্বা বাঞ্ছন্তি যে মম পুরে সততং নিবাসং। সংপূজ্য তাং ত্রিভুবনেশকিরীটপাদাং কুর্ব্বন্তি মঙ্গলকরং ব্রতমুত্তমন্তে। ইত্যুক্ত্বা তং মহাদেবস্তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ নারদ উবাচ॥ বরং প্রাপ্য মহীপালঃ প্রণম্য পরমেশ্বরম্॥ আজগাম নিজং রাজ্যং প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা। তমায়ান্তং সমালোক্য সর্ব্বে পৌরজনাস্তদা। পুরশোভাং ততশ্চক্রু পূর্ণকুম্ভপুরঃসরম্॥ সংপ্রবিশ্য পুরং রাজা সমাহূয়াথ মন্ত্রিণং। তং সর্ব্বং কথয়ামাস যথাদিষ্টং কপর্দ্দিনা॥ যথাকালে তু সংপ্রাপ্তে আশ্বিনস্য সিতাষ্টমী তদ্‌ব্রতং কৃতবান্ রাজা সর্ব্বৈঃ পৌরজনৈঃ সহ। যদুক্তং স্থাণুনা পূর্ব্বং তেনৈব বিধিনা তদা। ইষ্ট্বা যজ্ঞশতং পুণ্যং ভুক্ত্বা ভোগান্ যথেপ্সিতান্ পালয়িত্বা চিরং পৃথ্বীং পুত্রপৌত্রসমন্বিতঃ॥ ধর্ম্মরাজং বিনির্জ্জিত্য শিবলোকং জগাম সঃ॥ স বৈ ক্রীড়তি যত্নেন উময়া সহ শঙ্করঃ। তস্য তেহনুচরা লোকাঃ কৃত্বা তু ব্রতমুত্তমম্॥ দুর্গাদেব্যাঃ প্রসাদেন গতান্তে গতিমুত্তমাম্॥ নারদ উবাচ॥ আশ্চর্য্যং যৎ তন্মাহাত্ম্যং কথিতং ভবদগ্রতঃ। প্রণামং চক্রিরে তত্র শরণঞ্চ সমং যযুঃ॥ নারদ উবাচ॥ ব্রতবরমথ কৃত্বা

ধর্ম্মরাজং বিজিত্য, শবপুরমথ লেভে মন্ত্রসিদ্ধিঞ্চ ভূপঃ। বৃজিনমপি চ কৃত্বা যঃ করোত্যাদরেণ, নিবসতি শিবলোকং তস্য বশ্যো মহেশঃ॥

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে শ্রীদুর্গাব্রতকথা।

অতঃপর দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে।

বীরাষ্টমী-ব্রত।

আশ্বিনমাসের শুক্লাষ্টমীতে এই ব্রতানুষ্ঠান করিয়া প্রতিবর্ষীয় মহাষ্টমীতে ব্রতাচরণপূর্ব্বক নবমবর্ষে ব্রতের উদ্‌যাপন করিতে হয়। ইহাতেও অষ্টগ্রন্থি-সমাযুক্ত কুঙ্কুমাক্ত বা হরিদ্রাক্ত ডোর ধারণ করিতে হয়।

পূজাদি সমস্ত দুর্গাব্রতের ন্যায় করিবে, কেবল নিম্নলিখিত মতে সংকল্প করিতে হইবে। যথা—

"বিষ্ণুর্ম্মোঽস্য আশ্বিনে মাসি শুক্লে পক্ষে মহাষ্টম্যাস্তিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীমতী অমুকী দেবী সৌভাগ্যসৌন্দর্য্যপ্রাপ্তিপূর্ব্বকং চিরজীবিপুত্রকামা অষ্টবর্ষং যাবৎ প্রতিবর্ষীয় আশ্বিনশুক্লাষ্টম্যাং গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বক শ্রীভগ-দ্দুর্গাপূজা ডোর বন্ধন ভোজ্যান্বিতজলপূর্ণঘটদানতৎকথা-শ্রবণরূপ-বীরাষ্টমী-ব্রতমহং করিষ্যে।"

যথাবিধি পূজা করিয়া পূর্ব্ববৎ ডোর ধারণ করত সভোজ্য ঘটোৎসর্গ করিয়া কথা শ্রবণ করিবে।

ব্রতকথা।—ভগবন্ দেবদেবেশ লক্ষ্মীকান্ত জনার্দ্দন। কেনোপায়েন দেবেশ স্ত্রীণাং শুভগতির্ভবেৎ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ॥ শৃণু নারদ বক্ষ্যামি শুভং বীরাষ্টমীব্রতম্। যৎ কৃত্বা বনিতাঃ সর্ব্বাঃ পুরন্দরপুরেঽবসন্॥ নারদ উবাচ॥ কেন বাচরিতং পূর্ব্বং ব্রূহি মে পরমেশ্বর। বিধানং চাস্য কিং দেব কৃত্বা কিং ফলমাপ্স্যতে॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। পুরৈকা ব্রাহ্মণী রম্যা সুন্দরী ভর্ত্তৃ-বল্লভা। অপুত্রা সর্ব্বরত্নাঢ্য-ধর্ম্মদেবস্য ভামিনী। স চ তাং ব্রাহ্মণীং দৃষ্ট্বা প্রত্যুবাচ সুদুঃখিতঃ। ন ভবেত্তব পুত্রোঽপি ন মে বংশো ভবিষ্যতি। বিবাহং প্রকরোমীতি পুত্রার্থং যদি মন্যসে। ন ভবেত্তব দোষত্বাৎ কথং তস্মাদ্-ভবিষ্যতি॥ ব্রাহ্মণ্যুবাচ। সেব্যতাং পার্ব্বতী দেবী দেবানামভয়প্রদা। সা তুষ্টা সর্ব্বতুষ্ট্যর্থং পুত্রপৌত্রং দদাতি বঃ। বলিহোমপরো ভূত্বা সহ পত্ন্যা ব্রতং চরেৎ। ফলমূলাশনো ভূত্বা নিরাহারো দৃঢ়ব্রতঃ। জগাম শরণং ভক্ত্যা জজাপ মন্ত্রমদ্ভুতম্। পরিতুষ্টা তদা দেবী বরৌ তাভ্যাং দদৌ পুনঃ॥ পার্ব্বত্যুবাচ।

শৃণু বীরাষ্টমীনাম ব্রতং সর্ব্বফলপ্রদম্। আশ্বিনস্য সিতে পক্ষে মহাষ্টম্যাং পতিব্রতা। প্রাতরেবাষ্টমীমস্তিঃ প্রক্ষাল্যাজ্ঘ্রিকরৌ মুখম্। শুক্লাম্বরধরা নারী স্থাপয়েৎ কুম্ভসম্মুখে। সর্ব্বান্ দেবাংশ্চ সম্পূজ্য মহিষাসুরমর্দ্দিনীম্। অষ্টপুষ্পাণি দেয়ানি ফলান্যষ্টৌ তথৈব চ। অষ্টগ্রন্থিসমাযুক্তং কুঙ্কুমাক্তং সুডোরকম্। মন্ত্রেণানেন ভো বিপ্র বিন্যসেদ্বাহুমূলকে। দুর্গে দেবি জগদ্ধাত্রি ব্রতসূত্রমিদং তব। বধ্নামি বাহুমূলেঽহং বরং দেহি যথেপ্সিতম্। কলসং গন্ধপুষ্পাদ্যৈরর্চ্চিতং জলপূরিতম্। দক্ষিণাসহিতং ভোজ্যং দদ্যাদ্দ্বিপ্রায় ভক্তিতঃ। সম্পূর্ণে চাষ্টমে বর্ষে কুম্ভানষ্টৌ প্রদাপয়েৎ। বস্ত্রতণ্ডুলকসংযুক্তান্ কুম্ভস্যোপরিসংস্থিতান্। অনেনৈব বিধানেন কুর্য্যাৎ পুত্রফলপ্রদম্। ইত্যুক্ত্বা পার্ব্বতী দেবী তত্রৈবান্তরধীয়ত। কৃত্বা তু মাধবী নারী ব্রাহ্মণী সুপ্রজাভবৎ। যা চেদং কুরুতে নারী ব্রতমিষ্টমনুত্তমম্। জন্মান্তরে সুপ্রজাঃ স্যাৎ স্বামিচিত্তানুরঞ্জিনী॥ ইতি নারদীয়পুরাণে বীরাষ্টমীব্রতকথা সমাপ্তা।

বুধাষ্টমী।

বুধাষ্টমীব্রতং চৈত্রপৌষহরিশয়নকালাদিতরকালে কর্ত্তব্যং। পতঙ্গে মকরে যাতে দেবে জাগ্রতি মাধবে। বুধাষ্টমীং প্রকুর্ব্বীত বর্জ্জয়িত্বা তু চৈত্রকং॥ রাজমার্ত্তণ্ডে।

চৈত্রমাস, পৌষমাস ও হরিশয়নকালের অন্যকালে এই ব্রত করিবে। সূর্য্য মকররাশিতে গত হইলে এবং মাধবের জাগ্রদবস্থায় বুধাষ্টমীব্রত করিবে, কিন্তু চৈত্রমাসে করিবে না।

হরিশয়নে, সন্ধ্যাকালে ও চৈত্র মাসে বুধাষ্টমী ব্রত করিতে নাই, করিলে পূর্ব্বকৃত পুণ্য বিনষ্ট হয়। ইহা দ্বারা জানা যায় যে, চৈত্রমাসে এই ব্রত আরম্ভ করিবে না।

এই ব্রত আটবার করিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।

পূজাপদ্ধতি।

কৃত নিত্যক্রিয় পুরোহিত স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক ব্রতচারিণীকে সংকল্প করাইবেন। যথা,—

বিষ্ণুর্নমোঽদ্যামুকে মাসি শুক্লে পক্ষে বুধবারাধিকরণক-অষ্টম্যান্তিথাবারভ্য অষ্টবর্ষং যাবৎ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী, ব্রহ্মস্বহরণাদিপাপক্ষয় সকলবাঞ্ছিত-

ফলপ্রাপ্তিপূর্ব্বকং স্বর্গলোকগমনকামা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামা বা গণপত্যাদিনানা-দেবতাপূজা দুর্গাশিবপূজাপূর্ব্বক ব্রতকথা শ্রবণরূপ বুধাষ্টমীব্রতমহং করিষ্যে।"

অনন্তর পুরোহিত সঙ্কল্প সূক্ত পাঠ করিয়া অষ্টদলপদ্ম নির্ম্মাণ করত সামান্যার্ঘ্য স্থাপন, আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধ্যাদি, গণেশ, শিবাদিপঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি-নবগ্রহ, ইন্দ্রাদিদশদিক্পাল ও মৎস্যাদি দশাবতার প্রভৃতির পূজা করিবে। তদনন্তর ষোড়শোপচারে বা দশোপচারে শিবদুর্গার পূজা করিয়া (২৯১ পৃ ৩ পং দেখ)আবরণ দেবতার পূজা করিবে। যথা—

"ওঁ ব্রাহ্মৈ্য নমঃ। এইক্রমে—গৌর্য্যৈ, বৈষ্ণব্যৈ, মাহেশ্বর্য্যৈ, শিবদূত্যৈ, বারাহ্যৈ, নারসিংহ্যৈ, কৌমার্য্যৈ, ইন্দ্রাণ্যৈ, চামুণ্ডায়ৈ, মহালক্ষ্ম্যৈ, ভদ্রকাল্যৈ, আদিত্যাদিনবগ্রহেভ্যঃ, ইন্দ্রাদিদশদিক্পালেভ্যঃ, বিজয়ায়ৈ।"

পরে দুর্গামন্ত্র যথাশক্তি জপ করিয়া জপ সমর্পণ করত প্রণাম করিবে। অনন্তর ষোড়শোপচারে বুধের ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। বুধের ধ্যান যথা—

"ওঁ ততো দেবং বুধং সৌম্যং সর্ব্বাভরণভূষিতং। প্রিয়ঙ্গুকলিকাশ্যামং পীতাম্বরধরং শুভম্॥ বরদাভয়হস্তঞ্চ রত্নমৌলিবিরাজিতং। দিব্যসিংহাসনাসীনং চারুহাসং সুখপ্রদম্॥"

অতঃপর আবরণ দেবতার পূজা করিবে। যথা,—

"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ।" এইরূপে—"জ্ঞানায়, বৈরাগ্যায়, ঐশ্বর্য্যায়, অধর্ম্মায়, অজ্ঞানায়, অবৈরাগ্যায়, অনৈশ্বর্য্যায়, আধারশক্তয়ে, কূর্ম্মায়, পৃথিব্যৈ, অনন্তায়, পদ্মায়, মৎস্যাদিদশাবতারেভ্যঃ, দ্বাদশাদিত্যেভ্যঃ গৌর্য্যাদিষোড়শ-মাতৃকাভ্যঃ, লক্ষ্ম্যৈ, নারায়ণায়, সরস্বত্যৈ, গঙ্গায়ৈ, যমুনায়ৈ, সর্ব্বাভ্যো দেবীভ্যঃ, সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যঃ, পূজিতদেবতাগণেভ্যঃ।" পরে সভোজ্য-জলপূর্ণঘট এবং অষ্টমুষ্টিভোজ্য উৎসর্গ করিয়া কথা শ্রবণ করিবে।

ব্রতকথা।—ক্ষেত্রজ্ঞায় নমস্তভ্যং বুধায় বরদায় চ। যস্য পাদপ্রসাদেন প্রাপ্যতে বাঞ্ছিতং ফলং। যত্র ত্রৈলোক্যসৌন্দর্য্যপুরে পাটলিপুত্রকে। বভূবাশেষধর্ম্মজ্ঞো বীরো নাম দ্বিজোত্তমঃ॥ তস্য ভার্য্যা ভবেদ্রম্ভা নাম্না পুত্রোঽস্তি কৌশিকঃ॥ দুহিতা বিজয়া তস্য সুরূপা চাতিদুর্লভা॥ অশেষগুণসম্পন্না বিখ্যাতা যৌবনান্বিতা। বীরস্যাতিদরিদ্রস্য মতির্জ্জাতা মহাত্মনঃ॥ শিবমারাধয়িষ্যামি তদা প্রাপ্স্যামি সম্পদং। শিবোঽপি ভক্তিভাবেন তস্মৈ প্রাদাদ্বৃষোত্তমং। বৃষস্য তস্য রক্ষার্থং ভগবান্ কৌশিকো মুদা। অরণ্যে বৃষপালশ্চ ক্রীড়িতো জাহ্নবীতটে॥ পাশেন তস্করেণাপি হৃতো

গোধনপালকঃ। ন দৃষ্ট্বা বৃষভং তত্র কৌশিকশ্চিন্তিতোঽভবৎ। সর্ব্বত্র ভ্রমতে তত্র বৃষং কুত্র ন পশ্যতি॥ এতস্মিন্নেব কালে তু ভগিনী তস্য ধীমতঃ। ঘটমাদায় বিজয়া পানীয়ং নেতুমাগতা॥ বিজয়া ভ্রাতরং দৃষ্ট্বা বৃষবার্ত্তমপৃচ্ছত। কৌশিকেন সমাখ্যাতং বৃষভশ্চোরিতো মম। এতস্মিন্নেব বিজনে বৃষো ন প্রাপ্যতে কুতঃ॥ বিজয়া কৌশিকশ্চৈব ভ্রমতঃ সকলে বনে॥ ক্ষুধার্ত্তৌ তৌ পুনঃ সর্ব্বং ভ্রমিত্বা চিন্তিতৌ তদা। বুভুক্ষিতৌ পিপাসার্ত্তৌ জগ্মতুস্তৌ সরোবরে॥ বুধাষ্টমীব্রতং নাম সর্ব্বপাপহরং শুভং। স্বর্গাৎ সমাগতান্ সর্ব্বানপ্সরোদেবতাগণান্। উভৌ চাতিথিরূপেণ ভোজনার্থমুপাগতৌ। ভোজনং দীয়তাং দেব্যঃ ক্ষুধাব্যাকুলচেতসৌ॥ অপ্সরা উবাচ। বুধাষ্টমীব্রতং কর্ত্তুং সর্ব্বৈরাগত্য স্থীয়তে। বুভুক্ষিতায় দাতব্যমিহ কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে॥ ফলপুষ্পাদিকং কিঞ্চিদ্বিদ্যতেঽত্র সমুত্থিতং। কর্ত্তব্যে যদি বাঞ্ছা স্যাদ্ব্রতমেতদ্বিধীয়তে॥ বিজয়াকৌশিকাবুক্তবন্তৌ বিস্তার্য্য তত্ত্বতঃ॥ বিজয়াকৌশিকৌ উচতুঃ॥ কেনোপায়েন ভো দেবাঃ ক্রীয়তে ব্রতমুত্তমং॥ দেবা উচুঃ॥ নানাফলৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্ধূপপ্রদীপকৈঃ। নারিকেলৈঃ কদলকৈঃ পূগৈর্লড্ডুকসংযুতৈঃ। নানাগন্ধৈর্জলৈর্দ্দেবীং সংপূজ্য ক্রিয়তে ব্রতং॥ দত্ত্বা শোভনবস্ত্রঞ্চ স্নাপয়িত্বা যথাবিধি। অষ্টমুষ্টিকতণ্ডুলং চাশনীয়ং সমাহিতঃ। একগ্রন্থিতিস্থিভিস্ত অষ্টগ্রন্থৈশ্চ সংযুতং॥ অষ্টাম্রপুটকে রাধন্ ভুঞ্জানো ব্রতমাচরেৎ॥ পূর্ব্বং নিরামিষং কুর্য্যাদবশ্যং ভূতিবৃদ্ধয়ে। অষ্টসংখ্যকপর্য্যন্তং ব্রতং কুর্য্যাজ্জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ প্রথমং গোধূমচূর্ণং সঘৃতং গুড়সংযুতং। দ্বিতীয়ে তিলপিষ্টকপায়সেন সমাযুতং। তৃতীয়ে দুগ্ধসংযুক্তং শর্করঞ্চ চতুর্থকে। যবচূর্ণদ্বয়ং প্রস্থং দধিযুক্তং মধুপ্লুতং॥ পঞ্চামৃতং পঞ্চমে চ ষষ্ঠে মুদ্গেক্ষুসার্দ্রকং॥ সপ্তমে চণকং পঞ্চপ্রস্থং দেয়ং ফলৈঃ সহ॥ অষ্টমে ঘৃতসংযুক্তং মধুদুগ্ধসলড্ডুকং॥ ভোজ্যঞ্চ ভোজনং দদ্যাৎ সপবিত্রং ফলান্বিতং॥ ইতি তে সর্ব্বমাখ্যাতং কিমন্যৎ শ্রোতুমর্হসি॥ দেবানাং বচনং শ্রুত্বা উবাচ বিজয়া তদা। যুষ্মাভির্দীয়তাং কিঞ্চিৎ পুষ্পনৈবেদ্যমুত্তমং॥ যুষ্মাকঞ্চ প্রসাদেন আবাভ্যাং ক্রিয়তে ব্রতং॥ দয়াং কৃত্বা চ তে সর্ব্বে দত্তং কিঞ্চিৎ ফলাদিকং॥ গন্ধপুষ্পাদিকং নীত্বা ততস্তৌ চেরতুর্ব্রতং॥ গণেশাদিগ্রহাংশ্চৈব দুর্গাং দেবীং প্রপূজ্য চ। কথাং শ্রুত্বা চ রাজেন্দ্র প্রণম্য চ পুনঃপুনঃ। ব্রতস্যান্তে তদা তাভ্যাং বরং দাতুং সমাগতা। দুর্গা দেবী ততঃ প্রাহ প্রোচ্যতাং বাঞ্ছিতং ফলং॥ কৌশিক উবাচ। অহং রাজা ভবিষ্যামি ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বরি। জাতং বৃষঞ্চ প্রাপ্স্যামি

ঝটিতি সুরপূজিতে॥ বিজয়োবাচ॥ দেবপত্নী ভবিষ্যামি ত্বৎপ্রসাদাচ্চ পার্ব্বতি। এবমস্থিতি দেব্যুক্ত্বা তত্রৈবান্তরধীয়ত। ব্রতং কৃত্বা তদা সর্ব্বে আগচ্ছন্নিজমন্দিরং। সংপ্রাপ্তৌ বৃষভং দৃষ্টৌ তদানন্দসমাকুলৌ। আগতৌ স্বগৃহং তৌ চ ব্রতং কৃত্বা বুধাষ্টমীং। বৃষং বীক্ষ্য ততো বীরঃ অপৃচ্ছৎ স পুনঃ-পুনঃ॥ বৃষং প্রাপ্তং কুতঃ পুত্র তৎ সর্ব্বং কথ্যতাং ময়ি॥ পিত্রে চ সর্ব্ব-মাখ্যাতং কৌশিকেন যথাক্রমং॥ বিজয়াযৌবনং দৃষ্ট্বা বীরস্যাপি প্রচিন্তনং। কস্মৈ দেয়া ইয়ং কন্যা ইতি চিন্তাপরোঽভবৎ॥ বৃষং বিক্রীয় বিপ্রায় কন্যেয়ং দীয়তে ময়া। যোগ্যং বরং ন চাপ্নোমি চিন্তয়ন্নিতি সোঽশৃণোৎ। যমায় দীয়তাং কন্যা চাকাশাৎ পতিতং বচঃ॥ এতস্মিন্নেব কালে তু তদ্দে-শস্থো নৃপো মৃতঃ॥ সমালোচ্য ততঃ সর্ব্বে মিলিত্বা মন্ত্রিমণ্ডলৈঃ। রাজশূন্যমিমং দেশং পালয়িষ্যতি কো নৃপঃ। কৌশিকো বীরপুত্রশ্চ রাজযোগ্যো ন সংশয়ঃ॥ রাজলক্ষণসংযুক্তঃ সোঽপি রাজা ভবিষ্যতি। বুধাষ্টমীপ্রসাদেন কৌশিকো রাজ্যমাপ্তবান্। বীরো হি বিজয়াং দৃষ্ট্বা সংমন্ত্র্য বন্ধুভিঃ সহ। কন্যাং দাতুং সমুদ্যুক্তো ব্রাহ্মণং সমপশ্যত॥ সভামধ্যেঽব্রবীদ্বিপ্রঃ কন্যা মহ্যং প্রদীয়তাং॥ বীর উবাচ॥ কিং কুলং কস্য পুত্রস্ত্বং কস্মাত্বমনু-গচ্ছসি। এতৎ কথয় মে শীঘ্রং তদা কন্যা প্রদীয়তে। ব্রাহ্মণ উবাচ। যমোঽহং ধর্ম্মরাজশ্চ কন্যাং নেতুং সমাগতঃ॥ বীর উবাচ। যমো যদি স্বরূপেণ নিজরূপং প্রদর্শয়। যমোঽপি তদ্বচঃ শ্রুত্বা নিজরূপং প্রদর্শিতম্। ঘোরং ভয়ানকং তচ্চ রূপং ত্রৈলোক্যহারকং। এতদ্রূপং যমং দৃষ্ট্বা প্রাহ ভীতিযুতো দ্বিজঃ। ত্যজ্যতাং ভয়দং রূপং সৌম্যরূপং প্রকাশয়॥ ততঃ স ধর্ম্মরাজোঽপি সৌম্যং রূপমগাস্তদা। কন্যা মে দীয়তাং বীর নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ততঃ সুমঙ্গলং কৃত্বা তৎক্ষণাৎ দ্বিজসত্তমঃ। বিজয়াং দত্তবাংস্তস্মৈ বিধিবদ্ধর্ম্মমাস্থিতঃ॥ গৃহীত্বা বিজয়াং কালঃ কৃত-কৃত্যোঽভবত্তদা। ততঃ কালক্রমেণাথ বীরো যমবশং গতঃ। পত্ন্যা সহ মহাভাগ কর্ম্মপাশেন যন্ত্রিতঃ। ততঃ সা বিজয়া রাজ্ঞী ধর্ম্মরাজস্য বল্লভা। স্ত্রীণাং মধ্যে তু সুভগা শঙ্করস্য যথেশ্বরী। যথা শ্রীঃ কেশবস্যাপি শচী সুর-পতেরিব। তয়া সহ যমো রাজা মুদা ক্রীড়াং করোতি চ। নিষিদ্ধা বিজয়া তেন দক্ষিণং মা গমিষ্যসি। ততশ্চঞ্চলচিত্তা সা বাল্যভাবাৎ পুনঃপুনঃ॥ নিষি-ধ্যতে চ যৎ কর্ত্তুং তৎ করোতি প্রযত্নতঃ। দিবসে চাপরে তত্র বিজয়া দক্ষিণং গতা। তত্রৈব নরকে ঘোরে পতিতাংশ্চ সহস্রশঃ॥ দৃষ্ট্বা তান্ বিজয়া রাজ্ঞী

দুঃখিতোবাচ সা তদা॥ অস্মাকং পিতরৌ কুত্র তিষ্ঠতাং নরকেঽপিহ॥ তন্মাতা বিজয়াং প্রাহ পচন্তী নরকে স্থিতা॥ অহং তে দুঃখিনী মাতা পচামি নরকে-ঽপিহ। রুদতী বিজয়োবাচ কিং কৃতং দুষ্কৃতং ত্বয়া॥ মাতোবাচ॥ ক্ষুধার্ত্ত-ব্রাহ্মণায়ৈব ন দত্তং ভোজনং ময়া। ব্রহ্মস্বহরণং কিঞ্চিৎ কৃতং জ্ঞানম-থাপি চ। পচেঽহং তেন পাপেন নান্যৎ পাপং কৃতং ময়া। ভীষ্ম উবাচ। প্রবোধ্য কিঙ্করান্ সর্ব্বানাগত্য নিজমন্দিরং। সুস্বাপ স্থণ্ডিলে তত্র মাতৃশোকাতুরা হি সা। স্বামিনং দুঃখমায়াতং দৃষ্ট্বা চ রুদতী প্রিয়া। যস্যাঽহং দুহিতা সা চ নরকে তিষ্ঠতি প্রভো॥ তেন শোকেন শোকার্ত্তা চরণে পতিতাস্মি তে। দুহিত্রা কিং কৃতং দেব পুত্রেণ কিং কৃতং তয়োঃ॥ পিতরৌ নরকাদ্ঘোরাৎ ত্রায়েতাং মে সুরেশ্বর॥ যম উবাচ॥ ময়া ত্বং বাঞ্ছিতা দেবী দক্ষিণং মা গমিষ্যসি। কথং ত্বং মামনাদৃত্য তত্র গচ্ছসি সুন্দরি। নাতিশোক ত্বয়া কার্য্যঃ শৃণু ভদ্রে বচো মম। পুরাকৃতৈশ্চ দোষৈশ্চ পচ্যতে নরকে নরঃ॥ তব মাতা মমাপ্যেষা তব তাতঃ পিতা মম। ন শক্যো নরকাত্রাতুং নরান্ ধর্ম্মবিবর্জ্জিতান্। উপায়ং শৃণু ভদ্রে ত্বং যেন সা বৈ ন পচ্যতে॥ বুধাষ্টমীব্রতেনৈব সর্ব্বেষাং সদ্গতির্ভবেৎ॥ ভ্রাতরং প্রার্থয়িত্বা চ তৎকৃতাঞ্চ বুধাষ্টমীং। যদি দাস্যতি তে মাত্রে তৎক্ষণাৎ সা বিমুচ্যতে॥ তচ্ছ্রুত্বা বিজয়া তত্র যত্র তিষ্ঠতি কৌশিকঃ॥ আগতাং দুঃখিতাং দৃষ্ট্বা কৌশিকঃ প্রাহ বিস্মিতঃ। স্বাক্ষাৎ ত্বাং ধর্ম্মরাজোঽসৌ নীত্বাগচ্ছৎ স্বমন্দিরং। আগতাসি কথং ভদ্রে শুক্র তৎ কথয়স্ব মে॥ বিজয়োবাচ। ভ্রাতঃ কিং বহু বক্তব্যং জীবিতঞ্চ যদা ময়া। শৃণুষ্ব কুরু তৎসর্ব্বং যদ্দুঃখং ত্বাং সমাগতা॥ মাতা মে নরকে ঘোরে পচ্যতে কৃমিভোজনে। পরিত্রায়স্ব ভ্রাতর্মে জীবিতং যদি কাঙ্ক্ষসি। পুরা কৃতং ত্বয়া ভ্রাতর্বিদ্যতে চ বুধাষ্টমী॥ তস্যা একং ফলং দত্বা ত্রায়তাং নরকার্ণবাৎ॥ কৌশিক উবাচ॥ শক্রমর্ম্ম ত্বং ভগিনি কথমেবংবিধং বচঃ॥ রাজ্যং যস্যাঃ প্রসাদেন সা কথং দীয়তেঽধুনা॥ বুধাষ্টমী চ মে মাতা পিতা চৈব বুধাষ্টমী॥ সা কথং দীয়তেঽস্মাভির্ভগিনি ত্বং বিমর্ষি চ। গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং বিজয়েঽধুনা॥ ততঃ সা পুনরাবৃত্য যমায়াকথয়ৎ স্বয়ং॥ ন দত্তা সা মম ভ্রাতা মাতৃস্নেহং বিসৃজ্য চ। বদস্ব কারণং দেব যেন সা বৈ প্রমুচ্যতে॥ যম উবাচ॥ যোঽপরশ্চাপ্যুপায়োঽস্তি তৎকথাং শৃণু তৎপরা। ভদ্রে প্রজ্ঞাকরো নাম দ্বিজোঽস্তি মথুরাপুরে॥ ব্রাহ্মণী গৌতমী তস্য গর্ভকষ্টৈঃ প্রপীড্যতে॥ ন প্রসূতে হি সা তত্র দুঃখং প্রাপ্নোতি সর্ব্বদা॥ গচ্ছ ভদ্রে

প্রযত্নেন নীয়তাঞ্চ বুধাষ্টমীং। কৃত্বা গোপালিকাবেশং গচ্ছ ত্বং বিজয়েঽধুনা॥ যদস্ব কারণং তাস্তু প্রসবং কারয়াম্যহং। যদি মে দীয়তে ভদ্রে বুধাষ্টমীব্রতং কৃতং॥ বুধাষ্টমীব্রতং সা বৈ যদা তে দাস্যতি স্বয়ং। তদাস্যাঃ প্রসবার্থং বৈ প্রদাস্যামি জলৌষধং॥ যেন সা মন্ত্রপূতেন গর্ভকষ্টং বিমুঞ্চতি। তস্মাৎ শীঘ্রং সমাগচ্ছ গোপালিবেশমাবহ॥ এতচ্ছ্রুত্বা চ বিজয়া শীঘ্রং তত্রাগমৎ স্বয়ং। তস্যা দ্বারঞ্চ সংপ্রাপ্য ব্রাহ্মণীং চাব্রবীদ্বচঃ॥ মন্ত্রৌষধিমহং জানে প্রসবে কুশলা স্বয়ং। সা চ তদ্বচনং শ্রুত্বা ব্রাহ্মণী প্রাহ দুঃখিতা। এহি গোপালিকে শীঘ্রং প্রসবং কারয়স্ব মাম্॥ বিজয়োবাচ॥ বুধাষ্টমীব্রতং মেঽদ্য যদি দাস্যসি শোভনে। তদা দাস্যাম্যহং সর্ব্বং মুনিমন্ত্রমহৌষধং। ব্রাহ্মণ্যুবাচ। গচ্ছ গোপালিকে শীঘ্রং উন্মত্তেব প্রজল্পসি। নৈব ধর্ম্মং প্রদাস্যামি প্রাণান্তে চ বুধাষ্টমীং॥ গোপালিকোবাচ। জীবিতে লভতে ধর্ম্মং জীবিতে চ ধনং লভেৎ। জীবিতে চ গৃহারম্ভং তস্মাৎ জীবনমুত্তমং॥ একং দত্ত্বা লভস্বৈতজ্জীবনং শৃণু শোভনে॥ শ্রুত্বৈতদ্গোপিকাবাক্যং মনসা পরিভাব্য চ। জীবিতে সর্ব্বমাপ্নোতি ব্রতেনৈকেন কিং মম॥ ইতি সংভাব্য মনসা ব্রাহ্মণী জীবিতাশয়া। তস্যৈ প্রাদাৎ ব্রতফলং বুধাষ্টমীসমুদ্ভবং॥ ততো গোপালিকা প্রাদাৎ সংপ্রাপ্য বিপুলং সুখং॥ ব্রাহ্মণী প্রসবার্থং বৈ মন্ত্রৌষধিজলং নৃপ। ব্রাহ্মণী সা চ সুষুবে তৎক্ষণাৎ পুত্রমুত্তমম্॥ ততঃ সা বিজয়া রাজ্ঞী নিজমন্দিরমাগতা। দদৌ পিতৃভ্যামানীতং বুধাষ্টমীফলং ততঃ॥ দেবদেহঞ্চ তৌ ধৃত্বা আরুহ্য চ বিমানকং॥ বুধাষ্টমীপ্রভাবেণ গতৌ স্বর্গমনাময়ং॥ ইত্যেতৎ কথিতং রাজন্ বুধাষ্টমীব্রতং শুভং॥ ইহৈব বাঞ্ছিতং প্রাপ্য মৃতঃ স্বর্গং সমাপ্নুয়াৎ। নারী বা পুরুষো বাপি কুরুতে শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। তস্য সর্ব্বং প্রণশ্যেত্তু পাপং জন্মশতার্জ্জিতং॥ শতঞ্চ কপিলাদানং কন্যাদানশতং তথা। কৃত্বা যৎফলমাপ্নোতি তৎসর্ব্বঞ্চ বুধাষ্টমীং॥ বাপীকূপসহস্রস্য সম্যগ্দত্তস্য যৎফলং। তৎফলং লভতে মর্ত্ত্যো ভক্ত্যা কৃত্বা বুধাষ্টমীং॥ ব্রহ্মস্বহরণং পাপং মহাপাতকজং স্মৃতং। তৎসর্ব্বং নাশয়েন্নৃপ বুধাষ্টমীব্রতাদ্ব্রতী॥ ইতি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বুধাষ্টমীব্রতকথা সমাপ্তা॥

অতঃপর দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবে।

তালনবমী ব্রত।

এই ব্রত ভাদ্রমাসের শুক্লা নবমীতে আরম্ভ করিয়া নয় বর্ষ পর্য্যন্ত অনুষ্ঠান করিয়া উদ্‌যাপন করিতে হয়।

পূজাপ্রণালী।—নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া পুরোহিত স্বস্তিবাচনাদি করিয়া ব্রতচারিণীকে সঙ্কল্প করাইবেন। যথা,—

বিষ্ণুর্নমোঽদ্য ভাদ্রে মাসি শুক্লে পক্ষে নবম্যান্তিথৌ অদ্যারভ্য নববর্ষং যাবৎ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী ধনধান্যসুখ-সৌভাগ্যারোগ্যপ্রাপ্তিকামা সলক্ষ্মীকবিষ্ণুপ্রীতিকামা বা লক্ষ্মী-নারায়ণ-পূজা-তৎকথাশ্রবণরূপ তালনবমী ব্রতমহং করিষ্যে।"

অনন্তর স্বশাখোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত পাঠপূর্ব্বক "ওঁ ইদং ব্রতং ময়া দেব" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় পাঠ (২৮১ পৃ ১৪ পং দেখ) করিয়া সামান্যার্ঘ্যস্থাপন, আসনশুদ্ধি ও ভূতশুদ্ধ্যাদি করিয়া গণেশাদিদেবতার অর্চ্চনা করিবে। অতঃপর যথাশক্তি উপচার দ্বারা বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর পূজা (২৯২ পৃ দেখ) করিয়া পরিবারগণের পূজা করিবে। যথা,—

"ওঁ বাসুদেবায় নমঃ। এইরূপে—"কৃষ্ণায়, হৃষীকেশায়, গোবিন্দায়, দামোদরায়, ত্রিবিক্রমায়, গদাধরায়, পরশুরামায়, গণপতয়ে, অনন্তায়, ব্রহ্মণে, গঙ্গায়ৈ, যমুনায়ৈ, সরস্বত্যৈ, দুর্গায়ৈ, সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যঃ, সর্ব্বাভ্যো দেবীভ্যঃ, পূজিতদেবতাগণেভ্যঃ।"

তৎপরে ভোজ্যোৎসর্গাদি করিয়া কথা শ্রবণ করিবে।

ব্রতকথা।

মেরুপৃষ্ঠে সুখাসীনং কেশবং কমলালয়া। উবাচ মধুরং বাক্যং বাসুদেবং জগৎপতিং॥ শৃণু মে বচনং দেব স্ত্রীণাং সৌভাগ্যকারণং। কিমেতদ্দুর্ল্লভং স্ত্রীণাং কিমেতৎ শুভদং ভবেৎ॥ কিং কৃতেন বিমুচ্যেত কিং কৃতেন ফলং লভেৎ। তন্মে ব্রূহি সুরশ্রেষ্ঠ নারীণাং কারণং ধ্রুবং॥ কেশব উবাচ। পূর্ব্বং হি মে দ্বিভার্য্যাসীৎ সত্যভামা চ রুক্মিণী। রুক্মিণী সুভগা সাধ্বী সত্যভামা চ দুর্ভগা॥ শ্রীরুবাচ। কেন কর্ম্মপ্রভাবেন দৌর্ভাগ্যখণ্ডনং ভবেৎ। এতৎ সমস্তং বিস্তার্য্য তত্ত্বং মে ব্রূহি কেশব॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। কেনচিদ্বাক্যদোষেণ সত্যভামা চ দুর্ভগা। দুঃখার্ত্তা শোকসন্তপ্তা রুদতী বহুশোঽপি বা। কিয়ৎকাল-

বিলম্বে তু ব্রজন্তী সা তপোবনং। অরণ্যে বিজনে রম্যে গত্বা মুনিবরাশ্রমে॥ আপস্তম্বং মুনিশ্রেষ্ঠং তদ্‌গেহে প্রত্যুপাগতা। রুদিতা সা তু মুনয়ে সর্ব্বং দুঃখং ন্যবেদয়ৎ॥ এতচ্ছ্রুত্বা মুনিশ্রেষ্ঠঃ প্রোবাচ রুদতীং শুভাং॥ মুনিরুবাচ। মারোদীঃ শৃণু চার্ব্বঙ্গি সৌভাগ্যং তে ভবিষ্যতি॥ সত্যভামোবাচ। কথং মে বহুশস্তাত শরীরে দুর্ভগাফলং। হানিঃ সৌভাগ্যমেতস্মিন্ ক্রয়তাং ভবতা পিতঃ॥ মুনিরুবাচ। শৃণু সত্যং প্রবক্ষ্যামি ব্রতানাং ব্রতমুত্তমং॥ যৎ কৃত্বা-তুলসৌভাগ্যং পুত্রপৌত্রাদিকং ভবেৎ। ভাদ্রে মাসি সিতে পক্ষে নবমী নাম কীর্ত্তিতা। তস্যাং নারায়ণং লক্ষ্মীং পূজয়েচ্চ বিধানতঃ। সত্যভামোবাচ। বিধানং কীদৃশঞ্চাস্য কিং দানং কিঞ্চ ভোজনং। কিঞ্চাস্য পূজনঞ্চৈব ভবতা চ তদুচ্যতাং। মুনিরুবাচ। স্থণ্ডিলে মণ্ডলং কৃত্বা ঘটং তত্র নিবেশয়েৎ। তত্র নারায়ণং লক্ষ্মীং গন্ধপুষ্পাদিনার্চ্চয়েৎ॥ নৈবেদ্যেন সদা ভক্ত্যা পূজয়েদ্ভক্ত-বৎসলৌ॥ দেবায় পিষ্টকং দত্ত্বা ব্রাহ্মণায় ততঃ পরং॥ আদৌ সংপূজ্য দেবেশং পতিং সংপূজয়েত্ততঃ॥ গন্ধৈঃ পুষ্পৈশ্চ মাল্যৈশ্চ ধূপদীপৈঃ সবস্ত্রকৈঃ॥ পিষ্ট-কঞ্চ ততো দদ্যাৎ স্বামিনে ব্রাহ্মণায় চ। স্বামিনং ভোজয়িত্বা তু স্বয়ং ভুঞ্জীত পিষ্টকং। এবম্প্রকারৈঃ কর্ত্তব্যা নবমী নববার্ষিকী॥ পুত্রপৌত্রসমাযুক্তং সৌভাগ্য-মতুলং ভবেৎ। ধনধান্যসমৃদ্ধিঞ্চ অবৈধব্যঞ্চ নিত্যশঃ। অভীষ্টফলমাপ্নোতি নবমীব্রতকারণাৎ॥ সংপূর্ণে তু ব্রতে ভুক্তে বিধানেন প্রতিষ্ঠয়েৎ। ব্রতঞ্চক্রে চ সা সাধ্বী মুনেৰ্ব্বচনগৌরবাৎ। ব্রতসংপূর্ণকালে তু কেশবঃ সমুপাগতঃ। তামু-বাচ হৃসন্দেবো বচনং মধুরং তথা। অসৌভাগ্যেন দুঃখং তে দুর্ভগত্বং বিনশ্যতি। সৌভাগ্যমতুলং প্রাপ্য যথা গৌরী হরস্য চ। শচীব পুরুহূতস্য রতীব মদনস্য চ। যথা নারায়ণে লক্ষ্মীস্তথা ভব বরাননে। এবং দত্ত্বা বরং তস্যৈ গৃহীত্বা তাং পুরং যযৌ॥ এতৎ করোতি যা নারী, সা নারী সুভগা ভবেৎ। ব্রতেনৈকেন দেবেশি চঞ্চলা নিশ্চলা ভবেৎ। জন্মজন্মান্তরঞ্চৈব অবৈধব্যঞ্চ নিত্যশঃ। পত্যৌ চ সুভগা সৌম্যা পুত্রপৌত্রপ্রতিষ্ঠিতা। অন্তে যাতি পরং স্থানং যৎস্থানং শাশ্বতং হরেঃ॥ ইতি কূর্ম্মপুরাণোক্তা তালনবমীব্রতকথা সমাপ্তা।

অনন্তর দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবে।

শ্রীরামনবমী ব্রত।

চৈত্রমাসের পুনর্ব্বসুনক্ষত্রযুক্ত শুক্লা নবমীতিথিতে ভগবান্ শ্রীশ্রীরামচন্দ্র

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই নবমীতিথিতে শ্রীরাম-নবমীব্রত করিলে সর্ব্ব কামনা লাভ হয়। এই ব্রত স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই কর্ত্তব্য।

পূজাপ্রণালী।—প্রথমতঃ আচমন পূর্ব্বক স্বস্তিবাচনাদি করিয়া সংকল্প করিবে। যথা,—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদোমদ্য চৈত্রে মাসি শুক্লে পক্ষে নবম্যাস্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীরামপ্রীতিকামঃ শ্রীরামনবমীব্রতমহং করিষ্যে।"

অনন্তর সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিয়া "ওঁ উপোষ্য নবমীত্বদ্য যামেষষ্টসু রাঘব। তেন প্রীতো ভব ত্বং ভোঃ সংসারাৎ ত্রাহি মাং হরে।" ইহাপাঠ করিবে। পরে সামান্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি ও ন্যাসাদি করিয়া, গণেশাদি দেবতাগণের পূজাপূর্ব্বক শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যান করিবে। যথা,

ওঁ কোমলাঙ্গং বিশালাক্ষমিন্দ্রনীলসমপ্রভম্। দক্ষিণাংশে দশরথং পুত্রাবেক্ষণতৎপরম্। পৃষ্ঠতো লক্ষ্মণং দেবং সচ্ছত্রং কনকপ্রভম্। পার্শ্বে ভরত-শত্রুঘ্নৌ তালবৃন্তকরাবুভৌ। অগ্রে ব্যগ্রং হনুমন্তং রামানুগ্রহকাঙ্ক্ষিণম্॥

এইরূপে ধ্যান করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া প্রণাম করিবে। যথা—

"ওঁ রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে। রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ॥"

অতঃপর সীতার ধ্যান করিবে। যথা,—

"ওঁ নীলাম্ভোজদলাভিরামনয়নাং নীলাম্বরালঙ্কৃতাং। গৌরাঙ্গীং শরদিন্দু-সুন্দরমুখীং বিস্ময়েরবিম্বাধরাম্॥ কারুণ্যামৃতবর্ষিণীং হরিহরব্রহ্মাদিভির্ব্বন্দিতাং। ধ্যায়েৎ সর্ব্বজনেপ্সিতার্থফলদাং রামপ্রিয়াং জানকীম্॥"

এই প্রকার ধ্যান করিয়া ষোড়শোপচারে সীতার পূজা করিবে। পরে "ওঁ দশরথায় নমঃ" বলিয়া দশরথের পূজা করিয়া "ওঁ কৌশল্যায়ৈ নমঃ" বলিয়া রাম জননীর পূজা করত তিনবার তাঁহাকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রণাম করিবে।—"ওঁ রামস্য জননী চাসি রামময়মিদং জগৎ। অতস্ত্বাং পূজ-য়িষ্যামি লোকমাতর্নমোঽস্তু তে।"

"ভগবন্ রামচন্দ্র আবরণং তে পূজয়ামি।" ইহা বলিয়া অনুজ্ঞাগ্রহণ করত আবরণ দেবতার পূজা করিবে। যথা,—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রাং হৃদয়ায় নমঃ।" এইক্রমে রীং শিরসে স্বাহা, রূং শিখায়ৈ বষট্; রৈং কবচায় হুং, রৌং নেত্রা-ভ্যাং বৌষট্; রঃ অস্ত্রায় ফট্॥"

অতঃপর যথাশক্তি উপচারদ্বারা, ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন, হনুমান্, সুগ্রীব, বিভীষণ, অঙ্গদ, জাম্ববান্, ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈর্ঋত, বরুণ, বায়ু, কুবের, ঈশান,

অনন্ত, ব্রহ্মা এবং ধুম্র, জয়ন্ত, বিজয়, সুরাষ্ট্র, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অশোক, ধর্ম্মপাল ও সুমন্ত্র ইহাদিগের পূজা করিয়া ধ্বজ, শক্তি, খড়্গ, পাশ, অঙ্কুশ, গদা, শূল, চক্র ও পদ্ম ইহাদের পূজা করিবে।

তৎপরে পুনর্ব্বসু নক্ষত্রযুক্ত নবমী তিথিতে কর্কটলগ্নে মধ্যাহ্নকালে রাক্ষস বংশ ধ্বংস নিমিত্ত শ্রীরাম চন্দ্রের জন্ম ভাবনা করিয়া অশোকপুষ্প, তুলসী ও চন্দনাদি সংযুক্ত শঙ্খপাত্রস্থ অর্ঘ্য রামচন্দ্রকে নিবেদন করিয়া দিবে। যথা,—

"ওঁ দশাননবধার্থায় ধর্ম্মসংস্থাপনায় চ। দানবানাং বিনাশায় দৈত্যানাং নিধনায় চ। পরিত্রাণায় সাধূনাং রামো জাতঃ স্বয়ং হরিঃ। গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং ভ্রাতৃভিঃ সহিতো মম।"

পরে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে। (এইরূপে অষ্টপ্রহরে) আটবার পূজা করত পরে জপ করিয়া জপবিসর্জ্জন করিবে। পরদিবস কথাশ্রবণ, দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিয়া পারণ করিবে।

ব্রতকথা। —পুরৈকদা সুখাসীনং ব্রহ্মাণং জগতাং পতিম্। সহসাগত্য তত্রৈব সনকো বাক্যমব্রবীৎ॥ সনক উবাচ। রাজা দশরথো নাম কৌশল্যা চ যশস্বিনী। কর্ম্মণা কেন তত্তস্য পুত্রোঽসৌ জগতাং পতিঃ। দূর্ব্বাদলশ্যামরামো বিস্তার্য্য কথয়স্ব মে॥ ব্রহ্মোবাচ। সাধু পৃষ্টং ত্বয়া বৎস জগতাং হিতকারকম্। পুরা রাজা দশরথঃ কৌশল্যা চ সমাহিতং। জজাপ মন্ত্রং দুর্গায়াঃ শিবস্য চ বিশেষতঃ॥ তয়োর্জ্জপেন তুষ্টঃ সন্ শিবঃ প্রত্যক্ষতাং গতঃ॥ তং দৃষ্ট্বা তু তদা রাজা প্রত্যুবাচ কৃতাঞ্জলিঃ॥ দেবদেব হ্যপুত্রোঽহমতিদুঃখেন দুঃখিতঃ। চিরং বিচার্য্য মনসা শিবারাধনতৎপরঃ॥ ইতি শ্রুত্বা মহাদেবস্তমুবাচ দয়াপরঃ॥ কুরু রাজন্ বংশযজ্ঞং ততস্তে জগতাং পতিঃ॥ রামনামা চ পুত্রোঽসৌ কৌশল্যায়াং ভবিষ্যতি॥ ইত্যুক্ত্বা তং দেবদেবস্তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ ইতি রুদ্রমুখাৎ শ্রুত্বা রাজা দশরথঃ সুখী॥ ততশ্চক্রে বংশযজ্ঞং স দেব্যা সহ তৎপরঃ। ততঃ কালে মহারাজ্ঞী গর্ভং ধত্তে মনোহরম্॥ চৈত্রে মাসি সিতে পক্ষে নবম্যাং শোভনে দিনে। অতিপুণ্যে শুভে লগ্নে জাতো রামঃ স্বয়ং হরিঃ॥ পুনর্ব্বসৃক্ষসংযুক্তা সা তিথিঃ সর্ব্বকামদা॥ শ্রীরামনবমী প্রোক্তা কোটিসূর্য্যগ্রহাধিকা। তস্মিন্ দিনে মহাপুণ্যে রামমুদ্দিশ্য ভক্তিতঃ॥ যৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম তদেবাক্ষয়কারকম্। উপোষণং জাগরণং পিতৃমুদ্দিশ্য তর্পণম্॥ তস্মিন্ দিনে তু কর্ত্তব্যং ব্রহ্মপ্রাপ্তিমভীপ্সুভিঃ তদ্দিনে সুমহাপুণ্যে রামমুদ্দিশ্য ভক্তিতঃ। জপেদেকাগ্র আসীনো যাবৎ

স্যাদ্দশমীদিনং। তেনৈব স্যাং পুরশ্চর্য্যা দশম্যাং ভোজয়েদ্দ্বিজান্। কৃত-কৃত্যোভবেত্তেন সদ্যো রামঃ প্রসীদতি। যস্তু রামনবম্যাস্তু ভুঙ্ক্তে মর্ত্ত্যো বিমূঢ়ধীঃ॥ কুম্ভীপাকেষু ঘোরেষু পচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ। কুর্য্যাদ্রামনবম্যাং ব উপোষণমতন্দ্রিতঃ॥ ন শেতে মাতৃজঠরে স্বয়ং রামো ভবেত্তু সঃ। শ্রীরামনবমী নাম পুণ্যাৎ পুণ্যতমং ব্রতম্॥ ইতি শ্রুত্বা সুসন্তুষ্টঃ সনকঃ পুন রব্রবীৎ॥ সনক উবাচ। বিধিনা কেন কর্ত্তব্যং বদ মে কমলোদ্ভব॥ ব্রহ্মোবাচ। ব্রতপূর্ব্বদিনে স্নাত্বা সকৃদ্ভুক্ত্বা নিরামিষম্। ত্যক্ত্বা চ যোষিচ্ছয়নং শয়িতঃ স্থণ্ডিলে কুশে॥ ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে চোত্থায় কৃত্বা প্রাতঃ-ক্রিয়াং ততঃ॥ প্রাতঃ স্নাত্বা শুচির্ভূত্বা সংকল্পং বিধিবচ্চরেৎ। প্রতিমায়াং ঘটে বাপি পটে বা যন্ত্রতোঽপি বা॥ শালগ্রামশিলায়াস্তু তুলসীদলকল্পিতা। পূজা শ্রীরামচন্দ্রস্য কোটিকোটিগুণাধিকা॥ কৌশল্যা পূজনীয়াদৌ রাজা চৈব ততঃ পরম্। পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা পরিবারাংস্ততঃ পরম্॥ ততো গ্রহাংশ্চ দিক্‌পালান গণেশাদীন্ প্রপূজয়েৎ। ততো মধ্যাহ্নগে সূর্য্যে তজ্জন্ম ভাবয়েদ্‌ব্রতী। উচ্চস্থে গ্রহপঞ্চকে সুরগুরৌ সেন্দৌ নবম্যাস্তিথৌ। লগ্নে কর্কটকে পুনর্ব্বসুদিনে মেষং গতে পূষণি॥ নির্দ্দগ্ধুং নিখিলাঃ পলাশসমিধো মেধ্যাদযোধ্যারণেরা-বির্ভূতমভূদপূর্ব্ববিভবং যৎ কিঞ্চিদেকং মহঃ॥ ততো বাদ্যাদিকং কৃত্ব দত্ত্বাদর্ঘ্যং বিশেষতঃ। মূলমন্ত্রেণ দত্ত্বাদ্বৈ ভক্ত্যা পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ম্॥ এবমষ্টসু যামেষু অষ্টধা পূজয়েদ্‌ব্রতী। ইতিহাসকথাং শ্রুত্বা গীতনৃত্যৈর্নিশাং নয়েৎ॥ ততঃ পরদিনে প্রাতঃস্নানং কৃত্বা বিধানতঃ। রামং দূর্ব্বাদলশ্যামং ভক্ত্যা শক্ত্যা প্রপূজয়েৎ॥ দক্ষিণাং বিধিবদ্দত্ত্বা অচ্ছিদ্রমবধারয়েৎ॥ ভোজয়িত্বা ততো বিপ্রান্ স্বয়ং পারণমাচরেৎ। যামেষু শৃণুয়াদ্দিতাং পুন্যাহে চ বিশেষতঃ॥ বহুপুত্রী ধনাঢ্যশ্চ অন্তে ব্রহ্মসমাপ্নুয়াৎ। রাজদ্বারে মহাঘোরে সংগ্রামে শত্রুসঙ্কটে॥ দূর্ব্বাদলশ্যামরামস্তস্য রক্ষাকরো ভবেৎ। বন্ধ্যা পুত্র-বতী সাধ্বী পতিচিত্তানুসারিণী॥ সপত্নীদর্পদলনী সা ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ। ময়ৈতৎ কথিতং বৎস তব স্নেহাদ্‌ব্রতোত্তমম্॥ ইতি শ্রীব্রহ্মর্ষিসনকসংবাদে শ্রীরামনবমীব্রতকথা সমাপ্তা।

অতঃপর দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবে।

পিপীতকী দ্বাদশী ব্রত।

এই ব্রত বৈশাখ মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে আরম্ভ করত চারি বৎসর

ব্রতাচরণ করিয়া উদ্‌যাপন করিতে হয়। প্রথম বৎসর ভোজ্য সমন্বিত লবণ সংযুক্ত জলপূর্ণ চারিটী কুম্ভ, দ্বিতীয় বৎসরে শর্করা ও দধিসংযুক্ত আটটী কুম্ভ, তৃতীয় বর্ষে তিলের লাড়ুর সহিত দ্বাদশটী কুম্ভ, এবং চতুর্থ বর্ষে ক্ষীরের লাড়ুর সহিত ষোড়শ কলসী দান করিতে হয়। চতুর্থ বৎসরই ব্রত সমাপ্তির কাল।

পূজা পদ্ধতি।—শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমনপূর্ব্বক স্বস্তিবাচনাদি করিয়া সঙ্কল্প করিবে।

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য বৈশাখে মাসি শুক্লে পক্ষে দ্বাদশ্যাস্তিথাবারভ্য বর্ষ-চতুষ্টয়ং যাবৎ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী তৃষ্ণানিবৃত্তিধনধান্যপ্রাপ্তিপূর্ব্বক বিষ্ণু-লোকগমনকামা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামা বা গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বকং ভবি-ষ্যপুরাণোক্তপিপীতকীদ্বাদশী ব্রতমহং করিষ্যে।"

অতঃপর সংকল্পসূক্ত পাঠ করিয়া হাত যোর করত পাঠ করিবে।

"ইদং ব্রতং ময়া দেব গৃহীতং পুরতস্তব। নির্ব্বিঘ্নাং সিদ্ধিমাপ্নোতু ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বর॥"

অনন্তর সামান্যার্ঘ্য ও আসনশুদ্ধ্যাদি করিয়া, গণেশাদি দেবতাগণের পূজা পূর্ব্বক গন্ধ, কর্পূর ও সুগন্ধজল দ্বারা বিষ্ণুকে স্নান করাইয়া ষোড়শোপচারে বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর পূজা করিবে (২৯২ পৃ দেখ)। অতঃপর আবরণ দেবতাগণের পূজা করিবে।

"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বাসুদেবায় নমঃ।" এই ক্রমে—"সঙ্কর্ষণায়, প্রদ্যুম্নায়, অনিরুদ্ধায়, শান্ত্যৈ, সরস্বত্যৈ, শ্রিয়ৈ, রত্যৈ, কেশবায়, নারায়ণায়, মাধবায়, গোবিন্দায়, বিষ্ণবে, মধুসূদনায়, ত্রিবিক্রমায়, শ্রীমাধবায়, হৃষীকেশায়, পদ্ম-নাভায়, দামোদরায়, ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পালেভ্যঃ, বজ্রাদ্যস্ত্রেভ্যঃ।"

অনন্তর সলবণভোজ্য ও বস্ত্র জলপূর্ণ চারিটী ঘট উৎসর্গ করিয়া কথাশ্রবণ করিবে।

ব্রতকথা।—শতানীক উবাচ। জলদানস্য মাহাত্ম্যং যত্ত্বয়া কথিতং পুরা। তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি পিপীতককথাং শুভাম্॥ শ্রীনারদ উবাচ॥ পুরা সত্যযুগে বিপ্রঃ পিপীতক ইতি শ্রুতঃ। স্বধর্ম্মমারভেন্নিত্যং কালধর্ম্মমুপেযিবান্॥ ততঃ কালেন কিয়তা মৃত্যুং প্রাপ্তোঽথ স দ্বিজঃ। যমদূতৈঃ সমাগত্য নীয়মানো দ্বিজোত্তমঃ॥ দদৃশে বহুলান্ বিপ্রান্ মহানিরয়সংস্থিতান্। অসি-পত্রবনে ঘোরে কুম্ভীপাকেষু সংস্থিতান্॥ কৃতার্ত্তনাদাংস্তান্ দৃষ্ট্বা বিষাদ-

মগমদ্দ্বিজঃ॥ ক্ষুৎপিপাসাকুলো ভূত্বা প্রেতরাজবশং গতঃ। বভ্রাম নগরং সোঽপি পিপাসাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ॥ অথাপশ্যত্তোয়কুম্ভান্ যমদূতৈঃ স রক্ষিতঃ। অশ্বত্থতরুমূলে চ জলকুম্ভান্ সুশীতলান্॥ সুগন্ধি শীতলং তোয়ং পুণ্যং পিপ্পলসংযুতং। দৃষ্ট্বা তৃষার্ত্তো বিপ্রেন্দ্রো যমস্য কিঙ্করাজ্জলং। পুনর্যাচে বিপ্রেন্দ্রঃ কিঙ্করৈরভিতাড়িতঃ॥ যমদূত উবাচ॥ এতে কুম্ভাঃ শীতলাশ্চ বস্ত্রমাল্যসুশোভনাঃ। পুরঃ পশ্য নৃভির্দত্তা বাসিতা গন্ধচন্দনৈঃ॥ রক্ষকা বহবঃ সন্তি কিঙ্করাঃ শস্ত্রপাণয়ঃ। তস্মাত্তোয়মিদং বিপ্র দুর্ল্লভং ভুবনেষ্বপি॥ অকৃত্বা তদ্ব্রতং যস্মাৎ দুষ্প্রাপ্যং ভবতা জলং। শ্রুত্বা দূতস্য তদ্বাক্যং তৃষয়াকুলিতেন্দ্রিয়ঃ॥ কিঙ্করেভ্যঃ পুনঃ প্রাহ দেহি দেহি জলং কিয়ং। প্রার্থ্যমানঃ পুনস্তোয়ং যমদূতৈঃ স তাড়িতঃ॥ তৃষাতুরঃ স বিপ্রেন্দ্রো নীতো বৈবস্বতালয়ম্॥ যম উবাচ। মারোদীর্বিপ্র তদ্ব্রূহি কা তে পীড়া হৃদি স্থিতা। যযাচে স পুনস্তোয়ং তমূচে ধর্ম্মরাট্ পুনঃ। বিপ্রস্য বচনং শ্রুত্বা পুনঃ পৃচ্ছতি সাদরং। পীড়াং তাং বদ মাং বিপ্র শরীরে চেতনাং কুরু॥ যমস্য বচনং শ্রুত্বা ব্রাহ্মণস্তৃষিতস্তথা। যমায় পথি যদ্দৃষ্টং সর্ব্বং তস্মৈ ন্যবেদয়ৎ॥ শ্রুত্বা তদ্বচনং রাজা ব্রাহ্মণং প্রত্যভাষত। ত্বয়া তন্ন কৃতং পূর্ব্বং যেনেদং লভতে জলম্॥ যৎ কৃত্বা সুকৃতী মর্ত্ত্যো বিষ্ণুলোকং গতঃ পুরা। বৈষ্ণবং তদ্ব্রতং কৃত্বা তৃষয়া নৈব পীড্যতে॥ ব্রাহ্মণ উবাচ॥ ত্বয়ি প্রসন্নে ভগবন্ন কিঞ্চিদ্দুর্ল্লভং মম। তস্মাত্তোয়প্রদানেন প্রাণরক্ষাং কুরুষ মে। ইত্থঞ্চ করুণাং শ্রুত্বা যমঃ প্রীতস্তমাহ বৈ। বৈষ্ণবং তদ্ব্রতং বিপ্র কুরু গত্বা নিজালয়ং॥ বিধানং শৃণু বিপ্রেন্দ্র তব বক্ষ্যামি যত্নতঃ॥ বৈশাখে শুক্লপক্ষস্য দ্বাদশী বৈষ্ণবী তিথিঃ। তস্যাং শীতলতোয়ৈশ্চ স্নাপয়েৎ কেশবং শুচিঃ॥ গন্ধমাল্যৈশ্চ নৈবেদ্যধূপদীপৈস্তথোত্তমৈঃ॥ ভোজ্যঞ্চ বিবিধৈর্ভক্ষ্যৈস্তাম্বূলৈশ্চ মনোরমৈঃ। জপ্ত্বা চ বৈষ্ণবং মন্ত্রং নমস্কৃত্য পুনঃপুনঃ॥ দত্ত্বা দ্বিজেভ্যো বিপ্রেন্দ্র কুম্ভান্ ভোজ্যসমন্বিতান্। প্রথমে চতুরঃ কুম্ভান্ দদ্যাল্লবণসংযুতান্॥ দ্বিতীয়ে ত্বষ্টকুম্ভাংশ্চ শর্করাদধিসংযুতান্। তৃতীয়ে দ্বাদশান্ কুম্ভান্ তিলমোদকসংযুতান্। চতুর্থে ষোড়শান্ কুম্ভান্ দুগ্ধমোদকসংযুতান্॥ ইত্থং সংপূজ্য দেবেশং দ্বিজেভ্যস্তদনন্তরং। কাঞ্চনং দক্ষিণাং দদ্যাৎ দ্বিজায় ব্রতকারিণে॥ কৃত্বা চৈতদ্ব্রতং শুদ্ধং গচ্ছেচ্চ বৈষ্ণবং পদং। যঃ করোতি ব্রতঞ্চৈতত্তৃষয়া নৈব পীড্যতে॥ যমস্য বচনং শ্রুত্বা গত্বা সোঽথ নিজালয়ং। চকার দ্বাদশীং পুণ্যাং জগাম বৈষ্ণবং পদং॥ নারদ উবাচ॥ পিপীতকীতি বিখ্যাতা ততঃ সা দ্বাদশী ভুবি। তস্মাৎ পিপীতকী নাম দ্বাদশী সুখমোক্ষদা॥

যঃ কুর্য্যাচ্চ নরো ভক্ত্যা নারী বা ব্রতমুত্তমং। পুত্রপৌত্রসমাযুক্তো ধনধান্য-সমন্বিতঃ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ প্রয়াতি পরমাং গতিম্॥ শ্রীভবিষ্যপুরাণে নারদশতানীকসংবাদে পিপীতকী-দ্বাদশীব্রতকথা সমাপ্তা।

সন্তান-দ্বাদশী-ব্রত।

প্রথমতঃ শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমন করত স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক "সূর্য্যঃ সোমো" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া সংকল্প করিবে। "বিষ্ণুর্ন্মোঽদ্য মাঘে মাসি শুক্লে পক্ষে দ্বাদশ্যাস্তিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীমতী অমুকী দেবী অদ্যারভ্য বর্ষমেকং যাবৎ প্রতিমাসীয়শুক্লদ্বাদশ্যাং গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপলৈকপরিমিতঘৃতকরণক-বাসুদেবস্নাপন-পলৈক-পরিমিত-ঘৃতকরণক-বাসুদেব-সম্প্রদানক-দীপদান-ব্রাহ্মণ-সম্প্রদানকপলৈকপরিমিতঘৃতদানবাসুদেবপূজাপূর্ব্বকং সুদুর্ল্লভসন্ততিলাভসৌভাগ্য-রূপ সম্পত্তিচন্দ্রার্কাবধি-স্বর্গলোকসহিতদেবেন্দ্র-শচ্যাদিসমত্ব-ভর্ত্তৃদেহ-স্থিতাক্ষয়-বসুলোকগমনসপ্তদ্বীপপতি-পত্নীত্বলাভপূর্ব্বকবিষ্ণুলোকগমনকামা মৎস্যপুরাণোক্ত-সন্তান দ্বাদশীব্রতমহং করিষ্যে।"

এইরূপ সংকল্প করত সূক্ত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া "ইদং ব্রতমি-ত্যাদি" (২৮১ পৃঃ ১৪ পঃ দেখ) মন্ত্র দ্বয় পাঠ করিয়া প্রার্থনা করিবে। পরে সামান্যার্ঘ্য, ঘটস্থাপন ও আসনশুদ্ধ্যাদি করিয়া অঙ্গন্যাসাদি করত বাসুদেবকে ধ্যান করিবে। যথা,—

"ওঁ বাসুদেবং জগন্নাথং ভাস্করাভং চতুর্ভুজং। প্রসন্নবদনং শান্তং সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদম্। শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণং বরদং বিভুম্॥"

এইরূপে ধ্যান করিয়া হস্তস্থ পুষ্প নিজের মস্তকে দিয়া মানসোপচারদ্বারা পূজা করত পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া দেবতার আবাহন করিবে। পরে রজত-প্রতিমাকে এক পলপরিমিত ঘৃতদ্বারা "ওঁ দেবং সনাতনং বিষ্ণুং অনন্তমপরা-জিতম্। বরদং সর্ব্বভূতানাং ঘৃতেন স্নাপয়াম্যহম্।" এই মন্ত্রে স্নান করাইবে। রজত প্রতিমার অভাবে শালগ্রামকে উক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করাইবে। অনন্তর "এতৎ পাদ্যং ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ" এই মন্ত্রে ষোড়শো-পচারদ্বারা পূজা করিবে। পরে নমস্কার করিয়া "ঘৃতপ্রদীপায় নমঃ," এই বলিয়া প্রদীপ অর্চ্চনা করত "এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ বাসুদেবায় নমঃ" এই বলিয়া গন্ধপুষ্পদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া "ওঁ নির্ব্বাণদোষরহিতং ঘৃতেনার্চ্চিতমুত্তমম্।

প্রদীপস্তে প্রযচ্ছামি প্রসীদ পুরুষোত্তম। এষ পলৈকপরিমিতঘৃতপ্রদীপঃ ওঁ বাসুদেবায় নমঃ” বলিয়া প্রদীপ উৎসর্গ করিবে। অতঃপর বাসুদেবের ষড়ঙ্গ পূজা করিয়া লক্ষ্মীর ধ্যান (২৯২ পৃ ১৬ পং দেখ) করত ষোড়শোপচারে লক্ষ্মীর পূজা করিবে। পরে সরস্বতীর ধ্যান করিয়া আবাহনপূর্ব্বক পূজা করিবে। পরে “গরুড়াসনায় নমঃ” বলিয়া গরুড়াসনকে পূজা করিয়া ব্রাহ্মণকে পল-পরিমিত ঘৃতদান করিবে,—প্রথম ঘৃত অর্চ্চনা করিয়া—

“অদ্যেত্যাদি—অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী বাসুদেবপ্রীতিকামা সন্তান-দ্বাদশীব্রতাঙ্গভূতমেতৎপলৈকপরিমিতঘৃতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চ্চিতং ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে।” বলিয়া উৎসর্গ করিবে।

পরে ব্রাহ্মণের হস্তে তিল, কুশ ও জল “ওঁ বিষ্ণো কমলপত্রাক্ষ বপুস্ত্বং পুরুষো দ্বিজঃ। ঘৃতমেতন্ময়া দত্তং গৃহীত্বা তোষমাপ্নুহি।” এই মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে ভোজ্যোৎসর্গ করিয়া কথাশ্রবণ করিবে। প্রতি মাসেই এইরূপ ব্রত আচরণ করিতে হয়।

ব্রতকথা।—কশ্যপঞ্চ মুনিং প্রাপ্য মহর্ষিং বেদপারগম্। কৃতাঞ্জলিপুটা ভক্ত্যা দিতির্ব্বাক্যমথাব্রবীৎ। দিতিরুবাচ। ব্রতেন কেন দেবেশ সন্ততির্জায়তে স্থিরা। পরেবাস্তু অবধ্যা চ তন্মমাচক্ষ্ব সুব্রত। কশ্যপ উবাচ। সন্তানদ্বাদশী নাম ব্রতং পরমদুর্ল্লভম্। তস্য করণমাত্রেণ সন্ততির্জায়তে স্থিরা। দেবদানবযক্ষাণাং গন্ধর্ব্বাণাং মহৌজসাম্। অবধ্যশ্চ ভবেদ্দেবি সত্যং সত্যং বদাম্যহং॥ দিতিরুবাচ। বিধানং কীদৃশং তস্য কিং দানং কস্য পূজনম্। কিয়ৎ কালঞ্চ কর্ত্তব্যং যথাবদ্বক্তুমর্হসি॥ কশ্যপ উবাচ। আরভ্য মাঘমাসস্য দ্বাদশীং শুক্লপক্ষিকাং। মাসি মাসি সিতে পক্ষে দ্বাদশ্যাং বৈ দিতে হরেঃ। নৈবেদ্যং পায়সং রম্যং ফলপুষ্পং সুশোভনম্। গন্ধপুষ্পং ধূপদীপং উপবীতঞ্চ বস্ত্রকম্। পলৈকেন ঘৃতেনৈব স্নাপয়েৎ কেশবং প্রভুম্। ব্রাহ্মণায় পলং দেয়ং পলৈর্দীপং সুশোভনম্। ভোজ্যং সদক্ষিণং দদ্যাদ্দ্বিজায় প্রীতিহেতবে। অনেন বিধিনা নারী যা করোতি পতিব্রতা। ব্রতানাঞ্চ ব্রতঞ্চৈতদ্ব্রতস্যাস্যাধিকং শুভম্। সন্ততির্জায়তে তস্য দেবানামপি দুর্ল্লভা। সৌভাগ্যরূপসম্পত্তির্ভবত্যেব ন সংশয়ঃ। চন্দ্রার্কৌ মেদিনীং যাবৎ স্বর্গলোকে মহীয়তে। ততো দিতির্দেবমাতা চকার ব্রত-মুত্তমম্। প্রণম্য পুণ্ডরীকাক্ষং শোকপীড়াবিনাশনম্। প্রসন্নে ভগবদ্দেবে বাসুদেবে জগৎপতৌ। উবাচ তাং দিতে দেবি গর্ভং ধারয় চোত্তমম্। অক্ষয়া সন্ততির্দেবি ভবিষ্যতি তবোদরে। দিতিরুবাচ। তুষ্যসি যদি হে দেবেশ

অবধ্যো মম পুত্রকঃ। দেবানাং দানবানাঞ্চ প্রসাদাদস্তু মে বিভো॥ ভগবানুবাচ। মাহাত্ম্যঞ্চ ব্রতস্যাস্য ভবত্যেবং বরাননে। অক্ষয়ঞ্চ বসোর্লোকং প্রাপ্স্যসে যৎ প্রসাদতঃ। এষ বায়ুর্মহাভাগে তব গর্ভে ভবিষ্যতি। শুচির্ভূত্বা বরারোহে যত্নাদেবাস্য ধারণম্। করিষ্যত্যুদরে দেবি নাত্র কার্য্যা বিচারণা। ততো দিতির্মহাদেবী বায়ুং গর্ভে চ সন্দধৌ। কুচাগ্রং শ্যামলং তস্যা ভ্রিয়তে চানিলে তথা। অথেন্দ্রো দেবদেবেশশ্চিন্তাবিষ্টো মহানভূৎ। সমীরণবরং দৃষ্ট্বা বীরঞ্চ দিতিগর্ভগম্॥ কেনোপায়েন গর্ভস্য নাশনং ক্রিয়তেঽধুনা। অন্যথা পদবীমেষ মামকীং যাস্যতি ধ্রুবম্। ততো দিতির্মহাদেবী বিনা পাদস্য ধাবনম্॥ কৃত্বা সুপ্তা চ শয্যায়াং নিদ্রাবিষ্টা বভূব সা। ছিদ্রানুসারী দেবেশো গর্ভং তস্যাঃ প্রবিশ্য বৈ॥ সপ্তখণ্ডঞ্চ তং গর্ভং চকার পবিনা তদা। ছেদ-বেদনয়া গর্ভে রুরোদৈব পুনঃপুনঃ। তেনৈবাশনিনা সোঽপি প্রত্যেকং সপ্তখণ্ডশঃ। কৃত্বাপি দেবরাজোঽসৌ জগাম ভবনং স্বকম্। মাহাত্ম্যেনাস্য গর্ভেঽপি খণ্ডখণ্ডীকৃতেঽপি চ। পঞ্চাশদ্বায়বো ভূতা একোনা বজ্রপাণিনা। এবং যা কুরুতে নারী ব্রতানাং ব্রতমুত্তমম্। সন্ততির্বিহতা তস্যা ন ভবেত্তু কদাচন। শচীব পুরহূতস্য রতীব মদনস্য চ। বিষ্ণোশ্চাপি যথা লক্ষ্মীর্হরস্য পার্ব্বতী যথা। ভর্ত্তুরঙ্কস্থিতা সাধ্বী বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ॥ মাসি মাসি সিতে পক্ষে সন্তানদ্বাদশী শুভা॥ তস্যাং পূজা হরেঃ কার্য্যা বিধিনানেন সুব্রতে। সপ্তদ্বীপপতেঃ পত্নী ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ইতি মৎস্যপুরাণে বায়োরুৎপত্তি-নামকসন্তানদ্বাদশীব্রতকথা সমাপ্তা।

আমলকী দ্বাদশীব্রত।

মাঘ মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রতারম্ভ করিয়া এক বৎসর পর্য্যন্ত প্রত্যেক মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে ব্রতাচরণপূর্ব্বক পুনরায় মাঘমাসের শুক্লা দ্বাদশীতে উদ্‌যাপন করিবে। একাদশীর দিনে আমলকী ফল ভোজন করিয়া দ্বাদশীদিনে আমলকীযুক্ত হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে। রবিবারে আম-লকী ভোজন নিষিদ্ধ।

ব্রত পদ্ধতি।—প্রথমতঃ আচমন পূর্ব্বক স্বস্তিবাচন করিয়া "ওঁ সূর্য্যঃ সোমো" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত সঙ্কল্প করিবে। যথা,—বিষ্ণুর্নমোঽদ্য মাঘে মাসি শুক্লে পক্ষে দ্বাদশ্যাস্তিথাবারভ্য সংবৎসরং যাবৎ প্রতিমাসীয় শুক্লদ্বাদশ্যাং

অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী পুত্রপৌত্রাদ্যনবচ্ছিন্নসন্ততি-ধন-ধান্য-সৌভাগ্যাদি-প্রাপ্ত্যন্তে বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তিকামা ব্রহ্মপুরাণোক্তবিধিনা গণপত্যাদি-নানাদেবতা-পূজাপূর্ব্বক-সলক্ষ্মীবিষ্ণুপূজামলকীফলযুক্তভোজ্যদানকথাশ্রবণরূপামলকীদ্বাদশীব্রত-মহং করিষ্যে।"

অনন্তর সঙ্কল্প সূক্ত পাঠ করিয়া "ওঁ ইদং ব্রতং ময়াদেব" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় (২৮১ পৃ ১৪ পং দেখ) পাঠ করিবে। তৎপরে সামান্যার্ঘ্য ও আসনশুদ্ধ্যাদি করিয়া গণেশাদিদেবতাগণের পূজা করত "ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে আমলকীযুক্তজল দ্বারা বিষ্ণুকে স্নান করাইয়া "আং হৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদি ক্রমে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া বিষ্ণুর ধ্যান করিবে। যথা,—

"ওঁ বিষ্ণুং চতুর্ভুজং শঙ্খচক্র-গদা পদ্মহস্তং গরুড়ারূঢ়ং লক্ষ্মীসরস্বতীযুতোভয়-পার্শ্বং নানালঙ্কারভূষিতং পীতাম্বরধরং, শ্বেতযজ্ঞোপবীতিনং পদ্মনেত্রং গল-লম্বিতবনমালং প্রসন্নবদনং ধ্যায়েৎ।"

এইরূপ ধ্যান করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন পূর্ব্বক পীঠপূজা করিবে। যথা,— "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নারায়ণায় নমঃ।" এই ক্রমে "কেশবায়, লক্ষ্ম্যৈ, সরস্বত্যৈ, অনন্তায়, কূর্ম্মায় বিষ্ণবে, গোবিন্দায়, বাসুদেবায়, কৃষ্ণায়, শিবায়, গঙ্গায়ৈ, যমুনায়ৈ, সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যঃ, সর্ব্বাভ্যো দেবীভ্যঃ।"

অতঃপর পুনরায় বিষ্ণুর ধ্যান করিয়া ষোড়শোপচারে বিষ্ণুর পূজা ও প্রণাম করিবে। অনন্তর লক্ষ্মীর ধ্যান করিবে। যথা—

"ওঁ লক্ষ্মীং ষোড়শবর্ষীয়াং দ্বিভুজাং শ্বেতপদ্মোপরিস্থিতাং নানালঙ্কার-ভূষিতাং রূপযৌবনসম্পন্নামভয়বরদাং বামহস্তে শ্রীফলং দক্ষিণহস্তে পদ্ম-মৃণালং দধতীং॥"

এই প্রকার ধ্যান করিয়া বিশেষার্ঘ স্থাপনপূর্ব্বক ষোড়শোপচারে লক্ষ্মীর পূজা করিয়া "ওঁ নমস্তে সর্ব্বদেবানাং" ইত্যাদি মন্ত্রে নমস্কার করিবে।

অনন্তর "ওঁ তরুণশকলমিন্দোর্বিভ্রতীং" ইত্যাদি ধ্যান করিয়া সরস্বতীর পূজা করত আমলকীযুক্তসভোজ্য কলসী দান করিবে। যদি ব্রত দিবস রবিবার হয়, তবে দধি দুগ্ধ পায়সযুক্ত আমলকীদ্বারা যথাশক্তি হোম করিয়া কথাশ্রবণ করিবে।

ব্রতকথা।—যুধিষ্ঠির উবাচ। অনায়াসেন যৎপুণ্যং তন্মে ব্রূহি জগৎপতে। তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি ব্রতানাং ব্রতমুত্তমং॥ অনেকদুষ্কৃতঞ্চৈব সঞ্চিতঞ্চ যুগে যুগে। কেনোপায়েন তদ্ধন্ন নরাণাং পাপনাশনং॥ ব্রহ্মোবাচ। শৃণু ত্বং

হি মহাভাগ কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির। তদহং কথয়িষ্যামি যেন লোকো দিবং ব্রজেৎ॥ এতৎ পরতরং গুহ্যং শিবেন কথিতং পুরা। ধর্ম্মপুত্র কুলশ্রেষ্ঠ শৃণু ত্বং পুণ্যমুত্তমং॥ নরাণামুপকারার্থং ত্বয়া স্পৃষ্টো বদাম্যহং। ব্রতমামলকীদ্বাদশ্যাখ্যমস্তি মনোরমং॥ বিধানং তস্য বক্ষ্যামি শৃণুষ্ব সুসমাহিতঃ। মাঘে মাসি সিতে পক্ষে দ্বাদশী বৈষ্ণবী তিথিঃ। তত্রারভ্য ব্রতং কার্য্যমব্দমেকং যুধিষ্ঠির॥ একাদশীদিনে মর্ত্ত্যো ধাত্রীভোজনমাচরেৎ। নিরামিষান্নৈঃ সংযম্য দশম্যাং তৎপরায়ণঃ॥ শুভে কালে চ শুক্লায়াং দ্বাদশ্যাং কেশবস্য বৈ। ব্রতমারভ্য যত্নেন ভক্ত্যা সংবৎসরং চরেৎ॥ প্রাতস্তস্মিন্ দিনে স্নাত্বা নিত্যকর্ম্ম সমাচরেৎ। সঙ্কল্প্যা-মলকীবৃক্ষতলে বিষ্ণুং প্রপূজয়েৎ॥ যথাশক্ত্যা সমভ্যর্চ্চ্য ধাত্রীঞ্চাপি সভোজ্যকং। ধাত্রীযুতং তোয়কুম্ভং দত্ত্বা বিপ্রায় ভক্তিতঃ॥ প্রণম্য জগতামীশং শৃণুয়াচ্চ কথামিমাং। ধাত্রীযুক্তং শুদ্ধমন্নং ততো ভুক্ত্বা দিবং ব্রজেৎ। এবং সংবৎসরং কৃত্বা দ্বাদশ্যাং শুক্লপক্ষকে। ব্রতং যঃ শুদ্ধভাবেন শাস্ত্রং দৃষ্ট্বা প্রতিষ্ঠয়েৎ॥ সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকং ব্রজেত্তু সঃ। ধাত্রীস্নানেন যৎপুণ্যং তৎ শৃণুষ্ব যুধিষ্ঠির॥ এবং সংবৎসরং যাবৎ ক্রিয়তে হরিবাসরং। তস্য পুণ্যসমং পুণ্যং ধাত্রীস্নানেন বৈ যতঃ॥ রবের্দ্দিনং পরিত্যজ্য ধাত্রীস্নানং সমাচরেৎ। ধাত্রীঞ্চ শিরসা ধৃত্বা স্নানার্থং যদি গচ্ছতি। পদে পদেঽশ্বমেধস্য ফলমেতি যুধিষ্ঠির॥ গঙ্গায়াং গোসহস্রস্য সম্যগ্দানেন যৎফলং। তৎফলং সমবাপ্নোতি ধাত্রীদানেন সর্ব্বদা। শিবলিঙ্গানি কোটীনি গঙ্গায়ামপি পূজনে॥ ততো-ঽধিকং ফলঞ্চৈব ধাত্রীস্নানেন সর্ব্বদা॥ সংযমে পারণে চৈব সংপ্রাপ্তে হরি-বাসরে। কেবলং ভক্ষয়েদ্ধাত্রীং মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা। ধাত্রীবৃক্ষং সমারোপ্য বিষ্ণুতুল্যো ভবেন্নরঃ॥ সংপ্রাপ্নুয়াৎ ফলং শ্রেষ্ঠং স্বর্গে চ গমনং ততঃ। পথিকো যায়মানস্তু ধাত্রীচ্ছায়ামুপাস্থিতঃ। তেনার্চ্চিতানি কৌন্তেয় কোটিলিঙ্গানি সর্ব্বশঃ॥ ধাত্রীবৃক্ষতলে চৈব সদা তিষ্ঠতি শঙ্করঃ॥ ধন্যা ত্বং বসুধে ভদ্রে ধাত্রীধারণ-তৎপরা॥ ধাত্রীফলঞ্চ পত্রঞ্চ যো দদ্যাদ্বনমালিনে॥ কুলকোটিং সমুদ্ধৃত্য মোদতে হরিমন্দিরে। ধাত্রীবৃক্ষতলে স্নানং নরো বৈ কুরুতে যদি। অশ্বমেধঃ কৃতস্তেন সত্যমেব যুধিষ্ঠির॥ যস্য পত্রৈঃ ফলৈশ্চৈব পরিতুষ্টো জনার্দ্দনঃ। তুষ্টোঽভবন্নীলকণ্ঠো ধাত্রীবৃক্ষস্য দর্শনাৎ॥ পারিজাতো মহাবৃক্ষো ন ভূতো ন ভবিষ্যতি। ধাত্রীবৃক্ষশ্চ কৌন্তেয় পুরা দেবৈর্ব্বিনির্ম্মিতঃ॥ যো দদাতি তদশ্নাতি ধাত্রীফলমনুত্তমং। স্বয়ঞ্চ কৃতকৃত্যশ্চ কিমত্র শাস্যতে মহীং॥ চান্দ্রায়ণসহস্রাণি রাজসূয়শতানি চ। তত্তুল্যং ফলমাপ্নোতি ধাত্রীস্নানপরায়ণঃ॥ একাদশী-

দিনে রাজন্ ধাত্রীবৃক্ষসমীপতঃ। কৃত্বোপবাসং যত্নেন যেন বিষ্ণুঃ প্রপূজিতঃ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ স যাতি পরমাং গতিং॥ একতঃ সর্ব্বতীর্থানি স্নানদানাদিকস্তথা। ততোঽধিকং ভবেৎ পুণ্যং ধাত্র্যা শঙ্করপূজনাৎ॥ ধাত্রীবৃক্ষং সমাসাদ্য সার্দ্ধহস্তশতত্রয়ং। মুক্তিক্ষেত্রং বিজানীয়ান্নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ প্রয়াগে পুষ্করে চৈব গঙ্গাসাগরসঙ্গমে॥ স্নাত্বা যৎফলমাপ্নোতি ধাত্রীস্নানেন তৎফলম্॥ মনসা চিন্তিতো যেন ধাত্রীবৃক্ষো যুধিষ্ঠির। তস্য দূরতরং পাপং সিংহং দৃষ্ট্বা যথা মৃগঃ॥ দুষ্কৃতং বিস্তরং কৃত্বা ধাত্রীস্পর্শাদ্বিমুচ্যতে। ধাত্রীফলঞ্চ পত্রঞ্চ পিতৃশ্রাদ্ধে প্রযচ্ছতি। তৃপ্তাস্ত পিতরো যান্তি ব্রহ্মলোকমনাময়ং॥ পিতৃশ্রাদ্ধদিনে রাজন্ ফলং ধাত্র্যাঃ প্রযচ্ছতি। তেন দত্তা ব্রাহ্মণায় সপ্ত-দ্বীপা বসুন্ধরা॥ শুভদা বরদা ধাত্রী ফলদা মুক্তিদায়িকা। দ্বাদশ্যাং দীয়তে ধাত্রী ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি॥ ধাত্রীফলৈঃ কৃতস্নানং বন্ধমোচনহেতুনা। তে যান্তি রথমারূঢ়া যত্র তিষ্ঠতি শঙ্করঃ॥ একতঃ সর্ব্বতীর্থানি যত্র ধাত্রী প্রদীয়তে। বিমুক্তিঃ সর্ব্বপাপেভ্যঃ স্বর্গে চ গমনন্ততঃ॥ যঃ করোতি মহারাজ ধাত্রীবৃক্ষস্য রোপণং। স যাতি শিব-সান্নিধ্যং মানবো নাত্র সংশয়ঃ॥ দ্বাদশ্যাং দুর্ল্লভা ধাত্রী স্নানঞ্চৈব বিশেষতঃ। যত্রৈব বিদ্যতে ধাত্রী তত্র তিষ্ঠতি শঙ্করঃ॥ ধাত্রীফলং রক্ষয়েদ্যো গেহে ভক্তিসমন্বিতঃ। যাবন্তি পুণ্যতীর্থানি তত্র নিত্যং বসন্তি বৈ॥ শিবলিঙ্গং সকৃদ্ভক্ত্যা ধাত্রীপত্রৈঃ প্রপূজয়েৎ। বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যো নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ধাত্রীতরুতলে স্থিত্বা দেহত্যাগং করোতি যঃ। দিব্যবিমানমারূঢ়ঃ স যাতি পরমাং গতিম্॥ সংক্ষেপেণ ময়া খ্যাতং বহুনা কিং প্রয়োজনং। নাস্তি ধাত্রীসমো বৃক্ষো দেবানামপি গোচরঃ॥ পৃথিব্যাং মানবা যে চ ধাত্রীসেবাপরায়ণাঃ। তে সর্ব্বে জ্ঞানিনঃ খ্যাতাঃ পুণ্যাশ্চ ভুবনত্রয়ে। ইতি ব্রহ্মপুরাণোক্তামলকীদ্বাদশীব্রতকথা সমাপ্তা॥

মদনত্রয়োদশী ব্রত।

চৈত্রমাসের শুক্লা ত্রয়োদশী মদনত্রয়োদশী নামে কথিতা। এই দিন মদনদেবের পূজা করিবে।

পূজাবিধি।—প্রথমে আচমন পূর্ব্বক স্বস্তিবাচন করিয়া "ওঁ সূর্য্যঃ সোমো" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া পুরোহিত সংকল্প করিবেন। যথা,—"বিষ্ণুর্নমোঽদ্য চৈত্রে মাসি শুক্লে পক্ষে ত্রয়োদশ্যান্তিথৌ অমুকগোত্রায়া শ্রীঅমুকদেব্যা-

পুত্রপৌত্রাদিযুক্তত্বাপদ্বিমুক্তিকামনয়া কামদেব পূজনকর্ম্মাহং করিষ্যামি।” এইরূপ সংকল্প করিয়া সূক্ত পাঠ করিবেন। পরে আসনশুদ্ধ্যাদি করিয়া গণেশাদি দেবতাগণের পূজা করত মদনের ধ্যান করিবেন। যথা,—

“ওঁ চাপেষুধৃক্ কামদেবো রূপবান্ বিশ্বমোহনঃ।” এইরূপ ধ্যান করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন পূর্ব্বক “ওঁ কামদেবায় নমঃ” বলিয়া যথাশক্তি পূজাদি করিয়া “পুষ্পধন্বন্ নমস্তভ্যং নমস্তে মীনকেতন। মুনীনাং লোকপালানাং ধৈর্য্যচ্যুতিকৃতে নমঃ॥” এই বলিয়া তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া, “মাধবাত্মজ কন্দর্প সম্বরারে রতিপ্রিয়। নমস্তভ্যং জিতাশেষ-ভুবনায় মনোভুবে॥ আধয়ো মম নশ্যন্তু ব্যাধয়শ্চ শরীরজাঃ। সম্পাদ্যতামভীষ্টং মে সম্পদঃ সন্তু মে স্থিরাঃ॥ নমো নারায়ণায় কামায় দেবদেবস্য মূর্ত্তয়ে। ব্রহ্মবিষ্ণুশিবেন্দ্রাণাং মনঃক্ষোভকরায় চ॥” এই বলিয়া প্রণাম করিবে।

অনন্তর রতিদেবীর পূজা করিয়া দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে।

উমামহেশ্বর ব্রত।

বৈধব্যদোষ দূরীকরণার্থ উমামহেশ্বর-ব্রত আচরণ করিবে। রজতনির্ম্মিত বৃষের স্কন্ধের উপর প্রথমত কাষ্ঠাসন, তাহার উপর তাম্রটাট, তদুপরি তিন-তোলা, দুইতোলা বা দেড়তোলা পরিমিত স্বর্ণ দ্বারা মিলিত উমা-মহেশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া ব্যাঘ্রচর্ম্ম, তাহার উপর শুক্ল বস্ত্রের আসন, তদুপরি নির্ম্মিত প্রতিমা স্থাপন করত পূজা করিবে। সায়ংকালে এই পূজা ও হোমাদি করিবে। তৎপরদিবস কথাশ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণকে দেব প্রতিমাদান ও দক্ষিণা করিয়া পারণ করিতে হইবে।

পূজাবিধি।—সন্ধ্যাকালে শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমন পূর্ব্বক স্বস্তি-বাচনাদি করিয়া সংকল্প করিবে।—যথা,—

“বিষ্ণুর্নমোঽদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী বৈধব্যদোষসূচিতজন্মান্তরীণ-তত্তৎপাপক্ষয়কামা যথোক্তবিধিনা উমামহেশ্বরব্রতমহং করিষ্যে।”

অনন্তর সংকল্পসূক্ত পাঠ করিবে। তৎপরে প্রতিনিধি পূজক সামান্যার্ঘ্য স্থাপন, আসনশুদ্ধি ও ন্যাসাদি করিয়া “ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং”—ইত্যাদি ধ্যান করিয়া “ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ।” এই মন্ত্রে ষোড়শোপচারে শিবের পূজা

(৯৮—১০৩ পৃ দেখ) করিয়া আবরণ দেবতার (অষ্টমূর্ত্তির) পূজা করিবে। অনন্তর নিম্নলিখিত দেবতাগণের পূজা করিবে। যথা,—

"ওঁ অনবস্থায় নমঃ" এই ক্রমে,—"সূক্ষ্মায়, শিবোত্তমায়, একনেত্রায়, এক-রুদ্রায়, ত্রিমূর্ত্তয়ে, শ্রীকণ্ঠায়, শিখণ্ডিনে, উমায়ৈ, চণ্ডেশ্বরায়, নন্দিনে, মহাকালায়, গণেশায়, বৃষায়, ভৃঙ্গরিটায়, স্কন্দায়, ইন্দ্রাদিভ্যঃ, রুদ্রাদিভ্যঃ।"

অনন্তর "হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" ইত্যাদি ক্রমে করাঙ্গন্যাস করিয়া গৌরীর ধ্যান করিবে। যথা,—

ওঁ সুবর্ণসদৃশীং গৌরীং ভুজদ্বয়সমন্বিতাং। নীলারবিন্দং বামেন পাণিনা বিভ্রতীং সদা। সুশুক্লং চামরং ধৃত্বা ভর্গন্যাঙ্গে চ দক্ষিণে। বিন্যস্য দক্ষিণং হস্তং তিষ্ঠন্তীং পরিচিন্তয়েৎ॥"

অতঃপর বিশেষার্ঘ্য স্থাপনপূর্ব্বক পুনরায় ধ্যান করিয়া ষোড়শোপচারে দেবীর পূজা করিয়া আবরণ দেবতাগণের পূজা করিবে।

আবরণ পূজা।—"হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদি ক্রমে ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া—"ওঁ সুলভায়ৈ নমঃ, এই রূপে—"লতিকায়ৈ, কামিন্যৈ, কামমালিন্যৈ, পাশায়, অঙ্কুশায়, দর্পণায়, অঞ্জনশলাকায়ৈ।"

অনন্তর পূজক স্বগৃহোক্ত বিধানে (সাধারণ কুশণ্ডিকা দেখ) বরদ নামক বহ্নিস্থাপনপূর্ব্বক বিরূপাক্ষজপান্ত কুশণ্ডিকা সমাপন করিয়া, প্রকৃতকর্ম্মারম্ভে মহাব্যাহৃতি হোম করিবে। পরে সংকল্প করিয়া সাজ্যতিলান্বিত বিল্বপত্র দ্বারা "ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং। উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্ম্মুক্ষীয় মামৃতাং স্বাহা।"

এই মন্ত্রে শিবের হোম করিবে। অতঃপরে পুনরায় সঙ্কল্প করিয়া নিম্ন-লিখিত মন্ত্রে ঘৃতমিশ্রিত বিল্বপত্র দ্বারা গৌরীর হোম করিবে। মন্ত্র যথা,—

"ওঁ অম্বে অম্বিকে অম্বালিকে ন মা নয়তি কশ্চন। স শশস্ত্যশ্বকঃ সুভদ্রিকাং কাম্পীল্যবাসিনীং স্বাহা।"

পরে উদীচ্যকর্ম্ম সমাপনান্তে ব্রহ্ম দক্ষিণার্থ পূর্ণপাত্র উৎসর্গ করিবে।

তৎপরদিবস প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে উমামহেশ্বরের যথাশক্তি পূজা করিয়া ব্রতচারিণী প্রতিমা উৎসর্গ করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিবে। উৎসর্গ প্রণালী যথা,—

"এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ সবস্ত্রায়ৈ ব্যাঘ্রচর্ম্মোপরিস্থিতরজতবৃষভোপরি স্বর্ণনির্ম্মিতোমামহেশ্বরপ্রতিমায়ৈ নমঃ।" ইহা বলিয়া প্রতিমার অর্চ্চনা করিয়া বাক্য

করিবে।—"বিষ্ণুর্নমোঽদ্য অমুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী মৎসংকল্পিত উমামহেশ্বরব্রতকর্ম্মণি স্বাম্যাঙ্গপ্রভজনাভাবাদি-জন্য-বৈধব্যাহ্যূচিতজন্মান্তরীণ-তত্তৎপাপক্ষয়-কামা ইমাং সবস্ত্রব্যাঘ্রচর্ম্মোপরিস্থিত-রজত-বৃষভোপরি-স্বর্ণনির্ম্মিতোমামহেশ্বরপ্রতিমামর্চ্চিতাং শ্রীবিষ্ণুদেবতাকাং অমুকগোত্রায় শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায়াহং দদে।"

এইরূপ বাক্যে প্রতিমা উৎসর্গ করিয়া দক্ষিণা করিবে।—

প্রথমত গন্ধপুষ্প দ্বারা দক্ষিণাদ্রব্য অর্চ্চনা করিয়া।—"বিষ্ণুর্নমোঽস্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী মৎসং-কল্পিতোমামহেশ্বর ব্রতকর্ম্মণি কৃতৈতৎ সবস্ত্রব্যাঘ্রচর্ম্মোপরিস্থিত-রজতবৃষভোপরি-স্থিকর্ষ-নির্ম্মিতোমামহেশ্বর-প্রতিমাদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চন-মূল্যং রজতমর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং অমুকগোত্রায় শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণা-য়াহং দদে।" অতঃপর কথাশ্রবণ করিবে।

ব্রতকথা।—ভৃগুরুবাচ। ইত্যুক্তং তে ময়া রাজন্ কথাযোগং পরিস্ফুটং। কথয়ামি পুনর্ব্রূহি যত্তে মনসি বর্ত্ততে॥ ভরত উবাচ॥ বৈধব্যং কেন দোষেণ বাল্যে প্রাপ্নোতি কামিনী। শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং বিপ্র তস্য কর্ম্ম পরিস্ফুটং॥ ভৃগুরুবাচ॥ ভার্য্যয়া সহিতো রামো বনং পিত্রাজ্ঞয়া যযৌ। অত্রেরাশ্রমকং প্রাপ্তঃ পবিত্রং মুনিসেবিতং॥ নিবসন্তি সুবিস্তীর্ণা হরিতশ্চ বিহঙ্গমাঃ। উজ্ঝিতাঃ সর্ব্বসত্ত্বৈর্মিলিতা মানবা ইব। এবং বিধাশ্রমং রম্যং গত্বা রামো মহাভুজঃ। স প্রণম্য মুনিশ্রেষ্ঠমর্চ্চ্যমানস্তু তেন বৈ॥ প্রশান্তমানসং ভূয়ঃ পপ্রচ্ছ মুনিসত্তমং। অনসূয়া ঋষের্ভার্য্যা তস্যাভ্যাসং কৃতব্রতা॥ তত্রোপবিশ্য বৈদেহী প্রণম্যাসনসংস্থিতা। বিধবাং হৈহয়পুত্রীং দৃষ্ট্বা সীতাব্রবীদ্বচঃ॥ ইয়ং ধন্যা মহাভাগা শ্বেতবস্ত্রা তপস্বিনী। অগ্রে বয়সি দুঃখার্ত্তা তন্মে বদ বিচক্ষণে॥ অনসূয়োবাচ॥ শৃণু হৈহয়বংশে তু শিবরাজনৃপাত্মজা। স্বকর্ম্মোপচিতৈর্দো-ষৈর্ব্বাল্যে বৈধব্যতাং গতা॥ বৈদেহী তদ্বচঃ শ্রুত্বা পুনঃ প্রশ্নমুদীরিতম্॥ সীতোবাচ॥ কিময়ুক্তং কৃতং দেবি যাতীদং কদনোদয়ং॥ বিপাকং কর্ম্মণস্তস্য কথয়স্ব মহামতে। অনসূয়োবাচ॥ পুরা বিপ্রকুলে জাতা সর্ব্বাবয়বসুন্দরী॥ বিরূপং স্বামিনং চৈব দৃষ্ট্বা যৌবনগর্ব্বিতা। দিবা নিন্দতি দুর্ব্বাক্যৈঃ শয্যাং ন ভজতে নিশি। তেন দোষেণ ভো দেবি বৈধব্যত্বমুপাসতে। আজন্ম যোষিতা যা চ স্বামিনং ত্যজতে নহি॥ সাপি বৈধব্যমাপ্নোতি দারিদ্র্যং যাবদন্ততে। অস্য দোষস্য পাকোঽয়ং বাল্যে বৈধব্যতাং গতা॥ তেন ব্রত-

বিশেষুর্ক্তা তিষ্ঠত্যেষা কৃতব্রতা। শ্রুত্বা কষ্টং সমাবিষ্টা সীতা বচনমব্রবীৎ॥ সীতোবাচ। যেনোপায়েন ভো দেবি বৈধব্যত্বং ন যোষিতাং॥ স্বল্পভাবেন বৈ কাপি তত্ত্বতো বদ সুব্রতে। বৈদেহীবচনং শ্রুত্বা সানসূয়া বিচিন্ত্য চ॥ গত্বাত্রিং প্রতি ধর্ম্মজ্ঞমনসূয়া রহস্যপি। একতঃ কদনং সর্ব্বং যোষিদ্বৈধব্যসম্ভবং॥ কদনন্তু সমং নাথ কষ্টাৎ কষ্টতরং পুনঃ। ইত্যুক্ত্বাশ্রুমুখী দানা বভাষে স্বামিনং প্রতি॥ কেনোপায়েন দানেন কৃতকর্ম্মক্ষমা ভবেৎ। বৈধব্য মাপ্নুবন্তীহ স্বকর্ম্মার্জ্জিতদুর্ম্মিহং॥ শ্রুত্বা চ বচনং দীনমাশ্বাস্য মুনিসত্তমঃ। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি সাবধানা বচো মম। অত্রিরুবাচ॥ উমামহেশ্বরৌ কার্য্যা প্রতিমা কাঞ্চনী শুভা॥ ত্রিকর্ষেণ তদর্দ্ধেন কর্ষেণাপি বিতন্য বা। দ্রব্যশাঠ্যং ন কর্ত্তব্যং সর্ব্বথা ফলমিচ্ছতা॥ স্থাপয়েৎ শ্বেতবস্ত্রাঢ্যে রাজতে বৃষভে শুভে। ব্যাঘ্রাজিনে সুবিস্তীর্ণে স্থাপ্যাভ্যর্চ্চ্য চ শ্রদ্ধয়া॥ সোপবাসেন তত্রাদৌ চতুর্দ্দশ্যাং সমাহিতা॥ শৈবং সাহস্রিকং হোমং গৌর্য্যা হোমঞ্চ কারয়েৎ। প্রাপ্তে প্রভাতসময়ে স্নাত্বা সংপূজ্য পূর্ব্ববৎ॥ আহূয় বেদবিদুষে বিপ্রায় শ্রদ্ধয়ান্বিতা। অর্পয়েৎ প্রতিমাং শম্ভোঃ কর্ম্মদোষোপশান্তয়ে॥ ব্রাহ্মণে দক্ষিণাং দত্ত্বা ততঃ পারণমাচরেৎ। ইতি বৈধব্যদোষোপশমনকর্ম্মবিপাকঃ॥ ভৃগুরুবাচ। শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি দানং বৈধব্যনাশনং। উমামহেশ্বরং নাম যা চ স্ত্রী কুরুতে ব্রতং। সধবা শ্রদ্ধয়া যুক্তা শৃণু প্রাপ্নোতি যৎফলং। জন্ম জন্মান্তরে কাপি বৈধব্যং নৈব লভ্যতে। কোটিজন্ম ভবেদ্রাজ্ঞী সুভগা পতিবল্লভা। অসাপত্ন্যত্বমাপ্নোতি জীবৎপুত্রা বহুপ্রজা। মর্ত্ত্যোচিতাং মুদং প্রাপ্য বিমানেনায়ুষঃ ক্ষয়ে। দেবকন্যাবৃতা যাতি গৌরী যত্র শিবপ্রিয়া। বসেত্তত্র চিরং কালং পুনর্মর্ত্ত্যে শুভাশয়া। ভুক্ত্বা ভোগান্ পুনর্য্যাতি কৈলাসং স্থানমুত্তমং। অস্য ধর্ম্মপ্রভাবেণ সর্ব্বকামসমন্বিতা। সা ধন্যা যা ইদং দানং প্রকরোতি শুভেচ্ছয়া। স ধন্যো যস্য ভার্য্যেয়ং দেশো ধন্যঃ প্রগীয়তে। ইতি গাথাঞ্চ গায়ন্তি গন্ধর্ব্বা দিব্যনায়িকাঃ। পুরুষোঽপি করোত্যেবং দানং শ্রেষ্ঠং মহীতলে। মৃতঃ শিবগণৈর্যুক্তো যাতি যত্র ত্রিলোচনঃ। পুনর্জন্ম সমাসাদ্য জায়তে পৃথিবীপতিঃ। ইত্যুমামহেশ্বরদানফলং॥ ইতি উমামাহেশ্বরব্রতং সমাপ্তং॥

সাবিত্রীচতুর্দ্দশী ব্রত।

জ্যৈষ্ঠে মাসি চতুর্দ্দশ্যাং সাবিত্রীব্রতমুত্তমম্। অবৈধব্যায় কুর্ব্বন্তি স্ত্রিয়ঃ শ্রদ্ধাসমন্বিতাঃ॥ রাজমার্ত্তণ্ডঃ।

বৈশাখ মাসের পূর্ণিমার পর যে কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী, তাহাকে সাবিত্রী চতুর্দ্দশী বলে। ঐ তিথিতে অবৈধব্য কামনা করিয়া স্ত্রীলোক সাবিত্রী ব্রত করিবে। এই ব্রত চতুর্দ্দশ বর্ষ আচরণ করিতে হয়।

ব্রত বিধি।—প্রথমতঃ পুরোহিত শুক্লাসনে উপবেশন করিয়া আচমন পূর্ব্বক স্বস্তিবাচনাদি করিবেন। পরে ব্রতকারিণী সঙ্কল্প করিবে। যথা,—

"বিষ্ণুর্নমোঽস্য জ্যৈষ্ঠে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে চতুর্দ্দশ্যাস্তিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী সর্ব্বাপচ্ছান্তিপূর্ব্বকজন্মজন্মাবৈধব্যবিপুলধনধান্যপুত্রপৌত্রসম্পত্তি-ভর্ত্তৃদীর্ঘায়ুষ্ট্বশ্বশুর কুলগতারোগ্য পিতৃকুলগত সম্পত্তি সর্ব্বসুখভোগ প্রাপ্তিকামা অদ্যারভ্য চতুর্দ্দশবর্ষপর্য্যন্তং প্রতিবর্ষীয়সাবিত্রী চতুর্দ্দশ্যাং গণপত্যাদিনানাদেবতা-পূজাপূর্ব্বকসাবিত্রীসত্যবৎপূজাকথাশ্রবণরূপসাবিত্রীব্রতমহং করিষ্যে।"

তৎপর পুরোহিত সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিবেন।

অনন্তর পঞ্চবর্ণ গুঁড়ি দ্বারা সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল অঙ্কিত করিয়া, ঘট স্থাপন এবং বটবৃক্ষশাখা আরোপণ করিয়া তাহা সূত্র দ্বারা চৌদ্দবার আবেষ্টন করত আসনশুদ্ধি ও সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিয়া গণেশ, শিবাদিপঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি-নবগ্রহ, ইন্দ্রাদিদশদিক্পাল ও মৎস্যাদি দশাবতারের পূজা করিবে।

অতঃপর ষষ্ঠীদেবীর ধ্যান (২৮ পৃ দেখ) করিয়া "ওঁ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমঃ" বলিয়া ষষ্ঠীর পূজা করিয়া "ওঁ জয় দেবি জগন্মাতঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে (৩০০ পৃ ৩ পং দেখ) নমস্কার করিবে। অনন্তর "সাং হৃদয়ায় নমঃ" এই ক্রমে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিয়া সাবিত্রীর ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা,—

"ওঁ সাবিত্রীং দ্বিভুজাং পদ্মাসনস্থাং হংসবাহনাং। শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশাং দিব্যাভরণভূষিতাং। পক্কবিম্বাধরৌষ্ঠাঞ্চ পূর্ণচন্দ্রনিভাননাং। ললাটতিলকোপেতাং মধ্যক্ষীণামহং ভজে॥"

এইরূপ ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপনপূর্ব্বক পীঠপূজা করিবে। জ্ঞানায় নমঃ। এই ক্রমে অজ্ঞানায়, বৈরাগ্যায়, অবৈরাগ্যায়, ঐশ্বর্য্যায়, অনৈশ্বর্য্যায়, আধারশক্তয়ে, অনন্তায়, কূর্ম্মায়, সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে, সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে, বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে,

স্বাযুমণ্ডলায়, মহাদেবায়, বিষ্ণবে, ব্রহ্মণে, দুর্গায়ৈ, লক্ষ্ম্যৈ, সরস্বত্যৈ, ব্রহ্মাণ্যৈ, গঙ্গায়ৈ, যমুনায়ৈ, বাসুদেবায়, সংকর্ষণায়, অনিরুদ্ধায়, নদ্যৈ, নাগায়, সর্পগণেভ্যঃ, ইন্দ্রাদিলোকপালেভ্যঃ, একাদশরুদ্রেভ্যঃ, আদিত্যাদিনবগ্রহেভ্যঃ, দ্বাদশাদিত্যেভ্যঃ, দ্বাদশকেশবেভ্যঃ, স্বর্গস্থদেবতাভ্যঃ, পাতালস্থদেবতাভ্যঃ, সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যঃ, সর্ব্বাভ্যো দেবীভ্যঃ।"

অতঃপর পুনরায় ধ্যান ও আবাহনাদি করিয়া "ওঁ সাবিত্র্যৈ নমঃ" এই মন্ত্রে ষোড়শোপচারে সাবিত্রীর পূজা করিয়া স্তুতি পাঠ করিবে।

স্তুতি।—ওঁ দেবাসুরমনুষ্যাণাং পূজনীয়া বিধানতঃ; পতিব্রতে মহাভাগে বন্দিতে চ শুচিস্মিতে। অবৈধব্যঞ্চ সৌভাগ্যং দেহি ত্বং মম সুব্রতে। পুত্রং পৌত্রঞ্চ মোক্ষঞ্চ দেহি দেবি নমোঽস্তু তে। সাবিত্রি ব্রহ্মগায়ত্রি সত্যবাক্‌প্রিয়-ভাবিনি। তেন সত্যেন মাং ত্রাহি সদাঃ সংসারসাগরাৎ। দৃঢ়ব্রতে দৃঢ়মতে ভর্ত্তৃশ্চপ্রিয়ভাবিনি। অবৈধব্যঞ্চ সৌভাগ্যং দেহি ত্বং মম সুব্রতে। গৌরী ত্বং হি শচী ত্বং হি ত্বং প্রভা চন্দ্রমণ্ডলে। ত্বমেব জগতাং মাতা ত্বং মাং পাহি বরাননে॥ ত্রিসন্ধ্যং সর্ব্বভূতানাং বন্দনীয়াসি সুব্রতে। ময়া দত্তামিমাং পূজাং গৃহাণ ত্বং নমোঽস্তু তে॥ যন্ময়া দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ কৃতং জন্মশতৈরপি। ভস্মীভবতু তৎ সর্ব্বমবৈধব্যঞ্চ দেহি মে।

অনন্তর ধর্ম্মপতি যমের ধ্যান করিবে। যথা,—

"ওঁ যমঞ্চ কৃষ্ণবর্ণাভং দ্বিভুজং রক্তলোচনং। দক্ষে দণ্ডধরং বামহস্তে পাশধরং বিভুং। দংষ্ট্রাকরালবদনং, দেবং মহিষবাহনং। মহাকায়ং ধর্ম্মরাজং বিষ্ণুভক্তজনপ্রিয়ম্॥" এই প্রকার ধ্যান করিয়া "ওঁ যমায় নমঃ" বলিয়া যমরাজের পূজা করিয়া প্রণাম করিবে। যথা,—

"ওঁ সূর্য্যপুত্র জগন্নাথ সর্ব্বপ্রাণেশ্বর প্রভো। প্রসাদাত্তব দেবেশ দীর্ঘায়ুরস্তু মে পতিঃ।" পরে যমপত্নীর "ওঁ ঊর্ণায়ৈ নমঃ" বলিয়া পূজা করিয়া "ওঁ পাশদণ্ডাদ্যস্ত্রেভ্যো নমঃ" বলিয়া পূজা করিবে।

অনন্তর সত্যবানের পূজা করিবে। ধ্যান যথা,—"ওঁ সত্যবন্তং রাজপুত্রং রাজলক্ষণসংযুতং। পূর্ণচন্দ্রাননং গৌরং সর্ব্বাভরণভূষিতং॥" এইরূপ ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা করত পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া "ওঁ সত্যবতে নমঃ" এই মন্ত্রে ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া নমস্কার করিবে। যথা,—"ওঁ আবয়োর্ব্বো যথা দেব সাবিত্র্যা বিহিতস্তব। ভূয়াদস্তু যথাস্মাকং তথা জন্মনি জন্মনি।"

অতঃপর "ওঁ বটবৃক্ষায় নমঃ" বলিয়া পাদ্যাদি দ্বারা বটবৃক্ষের পূজা করিবে। যথা,—"ওঁ বটোঽসি ত্বং রুদ্ররূপ গুরূণামাদিসম্ভব। মদ্‌ভর্ত্তা ত্বৎপ্রসাদেন শতং বর্ষাণি জীবতু॥ বটবৃক্ষ তরুশ্রেষ্ঠ সর্ব্বদেবাত্মক প্রভো। ভবতু ত্বৎপ্রসাদেন ব্রতং হি সফলং মম॥"

অনন্তর অশ্বপতি, দ্যুমৎসেন, শৈব্যা, মালবী, গৌরী, শচী, রুক্মিণী ও দ্রৌপদী প্রভৃতির পূজা করিয়া স্বামিপূজা করিবে। শ্বশুর শাশুড়ীকে বস্ত্রাদি দ্বারা অর্চ্চনা করত ভোজ্যাদি উৎসর্গ করিয়া কথাশ্রবণ করিবে।

ব্রতকথা।—বনবাসগতো রাজা ধর্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ। ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ সর্ব্বৈর্দ্রৌপদ্যা চ সমন্বিতঃ॥ মার্কণ্ডেয়ং মহাত্মানং মুনিং ধর্ম্মভৃতাং বরং। পপ্রচ্ছ রাজশার্দ্দূলো বিনয়াবনতঃ স্থিতঃ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ॥ ভগবন্ দীর্ঘজীবী ত্বং দৃষ্টলোকপরাবরঃ। দৃষ্টা পূর্ব্বং ত্বয়া কাচিৎ কচিদেবং পতিব্রতা॥ স্বয়ং প্রাপ্য মহৎ কষ্টং ভর্ত্তুরুদ্ধারকারিণী। যথৈবং দ্রৌপদী কৃষ্ণা তন্নঃ সংশিতুমর্হসি॥ এবমুক্তো নৃপেনাথ মার্কণ্ডেয়ো মহাতপাঃ। কথাং স কথয়ামাস ধর্ম্মরাজায় ধীমতে॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ॥ মদ্রদেশে মহারাজ বভূবাশ্বপতির্নৃপঃ। ব্রহ্মণ্যঃ শীলসম্পন্নঃ প্রজাপালনতৎপরঃ॥ অভূত্তস্য মহাদেবী মালবী নাম সুন্দরী। পতিব্রতা মহাভাগা শীলাচারসমন্বিতা॥ অনপত্যঃ স রাজর্ষিঃ সাবিত্রীং সমপূজয়ৎ॥ ষষ্ঠে ষষ্ঠে তদা কালে বভূব মিতভোজনঃ॥ এতেন নিয়মেনাসীদ্বর্ষাণি চ চতুর্দ্দশ। সাবিত্র্যাহুতবানগ্নিং পুত্রকামো মহামনাঃ॥ অথাগ্নিহোত্রে সাবিত্রী তস্য প্রত্যক্ষতাং গতা। বরং দদৌ নৃপায়াথ কন্যা তব ভবিষ্যতি॥ বংশস্থিতিকরী বাক্যং ন কর্ত্তব্যং ত্বয়ানঘ॥ ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে দেবী সাবিত্রী নৃপসত্তম॥ অথ সা মালবী রাজ্ঞো মহিষ্যশ্বপতের্নৃপ। প্রাসূত কন্যাং সংযুক্তাং লক্ষণৈর্লোকসুন্দরীং॥ সাবিত্র্যা বরদানেন যস্মাজ্জাতেয়মুত্তমা। সাবিত্রীতি ততস্তস্যা নাম চক্রে পিতা নৃপ॥ অথ সা রাজভবনে ববৃধে লক্ষণান্বিতা। অতীতশৈশবা রাজন্ বভূবাদ্ভুতদর্শনা॥ ন চ তাং বরয়ামাস কশ্চিদাগত্য ভূমিপঃ। রাজা চ চিন্তয়া বিষ্টো দুহিতুর্ব্বরকারণাৎ॥ রাজোবাচ॥ সাবিত্রি শৃণু মদ্বাক্যং বরং বরয় সুব্রতে। স্বদেশে পরদেশে বা বংশজং গুণশালিনং॥ অথ সা পিতুরাজ্ঞাতো রথমারুহ্য শোভনং। যযৌ তপোবনং রম্যং বৃদ্ধামাত্যৈরধিষ্ঠিতা॥ তপোবনানি রম্যাণি সা বভ্রাম মনোহরা। নানাতপস্বিনস্তত্র দদর্শ বিপুলেক্ষণা। বানপ্রস্থান্ বহুবিধান্ রাজর্ষীন্ সংশ্রিতব্রতান্॥ নানাতপস্বি-সংযুক্তানপশ্যদ্বিনয়ান্বিতা। ততঃ শাল্বপতেঃ পুত্রং দ্যুমৎসেনস্য ভূপতেঃ॥

মনসা বরয়ামাস সত্যবন্তং স্বকং পতিং ॥ অথাজগাম নগরং সা পিতুঃ প্রীতি-বর্দ্ধিনী। তস্মিন্ কালেঽথাশ্বপতের্নারদেন সমাগমঃ ॥ অথ তং পরিপপ্রচ্ছ দেবর্ষির্নারদো নৃপং। কেয়ং কুত্র গতবতী তমথ প্রাবদন্নৃপঃ ॥ দেবর্ষে মম কন্যেয়ং সাবিত্রী নামতঃ শ্রুতা। মমৈবানুজ্ঞয়া যাতা তপোবনমনিন্দিতা ॥ স্বয়ং বরং বরয়িতুং তদস্যাঃ শ্রূয়তাং বরঃ ॥ এতয়া যোঽভিলষিতঃ কঃ কীদৃশ-গুণাশ্রয়ঃ ॥ অথ সা নারদেনোক্তা মনোঽভিলষিতং বরং। কথয়ামাস মুনয়ে পিত্রে চ বিনয়ান্বিতা ॥ আসীচ্ছাল্বে সুধর্ম্মাত্মা দ্যুমৎসেনাহ্বয়ো নৃপঃ। নিজস্থানাত্ততো রাজা ভূমিপালৈঃ পরাহিতঃ ॥ বনং জগামানুগতঃ পত্ন্যা বালসুতেন চ। তপস্যাভিরতস্যাথ তস্য পুত্রো গুণাকরঃ ॥ সত্যবান্নাম দেবর্ষে মনসা স বৃতো ময়া ॥ এবমুক্তস্তয়া পুত্র্যা রাজা প্রাহ চ নাবদং ॥ রাজোবাচ। ভগবন্ কীদৃশো রাজপুত্রো বাসৌ বৃতোঽনয়া ॥ কে গুণাস্তত্র বা সন্তি কে দোষাশ্চ মহামুনে এবং সর্ব্বমশেষেণ কথয়স্ব মুনে মম ॥ এবমুক্তোঽশ্বপতিং নারদো বাক্যমব্রবীৎ ॥ মহাত্মা সত্যবান্ বাগ্মী শীলবান্ প্রিয়দর্শনঃ। মাতৃ-পিতৃহিতে যুক্তঃ পণ্ডিতঃ শূরসম্মতঃ ॥ আচারযুক্তঃ সুমনাঃ সত্যবাদী দৃঢ়ব্রতঃ। এতে চান্যে চ বহবো গুণাঃ সত্যবতি প্রভো ॥ দোষস্ত্বেকো মহাংস্তত্র গুণানা-ক্রম্য তিষ্ঠতি। অদ্যপ্রভৃতি রাজেন্দ্র বর্ষেণৈকং স সত্যবান্। জীবিষ্যতি ততস্ত্বায়ুস্তস্য হানিমবাপ স্যতি ॥ তৎ সাবিত্র্যা ন বিহিতং ভদ্রমেতৎ কদাচন। অন্যং বরং বরয়তু সাবিত্রী নৃপতেঃ সুতং ॥ এতচ্ছ্রুত্বা তু সাবিত্রী প্রত্যুবাচ শুভাননা। দীর্ঘায়ুরথবাল্পায়ুঃ সগুণো নিগুর্ণোঽপি বা ॥ সকৃদ্বৃতো ময়া ভর্ত্তা ন দ্বিতীয়ং বৃণোম্যহং। স এব সত্যবান্ ভর্ত্তা ময়া যো মনসা বৃতঃ। সকৃদংশো নিপ-তিত সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে। সকৃদাহ দদানীতি ত্রীণ্যেতানি সতাং সকৃৎ ॥ নারদেনাথ সাবিত্রী বাক্যৈর্নানাবিধৈঃ শুভৈঃ। নিষিধ্যমানাপি ভৃশং নান্যং বরমমন্যত ॥ অথাস্যা নিশ্চয়ং বুদ্ধ্বা স রাজাশ্বপতিস্তদা। রথমারোপ্য তাং কন্যাং প্রযযৌ সপুরোহিতঃ ॥ তপোবনং মুনিগণৈরাবৃতং কৃত-সম্ভৃতি। অথ সোঽশ্বপতির্গত্বা দ্যুমৎসেনং মহীপতিং ॥ উবাচ নৃপতেঃ কন্যা মমেয়ং বরবর্ণিনী। ভবৎসুতং সত্যবন্তং বরযামাস চেতসা ॥ সত্যমেতাং ত্বয়া রাজন্ গৃহাণোপহৃতাং ময়া। এবমুক্তো দ্যুমৎসেনঃ প্রত্যুবাচ নৃপস্তদা ॥ বয়ং রাজ্যাৎ পরিভ্রষ্টা ধনহীনাশ্চ সর্ব্বতঃ ॥ চক্ষুর্হীনো তথাচাবাং দম্পতী বসুধাপতে। অন্ধযষ্টিরয়ং বালস্তৎকন্যার্হো ন ভূপতে ॥ অথাশ্বপতিরাচখ্যৌ দ্যুমৎসেনং মহীপতিং। যাদৃশস্তাদৃশো বাস্তু তব পুত্রো মহীপতে ॥ তথাপি তব পুত্রায়

সুতাং দাস্যামি শোভনাং॥ অথ সোঽশ্বপতিঃ কন্যাং সাবিত্রীং সমলঙ্কৃতাং। দদৌ সত্যবতে রাজা সন্নিধানে তপস্বিনাং॥ দক্ষিণামপি দত্ত্বা গাং সমর্প্য চ সুতাং তদা। আজগাম স্বনগরং স রাজা সপুরোহিতঃ॥ অথ সা রাজতনয়া সাবিত্রী সুগুণান্বিতা। শ্বশ্রূশ্বশুরয়োঃ সেবাং ভর্ত্তুরপ্যকরোৎ সদা॥ ততঃ সা নারদবচো ধ্যায়ন্তী চ সুচেতসা। গণয়ামাস দিবসান্ পক্ষং মাসং তথায়নং॥ ভক্ত্যা পরময়া সাথ শ্বশ্রূশ্বশুরয়োঃ সদা। ভর্ত্তুশ্চ দয়িতা হ্যাসীত্তাপসানাঞ্চ সম্মতা॥ ততস্ত্রিরাত্রমারব্ধং তস্মিন্ সংবৎসরে গতে। শ্বশ্রূশ্বশুরয়োঃ পত্যুরাজ্ঞাং জগ্রাহ সা সতী॥ কর্ত্তুং ব্রতং ত্রিরাত্রাখ্যমুপবাসসমন্বিতম্॥ অথ তস্মিন্ দিনে প্রাপ্তে নারদেন নিবেদিতে। সত্যবান্ বিপিনং গন্তুমুপক্রমমথাকরোৎ॥ স্কন্ধে পরশুমাদায় হস্তে কৃত্বা করণ্ডিকাং। ফলং কাষ্ঠং তথানেতুমাশ্বাস্য পিতরৌ তদা॥ শ্বশুরাবাথ সাবিত্রী জগাদৈকান্তমাশ্রিতা। বিপিনং দ্রষ্টুমিচ্ছামি সহ ভর্ত্ত্রা কুতূহলাৎ॥ তাবূচতুস্তৌ শ্বশুরৌ পারণাদিবসং তব। অকৃত্বা তাং কথং গন্তুং বনমিচ্ছসি শোভনে। অথ প্রোবাচ সাবিত্রী নেদানীং পারণা ময়া। কর্ত্তব্যা সহ ভর্ত্ত্রা তু গন্তব্যং বনমেব হি॥ সাবিত্র্যুবাচ॥ অস্তং গতে ময়া সূর্য্যে ভোক্তব্যং কৃতকাময়া। ন পত্যুঃ সন্নিধৌ ক্লান্তির্মম কাচন বিদ্যতে॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ॥ ততোঽনুজ্ঞাং প্রদদতুস্তস্যৈ তৌ শ্বশুরৌ তদা। জগাম সত্যবান্ সোঽপি বিপিনং সহ ভার্য্যয়া॥ তত্র গত্বা ফলৈর্বন্যৈঃ স করণ্ডামপূরয়ৎ॥ অথ কাষ্ঠং কুঠারেণ পাটয়ামাস সত্যবান্। তস্য পাটয়তঃ কাষ্ঠং মধ্যাহ্নে মহতী ব্যথা। মূর্দ্ধ্নি জাতা ততঃ সোঽথ সুষ্বাপ নৃপনন্দনঃ। সাবিত্র্যা ঊরুদেশে তু সন্নিবেশ্য শিরস্তদা॥ অথ সা নারদবচো ধ্যায়ন্তী দৈবতানি চ॥ জগাম শরণং সাধ্বী ভর্ত্তুর্জীবনবাঞ্ছয়া॥ অথ সা পাশহস্তঞ্চ কৃষ্ণং রক্তেক্ষণং যমং। দদর্শ সত্যবৎপার্শ্বে স্থিতং বিপুলতেজসং॥ ততঃ সত্যবতস্তস্য রাজপুত্রস্য দেহতঃ। অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ যমো বলাৎ॥ যমস্তু তং তদা বদ্ধ্বা প্রয়াতো দক্ষিণামুখঃ। তদানীং সা চ সাবিত্রী সংভ্রমাক্রান্তমানসা॥ শনৈঃ শরীরং তদ্ভর্ত্তুর্মৃতং ভূম্যাং বসায়য়ৎ॥ বিনয়াবনতা ভূত্বা প্রাঞ্জলির্যমমভ্যগাৎ॥ যত্র পাশেন বদ্ধ্বা তু পতিস্তস্যা যমোঽহনৎ॥ যম উবাচ॥ ত্বং নিবর্ত্তস্ব সাবিত্রি কুরুষ্বাস্যৌর্দ্ধদেহিকং। কৃতং ভর্ত্তুস্ত্বয়া নূনং যাবদগম্যং গতং ত্বয়া॥ সাবিত্র্যুবাচ॥ যত্র মে নীয়তে ভর্ত্তা স্বয়ং বা যত্র গম্যতে। ময়া চ তত্র গন্তব্যমেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥ তপসা গুরুভক্ত্যা চ ভর্ত্তৃস্নেহেন তেন চ। তব

নৈব প্রসাদেন ন মে প্রতিহতা গতিঃ॥ ধর্ম্মং প্রধানং মুনয়ো বদন্তি ধর্ম্মাধিকং ত্বামপি চামনন্তি। সর্ব্বস্য লোকস্য হৃদঙ্করোহি সর্ব্বে ততস্ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ॥ অথ তুষ্টো যমঃ প্রাহ সাবিত্রীং সত্যবাদিনীং। বরং বরয় সুশ্রোণি সত্যবজ্জীবনাদৃতে॥ সাবিত্র্যুবাচ॥ মমান্ধৌ শ্বশ্রূশ্বশুরৌ তপোবনমুপাগতৌ। সচক্ষুষৌ ভবেতাং তৌ ত্বৎপ্রসাদেন সূর্য্যজ॥ যম উবাচ॥ এবমস্তু নিবর্ত্তস্ব গচ্ছ শ্বশুরয়োর্গৃহম্। শ্রমস্ত্বামস্পৃশৎ ভদ্রে ত্বাং গ্লানামিব লক্ষয়ে॥ সাবিত্র্যুবাচ॥ শ্রমঃ কুতো ভর্ত্তৃসমীপতো মে, যতো হি ভর্ত্তা সময়া গতির্ধ্রুবা। যতঃ পতিং নেষ্যসি তত্র মে গতির্দেবেশ ভূয়োঽপি বচো ন বুধ্যসে। সতাং সুহৃৎসঙ্গতমীপ্সিতং পরং। ততঃ পরং মিত্রমিতি প্রচক্ষতে। ন চাফলা সৎপুরুষেণ সঙ্গতিরতঃ সতাং সন্নিবসেৎ সমাগমে॥ যম উবাচ। তুষ্টোঽস্মি তেঽনয়া বাচা বরং বরয় সুব্রতে। ঋতে সত্যবতো জীবাদযদিচ্ছসি দদামি তৎ॥ সাবিত্র্যুবাচ॥ হৃতং পুরা মে শ্বশুরস্য বৈরিভিঃ স্বমেব রাজ্যং লভতাং স পার্থিবঃ। জহ্যাৎ স্বধর্ম্মং ন চ মে গুরুর্যথা, দ্বিতীয়মেতং বরয়ামি তে বরম্॥ যম উবাচ॥ এবমস্তু নিবর্ত্তস্ব ত্বং সাবিত্রি স্বমন্দিরং॥ সাবিত্র্যুবাচ॥ অদ্রোহঃ সর্ব্বভূতেষু কর্ম্মণা মনসা গিরা। অনুগ্রহশ্চ দানঞ্চ সতাং ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥ সন্তস্ত্বেব চ মিত্রেষু দয়াং প্রাপ্তেষু কুর্ব্বতে॥ যম উবাচ। জীবনেনাবিনা ভর্ত্তুর্বরং বৃণু শুভাননে। তৃতীয়ন্তে বরং ভদ্রে দদামি প্রীতিমান্ ভৃশম্॥ ততোঽপি বরয়ামাস ধর্ম্মরাজং পতিব্রতা। পুত্রহীনো মম পিতা তস্য পুত্রশতন্ত্বভবেৎ॥ যম উবাচ॥ কুলস্য সন্তানকরং পিতুঃ পুত্রশতন্ত্বভবেৎ। ত্বং নিবর্ত্তস্ব সাবিত্রি দূরং পন্থানমাগতা॥ সাবিত্র্যুবাচ॥ বিবস্বতস্ত্বং তনয়ঃ প্রতাপবান্, ততোঽথ বৈবস্বত উচ্যতে বুধৈঃ। শমেন ধর্ম্মেণ চ রঞ্জিতাঃ প্রজাস্ততস্তবেহেশ্বর ধর্ম্মরাজতা। আত্মন্যপি চ বিশ্বাসস্তথা ভবতি সূর্য্যজ। তস্মাৎ সৎসু বিশেষেণ সর্ব্বঃ প্রণয়মিচ্ছতি॥ যম উবাচ॥ পরিতুষ্টোঽস্মি ভদ্রে তে চতুর্থন্তু বরং বৃণু। বিনা সত্যবতঃ প্রাণান্ যদিচ্ছসি দদামি তৎ॥ সাবিত্র্যুবাচ॥ অস্য সত্যবতঃ পুত্রশতমৌরসসম্ভবং। জায়তাং ময়ি দেবেশ ত্বৎপ্রসাদেন সূর্য্যজ॥ যম উবাচ॥ ভবিষ্যত্যেবমেবং হি পরিতুষ্টো দদামি তে। অতিদূরং সমায়াতা নিবর্ত্তস্ব স্বমন্দিরম্॥ সাবিত্র্যুবাচ॥ সতাং সদা শাশ্বতধর্ম্মবৃত্তিঃ, সন্তো ন সীদন্তি ন চ ব্যথন্তে। সতাং সদ্ভির্নাফলঃ সঙ্গমোঽস্তি, সদ্ভ্যো ভয়ং নানুবিন্দন্তি সন্তঃ॥ সন্তো হি সত্যেন নয়ন্তি সূর্য্যং সন্তো ভূমিং তপসা ধারয়ন্তি। সন্তো গতির্ভূতভব্যস্য রাজন্, সতাং মধ্যে নাবসীদন্তি সন্তঃ॥ ন কাময়ে ভর্ত্তৃবিনাকৃতার্থিতাং ন ভর্ত্তৃহীনা ব্যবসামি জীবিতুম্।

ত্বয়ৈব দত্তঃ শতপুত্রতাবরঃ কথং ত্বয়া মে ভ্রিয়তে পতিঃ পুনঃ। বরং বৃণে জীবতু সত্যবানয়ং ত্বমেব সত্যং বচনং কুরুষ তে॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। এবমুক্তস্তু সব্রীরো যমঃ পাশাদমোচয়ৎ। অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং সত্যবদ্দেহনিঃসৃতং॥ ধর্ম্মরাজঃ প্রহৃষ্টাত্মা সাবিত্রীমিদমব্রবীৎ। এষ ভদ্রে সমাযুক্তো ভর্ত্তা তে কুলনন্দিনী। চতুর্ব্বর্ষশতায়ুশ্চ ত্বয়া সার্দ্ধমবাপ্স্যতি। ইষ্ট্বা যজ্ঞৈশ্চ ধর্ম্মেণ খ্যাতির্লোকে ভবিষ্যতি॥ ত্বয়ি পুত্রশতঞ্চৈব সত্যবান্ জনয়িষ্যতি॥ এবং তস্মৈ বরং দত্ত্বা ধর্ম্মরাজঃ প্রতাপবান্। নিবর্ত্তয়িত্বা সাবিত্রীং স্বমেব ভবনং যযৌ॥ সাবিত্র্যপি জগামাশু যত্র সুপ্তঃ স সত্যবান্। স চেতনাং প্রাপ্য ততঃ সত্যবাংস্তামভাষত। চিরং সুপ্তোহস্মি দয়িতে ত্বয়া কিং ন বিবোধিতঃ। কশ্চাসৌ পুরুষঃ শ্যামো যোহসৌ মাং সঞ্চকর্ষ হি। সাবিত্র্যবাচ॥ অথ তং প্রাহ সাবিত্রী কথয়িষ্যামি তে কথাং॥ পশ্চাদহমিমাং সর্ব্বামিদানীং স্থৈর্য্যবাগ্ভব॥ বিশ্রান্তোহসি মহাভাগ কথয়িষ্যামি তেঽখিলাং॥ যদি শক্যং ত্বমুত্তিষ্ঠ বিগাঢ়াং পশ্য শর্ব্বরীং॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ॥ উপলভ্য ততঃ সংজ্ঞাং সত্যবান্ সমচিন্তয়ৎ। কথমদ্য গমিষ্যামি পিত্রোরস্তিকমঙ্গনং। করণ্ডিকা ফলৈঃ পূর্ণা কাষ্ঠভারশ্চ তিষ্ঠতু। রক্ষাম্যেতং তু পরশুং গৃহীত্বা গম্যতাং শুভে। অন্যথা কা গতিস্তত্র পিত্রোরদ্য ভবিষ্যতি॥ ততস্তমাহ সাবিত্রী ব্রজামো যদি মন্যসে॥ ততস্তাং সত্যবানাহ পরশুং ত্বং গৃহাণ মে। পলাশপত্রৈঃ সাবিত্রী পন্থা ব্যবর্ত্ততে দ্বিধা॥ তত্রোত্তরেণ যঃ পন্থা তেন গচ্ছ ত্বমাশু চ॥ এতস্মিন্নেব কালে তু দ্যুমৎসেনো মহীপতিঃ। লব্ধচক্ষুস্তদা রাত্রৌ শৈব্যয়া সহ ভার্য্যয়া॥ আশ্রমং তাপসানাঞ্চ ব্যচরৎ পুত্রলিপ্সয়া। স চ শোকাতিদুঃখার্ত্তঃ পুত্রং তাঞ্চ শুভাং বধূং। স গৌতমাদিভির্বিপ্রৈঃ সান্ত্বিতঃ শোককর্ষিতঃ॥ সর্ব্বে তমূচুর্ম্মুনয়ো ন শোকং কুরু ভূপতে। যথাস্য ভার্য্যা সাবিত্রী শীলাচারসমন্বিতা॥ যথা চ তে দৃশোর্লাভশ্চিরং জীবতি সত্যবান্॥ এতস্মিন্নেব কালে তু সাবিত্র্যা সহ ভার্য্যয়া। সত্যবানাগতস্তত্র পিত্রোঃ প্রীতিং বিবর্দ্ধয়ন্॥ অথ তে সর্ব্বশো বিপ্রৈঃ পৃষ্টস্ত্বং কেন হেতুনা। দিবসে ন সমায়াতঃ পিতরৌ তব দুঃখিতৌ॥ ততঃ সা কথয়ামাস শিরঃপীড়াদিকং তথা॥ ততস্তে বিপ্রসংঘাশ্চ সাবিত্রীমিদমব্রুবন্॥ কথয়াস্বাদ্য সাবিত্রী বৃত্তান্তং যদ্বনেঽভবৎ॥ ততঃ সা কথয়ামাস যমসন্দর্শনাদিকং। চক্ষুর্লাভঞ্চ রাজ্যঞ্চ দ্বৌ বরৌ শ্বশুরস্য তু। পিতুঃ পুত্রশতঞ্চৈব পুত্রাণাঞ্চাত্মনঃ শতং। চতুর্ব্বর্ষশতায়ুশ্চ ভর্ত্তুঃ প্রাপ্তং যথা যমাৎ॥ তচ্ছ্রুত্বা পরমপ্রীতা বিপ্রাঃ স্বস্বগৃহং যযুঃ॥ সত্যবানপি

সংপ্রাপ্তঃ পিতৃভ্যাং সহ ভার্য্যয়া॥ অথ রাত্রৌ ব্যতীতায়াং সঙ্গতান্তে তপোধনাঃ। কৃতপূর্ব্বাহ্নিকাস্তত্র সাবিত্রীং প্রশশংসিরে॥ শাল্বদেশাদথামাত্যা দ্যুমৎসেনং মহীপতিং। আগত্যোচুর্ম্মহারাজ স্বামাত্যেন হতো রিপুঃ॥ তব পূর্ব্বেণ সত্যেন বয়মত্রাগতা ইহ। অচক্ষুর্ব্বা সচক্ষুর্ব্বা ত্বং রাজা ভব ভূপতে। ততস্তৈরভ্যনুজ্ঞাতো ব্রাহ্মণৈঃ স মহীপতিঃ। তৈরমাত্যৈঃ পরিবৃতো মহাদেব্যা চ শৈব্যয়া॥ পুত্রেণ চ তয়া বধ্বা সাবিত্র্যা শীলযুক্তয়া। যযৌ স্বপুরমব্যগ্রো হর্ষসংপূর্ণমানসঃ। তত্র গত্বা দ্যুমৎসেনঃ সত্যবন্তং প্রিয়ং সুতং। যৌবরাজ্যে মহারাজ স্থাপয়ামাস ধর্ম্মতঃ॥ সাবিত্র্যাশ্চাপি কালেন জজ্ঞে পুত্রশতং বরং। ভ্রাতৄণাঞ্চ শতং জাতং সোদর্য্যাণাং মহাত্মনাং। এবমাত্মা পিতা মাতা শ্বশ্রূশ্চ শ্বশুরঃ পতিঃ। ভর্ত্তুঃ কুলঞ্চ সাবিত্র্যা সর্ব্বং কৃত্বা সমুদ্ধৃতং। এবমেষাপি পাঞ্চালী শীলাচারসমন্বিতা। তারয়িষ্যতি বঃ সর্ব্বান্ সাবিত্রীব বরাঙ্গনা॥ এবমাশ্বাসিতস্তেন মার্কণ্ডেয়েন ধীমতা। যুধিষ্ঠিরঃ প্রীতমনাঃ কাম্যকেঽপ্যবসদ্বনে। য ইদং শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা সাবিত্র্যাখ্যানমুত্তমং। স সুখী সর্ব্বসিদ্ধার্থো ন দুঃখং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ॥ শৃণ্বন্তি যাঃ স্ত্রিয়শ্চৈবং সাবিত্রীচরিতং শুভং। সুসৌভাগ্যমবৈধব্যং লভন্তে সন্ততিং শুভাং। যমাত্তস্য ভয়ং নাস্তি বিষ্ণুলোকে মহীয়তে। ইতি শ্রীমহাভারতে সাবিত্রীব্রতকথা সমাপ্তা॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া সবস্ত্র ভোজ্য উৎসর্গ করিয়া স্বীয় পতিকে পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা করত দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবে। কোন কোন স্থানে ব্রতের পরদিন লাঙ্গলের পূজার নিয়ম আছে, সেই স্থলে "ওঁ হলায় নমঃ" বলিয়া লাঙ্গলের পূজা করিবে। অতঃপর পারণাদি করিবে।

অনন্তচতুর্দ্দশী ব্রত।

ভাদ্রশুক্লা চতুর্দ্দশীতিথিতে এই ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়। অনন্তদেবের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিবে এবং শালিতণ্ডুলচূর্ণাদি দ্বারা পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া দেবতাকে নিবেদন করিয়া দিবে। চতুর্দ্দশগ্রন্থিযুক্তডোর ধারণ করিতে হয়। এই ব্রত চতুর্দ্দশ বৎসর আচরণ করিয়া উদ্যাপন করিতে হয়।

ব্রতপদ্ধতি।—প্রথমত আসনোপবিষ্ট হইয়া আচমন করত স্বস্তিবাচনাদি করিয়া সংকল্প করিবে। যথা,—

"বিষ্ণুর্মোহস্ম ভাদ্রে মাসি শুক্লে পক্ষে চতুর্দ্দশ্যান্তিথৌ অদ্যারভ্য চতুর্দ্দর্ষ-পর্য্যন্তং অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী অনন্তসংসারার্ণবোদ্ধরণপূর্ব্বকমন্তে বিষ্ণু-লোকপ্রাপ্তিকামা প্রতিবর্ষীয়ভাদ্রশুক্লচতুর্দ্দশ্যাং গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজা-পূর্ব্বক মনন্তপূজাকথাশ্রবণরূপমনন্তব্রতমহং করিষ্যে।"

অতঃপর সংকল্পসূক্ত পাঠ করিয়া "ওঁ ইদং ব্রতং ময়া দেব গৃহীতং পুরতস্তব। নির্ব্বিঘ্নাং সিদ্ধিমাপ্নোতু ত্বৎপ্রসাদাচ্চ কেশব॥" ইহা পাঠ করিবে।

অনন্তর পঞ্চবর্ণ গুঁড়িকা দ্বারা মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তন্মধ্যে ঘটস্থাপন করত অনন্তদেবের মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া আসনশুদ্ধি, সামান্যার্ঘ্য, ভূতশুদ্ধি ও প্রাণায়াম করিয়া, গণেশ, শিবাদিপঞ্চদেবতা, আদিত্যাদিনবগ্রহ, ইন্দ্রাদিদশ-দিক্‌পাল ও মৎস্যাদিদশাবতারের পূজা করিয়া, "আং হৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদি ক্রমে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া অনন্তদেবের ধ্যান করিবে।

ধ্যান যথা।—ওঁ ফণাসপ্তান্বিতং দেবং চতুর্ব্বাহুং কিরীটিনং। নবাম্রপল্ল-বাকারং পিঙ্গলশ্মশ্রুলোমসং। পীতাম্বরধরং দেবং শঙ্খ-চক্র-গদা-ধরং। করাগ্রে দক্ষিণে পদ্মং শঙ্খং তস্যাপ্যধঃকরে। চক্রমূর্দ্ধে তথা বামে গদাং তস্যাপ্যধঃকরে। দধানং সর্ব্বলোকেশং সর্ব্বাভরণভূষিতং। ক্ষীরাব্ধিমধ্যে শ্রীমন্তমনন্তং চিন্তয়েদ্ধরিম্॥"

এইরূপ ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা করত বিশেষার্ঘ্যস্থাপনানন্তর পীঠপূজা করিবে। যথা—

"ওঁ বিমলায়ৈ নমঃ" এই ক্রমে—"উৎকর্ষিণ্যৈ, জ্ঞানায়ৈ, ক্রিয়ায়ৈ, যোগায়ৈ, প্রভায়ৈ, ক্লৈত্যৈ, ঈশানায়ৈ, অনুগ্রহায়ৈ, ভগবতে, বিষ্ণবে, বাসুদেবায়, সর্ব্বার্থ-সংযোগপীঠায়।"

অনন্তর পুনর্ধ্যান পূর্ব্বক "ওঁ আগচ্ছানন্ত দেবেশ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বরূপধৃক্। ফণাসহস্রং বিস্তার্য্য সান্নিধ্যমিহ কল্পয়। অনন্ত ইহাগচ্ছাগচ্ছ" ইত্যাদি ক্রমে অনন্তদেবের আবাহন করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। যথা,—

"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রজতাসনায় নমঃ" ইহা বলিয়া আসন অর্চ্চনা পূর্ব্বক "আসনং গৃহ্ন দেবেশ রজতাদিবিনির্ম্মিতং। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ পরমেশ্বর॥ ইদং রজতাসনং ওঁ অনন্তায় নমঃ।" এই বলিয়া আসন উৎসর্গ করিবে। (সর্ব্বত্র এইরূপ জানিবে)। স্বাগত,—"ওঁ অনন্তদেব স্বাগতং। ওঁ সুস্বাগতং।" পাদ্য,—"ওঁ পাদ্যন্তু পাদয়োর্দ্দেব জগদ্বন্দ্য সনাতন। ময়া নিবেদিতং দেব গৃহাণ কৃপয়া প্রভো।" অর্ঘ্য—ওঁ পদ্মপত্রবিশালাক্ষ নমস্তে

গরুড়ধ্বজ, অর্ঘ্যমেতৎ প্রযচ্ছামি প্রসীদ পুরুষোত্তম॥” আচমনীয়,—“ওঁ ইদমাচমনীয়ন্তে গঙ্গাতোয়োদ্ভবং প্রভো। ভক্ত্যাপ্যহং দদাম্যেতৎ গৃহাণ পরমেশ্বর।” মধুপর্ক,—“ওঁ মধুপর্কো মহাদেব ব্রহ্মাদ্যৈঃ পরিকল্পিতঃ। ময়া নিবেদিতো ভক্ত্যা গৃহ্যতাঞ্চ জনার্দ্দন॥” পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ আচমনীয় দিবে। স্নানীয়,—“ওঁ গন্ধপুষ্পক তোয়ঞ্চ শঙ্খাদিপাত্রসংস্থিতং। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা স্নানীয়ং প্রতিগৃহ্যতাং॥” বস্ত্র, “ওঁ তন্তুসন্তানসংযুক্তং নানাচিত্র-সমন্বিতং। ভক্ত্যা নিবেদিতং দেব বসনং পরিগৃহ্যতাং” আভরণ, “ওঁ অঙ্গুরীয়ং অহারত্নং নির্ম্মিতং কাঞ্চনাদিনা। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ পরমেশ্বর॥” গন্ধ, “ওঁ গন্ধোঽয়ং দেবদেবেশ কুঙ্কুমাগুরুসম্ভবঃ। যথাশক্ত্যা ময়া দত্তো দেবেশ প্রতিগৃহ্যতাং॥” পুষ্প,—“ওঁ অম্লানপঙ্কজাং মালাং মালতীচম্পকাদিভিঃ। পুষ্পং গৃহাণ দেবেশ ব্রতং মে সফলং কুরু॥” ধূপ, “ওঁ ধূপং গৃহাণ দেবেশ নাগকোটীশ্বর প্রভো। দামোদর নমস্তেঽস্তু ত্রাহি মাং ভবসাগরাৎ॥” নৈবেদ্য,—“ওঁ চতুর্দ্দশফলান্যেব অপূপসহিতানি চ। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা নৈবেদ্যং প্রতিগৃহ্যতাং॥” চতুর্দ্দশফল,—“ওঁ নমস্তনন্তায় সহস্রমূর্ত্তয়ে, সহস্র-পাদাক্ষিশিরোরুবাহবে। সহস্রনাম্নে পুরুষায় শাশ্বতে সহস্রকোটিযুগধারিণে নমঃ॥” পানার্থ জল,—“ওঁ জলঞ্চ শীতলং দেব গন্ধাদ্যৈঃ সুমনোহরং। উত্তমং দেবদেবেশ গৃহ্ণ পানীয়মীশ্বর।” তাম্বূল, “ওঁ তাম্বূলং সর্ব্বভোগানাং দেবানাং প্রিয়কারকং। ত্রয়োদশগুণৈর্যুক্তং গৃহাণ পরমেশ্বর॥” যজ্ঞোপবীত, “ওঁ ব্রহ্মসূত্রোত্তরীয়ঞ্চ সাবিত্রীগ্রন্থিসংযুতং। পবিত্রন্তে প্রযচ্ছামি হৃষীকেশ নমোঽস্তু তে॥ অতঃপর নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে। যথা,—

“ওঁ অনন্তসংসারমহাসমুদ্রে মগ্নান্ সমভ্যুদ্ধর বাসুদেব। অনন্তরূপে বিনি-যোজয়স্ব অনন্তরূপায় নমো নমস্তে॥ ওঁ অনন্তকামদেবেশ সর্ব্বকামফলপ্রদ। অনন্তডোররূপেণ পুত্রপৌত্রাদি বর্দ্ধয়। অনন্তগুণরূপায় বিশ্বরূপধরায় চ। সূত্রগ্রন্থিষু সংস্থায় কামরূপ নমোঽস্তু তে।”

অনন্তর ইন্দ্রের পূজা করিবে। ইন্দ্রের ধ্যান যথা,—

“ওঁ ঐরাবতং গজারূঢ়ং নানালঙ্কারভূষিতং। দ্বিভুজং বজ্রহস্তঞ্চ সহস্রাক্ষং মহাবলং। চামরৈর্ব্বীজ্যমানন্ত দিব্যনারীভিরাবৃতম্।” এইরূপ ধ্যান করিয়া “ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ” বলিয়া পূজা করত নমস্কার করিবে। যথা,—

“ওঁ শক্রঃ সুরপতিশ্চৈব বজ্রহস্তো মহাবলঃ। ঐরাবতগজারূঢ়ঃ সহস্রাক্ষ নমোঽস্তু তে॥”

অতঃপর সমুদ্রের পূজা করিবে। ধ্যান যথা,—

"সমুদ্রং পাশহস্তঞ্চ গৌরবর্ণং ভুজদ্বয়ং। মকরস্থং মহাকালং রত্নালঙ্কার-ভূষিতং। জলাধিদৈবতং ভক্ত্যা চিন্তয়েৎ সরিতাং পতিম্।" এইরূপ ধ্যান করিয়া "ওঁ সমুদ্রায় নমঃ" বলিয়া পূজা করিবে।

অনন্তর "অনন্ত, বাসুকি, তক্ষক, কর্কট, কুলীর, শঙ্খ, পদ্ম, ও মহাপদ্ম এই অষ্টনাগের পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণের পূজা করিবে। তৎপরে চতুর্দ্দশ ফল উৎসর্গ করিবে।

পুরাতনডোর দুগ্ধপাত্রে নিক্ষেপ করিবে। মন্ত্র যথা—"ওঁ ইন্দ্রাদয়ো লোকপালাঃ সোমসূর্য্যযমাদয়ঃ। ভবন্ত সাক্ষিণঃ সর্ব্বে পূর্ব্বডোরসমর্পণে॥ ইদং পুরাতনডোরং বিধৃতঞ্চ তবাজ্ঞয়া। সমর্পয়াম্যহং তুভ্যং চতুর্দ্দশ্যাং নমোঽস্তু তে॥ অতঃপর "ওঁ ইদং ডোরমনন্তাখ্যং চতুর্দশগুণান্বিতং। ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষার্থং স্বকরে ধারয়াম্যহং॥ ওঁ নমস্তনন্তায় ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিয়া নূতন ডোর ধারণ করিয়া নমস্কার করিবে। যথা,—"ওঁ নমস্তে দেবদেবায় বিশ্বরূপধরায় চ। সৃষ্টিস্থিত্যন্তহেলায় বিশ্বরূপ নমোঽস্তু তে॥ ওঁ মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনং সুরেশ্বর। যৎ পূজিতং ময়া দেব পরিপূর্ণং তদস্তু মে।"

অতঃপর ভোজ্য উৎসর্গ করিয়া কথা শুনিবে।

ব্রতকথা।—অরণ্যে বর্ত্তমানাস্তে পাণ্ডবা দুঃখকর্ষিতাঃ। কৃষ্ণং দৃষ্ট্বা যথান্যায়ং প্রতিগৃহ্যেদমব্রুবন্॥ পাণ্ডবা ঊচুঃ॥ বয়ং দুঃখায় সংযাতাঃ পৃথিব্যাং পুরুষোত্তম। কথং মুক্তির্ভবেদস্মাকমনন্তদুঃখসাগরাৎ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ॥ অনন্তব্রত-মস্ত্যন্যৎ সর্ব্বপাপহরং শুভং। সর্ব্বকামপ্রদং নৃণাং স্ত্রীণাঞ্চৈব যুধিষ্ঠির॥ শুক্ল-পক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং মাসি ভাদ্রপদে তথা। তস্যানুষ্ঠানমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। কৃষ্ণ কোঽয়ং ত্বয়াখ্যাতো যোঽনন্ত ইতি বিশ্রুতঃ। কিং শেষো নাগরাজো বা অনন্তস্তক্ষকোঽপি বা॥ বাসুকির্ব্বাথ পদ্মশ্চ মহা-পদ্মশ্চ বিশ্রুতঃ। পরমাত্মাথবানন্ত উতাহো ব্রহ্ম এব বা। ক এযোঽনন্তসংজ্ঞো বৈ কথাং মে ব্রূহি কেশব॥ শ্রীভগবানুবাচ। অনন্ত ইত্যহং পার্থ মম রূপং নিবোধ বৈ॥ আদিত্যাদিপ্রচারেণ যঃ কাল উপপদ্যতে। কলাকাষ্ঠামুহূর্ত্তাদি-দিনরাত্রিশরীরবান্। পক্ষমাসর্ত্তুবর্ষাদিযুগকল্পব্যবস্থয়া। যোঽয়ং কালো ময়া খ্যাতঃ সোঽনন্ত ইতি বিশ্রুতঃ। সোঽয়ং কালোঽবতীর্ণোঽস্মি ভুবো ভারা-বতারণাৎ॥ দানবানাং বিনাশায় বসুদেবকুলোদ্ভবং। অনন্তং বিদ্ধি মাং পার্থ

কৃষ্ণং বিষ্ণুং হরিং শিবম্ ॥ ব্রহ্মাণং ভাস্করং শেষং সর্ব্বব্যাপিনমীশ্বরং। বিশ্বরূপং মহাত্মানং সৃষ্টিসংহারকারণম্ ॥ বিশ্বরূপো হ্যনন্তোঽস্মি যস্মিন্নিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ। বসবোঽষ্টৌ দ্বাদশার্কা রুদ্রা একাদশ স্মৃতাঃ ॥ সপ্তর্ষয়ঃ সমুদ্রাশ্চ পর্ব্বতাঃ সরিতো দ্রুমাঃ। নক্ষত্রাণি দিশো ভূমিঃ পাতালং ভূর্ভুবাদিকং ॥ মা কুরুষাত্র সন্দেহং সোঽহং পার্থ ন সংশয়ঃ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ ॥ অনন্তব্রতমাহাত্ম্যং বদ বেদবিদাংবর। কিং পুণ্যং কিং ফলং তস্য কিং দানং কস্য পূজনং। কেন বাদৌ পুরা চীর্ণং মর্ত্ত্যলোকে প্রকাশিতং ॥ এতৎ সমস্তং বিস্তার্য্য তত্ত্বে ব্রূহি জগৎপতে ॥ শ্রীভগবানুবাচ ॥ আসীৎ পুরা কৃতযুগে সুমন্তুর্নাম বৈ দ্বিজঃ। বশিষ্ঠগোত্রে চোৎপন্নঃ সুরূপাঞ্চ ভৃগোঃ সুতাং ॥ দীক্ষাং নামোপযেমে তাং বেদোক্তবিধিনা ততঃ। তস্যাঃ কালেন সঞ্জাতা দুহিতা সর্ব্বলক্ষণা ॥ শীলা নাম সুশীলা চ বর্দ্ধতে পিতৃবেশ্মনি। মাতা চ তস্যাঃ কালেন জ্বরদাহেন পীড়িতা ॥ প্রবিশ্য চ নদীতোয়ে মৃতা স্বর্গপুরং যযৌ ॥ কৃত্বৌর্দ্ধদেহিকং তস্যা ধর্ম্মোপার্জ্জনকারণাৎ। সুমন্তুশ্চ ততোঽন্যাং বৈ ধর্ম্মপুংসঃ সুতাং পুনঃ। উপযেমে সুদুর্দ্ধর্ষাং কর্কশাং নামতঃ সুধীঃ ॥ কর্কশা সাপি দুঃশীলা নিত্যং কলহকারিণী। অত্যন্তকোপনা সৈব সদা নিষ্ঠুরভাষিণী ॥ সাপি শীলা পিতুর্গেহে গৃহার্চ্চনরতা বভৌ। কুড্যস্তম্ভগৃহদ্বারদেহলীতোরণাদিষু ॥ চতুর্ব্বিধৈস্ততো বর্ণৈর্নীলপীতসিতাসিতৈঃ। স্বস্তিকং শঙ্খপদ্মৌ চ মণ্ডয়ন্তী মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ দৃষ্টা সুমন্তুনা শীলা কদাচিৎ প্রাপ্তযৌবনা। তাং দৃষ্ট্বা চিন্তয়ামাস বরান্ বিগণয়ন্ ভুবি ॥ ঋষিসংঘৈঃ পরিবৃতঃ সুমন্তুঃ প্রত্যভাষত। কন্যার্থমাগতঃ শ্রীমান্ কৌণ্ডিল্যো মুনিসত্তমঃ ॥ শীলাং দদৌ সুমন্তুশ্চ কৌণ্ডিল্যায় শুভে দিনে। গৃহ্যোক্তবেদবিধিনা বিবাহমকরোদ্দ্বিজঃ। নির্বর্ত্ত্যৌদ্বাহিকং কর্ম্ম প্রোবাচ কর্কশাং দ্বিজঃ। কিঞ্চিদ্ভদ্রে ধনং দেয়ং জামাতুঃ পারিতোষিকম্ ॥ তচ্ছ্রুত্বা কর্কশা ক্রুদ্ধা প্রবিশ্য গৃহমণ্ডপং। কপাটং সুস্থিরং দত্ত্বা পারুষ্যমবদদ্ ভৃশম্ ॥ হোমাবশিষ্টদ্রব্যেণ পাথেয়মকরোদ্দ্বিজঃ। কৌণ্ডিল্যোঽপি বিবাহেনাগমৎ প্রাতরেব চ ॥ শীলাং সুশীলামাদায় গোযানেন স্বমন্দিরং। ততো মধ্যাহ্নসময়ে সংপ্রাপ্তে তু সরিত্তটে ॥ অবতীর্য্য দ্বিজস্তত্র স্নানং চক্রে নৃপোত্তম। তস্যাস্তু সরিতস্তীরে গোময়েনোপলেপিতে ॥ দদর্শ শীলা সা স্ত্রীণাং সমূহং রক্তবাসসং। চতুর্দ্দশ্যামর্চ্চয়ন্তং ভক্ত্যানন্তং পৃথক্ পৃথক্ ॥ উপবিশ্য শনৈঃ শীলা পপ্রচ্ছ স্ত্রীকদম্বকং। কিমেতৎ ক্রিয়তে কার্য্যং কস্যৈতৎ ব্রতমীদৃশম্ ॥ তা ঊচুর্যোষিতঃ সর্ব্বা অনন্ত ইতি বিশ্রুতঃ ॥ তস্যৈব দেবদেবস্য

সর্ব্বকামপ্রদং ব্রতম্॥ সাব্রবীদহমপ্যেতৎ করিষ্যে ব্রতমুত্তমং। বিধানং কীদৃশং তস্য কিং দানং কিঞ্চ পূজনম্॥ নার্য্য ঊচুঃ॥ শুক্লপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং মাসি ভাদ্রপদে ব্রতং। কর্ত্তব্যং সরিতস্তীরে তড়াগে বা সুশোভনে। স্নাত্বানন্তং নমস্কৃত্য নববস্ত্রধরঃ শুচিঃ। শুচৌ দেশে সমালিপ্য গোময়েন বিচক্ষণঃ। মণ্ডলং কারয়েত্তত্র সর্ব্বতোভদ্রসংজ্ঞকম্॥ কৃত্বা দর্ভময়ং দেবং বারিধানী-সমন্বিতং। পুষ্পধূপাদিভির্দেবমনন্তং পূজয়েদ্ধরিম্। ধ্যাত্বা নারায়ণং দেবমনন্তং বিশ্বরূপিণং। অনন্তসংসারমহাসমুদ্রে নিমগ্নমপ্যুদ্ধর বাসুদেব। অনন্তরূপে বিনিযোজয়স্ব অনন্তরূপায় নমো নমস্তে॥ মন্ত্রেণানেনাচ্চয়িত্বা ফলানি চ চতুর্দ্দশ। পূপপ্রস্থদ্বয়ঞ্চৈব ঘৃতপক্কং নিবেদয়েৎ॥ অর্দ্ধং বিপ্রায় দাতব্য-মর্দ্ধমাত্মনি যোজয়েৎ। চতুর্দ্দশগ্রন্থিযুক্তং পূজয়িত্বা সুডোরকম্॥ অনন্ত ইতি মন্ত্রেণ নারী বামকরে পুনঃ॥ দক্ষিণেন পুমান্ কুর্য্যাৎ ধ্যাত্বানন্তং সনাতনম্॥ দক্ষিণাং বিবিধাং দত্ত্বা বিপ্রান্ সন্তোষয়েদ্ভৃশং। যোঽনন্তস্য ব্রতং কুর্য্যাদ্বর্ষাণি নব পঞ্চ চ॥ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥ সাপি তাসাং বচঃ শ্রুত্বা শীলা বদ্ধ্বা সুডোরকং। ব্রতং চক্রে তথা তাভির্দৈত্তৈর্গন্ধাদিভিস্তথা। পাথেয়শেষং বিপ্রায় দত্ত্বা ভুক্ত্বা তথৈব চ॥ আজগামাথ সা হৃষ্টা গোযানেন স্বমাশ্রমম্॥ তেনানন্তপ্রভাবেণ বহুগোধনসংকুলং। সুবর্ণমণিমাণিক্য-রত্নরৌপ্যধনানি বৈ। দাসদাসীসহস্রাণি মেষগোমহিষাদিভিঃ॥ গৃহং তস্যা শ্রিয়া যুক্তং ধনধান্যসমাকুলম্॥ শীলা মাণিক্যকাঞ্চীভির্মুক্তাহারৈর্বিভূষিতা। দিব্যবস্ত্রসমাচ্ছন্না সাবিত্রীপ্রতিমাভবৎ॥ ততঃ কালেন কিয়তা সমায়াতে নিজালয়ে। কদাচিদুপবিষ্টস্তু কৌণ্ডিল্যো বহ্নিসন্নিধৌ॥ শীলয়া সহিতো বিপ্রস্তাপয়ন্নগ্নিমুত্তমম্। শীলায়া বামহস্তে তু দৃষ্ট্বা বদ্ধং সুডোরকং। কিমিদং ডোরকং হস্তে শীলাং প্রোবাচ স দ্বিজঃ॥ সুবর্ণমণিমাণিক্যভূষিতে বাহুপল্লবে। তন্মধ্যে সূত্রডোরঞ্চ কিমিদং ধার্য্যতে ত্বয়া॥ শীলোবাচ॥ অনন্তস্য হি দেবস্য ব্রতাঙ্গং সূত্রডোরকং॥ যৎপ্রসাদাত্তু ধর্ম্মজ্ঞ ধনধান্যগৃহে তব। তচ্ছ্রুত্বা প্রাবদত্তাস্তু মুনিঃ কোপপরায়ণঃ॥ কোঽনন্ত ইত্যুদীর্য্যাথ ধৃত্বা চ করপল্লবম্॥ হস্তাদাকৃষ্য তড্ডোরং ক্ষিপ্তবান্ পাবকোপরি। হা হা কৃত্বা চ তড্ডোরং ক্ষীরৈর্নির্ব্বাপিতং সতী॥ তৎসূত্রং পট্টসূত্রেণ বেষ্টয়িত্বা পুনর্দধৌ॥ বিস্ময়াপন্নহৃদয়া মনস্যেদং ব্যচিন্তয়ৎ॥ ইদং বিচিন্ত্য সা সাধ্বী তুষ্ণীমালম্ব্য সংস্থিতা॥ তেন কর্ম্মবিপাকেণ তস্য সা শ্রীঃ ক্ষয়ং গতা। অনন্তাক্ষেপদোষেণ জাতাস্তস্য বিপদ্দশাঃ॥ কিয়দ্বিত্তং জলে মগ্নং স্থলে দগ্ধঞ্চ বহ্নিনা। সুবর্ণমণি-

মাণিক্যং রাজ্ঞা বৈ সংস্তুতং বলাৎ॥ গোধনং তস্করৈর্নীতং গৃহকাগ্নিপ্রদীপিতম্॥ স্বজনৈঃ কলহো নিত্যং তর্জ্জনং গর্জ্জনং তথা। অনন্তাক্ষেপদোষেণ মম দুর্গতিরীদৃশী। ইতি মত্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ শীলাং পপ্রচ্ছ দুঃখিতঃ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ॥ কথমেতন্মহাদৈন্যমকস্মাৎ সমুপস্থিতং। যদি জানাসি চার্ব্বঙ্গি কারণং কথয়স্ব মে॥ ততঃ সা বিনয়ৈর্যুক্তা বক্তুং কিঞ্চিৎ প্রচক্রমে॥ শীলোবাচ॥ যদনন্তস্য ডোরং তে ক্ষিপ্তমাসীচ্চ পাবকে॥ নূনং তেন চ দোষেণ সংপ্রাপ্তেয়ং বিপদ্দশা॥ স শীলাবচনং শ্রুত্বা কৌণ্ডিল্যশ্চিন্তিতোঽভবৎ॥ অনন্তাক্ষেপদোষেণ জাতদৈন্যো হি নিশ্চিতম্। তস্মাদনন্তমুদ্দিশ্য গন্তব্যং গহনং বনম্॥ ইতি নিশ্চিত্য মুনিনা কৌণ্ডিল্যেন তথা কৃতং॥ কুত্র পশ্যামি তং দেবং ক্রুবন্নেবং বনং যযৌ। ব্রতঞ্চ নিয়মঞ্চৈব ব্রহ্মচর্য্যং চরন্ দ্বিজঃ॥ বিকলঃ প্রযযৌ পার্থ সোঽরণ্যং জনবর্জ্জিতম্॥ তত্রাপশ্যন্মহাচুতং ফলিতং পুষ্পিতং তথা। বর্জ্জিতং পক্ষিসংঘেন কীটকৈশ্চ বিশেষতঃ। তমপৃচ্ছদ্দ্বিজোঽনন্তঃ কশ্চিদ্দৃষ্টস্ত্বয়া দ্রুম। চুতদ্রুমোঽপ্যুবাচৈনং নানন্তো বীক্ষিতো ময়া॥ অনন্তং যদি পশ্যামি কিমবস্থা মমেদৃশী। এবং নিরাকৃতস্তেন গাং দদর্শ সবৎসিকাম্॥ তৃণমধ্যে প্রধাবন্তীমিতশ্চেতশ্চ পাণ্ডব। সোঽব্রবীদ্ধেনো মে ব্রূহি কিমনন্তস্ত্বয়েক্ষিতঃ॥ গৌরপ্যুবাচ কৌণ্ডিল্যং নানন্তো বীক্ষিতো ময়া। অনন্তং যদি পশ্যামি কিমবস্থা মমেদৃশী। ততো ব্রজন্ দদর্শাগ্রে গোবৃষং শাদ্বলে স্থিতং। দৃষ্ট্বা পপ্রচ্ছ গোস্বামিন্ কিমনন্তস্ত্বয়েক্ষিতঃ। গোবৃষস্তমুবাচাথ নানন্তো বীক্ষিতো ময়া। অনন্তং যদি পশ্যামি কিমবস্থা মমেদৃশী। ততো ব্রজন্ দদর্শাগ্রে রম্যং পুষ্করিণীদ্বয়ং। ছন্নং কুমুদকহ্লারৈঃ কমলোৎপলমণ্ডিতম্॥ অন্যোঽন্যজলকল্লোলবীচিবিক্ষেপশীতলং॥ প্রাণিভির্ন হি পীয়ন্তে তজ্জলানি তৃষার্দ্দিতৈঃ। একস্ত ভ্রমরৈর্হংসৈশ্চক্রবাকৈশ্চ সেবিতম্। অন্যৎ পক্ষিগণৈর্হীনং পদ্মসৌগন্ধ্যবর্জ্জিতম্॥ পুষ্করিণীঞ্চ পপ্রচ্ছ কিমনন্তস্ত্বয়েক্ষিতঃ॥ আবাভ্যাং বীক্ষিতো বিপ্র নানন্তেতি তমূচতুঃ॥ ততো ব্রজন্ দদর্শাগ্রে গর্দ্দভং কুঞ্জরং তথা॥ খরশ্চ কুঞ্জরঃ পৃষ্টঃ কিমনন্তস্ত্বয়েক্ষিতঃ॥ তমূচতুস্তাবাবাভ্যাং নানন্তো বীক্ষিতঃ কচিৎ। তয়োর্বার্ত্তামবজ্ঞায় ততশ্চিন্তাপরোঽভবৎ॥ শ্রীমন্নাথ পরিত্রাহি ব্রবন্ স মূর্চ্ছিতো ভুবি। তস্মিন্ ক্ষণেঽতিনির্ব্বিণ্ণে কৌণ্ডিল্যে মুনিসত্তমে। কৃপয়ানন্তদেবোঽপি প্রত্যক্ষং সমুপাগতঃ॥ বৃদ্ধব্রাহ্মণরূপেণ প্রত্যক্ষমভবত্তদা। ঈষদ্ধাস্যসমাযুক্তো বভাষে তং দ্বিজোত্তমং। উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভো বিপ্র ত্যজ খেদং মুদং কুরু। দর্শয়ামি তবানন্তং ভক্ত্যানুগ্রহকারকম্। ইত্যুক্ত্বা চ করে ধৃত্বা প্রবিবেশ গুহাগৃহম্। স্বরূপং দর্শয়ামাস দিব্যনারীগণৈ-

র্ত্তম্। সিংহাসনে সুখাসীনং শঙ্খচক্রাব্জশোভিতং। গদয়া গরুড়েনাপি সেবিতং বিশ্বরূপিণম্॥ তং দৃষ্ট্বা স দ্বিজো ভূমৌ দণ্ডবন্নিপপাত হ। পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ॥ ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বপাপহরো ভব। অদ্য মে সকলং জন্ম জীবিতঞ্চ স্বজীবিতং। ত্বত্পাদাব্জযুগাব্জে চ মূর্দ্ধা মে ভ্রমরায়তে॥ জানতাজানতা বাপি যোঽপরাধঃ কৃতো ময়া॥ তৎ ক্ষমস্ব জগন্নাথ তদ্ব্রতং প্রকরোম্যহং॥ ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ সর্ব্বভূতান্তরস্থিতঃ॥ উবাচ তং মহাভাগং কৌণ্ডিন্যং ভক্তবৎসলং। বরং বৃণুষ্ব বিপ্রেন্দ্র যং বরং মনসেচ্ছসি। ইতি শ্রুত্বা ততো বাক্যমনন্তস্য জগৎপতেঃ। স বিপ্রঃ প্রার্থয়ামাস বরমেকং সুদুর্ল্লভম্॥ তচ্ছ্রুত্বানন্তদেবোঽপি দদৌ তস্মৈ বরত্রয়ং। দারিদ্র্যনাশনং ধর্ম্মং বিষ্ণুলোকমহাক্ষয়ং। তস্মাদ্ বিপ্র গৃহং গচ্ছ ধনধান্যসুতান্বিতং। শীলয়া সহিতঃ স্বর্গমন্তকালে প্রযাস্যসি। প্রতিগৃহ্য দ্বিজোঽপ্যাহ ভগবন্ কিং ময়েক্ষিতঃ॥ প্রসন্নো যদি মে দেব কথয়স্ব মহাপ্রভো। যো যো দৃষ্টো ময়ারণ্যে কে তে চূতক্রমাদয়ঃ॥ কোঽয়ং বৃষশ্চ কা ধেনুর্ব্বকঃ পুষ্করিণীদ্বয়ং। কঃ খরঃ কুঞ্জরো বাপি তন্মে ব্রূহি জনার্দ্দন॥ শ্রীভগবানুবাচ॥ যো বৈ চূতস্ত্বয়া দৃষ্টস্ত্বভোগ্যফলপুষ্পকঃ॥ গোদাবরীতীরবাসী স বিদ্যাপতিনামকঃ। বেদবিদ্যাসমাযুক্তঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ। উপনম্রেভ্যঃ শিষ্যেভ্যো গর্ব্বাদ্বিদ্যাং ন দত্তবান্। অভোগ্যং ফলকীটৈশ্চ তেনাসৌ চূততাং গতঃ। সা গৌর্বসুন্ধরা যা তু নিষ্ফলা প্রতিপাদিতা। পুরা কৃতবতী কাচিৎ নিষ্ফলা ভূমিদানতঃ। গৃহীতা তেন পাপেন বনগৌর্নির্জ্জনেঽভবৎ॥ অরণ্যে গোবৃষো বিপ্র ত্বয়া দৃষ্টঃ সুবিস্মিতঃ। কর্ম্মচৌরোঽতি দুষ্টাত্মা সেবকঃ প্রভুবঞ্চকঃ। তেন পাপেন দুষ্টাত্মা বৃষভোঽসৌ বনেঽভবৎ। পুষ্করিণ্যৌ চ যে দৃষ্টে ভবতা দ্বিজসত্তম। পুরা তাভ্যাং সপত্নীভ্যামন্যোঽন্যং বঞ্চিতঃ পতিঃ। তেনৈবাদানমাত্রেণ পুষ্করিণ্যৌ বভূবতুঃ। কুঞ্জরো মদগর্ব্বত্বাৎ খরস্ত ক্রোধসম্ভবঃ। ব্রাহ্মণোঽহমনন্তোঽস্মি গৃহং গচ্ছ ব্রতং কুরু॥ পুনস্তব সমৃদ্ধিশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ। ভুক্ত্বা ভোগাংশ্চ বিপুলান্ প্রাপ্স্যসি পরমং পদম্। ইতি তস্মৈ বরং দত্ত্বা স দেবোঽন্তর্দধেঽপি চ॥ ততো বিপ্রো ব্রজন্ মার্গে তান্ সর্ব্বাংশ্চ দদর্শ হ। তেভ্য এবং তমুক্ত্বা চ জগাম নিজমন্দিরং। ধনঞ্চ পূর্ব্ববদ্দৃষ্ট্বা ব্রতং কৃত্বা যথাবিধি। শীলয়া সহ ধর্ম্মাত্মা ভুক্ত্বা ভোগান্ যথেপ্সিতান্। অন্তে জগাম স মুনির্ব্বিষ্ণুলোকমহাক্ষয়ম্। অনন্তব্রতধর্ম্মেণ পরিপূর্ণেন পার্থিব। অনন্তস্য প্রিয়ো ভূত্বা পদং গচ্ছত্যনাময়ম্॥ শৃণোতি যো বৈ সততং বাচ্যমানং যুধিষ্ঠির। ব্রহ্মহাপি বিমুক্তঃ

সন্ পরং যাতি পদং ধ্রুবম্ ॥ ইদং ব্রতং ময়োক্তন্তে ত্বয়া প্রোক্তং যদীপ্সিতম্। লোকানামুপকারায় অবতীর্ণোঽস্মি ভূতলে ॥ এবং ময়া তে কথিতং ব্রতানাং ব্রতমুত্তমং। চরানন্তব্রতং পার্থ বর্ষাণি নব পঞ্চ। সর্ব্বদুঃখাদ্বিনিস্তার্য্য মামন্তে ত্বমবাপ্স্যসি ॥ অনন্তব্রতকথা সমাপ্তা।

অতঃপর দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবে।

শিবরাত্রি ব্রত।

প্রথমত আচমন করত স্বস্তিবাচনাদি করিয়া সংকল্প করিবে। যথা,—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে চতুর্দ্দশ্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শিবপ্রীতিকামঃ শিবরাত্রিব্রতমহং করিষ্যে।"

অনন্তর সংকল্পসূক্ত পাঠ করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে,—

"ওঁ শিবরাত্রিব্রতং হ্যেতং করিষ্যেঽহং মহাফলং। নির্ব্বিঘ্নমস্তু মে দেব ত্বৎপ্রসাদাজ্জগৎপতে ॥ চতুর্দ্দশ্যাং নিরাহারো ভূত্বা চৈবাপরেঽহনি। ভক্ষ্যেঽহং ভুক্তিমুক্ত্যর্থং শরণং মে ভবেশ্বর ॥"

অনন্তর পার্থিব শিবপূজার ক্রমে (৯৮ পৃ দেখ) পূজা করিবে। চারিপ্রহরে চারিবার পূজা এবং চারি প্রহরে বিভিন্নবস্তুদ্বারা স্নান করাইয়া অর্চ্চনা করিবে। পূজায় স্নানমন্ত্র ও অর্ঘ্যমন্ত্র পৃথক্, তাহা এইস্থলে লিখিত হইল। যথা,—

প্রথম প্রহরে,—"ওঁ হৌং ঈশানায় নমঃ" এই বলিয়া দুগ্ধ দ্বারা স্নান করাইয়া "ওঁ শিবরাত্রিব্রতং দেব পূজাজপপরায়ণঃ। করোমি বিধিবদ্দত্তং গৃহাণার্ঘ্যং মহেশ্বর ॥ ইদমর্ঘ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ ॥" এই বলিয়া অর্ঘ্য দিবে।

দ্বিতীয় প্রহরে,—"ওঁ হৌং অঘোরায় নমঃ" এইমন্ত্রে দধি দ্বারা স্নান করাইয়া "ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় সর্ব্বপাপহরায় চ। শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যং প্রসীদ উময়া সহ। ইদমর্ঘ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ" এইমন্ত্রে অর্ঘ্য প্রদান করিবে।

তৃতীয় প্রহরে,—"ওঁ হৌং বামদেবায় নমঃ।" এই মন্ত্রে ঘৃতদ্বারা স্নান করাইয়া "ওঁ দুঃখদারিদ্রশোকেন দগ্ধোঽহং পার্ব্বতীশ্বর। শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যং উমাকান্ত গৃহাণ মে। ইদমর্ঘ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ ॥" বলিয়া অর্ঘ্য দিবে।

চতুর্থ প্রহরে,—"ওঁ হৌং সদ্যোজাতায় নমঃ।" এই মন্ত্রে মধু দ্বারা স্নান করাইয়া "ওঁ ময়া কৃতান্যনেকানি পাপানি হর শঙ্কর। শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যং উমাকান্ত গৃহাণ মে। ইদমর্ঘ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ ॥"

বলিয়া অর্ঘ্যপ্রদান করিবে। অন্য সমস্তই পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজার ন্যায় করিতে হয়।

পূজাশেষ করিয়া কথা শ্রবণ করিবে। পরদিন স্নানাদি করিয়া শিব পূজা ও স্তবপাঠ করত ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া নিজে পারণ করিবে। পারণ মন্ত্র যথা,—

"ওঁ সংসারক্লেশদগ্ধস্য ব্রতেনানেন শঙ্কর। প্রসীদ সুমুখো নাথ জ্ঞান-দৃষ্টিপ্রদো ভব।"

ব্রতকথা।—পুরা কৈলাসশিখরে সর্ব্বরত্নবিভূষিতে। দেবদানবগন্ধর্ব্বসিদ্ধ-চারণসেবিতে। অপ্সরোভিঃ পরিবৃতে নৃত্যন্তীভিরিতস্ততঃ। সর্ব্বর্ত্তুকুসুমাকীর্ণে সর্ব্বর্ত্তুফলশোভিতে। স্থিরচ্ছায়াদ্রুমাকীর্ণে সন্তানকবনাবৃতে। পারিজাতপ্রসূ-নোত্থগন্ধামোদিতদিঙ্মুখে। আকাশগঙ্গাসলিলতরঙ্গগণনাদিতে। ত্রৈগুণ্যললিতৈ-শ্চারুমরুদ্ভিরুপবীজিতে। ব্রহ্মর্ষিবদনোদ্ভূতবেদধ্বনিনিনাদিতে। উবাস সুচিরং প্রীতোভবো গিরিজয়া সহ॥ সুখোষিত্বা কদাচিত্তু দেবী পপ্রচ্ছ শঙ্করম্॥ কর্ম্মণা কেন ভগবন ব্রতেন তপসাপিবা। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং হেতুস্ত্বং পরিতুষ্যসি॥ ইতি দেব্যা বচো শ্রুত্বা ভগবান্ শঙ্করোঽব্রবীৎ॥ শঙ্কর উবাচ॥ ফাল্গুনে কৃষ্ণপক্ষস্য যা তিথিঃ স্যাচ্চতুর্দ্দশী। তস্যাং যা তামসী রাত্রিঃ সোচ্যতে শিবরাত্রিকা॥ তত্রো-পবাসং কুর্ব্বাণঃ প্রসাদয়তি মাং ধ্রুবম্॥ ন স্নানেন ন বস্ত্রেণ ন ধূপেন ন চার্চ্চয়া। তুষ্যামি ন তথা পুষ্পৈর্যথা তত্রোপবাসতঃ॥ ত্রয়োদশ্যাং কৃতস্নানো ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ। নিরামিষং হবিষ্যং বা সকৃদ্ভুঞ্জীত নান্যথা। মন্নাম সংস্মরন্ রাত্রৌ শয়িতঃ স্থণ্ডিলে কুশে॥ রাত্রিশেষে সমুত্থায় কুর্য্যাদাবশ্যকং ততঃ। সন্ধ্যামুপাস্য বিধিনা বিল্বপত্রাণ্যুপার্জ্জয়েৎ॥ ততো নিত্যক্রিয়াং কৃত্বা সন্ধ্যাকো-পাস্য পশ্চিমাম্। নদ্যাদৌ স্থণ্ডিলে বাপি লিঙ্গে বা স্থাবরেঽপি চ। বিল্বপত্রৈর্ব্বি-মৃজ্যাথ লিঙ্গপীঠং প্রযত্নতঃ। একতঃ সর্ব্বপুষ্পং স্যাৎ বিল্বপত্রং তথৈকতঃ। মণি-মুক্তাপ্রবালৈশ্চ স্বর্ণপুষ্পাদিভিস্তথা। ন তথা জায়তে প্রীতির্ব্বিল্বপত্রৈ র্যথা মম। প্রহরে প্রহরে স্নানং পূজাঞ্চৈব বিশেষতঃ। কুর্ব্বীত মম গন্ধাদ্যৈর্গন্ধপুষ্পাদি-ভিস্তথা। দুগ্ধেন প্রথমং স্নানং দধ্না চৈব দ্বিতীয়কম্। তৃতীয়ে তু তথাজ্যেন চতুর্থে মধুনা তথা। পঞ্চরাত্রবিধানেন মূলমন্ত্রেণ চৈব হি। পূজয়েন্মাং যথাশক্ত্যা নৃত্যগীতাদিভির্নরঃ॥ অপরেদ্যুস্ততো বিপ্রান্ মম ভক্তান্ শুভব্রতান্। ভোজ-য়িত্বা তথাভ্যর্চ্চ্য পারণং স্বয়মাচরেৎ। এবমেতদ্ব্রতং দেবি মম প্রীতিকরং পরম্। যজ্ঞদানতপাংস্যস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্। এতদ্ব্রতপ্রভাবেণ

শ্চাপত্যমবাপ্নুয়াৎ। সপ্তদ্বীপেশ্বরঃ পৃথ্ব্যাং জায়তে কামচারবান্। তিথেরস্যাশ্চ মাহাত্ম্যং কথ্যমানং ময়া শৃণু। অস্তি বারাণসী নাম পুরী সর্ব্বগুণৈর্যুতা। ব্যাধস্তত্রাবসদ্ ঘোরঃ সর্ব্বদা প্রাণিহিংসকঃ॥ খর্ব্বঃ কৃষ্ণবপুঃ ক্রূরঃ পিঙ্গাক্ষঃ পিঙ্গকেশরঃ। বাগুরাপাশশৈল্যাদিপ্রপূরিতগৃহান্তরঃ। স একদা বনং গত্বা হত্বা চ বিবিধান্ পশূন্। মাংসভারং বহন্ গেহং স্বকীয়ং গন্তুমুদ্যতঃ। সোঽসমর্থস্তু তং ভারং বোঢ়ুং শ্রান্তো বনান্তরে। বিশ্রামহেতৌ সুষ্বাপ মূলে বৈ কস্যচিত্তরোঃ। অথাস্তমগমৎ সূর্য্যো নিশাভূৎ সুভয়প্রদা। তত উত্থায় সোঽপশ্যন্ন কিঞ্চিত্তিমিরাবৃতম্। হস্তামর্ষবশাত্তত্র বৃক্ষে শ্রীফলসংজ্ঞকে। লতাপাশৈর্ব্বহুবিধৈর্মাংসভারং ববন্ধ সঃ। তমেব বৃক্ষমোত্তস্থৌ মূলে শ্বাপদভীষিতঃ। শীতার্ত্তশ্চ ক্ষুধার্ত্তশ্চ কম্পান্বিতকলেবরঃ॥ জজাগার তদা রাত্রৌ প্লুতো নীহারবারিণা। দৈবযোগাচ্চ তন্মূলে লিঙ্গং তিষ্ঠতি মামকং। শিবরাত্রিতিথিঃ সা চ নীরাহারঃ স লুব্ধকঃ। অথ তদ্দেহসংসর্গী হিমপাতো মমোপরি। জজ্ঞে তদা বরারোহে ভগ্নপত্রচ্যুতিঃ ক্ষণাৎ। তস্য তেনৈব ভাবেন মম তোষো মহানভূৎ। তিথিমাহাত্ম্যতো দেবি বিল্বপত্রস্য চেশ্বরি। ন স্নানং ন তথা পূজা ন নৈবেদ্যাদিসম্ভবঃ। তথাপি তিথিমাহাত্ম্যাত্তত্র মেঽর্চ্চা মহাফলা। অথ প্রভাতে বিমলে গতোঽসৌ নিজমন্দিরম্। কদাচিদায়ুষঃ শেষে যমদূতস্তমভ্যগাৎ। বদ্ধকামস্তু তং দূতং পাশেন বিবিধেন চ। পুরুষো বারয়ামাস মদীয়ো মন্নিয়োগতঃ। অথোভয়োর্ব্ব্যাধহেতোঃ কলহঃ সুমহানভূৎ। অথাহতো মদীয়েন দূতেন যমকিঙ্করঃ। যমং সমানয়ামাস মৎপুরদ্বারমুজ্জ্বলম্। দৃষ্ট্বা চ নন্দিনং তত্র সর্ব্বমকথয়ৎ কথাম্। ব্যাধস্য চ কুকর্ম্মঽহং যাবজ্জীবং তমব্রবীৎ॥ তৎ শ্রুত্বা তস্য সর্ব্বজ্ঞো বচনং নন্দিকেশ্বরঃ। ব্যাধস্য তদ্দিনে কর্ম্ম শ্রাবয়ামাস তং যমম্। এবমেব ন সন্দেহো যাবজ্জীবং দুরাত্মবান্। পাপমেবাকরোদ্ ব্যাধো ধর্ম্মরাজস্তথাপ্যসৌ। শিবরাত্রিপ্রভাবেণ নীতঃ সর্ব্বেশসন্নিধিম্। ততোঽসৌ বিস্ময়াবিষ্টো বন্দিত্বা নন্দিনং যমঃ॥ দূতান্বিতো যযৌ গেহং স্বকীয়ং শিবভাবতঃ। এবমস্য প্রভাবং তে ব্রতস্য বরবর্ণিনি। অবোচং তব ভাবেন কিমন্যৎ কথয়ামি তে॥ তৎ শ্রুত্বা ভগবদ্বাক্যং বিস্মিতা হিমশৈলজা। প্রশশংস সদৈবৈতৎ শিবরাত্রিব্রতং মুদা। বান্ধবেভ্যোঽপ্যকথয়ৎ ব্রতমেতৎ পতিব্রতা। তৈশ্চাপি কথিতং পৃথ্ব্যাং রাজভ্যো ভক্তিভাবতঃ॥ এবমেতদ্ ব্রতং পৃথ্ব্যাং প্রকাশমুপাগতম্। ভূতেশ্বরাদিহ পরোঽস্তি ন পূজনীয়ো, নৈবাশ্বমেধসদৃশঃ

ক্রতুরস্তি লোকে। গঙ্গাসমং ত্রিভুবনে ন চ তীর্থমস্তি নান্যদ্‌ব্রতং হি শিবরাত্রিসমং তথাস্তি॥ ইতি শিবরহস্যীয়শিবরাত্রি ব্রতকথা সমাপ্তা।

অনন্তর দক্ষিণাও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে।

আলোকামাবস্যা ব্রত।

প্রথমত পুরোহিত শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমন পূর্ব্বক স্বস্তিবাচনাদি করিয়া ব্রতকারিণীকে সংকল্প করাইবেন। যথা,—

"বিষ্ণুর্নমোঽদ্য ভাদ্রে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে অমাবস্যায়াস্তিথাবারভ্য ষড়্‌বর্ষং যাবৎ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামা যথোক্তবিধিনালোকামাবস্যাব্রতমহং করিষ্যে।"

অতঃপর পুরোহিত সঙ্কল্প সূক্ত পাঠ করিয়া সামান্যার্ঘ্য এবং ন্যাসাদি করত গণেশাদি দেবতাগণের পূজা করত বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর যথাশক্তি পূজা করিবে (২৯২ পৃ দেখ)। অতঃপর ভোজ্য উৎসর্গ করিয়া কথা শ্রবণ করিবে।

ব্রত কথা।—তীর্থযাত্রাদিকং কৃত্বা নারদো মুনিসত্তমঃ। সর্ব্বানৃষীন্নমস্কৃত্য যমলোকং গতস্তদা। গত্বা যমালয়ং ঘোরমন্ধকারং নিরাশ্রয়ং। ভীতেন মনসা তত্র চিন্তয়ামাস নারদঃ॥ যাম্যং তমোময়ং ঘোরং স্থানং প্রাপ্য নরাধমাঃ। তিষ্ঠন্তি নরকে ঘোরে হতবিজ্ঞানচেতসঃ॥ কিমিদং জগতাং রূপং তদহং জ্ঞাতুমুৎসহে॥ ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা ব্রহ্মলোকং গতো মুনিঃ। ব্রহ্মণঃ স্থানমাসাদ্য স্তুতিং কর্ত্তুং সমুদ্যতঃ॥ নারদ উবাচ॥ নমো বিশ্বসৃজে তুভ্যং নমো বিশ্বোপকারিণে। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং কারণায় মহাত্মনে॥ শ্রুত্বা স্তোত্রং ততো ব্রহ্মা নারদং প্রত্যভাষত। ব্রহ্মোবাচ॥ কথমাগমনং বৎস কিং মাং পৃচ্ছসি নারদ। তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব মমাগ্রতঃ॥ নারদ উবাচ॥ যমদ্বারে মহাঘোরে অন্ধকারে নিরাশ্রয়ে। তৎ কথং তীর্য্যতে ব্রহ্মন্ তন্মে ব্রূহি পিতামহ॥ নরাশ্চ তত্র সীদন্তি পীড্যন্তে যমকিঙ্করৈঃ। তেষাং নিস্তারণং দেব কথং ভবতি তদ্বদ॥ ব্রহ্মোবাচ॥ শৃণু ত্বং পুত্র মদ্বাক্যং জগতাঞ্চ হিতং শুভং। অমাবস্যাব্রতঞ্চৈব ন কৃতং পাপকর্ম্মভিঃ। তেন কর্ম্মবিপাকেন প্রেতত্বমুপজায়তে॥ নারদ উবাচ॥ অমাবস্যাব্রতস্যাস্য কিং ফলং কস্য পূজনং। কদা বা ক্রিয়তে দেব বিধিং বিস্তার্য্য কথ্যতাং॥ ব্রহ্মোবাচ॥ ভাদ্রে মাস্যসিতে পক্ষে অমাবস্যা যদা ভবেৎ। শুভে কালে শুভে লগ্নে ব্রতং তত্র সমারভেৎ॥ অবিচ্ছিন্নশিখাদীপং মাসি মাসি প্রদাপয়েৎ।

তিলতৈলেনাব্দদ্বয়ং ঘৃতেনাব্দচতুষ্টয়ং ॥ ষষ্টিদণ্ডাত্মিকা যাবদমাবস্যা নিরন্তরং। প্রজ্বাল্য চ ততো দীপং তৈলেনৈব ঘৃতেন বা ॥ ষড়্ বর্ষঞ্চ বিধানেন যা করোতি পতিব্রতা। অন্ধকারং তমোযাম্যং তীর্য্যতে বান্ধবৈঃ সহ ॥ ধনধান্যসমাযুক্তা পুত্র-পৌত্রসমন্বিতা ॥ ইহ কীর্ত্তিসমাযুক্তা চান্তে যাতি হরেঃ পদং। অব্দদ্বয়মলবণং হবিষ্যেণ দ্বয়ন্তথা। ফলেনৈকন্তু কর্ত্তব্যমুপবাসৈঃ প্রতিষ্ঠয়েৎ॥ ব্রাহ্মণায় সুভোজ্যঞ্চ মাসি মাসি প্রদাপয়েৎ। সংপূর্ণে তু ব্রতে তত্র প্রতিষ্ঠা তদনন্তরং। প্রতিষ্ঠাসময়ে দেয়া দীপাঃ ষট্ চ যথাবিধি। লৌহযষ্টিসমাযুক্তা তাম্রাধার-সমন্বিতাঃ। জ্বালয়েদঘৃতপূরেণ রজতেন শলাকয়া। দদ্যাদ্‌ভোজ্যানি বিপ্রেভ্যো দানানি দ্বাদশ তথা ॥ তাম্রপাত্রে প্রতিষ্ঠাপ্য স্নানং বৈদিকমন্ত্রকৈঃ ॥ ততো মণ্ডলমধ্যস্থং পূজয়েদগন্ধপুষ্পকৈঃ। ধূপদীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্ব্বস্ত্রযজ্ঞোপবীত-কৈঃ॥ হোমং কুর্য্যাৎ স্বসূক্তেন বৈষ্ণবেন পুরোধসা। বিষ্ণবে ডল্লকং দদ্যাৎ নানাবস্তুপ্রপূরিতং॥ ব্রতমুদযাপয়েদ্যস্তু ব্রাহ্মণায় প্রবোধিনে॥ শক্তশ্চেদ্দক্ষিণাং দদ্যাৎ ব্রতোদ্‌যাপনকর্ম্মণি॥ অনেনৈব বিধানেন যা করোতি ব্রতং শুভং। অন্ধকারং ততোযাম্যং মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ। আত্ম-নশ্চ তদা ভর্ত্তুঃ শ্বশুরস্য পিতুস্তথা॥ পুত্রানামপি জামাতুর্দুহিতুস্তদনন্তরং। সম্বন্ধিনশ্চ ভৃত্যানাং তথৈবাশ্রমবাসিনাং॥ সর্ব্বং কুলং সমুদ্ধৃত্য সা গচ্ছতি হরেঃ পদম্ ॥ ইতি ভবিষ্যপুরাণোক্তালোকামাবস্যাব্রতকথা সমাপ্তা ॥

অনন্তর দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে।

কার্ত্তিকেয় পূজা বিধান।

ধান্যাঙ্কুরান্বিতে দেশে অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তদুপরি স্বর্ণ, রৌপ্য বা মৃন্ময় প্রতিমা স্থাপন করিয়া সায়ংসময়ে কৃতনিত্যক্রিয় পুরোহিত আচমন করিয়া স্বস্তি বাচন করত "সূর্য্যঃ সোমো" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিয়া ব্রতকারিণীকে সঙ্কল্প করাইবেন। যথা,—

"বিষ্ণুর্ন্মোহস্য কার্ত্তিকে মাসি তুলারাশিতো বৃশ্চিকরাশৌ রবের্ম্মহাবিষুব সংক্রান্ত্যাং অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী সৎপুত্রোৎ-পত্তিকামা গণপত্যাদি নানাদেবতাপূজাপূর্ব্বক কার্ত্তিকেয়পূজাকথাশ্রবণরূপ-কার্ত্তিকেয়ব্রতমহং করিষ্যে।"

তৎপর পুরোহিত সংকল্পসূক্ত পাঠ করিয়া অষ্টদলপদ্মোপরি পঞ্চশস্য ছড়াইয়া দিয়া তদুপরি ঘটস্থাপনপূর্ব্বক প্রতিমার চারিদিকে চারিটি তীর

নিম্নলিখিত মন্ত্রে আরোপণ করিবেন,—"ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী পুরুষঃ পুরুষঃ পরি এবানো দূর্ব্বে প্রতনু সহস্রেণ শতেন চ॥"

অতঃপর সামান্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি ও ভূতাপসারণ করিয়া গণেশ, শিবাদিপঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল ও মৎস্যাদি দশাবতারের পূজাপূর্ব্বক "বাং" এই বীজ দ্বারা অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া বাসুদেবের ধ্যান করিবে (২৯ পৃ দেখ)। পরে ঘটে আবাহন করিয়া "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ" এই মন্ত্রে বাসুদেবের পূজা করিয়া ব্রহ্মার পূজা করিবে। যথা,—"ওঁ" মন্ত্র দ্বারা অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া "ওঁ ব্রহ্মাণমমরশ্রেষ্ঠং শ্বেতহংসোপরি স্থিতং। কমণ্ডলুধরং রক্তং যজ্ঞসূত্রসমন্বিতং। সুভুজং সুপ্রভং দেবং চতুর্ব্বক্ত্রং কিরীটিনং। প্রসন্নং সৃষ্টিকর্ত্তারং মহাভাগং তপস্বিনং।" এই প্রকারে ধ্যান করিয়া আবাহন করত "ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ" বলিয়া পূজা করত "হৌঁ" বীজ দ্বারা অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া মহাদেবের ধ্যান করিবে। "ওঁ মহাদেবং মহাভাগং সদা ভস্মানুলেপনং। বৃষোপরিস্থিতং দেবং নাগযজ্ঞোপবীতিনং। ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরধরং চন্দ্রসূর্য্যাগ্নি-লোচনং। বরাভয়করং দেবং ভূতবেতালবেষ্টিতং॥" এইরূপ ধ্যান করিয়া আবাহন পূর্ব্বক "ওঁ মহাদেবায় নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিবে। পরে "হ্রাং অঙ্গু-ষ্ঠাভ্যাং নমঃ" এই ক্রমে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিয়া কাত্যায়নীর ধ্যান করিবে। যথা,—"ওঁ কাত্যায়নীং দশভুজাং মহিষাসুরমর্দ্দিনীং। সিংহোপরি স্থিতাং দেবীং ত্রিনেত্রাং বরদাং শুভাং॥" এইরূপ ধ্যান করিয়া "ওঁ হ্রীং কাত্যায়ন্যৈ নমঃ" এই মন্ত্রে কাত্যায়নীর যথাশক্তি উপচারে পূজা করিয়া লক্ষ্মীর ধ্যান করিবে। যথা,—"ওঁ তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং বিষ্ণোর্ব্বক্ষঃস্থলস্থিতাং প্রসন্নবদনাং দেবীং পীনোন্নতপয়োধরাং।" এই ধ্যান করিয়া "ওঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ" এই বলিয়া পূজা করত সরস্বতীর ধ্যান (২৮ পৃ দেখ) করিয়া "ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ" বলিয়া পূজা করিবে। অতঃপর গায়ত্রী পাঠ করত কজ্জল দ্বারা কার্ত্তিকেয় এবং ময়ূরের চক্ষুর্দ্দান করিয়া—"ওঁ আং হ্রীং ক্রোং ইত্যাদি মন্ত্রে (১৭ পৃ দেখ) প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। তৎপরে মাতৃকান্যাস ও পীঠন্যাস করিয়া পীঠশক্তির পূজা করিবে। যথা,—"ওঁ ধূম্রায় নমঃ। এইক্রমে "যক্ষায়, নাগায়, গজবক্ত্রায়, মহোরগায়, খগেন্দ্রায়, ময়ূরায়।"

অনন্তর "ওঁ" এই বীজ মন্ত্রে প্রাণায়াম ও "কাং হৃদয়ায় নমঃ" এইক্রমে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া কার্ত্তিকেয়ের ধ্যান করিবে। যথা,—

"ওঁ কার্ত্তিকেয়ং মহাভাগং ময়ূরোপরি সংস্থিতং। তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভং শক্তিহস্তং বরপ্রদং। দ্বিভুজং শক্রহন্তারং নানালঙ্কারভূষিতং। প্রসন্নবদনং দেবং কুমারং পুত্রদায়কম্।"

এইরূপ ধ্যান করত স্বীয় মস্তকে হস্তস্থ পুষ্প দিয়া মানসোপচারে পূজা করত বিশেষার্ঘ্য স্থাপন পূর্ব্বক পুনরায় ধ্যান করিয়া আবাহন করিবে। যথা—

"ওঁ কার্ত্তিকেয় মহাভাগ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ক। দেবসেনাপতে শ্রীমন্ সান্নিধ্যমিহ কল্পয়। কার্ত্তিকেয় সমাগচ্ছ স্বকীয়স্থানকাদিহ। পার্ব্বতীনন্দন তিষ্ঠ যাবৎ পূজাং করোম্যহং। কার্ত্তিকেয় ইহাগচ্ছাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ তিষ্ঠ অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।"

অতঃপর "ওঁ কার্ত্তিকেয়ায় নমঃ" এই মন্ত্রে ষোড়শোপচারে কার্ত্তিকেয়ের পূজা করিয়া যথাশক্তি জপ করতঃ "গুহ্যাতি গুহ্যগোপ্তা" ইত্যাদি মন্ত্রে (২০ পৃ দেখ) জপ সমর্পণ করিয়া প্রণাম করিবে। যথা,—

"ওঁ কার্ত্তিকেয় মহাভাগ দৈত্যদর্পনিসূদন। প্রণতোঽহং মহাবাহো নমস্তে শিখিবাহন। রুদ্রপুত্র নমস্তভ্যং শক্তিহস্ত বরপ্রদ। ষাণ্মাতুর মহাভাগ তারকান্তকর প্রভো। মহাতপস্বী ভগবান্ পিতুর্মাতুঃ প্রিয়ঃ সদা। দেবানাং যজ্ঞরক্ষার্থং জাতস্ত্বং গিরিশিখরে। শৈলাত্মজায়াং ভবতি তুভ্যং নিত্যং নমো নমঃ।"

অতঃপর "ওঁ ত্রিশূলায় নমঃ" এই মন্ত্রে ত্রিশূলের পূজা করিয়া "ওঁ শক্তিস্ত্বং সমরে নিত্যং দৈত্যানাং প্রাণনাশকঃ। রক্ষ মাং বন্ধুভিঃ সার্দ্ধং নশ্যন্ত্বাশু মমারয়ঃ।" ইহা বলিয়া নমস্কার করিবে।

পরে "ওঁ লৌহখড়্গায় নমঃ। ওঁ ধনুষে নমঃ।" বলিয়া পূজা করত "ওঁ নানাবিচিত্রচিত্রাঙ্গো গরুড়াঙ্গজনং তব। অনন্তশক্তিসংযুক্ত কালোহি ভক্ষকস্তব। ময়ূর ত্বং মহাভাগ অতস্ত্বাং সংস্মরাম্যহং।" এইরূপ ধ্যান করিয়া "ওঁ মনোজ্যোতিঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে ময়ূরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া আবাহন-পূর্ব্বক "ওঁ ময়ূরায় নমঃ" বলিয়া ময়ূরের পূজা করত নমস্কার করিবে। যথা,—

"ওঁ নমস্তে পতগশ্রেষ্ঠ সর্পান্তক নমোঽস্তু তে। সুপর্ণাজ নমস্তভ্যং ময়ূর শিখিনামক।"

অতঃপর "ওঁ সর্পায় নমঃ" বলিয়া সর্পের পূজা করত নমস্কার করিবে—

"ওঁ খগাস্তগ্রস্তং ভুজগং নমামি মহাখলং তং পরিণামদুর্ব্বহং। কদ্রোরপত্যং পরলং [illegible] নমামি সর্পং খগবক্ত্রমধ্যে।"

অনন্তর নিম্নলিখিত দেবতাগণের পূজা করিবে। যথা,—"ওঁ সমুদ্রায় নমঃ" এই ক্রমে—"ষষ্ঠ্যৈ, পার্ব্বত্যৈ, কৃত্তিকাগণেভ্যঃ, বিষ্ণবে, সূর্য্যায়, অগ্নয়ে, গৌর্য্যৈ, গঙ্গায়ৈ, কৌমার্য্যৈ, সাবিত্র্যৈ, লোকপালেভ্যঃ, নবগ্রহেভ্যঃ।"

অনন্তর পরদিবস প্রাতঃকালে পাদ্যাদিদ্বারা কার্ত্তিকেয়ের পূজা করিয়া "ওঁ কার্ত্তিকেয় ক্ষমস্ব" বলিয়া বিসর্জ্জন করিবে।

অতঃপর কথাশ্রবণ করিয়া দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে।

ব্রত কথা।—বসুদেবঃ সমায়াতং নারদং মুনিপুঙ্গবং। সংপূজ্য বিধিবদ্ভক্ত্যা পপ্রচ্ছ বিনয়ান্বিতঃ। বসুদেব উবাচ। দেবক্যাশ্চ সুতা জাতা যে যে কংসেন তে হতাঃ। অধুনাস্যাঃ কুমারশ্চ কেনোপায়েন রক্ষ্যতে। চিরজীবী ভবেৎ সাধো ব্রূহি মে যদি রোচতে। নারদ উবাচ। পুরাসীৎ সুভগো বিপ্রো ধার্ম্মিকশ্চ দৃঢ়ব্রতঃ। তস্যাসীদ্দক্ষিণা পত্নী ধর্ম্মজ্ঞা প্রিয়বাদিনী। দম্পতী পুত্রদুঃখেন দুঃখিতৌ তৌ বভূবতুঃ। ততশ্চ সুভগো বিপ্রো দুঃখিতঃ প্রযযৌ বনং। পত্যা সমাগমৎ সাপি দক্ষিণা সাশ্রুলোচনা। ফল-মূলানি ভুক্ত্বা তৌ প্রবর্ত্তত দিনত্রয়ং। ততো বিপ্রঃ সভার্য্যশ্চ স দদর্শ সরোবরং। তত্তীরেঽষ্টদলং পদ্মং নির্ম্মায় প্রতিমাং শুভাং। ধান্যাঙ্কুরান্বিতে দেশে প্রকুর্ব্বন্তি স্ত্রিয়ো ব্রতং। তাং দৃষ্ট্বা দক্ষিণা দেবী পপ্রচ্ছ বিনয়ান্বিতা। মাতরঃ কিং প্রকুর্ব্বন্তি তৎসর্ব্বং কথ্যতাং ময়ি। কার্ত্তিকেয়ব্রতমিতি প্রোচুস্তা হৃষ্টমানসাঃ। দক্ষিণা তদ্বচঃ শ্রুত্বা পুনঃ পপ্রচ্ছ সাদরং। কিং ফলং কিং বিধানঞ্চ কস্য বা পূজনং ততঃ। মাতরঃ কথ্যতাং সর্ব্বং ব্রতস্যাস্য বরস্ত্রিয়ঃ। স্ত্রিয় ঊচুঃ। বৃশ্চিকস্য তু সংক্রান্ত্যাং পুত্রকামা ব্রতঞ্চরেৎ। ধান্যাঙ্কুরান্বিতে দেশে গুণ্ডিকাভির্বিচিত্রিতে। তস্মিন্নষ্টদলে পদ্মে সৌবর্ণপ্রতিমাং শুভাং। রাজতীং তাম্রময়ীং বাপি মৃন্ময়ীং বা প্রযত্নতঃ॥ কার্ত্তিকেয়াকৃতিং সাধ্বি সমারোপ্য ঘটং তথা। গণেশং বাসুদেবঞ্চ মহেশ্বরমতঃপরং। গৌরীং লক্ষ্মীঞ্চ বাণীঞ্চ লোকপালান্নবগ্রহান্। ময়ূরঞ্চ সমভ্যর্চ্চ্য ধ্যায়েৎ স্কন্দং যথাবিধি। কার্ত্তিকেয়ং মহাভাগং ময়ূরোপরি সংস্থিতং। তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভং শক্তিহস্তং বরপ্রদং। দ্বিভুজং শত্রুহন্তারং নানালঙ্কারভূষিতং। প্রসন্নবদনং দেবং কুমারং পুত্রদায়কং। ধ্যাত্বৈবং পূজয়েদ্দেবং নৈবেদ্যৈঃ সুসমাহিতঃ। ধূপং দীপঞ্চ যত্নেন দদ্যাচ্চৈব শুভাননে। লৌহখড়্গঞ্চ যত্নেন মৌর্ব্বীঞ্চৈব গুণান্বিতাং। প্রহরে প্রহরে স্নানং কথাশ্রবণপূর্ব্বকং। সায়ংকালে সমারোপ্য প্রাতঃকালে বিসর্জ্জয়েৎ। বাদ্যঞ্চ বিবিধং কৃত্বা কার্ত্তিকেয়ং প্রপূজয়েৎ। গীতনৃত্যৈর্দ্দিনে তস্মিন্ন কিঞ্চিদ্

ভক্ষয়েৎ। বর্ষচতুষ্টয়ং কৃত্বা প্রতিষ্ঠা তদনন্তরং॥ সৌবর্ণীং রাজতীং চৈব তাম্রী-ঞ্চাপি বিশেষতঃ। লৌহশক্তিঞ্চ ভোজ্যানি ঋষিসংখ্যাপ্রমাণতঃ। দদ্যাদ্দেবায় যত্নেন ডল্লকানাং চতুষ্টয়ং॥ এতদ্ব্রতন্তু যা নারী করোতি ভক্তিতৎপরা। পুত্রপৌত্রান্বিতা ভূত্বা পরত্রেহ চ মোদতে। পুত্রদঃ কার্ত্তিকেয়ো বৈ নান্যো দেবঃ কদাচন। কৈবল্যদো যথা বিষ্ণুর্জ্ঞানদশ্চ যথা শিবঃ। আরোগ্যদো যথা সূর্য্যস্তথা স্কন্দশ্চ পুত্রদঃ। তাসান্তু বচনং শ্রুত্বা পত্যা সহ গৃহং যযৌ। চকার বিধিনা তেন দক্ষিণা ব্রতমুত্তমং। এতদ্ব্রতপ্রভাবেণ পুত্রপৌত্রান্বিতাভবৎ। সর্ব্বদাতিথিসংযুক্তা রূপসৌভাগ্যশালিনী। এতদ্ব্রতঞ্চ পরমং দুর্ল্লভং ভুবনত্রয়ে। এবমুক্ত্বা মুনীশশ্চ জগাম স্বাশ্রমং প্রতি। কৃত্বা ব্রতং দেবকী চ শ্রীকৃষ্ণমলভৎ সুতং। ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কার্ত্তিকেয়ব্রতকথা।

জলসংক্রান্তি ব্রত।

যথাসময়ে শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমন পূর্ব্বক স্বস্তিবাচন করিয়া "ওঁ সূর্য্যঃ সোমো" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত ব্রতকারিণীকে সংকল্প করাইবেন।

যথা,—"বিষ্ণুর্নমোঽদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামা গণপত্যাদি নানাদেবতা পূজাপূর্ব্বকং অদ্যারভ্য আগামিমহাবিষুবসংক্রান্তিং যাবৎ প্রতিমাসীয়-সংক্রান্ত্যাং যথোক্ত-বিধিনা জলসংক্রান্তিব্রতমহং করিষ্যে॥"

অনন্তর স্বশাখোক্ত সংকল্পসূক্ত পাঠ করাইয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক নিম্ন লিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে,—

"ইদং ব্রতং ময়া দেব গৃহীতং পুরতস্তব। নির্ব্বিঘ্নাং সিদ্ধিমাপ্নোতু ত্বৎ-প্রসাদাজ্জনার্দ্দন। গৃহীতেঽস্মিন্ ব্রতে দেব যদ্যপূর্ণে ত্বহং ম্রিয়ে। সাঙ্গং ভবতু তৎসর্ব্বং ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বর।"

অনন্তর পুরোহিত সামান্যার্ঘ্য ও আসনশুদ্ধি করিয়া অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করত গণেশের ও শিবাদি পঞ্চদেবতাগণের পূজা পূর্ব্বক ষোড়শোপচারে বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর পূজা করিবে (২৯২ পৃ দেখ)। তদনন্তর জলপূর্ণ ঘট ও ভোজ্যোৎসর্গ (২৮২ পৃ দেখ) করিবে।

ব্রতকথা।—ঋষিরুবাচ। শরতল্পগতং ভীষ্মং ধর্ম্মশাস্ত্রার্থকোবিদং। প্রণম্য শিরসা দেবং পপ্রচ্ছেদং যুধিষ্ঠিরঃ। যুধিষ্ঠির উবাচ। রূপবান্ জায়তে কেন ধর্ম্মবান্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। নানাবিধানি পাপানি সংমুচ্যেব বিশেষতঃ॥

সর্ব্বদা লভতে বারি যমলোকগতো নরঃ। নরকঞ্চ ন পশ্যেত্তু তন্মে ব্রূহি পিতামহ॥ ভীষ্ম উবাচ॥ আসীদ্ গুণবতী নাম্না গুণসারসমুদ্ভবা। সাধ্বী সর্ব্বগুণোপেতা পতিভক্তিপরায়ণা। শুভ্রৈকৈঃ শ্বেতপাতৈশ্চ মণ্ডয়ন্তী গৃহাঙ্গণং॥ একদা সা তু শালায়াং সহ ভর্ত্রা সমন্বিতা। বিষ্ণুনা সহ সংভূয় দিবি লক্ষ্মীর্যথা বসেৎ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ। সুভগে শৃণু বক্ষ্যামি ব্রতানাং ব্রতমুত্তমং। অত্রৈহ দদৃশে রম্যং জলসংক্রান্তিনামকং॥ যৎ কৃত্বা যোষিতঃ সর্ব্বা লভন্তে বৈষ্ণবং পদং। নরকঞ্চ ন পশ্যন্তি যমলোকে সুদুস্তরে॥ লভন্তে সর্ব্বদা বারি ত্রৈলোক্যে নাত্র সংশয়ঃ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। যদি তুষ্টোঽসি মে তাত বিধানং তস্য কথ্যতাং। কেন বা লভতে তচ্চ তন্মে নিগদ সত্তম॥* ভীষ্ম উবাচ। শুভে কালে শুভে লগ্নে সংপ্রাপ্তে বিষুবে শুভে। আরভেত ব্রতং তচ্চ ধর্ম্মকামফলপ্রদং। প্রাতঃস্নাতঃ শুচির্ভূত্বা পিধায় বস্ত্রমুত্তমং। নারায়ণঞ্চ সংপূজ্য সংকল্পং কারয়েদ্ব্রতী॥ পূজয়েদ্বাসুদেবঞ্চ সলক্ষ্মীকঞ্চ ভক্তিতঃ। দীপং দদ্যাদ্যথাশক্তি তৈলেনাথ ঘৃতেন বা। নৈবেদ্যেন চ গন্ধেন ধূপেন বিবিধেন চ। নারী বাপি নরো বাপি যঃ কুর্য্যাৎ প্রযতঃ শুচিঃ॥ পিতরঞ্চ সমুদ্ধৃত্য শ্বশুরঞ্চ বিশেষতঃ। বিষ্ণুসংক্রান্তিকঃ শ্রীকণ্ঠেনৈব সহ মোদতে। শচীব পুরুহূতস্য বশিষ্ঠারুন্ধতী যথা। শম্ভোঃ সতী যথা ভার্য্যা লক্ষ্মীর্লক্ষ্মীপতের্যথা॥ রূপসৌভাগ্যসংযুক্তস্বামিনা সহ মোদতে। পুত্রপৌত্রধনৈর্যুক্তা সতী সাধ্বী পতিব্রতা॥ ইত্যেতৎ কথিতং পুত্র বাৎসল্যেন ত্বয়ানঘ। মাসি মাসি চ যঃ কুর্য্যাৎ স যাতি বৈষ্ণবং পদং। জলপূর্ণঘটং দদ্যাৎ সভোজ্যং দক্ষিণান্বিতং। শ্রুত্বা কথাং বিধানেন বৎসরান্তে প্রতিষ্ঠয়েৎ। ব্রতান্তে বাসসাচ্ছাদ্য ঘটং বৈ তাম্রনির্ম্মিতং। ব্রাহ্মণায় প্রদদ্যাত্তু [illegible]মতদশেষতঃ। বিষ্ণুমুদ্দিশ্য হোমঞ্চ বিষ্ণুমন্ত্রেণ কারয়েৎ। অষ্টোত্তরশতং বাপি অষ্টাবিংশতিমেব বা॥ অশ্বত্থেন সমিদ্ভিশ্চ জুহুয়াৎ ভক্তিসংযুতঃ। সংপূর্ণে দক্ষিণাং দদ্যাৎ ব্রাহ্মণায় বিশেষতঃ॥ ভোজ্যং দদ্যাৎ যথাশক্তি যজ্ঞোপবীতসংযুতং। পায়সং বিষ্ণবে দদ্যাৎ সলক্ষ্মীকায় ভক্তিতঃ। অচ্ছিদ্রমবধার্য্যাথ বামদেব্যঞ্চ কীর্ত্তয়েৎ। শ্রীবিষ্ণুপ্রীতয়ে বিপ্রান্ ভোজয়েদ্ ঘৃতপায়সং। যা করোতি ব্রতঞ্চৈতজ্জলসংক্রান্তিনামকং। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তা চান্তে যাতি হরেঃ পুরং॥ যে শৃণ্বন্তি কথাং দিব্যাং শ্রদ্ধয়া চ যুধিষ্ঠির। নানাসুখমিহাস্থায় তে যান্তি পরমাং গতিম্॥—ইতি শ্রীভবিষ্যপুরাণে জলসংক্রান্তিব্রতকথা সমাপ্তা। অতঃপর দাক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবে।

দানসংক্রান্তি ব্রত।

এই ব্রত আচরণ কালে প্রতিসংক্রান্তিতে বিষ্ণুপ্রীতিকামনায় বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যদান করিতে হয়। যথা,—বৈশাখ মাসে সবস্ত্র জলপূর্ণকুম্ভ; জ্যৈষ্ঠমাসে ছত্র; আষাঢ়ে সচন্দন ব্যজন (পাখা), শ্রাবণে পদ্মাসন, ভাদ্রে জাতীপুষ্প; আশ্বিনে ঘৃতপাত্র; কার্ত্তিকমাসে তিলের লাড়ু, অগ্রহায়ণে চন্দন, পৌষ মাসে পট্টবস্ত্র; মাঘে তাম্বুল; ফাল্গুন মাসে রৌপ্য; চৈত্র মাসে স্বর্ণ ও সুগন্ধি পুষ্প। মহাবিষুবসংক্রান্তিতে আরম্ভ করিয়া একবৎসর পর্য্যন্ত প্রতি সংক্রান্তিতে ব্রতাচরণ করিয়া তৎপরবর্ত্তী মহাবিষুব সংক্রান্তিতে ব্রত প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। প্রতিষ্ঠার সময় সবৎসা ধেনু অভাবে বিংশতি কাহন কড়ি দান করিবে।

পূজা পদ্ধতি।—প্রথমত আসনোপবিষ্ট হইয়া স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক "ওঁ সূর্য্যঃ সোমো" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত সংকল্প করিবে। যথা,—

"বিষ্ণুর্নমোহস্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামা মহাবিষুবসংক্রান্ত্যামারভ্য সংবৎসরং যাবৎ প্রতিমাসীয়সংক্রান্ত্যাং লক্ষ্মীনারায়ণপূজাকথাশ্রবণরূপদানসংক্রান্তিব্রতমহং করিষ্যে॥"

অতঃপর সূক্তমন্ত্র পাঠ করিয়া সামান্যার্ঘ্য ও আসনশুদ্ধি করত গণেশাদি দেবতার পূজা করিয়া পূর্ব্ববৎ বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর পূজা করিবে (২৯২ পৃ দেখ)।

অতঃপর ভোজ্য (২৮২ পৃ দেখ) উৎসর্গ করিয়া নিম্নলিখিত প্রকারে দানীয় দ্রব্য উৎসর্গ করিবে। যথা,—

"অদ্যেত্যাদি—অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামা ইদং সবস্ত্রতৈজসাধারজলং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে॥"

জ্যৈষ্ঠাদি মাসে সেই সেই মাস ও "সবস্ত্র তৈজসাধারজলং" স্থলে সংক্রান্তি বিহিত দানীয় দ্রব্যের উল্লেখ করিবে।

ব্রতাচরণ বৎসরে মলমাস হইলে মলমাসীয় সংক্রান্তিতে দান করিবে না। অতঃপর কথাশ্রবণ করিবে।

ব্রত কথা।—নারদো নাম দেবর্ষির্জগাম বিষ্ণুমন্দিরং। তত্র দৃষ্ট্বা বাসুদেবং পপ্রচ্ছ মুনিসত্তমঃ॥ নারদ উবাচ। ব্রতেন কেন ভগবন্ নরাণাং পাপনাশনং। নারীণাং চৈব সৌভাগ্যং তন্মে ব্রূহি জনার্দ্দন। ভগবানুবাচ

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি ব্রতানাং ব্রতমুত্তমং। সর্ব্বপাপক্ষয়করং তথা দুঃখবিনাশনং। মহাবিষুবসংক্রান্ত্যামারভেদ্‌ ব্রতমুত্তমং। দানসংক্রান্তিনামাপি নরাণাং ভূতিদায়কং। নারীণাঞ্চৈব সৌভাগ্যং তথা পাপপ্রণাশনং। ধনং ধান্যং তথারোগ্যমবৈধব্যঞ্চ জায়তে। বিধানং শৃণু বক্ষ্যামি ব্রতস্য যাদৃশং ভবেৎ। বৈশাখে জলকুম্ভঞ্চ দদ্যাদ্বস্ত্রান্বিতং তথা। মধুসূদনমুদ্দিশ্য ব্রাহ্মণায় প্রদাপয়েৎ॥ বিষুপদ্যাং তথা জ্যৈষ্ঠে ছত্রং দদ্যাদ্দ্বিজাতয়ে। প্রাপ্নোতি পরমং স্থানং দেবানামপি দুর্ল্লভম্। আষাঢ়ে ব্যজনং দদ্যাচ্চন্দনেন সমন্বিতং। শ্রীনারায়ণমুদ্দিশ্য হরিসন্তোষকারকম্॥ দিব্যং বিমানমারুহ্য স যাতি ব্রহ্মণঃ পদং। পদ্মাসনং শ্রাবণে চ প্রদদ্যাদ্দক্ষিণায়নে। কৃষ্ণেণ বিষ্ণুরূপেণ নীয়তে ব্রহ্মণঃ পদম্। ভাদ্রে দদ্যাদ্বিষুপদ্যাং জাতীপুষ্পং দ্বিজাতয়ে। জাতীপুষ্পপ্রমাণেন স্বর্গলোকে মহীয়তে। আশ্বিনে ষড়শীত্যাঞ্চ প্রদদ্যাদ্‌ঘৃতভাজনং। সা সূর্য্যমণ্ডলে নিত্যং বসেদ্বা চন্দ্রমণ্ডলে। কার্ত্তিকে বিষুবে চৈব প্রদদ্যাত্তিলমোদকং। সা সর্ব্বকুলমুদ্ধৃত্য যাতি বৈ সুরমন্দিরং। মার্গশীর্ষে বিষুপদ্যাং গন্ধদানমুদাহৃতং। ব্রাহ্মণায় প্রদাতব্যং গন্ধর্ব্বদেবতাপ্রিয়ং। ষড়শীত্যাং তথা পৌষে পট্টবস্ত্রং হিমাগমে। দ্বিজায় চ প্রদাতব্যং লভতে সুখমুত্তমম্। উত্তরায়ণে মহাপুণ্যে মাঘে মাসি মহামুনে। যঃ প্রযচ্ছেত্তু তাম্বূলং ব্রাহ্মণায় বিশেষতঃ। দিব্যেনৈব বিমানেন ব্রজেদ্যম পুরে ধ্রুবং। ফাল্গুনে বিষুপদ্যাঞ্চ দদ্যাদ্রজতমুত্তমং। শ্রীনারায়ণমুদ্দিশ্য ব্রাহ্মণায় ততো হি সা। সপ্তকল্পং দিব্যদেহে বসেৎ শিবপুরে সদা। ষড়শীত্যাং তথা চৈত্রে স্বর্ণং দদ্যাদ্দ্বিজাতয়ে। সুগন্ধি কুসুমং দত্ত্বা মচ্ছরীরে বিশেদ্ধ্রুবং। সম্পূর্ণে বিষুবে সম্যক্ দানসংক্রান্তিকং ব্রতং। দত্ত্বা ধেনুং সবৎসাঞ্চ ব্রাহ্মণায় সুসংযতঃ। প্রতিষ্ঠাং চৈব যত্নেন কুর্য্যাৎ শুভদিনে তথা। সা সর্ব্বকুলমুদ্ধৃত্য ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ ইতি ব্রহ্মপুরাণোক্তদানসংক্রান্তিব্রতকথা॥

অতঃপর দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবে।

দধি-সংক্রান্তি ব্রত।

এই ব্রত উত্তরায়ণসংক্রান্তিতে আরম্ভ করত প্রতি সংক্রান্তিতে আচরণ করিয়া তৎপরবর্ত্তী উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে উদ্‌যাপন করিতে হয়। দধিদ্বারা বিষ্ণু ও লক্ষ্মীকে স্নান করাইবে এবং দধি ও ভোজ্য ব্রাহ্মণকে দান করিবে।

পুরোহিত প্রথমতঃ শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমন করত স্বস্তিবাচনাদি করিয়া ব্রতকর্ত্রীকে সংকল্প করাইবেন। যথা,—

"বিষ্ণুর্ন্মোঽদ্য পৌষে মাসি ধনুরাশিতো মকররাশৌ রবে রুত্তরায়ণ-সংক্রান্ত্যাং অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী শ্রীবিষ্ণু-প্রীতিকামা অদ্যারভ্য বর্ষৈকং যাবৎ প্রতি সংক্রান্ত্যাং ভবিষ্যপুরাণোক্তবিধিনা গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বকং সলক্ষ্মীক-বিষ্ণুপূজা-সভোজ্যদধিদান-তৎকথা-শ্রবণরূপ দধিসংক্রান্তিব্রতমহং করিষ্যে।"

অনন্তর সূক্ত পাঠ করিয়া "ইদং ব্রতং" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় পাঠ (২৮১ পৃ দেখ) করত পুরোহিত সামান্যার্ঘ্য ও আসনশুদ্ধ্যাদি করিয়া গণেশাদিদেবতাপূজাপূর্ব্বক বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর ষোড়শোপচারে পূজা (১৯২ পৃ দেখ) করিয়া সভোজ্য দধি উৎসর্গ করিবে। যথা,—প্রথমতঃ ভোজ্যাদি অর্চ্চনা করিয়া বাক্য করিবে।—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামা ইদং সভোজ্যাচ্ছাদনদধি বিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে।"

অতঃপর ভোজ্যোৎসর্গের দক্ষিণা করিয়া কথা শ্রবণ করিবে।

ব্রত কথা।—অগস্ত্য উবাচ। নৃণাং হৃদয়-সন্তাপং কর্ম্মণা কেন মাধব। ব্রতেন তপসা বাপি প্রয়াতি করুণাময়॥ কৃপাং কুরু সুরশ্রেষ্ঠ তন্মে ব্রূহি জনার্দ্দন॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ॥ এতদর্থে কথাং দিব্যাং শৃণু বক্ষ্যামি তে মুনে॥ ক্ষীরোদাব্ধৌ পুরা বিপ্র শেষপর্য্যঙ্কশায়িনঃ। অভবং তত্র মে লক্ষ্মীঃ পাদসম্বা-হিকাভবৎ॥ অথ তস্যোদধেস্তীরে গত্বা কাচন কন্যকা। রোদিতি স্মাতি-সন্তপ্তা বিলপ্য চ পুনঃপুনঃ॥ শোকেন সা মহাতার্থং মনস্তাপেন দুঃখিতা॥ তস্যাস্তথা রুদত্যাশ্চ দুঃখাদাকুলচেতসঃ। নিশম্য করুণং লক্ষ্মা বারি সুস্রাব চক্ষুষোঃ॥ তস্যাশ্চ নাং বারিবিন্দূনাং পতনঞ্চ মমোপরি। তেষাং স্পর্শাদহং নিদ্রাং মহর্ষে ত্যক্তবাংস্তদা॥ অবোচঞ্চ তদা লক্ষ্মীং কারুণ্যাদ্রবচেতসং। কস্মাৎ ত্বং রোদিষি শুভে কিন্তে শোকস্য কারণং। ইত্যুক্তা তু তদা লক্ষ্মীঃ প্রত্যুবাচাতিদুঃখিতা॥ শ্রীলক্ষ্মীরুবাচ॥ দেবস্য জলধেস্তীরে প্রত্যহং কাপি কন্যকা। রোদিত্যত্যন্তদুঃখার্ত্তা করুণঞ্চ বিলাপিনী। তস্যাস্তথাবিধাং বাচং নিশম্য মম বেগতঃ। সুস্রাব নেত্রজং বারি কারুণ্যান্মধুসূদন। মনুষ্যাণাং কথং দেব হৃত্তাপো নোপপদ্যতে। তন্মে ব্রূহি জগন্নাথ শ্রোতুং কৌতূহলং মম॥ দেব উবাচ। শৃণু প্রিয়ে প্রবক্ষ্যামি দধিসংক্রান্তিনামকং। ব্রতমস্তি মনুষ্যাণাং হৃত্তাপোপশমং ভবেৎ॥ শুভে কালে তু সংপ্রাপ্তে সংক্রান্তির্যা শুভা ভবেৎ। উত্তরায়ণসংক্রান্তির্বিশেষেণ প্রশস্যতে॥ তত্রারভ্য ব্রতঞ্চৈব কর্ত্তব্যং বৎসরাবধি। মাং ত্বয়া সহিতং দধ্না স্নাপয়িত্বা প্রযত্নতঃ॥ গন্ধাদি-

ভিশ্চ বিবিধৈরুপচারৈঃ সমর্চ্চয়েৎ। গব্যং দধি শুভং দেবি মম হস্তে প্রদাপয়েৎ। দধিভোজ্যং ব্রাহ্মণায় প্রদদ্যাৎ প্রযত্নেন চ। মাসি মাসি চ সংক্রান্ত্যাং দধিভোজ্যঞ্চ বৎসরং॥ প্রদত্ত্বাদ্বিপ্রমুখ্যায় হবিষ্যান্নং স্বয়ঞ্চরেৎ॥ সমাপ্তে তু ব্রতে দেবি গন্ধপুষ্পনিবেদনৈঃ। বস্ত্রযজ্ঞোপবীতাদ্যৈর্বিশেষেণ সমাচরেৎ। দ্বাদশ ব্রাহ্মণান ভক্ত্যা ভোজয়েৎ দধিভিঃ সহ॥ বিপ্রেভ্যো দক্ষিণাং দদ্যাৎ প্রতিষ্ঠার্থং ব্রতস্য চ। কুরুতে যো ব্রতং তস্য হস্তাপো নোপজায়তে॥ বৈধব্যদুঃখানিস্তার্য্যা ধনধান্যসমৃদ্ধিদং। দম্পত্যোঃ প্রীতিজননং সর্ব্বসৌখ্যবিবর্দ্ধনং। কর্ত্তব্যং পুরুষৈঃ স্ত্রীভির্ব্রতং মোক্ষকরং পরং। এবন্তে কথিতং দেবি ব্রতানাং ব্রতমুত্তমং॥ কথামেতাঞ্চ যে পুণ্যাং শৃণ্বন্তি শ্রদ্ধয়া নরাঃ। সর্ব্বদুঃখাদ্বিনির্ম্মুক্তাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥ ইতি ভবিষ্যপুরাণোক্তা দধিসংক্রান্তিব্রতকথা সম্পূর্ণা॥

অতঃপর দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবে।

অন্নসংক্রান্তি ব্রত।

এই ব্রত মহাবিষুব সংক্রান্তিতে গ্রহণ করিয়া এক বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি সংক্রান্তিতে ব্রতাচরণ করিয়া পুনরায় মহাবিষুব সংক্রান্তিতে উদ্‌যাপন করিতে হয়।

পূজাবিধি।—নিত্যক্রিয়া সমাধানান্তে পুরোহিত আসনোপবিষ্ট হইয়া আচমন করত স্বস্তিবাচনাদি করিয়া ব্রতচারিণীকে সংকল্প করাইবেন। যথা,—

"বিষ্ণুর্ন্মোঽদ্য চৈত্রে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ রবৌ মহাবিষুবসংক্রান্ত্যাং অদ্যারভ্য বর্ষৈকং যাবৎ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী সর্ব্বপাপক্ষয়পূর্ব্বকাক্ষয় স্বর্গাতুলধনধান্যৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তিকামা গণেশাদি নানা দেবতা পূজাপূর্ব্বকলক্ষ্মীনারায়ণপূজাতৎকথা শ্রবণরূপ অন্নদানকর্ম্মাহং করিষ্যে।"

এইরূপ সংকল্প করিয়া সংকল্প-সূক্ত পাঠ করত "ইদং ব্রতং ময়া দেব" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় (২৮১ পৃ দেখ) পাঠ করিবে। পরে পুরোহিত আসন শুদ্ধ্যাদি করিয়া গণেশাদি দেবতাগণের পূজাপূর্ব্বক ষোড়শোপচারে লক্ষ্মীনারায়ণের পূজা করিবে (২৯২ পৃ দেখ)।

অনন্তর কেশব, বলভদ্র, অনিরুদ্ধ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গা, যমুনা, দুর্গা,

বসু ও রুদ্র, ইহাঁদিগের পূজা করিবে। তৎপরে "ওঁ লক্ষ্মীত্বং সর্ব্বভূতানাং যথা বসতি নিত্যশঃ। স্থি।। ভ। সদা দেবি মম জন্মনি জন্মনি। সর্ব্বভূতহিতার্থায় যথা নারায়ণে স্থিরা। তথা ত্বং পাহি মাং দেবি লক্ষ্মীদেবি নমোঽস্তু তে।" বলিয়া লক্ষ্মীর নমস্কার করিবে। অতঃপর অন্নোৎসর্গ করিয়া কথা শুনিবে।

ব্রত কথা।—শতানীক উবাচ॥ অন্নদানস্য মাহাত্ম্যং ত্বয়া কথিতং পুরা। তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব মহামুনে॥ আপস্তম্ব উবাচ। শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি অন্নসংক্রান্তিনামকং। যৎ কৃত্বা যমলোকাদ্বৈ নরো গচ্ছেৎ পরং পদং॥ সূর্য্যবংশে চ বিখ্যাতো রাজা সেতুঃ প্রতাপবান্। শান্তদান্তক্ষমাযুক্তো জপহোম-পরায়ণঃ॥ যমদূতেন নীতঃ স জগাম যমমন্দিরং। তত্র গত্বা কচিদ্দেশে নরান্ নরকসংস্থিতান্। কৃতার্ত্তরাবাংস্তান্ দৃষ্ট্বা বিষাদমগমন্নৃপঃ॥ ক্ষুৎপিপাসা-র্দ্দিতো ভূত্বা দূতানাং শরণং গতঃ। নীয়মানঃ স্থিতঃ প্রেতঃ ক্ষুধার্ত্তঃ পরি-পীড়িতঃ। যমদূতা মহাত্মানঃ অন্নং মে দাতুমর্হত। অন্নাভাবে চ জন্তুনাং বিনাশো জায়তে যতঃ॥ তস্মাদন্নপ্রদানেন প্রাণান্ রক্ষতু মামকং। শ্রুত্বা নৃপস্য তদ্বাক্যং তমূচুর্যমকিঙ্করাঃ॥ অকৃতং তদ্ব্রতং ভূপ তেন চান্নং ন লভ্যতে। প্রার্থ্যমানং পুনশ্চান্নং যমদূতেন তাড়িতঃ॥ কৃতার্ত্তরাবো রাজেন্দ্রো যমস্য তু পুরং বিশেৎ। ক্ষুধয়া পীড়িতং দৃষ্ট্বা নৃপং প্রোবাচ দণ্ডকৃৎ॥ যম উবাচ॥ মাহোদীর্নৃপ তস্মাত্ত্বং বরং বৃণু শুভব্রতং। পুনর্যযাচে চান্নং মে দীয়তাং রবি-নন্দন॥ শ্রুত্বা নৃপস্য তদ্বাক্যং তমুবাচ ততো যমঃ। ত্বয়া তন্ন কৃতং পূর্ব্বং তেন চান্নং ন লভ্যতে॥ বৈষ্ণবং তদ্ব্রতং ভূপ কুরু গত্বা নিজাশ্রমং। ইদং কুরু মহারাজ তেন মোক্ষমবাপ্স্যসি॥ যমস্য বচনং শ্রুত্বা ততো গত্বা নিজাশ্রয়ং॥ ব্রতং কৃত্বা নৃপেন্দ্রস্তু ততো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ। শতানীক উবাচ। ব্রতং কেন প্রকারেণ কর্ত্তব্যং মুনিসত্তম। কিয়ৎকালঞ্চ তৎকার্য্যং বিধানং ব্রূহি মে প্রভো॥ আপস্তম্ব উবাচ॥ মহাবিষুবসংক্রান্ত্যামারভ্য বৎসরাবধি। প্রতি-মাসং ব্রতং কুর্য্যাৎ সংক্রান্ত্যামাদরান্বিতঃ॥ পূজয়েৎ বিষ্ণুলক্ষ্মীঞ্চ গন্ধপুষ্পাদি-ভির্যুতা। নৈবেদ্যং বিবিধং দদ্যাৎ ভক্তিতঃ ষড়্রসান্বিতম্। পূর্ণপাত্রান্বিতান্যেব বিবিধানি প্রদাপয়েৎ। নানোপকরণৈশ্চৈব যথাশক্তি প্রকল্পয়েৎ। এবং কৃতে ব্রতে শ্রেষ্ঠে পরিপূর্ণে চ বৎসরে। পুনর্বিষুবসংক্রান্ত্যাং প্রতিষ্ঠানং সমাচরেৎ। দদ্যাদ্দ্বাদশ দানানি যথাশক্ত্যথবা পুরা। সদক্ষিণানি ভোজ্যানি দদ্যাচ্চৈব দ্বিজাতয়ে॥ বিপ্রাণামাশিষং নীত্বা ততস্তান্ ভোজয়েন্মুদা। এবং শ্রেষ্ঠং ব্রতং কৃত্বা ব্রাহ্মণান্ পরিতোষ্য চ॥ নিবৃত্তিং প্রাপয়ামাস তৎপ্রসাদেন ভূমিপ। ইহ

ভুক্ত্বা বরান্ ভোগান্ পুত্রপৌত্রাদিভির্মুদা॥ অন্তে বিমানমারুহ্য বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥ ইতি ভবিষ্যপুরাণে অন্নসংক্রান্তিব্রতকথা সম্পূর্ণা॥

অতঃপর দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবে।

ফল-সংক্রান্তি ব্রত।

এই ব্রত মহাবিষুব সংক্রান্তিতে গ্রহণ করিয়া প্রতি সংক্রান্তিতে ব্রতাচরণ পূর্ব্বক পুনরায় মহাবিষুব সংক্রান্তিতে উদ্‌যাপন করিবে।

প্রতি সংক্রান্তিতে যে যে ফল দান করিতে হয় এবং তাহাতে কি ফল লাভ হইয়া থাকে তাহা লিখিত হইতেছে। যথা,—মহাবিষুব সংক্রান্তিতে সবস্ত্র সাধার নারিকেল ফল বিষ্ণুকে নিবেদন করিলে সর্ব্বপাপ নির্ম্মুক্ত হইয়া পুত্রপৌত্রাদির সহিত ইহলোকে নানা সুখ ভোগপূর্ব্বক অন্তে বিষ্ণুপুর লাভ হইয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে জাতিফল প্রদান করিলে পুত্রপৌত্রান্বিতা ও জীববৎসা হয়। আষাঢ় সংক্রান্তিতে এলাফল (এলাইচ) দান করিলে সৌভাগ্যযুক্তা ও বহু পুত্রিণী, শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে দাড়িম প্রদান করিলে সুন্দরী, ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে তালদান করিলে পুত্রবতী, আশ্বিন সংক্রান্তিতে কপিত্থ (কদ্‌বেল) প্রদান করিলে বহুপুত্রিণী, কার্ত্তিক সংক্রান্তিতে নাগরঙ্গ দানে জীববৎসা, সাধ্বী এবং অবন্ধ্যা, অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে গুবাক (সুপারি) দান করিলে সৌভাগ্য-বতী, সুরূপা ও বহুপুত্রিণী, পৌষ সংক্রান্তিতে হরিতকী দানে হংসযুক্ত রথে বৈকুণ্ঠে গমন, মাঘ মাসে বিষ্ণুকে কক্কোল (গন্ধ দ্রব্য বিশেষ) দানে সৌভাগ্য-বতী ও সপত্নী বিরহিতা, ফাল্গুনে শ্রীফল দানে সর্ব্বরত্নাঢ্যা ও বহুপুত্রবতী এবং চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে নবনী দানে নিরোগী হয় ও অন্তে স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। প্রতিষ্ঠাকালে ঐ সমস্ত ফলই দিতে হয়। বিষ্ণু উদ্দেশে এই সমস্ত ফল দান করা একান্ত কর্ত্তব্য।

পূজাপদ্ধতি।—পুরোহিত শুদ্ধাসনে উপবেশন করতঃ আচমন করিয়া স্বস্তিবাচনাদি করত সংকল্প করিবে।—"বিষ্ণুর্নমোহদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ রবের্মহাবিষুবসংক্রান্ত্যাং অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী শ্রীবিষ্ণু-প্রীতিকামা অদ্যারভ্য বর্ষৈকং যাবৎ প্রতি সংক্রান্ত্যাং গণপত্যাদি নানাদেবতা-পূজাপূর্ব্বক সলক্ষ্মী বাসুদেব পূজা নারিকেলাদি নানাফলদানতৎকথাশ্রবণরূপং ফলসংক্রান্তিব্রতমহং করিষ্যে।"

এইরূপে সংকল্প করাইয়া পুরোহিত স্বস্তিমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক আসন শুদ্ধ্যাদি কার্য্য সমাপনান্তে গণেশ, শিবাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ ও ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল ও মৎস্যাদি দশাবতারের পূজা করিয়া অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করত বাসুদেবের ধ্যান করিবে। যথা- "ওঁ বাসুদেবং চতুর্ব্বাহুং সলক্ষ্মীকং কিরীটিনং। শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণং পীতবাসসং তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভং গরুড়োপরি সংস্থিতম্। প্রসন্নবদনং দেবং বন্দে মুনিগণৈঃ স্তুতম্।" এইরূপে ধ্যান করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করত পুনরায় ধ্যান ও আবাহনাদি করিয়া "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিবে। অতঃপর করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিয়া লক্ষ্মীর ধ্যান করিবে। যথা,"-"ওঁ পাশাক্ষমালিকাম্ভোজসৃণিভির্যাম্যসৌম্যয়োঃ। পদ্মাসনস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্যমাতরং। গৌরবর্ণাং স্বরূপাঞ্চ সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাম্। রৌক্মপদ্মব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু।" অনন্তর ষোড়শোপচার দ্বারা লক্ষ্মীর পূজা করিয়া পরে স্তবপাঠ করিবে। যথা, "ওঁ ত্রৈলোক্যপূজিতে দেবি কমলে বিষ্ণুবল্লভে। যথা ত্বং সুস্থিরা কৃষ্ণে তথা ভব ময়ি স্থিরা॥ ঈশ্বরী কমলা লক্ষ্মীশ্চলা ভূতির্হরিপ্রিয়া। পদ্মা পদ্মালয়া সাক্ষাৎ উচ্চৈঃ শ্রীঃ পদ্মধারিণী॥ দ্বাদশৈতানি নামানি লক্ষ্মীং সম্পূজ্য যঃ পঠেৎ। স্থিরা লক্ষ্মীর্ভবেত্তস্য পুত্রদারাদিভিঃ সহ॥" অনন্তর প্রণাম করিয়া যথাবিহিত ফল দান করিয়া কথা শ্রবণ করিবে।

ব্রতকথা।—শরতল্পগতং ভীষ্মং ধর্ম্মশাস্ত্রার্থকোবিদম্। প্রণম্য শিরসা রাজা পপ্রচ্ছেদং যুধিষ্ঠিরঃ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। কর্ম্মণা কেন ভগবন্ দানেন তপসাপি বা॥ জীববৎসা ভবেন্নারী তস্মাচ্চ বহুপুত্রিণী। কথয়স্ব মহাভাগ সর্ব্বশাস্ত্রার্থকোবিদ॥ ভীষ্ম উবাচ। এতদর্থে কথাং দিব্যাং কথয়ামি সুবাঞ্ছিতাম্। বসুদেবস্য সংবাদং লোমশেন যথা পুরা। লোমশো নাম বিপ্রর্ষির্বসুদেবমুপাগমৎ। যথার্হং পূজিতস্তেন পাদার্ঘ্যাসনভোজনৈঃ। সুখোপবিষ্টং পপ্রচ্ছ সসাদরস্তুতং মুনিম্॥ বসুদেব উবাচ। ত্রিকালজ্ঞোঽসি বিপ্রর্ষে বেদজ্ঞোঽসি মহামুনে। এবং পৃচ্ছামি ভগবন্ কৃপয়া তদ্বদস্ব মে। এষা ধর্ম্মপরা নিত্যং পতিশুশ্রূষণে রতা। পতিব্রতানবদ্যাঙ্গী দেবকী মম গেহিনী। বহবোঽস্যাঃ সুতা নষ্টা ন বেদ্মি চাস্য কারণম্। পুনর্ন জায়তে কস্মাত্তন্মে কথয় সুব্রত। লোমশ উবাচ। বসুদেব শৃণুষ্বেমাং কথাং দিব্যাং পুরাতনীম্। নহুষস্য সতী নাম্নী মহিষী সুভলক্ষণা। তস্যা এবং বভুবাথ বশিষ্ঠং পৃষ্টবান্নৃপঃ। বশিষ্ঠ উবাচ। শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি নারী বন্ধ্যা ন জায়তে। ন ভবেন্মৃতবৎসা চ ইদং কেং কুরুতে

ব্রতম্। ফলসংক্রান্তিকং নাম ব্রতানাং ব্রতমুত্তমম্। মহাবিষুবসংক্রান্ত্যামারভ্য বৎসরাবধি। বিষ্ণুমভ্যর্চ্চয়েদর্কসংক্রান্ত্যাং প্রতিমাসকং। প্রাতঃ স্নাত্বা শুচি-র্ভূত্বা দম্ভমানবিবর্জ্জিতা। সলক্ষ্মীকং সুগন্ধাদ্যৈঃ পুষ্পৈরভ্যর্চ্চ্য কেশবম্। মহাবিষুবসংক্রান্ত্যাং নারিকেলফলং শুভং। সবস্ত্রং পাত্রসহিতং দত্ত্বা দেবায় বিষ্ণবে। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তা পুত্রপৌত্রসমন্বিতা। ইহৈব সুখমাপ্নোতি চান্তে বিষ্ণুপুরং ব্রজেৎ। বিষ্ণুপদ্যাং ততো জ্যৈষ্ঠে দদ্যাজ্জাতীফলং যদি। তেনৈব জায়তে পুত্রো জীববৎসা ভবেদপি। ষড়শীত্যাং তথাষাঢ়ে এলাফলমনুত্তমম্। দত্ত্বা চ বিষ্ণবে ভূয়াৎ সুভগা বহুপুত্রিণী॥ দক্ষিণায়নসংক্রান্ত্যাং দাড়িমং দীয়তে যদি। সুদতী চ ভবেন্নারী মাসি নভসি বিষ্ণবে। ভাদ্রে চ হরয়ে তালং দত্ত্বা পুত্রবতী ভবেৎ। কপিত্থমাশ্বিনে দত্ত্বা ভবেচ্চ বহুপুত্রিণী। কার্ত্তিকে নাগ-রঙ্গঞ্চ দত্ত্বা নারায়ণে যদি। জীববৎসা ভবেৎ সাধ্বী ন বন্ধ্যা জায়তে ক্বচিৎ। যা দদ্যাদ্বৃশ্চিকে পূগং বিষ্ণবে পরমাত্মনে। সা ভবেৎ সুভগা নারী সুরূপা বহুপুত্রিণী। দদ্যাদ্ধনুষি যা নারী হরয়ে চ হরীতকীম্। হংসযুক্তবিমানেন গচ্ছেৎ সা বৈষ্ণবং পুরম্। কর্কোলং মাঘমাসে চ বিষ্ণুমভ্যর্চ্চ্য যত্নতঃ। সা ভবেৎ সুভগা নিত্যং সপত্নীরহিতা মুদা। শ্রীফলং ফাল্গুনে মাসি দত্ত্বা নারায়ণে যদি। ভূর্লাভঃ সর্ব্বরত্নাঢ্যা বহুপুত্রবতী ভবেৎ। চৈত্রে চ নবনীং দত্ত্বা সলক্ষ্মীকায় বিষ্ণবে। স্বর্গলোকমবাপ্নোতি নির্ব্যাধিরপি জায়তে। পুনর্বিষুবসংক্রান্ত্যাং ফলং সর্ব্বং যথোচিতম্। প্রতিষ্ঠা বিধিবৎ কার্য্যা সমাপ্তে তু ব্রতোত্তমে। ব্রাহ্মণান্ ভোজ-য়েচ্ছক্ত্যা হোমঞ্চ কারয়েদপি। সুবর্ণং দক্ষিণাং দদ্যাৎ প্রতিষ্ঠার্থং ব্রতস্য চ। দদ্যাৎ দ্বাদশ দানানি বিষ্ণুমুদ্দিশ্য যত্নতঃ। করোতি যা মহাবুদ্ধে ন পুনর্দোষমাবিশেৎ। বশিষ্ঠঃ কারয়ামাস যাং রাজ্ঞীং ব্রতমুত্তমম্। তেন ব্রতপ্রভাবেন সা ভূতা বহু-পুত্রিণী॥ বসুদেব ত্বমপীত্থং স্বপত্নীং কারয় ব্রতং। চীর্ণব্রতায়াং দেবক্যাং পুত্রো-ঽভূজ্জগদীশ্বরঃ। ইত্যেতৎ কথিতং পার্থ ব্রতানাং ব্রতমুত্তমম্। যৎ কৃত্বা মুনিপত্নীভিঃ প্রাপ্তং বিষ্ণুনিকেতনং। যা করোতি ব্রতমেতৎ সুভগা বহুপুত্রিণী। বরশীলসমাযুক্তা সুভগা জীবপুত্রিকা। অন্তে যাতি পরং স্থানং শ্রীবিষ্ণোঃ পরমং পদম্। অভ্যর্চ্চ্য বিষ্ণোশ্চরণাব্জযুগ্মং ফলৈশ্চ তোয়ৈশ্চ তথোপব[illegible]। পুণ্যঞ্চ সংক্রান্তিতিথিঞ্চ লব্ধা লভেৎ সুতং তৎফলদানপুণ্যাৎ। ইতি ভবিষ্যপুরাণে [illegible]ফলসংক্রান্তিব্রতকথা॥

যমপুষ্করিণীব্রত।

পুরোহিত শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া অচমন করত স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক ব্রতকারিণীকে সংকল্প করাইবেন। যথা বিষ্ণুর্নমোঽদ্য কার্ত্তিকে মাসি তুলারাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ জলসংক্রান্ত্যাং অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী অন্তে নরক-নিবারণকারণক বিষ্ণুলোকগমনকামা অদ্যারভ্য চতুর্ব্বর্ষপর্য্যন্তং গণপত্যাদিনানাদেবতা-পূজাপূর্ব্বক যমরাজপূজা-তৎকথাশ্রবণরূপ-ভবিষ্যপুরাণোক্ত-যমপুষ্করিণীব্রতমহং করিষ্যে।" পরে" পুরোহিত সকল্প সূক্ত পাঠ করিয়া ঘট পুঁতিয়া তাহার মূলে গণেশাদি দেবতাগণের পূজা করিবে। তৎপরে চতুর্দ্দশ যমের প্রত্যেকের পূজা করিবে। ভেক, কচ্ছপ ও সর্পের পূজা করিয়া কথা শ্রবণ করিবে।

ব্রতকথা।—যুধিষ্ঠির উবাচ। অনায়াসেন যৎ কর্ম্ম শ্রোতুমিচ্ছামি সাম্প্রতম্। স্ত্রীণাঞ্চৈব বিশেষেণ কথয়স্ব পিতামহ। ভীষ্ম উবাচ। শৃণু তত্র নরশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ কথাং শুভাম্। কথয়ামি বিশেষেণ স্ত্রীণাঞ্চৈব শুভপ্রদম্। আসীত্ত্রেতাযুগে রাজন্ লক্ষে সপ্তদশাধিকম্। রাজা শান্তনবঃ খ্যাতঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগঃ। তস্য পত্নী চন্দ্ররেখা পূর্ণচন্দ্রনিভাননা। রূপযৌবনসম্পন্নেন্দীবরায়তলোচনা॥ ব্রতধর্ম্মাদিকং সর্ব্বং সা কন্যা চ পতিব্রতা। হরারাধনতৎপরা সর্ব্বতো হৃষ্টমানসা। যা করোতি পতিশুশ্রূষাং তথা পার্ব্বতীপূজনে। অশক্তা অন্যপূজা চ তথা নিত্যঞ্চ পূজনে। এবং ধর্ম্মরতা সাধ্বী কালে প্রাপ্তা মৃতাবতী। তামানেতুং ধর্ম্মরাজঃ কিঙ্করানাদিদেশ হ। মৃতা সা চন্দ্ররেখা তু পতিব্রতপরায়ণা। তমানীয় ততঃ শীঘ্রং বৈ গৃহীত্বা তথেপ্সিতম্। তমানেতুং ততঃ সর্ব্বে যমং হৃত্বা ভয়ঙ্করাঃ। যমদূতৈঃ সমানীতা দদর্শ পথি বিস্মিতা। কিঙ্করোমি ক্ব গচ্ছামি যমস্য সদনং গতাঃ। যমং দৃষ্ট্বা চন্দ্ররেখা তুষ্টাব বিনয়ান্বিতা। নমস্তে সর্ব্বভূতেশং সর্ব্বভূতহিতে রতং। প্রসন্নো ভব দেবেশ ধর্ম্মরাজ নমোঽস্তু তে। পতিব্রতা চন্দ্ররেখা পতিধর্ম্মপরায়ণা। প্রণম্য দণ্ডবদ্ভূমৌ বেপমানা মুহুর্ম্মুহুঃ। চন্দ্ররেখাবচঃ শ্রুত্বা যমঃ প্রোবাচ ধর্ম্মবিৎ। বরং বরয় সুশ্রোণি যত্তে মনসি বর্ত্ততে॥ চন্দ্ররেখা উবাচ। কেনোপায়েন দেবেশ নরকান্নিরবস্থিতান্। ন পশ্যামি যথা দেব তৎ কুরুষ্ব মহামতে॥ যম উবাচ। পতিব্রতে মহাভাগে চন্দ্ররেখে ব্রতং মম। কুরুষ্বেদং মহাপুণ্যং সর্ব্বকামফলপ্রদম্। যৎ কৃত্বা যোষিতঃ সর্ব্বাঃ পুত্রপৌত্রসমন্বিতাঃ। কৃতান্ত দিবি দেবত্বে গামিনা

স্বামিনা সহ। যমপুষ্করিণীব্রতং ভদ্রে ক্রিয়তাং ভক্তিভাবতঃ। তুলারাশিং গতে সূর্য্যে শুদ্ধকালে শুভে দিনে। অব্দচতুষ্টয়ে পূর্ণে প্রতিষ্ঠাং কারয়েদ্‌ব্রতী। নানাবিধসৌগন্ধাদ্যৈর্যোগানষ্টাধিবাসনম্। যমঃ সূর্য্যাত্মজস্থাপি কুর্য্যাত্তত্রাধিবাসনং। পাশহস্তং দণ্ডহস্তং রক্তলোচনমেব চ। যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ। বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ। ঔড়ুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে। বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ। পূজাং কৃত্বা বিধানেন যষ্ট্যারোপণমেব চ। ভেককচ্ছপনাগানাং যষ্টিমূলে প্রদাপয়েৎ। কাঞ্চনং রজতং বাপি বস্ত্রালঙ্কারমেব চ। শঙ্খকর্পূরসিন্দূরং তাম্বূলং ফলমৌষধম্। নানাফলানি দেয়ানি উপবীতঞ্চ দক্ষিণাং। প্রদদ্যাৎ কাঞ্চনীং ধেনুং নরকোত্তারণায় চ। চন্দ্ররেখা প্রকুর্ব্বীত স্ত্রীণাং যাতি যমালয়ম্॥ ভীষ্ম উবাচ। যমস্য বচনং কৃত্বা চন্দ্ররেখা মুদান্বিতা। কৃত্বা নিজগৃহং সোঽপি চকার ব্রতমুত্তমম্। যা নারী কুরুতে ভক্ত্যা উত্তমং ব্রতমেব চ। উৎপাদ্য পুত্রপৌত্রাংশ্চ অন্তে যাতি হরেঃ পদম্। ইতি ভবিষ্যপুরাণে যুধিষ্ঠিরভীষ্মসংবাদে যমপুষ্করিণীব্রতং।

অনন্তর দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে।

মঙ্গলসংক্রান্তি ব্রত।

মঙ্গল বার সমস্ত দিন সংক্রান্তি নিমিত্ত পুণ্যকাল হইলে, সেই দিন মঙ্গলসংক্রান্তি ব্রতানুষ্ঠান করিবে।

পুরোহিত স্বস্তিবাচনাদি করিয়া সংকল্পান্তে সূক্তপাঠাদি করত মঙ্গলচণ্ডীর যথাবিধি পূজা করিবে (মঙ্গল চণ্ডী ব্রত দেখ)।

এই ব্রতাচরণ করিলে নারীগণ সর্ব্বসৌভাগ্যশালিনী হইয়া থাকে। ইহার প্রতিষ্ঠাদি নাই। যখনই ঐরূপ মঙ্গলবার প্রাপ্ত হইবে। তখনই মঙ্গল চণ্ডীর পূজা করিবে।

সর্ব্বজয়াব্রত।

অগ্রহায়ণ মাস হইতে, কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত প্রতিমাসে নিম্নলিখিত দ্রব্য ব্রাহ্মণকে উৎসর্গ করিয়া দিবে, এবং ঐ সমস্ত দ্রব্য স্বয়ং ব্যবহার করিবে না। দ্রব্য যথা—অগ্রহায়ণমাসে শাক, পৌষমাসে লবণ, মাঘমাসে তৈল, ফাল্গুনমাসে গুবাক (সুপারি), চৈত্রে মাল্য ও পুষ্পাদি, বৈশাখে অন্ন (ভাত), জ্যৈষ্ঠে ধারায় জলপান, আষাঢ়ে দধি, শ্রাবণে বস্ত্র (পট্টবস্ত্র), ভাদ্রে চামর বা ব্যজন, আশ্বিনে ঘৃত, কার্ত্তিকে শয্যা ব্যবহার করিবে না।

পূজাবিধি।—পুরোহিত আসনোপবিষ্ট হইয়া আচমন করত স্বস্তিবাচনাদি করিয়া ব্রতকারিণীকে সংকল্প করাইবেন। যথা—

"বিষ্ণুর্নমোঽদ্য কার্ত্তিকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ বিষ্ণুপদীসংক্রান্ত্যামারভ্য আগামিবৃশ্চিকসংক্রান্তিং যাবৎ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী পুত্রপৌত্রাদ্যনবচ্ছিন্নসন্ততিপ্রাপ্তিকামা শিবলোকপ্রাপ্তিকামা বা ব্রহ্মপুরাণোক্তবিধিনা গণপত্যাদি নানাদেবতাপূজাপূর্ব্বকশিবদুর্গাপূজামার্গশীর্ষাদিদ্বাদশমাসিকশাকাদিদ্রব্যপরিত্যাগরূপং সর্ব্বজয়াব্রতমহং করিষ্যে।" এইপ্রকার সঙ্কল্প করিয়া সঙ্কল্পসূক্তাদি পাঠ করত কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে। যথা—

"ইদং ব্রতং ময়া দেবি গৃহীতং পুরতস্তব। নির্ব্বিঘ্নাং সিদ্ধিমাপ্নোতু ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বরি॥ গৃহীতেঽস্মিন্ ব্রতে দেবি যদ্যপূর্ণে ম্রিয়ে। পূর্ণং ভবতু তৎসর্ব্বং ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বরি॥"

অতঃপর পুরোহিত সামান্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধি ও ন্যাসাদি করিয়া, গণেশ, শিবাদিপঞ্চদেবতা, আদিত্যাদিনবগ্রহ, ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পাল, ইঁহাদের পূজা করিয়া "শাং হৃদয়ায় নমঃ" এই ক্রমে অঙ্গন্যাস করন্যাস করিয়া শিবের ধ্যান করিবে, যথা,—

"ওঁ মুক্তাপীত-পয়োদমৌক্তিকজবাবর্ণৈর্মুখৈঃ পঞ্চভিস্ত্র্যক্ষৈরঞ্চিতমীশমিন্দুমুকুটং পূর্ণেন্দুকোটিপ্রভং। শূলং টঙ্ককৃপাণবজ্রদহনান্নাগেন্দ্রঘণ্টাঙ্কুশান্ পাশং ভীতিহরং দধানমমিতাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং ভজে॥"

অনন্তর মানসোপচারে পূজা ও বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করত পুনরঙ্গন্যাস করন্যাস ও পুনরপি ধ্যান করিয়া "ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ" মন্ত্রে ষোড়শোপচারে শিবের পূজা করিয়া অর্ঘ্যদান করিবে। অর্ঘ্যদানের মন্ত্র যথা,—

ওঁ নমস্তে সর্ব্বদেবেশ শম্ভো পরমকারণ।
উময়া সহিতোঽস্মাকং গৃহাণার্ঘ্যং মহেশ্বর॥

অতঃপর "শাং হৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদি ক্রমে (অঙ্গন্যাস ক্রমে) ষড়ঙ্গপূজা করিবে। যথা,—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শিবায় নমঃ।" এই ক্রমে "মহেশ্বরায়, ত্র্যম্বকায়; কপর্দ্দিনে; চন্দ্রশেখরায়, দিগম্বরায়, পার্ব্বতীনাথায়," ইহাদিগের পূজা করিয়া শিবের অষ্টমূর্ত্তিপূজা (১০৩ পৃ দেখ) করিবে।

অতঃপর "হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ"—এইক্রমে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করত গৌরীর ধ্যান করিবে। যথা,—

"ওঁ দেবীমম্বুজলোচনাং শশিমুখীং পীনস্তনীং সুপ্রভাং, মধ্যে ক্ষীণতরামন-

র্যাস্তমতীং স্বর্ণৈঃ সুভালঙ্কৃতাং। বিংশত্যগ্রভুজাং ভজামি রুচিরৈর্বস্ত্রৈঃ সদা শোভিতাং, গৌরীং সিদ্ধসুরাসুরার্চ্চিতপদাং দারিদ্র্যবিদ্রাবণীম্ ॥”

এই প্রকার ধ্যান করিয়া মানস পূজা করত পুনঃ করাঙ্গন্যাস ও ধ্যান করত “ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ” এইমন্ত্রে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। অনন্তর অর্ঘ্য প্রদান করিবে। যথা,—

“ওঁ উমে দেবি মহাদেবি শম্ভোরর্দ্ধাঙ্গধারিণি। শিবে সর্ব্বে মহেশানি গৃহাণার্ঘ্যং মহেশ্বরি ॥”

উক্ত প্রকারে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া,—“রুক্মিণ্যৈ, সত্যভামায়ৈ, গঙ্গায়ৈ, যমুনায়ৈ, অর্পণায়ৈ, মানস্তোকায়ৈ, অপরাজিতায়ৈ, স্বাহায়ৈ, সরস্বত্যৈ, শিবায়ৈ, আদিত্যাদিনবগ্রহেভ্যঃ, ইন্দ্রাদিদিক্‌পালেভ্যঃ” ইহাদিগের পূজা করিয়া প্রাণায়াম ও করাঙ্গন্যাসাদি করত যথাশক্তি জপ করিয়া জপ সমর্পণ করত নমস্কার করিবে। অনন্তর কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক পাঠ করিবে।—

“ওঁ ময়া কৃতান্যনেকানি পাপানি হর পার্ব্বতি। ত্বৎপ্রসাদাদবিঘ্নেন মমাস্তু সফলং ব্রতম্। সর্ব্বদেবময়ীং দেবীং সর্ব্ববিঘ্নভয়াপহাং। ব্রহ্মেশবিষ্ণুনমিতাং প্রণমামি সদাশিবাম্ ॥”

অনন্তর. শিবদুর্গা-প্রীতিকামনায় সভোজ্য জলপূর্ণকুম্ভ (২৮২ পৃ দেখ) ও তত্তন্মাসীয় ত্যাজ্য দ্রব্য ব্রাহ্মণ-সম্প্রদানক বাক্যে উৎসর্গ করিয়া কথা শ্রবণ করিবে

ব্রত কথা।—কৈলাসশিখরে স্থিত্বা দেবী দেবমুবাচ হ। দেব্যুবাচ। ব্রতেন কেন দেবেশ নারী সর্ব্বজয়া ভবেৎ। ইতি দেবীবচঃ শ্রুত্বা মহেশ্বর-উবাচ তাম্। ঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি ব্রতানাং ব্রতমুত্তমং। যৎ কৃত্বা লভতে নারী সৌভাগ্যং বিজয়া ভবেৎ। ভগবন্তং সুখাসীনং পুনঃ পৃচ্ছতি শৈলজা। ব্রতেন কেন দেবেশ নারী সর্ব্বমনোরথং। সৌভাগ্যমতুলঞ্চাপি পুত্রপৌত্রাদিবর্দ্ধনং। নানাসুখসমাযুক্তং লভতে বৈষ্ণবং পদং। তদ্‌ব্রতং ব্রূহি দেবেশ ক্রিয়তে চ যথা প্রভো। শ্রীভগবানুবাচ ॥ অস্তি সর্ব্বজয়া নাম ব্রতানাং ব্রতমুত্তমং। তস্যানুষ্ঠানমাত্রেণ স্ত্রীণাং সর্ব্বমনোরথাঃ। লোকত্রয়হিতে যুক্তাঃ সিধ্যন্তীহ ন সংশয়ঃ ॥ কুরু ত্বং তদ্‌ব্রতং দেবি প্রচারায় মহীতলে ॥ দেব্যুবাচ ॥ প্রসন্নো যদি দেবেশ বিধানং তস্য কথ্যতাং। সুখেন যেন দেবেশ ক্রিয়তে ব্রতমুত্তমং ॥ শ্রীভগবানুবাচ ॥ সর্ব্বজয়াব্রতং বক্ষ্যে শৃণু দেবি সুশোভনে। নৈবদৃষ্টং ব্রতং দেবি যথা সর্ব্বজয়াব্রতং। তৎ কুরুষ

প্রযত্নেন যথা সর্ব্বজয়া ভবেৎ। মার্গশীর্ষে ত্যজেৎ শাকং পুণ্ডরীকাক্ষতাং লভেৎ॥ পৌষে তু লবণং ত্যক্ত্বা প্রিয়মাপ্নোত্যনুত্তমাং। মাঘে তৈলং পরিত্যজ্য গো-লক্ষদানজং ফলং। পূগন্তু ফাল্গুনে মাসি বাঞ্ছতে স্ত্রী পতিব্রতা। যাতি দিব্যবিমানেন সা ন যাতি যমালয়ং। চৈত্রে ত্যক্ত্বা মাল্যপুষ্পং যাতি সা পরমাং গতিং। ভক্তং ত্যক্ত্বা তু বৈশাখে যাতি বিষ্ণুপুরং মহৎ॥ জ্যৈষ্ঠে ধারাজলং ত্যক্ত্বা পুরন্দরপুরং বসেৎ। আষাঢ়ে দধি সংত্যজ্য বারুণং লোকমাপ্নুয়াৎ। বস্ত্রন্তু শ্রাবণে ত্যক্ত্বা প্রজাপতিপুরং বসেৎ। ভাদ্রে তু চামরং ত্যক্ত্বা ব্যজনঞ্চ বিশেষতঃ। যাতি দিব্যবিমানেন কৈলাসং সা পতিব্রতা। আশ্বিনে তু ঘৃতং ত্যক্ত্বা নারায়ণপুরং লভেৎ। শয্যান্তু কার্ত্তিকে ত্যক্ত্বা চন্দ্রলোকং ব্রজন্তি সা। এতানি ত্যক্তবস্তূনি মাসি মাসি দ্বিজাতয়ে। নানা সোপকৃতং ভোজ্যং দদ্যাৎ সৌখ্যমিহেচ্ছতী। সা কুলদ্বয়মুদ্ধৃত্য বিষ্ণোঃ সালোক্যমাপ্নুয়াৎ। পূর্ণে সংবৎসরে চৈব প্রতিষ্ঠা তদনন্তরং। সৌবর্ণং কারয়েচ্ছত্রং দেবীঞ্চ কনকাকৃতিং। দানং দ্বাদশকং ভক্ত্যা দদ্যাদ্বিপ্রায় শোভনে। মণ্ডলং সর্ব্বতোভদ্রং তত্র গৌরীশিবার্চ্চনং। হরগৌরী-স্বমন্ত্রাভ্যাং তিলহোমং সমাপয়েৎ॥ দানং দদ্যাৎ সুভোজ্যঞ্চ তোয়ং দদ্যাদ্ঘটান্বিতং। সর্ব্বং দ্বাদশকং দদ্যাদ্দক্ষিণাঞ্চ যথাবিধি। ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা তু স্বয়ং ভুঞ্জীত বাগ্যতা॥ ইতি ব্রহ্মপুরাণোক্তসর্ব্বজয়াব্রতকথা সমাপ্তা।

অতঃপর দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া ব্রত সমাপ্ত করিবে।

সোমবার ব্রত।

এই ব্রতানুষ্ঠানে প্রতি সোমবারে (অথবা শুক্ল পক্ষের প্রতি সোমবারে) উপবাসী থাকিয়া সায়ংকালে শিব ও দুর্গার পূজা করিতে হয়।

ব্রত পদ্ধতি।—প্রথমতঃ স্বস্তিবাচন করিয়া "ওঁ সূর্য্যঃ সোমো" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত পুরোহিত ব্রতকারিণীকে সঙ্কল্প করাইবেন,—"বিষ্ণুর্নমোঽদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকী দেবী শ্রীশিবদুর্গাপ্রীতিকামা গণপত্যাদি নানাদেবতাপূজাপূর্ব্বক শিবদুর্গা-পূজোপবাসতৎকথাশ্রবণরূপসোমবারব্রতমহং করিষ্যে।"

অনন্তর পুরোহিত সঙ্কল্পসূক্তাদি পাঠ করিয়া আসন শুদ্ধ্যাদি করণানন্তর গণেশাদি দেবতার-পূজা করিয়া যথাশক্তি শিবদুর্গাপূজা (৩৮৮ পৃ সর্ব্বজয়ার দেখ) করিয়া স্তুতি পাঠ করত নমস্কার করিয়া কথা শ্রবণ করিবে।

অথ কথা।—ব্রাহ্মণ উবাচ। সোমবারে বিশেষেণ প্রদোষাদিগুণৈর্যুতে। কেবলং বাপি যে কুর্য্যুঃ সোমবারে শিবার্চ্চনম্। ন তেষাং বিদ্যতে কিঞ্চিদিহামুত্র চ দুর্লভম্॥ উপোষিতঃ শুচির্ভূত্বা সোমবারে জিতেন্দ্রিয়ঃ। বৈদিকৈর্লৌকিকৈর্ব্বাপি বিধিবৎ পূজয়েচ্ছিবম্। ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বা কন্যা বাপি সভর্ত্তৃকা। বিভর্ত্তৃকা বা সংপূজ্য [illegible] মীপ্সিতম্। তত্রাহং কথয়িষ্যামি কথাং শ্রোত্র-মনোরমাম্। শ্রুত্বা শ্রুতবিয়ঃ শম্ভৌ ভক্তিং কুর্ব্বন্তু নিশ্চলাম্। আর্য্যাবর্ত্তে নৃপঃ কশ্চিদাসীদ্ধর্ম্মভৃতাং বরঃ। চিত্রকর্ম্মেতি বিখ্যাতো ধর্ম্মরাজো দুরাত্মনাম্। সোঽনুকূলঃ স্বপত্নীষু পুত্রমেকং ন লব্ধবান্। চিরেণ প্রার্থিতাং লেভে কন্যামেকাং মনোহরাম্। স চৈকদা জাতকলক্ষণজ্ঞানাহূয় সর্ব্বান্ দ্বিজমুখ্যবর্গান্। কুতূহলেনাপি নিবিষ্টচেতাঃ পপ্রচ্ছ তস্যা জননে বিচারম্॥ অথ তং প্রাবদৎ কোঽপি বহুজ্ঞো দ্বিজসত্তমঃ। এষা সীমন্তিনী মান্যা কন্যা তব মহীপতে। অথান্যোঽপি দ্বিজঃ প্রাহ ধৈর্য্যবানবিশঙ্কিতঃ। এষা চতুর্দ্দশে বর্ষে বৈধব্যং প্রতিপৎস্যতি। ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য বজ্রনির্ঘাতনিষ্ঠুরম্। মুহূর্ত্তমভবদ্রাজা চিন্তাব্যাকুলমানসঃ। সাপি সীমন্তিনী বালা ক্রমেণ গতশৈশবা। বৈধব্যমাত্মনো ভাবি শুশ্রাব চ সখীমুখাৎ। পরং নির্ব্বেদমাপন্না তদাকর্ণ্য শুচিস্মিতা। যাজ্ঞবল্ক্যমুনেঃ পত্নীং মৈত্রেয়ীং পর্য্যপৃচ্ছত। মাতস্তচ্চরণাম্ভোজং প্রপন্নাহং ভয়াকুলা। সৌভাগ্যবর্দ্ধনং কর্ম্ম মম শংসিতুমর্হসি। ইতি প্রপন্নাং নৃপতেঃ কন্যামাহ মুনেঃ সতী। শরণং ব্রজ তন্বঙ্গি পার্ব্বতীং শিবসংযুতাম্। সোমবারে শিবং গৌরীং পূজয়েৎ সুসমাহিতা। উপোষিতা বা সুস্নাতা বিরজাম্বরধারিণী। যতবাঙ্ নিশ্চলমতিঃ পূজাং কৃত্বা যথোচিতাম্। ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা চ শিবং সম্যক্ প্রসাদয়। পাপক্ষয়োঽভিষেকেণ সাম্রাজ্যং পীঠপূজনাৎ। সৌভাগ্যমখিলং সৌখ্যং গন্ধমাল্যাক্ষতার্চ্চনাৎ। ধূপদানেন সৌগন্ধ্যং কান্তির্দীপপ্রদানতঃ। নৈবেদ্যেন মহাভোগী লক্ষ্মীস্তাম্বূলদানতঃ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং নমস্কারঃ প্রসাধনম্। অষ্টৈশ্বর্য্যাদিসিদ্ধীনাং জপ এব হি সাধনম্॥ হোমেন সর্ব্বকামানাং সমৃদ্ধিরপি জায়তে। সর্ব্বেষামেব দেবানাং তুষ্টির্ব্রাহ্মণভোজনাৎ। ইত্থমারাধয় শিবং সোমবারে শিবামপি। প্রাপ্তা বিপত্তির্ব্বহুভি দুঃখৈর্ব্বা ন বিহস্যসে। ঘোরাৎ ঘোরং প্রপন্নাপি মহাক্লেশং ভয়ানকম্। শিবপূজাপ্রভাবেণ তরিষ্যসি মহাভয়ম্। ইত্থং সীমন্তিনী সম্যক্ তন্নিশম্য সতীমুখাৎ। যথৌ সাপি বরারোহা রাজপুত্রী তথাপি চ॥ ইতি স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মোত্তরখণ্ডে সোমবারব্রতকথা। অতঃপর দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবে।

তুলসীব্রত।

ভাদ্রমাসের রিক্তাদি বর্জ্জিত বিশুদ্ধ দিবসে অথবা বিষ্ণুপদী সংক্রান্তি দিনে এই ব্রতানুষ্ঠান করিয়া চারি বৎসর পর্য্যন্ত উক্ত দিবসে বিধানানুসারে ব্রত করিতে হয়।

পূজাবিধি।—প্রথমে পুরোহিত স্বস্তিবাচনাদি করিয়া ব্রতকারিণীকে সংকল্প করাইবেন। যথা,—"বিষ্ণুর্মোহস্য ভাদ্রে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী ধনধান্য-ধর্ম্মবৃদ্ধি-সৌভাগ্য-সুখ-সন্তত্যকাল-মৃত্যুনিবারণবিষ্ণুলোক-গমনকামা অদ্যারভ্য বর্ষচতুষ্টয়ং যাবৎ গণপত্যাদি নানা-দেবতাপূজাপূর্ব্বকতুলসী পূজা প্রতিভাদ্রমাসীয় ত্রিংশত্তিথ্যধিকরণক ঘৃতপ্রদীপদান-ভোজ্যোৎসর্গ-কথাশ্রবণরূপভবিষ্যপুরাণোক্তবিধিনা তুলসীব্রতমহং করিষ্যে।"

পরে পুরোহিত সংকল্প সূক্ত পাঠ করিয়া সামান্যার্ঘ্য ও আসনশুদ্ধি করিয়া গণপত্যাদি দেবতাগণের পূজা করিবেন। অনন্তর তুলসীর ধ্যান করিবেন। পরে নিম্নলিখিত রূপে আবাহন করিবেন। যথা,—"ওঁ আবাহয়াম্যহং দেবীং তুলসীং পাপনাশিনীং। প্রসন্না সুমুখী ভূত্বা সান্নিধ্যমিহ কল্পয়। তুলসী ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি রূপে আবাহন করিয়া যথাশক্তি উপচারে তুলসীর পূজা করিয়া স্তুতি পাঠ করিবেন। যথা—

"নমামি তুলসীং দেবীং ত্বাং বৈ পতিতপাবনীং। বিষ্ণুরূপধরাং নিত্যং সর্ব্বদেবেষু পূজিতাম্। নমস্তে জগতাং মাতস্তুলসি সুখমোক্ষদে। ত্বৎপ্রসা-দেন মে সর্ব্বং সিদ্ধিসৌভাগ্যবর্দ্ধনং।"

অনন্তর নমস্কার করিবে এবং একমাসকাল তুলসীবৃক্ষের নিম্নদেশে ঘৃত-প্রদীপ জ্বালাইবে ও যথাশক্তি ব্রাহ্মণভোজন এবং ভোজ্যদান করিয়া কথাশ্রবণ করিবে।

অথ কথা।—বৈশম্পায়ন উবাচ। বনবাসগতং পার্থং ধর্ম্মরাজং যুধিষ্ঠিরং। শ্রুত্বা যাতো মুনিশ্রেষ্ঠো মার্কণ্ডেয়ো মহামতিঃ। তং পূজিতং তেন রাজ্ঞা কথা-ভির্ম্মুনিপুঙ্গবং। পপ্রচ্ছ দ্রৌপদী সাধ্বী বিস্ময়াপন্নমানসা॥ দ্রৌপদ্যুবাচ। ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ লক্ষ্ম্যাঃ সৌভাগ্যকারণম্॥ ত্বামহং প্রষ্টুমিচ্ছামি কথ-য়স্ব মহামুনে। কেন ব্রতেন তপসা পরিতুষ্টো জনার্দ্দনঃ। যদি জানাসি ধর্ম্মজ্ঞ কারণং কথয়স্ব মে। একোঽস্তি মম সন্দেহো মানসং পরিগৃহ্যতাং। মহতাং সংশয়ো নাস্তি স্বেচ্ছয়া ত্বং কৃপান্বিতঃ। তদহং কৃপয়াচক্ষ্ব কারণং কাম্য সত্তমে। চিরজীবী ভব ত্বং স্যাং ত্রিকালদর্শি-সত্তমঃ। ইতি তদ্বচনং

শ্রুত্বা মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ। প্রত্যুবাচ মহাপ্রাজ্ঞো দ্রৌপদীং তাং তপস্বিনীম্। মার্কণ্ডেয় উবাচ। সৌভাগ্যকারণং লক্ষ্ম্যা যন্মাহং পরিপৃচ্ছসি। তদহং কথয়িষ্যামি শৃণু ত্বং সুসমাহিতা। তুলসীব্রতমাহাত্ম্যং ব্রতং চৈবং ময়া পুরা। চকার তদ্‌ব্রতং সাধ্বী ত্রিষু লোকেষু দুর্লভং। প্রভাবাত্তু ব্রতস্যাস্য পরিতুষ্টো জনার্দনঃ। বক্ষসি প্রদদৌ স্থানং প্রিয়ে পরময়া মুদা॥ দ্রৌপদ্যুবাচ। কীদৃশং তদ্‌ব্রতং কুত্র মাসি বা কুরুতে নরঃ। বিধানং কীদৃশং চাস্য মাহাত্ম্যং বদ চাচ্যুতং। তুলস্যাস্তু বিশেষেণ বদ সর্ব্বং মুনীশ্বর। সমর্থস্ত্বামৃতে নান্যস্তম্মাত্বং বক্তুমর্হসি॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। মাহাত্ম্যং তুলসীদেব্যাঃ শৃণু দ্রুপদপুত্রিকে। মত্তক্তঃ সংশয়ান্যস্য তব ভোগ্যো ভবিষ্যতি। তুলসীকাননং যত্র তত্র দেবো নিরঞ্জনঃ। তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি তত্র দেবা বসন্তি চ। তুলসীকাননং দৃষ্ট্বা প্রণমেদ্‌যস্তু মানুষঃ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ স্বর্গলোকে স মোদতে। স্পর্শনাৎ স্মরণাৎ ধ্যানাৎ তথা তদ্ভক্ষণাদপি। নরো মুক্তিমবাপ্নোতি কিমন্যচ্ছ্রোতুমর্হসি। সমাসাত্তব মাহাত্ম্যং তুলস্যাঃ কথিতং ময়া। নিত্যং বর্ষশতেনাপি কর্ত্তুং শক্নোতি যো নরঃ॥ দ্রৌপদ্যুবাচ। মাহাত্ম্যং তুলসীদেব্যা ব্রতং কিঞ্চিন্মৃকণ্ডজ। বিধানঞ্চ ব্রতস্যাস্য কৃপয়া কথয়স্ব মে। মার্কণ্ডেয় উবাচ। মাসি ভাদ্রপদে শুক্লে কালে রিক্তাদিবর্জ্জিতে। সংক্রান্ত্যাং বিষ্ণুপদ্যাঞ্চ শুচির্ভূত্বা যথাবিধি। গণেশাদীন্ সমভ্যর্চ্চ্য তুলসীং পূজয়েত্ততঃ। ঘৃতেন দীপং প্রজ্বাল্য সমুৎসৃজ্য চতুর্দ্দিনে। নবাৎ দিনেষু ত্রিংশংস্তু ষড়শীত্যা সমাগতঃ। ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ ভক্ত্যা ভোজ্যাংশ্চৈব প্রযত্নতঃ। পুষ্পচন্দনবাসোভিঃ সন্তোষ্য প্রীতয়ে দ্বিজান্। ইত্থং চতুর্ষু বর্ষেষু পূর্ণেষু সংক্রমেঽহনি। বস্ত্রসংখ্যাদিভির্দ্দেব্যাস্তস্যা ভূষণং চরেৎ। হোমং কুর্য্যাৎ প্রযত্নেন প্রতিষ্ঠাবিধিমাচরেৎ॥

ইতি ভবিষ্যপুরাণে তুলসীব্রতকথা সমাপ্তা।

অনন্তর দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবে।

শনৈশ্চর-ব্রত।

শ্রাবণ মাসের শনিবারে অশ্বত্থবৃক্ষ মূলে মৃন্ময় বেদী নির্ম্মাণ করিয়া তদুপরি ধনুকাকার মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তাহার উপরে কৃষ্ণলোহ-নির্ম্মিত মহিষারূঢ় দ্বিভুজ দণ্ড-পাশ-ধারী শনৈশ্চরমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া তাঁহার পূজা করিবে।

পূজাপদ্ধতি।—যথাকালে উপবিষ্ট হইয়া আচমন করিয়া স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক সংকল্প করিবে। যথা,—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে

পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা সর্ব্বরোগ-শনৈশ্চরপীড়া-নিরাস-বিঘ্ননিবারণকামঃ গণেশাদিদেবতাপূজাপূর্ব্বক-শনৈশ্চরপূজনকর্ম্মাহং করিষ্যে।" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া সূক্ত মন্ত্র পাঠ করত আসনশুদ্ধ্যাদি করিয়া গণেশাদিদেবতার পূজাপূর্ব্বক 'কুজায় নমঃ' বলিয়া পঞ্চামৃত দ্বারা 'শনৈশ্চরায়' বলিয়া শুদ্ধোদকদ্বারা স্নান করাইয়া ষোড়শোপচারে শনৈশ্চরের পূজা করিবে। যথা, "শাং হৃদয়ায় নমঃ" এইক্রমে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া "ওঁ সৌরাষ্ট্রং কাশ্যপং শূদ্রং সূর্য্যাস্যং চতুরঙ্গুলং। কৃষ্ণং কৃষ্ণাম্বরং গৃধ্রগতং সৌরিং চতুর্ভুজং। শরবাণবরশূলধনুর্হস্তং সমাহ্বয়েৎ। যমাধিদৈবতং দেবং প্রজাপতিপ্রত্যধিদৈবতং।' এই প্রকার ধ্যান করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া দেবতার আবাহন ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা (১০ পৃ দেখ) করত "ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং শনৈশ্চরায় নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিবে। পূজার উপচারদানে বিশেষ মন্ত্র যথা। "নীলায় নমঃ" বলিয়া আসন, "শ্বেতকণ্ঠায় নমঃ" বলিয়া পাদ্য, "নীলময়ূখায় নমঃ" অর্ঘ্য, "নীলোৎপলদলায়" বলিয়া আচমনীয়, "নীলদেহায়" বলিয়া স্নানীয়, "দীপ্যমানজটাধরায়" বলিয়া বস্ত্র, "পঙ্গুগাত্রায়" বলিয়া যজ্ঞোপবীত, 'স্থূল-রোম্ণে" বলিয়া অলঙ্কার, "নিত্যায়" বলিয়া গন্ধ, 'নিত্যধূর্ত্তায়' বলিয়া অক্ষত, "সদা তুষ্টায়" বলিয়া পুষ্প, "মন্দায়" বলিয়া ধূপ, 'নিস্পৃহায়' বলিয়া দীপ, "তামসায়" বলিয়া নৈবেদ্য, "নীলোৎপলায়" বলিয়া পুনঃ আচমনীয়, "কৃষ্ণবপুষে" বলিয়া করোদ্বর্ত্তন, "দীর্ঘদেহায়" বলিয়া তাম্বুল, "মন্দগতয়ে" বলিয়া দক্ষিণা দান, "জ্ঞান-নেত্রায়" বলিয়া প্রদক্ষিণ এবং "সূর্য্যপুত্রায়" বলিয়া নমস্কার করিবে। পূজা-নন্তর করযোড়ে নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা —"কোণস্থঃ পিঙ্গলো বভ্রুঃ কৃষ্ণো রৌদ্রান্তকো যমঃ। সৌরিঃ শনৈশ্চরো মন্দঃ পিপ্পলাদেন সংস্তুতঃ। এতানি শনিনামানি জপেদশ্বত্থসন্নিধৌ। শনৈশ্চরকৃতা পীড়া ন কদাচিদ্-ভবিষ্যতি।" তৎপরে যথাশক্তি জপাদি করিয়া অশ্বত্থ বৃক্ষকে সাতবার প্রদক্ষিণ করত নমস্কার করিবে। অতঃপর কথা শ্রবণ করিবে।

অথ কথা।—ঈশ্বর উবাচ। রঘুবংশেতি বিখ্যাতো রাজা দশরথঃ প্রভুঃ। বভূব চক্রবর্ত্তী চ সপ্তদ্বীপাধিপো বলী। কৃত্তিকান্তে শনির্যাতো দৈবজ্ঞৈর্জ্ঞাপিতো হি সঃ। রোহিণীং ভেদয়িত্বা তু শনির্যাস্যতি সাম্প্রতম্। শকটে ভেদিতে তেন সর্ব্বলোকভয়ঙ্করম্। দ্বাদশাব্দং তু দুর্ভিক্ষং ভবিষ্যতি সুদারুণম্। ইতি শ্রুত্বা তু তদ্বাক্যং মন্ত্রিভিঃ সহ পার্থিবঃ। মন্ত্রয়ামাস কিমিদং ভয়ঙ্করমুপস্থিতম্। দেশাশ্চ নগরগ্রামা ভয়ভীতাস্তদাভবন্। অব্রুবন্ সর্ব্ব-

গোকাশ্চ ক্ষয় এব সমাগতঃ। আকুলঞ্চ জগদ্দৃষ্ট্বা পৌরজানপদাদিকম্। পপ্রচ্ছ প্রয়তো রাজা বশিষ্ঠং মুনিসত্তমম্। সংবিধানং কিমন্যাস্তি বদ মাং দ্বিজসত্তম। বশিষ্ঠ উবাচ। দূরে প্রজানাং রক্ষা চ তস্মিন্ ভিন্নে কুতঃ প্রজাঃ। প্রাজাপত্যং স নক্ষত্রং শনির্যাস্যতি সাম্প্রতম্। মনো যোগমসাধ্যং তু ব্রহ্মশক্রাদিভিঃ সুরৈঃ। ততঃ সঞ্চিন্ত্য মনসা সাহসং কৃতবান্ নৃপঃ। সমাদায় ধনুর্দিব্যং দিব্যায়ুধসমন্বিতম্। রথমারুহ্য বেগেন গতো নক্ষত্রমণ্ডলম্। রোহিণীং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা রাজা দশরথস্তদা। রথে চ কাঞ্চনে দিব্যে মণিরত্নবিভূষিতে। হংসবর্ণৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহাকেতুসমন্বিতে। দীপ্যমানো মহারত্নৈঃ কেয়ূরমুকুটোজ্জ্বলৈঃ। ব্যরাজত মহাকাশে দ্বিতীয় ইব ভাস্করঃ। আকর্ণপূরিতে চাপে সংহারাস্ত্রং ন্যযোজয়ৎ। কৃত্তিকান্তে শনিঃ স্থিত্বা প্রবিশন্ কিল রোহিণীম্। দৃষ্ট্বা দশরথং চাগ্রে সরোষং ভ্রূকুটীমুখঃ॥ সংহারাস্ত্রঞ্চ তদ্দৃষ্ট্বা সুরাসুরভয়ঙ্করম্। হসিত্বা তদ্ভয়াৎ সৌরিরিদং বচনমব্রবীৎ। পৌরুষং তব রাজেন্দ্র পরং রিপুভয়ঙ্করম্। দেবাসুরমনুষ্যাশ্চ সিদ্ধবিদ্যাধরোরগাঃ। ময়া বিলোকিতা রাজন্ ভস্মসাচ্চ ভবন্তি তে। তুষ্টোঽহং তব রাজেন্দ্র তপসা পৌরুষেণ চ। বরং ব্রূহি প্রদাস্যামি যথেষ্টং রঘুনন্দন। সরিতঃ সাগরা যাবচ্চন্দ্রার্কৌ মেদিনী তথা। রোহিণীং ভেদয়িত্বা তু ন গন্তব্যং ত্বয়া শনে। যাচিতং তু ময়া সৌরে নান্যমিচ্ছাম্যহং বরম্। এবমস্তু শনিগ্রহঃ কৃতকৃত্যোঽভবন্ নৃপঃ। দ্বাদশাব্দং ন দুর্ভিক্ষং ভবিষ্যতি কদাচন॥ কীর্ত্তিরেষা মদীয়া চ ত্রৈলোক্যে তু ভবিষ্যতি। ততো বরং চ সংপ্রাপ্য হৃষ্টরোমা তু পার্থিবঃ। উপভস্থে ধনুস্ত্যক্ত্বা ভূত্বা চৈব কৃতাঞ্জলিঃ। ভক্ত্যা দশরথঃ স্তোত্রং সৌরিরিদমথাকরোৎ। দশরথ উবাচ। নমঃ কৃষ্ণায় নীলায় শিতিকণ্ঠনিভায় চ। নমঃ পুরুষগাত্রায় স্থূলরোম্নে নমো নমঃ। নমো নীলমণিগ্রীব নীলোৎপলনিভায় চ। নমো নিত্যং ক্ষুধার্ত্তায় হ্যতৃপ্তায় নমো নমঃ। নমঃ কালাগ্নিরূপায় কৃতান্তায় নমো নমঃ। নমো ঘোরায় রৌদ্রায় ভীষণায় করালিনে। নমস্তে সর্ব্বভক্ষায় বলীমুখ নমোঽস্তু তে। সূর্য্যপুত্র নমস্তেঽস্তু কাশ্যপায় নমো নমঃ। নমো মন্দগতে তুভ্যং কৃষ্ণবর্ণ নমোঽস্তু তে। তপসা দগ্ধদেহায় নিত্যং যোগরতায় চ। জ্ঞাননেত্র নমস্তেঽস্তু কশ্যপাত্মজসূনবে। তুষ্টো দদাসি রাজ্যং চ রুষ্টো হরসি তৎক্ষণাৎ। দেবাসুরমনুষ্যাশ্চ পশুপক্ষিমহোরগাঃ। ত্বয়া বিলোকিতাঃ সর্ব্বে দৈন্যমাশু ব্রজন্তি তে। শক্রাদয়ঃ সুরাঃ সর্ব্বে মুনয়ঃ সপ্ততারকাঃ। স্থানভ্রষ্টা ভবন্ত্যেতে ত্বয়া দৃষ্টিবিলোকিতাঃ। দেশাশ্চ নগরগ্রামা দ্বীপাশ্চৈব ক্রমাস্তথা। ত্বয়া বিলোকিতাশ্চৈব

বিনাশং যান্তি মূলতঃ। প্রসাদং কুরু মে সৌরে বরার্থং ত্বামুপাগতঃ। এবং স্তুতস্তদা সৌরিগ্রহরাজো মহাবলঃ। অব্রবীচ্চ শুভং বাক্যং হৃষ্টরোমা স ভাস্করিঃ। শনিরুবাচ। তুষ্টোঽহং তব রাজেন্দ্র স্তবেনানেন সুব্রত। দাস্যামি তে বরং ভদ্রং নিশ্চয়াৎ রঘুবংশজ। দশরথ উবাচ। অদ্য প্রভৃতি পিঙ্গাক্ষ পীড়া কার্য্যা ন তে মম॥ জগত্রয়ে ত্বয়া নাথ পীড়িতে দুঃখিতো জনঃ। তস্মাজ্জগত্রয়ং দেব রক্ষণীয়ং ত্বযানঘ। শনিরুবাচ। গ্রহাণামহমেকো হি মদধীনা গ্রহাঃ সদা। স্তবেন তব তুষ্টোঽহং পীড়াং ন চ করোম্যহং। জগত্রয়ং মহারাজ দুঃখিতং ন ভবেৎ সদা। দশরথ উবাচ। ভগবন কেন বিধিনা ত্বদীয়ারাধনং ভবেৎ। যেন তুষ্যসি পিঙ্গাক্ষ তৎসর্ব্বং বক্তুমর্হসি। শনৈশ্চর উবাচ। শ্রাবণে মন্দবারেষু দন্তধাবনপূর্ব্বকম্। স্নানং সুগন্ধতৈলেন নিত্যকর্ম্ম সমাচরেৎ। শুচির্ভূত্বা শমীবৃক্ষং গত্বা তত্রৈব পূজয়েৎ। তদভাবেঽথ রাজেন্দ্র গত্বাশ্বত্থং প্রপূজয়েৎ। তত্র সম্পূজ্য মাং রাজন্ গন্ধপুষ্পাক্ষতাদিভিঃ। ধূপৈর্দীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈস্তাম্বূলপ্রার্থনাদিভিঃ। বেষ্টয়েৎ সপ্তসূত্রৈশ্চ নমস্কারাংস্তথৈব চ। সপ্ত প্রদক্ষিণাঃ কৃত্বা শ্রুত্বা পুণ্যকথামিমাম্। এবংবিধাংস্ত্রয়স্ত্রিংশন্মন্দবারান্ কুরুষ মে। ততোঽন্তে শনিবারে চ কুর্য্যাদুদ্যাপনং শুভম্। আচার্য্যং বরয়েৎ তত্র শ্রোত্রিয়ং বেদপারগম্। সুবর্ণস্য শমীবৃক্ষং তদভাবে তু পিপ্পলম্। মদীয়াং প্রতিমাং কুর্য্যাল্লৌহীং মহিষসংযুতাম্। দ্বিভুজাং দীর্ঘদেহাঞ্চ দণ্ডপাশধরাং তথা॥ পিঙ্গাক্ষীং স্থূলদেহাঞ্চ শ্বেতগ্রীবাং ততোঽর্চ্চয়েৎ। কৃষ্ণপত্রে তথা সপ্ত কৃষ্ণবস্ত্রাণি বেষ্টয়েৎ। উপবীতাদিভির্দ্রব্যৈঃ পূর্ব্ববদেব মর্চ্চয়েৎ। শমগ্নিরিতি মন্ত্রেণ হুনেদষ্টাধিকং শতম্। কৃসরান্নং তদন্তে চ তেনৈব বলিমুদ্ধরেৎ। কৃষ্ণধেনুং সবৎসাঞ্চ দদ্যাদথ পয়স্বিনীম্। সপ্ত বিপ্রান্ সমভ্যর্চ্য গন্ধপুষ্পফলাদিভিঃ। বস্ত্রাণি দক্ষিণাঞ্চৈব যথাশক্ত্যা প্রদাপয়েৎ। তিলমাষবিমিশ্রান্নৈর্ভোজয়েৎ দ্বিজসত্তমান্। তেষাং গৃহ্যাশিষং পশ্চাদ্ভুঞ্জীয়াদ্বন্ধুভিঃ সহ। সবস্ত্রাং প্রতিমাঞ্চৈব আচার্য্যায় নিবেদয়েৎ। এবং কৃতেঽথ রাজেন্দ্র সর্ব্বাভীষ্টং দদাম্যহম্। ত্বয়া কৃতং পঠেৎ স্তোত্রং ভক্ত্যা চৈব কৃতাঞ্জলিঃ। সপ্তজন্মসু রাজেন্দ্র তস্যৈশ্বর্য্যং ভবিষ্যতি। পুত্রপৌত্রযুতো নিত্যং ততো মোক্ষমবাপ্স্যতি। তুষ্টোঽহং তস্য রাজেন্দ্র পীড়াং ন চ করোম্যহম্। গোচরে বাষ্টবর্গে বা বিষমে বা স্থিতোঽপ্যহম্। তুষ্টো রাজ্যপ্রদঃ সদ্যঃ ক্রুদ্ধো রাজ্যাপহারকঃ। জন্মস্থো দ্বাদশস্থো বা অষ্টমস্থোঽপি কুত্রচিৎ। শ্রাবণে মন্দবারেষু পূজিতোঽহং সুখপ্রদঃ। ব্রহ্মা শিবো হরিশ্চৈব মুনয়ঃ সনকাদয়ঃ।

লক্ষ্মীরুমা চ সাবিত্রী মুনিপত্ন্যশ্চ বৈ শুভাঃ॥ নৃপা অন্যে ময়া সর্ব্বে স্থানভ্রষ্টাশ্চ পীড়িতাঃ। দেশাশ্চ নগরগ্রামা গজোষ্ট্রাবথ বাজিনঃ। রৌদ্রদৃষ্ট্যা ময়া দৃষ্ট্যা নাশমায়ান্তি তৎক্ষণাৎ। অতো ময়া পীড়িতানাং মনুষ্যাণাং নরাধিপ। পরিহর্ত্তুং ন শক্তাশ্চ ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ। এতচ্ছ্রুত্বা শনের্ব্বাক্যং রাজা পরমহর্ষিতঃ। নত্বা প্রদক্ষিণীকৃত্য বরং প্রাপ্য পুরং যযৌ। গত্বা স্বনগরং রাজ্ঞা পূজিতো বৈ শনৈশ্চরঃ। শ্রাবণাদিষু বারেষু প্রসন্নোঽভূচ্ছনৈশ্চরঃ। পৃথ্বীপতিরভূদ্রাজা গ্রহরাজপ্রসাদতঃ। য ইমং প্রাতরুত্থায় সৌরিবারে সদার্চ্চয়েৎ। তস্যাভীষ্টপ্রদো মন্দো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ। স্ত্রিয়া বা পুরুষেণাপি কৃতং যেন শনিব্রতম্। স মুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যঃ সর্ব্বাভীষ্টং লভেৎ ক্ষণাৎ। ব্রাহ্মণো বেদসম্পূর্ণঃ ক্ষত্রিয়ো রাজ্যমাপ্নুয়াৎ বৈশ্যস্তু লভতে বিত্তং শূদ্রঃ সুখমবাপ্নুয়াৎ। কন্যার্থী লভতে কন্যাং পুত্রার্থী লভতে সুতম্। কামার্থী লভতে কামান্ মোক্ষার্থী লভতে গতিম্। মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো গ্রহলোকং স গচ্ছতি।

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে শনৈশ্চর ব্রতকথা।

অতঃপর দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবে।

হরিমঙ্গলব্রত।

পুরোহিত শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া স্বস্তিবাচনাদি করিয়া সঙ্কল্প করিবে।—“বিষ্ণুর্নমোঽদ্য বৈশাখে মাসি শুক্লে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী অমুককামা গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বক শ্রীহরিপূজারূপমঙ্গলবারব্রতমহং করিষ্যে।” পুরোহিত এইরূপ সংকল্প করাইয়া স্বয়ং সূক্তপাঠ করিয়া ঘটস্থাপন করিবেন (৫—৭ পৃ দেখ)। পরে আসনশুদ্ধ্যাদি করিয়া গণেশাদিদেবতাগণের পূজা করত ধ্যান (২৭৯ পৃ দেখ) করিয়া শ্রীহরিকে পূজা করিবেন এবং ব্রতকারিণীকে ডোর ধারণ করাইবেন। পরে ফলহস্তে করিয়া ঋণ পরিশোধার্থ স্তব ও কথা শ্রবণ করিবেন।

ব্রতকথা।—নারদ উবাচ। নারদঃ প্রাহ তত্ত্বজ্ঞো জ্ঞানবান্ স মহামতিঃ। প্রণম্য পার্ব্বতীং দেবীং সশ্রদ্ধঃ সুসমাহিতঃ। ন জীবতি সুতো যস্যা ন গর্ভ উপজায়তে। কস্মাদ্‌ব্রতাদ্ভবেন্নারী পুত্রপৌত্রসমন্বিতা। মাহেশ্বরি তদাচক্ষ্ব ব্রতানাং ব্রতমুত্তমম্। ভক্তিং গৃহাণ মে দেবি ধনধান্যপ্রদায়িনি। দেব্যুবাচ। বন্ধ্যা জনয়তে পুত্রং মৃতবৎসা তথৈব চ।” অচিরেণ পতিস্তস্যা নির্দ্ধনশ্চ ধনী ভবেৎ। অথ তাম্রময়েনৈব চাশক্তো মৃন্ময়েন বা। মঙ্গলপ্রতিমাং কৃত্বা পূজয়ে-

মঙ্গলে দিনে। শুক্লপট্টময়ং ডোরং রক্তচন্দনচর্চ্চিতম্॥ রক্তবর্ণং দৃঢ়ঞ্চৈব দ্বাদশগ্রন্থিসংযুতম্। সংপূজ্য মঙ্গলং বামে ভক্ত্যা ধার্য্যং সুডোরকম্। মঙ্গলায় নমস্তুভ্যং নমস্তে ঋণহারিণে। পুত্রপৌত্রপ্রদাত্রে চ মঙ্গলায় নমো নমঃ। মঙ্গলায় নমস্তুভ্যং নমস্তে ধনদায়িনে। বৃষ্টিকর্ত্রে চ হর্ত্রে চ মঙ্গলায় নমো নমঃ। মঙ্গলায় নমস্তুভ্যং নমস্তে দুঃখহারিণে। ভূমিপুত্রায় শুদ্ধায় চোগ্রায় চ নমো নমঃ। মঙ্গলায় নমস্তুভ্যং নমঃ পাটলচক্ষুষে। রক্তাম্বরায় দেবায় মঙ্গলায় নমো নমঃ। নমস্তে ভূমিপুত্রায় ঋণহর্ত্রে চ বৈ নমঃ। রক্তপুষ্পোপহারায় মঙ্গলায় নমো নমঃ। মঙ্গলায় নমস্তুভ্যং নমস্তে সুখদায়িনে। পুত্রপৌত্রধনৈশ্বর্য্যদায়িনে মঙ্গলায় বৈ। মঙ্গলায় নমস্তুভ্যং সিন্দূরারুণচক্ষুষে। লোহিতায় সমস্তায় মঙ্গলায় নমো নমঃ। মঙ্গলায় নমস্তুভ্যং নমস্তে ধনদায়িনে। লোহিতায় চ শান্তায় মঙ্গলায় নমো নমঃ। মঙ্গলাষ্টকমিদং পুণ্যং পূজয়েন্মঙ্গলে দিনে। সংবৎসরকৃতং কার্য্যং মঙ্গলস্য মহা-ফলম্। অনেনৈব বিধানেন পূজয়েন্মঙ্গলং প্রভুম্। ভবেন্নারী পুত্রবতী পতি-যুক্তা ভবেদ্ধনী। যাবৎ করোতি কল্যাণি ব্রতমেতন্মহোদয়ম্। তাবৎ কালং ভবেৎ সৌখ্যং সহ পত্যা ন সংশয়ঃ। রক্তপুষ্পৈশ্চ ধূপৈশ্চ পঞ্চোপচার-সংযুতৈঃ। নৈবেদ্যৈঃ পূজয়েদ্ভক্ত্যা মঙ্গলং সকলেষ্টদম্। কথিতং তে মুনিশ্রেষ্ঠ মঙ্গলস্য মহাব্রতম্। নোপবাসো ন যজ্ঞশ্চ ন চৈব হি ধনব্যয়ঃ। কথাশ্রবণ-মাত্রেণ ব্রতস্য লভতে ফলম্। ডোরকং দ্বাদশে মাসি নূতনঞ্চৈব কারয়েৎ। পুরাতনং জলমধ্যে প্রক্ষিপেচ্চ সুপূজিতম্। ব্রতমেতন্মহাভাগে কুরুতে যা পতিব্রতা। অপুত্রো লভতে পুত্রং নির্ধনী চ ধনং লভেৎ। পুত্রঞ্চ লভতে শূরং পণ্ডিতং সুচিরায়ুষম্। দুর্লভা বন্ধুবর্গানাং স্বামিনঃ সুভগা ভবেৎ। ব্রতানামুত্তমং প্রোক্তং মঙ্গলস্যার্চ্চনং মহৎ। দেবানাঞ্চ মনুষ্যাণাং সর্ব্বেষামপি দুর্লভম্।

ভবিষ্যপুরাণে দেবীনারদসংবাদে মঙ্গলবারব্রতকথা সমাপ্তা।

অতঃপর দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবে।

মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত।

জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রতি মঙ্গলবারে এই ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়। ষোলটি কাঁটালের পাতা, ষোলটি গুবাক, আম্র, তণ্ডুল, দূর্ব্বা ও ফল সমস্তই ষোলটি করিয়া দিতে হয়। ব্রতকারিণীগণ দেবী প্রসাদ চিপিটকাদি ভক্ষণ করিয়া সেই দিবস থাকিবেন।

পূজাবিধি।—পুরোহিত শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমন করত সঙ্কল্প করি

বেন। যথা,—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রায়া শ্রীঅমুকদেব্যা ধনধান্যসন্ততিপ্রাপ্তিকামনয়া গণপত্যাদি নানাদেবতাপূজাপূর্ব্বকং মঙ্গলচণ্ডিকাপূজনকর্ম্মাহং করিষ্যামি"। পরে সূক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া ঘটস্থাপন করিবে। শিবাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদিনবগ্রহ ও ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পাল, মৎস্যাদি দশাবতার প্রভৃতি দেবতাগণের পূজা করিয়া "হ্রীং" বীজ দ্বারা করাঙ্গন্যাস করিয়া চণ্ডীর ধ্যান করিবে। যথা—"ওঁ যৈষা ললিতকান্তাখ্যা দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা বরদাভয়হস্তা চ দ্বিভুজা গৌরদেহিকা। রক্তপদ্মাসনস্থা চ মুকুটোজ্জ্বলমণ্ডিতা। রক্তকৌশেয়বস্ত্রা চ সিতবস্ত্রা শুভাননা। নবযৌবনসম্পন্না চার্ব্বঙ্গী ললিতপ্রভা।" এইরূপ ধ্যান করিয়া হস্তস্থ পুষ্প নিজের মস্তকে দিয়া মানসোপচারে পূজাপূর্ব্বক পুনরায় ধ্যান করিয়া আবাহন করত "এতৎ পাদ্যং ওঁ হ্রীং মঙ্গলচণ্ডিকায়ৈ নমঃ" বলিয়া পূজা করিবে। অতঃপর "হ্রীং" মন্ত্রে প্রাণায়াম করত যথাশক্তি মন্ত্র জপ করত "ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং" ইত্যাদি মন্ত্রে জপ সমর্পণপূর্ব্বক ললিতকান্তা ও দিবাকরবাসিনীর পূজা করিয়া কথা শ্রবণ করিবে।

ব্রতকথা।—বনবাসগতো রাজা ধর্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ। ভ্রাতৃভিঃ সহিতৈঃ সর্ব্বৈর্নারদেন সমাবৃতঃ॥ যুধিষ্ঠিরং প্রতি নারদ উবাচ। আসীৎ সত্যযুগে রাজা অঙ্গো নাম মহাতপাঃ। তস্যাপি মহিষী নাম্নী সুনীথা সুব্রতাভবৎ॥ সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমাযুক্তশ্চাঙ্গদেশাধিপো নৃপঃ। অপত্যং নাস্তি তস্যাপি তদ্দুঃখেন চ দুঃখিতঃ॥ আস্তে সিংহাসনে রাজা পাত্রমিত্রৈঃসমন্বিতঃ। শৃণ্বানাকথাশ্চাপি মুনিভিশ্চ সমন্বিতঃ॥ এবং প্রশ্নোত্তি রাজাসৌ নারদস্তত্র আগতঃ। বীণাপাণিঃ স্বয়ং গায়ন্ কৃষ্ণগানং স তুম্বুরুঃ। জয়ো জয়েত্যস্ত শব্দেন রাজ্ঞে চাশীঃ কৃতা তদা। স চ রাজা মহাভাগো নারদঃ সমুপাগতম্॥ দৃষ্ট্বা তং পূজয়ামাস মধুপর্কাদিভিস্তথা। স্বাগতঞ্চ মহাবাহো দেবানামপি দুর্ল্লভম্॥ সর্ব্বং জানাসি বিপ্রর্ষে ভাগ্যেন সমুপাগতঃ। কিন্তু পৃচ্ছামি মদ্দুঃখং পুত্রো মে ন ভবেৎ কথম্॥ রাজ্ঞোঽপি তদ্বচঃ শ্রুত্বা নারদো মুনিসত্তমঃ। শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি যতস্তে মঙ্গলং ভবেৎ। জয়চণ্ডীং পূজয়স্ব ভার্য্যয়া সহিতঃ সদা। পূজিতা সা মহাভাগা তুভ্যং পুত্রং প্রদাস্যতি। নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা হৃষ্টো রাজা স ভার্য্যয়া। ভূয়ঃ পপ্রচ্ছ দেবর্ষিং ভক্তিভাবসমন্বিতঃ॥ রাজোবাচ। জয়চণ্ডী মহামায়া যা ত্বয়া কথিতা মম। তস্যাঃ পূজাং ন জানামি কথয়স্ব মহামুনে॥ ক আস্তে বাসরে কাপি তস্যাঃ পূজাং করিষ্যতি। কো মন্ত্রঃ কোবিধিশ্চাপি কিং দ্রব্যং

পূজনে ভবেৎ ॥ শ্রুত্বা চ নারদো বাক্যং রাজানং প্রতি চাব্রবীৎ ॥ নারদ উবাচ। এতদ্‌ব্রতং প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ সুসমাহিতঃ। জ্যৈষ্ঠে মাসি শুভে কালে ব্রতারম্ভঃ করিষ্যতি ॥ ভার্য্যয়া সহিতো রাজন্ বারে মঙ্গলসংজ্ঞক। বিশেষেণাপি নার্য্যাশ্চ ব্রতমেতৎ শুভপ্রদম্ ॥ নার্য্যো ব্রতং করিষ্যন্তি যাবৎ প্রাণস্য ধারণম্। দ্রব্যঞ্চাস্য প্রবক্ষ্যামি পূজাঙ্গানি বিশেষতঃ ॥ পনসস্য চ পত্রাণি গুবাকস্য ফলানি চ। আম্রতণ্ডুলদূর্ব্বাশ্চ সর্ব্বাঃ ষোড়শ ষোড়শ ॥ নানাবিধৈশ্চ পুষ্পৈশ্চ বস্ত্রযজ্ঞোপবীতকৈঃ। ধ্যানেন চাগমোক্তেন পূজয়েজ্জয়চণ্ডিকাম্ ॥ নৈবেদ্যঞ্চ ততো দদ্যাৎ তাম্বূলং ষড়্‌গুণান্বিতম্। প্রার্থয়েচ্চ ততো দেবীং নারী ভক্তিসমন্বিতা ॥ জয়চণ্ডি মহামায়ে ত্রৈলোক্যজননি শিবে। সিদ্ধিং কুরু মমাভীষ্টং নমস্তে হরবল্লভে ॥ পুত্রং দেহি ধনং দেহি ভাগ্যং মে দেহি সর্ব্বদা। ক্ষমস্বাপরাধং চ মে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ এবং স্তুত্বা ততো দেবীং নমস্কৃত্য পুনঃপুনঃ। ব্রতিগণং নমস্কৃত্য ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্ততঃ ॥ অন্নং বিপ্রায় দাতব্যং স্বয়ং ভুঞ্জীত নান্যথা। আম্রাণাং পনসানাঞ্চ সুপক্কানি ফলানি চ ॥ অথবা পৃথুলড্ডুকান্ ষড়্‌গুণান্ দধিমিশ্রিতান্। বিপ্রেভ্যো দক্ষিণাং দত্ত্বা তৎকালং শ্রাবয়েৎ কথাম্ ॥ নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা স রাজা হৃষ্টমানসঃ ॥ ভার্য্যাং প্রাহ বৃতং সর্ব্বং নারদেনেরিতং বচঃ ॥ সুনীথা প্রাঞ্জলিশ্চাপি রাজানং বাক্যমব্রবীৎ। এতদ্‌ব্রতং করিষ্যামি যদি চাজ্ঞা ভবেত্তব ॥ রাজা প্রাহ ততো ভার্য্যাং ক্রিয়তাং ব্রতমুত্তমম্। ভর্ত্তুরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য নারদস্য বচস্তদা। সুনীথা স্বামিসুভগা স্বকরোৎ ব্রতমুত্তমম্ ॥ ততো দেবর্ষিঃ প্রযযৌ নারদো মুনিসত্তমঃ ॥ আকাশং বিষ্ণুপদবীং তুম্বুরুসহিতস্তদা। বর্ষমেকং ব্রতং কৃত্বা গর্ভিণী সুনীথাভবৎ ॥ দশমাসে তু সম্পূর্ণে প্রসূতা পুত্রমুত্তমম্। দিনে দিনে স ববৃধে যথা শুক্লস্থ চন্দ্রমাঃ ॥ পুত্রজন্মনি রাজা চ বিপ্রায় প্রদদৌ ধনম্। ততো বেণ ইতি নাম চকার চ পুরোহিতঃ। কালেন কিয়তা চাপি রাজপুত্রো বিবর্দ্ধিতঃ। প্রজানাং কদনং চক্রে দোষাম্মাতামহস্য চ ॥ ততো নিবেদনং চক্রুঃ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ সমাহিতাঃ। অকরোত্তব বালোঽসাবস্মাকং কদনং মহৎ ॥ দিনে দিনে কুকর্ম্মত্বং শ্রুত্বা রাজা মহামনাঃ। অগমৎ বিপিনং রাজা মনস্তাপৈশ্চ তাপিতঃ ॥ মার্গয়ামাস রাজানং প্রজা দুঃখেন দুঃখিতা। রাজানং তঞ্চ নাসাদ্য পুরং যাতাঃ সমাহিতাঃ ॥ বেণমূচুশ্চ তং সর্ব্বে পাত্রমিত্রাদয়ো নৃপ। রাজপুত্র মহাবাহো প্রজাপালনতৎপর। তেষাঞ্চ বচনং শ্রুত্বা বেণঃ প্রাণসমাহিতঃ। অহং রাজা ভবিষ্যামি নাত্র কার্য্যবিচারণা। এবমুক্ত্বা ততো বেণঃ সিংহাসন-

মুপাবিশৎ। একদা মুনয়ঃ সর্ব্বে অভিষেকার্থমাগতাঃ। মুনীন্ দৃষ্ট্বা ততো বেণঃ সম্মানং নাকরোত্তদা। ততোঽপি মুনয়ঃ সর্ব্বে জগ্মুঃ স্বস্বাশ্রমং প্রতি। ততো বেণো দুরাত্মাভূৎ সন্ধ্যাদিপ্রতিষেধকঃ। ন দেবে ন গুরৌ ভক্তির্ব্রাহ্মণেঽপি তথাবিধৌ। ভূয়োঽপি মুনয়ঃ সর্ব্বে বিজ্ঞাপয়িতুমাগতাঃ। মুনয় ঊচুঃ। শৃণু রাজন্ মহাবাহো প্রজানাং কদনং কথম্। এবং শ্রুত্বা ততো বেণো মুনীন্ প্রোবাচ কোপিতঃ। যুষ্মাভির্ন শ্রুতং কিঞ্চিৎ সর্ব্বদেবসমো নৃপঃ। ততো ময্যেব তৎসর্ব্বং পূজনং সম্ভবেদিতি। বেণস্য বচনং শ্রুত্বা মুনয়ঃ কুপিতা ভৃশম্। হুঙ্কারেণৈব শব্দেন ভস্মীকৃত্য গতাস্তদা। দগ্ধং পুত্রং সমাসাদ্য বেণস্য জননী তদা। হা পুত্র পুত্র পুত্রেতি রুরোদ ব্যাকুলা ভৃশম্। বনং জগাম মৎস্বামী পুত্রো মে ব্রাহ্মণৈর্হতঃ। অভাগ্যাহং ক গচ্ছামি বিধিনা বঞ্চিতাপ্যহম্। এবং রুদিত্বা সস্মার জয়চণ্ডীং কৃপাময়ীম্। তুষ্টাব বেণজননী পুত্রশোকেন বিহ্বলা। চণ্ডিকে চণ্ডমথনি নিশুম্ভশুম্ভনাশিনি। মহ্যং দত্তস্ত্বয়া পুত্রো ব্রাহ্মণৈঃ সোঽস্য মে হতঃ। তস্যাশ্চ করুণং শ্রুত্বা পার্ব্বতী শঙ্করপ্রিয়া। উবাচ রাজজননীং পুত্রশোকেন কর্ষিতাম্। মা রোদীর্ব্বেণজননি তব পুত্রো ভবিষ্যতি। ভূয়োঽপি মুনয়ঃ সর্ব্বে তব পুত্রস্য কারণম্। আগমিষ্যন্তি মুনয়ঃ পুত্রং স্থাপয়িতুং ব্রতম্। আকাশবাণীং তাং শ্রুত্বা চিন্ময়ীং বিশদাং তদা। ততশ্চ বেণজননী পুত্রং নীত্বা ত্বরান্বিতা। ভর্জয়িত্বা তু তৈলেন সা পুত্রস্য শরীরকম্। সুনীথা স্থাপয়িত্বা চ স্থানে জনবিবর্জ্জিতে। জয়চণ্ড্যাশ্চ বচনং হৃদি কৃত্বা গৃহেঽবসৎ। অরাজকবশাত্তত্র প্রজা দুঃখপ্রপীড়িতা। প্রজানাং কদনং দৃষ্ট্বা মুনয়ো বহুদুঃখিতাঃ। আজগ্মু রাজনিলয়ং কমণ্ডলুজলান্বিতাঃ। বেণস্য জননীং প্রাহুঃ শৃণুষ্ব বচনং শুভম্। শরীরং তব পুত্রস্য বর্ত্ততে দীয়তাং বহিঃ। ঋষীণাং বচনং শ্রুত্বা সুনীথা হৃষ্টমানসা। আনয়ামাস তং পুত্রং ঋষিভ্যশ্চ তদা দদৌ। সুনীথা দগ্ধপুত্রস্য শরীরং মুনয় স্তদা। মমথুশ্চ কুশৈঃ পুষ্পৈঃ কমণ্ডলুজলৈস্তথা। শরীরাৎ প্রথমো তচ্চ যদেব পাপসংযুতম্। ততো দক্ষিণবাহোশ্চ পৃথুর্জ্জাতো মহাতপাঃ। সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নঃ সুনীথাশোকনাশনঃ। আজগাম মহারাজো বিষাদো নাত্র কস্যচিৎ। অভিষেকস্ততঃ কৃত্বা পৃথুরাজ্যে মহাবলম্। জগ্মুশ্চ মুনয়ঃ সর্ব্বে জয়শব্দসমন্বিতাঃ। গতশোকা সুনীথাপি জয়চণ্ডীপ্রসাদতঃ। পুত্রং প্রাপ্য মহাহৃষ্টা তাং দেবীং পূজয়েৎ সদা। ততো যুধিষ্ঠিরং প্রাহ নারদো মুনিসত্তমঃ। ত্বং বরস্ব মহারাজ দ্রৌপদীং শচিরাননাম্। তস্য ব্রতস্য করণাৎ সুপুত্রশ্চ ভবেদিতি। এবং ব্রতং যা

কুরুতে সা ভবেদ্ বহুপুত্রিণী। ইহ লোকে সুখং স্থিত্বা যাত্যন্তে চণ্ডিকালয়ম্॥

ইতি ভবিষ্যপুরাণে মঙ্গলচণ্ডিকাব্রতকথা সমাপ্তা॥

অনন্তর দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবে।

মঙ্গলবার ব্রত।

প্রতি মঙ্গলবারে অষ্টদলপদ্মোপরি রক্ততণ্ডুলপূর্ণ নূতন শরাবদ্বয় স্থাপন করত পুরোহিত আচমনপূর্ব্বক স্বস্তিবাচন করিয়া সঙ্কল্প করাইবেন। যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী ঝটিতি দীর্ঘায়ুঃপুত্রোৎপত্তিকামা গণেশাদিদেবতাপূজাপূর্ব্বক-মঙ্গলপূজাকথাশ্রবণরূপমঙ্গলবারব্রতমহং করিষ্যে।" এইরূপ সংকল্প করাইয়া পুরোহিত সূক্ত পাঠান্তে আসনশুদ্ধ্যাদি করিয়া গণেশাদিদেবতাগণের পূজা-পূর্ব্বক মঙ্গলের ধ্যান করিবে। যথা—"ওঁ রক্তমাল্যাম্বরধরং শূল-শক্তিসমন্বিতম্। গদাপদ্মধরং দেবং মেষরূপং বরপ্রদম্।" এই প্রকার ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা করত পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া আবাহনপূর্ব্বক "ওঁ মঙ্গলায় নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করত করবীর ও জবাপুষ্পদ্বারা অঞ্জলি দিয়া প্রণাম করিয়া "মঙ্গলায় নমস্তভ্যং নমস্তে ঋণহারিণে। পুত্রপৌত্রপ্রদাত্রে চ মঙ্গলায় নমোনমঃ॥" বলিয়া দ্বাদশ গ্রন্থিযুক্ত রক্তচন্দন চর্চ্চিত রক্তসূত্রের ডোরক বাম করে ধারণ করিবে। পরে ফলহস্ত হইয়া কথা শ্রবণ করিবে।

ব্রতকথা।—নারদ উবাচ। নারদঃ প্রাহ তত্ত্বজ্ঞো জ্ঞানবান্ স মহা-মতিঃ। প্রণম্য পার্ব্বতীং দেবীং সশ্রদ্ধঃ সুসমাহিতঃ। ন জীবতি সুতো যস্যা ন গর্ভ উপজায়তে। কস্মাদ্‌ব্রতাদ্‌ভবেন্নারী পুত্রপৌত্রসমন্বিতা। মহেশ্বরি তদাচক্ষ্ব ব্রতানাং ব্রতমুত্তমম্। ভক্তিং গৃহাণ মে দেবি ধনধান্যপ্রদায়িনি। দেব্যুবাচ। বন্ধ্যা জনয়তে পুত্রং মৃতবৎসা তথৈব চ। অচিরেণ পতিস্তস্যা নির্ধনশ্চ ধনী ভবেৎ। অথ তাম্রময়েনৈব চাশক্তৌ মৃন্ময়েন বা। মঙ্গলপ্রতিমাং কৃত্বা পূজয়েৎ মঙ্গলে দিনে। শুক্লপট্টময়ং ডোরং রক্তচন্দনচর্চ্চিতম্। রক্তবর্ণং দৃঢ়ঞ্চৈব দ্বাদশগ্রন্থিসংযুতম্। সম্পূজ্য মঙ্গলং বামে ভক্ত্যা ধার্য্যং সুডোরকম্। মঙ্গলায় নমস্তভ্যং নমস্তে ঋণহারিণে। পুত্রপৌত্রপ্রদাত্রে চ মঙ্গলায় নমো নমঃ। মঙ্গলায় নমস্তভ্যং নমস্তে ধনদায়িনে। বৃষ্টিকর্ত্রে দৌহিত্রে চ মঙ্গলায় নমো-নমঃ। মঙ্গলায় নমস্তভ্যং নমস্তে দুঃখহারিণে। ভূমিপুত্রায় শুদ্ধায় চোগ্রায় চ নমো নমঃ। মঙ্গলায় নমস্তভ্যং নমঃ পাটলচক্ষুষে। রক্তাম্বরায় দেবায় মঙ্গলায় নমো নমঃ। নমস্তে ভূমিপুত্রায় ঋণহর্ত্রে চ বৈ নমঃ। রক্তপুষ্পোপ-

হার্য্যায় মঙ্গলায় নমো নমঃ। মঙ্গলায় নমস্তভ্যং নমস্তে সুখদায়িনে। পুত্রপৌত্র-ধনৈশ্বর্য্যদায়িনে মঙ্গলায় বৈ। মঙ্গলায় নমস্তভ্যং সিন্দূরারুণচক্ষুষে। লোহিতায় সমস্তায় মঙ্গলায় নমো নমঃ। মঙ্গলায় নমস্তভ্যং নমস্তে ধনদায়িনে। লোহিতায় চ শান্তায় মঙ্গলায় নমো নমঃ। মঙ্গলাষ্টকমিদং পুণ্যং পূজয়েন্মঙ্গলে দিনে॥ সংবৎসরকৃতং কার্য্যং মঙ্গলস্য মহাফলম্। অনেনৈব বিধানেন পূজয়েন্মঙ্গলং প্রভুম্। ভবেন্নারী পুত্রবতী পতিস্তস্যা ভবেদ্ধনী। যাবৎ করোতি কল্যাণী ব্রতমেতন্মহোদয়ম্। তাবৎ কালং ভবেৎ সৌখ্যং সহ পত্যা ন সংশয়ঃ। রক্ত-পুষ্পৈশ্চ ধূপৈশ্চ পঞ্চোপচারসংযুতৈঃ। নৈবেদ্যৈঃ পূজয়েদ্ভক্ত্যা মঙ্গলং সকলে-ষ্টদম্। কথিতং তে মুনিশ্রেষ্ঠ মঙ্গলস্য মহাব্রতম্। নোপবাসো ন যজ্ঞশ্চ ন চৈবহি ধনব্যয়ঃ। কথা-শ্রবণমাত্রেণ ব্রতস্য লভতে ফলম্। ডোরকং দ্বাদশে মাসি নূতনঞ্চৈব কারয়েৎ। পুরাতনং জলমধ্যে প্রক্ষিপেচ্চ সুপূজিতম্। ব্রতমে-তন্মহাভাগ কুরুতে যা পতিব্রতা। অপুত্রো লভতে পুত্রং নির্দ্ধনশ্চ ধনং লভেৎ। পুত্রঞ্চ লভতে শূরং পণ্ডিতং সুচিরায়ুষম্। দুর্লভা বন্ধুবর্গাণাং স্বামিনঃ সুভগা ভবেৎ। ব্রতানামুত্তমং প্রোক্তং মঙ্গলস্যার্চ্চনং মহৎ। দেবানাঞ্চ মনুষ্যাণাং সর্ব্বেষামপি দুর্লভম্॥ ইতি মঙ্গলবারব্রতকথা সমাপ্তা॥

অতঃপর দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে।

নিত্য-ষষ্ঠী ব্রত।

প্রতি মাসের শুক্লপক্ষীয় ষষ্ঠী তিথিতে এই ব্রতানুষ্ঠান করিয়া একবৎসর পর্য্যন্ত ব্রতাচরণ করিতে হয়।

ব্রতবিধি।—শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া পুরোহিত আচমন করিয়া স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক সংকল্প করাইবেন। যথা,—"বিষ্ণুর্নমোঽদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে ষষ্ঠ্যাস্তিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকদেবী গণপত্যাদিদেবতাপূজাপূর্ব্বক ষষ্ঠীপূজা-তৎকথাশ্রবণরূপ নিত্যষষ্ঠীব্রতকর্ম্মাহং করিষ্যে।"

এইরূপ সঙ্কল্প করাইয়া পুরোহিত সূক্তপাঠ করত গণেশাদিদেবতাগণের পূজা করিয়া ষষ্ঠীপূজা করিবে। যথা,—

"হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ" এইক্রমে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া ষষ্ঠীর ধ্যান করিবে,—"ওঁ ষষ্ঠাংশাং প্রকৃতেঃ শুদ্ধাং সুপ্রতিষ্ঠাঞ্চ সুপ্রভাম্। সুপুত্রদাঞ্চ শুভদাং দয়ারূপাং জগৎপ্রসূম্। শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং রত্ন-ভূষণভূষিতাম্। পবিত্ররূপাং পরমাং দেবসেনামহং ভজে॥"

এইরূপ ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজাপূর্ব্বক পুনরায় ধ্যান ও আবা

হনাদি করত—"ওঁ হ্রীং ষষ্ঠ্যৈ নমঃ" এই মন্ত্রে যথাশক্তি উপচারে পূজা করত নমস্কার করিয়া কথা শ্রবণ করিবে।

ব্রত কথা,—শ্রীনারায়ণ উবাচ। ষষ্ঠাংশা প্রকৃতের্যা চ সা চ ষষ্ঠী প্রকীর্ত্তিতা। তস্যাঃ পূজাবিধৌ ব্রহ্মন্ ইতিহাসমিমং শৃণু। রাজা প্রিয়ব্রতশ্চাসীৎ স্বায়ম্ভুবমনোঃ সুতঃ। যোগীন্দ্রো ন বরেন্ত্যার্য্যাং তপস্যাসু রতঃ সদা। ব্রহ্মাজ্ঞয়া চ যত্নেন কৃতদারো বভূব সঃ। সুচিরং কৃতদারশ্চ ন লেভে তনয়ং ততঃ। পুত্রেষ্টিযজ্ঞং তঞ্চাপি কারয়ামাস কশ্যপঃ। মালিন্যৈ তস্য কান্তায়ৈ মুনির্যজ্ঞচরুং দদৌ। ভুক্ত্বা চরুঞ্চ তস্যাশ্চ সদ্যো গর্ভো বভূব হ। দধার তঞ্চ সা দেবী দৈবং দ্বাদশবৎসরম্। ততঃ সুষাব সা ব্রহ্মন্ কুমারং কনকপ্রভম্। সর্ব্বাবয়বসম্পন্নং মৃতমুত্তানলোচনম্॥ শ্মশানঞ্চ যযৌ রাজা গৃহীত্বা বালকং মুনে। এতস্মিন্নন্তরে তত্র বিমানঞ্চ দদর্শ হ। দদর্শ তত্র দেবীঞ্চ কমনীয়াং মনোহরাম্। দৃষ্ট্বা তাং পুরতো রাজা তুষ্টাব পরমাদরম্। পপ্রচ্ছ রাজা তাং দৃষ্ট্বা গ্রীষ্মসূর্য্যসমপ্রভাম্। তেজসা জ্বলিতাং কান্তাং শান্তাং স্কন্দস্য নারদ। প্রিয়ব্রত উবাচ। কা ত্বং সুশোভনে কস্য কান্তে কান্তাসি সুব্রতে। কস্য কন্যা বরারোহা ধন্যা চ যোষিতাং সদা। দেবসেনোবাচ। ব্রহ্মণো মানসী কন্যা দেবসেনাহমীশ্বরী। সৃষ্ট্বা মাং মনসা ধাতা দদৌ স্কন্দায় ভূমিপ। মাতৃকাসু চ বিখ্যাতা স্কন্দভার্য্যা চ সুব্রতা। বিশ্বষষ্ঠীতি বিখ্যাতা ষষ্ঠাংশা প্রকৃতের্যতঃ। ইত্যেবমুক্ত্বা সা দেবী গৃহীত্বা বালকং মুনে। মহাজ্ঞানেন তপসা জীবয়ামাস লীলয়া। গৃহীত্বা বালকং দেবী গগনং গন্তুমুদ্যতা। পুনস্তুষ্টাব তাং রাজা শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকঃ। নৃপস্তোত্রেণ সা দেবী পরিতুষ্টা বভূব হ। উবাচ তং নৃপং ব্রহ্মন্ বেদোক্তং কর্ম্ম নির্ম্মিতম্। দেবসেনোবাচ। ত্রিষু লোকেষু রাজা ত্বং স্বায়ম্ভুবমনোঃ সুতঃ। মম পূজাঞ্চ সর্ব্বত্র কারয়িত্বা স্বয়ং কুরু। তদা দাস্যামি পুত্রস্তে কুলপদ্মং মনোহরম্। ইত্যেবমুক্ত্বা সা দেবী তস্মৈ তদ্বালকং দদৌ। রাজা চকার স্বীকারং তৎপূজার্থঞ্চ সুব্রতঃ। জগাম দেবী স্বর্গঞ্চ দত্ত্বা তস্মৈ শুভং বরম্। আজগাম মহারাজঃ স্বগৃহং হৃষ্টমানসঃ। দেবীং তাং পূজয়ামাস ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং দদৌ। রাজা চ প্রতিমাসেষু শুক্লষষ্ঠ্যাং মহোৎসবং। ষষ্ঠীদেব্যাশ্চ যত্নেন কারয়ামাস সর্ব্বতঃ। বালানাং সূতিকাগারে ষষ্ঠাহে যত্নপূর্ব্বকম্। তৎপূজাং কারয়ামাস চৈকবিংশতিবাসরে॥ বালানাং শুভকার্য্যে চ শুভান্নপ্রাশনে তথা। সর্ব্বত্র বর্দ্ধয়ামাস স্বয়মেব চকার হ। ধ্যানং পূজাবিধানঞ্চ স্তোত্রং মন্ত্রো নিশাময়। যদুক্তা ধর্ম্মবক্ত্রেণ কৌথুমোক্তঞ্চ সুব্রত। শালগ্রামে ঘটে বাথ

বটমূলেহথবা মূলে। ভিত্তৌ পুত্তলিকাং কৃত্বা পূজয়েদ্বা বিচক্ষণঃ। ষষ্ঠাংশাং প্রকৃতেঃ শুদ্ধাং সুপ্রতিষ্ঠাঞ্চ সুপ্রভাং। সুপুত্রদাঞ্চ শুভদাং দয়ারূপাং জগৎপ্রসূম্। শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং রত্নভূষণভূষিতাং। পবিত্ররূপাং পরমাং দেবসেনামহং ভজে। ইতি ধ্যাত্বা স্বশিরসি পুষ্পং দত্বা বিচক্ষণঃ। পুনর্ধ্যাত্বা চ মূলেন পূজয়েৎ সুব্রতাং সতীম্। পাদ্যোশ্চার্ঘ্যাচমনীয়ৈ র্গন্ধপুষ্পপ্রদীপকৈঃ। নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈশ্চাপি ফলেন শোভনেন চ। মূলেন ওঁ হ্রীঁ ষষ্ঠীদেব্যৈ স্বাহেতি বিধিপূর্ব্বকং। অষ্টাক্ষরং মহামন্ত্রং যথাশক্তি জপেন্নরঃ। ততঃ স্তুত্বা চ প্রণমেদ্ভক্তিযুক্তঃ সমাহিতঃ। স্তোত্রঞ্চ সামবেদোক্তং বরপুত্রফলপ্রদম্। অষ্টাক্ষরং মহামন্ত্রং লক্ষধা যো জপেন্মুনে। স পুত্রং লভতে নূনমিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ। ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে নারায়ণনারদসংবাদে নিত্যষষ্ঠীব্রতকথা॥

অনন্তর দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবে।

ইতি ব্রতমালা বিধি সমাপ্ত॥

বৈদ্যনাথ-পূজা।

প্রথমত শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমন পূর্ব্বক স্বস্তিবাচন করত "ওঁ সূর্য্যঃ সোমো" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিয়া সংকল্প করিবে। যথা,—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ শ্রীবৈদ্যনাথপ্রীতিকামনয়া গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বকপার্ব্বতীসহিত শ্রীবৈদ্যনাথ পূজা ছাগপশু বলিদান কর্ম্মাহং করিষ্যামি।"

এইরূপ সংকল্প করিয়া সূক্তমন্ত্র পাঠ করত আসনশুদ্ধ্যাদি পূর্ব্বক ঘটস্থাপন করিয়া (৫—৭ পৃ দেখ) গণেশ, শিবাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি-নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্ পাল ও মৎস্যাদি দশাবতার প্রভৃতির পূজা পূর্ব্বক প্রাণায়াম করত গুরুপঙ্ক্তি নমস্কার করিবে। অতঃপর বামে" ওঁ গুরবে নমঃ; এই ক্রমে —দক্ষিণে, গণেশায়; বাহুমূলে, ধর্ম্মায়, জ্ঞানায়; উরুযুগলে, বৈরাগ্যায়, ঐশ্বর্য্যায়; নাভিতে অধর্ম্মায়, উভয় পার্শ্বে অজ্ঞানায়, অবৈরাগ্যায়, অনৈশ্বর্য্যায়; হৃদয়ে অনন্তায়, পদ্মায়, অং অর্কমণ্ডলায়, উং চন্দ্রমণ্ডলায়, সং সত্বায়, রং রজসে, তং তমসে, আং আত্মনে, অং অন্তরাত্মনে, পং পরমাত্মনে, হ্রীং জ্ঞানাত্মনে।" এই বলিয়া ন্যাস করিয়া ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস, ব্যাপকন্যাস, প্রাণায়াম ও পীঠন্যাস (৯—১৫ পৃ দেখ) করিবে।

অতঃপর "বাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" এই ক্রমে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া

ধ্যান করিবে। যথা,—ওঁ চন্দ্রকোটিপ্রতীকাশং ত্রিনেত্রং চন্দ্রভূষণং। আপিঙ্গলজটাজূটং রত্নমৌলিবিরাজিতং॥ নীলগ্রীবমুদারাংশং নাগহারোপভূষিতং। বরদাভয়হস্তঞ্চ হরিণঞ্চ পরশ্বধং॥ দধানং নাগবলয়ং কেয়ূরাঙ্গদভূষিতং। ব্যাঘ্রচর্ম্মপরীধানং রত্নসিংহাসনস্থিতং॥"

এই প্রকার ধ্যান করিয়া স্বীয় মস্তকে হস্তস্থ পুষ্প প্রদান করত আবাহন, প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও মানসোপচারে পূজা (১৭ পৃ দেখ) করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন (১৮ পৃ দেখ) করত পুনরপি অঙ্গন্যাস ও করন্যাস পূর্ব্বক ধ্যান করিয়া পীঠন্যাস ক্রমে পীঠ পূজা করত "বৈদ্যনাথায় নমঃ" এই মন্ত্রে ষোড়শোপচারে বৈদ্যনাথের পূজা করিয়া বৈদ্যনাথের বামভাগে দেবীকে ভাবনা করত "হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" এই ক্রমে করাঙ্গন্যাস পূর্ব্বক দেবীর ধ্যান করিবে। যথা,—

"ওঁ ভাস্বজ্জবাপ্রসূনাভামুদয়ার্কসমপ্রভাং। বিদ্যুৎপুঞ্জনিভাং তন্বীং মনোনয়ননন্দিনীং। বালেন্দুশেখরাং স্নিগ্ধাং লীলাকুঞ্চিতমূর্দ্ধজাং। ভ্রূভঙ্গমঙ্গরুচিরাং নীলালকবিরাজিতাং। মণিকুণ্ডলবিদ্যোতমুখমণ্ডলবিভ্রমাং। নবকুঙ্কুমপত্রাঙ্ককপোলতলরঞ্জিনীং। মধুরস্মিতবিভ্রাজদরুণাধরপল্লবাং। কম্বুকণ্ঠীং শিবামুগ্ধহেমকাঞ্চীগুণান্বিতাং। রত্নসিংহাসনারূঢ়াং সর্পরাজপরিচ্ছদাং॥"

এইরূপ ধ্যান করিয়া হস্তস্থ পুষ্প স্বীয় মস্তকে প্রদান করত মানসোপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করত পীঠন্যাসক্রমে পীঠপূজা করিয়া পুনরপি করাঙ্গন্যাস পূর্ব্বক দেবীর ধ্যান করিয়া "হ্রীং পার্ব্বত্যৈ নমঃ" এই মন্ত্রে যথাশক্তি উপচারে দেবীর পূজা করিয়া আবরণ পূজা করিবে। যথা,—

"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গণেশায় নমঃ"—এই ক্রমে—"ভাস্করায়, কেশবায়, কৌষিক্যৈ, আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যঃ, ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পালেভ্যঃ, নন্দীশ্বরায়, ঈশানায়।"

অতঃপর প্রাণায়াম ও অঙ্গন্যাসাদি করিয়া মূলমন্ত্র যথা শক্তি জপ করিয়া জপ সমর্পণ করত নমস্কার পূর্ব্বক প্রার্থনা করিবে। যথা,—

ওঁ ঋণপাতকদৌর্ভাগ্যদারিদ্র্যং বিনিবর্ত্তয়েৎ। অশেষাঘবিনাশায় প্রসীদ মম শঙ্কর। গৃহাণ তব পার্ব্বত্যা সহ পূজাং ময়া কৃতাং॥"

অনন্তর বলিদান করিবে। যথা,—

সুলক্ষণ বলি দেবতার সম্মুখে আনয়ন পূর্ব্বক অর্ঘ্যোদক দ্বারা মূলমন্ত্রে প্রোক্ষণ করিয়া ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া পশুর শৃঙ্গ ও ললাটে

সিন্দূর প্রদান করিবে। মন্ত্র যথা,—"ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশে সূর্য্যকোটিসমপ্রভে। সিন্দূরকজ্জলাদীনি গৃহ্ণ গৃহ্ণ যথা সুখং॥" অতঃপর গন্ধপুষ্পাক্ষত দ্বারা পশুর পূজা করিয়া পশুর কর্ণে গায়ত্রী পাঠ করিবে। যথা,—"ওঁ পশুপাশায় বিদ্মহে বিশ্বকর্ম্মণে ধীমহি তন্নো জীবঃ প্রচোদয়াৎ।" অতঃপর পশুর গাত্রে ভৈরবন্যাস করিবে।—যথা মস্তকে ক্ষ্রৌং অসিতাঙ্গভৈরবায় নমঃ। মুখে, ক্ষ্রৌং রুরুভৈরবায় নমঃ। হৃদয়ে—ক্ষ্রৌং চণ্ডভৈরবায় নমঃ। নাভিতে—ক্ষ্রৌং ক্রোধভৈরবায় নমঃ। দক্ষপাদে ক্ষ্রৌং উন্মত্তভৈরবায় নমঃ। বামপাদে ক্ষ্রৌং কপালিভৈরবায় নমঃ। পৃষ্ঠে—ক্ষ্রৌং ভীষণভৈরবায় নমঃ। গলে ক্ষ্রৌং সংহারভৈরবায় নমঃ। অতঃপর তিল কুশজল গ্রহণ পূর্ব্বক বাক্য করিবে। যথা,—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ শ্রীবৈদ্যনাথস্য বর্ষদশকাবচ্ছিন্নতৃপ্তিকামনয়া ইমং পশুং শ্রীবৈদ্যনাথায় তুভ্যমহং সম্প্রদদানি।"

এইরূপ বাক্য করিয়া পশু উৎসর্গ করত "ওঁ যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টা যজ্ঞার্থে পশুঘাতনং। অতস্ত্বাং ঘাতয়িষ্যামি তস্মাদ্ যজ্ঞে বধো বধঃ॥"

অনন্তর খড়্গপূজা করিবে। যথা,—খড়্গের মূল, মধ্য ও অগ্রে সিন্দূর-দ্বারা বর্ত্তুলত্রয় অঙ্কিত করিয়া অগ্রে "দ্রাং" মধ্যে "হুং" মূলে "হ্রীং" এই বীজত্রয় লিখিয়া "ওঁ কৃষ্ণং পিণাকপাণিঞ্চ" ইত্যাদি ধ্যান (২০৯ পৃ দেখ) করিয়া "ওঁ হ্রীং কালি কালি বজ্রেশ্বরি লৌহদণ্ডায় খড়্গায় নমঃ" এই মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা খড়্গের পূজা করিয়া অগ্রে হুং বাগীশ্বরীব্রহ্মভ্যাং নমঃ। মধ্যে—হুং লক্ষ্মীনারায়ণাভ্যাং নমঃ। মূলে—হুং উমামহেশ্বরাভ্যাং নমঃ। ওঁ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবশক্তিযুক্তায় খড়্গায় নমঃ। বলিয়া গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিয়া "ওঁ খড়্গায় খরনাশায় শক্তিকার্য্যায় তৎপরঃ। পশুচ্ছেদস্ত্বয়া শীঘ্রং খড়্গনাথ নমোঽস্তু তে।" ইহা বলিয়া প্রার্থনা করিবে।

অতঃপর "ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং ইমং পশুং মহামোক্ষং কুরু কুরু গৃহ্ণ গৃহ্ণ স্বাহা।" বলিয়া খড়্গ সমর্পণ করিবে। পরে "ওঁ যথোক্তেন বিধানেন তুভ্যমস্তু সমর্পিতং।" বলিয়া পশুসমর্পণ করত পশু ছেদন করিবে।

পরে পশুর ছিন্নশিরের উপর ঘৃতাক্ত বর্ত্তিকা প্রজ্বালিত করিয়া "অদ্যেত্যাদি শ্রীবৈদ্যনাথদেবতায়া বর্ষদশকাবচ্ছিন্নতৃপ্তিকামনয়া এষ সমাংসসপ্রদীপচ্ছাগ-শিরোবলিঃ শ্রীবৈদ্যনাথদেবতায়ৈ তুভ্যমহং সম্প্রদদানি।" এইরূপ বাক্য করিয়া শির উৎসর্গ করিয়া দিবে।

অনন্তর রুধির পঞ্চধা বিভাগ করিয়া পূর্ব্বোক্ত অসিতাঙ্গ ভৈরবাদিকে নিবেদন করিয়া দিবে। তৎপর দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবে।

জাতাপহারিণী পূজা।

শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমন করত স্বস্তিবাচন করিয়া "ওঁ সূর্য্যঃ সোমো" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সংকল্প করিবে।

"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুককামনয়া গণপত্যাদি-নানাদেবতাপূজাপূর্ব্বকছাগপশুবলিদানেন শ্রীজাতাপহারিণীদেবীপূজনকর্ম্মাহং করিষ্যামি।"

অনন্তর সংকল্পসূক্ত পাঠ করিয়া তন্ত্রোক্ত বিধিক্রমে ঘটস্থাপন (১৮৪ পৃ দেখ) করত গণেশ, শিবাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্পাল ও মৎস্যাদি দশাবতারের পূজা করিবে।

অতঃপর ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস, প্রাণায়াম, পীঠন্যাস ও ব্যাপকন্যাস (১৫ পৃ দেখ) করিয়া "হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" এই ক্রমে করাঙ্গন্যাস করত ধ্যান করিবে। যথা,—"ওঁ যা দেব্যষ্টভুজাষ্টবক্ত্রবরদাভীতাব্জপাশাসি-ভির্যুক্তা শঙ্খগদারথাঙ্গসকলৈঃ সংক্ষোভয়ন্তী দিশঃ। দিগ্‌বস্ত্রোর্দ্ধকচোগ্রদংষ্ট্র-নয়না ভীমা বিরূপাকৃতির্বন্দে তাং শিশুহারিণীং ত্রিনয়না মেকামজামগ্রজাং॥"

এই রূপ ধ্যান করিয়া স্বীয় মস্তকে হস্তস্থ পুষ্প প্রদান করত মানসোপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন (১৮ পৃ দেখ) পূর্ব্বক পুনঃ করাঙ্গন্যাস করত দেবীর ধ্যান করিয়া দেবীর আবাহন করিবে। যথা,—

"ওঁ দেবেশি ভক্তিসুলভে পরিবারসমান্বিতে। যাবত্ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবত্ত্বং সুস্থিরা ভব। হ্রীং শ্রীং জাতাপহারিণি দেবি ইহাগচ্ছাগচ্ছ ইত্যাদি" এইরূপে আবাহন করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে (১৭ পৃ দেখ)। অতঃপর "হ্রাং জাতাপহারিণীদেব্যৈ নমঃ" এই মন্ত্রে ষোড়শোপচারে দেবীর পূজা করিবে। পরে "হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ" এইক্রমে অঙ্গন্যাস মন্ত্রে ষড়ঙ্গ পূজা করিয়া আবরণ পূজা করিবে। যথা,—

"হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ" এই মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া রণযক্ষিণীর পূজা করিবে। যথা,—"হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" এই ক্রমে করাঙ্গন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। যথা,—

"ওঁ দীর্ঘাঙ্গী দীর্ঘনেত্রা গুরুকুচযুগলা ঘোরদংষ্ট্রা করালা রক্তাঙ্গী কৃষ্ণ-

বর্ণা রুধিরচসকহস্তা মুণ্ডমালাকৃতাঙ্গী। ঘণ্টাখট্বাঙ্গপাশং করযুগবিধৃতা দ্বীপি-চর্ম্মাপিনদ্ধা নানামাংসাস্থিভক্ষা রণভুবনগতা যক্ষিণী দীর্ঘবক্ত্রা।"

এই ধ্যান করিয়া স্বীয় মস্তকে হস্তস্থ পুষ্প প্রদান করত মানসোপচারে পূজা করিয়া পুনর্ব্বার করাঙ্গন্যাস পূর্ব্বক ধ্যান করত "ওঁ রণযক্ষিণি দেবি ইহাগচ্ছাগচ্ছ" ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করিয়া "ওঁ হ্রীং দ্রীং রণযক্ষিণ্যৈ স্বাহা" এই মন্ত্রে রণযক্ষিণীর পূজা করিবে।

অতঃপর রণদুর্গার পূজা করিবে। যথা,—"হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" এই ক্রমে করাঙ্গন্যাস করিয়া দেবীর ধ্যান করিবে।—"ওঁ দেবীং দানবমাতরং নিজমদাঘূর্ণন্মহালোচনাং দংষ্ট্রাভীমমুখীং জটালিবিলসন্মৌলিস্রজং মালিনীং। বন্দে লোকভয়ঙ্করীং ঘনরুচিং নাগেন্দ্রহারোজ্জ্বলাং সর্পাবদ্ধনিতম্ববিম্ববিপুলাং বালাঙ্কমুর্ব্বিভ্রতীং।"

এইরূপ ধ্যান করিয়া স্বীয় মস্তকে হস্তস্থ পুষ্প প্রদান করত পুনরায় করাঙ্গন্যাস পূর্ব্বক ধ্যান করত আবাহন করিয়া "ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা" এই মন্ত্রে যথাশক্তি উপচারে পূজা করিয়া রক্তমাদ্রীর পূজা করিবে। যথা,—

"হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" ইত্যাদি ক্রমে করাঙ্গন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। যথা,—

"ওঁ রক্তাং সুরক্তনয়নাং নবচন্দ্রচূড়াং সদা কৃশাঙ্গীং ভয়দাং নরাণাং। সখট্বাঙ্গশূলচাপশায়কাং রক্তাম্বরাং রত্নবিভূষিতাঙ্গীং। স্মরাতুরাং ডাক্কুরচিত্তহারিণীং স্মরামি দেবীং শ্রীরক্তমাদ্রিকাং।"

এই ধ্যান করিয়া হস্তস্থ পুষ্প স্বীয় মস্তকে প্রদান করত মানসোপচারে পূজা করিয়া পুনরায় করাঙ্গন্যাস পূর্ব্বক ধ্যান ও আবাহন করিয়া "ওঁ হ্রীং স্ত্রীং ফট্ স্বাহা ইদমাসনং রক্তমাদ্র্যৈ নমঃ।" এই মন্ত্রে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে।

অতঃপর ডাক্কুরের পূজা করিবে। যথা,—"শ্রাং হৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদি ক্রমে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। যথা,—

"ওঁ উন্মত্তবেশোগ্র-বিশালনেত্রং ধৃতং সশূলং পরশুঞ্চ চক্রং। খড্গাং সুতীক্ষ্ণং বহুপুষ্পমাল্যং চর্ম্মাম্বরং ঘোরঘনশব্দপূর্ণং। উদ্দামভাবং নরলোককান্তং ভজেৎ-মহান্তং শ্রীডাক্কুরাখ্যং।"

এইরূপ ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা করিয়া পুনরপি অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করত ধ্যান ও আবাহন করিয়া "ওঁ শ্রাং হ্রোং ফট্ স্বাহা ইদমাসনং

ওঁ ডাকুরায় নমঃ।" এই ক্রমে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। অনন্তর ষষ্ঠী দেবীর পূজা করিবে। যথা,—

"হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" এই ক্রমে করাঙ্গন্যাস করিয়া "হ্রীং" বীজে সাতবার প্রাণায়াম করিয়া দেবীর ধ্যান করিবে। যথা,—"ওঁ ষট্‌বর্ষযুক্তাং ত্রিগতাদ্রূ-রূপিণীং শ্যামাং সুভীমাং ভয়দাং নরাণাং। করালমুগ্রপ্রসন্নদংষ্ট্রাং স্মেরাস্য-মর্ত্ত্যাং ত্রিনয়নাং সুভীমাং খড়্গাং সুচক্রং তথা শূলবরখেটকসমন্বিতাঞ্চ। সদা সমারোহণ পদ্মকর্ণিকায়াং ভজামি ষষ্ঠীং জগতঃ প্রধানাং।"

এই প্রকার ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা করিয়া পুনর্ব্বার করাঙ্গন্যাস পূর্ব্বক ধ্যান ও আবাহন করিয়া "ওঁ হ্রীং ফট্‌ স্বাহা ইদমাসনং ওঁ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমঃ" এই ক্রমে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। অতঃপর জলকুমারের পূজা করিবে। যথা,—

"শাং হৃদয়ায় নমঃ" এই ক্রমে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। যথা,—

"ওঁ শীতং সুতেজঃসুমনঃপ্রবিত্তং সদা শুচিং সততং সুজাড্যং আঘূর্ণনেত্রং অণিবস্ত্রশুভ্রং দ্বিবাহুযুগ্মং শক্তিশরাসনঞ্চ। জলং সুশীতমন্তঃস্থিতমাত্রদেহং ভজেন্নং এং শ্রীজলকুমাররূপং।"

এই রূপ ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা করিয়া পুনরায় অঙ্গন্যাস ও করন্যাস পূর্ব্বক ধ্যান ও আবাহন করিয়া "ওঁ শূলায় বজ্রহস্তায় স্বাহা ইদমাসনং জলকুমারায় নমঃ" এই ক্রমে ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া সোঘন্টের পূজা করিবে। যথা,—

"শাং হৃদয়ায় নমঃ" এই ক্রমে অঙ্গন্যাস করন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। যথা,—

"ওঁ উদ্যৎ পিঙ্গলচোত্তরং নিজমার্দনং মহালোচনং দংষ্ট্রাকোটিবিরঙ্কটং কটমটেঃ শব্দৈঃ সশব্দং মুখং পূর্ব্বাস্তাচলয়োশ্চ শৃঙ্গিচরণদ্বন্দ্বং মহাস্থং ভজে। চূড়াপাশকপালকং ধৃতমিদং তুঙ্গোত্তমং ভীষণং। সোঘন্টং নীলবর্ণাভং রক্ত-নেত্রং মহাবলং। সদা প্রমত্তং স্মেরাস্যং খড়্গাখট্টাঙ্গধারিণং। চতুঃষষ্টিযোগিনীভিরা-বৃতং দানবৈর্য্যুতং। অশীত্যধিককোটীনাং সহস্রৈশ্চ সমন্বিতং। রক্তাশ্ববাহনং রক্ত-কেশপিঙ্গললোচনং। ঘণ্টাঘর্ঘররবৈশ্চ চরণেষু বিরাজিতং। শূলচর্ম্মধরং ক্রূরং হৃদয়ে ক্রূরসন্নিভং। সিংহরাবং মহাকায়ং বাদ্যভাণ্ডশতৈর্য্যুতং।"

এই রূপ ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা করত পুনরায় অঙ্গন্যাসাদি পূর্ব্বক ধ্যান ও আবাহন করিয়া "ওঁ হ্রীং নমঃ সোঘন্টায় ইদমাসনং সোঘন্টায়

নমঃ” এই ক্রমে ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া কৃষ্ণকুমারাদি দ্বাদশভ্রাতার পূজা করিবে। যথা,—

“কাং হৃদয়ায় নমঃ” এই ক্রমে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। যথা,—“ওঁ কৃষ্ণবর্ণং মহাকায়ং খড়্গাখট্টাঙ্গধারিণং। শ্বেতাশ্ববাহনং দৈত্যং রক্ত-মাল্যানুলেপনং। ঘোরাস্যং সুন্দরং শুক্রং পিঙ্গাক্ষং পিঙ্গকেশরং। বন্দে কৃষ্ণকুমারঞ্চ ভয়দং পীতবাসসং।”

এই রূপে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা করত পুনরায় অঙ্গন্যাস ও করন্যাস পূর্ব্বক ধ্যান ও আবাহন করিয়া “ওঁ কাং কীং কূং কেং কৈং কোং কৌং কঃ ইদমাসনং ওঁ কৃষ্ণকুমারায় নমঃ।” এই ক্রমে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে॥ ১॥

অতঃপর পুষ্পকুমারের পূজা করিবে। যথা,—“পাং হৃদয়ায় নমঃ” এই ক্রমে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। যথা,—“ওঁ পুষ্পহস্তং মহাকায়ং পুষ্পচাপকরং পরং। পুষ্পমাল্যধরং কান্তং দিব্যগন্ধানুলেপনং। তপ্তকাঞ্চন-বর্ণাভং বন্দে কৃষ্ণকুমারকং। রক্তাশ্ববাহনং ক্রূরং রক্তাস্যং রক্তবাসসং।”

এই ক্রমে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা করত পুনরায় অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া ধ্যান ও আবাহন করত “ওঁ পুষ্পায় পুষ্পহস্তায় স্বাহা ইদমাসনং ওঁ পুষ্পকুমারায় নমঃ” এই ক্রমে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে॥ ২॥

অনন্তর রূপকুমারের পূজা করিবে। যথা,—রাং হৃদয়ায় নমঃ” এই ক্রমে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। যথা,—“ওঁ বন্দে কাঞ্চন-বর্ণাভং দ্বিভুজং শূলহস্তকং। সুন্দরং সুভ্রুবং শান্তং নানাপুষ্পবিহারিণং। রক্তবস্ত্রং রক্তনেত্রং রক্তমাল্যানুলেপনং।”

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা করত পুনরায় অঙ্গন্যাস ও করন্যাস পূর্ব্বক ধ্যান ও আবাহন করিয়া “ওঁ হ্রীং রূপকুমারায় স্বাহা ইদমাসনং ওঁ রূপকুমারায় নমঃ।” এই মন্ত্রে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে॥ ৩॥

অতঃপর হরিপাগলের পূজা করিবে। যথা,—“হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ” এই ক্রমে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। যথা,—ওঁ উন্মত্তবেশং করপঙ্কজাভ্যাং ধৃতং সশূলং পরশুঞ্চ পাশং আঘূর্ণিতং নিজমদৈঃ স্খলিতং সুকাণ্ডং ভজেন্মহান্তং হরিপাগলাখ্যং।”

এই প্রকার ধ্যান করিয়া “ওঁ হ্রীং হরিপাগলায় স্বাহা” এই মন্ত্রে ষোড়শো-পচারে পূজা করিবে॥ ৪॥

অনন্তর মধুভাঙ্গরের পূজা করিবে। যথা,—"মাং হৃদয়ায় নমঃ" এই ক্রমে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। যথা,—"ওঁ রক্তাঙ্গনেত্রং পিশুনস্বভাবং সদা জয়ন্তং পরিপূর্ণবক্তুং আঘূর্ণিতং নিজমদৈঃ স্খলিতং প্রপাদং ধ্যায়েৎ সুদৈত্যং মধুভাঙ্গরাখ্যং।" এই প্রকার ধ্যানকরিয়া "ওঁ মাং মাং মীং মীং মৌং মঃ মধুভাঙ্গরায় নমঃ" এই মন্ত্রে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে ॥ ৫ ॥

পরে রূপমালীর পূজা করিবে। যথা,—রাং হৃদয়ায় নমঃ "এই ক্রমে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। যথা,—"ওঁ রুক্মমাল্যধরং শ্বেতং রক্তবর্ণং চতুর্ভুজং শূলং বজ্রং বরং চাপধারিণং সুমনোহরং কৃষ্ণাশ্ববাহনং কান্তং কুমারং রূপমালিনং।" এই ধ্যান করিয়া "ওঁ রাং রাং ক্রুং ফট্ রূপমালিনে নমঃ", এই মন্ত্রে পূজা করিবে ॥ ৬ ॥

অতঃপর গাভূরডলনের পূজা করিবে। যথা,—"গাং হৃদয়ায় নমঃ" এই ক্রমে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। যথা,—"ওঁ দীর্ঘহস্তং দীর্ঘকায়ং পাশখট্টাঙ্গধারিণং কৃষ্ণবর্ণং রক্তনেত্রং লম্বকর্ণং কৃশোদরং। রক্তবস্ত্রধরং ক্রূরং রক্তমাল্যানুলেপনং। গাভূরডলনং বন্দে সর্ব্বলোকভয়ঙ্করং।" এই রূপ ধ্যান করিয়া "গাং গাভূরডলনায় নমঃ এই মন্ত্রে পূজা করিবে ॥ ৭ ॥

পরে মোচরাসিংহের পূজা করিবে। যথা,—"মাং হৃদয়ায় নমঃ" এই ক্রমে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। যথা,—"ওঁ রক্তাঙ্গনেত্রো ভয়দো-নরাণাং শূলং সপাশং করপঙ্কজেন। রক্তাস্যহস্তঃ পিশুনস্বভাবঃ সদা জয়ো ভীমমুখো বিভাতি।" এই ধ্যান করিয়া "ও মাং মোচরাসিংহায় নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিবে ॥ ৮ ॥

অতঃপর নিশাচৌরের পূজা করিবে। যথা,—নাং হৃদয়ায় নমঃ" এই ক্রমে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। যথা,—"ওঁ কৃষ্ণবর্ণং রক্তনেত্রং নিশাচৌরং ভয়ানকং। শক্তিহস্তং দ্বীপিজঙ্ঘং বিকটাক্ষং দিগম্বরং। করালবদনং ভীমং শুষ্কদেহং কৃশোদরং। ধ্যায়েৎ সদা ক্রোধযুক্তং ঘণ্টাঘর্ঘরবাদিনং। রাত্রৌ চরমসিচর্ম্মধরং দ্বিশতমস্তকং।" এই ধ্যান করিয়া "ওঁ নাং নীং নিশা-চৌরায় ফট্" এই মন্ত্রে পূজা করিবে ॥ ৯ ॥

অনন্তর সূচীমুখের পূজা করিবে। যথা,—"সাং হৃদয়ায় নমঃ" এই ক্রমে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। যথা,—ওঁ দীর্ঘাস্যনেত্রঃ পিশুনস্বভাবঃ সদা কৃশাঙ্গো ভয়দো জনানাং। সূচ্যগ্রবক্ত্রো বিবসপ্রমাদী ঘণ্টাঙ্কহস্তো বিমুখো বিভাসে।" এই ধ্যান করিয়া "ওঁ সাং শূং সূচীমুখায় নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিবে॥১০॥

পরে মহামল্লিকের পূজা করিবে। যথা,—"মাং হৃদয়ায় নমঃ" এই ক্রমে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। যথা,—"ওঁ বিশালনেত্রঃ পরিপূর্ণবক্ত্রো রক্তৈঃ সমাংসৈর্ভয়দো জনানাং। করালদংষ্ট্রঃ কমলাসনস্থঃ কদম্বমালী কুটিলঃ কৃশাঙ্গঃ। শ্রীমন্মহামল্লিক এষ শূরো গোমায়ুরাবী দ্বিভুজো জটাঢ্যঃ। খট্টাঙ্গধারী নৃকপালমালী শার্দ্দূলচর্ম্মাবৃতসর্ব্বগাত্রঃ।"

এই প্রকার ধ্যান করিয়া "ওঁ মাং মহামল্লিকায় নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিবে॥ ১১॥

অতঃপর বালিভদ্রের পূজা করিবে। যথা,—"বাং হৃদয়ায় নমঃ" এই ক্রমে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। যথা,—"ওঁ কৃশানুবক্ত্রো জলিতাঙ্গযষ্টিঃ সুক্রোধলোকঃ কপিলাক্ষকেশঃ। খট্টাঙ্গহস্তঃ খরগৃধ্রধারী স বালিভদ্রঃ পশুহিংসকোঽস্তু। এই প্রকার ধ্যান করিয়া "ওঁ বীং বীং বালিভদ্রায় নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিবে॥ ১২॥

এই সমস্ত পূজা ষোড়শ উপচারে করিতে না পারিলে যথাশক্তি উপচারে করিবে।

পরে "ওঁ সায়ুধসবাহনসপরিবারায়ৈ জাতাপহারিণ্যৈ নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিয়া নমস্কারানন্তর যথাশক্তি জপ করিয়া জপ সমর্পণ করত স্তবাদি পাঠ করিবে।

অনন্তর বলিদান করিয়া (১৭৭ পৃঃ দেখ) তন্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে হোম করিবে (৪৯ পৃ দেখ)।

জাতাপহারিণী পূজা সমাপ্তা।

জ্বরপূজা।

প্রথমতঃ শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমনপূর্ব্বক স্বস্তিবাচন করত "ওঁ সূর্য্যঃ সোমো" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা,—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ সর্ব্বাপচ্ছান্তিপূর্ব্বকপুরুষস্বীকৃতকল্যাণার্থং জ্বরপ্রীতিকামনয়া গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বকজ্বরদেবপূজাছাগপশুবলিদানকর্ম্মাহং করিষ্যামি।"

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া স্বশাখোক্ত সূক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া ঘটস্থাপন করত গণেশাদি দেবতাগণের পূজা পূর্ব্বক ওঁ বেতলাশ্চ পিশাচাশ্চ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয়

(১৯৩ পৃ দেখ) পাঠ করিয়া শ্বেতসর্ষপ বিকীর্ণ করিয়া ভূতশুদ্ধি ও প্রাণায়াম করিয়া "জ্রাং হৃদয়ায় নমঃ" এই ক্রমে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস পূর্ব্বক ধ্যান করিবে। যথা,—

"ওঁ রুদ্রনিশ্বাসসম্ভূতং জ্বরং মৃত্যুপ্রদং নৃণাং। ত্রিপদং ত্রিশিরস্কৈক নবভির্লোচনৈর্যুতং। কেশাগ্রং স্বর্ণসদৃশং কালান্তকযমোপমং সদৈব ভস্মনিঃক্ষেপং রৌদ্রং সংহাররূপিণং। বজ্রাধিকনখস্পর্শং স্তূয়মানং সুরর্ষিভিঃ। সুরাসুরপিশাচানাং ভয়দং ক্রূররূপিণং। এবং ধ্যায়েন্মহাকালস্বরূপং রক্তশ্মশ্রুলং।"

এই প্রকার ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজাপূর্ব্বক বিশেষার্ঘ্যস্থাপনানন্তর পুনরায় অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া ধ্যান করত আবাহন ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া (১ম কাণ্ড ১৬।১৭ পৃ দেখ) জ্বরদেবের হৃদয়ে হস্ত প্রদান করত "আং হ্রীং হুং স্বাহা" এই মন্ত্র দশ বার জপ করিয়া "ওঁ আগচ্ছ হে মহারাজ জ্বর ত্বং শিবনির্ম্মিতঃ। তস্মাচ্ছরীরান্নির্গত্য দূরে যাহি মহাবল॥" ইহা পাঠ করিবে।

অনন্তর "ওঁ বিদ্যুদ্দলন হুং হুং ফট্ স্বাহা এতৎ আসনং জ্বরায় নমঃ।" এই ক্রমে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে।

পরে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক "ওঁ জ্বর ত্বং জ্বররূপোঽসি ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ পুরা। দহেয়ঃ প্রাণিনং সর্ব্বং ত্বমহং প্রণমাম্যহং॥ ওঁ জ্বর ত্বমষ্টরূপোঽসি তেজোরূপোঽসি গর্জ্জিতঃ। ক্ষমস্ব চ মহাবীর ত্বমহং প্রণমাম্যহং। ওঁ দেব ত্বং দেবরূপোঽসি দেবদেবেন নির্ম্মিতঃ। মনসা চিন্তিতং যচ্চ সর্ব্ববাঞ্ছিতসিদ্ধয়ে॥" এই সমস্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রণাম করিবে।

অনন্তর স্বীয়বামহস্তে জ্বরদেবের হৃদয় ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে তিলকুশ জল গ্রহণ করিয়া "ওঁ হ্রীং ঠং ঠং ভো জ্বর শৃণু শৃণু হন হন মুঞ্চ মুঞ্চ ভূম্যাং গচ্ছ গচ্ছ স্বাহা।" এই মন্ত্রে বলি প্রদান করিবে। অনন্তর "ওঁ বিদ্যুদ্দলন হুং হুং ফট্ স্বাহা" এই মন্ত্র যথাশক্তি জপ করিয়া জপ সমর্পণ করত ছাগাদি পশু বলিদান করিবে। (১৭৭ পৃ দেখ)। অনন্তর তন্ত্রোক্ত বিধিক্রমে গুড়ূচিখণ্ড * দ্বারা হোম করিবে। পরে দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবে।

তৃতীয় কাণ্ড সমাপ্ত॥

* জুহুয়াদমৃতাখণ্ডৈঃ সঘৃতৈর্মূলমন্ত্রতঃ। সহস্রহবনাদ্দেবি মহাজ্বরো বিনশ্যতি অষ্টাধিকশতেনৈব লভতে বাঞ্ছিতং ফলং॥ বীরভদ্রতন্ত্র।

সটীক

পুরোহিত-সর্ব্বস্ব

চতুর্থ কাণ্ড।

সামবেদীয় পার্ব্বণশ্রাদ্ধসূত্র।

শ্রাদ্ধপূর্ব্বদিনে মাংসস্ত্রীত্যাগশ্চৈকভোজনম্। শ্রাদ্ধাহে দন্তকাষ্ঠস্য ত্যাগঃ স্নানং তথোষসি॥ ততো নিত্যক্রিয়াং কুর্য্যাৎ মৃদা তিলকপূর্ব্বকং। দর্ভপাণিঃ কুরুক্ষেত্রং পঠিত্বা দানমুৎসৃজেৎ॥ পূর্ব্বাস্য উপবিশ্যাথ আচামেদ্বিধিপূর্ব্বকম্॥ দক্ষিণাচ্ছিদ্রবাক্যঞ্চ কৃত্বা দানং সমাপ্য চ দক্ষিণামুখ আচম্য কুরুক্ষেত্রং পুনঃ পঠেৎ॥ শালগ্রামেঽথবা তোয়ে বাস্বর্চ্চা বিষ্ণুকীর্ত্তনম্। তস্মৈ পূজা মূল্যদানং পরভূস্বামিনেঽথবা॥ তৎপিতৃভ্যশ্চাগ্রদানং রক্ষাদীপকুশদ্বিজাঃ। শ্রদ্ধানুজ্ঞা চ গায়ত্রী দেবতাভ্য ইতি ত্রিধা॥ মৃজ্জলৈঃ প্রোক্ষণং রক্ষাজলস্থাপনমেকতঃ। পূর্ব্বং বিপ্রকরে তোয়ং কুশাসনমনন্তরম্॥ দক্ষিণে দেববিপ্রস্য পিতৃবিপ্রস্য বামতঃ। আবাহনার্ঘ্যং ন্যুব্জঞ্চ ততো গন্ধাদি পঞ্চকম্॥ মণ্ডলং দৈবে পৈত্রে চ পাত্রন্যাসোঽগ্নিহোমকঃ। ঐশানীক্রমতো রেখা প্রাগগ্রা দেবমণ্ডলে। নৈর্ঋতীক্রমতো রেখা দক্ষাগ্রা পিতৃমণ্ডলে॥ পাত্রাণাং তেষু বিন্যাসো হোমপ্রশ্নাগ্নিহোমকঃ॥ হুতশেষপ্রদানঞ্চ পাত্রপাতোঽন্নবেশনম্। ইদমিত্যঙ্গুলিক্ষেপস্তু ষ্ঠীং দৈবে যবস্য চ॥ পিত্র্যে মন্ত্রেণ নিক্ষেপ স্তিলস্যাপহতা ইতি। মধুনোঽন্নে চ নিক্ষেপো গায়ত্র্যাস্ত্রির্জ্জপস্ততঃ॥ মধুবাতা ত্র্যৃচা চৈব মধুশব্দত্রয়েণ চ। অন্নাভিমন্ত্রণং তস্য দানং জলনিবেদনম্॥ গায়ত্র্যাদি ত্রিকজপশ্চান্নহীনজপস্তথা। দ্বিজাভাবেঽপি তৃপ্ত্যর্থং গায়ত্র্যাদি ত্রিকস্য চ॥ পুণ্যাখ্যানস্য চ জপঃ সতিলপ্রোক্ষিতে কুশে। অগ্নিদগ্ধেতি মন্ত্রাভ্যাং সতিলান্ননিবেদনম্॥ হস্তপ্রক্ষালনাচামৌ হরিস্মৃতির্জ্জলস্য চ। পিত্রাদিক্রমতো দানং

গায়ত্র্যাদি জপঃ পুনঃ ॥ শেষান্নপিণ্ডয়োঃ প্রশ্নৌ নিহন্মীতি চ মণ্ডলে। অপহতা-নিঃস্মিত্যাং রেখাযুগ্মং পিতৃক্রমাৎ। আস্তরো দেবতেত্যস্য জপ আবাহনং তিলৈঃ ॥ অবনেজনদানঞ্চ মধুবাতাদিকং তথা। অক্ষন্নমী পিণ্ডদানং দর্ভলেপাপঘর্ষণম্ ॥ আচমনং স্মৃতির্বিষ্ণোঃ পাত্রক্ষালাবনেজনম্। অত্রেত্যাদি-জপো বামাবর্ত্তেনোদঙ্মুখস্ততঃ ॥ অবৃতামী জপশ্চৈব শাসতাগোহঞ্জলি-স্ততঃ। নম ইত্যাদিকজপো বাসোদানঞ্চ পূজনম্ ॥ বসন্তায় জপশ্চৈব দ্বিজাগ্র-ভূমিসেচনং। দৈবাদিব্রাহ্মণে দানং জপাদি ত্রিতয়স্য চ। শিবা ইত্যাদিনা-ক্ষয্যমঘোরা গোত্রমিত্যপি। সপবিত্র-কুশাঃ পিণ্ডে স্বধাবাচনমূর্জ্জকম্ ॥ ন্যুব্জোত্তানং পিতুঃ পক্ষে দক্ষিণাদানমগ্রতঃ। বিশ্বেদেবাশ্চ দাতারো দেব-তেতি জপস্ত্রিধা ॥ বিসর্জ্জনং বাজ ইতি আমাবেতি প্রদক্ষিণম্ ॥ অন্নাদেঃ প্রতিপত্তিশ্চ বামদেব্য জপস্ত্রিধা। দীপপ্রচ্ছাদনং হস্তক্ষালনাচমনে তথা। অচ্ছিদ্রবাচনং বিষ্ণোঃ স্মরণং শেষভোজনম্। আদিত্যস্য নমস্কারঃ কুশত্যাগ-স্ততঃ পরং ॥ *

* শ্রাদ্ধ পূর্ব্বদিনে মাংসভোজন ও স্ত্রী সহবাস ত্যাগ করিয়া একাহার করিবে। শ্রাদ্ধদিনে দন্তধাবন, তৈলস্নান ও উপবাস ত্যাগ করিবে। অতঃপর নিত্যক্রিয়া করিয়া মৃত্তিকা দ্বারা তিলকাদি রচনা পূর্ব্বক কুশহস্তে কুরুক্ষেত্র পাঠ করত পূর্ব্বমুখ হইয়া উপবেশন করত বিধিপূর্ব্বক আচমন করিয়া ভোজ্যোৎসর্গ করত দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রবাক্য করিয়া দান কার্য্য সমাপন করিবে। পরে পুনরায় দক্ষিণাভিমুখ হইয়া আচমন পূর্ব্বক পুনরায় কুরুক্ষেত্র পাঠ করিয়া শালগ্রাম শিলায় অথবা জলে বাস্তুপূজা, বিষ্ণু নামকীর্ত্তন, অথবা শ্রাদ্ধস্থানস্বামী অন্য কেহ হইলে বাস্তুপূজার্থ মূল্য দান, পিতৃগণকে শ্রাদ্ধাগ্র-ভাগ দান করিবে। পরে শ্রাদ্ধামুক্ত্বা, গায়ত্রীপাঠ ও দেবতাভ্য ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার পাঠ করত মৃজ্জল প্রোক্ষণ ও একদেশে রক্ষাজল স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মণহস্তে জলপ্রদান ও কুশাসন দান করত আবাহন পূর্ব্বক দেববিপ্রের দক্ষিণে ও পিতৃবিপ্রের বামে ন্যুব্জভাবে অর্ঘ্যপাত্র স্থাপন করিয়া গন্ধাদি দান করিবে। ঈশানকোণ ক্রমে পূর্ব্বাগ্র মণ্ডল দৈবে, এবং নৈঋত ক্রমে দক্ষিণাগ্র-রেখা পিতৃমাতামহপক্ষে অঙ্কিত করিয়া তদুপরি পাত্রন্যাস করিয়া প্রশ্ন ও অগ্নিহোম করত অন্ন পরিবেশন করিবে। ইদং বিষ্ণু ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গুষ্ঠ নিক্ষেপ, দৈবে তুষ্ণীং যবদান, পিতৃপক্ষে "অপহতা" ইত্যাদি মন্ত্রে তিল প্রদান,

সামবেদীয় পার্ব্বণশ্রাদ্ধপ্রয়োগ। *

পার্ব্বণের পূর্ব্বদিনে একবার নিরামিষ ভোজন করিয়া পরদিনে নিত্যক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক উত্তরীয় ধারণ করত দক্ষিণদিক্ কিঞ্চিৎ নিম্ন এইরূপ স্থানে দক্ষিণাভিমুখী হইয়া শুদ্ধবেশে হস্তকুশ ধারণপূর্ব্বক উত্তরমুখ বা পূর্ব্বাভি-মুখ হইয়া উপবেশনপূর্ব্বক দুইবার আচমন করত পাষাণ, অস্থি, চাড়া (খোলা) ইষ্টক, কর্দ্দম, কীট, দুর্গন্ধ, অনিষ্ট শব্দযুক্ত সঙ্কট ভূমি ত্যাগ করিয়া গোময়-লিপ্ত স্থানে কুশাসনে উপবিষ্ট হইয়া তিলতৈল বা ঘৃত দ্বারা প্রদীপ প্রজ্বালিত করত নারায়ণ পূজা করিয়া আমান্ন ভোজ্যাদি উৎসর্গ করিবে।

অগ্রে মধুদান, গায়ত্রী ও মধুবাতা মন্ত্র পাঠ, অন্নাভিমন্ত্রণ, অন্নদান, জলনিবেদন, গায়ত্রীপাঠ ও "অন্নহীনং" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে বিপ্রে জলদান, গায়ত্রী ও মধুমন্ত্র পাঠ করত শ্রাব্য মন্ত্র ও অগ্নিদগ্ধা মন্ত্র পড়িয়া সতিলান্নদান, পুনরায় গায়ত্রী জপ ও শেষান্ন ও পিণ্ডদান, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা এবং "নিহন্মি" মন্ত্রে মণ্ডল অঙ্কিত করণ ও "অপহতা" ও "নিহন্মি" মন্ত্রে পিতৃক্রমে রেখাযুগ্ম পাতন, কুশাস্তরণ, 'দেবতাভ্যঃ' ইত্যাদি মন্ত্র জপ ও তিলদ্বারা আবাহন করিবে। পরে অবনেজনদান ও মধুবাতা মন্ত্র পাঠ করিয়া "অক্ষন্নমী" পাঠ করত পিণ্ডদান ও দর্ভলেপ করিবে। পরে আচমনপূর্ব্বক বিষ্ণুস্মরণ, পাত্রপ্রক্ষালিত জলে অবনেজন, "অত্র পিতরো মাদয়ধ্বং" ইত্যাদি মন্ত্র বামাবর্ত্ত ক্রমে উত্তর মুখে পাঠ, প্রত্যাবর্ত্তন-ক্রমে "অমীমদন্তঃ" ইত্যাদি মন্ত্র জপ, শ্বাসত্যাগ, বদ্ধাঞ্জলি হইয়া "নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্র জপ, বাসসূত্র দান ও পূজন, "বসন্তায়" মন্ত্র পাঠ ও ব্রাহ্মণাগ্রভূমি সেচন করিবে। পরে দৈবাদি ব্রাহ্মণত্রয়ে জলদান, "শিবা" ইত্যাদি মন্ত্রে অক্ষয্য দান ও "অঘোরা" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। অতঃপর স্বধাবাচন পূর্ব্বক উর্দ্ধধারা দান, ন্যুব্জীকৃত পাত্র উত্তোলন, পিতৃপক্ষে দক্ষিণা দান, "বিশ্বেদেবাঃ" ও 'দেবতাভ্যঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণ বিসর্জ্জন, 'বাজে' ও 'আমাবা' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রদক্ষিণ ও বামদেব্যগান করিবে। পরে দীপাচ্ছাদন ও হস্ত প্রক্ষালন ও আচমন করিয়া অচ্ছিদ্রবাচন, বিষ্ণুস্মরণ ও আদিত্য নমস্কার করিবে।

* যাত্রাং যুদ্ধং নদীপারং পুনঃস্নানং দ্বিভোজনং। দ্যূতক্রীড়াং রতিং নার্য্যা শ্রাদ্ধং কৃত্বাষ্ট বর্জ্জয়েৎ॥ শ্রাদ্ধং কৃত্বা পরশ্রাদ্ধে ভুঞ্জতে যে চ বিহ্বলাঃ। পতন্তি নরকে ঘোরে লুপ্তপিণ্ডোদ-কক্রিয়াঃ। শ্রাদ্ধকর্ত্তা শ্রাদ্ধদিনে বিদেশযাত্রা, যুদ্ধ, নদীর পরপারগমন, পুনর্ব্বার স্নান ও দ্বিভোজন, দ্যূত ক্রীড়া, ও স্ত্রীসহবাস এই অষ্টকার্য্য এবং বিকলচিত্ত হইয়া পরশ্রাদ্ধে ভোজন করিলে, শ্রাদ্ধকারী ঘোর নরকে গমন করে এবং তৎকৃত পিণ্ডোদকক্রিয়া লুপ্ত হইয়া থাকে।

ভোজ্যোৎসর্গ যথা,—প্রথমত ভোজ্য সম্মুখে আনিয়া করযোড়ে "ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়াগঙ্গাপ্রভাসপুষ্করাণি চ। তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি দানকালে ভবন্ত্বিহ॥" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সম্মুখস্থ ভোজ্য বামহস্তে ধারণপূর্ব্বক দক্ষিণহস্তে গন্ধপুষ্প গ্রহণ করত "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সোপকরণভোজ্যায় নমঃ এই বলিয়া তিনবার ভোজ্য অর্চ্চনা করিয়া পুনরপি গন্ধপুষ্প দ্বারা "এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" এই বলিয়া একবার নারায়ণ অর্চ্চনা করত পুনর্ব্বার গন্ধপুষ্পদ্বারা "এতৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া একবার গন্ধপুষ্প দিয়া "ওঁ শ্রীবিষ্ণুঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ পুনাতু" এই বলিয়া নখ ভিন্ন অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ভোজ্য স্পর্শ করিবে। তৎপরে তাম্রাদিপাত্রে কুশত্রিপত্রসহ জলগ্রহণপূর্ব্বক "বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য প্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য মাতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য প্রমাতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকনিমিত্তকপার্ব্বণবিধিকশ্রাদ্ধবাসরে অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুকদেবশর্ম্মণঃ, অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য প্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য মাতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ, অমুকগোত্রস্য প্রমাতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ, অমুকগোত্রস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ স্বর্গকামঃ এতৎ সোপকরণমর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি", এই রূপ বাক্য করিয়া হস্তস্থ কুশত্রিপত্রদ্বারা ভোজ্যের উপর জলের অভ্যুক্ষণ দিবে।

পরে ভোজ্যদানার্থ দক্ষিণা করিবে। যথা,—দক্ষিণহস্ত কোশার মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক বামহস্ত দক্ষিণ বাহুমূলে স্থাপন করত "বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যেত্যাদি স্বর্গকামনয়া কৃতৈতদ্ভোজ্যদানকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং তন্মূল্যং বা শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি" এই বলিয়া দক্ষিণার জন্য দেয় দ্রব্যের উপর জল দিবে।

পরে ভোজ্যদানের ন্যায় আমান্ন দান করিবে। ইহাতে সমস্তই পূর্ব্ববৎ করিতে হইবে, কেবল "ভোজ্য" স্থানে "আমান্ন" বলিবে। এইরূপে দান কার্য্য সমাপন করিয়া হাতে জল লইয়া "কৃতৈতৎ সোপকরণামান্নভোজ্যদানকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু" ইহা বলিয়া হস্তস্থ জল ত্যাগ করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। অতঃপর বাস্তুপূজা করিবে। যথা—"এতৎ পাদ্যং ওঁ

বাস্তুপুরুষায় নমঃ” এইক্রমে দশোপচারে পূজা করিবে। অনন্তর “ওঁ সর্ব্বে বাস্তুময়া দেবাঃ সর্ব্বং বাস্তুময়ং জগৎ। পৃথ্বীধরস্ত্বং দেবেশ বাস্তুদেব নমোঽস্তু তে॥” বলিয়া বাস্তুকে প্রণাম করিবে।

যজ্ঞেশ্বরপূজা—“ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্।” বলিয়া বিষ্ণুস্মরণ করত “ওঁ তৎসৎ” ইহা উচ্চারণপূর্ব্বক “ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ” বলিয়া পাদ্যাদিদ্বারা যজ্ঞেশ্বরের পূজা করিয়া শ্রাদ্ধীয়দ্রব্যাগ্রভাগদান করিবে। যথা,—পূর্ব্ববৎ আমান্নের ন্যায় নৈবেদ্য অর্চ্চনা করিয়া “এতৎ শ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগসঘৃতোপকরণামান্ননৈবেদ্যং ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ” বলিয়া উৎসর্গ করিয়া দিবে।

অনন্তর গঙ্গার পূজা করিয়া অন্যের ভূমিতে পার্ব্বণ করিলে ভূমিমূল্য দিবে, অথবা “ইদমন্নং ওঁ এতদ্‌ভূস্বামিপিতৃভ্যঃ স্বধা” বলিয়া অন্ন উৎসর্গ করিয়া দিবে। স্বীয় ভূমিতে বা অস্বামিক ভূমিতে শ্রাদ্ধ করিলে ভূমির মূল্য দিতে বা অন্নোৎসর্গ করিতে হইবে না। *

পিতাকে বসু আকারে, পিতামহকে রুদ্রাকারে এবং প্রপিতামহকে আদিত্য আকারে ধ্যান করিবে। এইরূপে মাতামহাদিকেও ধ্যান করিবে। সকল দৈব কার্য্য উত্তরাভিমুখ, পাতিত দক্ষিণজানু ও উপবীতী হইয়া এবং পিতৃকার্য্য দক্ষিণাভিমুখ, পাতিত বামজানু ও প্রাচীনাবীতী হইয়া করিবে।

ব্রাহ্মণস্থাপন—প্রথমতঃ দৈবপক্ষে পশ্চিমাগ্র দুই গাছ কুশযুক্ত যবমিশ্রিত জলান্বিত একখানি আসন পশ্চিমদিকে, ও পিতৃপক্ষে তিলমিশ্রিত জলযুক্ত দক্ষিণাগ্র কুশদ্বয় সমন্বিত আসনদ্বয় দক্ষিণদিকে স্থাপন করিবে। এবং মাতামহপক্ষে ঐরূপে দুই খানি আসন পিতৃ আসনের পূর্ব্বদিকে দক্ষিণাগ্র করিয়া স্থাপন করিবে। পরে সাত বা পাঁচগাছ কুশ দ্বারা ওঁকার উচ্চারণপূর্ব্বক আড়াইপেঁচ দিয়া উর্দ্ধদিকে অগ্রগুলি রাখিয়া তিনটী কুশময় ব্রাহ্মণ নির্ম্মাণ করিয়া “ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং সর্ব্বতস্পৃষ্ট্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্” এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণ স্নান করাইবে। পরে “ওঁ দর্ভময়ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ” এই মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া দেবপক্ষীয়

---

* অস্বামিক ভূমি যথা,—বন, পর্ব্বত, নদীপ্রবাহের দুই ধারে চারি হাত পরিমিত অবিচ্ছিন্ন ভূমি, পুণ্যময় পুরুষোত্তমাদি স্থান, গয়াদি ক্ষেত্র, দণ্ডকাদি অরণ্যসমূহ, গঙ্গা প্রভৃতি মহানদীর গর্ত্ত এবং তাহার উভয় পার্শ্বে দুই ক্রোশ পর্য্যন্ত উর্দ্ধে ক্ষেত্র, এই সকল স্থান রাজাদি কর্ত্তৃক বশীকৃত থাকিলেও অস্বামিক।

আসনে পশ্চিমাগ্র করিয়া একটি এবং পিতৃ মাতামহ পক্ষের আসনে দক্ষিণাগ্র করিয়া দুইটি ব্রাহ্মণ স্থাপন পূর্ব্বক শ্রাদ্ধানুজ্ঞা গ্রহণ করিবে। যথা,— প্রথমতঃ দৈবপক্ষে দক্ষিণ জানু পাতিত করিয়া উত্তরাভিমুখ উপবীতী হইয়া দৈব-ব্রাহ্মণে এক গণ্ডূষ জল দিয়া "ওঁমদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য প্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য মাতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য প্রমাতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকনিমিত্তকপার্ব্বণশ্রাদ্ধে কর্ত্তব্যে "ওঁ পুরূরবো মাদ্রবসৌ বিশ্বেষাং দেবানাং অমুকনিমিত্তক-পার্ব্বণ-বিধিকশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণেঽহং করিষ্যে" বলিয়া করযোড়ে প্রশ্ন করিলে "ওঁ কুরুষ" এই প্রতিবচন পুরোহিত বলিবেন। মতান্তরে দৈবপক্ষে দুইটী ব্রাহ্মণ স্থাপন করিতে হয়, সেস্থলে অনুজ্ঞাবাক্যে "ব্রাহ্মণয়োরহং" বলিবে।

দক্ষিণাভিমুখ প্রাচীনাবীতী হইয়া, বামজানু পাতিত করিয়া পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণে এক গণ্ডূষ জলদানপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওমদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য প্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকনিমিত্তকপার্ব্বণবিধিকশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণেঽহং করিষ্যে" এই বলিয়া অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিলে পুরোহিত "ওঁ কুরুষ" বলিবেন। অনন্তর মাতামহ পক্ষের ব্রাহ্মণে এক গণ্ডূষ জল প্রদান করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওমদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ" অমুকগোত্রস্য মাতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য প্রমাতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকনিমিত্তক-পার্ব্বণবিধিকশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণেঽহং করিষ্যে" এই বলিয়া প্রার্থনা করিলে পুরোহিত "ওঁ কুরুষ" বলিবেন। *

অতঃপর সপ্রণব ব্যাহৃতি সহিত প্রণবান্ত গায়ত্রী জপ করিয়া "ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ। নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্ত্বিতি" এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত বিষ্ণুস্মরণ করিয়া জলযুক্ত একটী তুলসীপত্র মুষ্টি-

* মহালয়া অমাবস্যায় পার্ব্বণ করিলে অমুকনিমিত্তক স্থানে "মহালয়ামাবস্যানিমিত্তক" বলিতে হইবে, এইরূপ দীপান্বিতায় "দীপান্বিতামাবস্যানিমিত্তক" নবান্নে "নবান্নাগমননিমিত্তক" ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিতে হইবে।

কায় স্থাপনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ঐ তুলসীপত্র পাত্রান্তরস্থ জলে মিশাইয়া ঐ জলদ্বারা শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য সমূহ অভ্যুক্ষণ করিবে। অনন্তর একটী পাত্রে দৈবব্রাহ্মণের একদেশে আর একটি পাত্রে পিতৃব্রাহ্মণের একদেশ স্থানে আর একটী পাত্রে মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণের একদেশ স্থানে রক্ষার্থ কিছু কিছু জল স্থাপন করিবে।

অতঃপর উত্তরাভিমুখে উপবেশনপূর্ব্বক উপবীতী হইয়া হাঁটু পাতিয়া দৈবব্রাহ্মণের হস্তে কিঞ্চিৎ জল দিয়া "ওঁ পুরূরবো মাদ্রবসৌ বিশ্বেদেবা এতদ্বো দর্ভাসনং নমঃ" ইহা বলিয়া দৈবব্রাহ্মণের দক্ষিণপার্শ্বে সরল একটি কুশপত্র দিবে। তৎপরে দক্ষিণাভিমুখী প্রাচীনাবীতী হইয়া বাম জানু পাতিত করিয়া পিতৃ ব্রাহ্মণের হস্তে জল প্রদান করিয়া "ওঁ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্ অমুকগোত্র পিতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্, অমুকগোত্র প্রপিতামহ অমুক দেবশর্ম্মন্ এতত্তে দর্ভাসনং ওঁ যে চাত্র ত্বামনু যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা" বলিয়া কুশ মোটক পিতৃব্রাহ্মণের বামপার্শ্বে স্থাপন করিবে এবং এইরূপ মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণহস্তে এক গণ্ডূষ জল দিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে মাতামহাদির গোত্র ও নাম উল্লেখপূর্ব্বক "এতত্তে দর্ভাসনং" ইত্যাদি বাক্য করিয়া মাতামহপক্ষীয় ব্রাহ্মণের বামপার্শ্বে কুশের মোটক দিবে। অতঃপর আবাহন করিবে।

আবাহন যথা ;—উত্তরাভিমুখী উপবীতী হইয়া জানু পাতিত করিয়া যবগ্রহণপূর্ব্বক "ওঁ বিশ্বান্ দেবান্ আবাহয়িষ্যে" বলিয়া প্রশ্ন করিলে পুরোহিত বলিবেন "ওঁ আবাহয়" তৎপরে "ওঁ বিশ্বেদেবাস আগত শৃণুতাম ইমং হবং ইদং বর্হির্নিষীদত" (১) বলিয়া আবাহন করিয়া অমন্ত্রক যবগুলি দৈবব্রাহ্মণে বিকীরণ করিবে। অতঃপর কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ বিশ্বেদেবাঃ শৃণুতেমং হবং যে মে অন্তরীক্ষে য উপদ্যবি ষ্ঠ যে অগ্নিজিহ্বা উত বা যজত্রা আসাদ্যাস্মিন্ বর্হিষি মাদয়ধ্বম্ (২) ওঁ ওষধয়ঃ সমবদন্ত সোমেন সহ রাজ্ঞা যস্মৈ কৃণোতি ব্রাহ্মণস্তং

হে বিশ্বেদেবাস যূয়ং মে মম ইমং হবং আহ্বানং শৃণুতা শৃণুত শ্রুত্বা চ আগত আগচ্ছত আগত্য চ ইদং বর্হিঃ কুশং নিষীদত আসনার্থ মুপকল্পিতে বর্হিষি উপবিষ্টা ভবত ইত্যর্থঃ। অত্র বিশ্বেদেবাস ইতি অজ্জসেরসুগিতি অসুগাগমঃ। শৃণুতা ইতি শৃণুত ইত্যর্থঃ তস্য তা ইতি তস্য স্থানে তাদেশঃ। আগত ইতি আগচ্ছত ইত্যস্মিন্ অর্থে বর্ণাগমো বর্ণবিপর্য্যয়শ্চেতি নিরুক্তলক্ষণেন হুকারলোপঃ। ইদং বর্হিরিতি সপ্তম্যর্থে দ্বিতীয়া কর্ম্মপ্রবচনীয়ত্বাৎ॥ ১॥ ততো

রাজন্ পারয়ামসি" (৩) এই মন্ত্রদ্বয় জপ করিয়া পিতৃপক্ষে দক্ষিণাভিমুখী, পাতিত বামজানু ও প্রাচীনাবীতী হইয়া তিল গ্রহণ করত "ওঁ পিতৄন্ আবাহয়িষ্যে" বলিয়া প্রশ্ন করিলে পুরোহিত বলিবেন "ওঁ আবাহয়" অতঃপর কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক "ওঁ এত পিতরঃ সোম্যাসো গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্ব্বিণেভির্দ্দত্তাস্মভ্যং দ্রবিণেহ ভদ্রং রৈঞ্চ নঃ সর্ব্ববীরং নিযচ্ছত (৪) ওঁ উশন্তস্ত্বা নিধীম-

---

যববিকীরণানন্তরং অবকীর্য্য বিশ্বেদেবাঃ শৃণুতেতি জপেদিতি কাত্যায়নঃ। হে বিশ্বেদেবা মে মম ইমং হবং অহ্বানং শৃণুত কিম্ভূতা যূয়ং অন্তরীক্ষে আকাশে স্থ তিষ্ঠত তথা যে উপ সমীপে পৃথিব্যাং তিষ্ঠত দ্যবি স্বর্গে যে তিষ্ঠতেতি সম্বন্ধঃ। দ্যবিষ্ঠেতি ছান্দসত্বাৎ ষত্বম্। এতদুক্তং ভবতি। ভুমাবাকাশে স্বর্গে চাবস্থিতা যে বিশ্বেদেবাঃ কে তে অগ্নিজিহ্বাঃ অগ্নিরেব জিহ্বা হুতভোজনসাধনং যেষাং তে তথোক্তাঃ। উত বা অপ্যর্থে যে যজত্রা যজন্তঃ শ্রাদ্ধকর্ত্তারং ত্রায়ন্ত ইতি যজত্রাঃ। পুরুরবো মাদ্রবপ্রভৃতয়ঃ যূয়ং আস্তৃতে কুশে আসাদ্য মাদয়ধ্বং হর্ষযুক্তা ভবতেত্যর্থঃ ॥ ২ ॥ হে বিশ্বদেবাস ন কেবলং যূয়মেব হর্ষযুক্তাঃ কিন্তু ভবদধিষ্ঠানযুক্তমাত্মানং বহুমন্যমানা ওষধয়ঃ কুশাঃ সোমেন সহ রাজ্ঞা সহাসীনাঃ সমবদন্ত স্থিরীভূতাঃ যতঃ সোমঃ ওষধীনামধিপতিঃ। কিঞ্চ হে সোম রাজন্ ত্বং ব্রাহ্মণোঽসি ভবসি অতো যস্মৈ ব্রাহ্মণায় শ্রাদ্ধভোক্তৃত্বেনোপকল্পিতায় আসনং কুশাস্তরেণ সম্বন্ধং কৃণোতি দধাতি ত্বং ব্রাহ্মণমপি মাং সর্ব্বতো ভাবেন পারয় শ্রাদ্ধভোজনকৃতপাপান্মোচয় ইত্যধ্যাহার্য্যং। কৃণোতীতি বিভক্তিব্যত্যয়ে মধ্যমে প্রথমপুরুষঃ তিঙাং তিঙিতি স্মরণাৎ আমিতি অব্যয়ানামনেকার্থত্বাৎ সর্ব্বতোভাবেঽপি দ্রষ্টব্যং। এতজ্জপানন্তরং। পিতৄনাবাহয়িষ্যে ইতি কাত্যায়নঃ। গোভিলোঽপি তিলানাদায় ওঁকারং কৃত্বা পিতৄনাবাহয়িষ্যে ইতি পৃচ্ছতি। ওঁ আবাহয় ইত্যনুজ্ঞাতঃ। ওঁ এত পিতরঃ ওঁ উশন্তস্ত্বা ইতি ঋগ্ দ্বয়াভ্যামাবাহ্য ওঁ আয়ান্তু নঃ পিতর ইতি মন্ত্রং জপিত্বা ওঁ অপহতেতি ঋচা তিলান্ বিকীর্য্য ইতি ॥ ৩ ॥ হে পিতরঃ পিতৃপিতামহ প্রপিতামহ মাতামহ প্রমাতামহ বৃদ্ধপ্রমাতামহ প্রভৃতয়োঽস্মিন্নাস্তৃতে বর্হিষি এত আগচ্ছত। কিম্ভূতা যূয়ং সোম্যাসো সোমো দেবতা যেষাং ইতি সোম্যাসঃ সোমাস ইতি ট্যন সোম্য পূর্ব্ববজ্জসেরসুগাগমঃ। কৈরাগমনমিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ। পথিভিরিতি কিম্ভূতৈঃ গম্ভীরেভিঃ গম্ভীরৈর্দ্দেবাদীনাং প্রসিদ্ধবর্ত্মভিরিত্যর্থঃ। গম্ভীরেভিরিতি ছান্দসত্বাৎ ভিসো নৈসাদেশঃ। পুনঃ কিম্ভূতৈঃ পূর্ব্বিণেভিঃ পূর্ব্বপুরুষাণাং কব্য-

হ্যশন্তঃ সমিধীমহি উশন্নুশত আবহ পিতৃন্ হবিষে অত্তবে (৫) এইমন্ত্রে আবাহন পূর্ব্বক "ওঁ আয়ান্তু নঃ পিতরঃ সোম্যাসোঽগ্নিষ্বাত্তাঃ পথিভির্দ্দেবযানৈঃ। অস্মিন্ যজ্ঞে স্বধয়া মদন্তোঽধিক্রুবন্তু তে অবন্ত্বস্মান্" এই মন্ত্র জপ করিয়া "ওঁ অপহতাসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ" বলিয়া পিতৃ ও মাতামহপক্ষীয় ব্রাহ্মণে তিল প্রদান করিবে। অনন্তর অর্ঘ্যদান করিবে।

অর্ঘ্যদান যথা;—জলস্পর্শ করিয়া দৈবব্রাহ্মণের সম্মুখে দক্ষিণাগ্র কুশোপরি একটি পাত্র, পিতৃপক্ষীয় ব্রাহ্মণের সম্মুখে দক্ষিণাগ্র কুশের উপর তিনটি, এবং মাতামহপক্ষীয় ব্রাহ্মণের সম্মুখে দক্ষিণাগ্রকুশের উপর তিনটি, এই সাতটি পাত্র স্থাপন করিয়া দুই দুই গাছি কুশ পত্রদ্বারা এক একটি পবিত্র নির্ম্মাণ করিয়া "ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ" মন্ত্রে প্রাদেশমাত্র প্রমাণ রাখিয়া নখ ব্যতীত ছেদন করিয়া "ওঁ বিষ্ণুর্ম্মনসা পূতে স্থঃ" মন্ত্রে জলদ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া দৈবাদিক্রমে সাতটি পাত্রে এক একটী করিয়া সাতটি পবিত্র স্থাপন করত "ওঁ

বাহনাদীনাং গমনাগমনপ্রসিদ্ধবর্ত্মভিরিত্যর্থঃ। আগত্য চ নোঽস্মাকং ভদ্রং কল্যাণং দ্রবিণং ক্রমাগতধনে চ দত্ত কুরুত হ ইতি সম্বোধনবাচকঃ। ন কেবলং লব্ধবিত্তে কিন্তু রৈষ্ণভাক্রূপং ধনঞ্চ নঃ সর্ব্বং নিযচ্ছত রৈয়িমিতি ছান্দসত্বাৎ নিরুক্তলক্ষণেন অমোঽকারলোপঃ। কিংভূতং ধনং সর্ব্ববীরং সর্ব্ববীরমিতি ব্যত্যয়েন অসোঽস্মু সর্ব্বেষাং বীরাণাং শৌর্য্যাদিযুক্তানাং যৎ প্রার্থনীয়ং তদপি প্রযচ্ছত ইত্যাশংসা বাক্যার্থঃ। পূর্ব্বিণেভিরিতি পূর্ব্বশব্দাদ্বহুলং ঔণাদিক-ইণ প্রত্যয়ঃ ছান্দসত্বাৎ অকারলোপে ন সন্ধিঃ। লক্ষণানুরোধাদ্বৃদ্ধিঃ ছন্দসাং ভিস্ ঐশাদেশবাধাদেঽহং গম্ভিরেভিরিতি বহুলং ছন্দসীতি ঐস্ ন ভবতি ॥৪॥ উশন্তস্ত্বা ইত্যাবাহয়েদিতি কাত্যায়নঃ॥ অত্রাগ্নিরিত্যধ্যাহার্য্যম্। হে অগ্নে ত্বা ত্বাং নিধীমহি আদধীমহি আধানং তব কুর্ম্ম ইতি যাবৎ বয়মিতি অধ্যাহার্য্যং। কিং ভূতা বয়ং ত্বামুশন্তঃ ইচ্ছন্তঃ কিন্তু ন কেবলং উশন্ত এব বয়ং ত্বাং সমিধীমহি প্রজ্বালয়ামঃ ত্বঞ্চ অস্মাভি রাহিতো জ্বলিতঃ সন্ পিতৄন্ অগ্নিষ্বাত্তাদীন্ আবহ আবাহয়। কিং ভূতস্ত্বং উশন্ পিতৄন্ ইচ্ছন্। কিং ভূতান্ পিতৄন্ উশতঃ ইচ্ছতঃ। কিমর্থমাবাহনমিত্যাহ আবাহনাত্মে অস্মদত্তস্য হবিষেঽত্তবে অদনার্থং। অত্তব ইতি অদেরৌণাদিকস্তন্ প্রত্যয়ঃ হবিষ ইতি ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী বিভক্তিব্যত্যয়াৎ। হে অগ্নে আধানজ্বলনাভ্যাং আরাধিতস্ত্বং পিতৄন্ অস্মাকং শ্রাদ্ধদেয়স্য হবিষো ভক্ষণার্থং আবহ আনয় ইত্যর্থঃ॥ ৫॥

শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে শন্নো ভবন্তু পীতয়ে শংযোরভিস্রবন্তু নঃ” এই মন্ত্র পড়িয়া ঐ সাতটি পবিত্রে জল দিবে। পরে “ওঁ যবোঽসি যবয়াস্মদ্দেষো যবয়ারাতীঃ। দিবে ত্বা অন্তরীক্ষায় ত্বা পৃথিব্যৈ ত্বা শুন্ধন্তাং লোকাঃ পিতৃসদনাঃ পিতৃসদনমসি” এই মন্ত্রে দৈবপক্ষের অর্ঘ্যপাত্রে যববিকীরণ করিবে। অতঃপর পিতৃ ও মাতা-মহপক্ষীয় অর্ঘ্যপাত্রে “ওঁ তিলোঽসি সোমদৈবত্যো গোসবো দেবনির্ম্মিতঃ। প্রত্নমদ্ভিঃ পৃক্তঃ স্বধয়া পিতৄন্ লোকান্ প্রীণাহি নঃ স্বাহা” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তিল নিক্ষেপ করিবে। পরে দৈবাদিক্রমে সাতটি অর্ঘ্যপাত্রে অমন্ত্রক গন্ধপুষ্প প্রদান করিয়া অন্য কুশদ্বারা আচ্ছাদন করত “ওঁ অচ্ছিদ্রমিদমর্ঘ্যপাত্রমস্তু” বলিবে। পরে পুরোহিত “ওঁ অস্তু” ইহা বলিলে কুশ উদ্ঘাটন করিয়া, দৈব-ব্রাহ্মণের হস্তে অর্ঘ্যপাত্রের পূর্ব্বাগ্র পবিত্র দিয়া, অন্য পাত্রস্থ জল ও পুষ্প প্রদান করিয়া অপর একটি পুষ্প দ্বারা “ওঁ শিরঃপ্রভৃতি সর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ” বলিয়া পূজা করত সেই অর্ঘ্যপাত্র বামহস্তে লইয়া দক্ষিণহস্তদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া “ওঁ যা দিব্যা আপঃ পয়সা সংবভূবুর্যা অন্তরীক্ষা উত পার্থিবীর্যা হিরণ্যবর্ণা যজ্ঞীয়াস্তা ন আপঃ শিবাঃ সংস্যোনাঃ সুহবা ভবন্তু” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া “ওঁ পুরূরবো মাদ্রবসৌ বিশ্বেদেবা এতদ্বোঽর্ঘ্যং নমঃ” ইহা বলিয়া দক্ষিণহস্তদ্বারা দৈবব্রাহ্মণে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। অতঃপর পিতৃপক্ষে দক্ষিণাভিমুখী পাতিত বামজানু ও প্রাচীনাবীতী হইয়া পূর্ব্ববৎ অর্ঘ্যপাত্র কুশদ্বারা আচ্ছাদন ও উদ্ঘাটন করিয়া পিতৃব্রাহ্মণে দক্ষিণাগ্র পবিত্র দান করত অমন্ত্রক অপর পাত্রস্থ জল ও পুষ্প দিয়া, অন্য পুষ্পদ্বারা “ওঁ শিরঃপ্রভৃতি-সর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ” এই মন্ত্রে পূজা করিয়া বামহস্তে অর্ঘপাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক দক্ষিণহস্তদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া “ওঁ যা দিব্যা আপঃ পয়সা” ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র পাঠ করত পাত্র ভূমিতে রাখিয়া বামহস্ত দ্বারা দক্ষিণবাহুমূল স্পর্শ করিয়া, “ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেব-শর্ম্মন্নেতত্তেঽর্ঘ্যং “ওঁ যে চাত্র ত্বামনুযাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা” ইহা পাঠ করিয়া দক্ষিণহস্তদ্বারা পিতৃব্রাহ্মণে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া পাত্রে শেষ যে জল টুকু থাকিবে, সেই জলের সহিত পাত্রটী পূর্ব্বস্থানে স্থাপন করিবে। এইরূপে পিতামহ, প্রপিতা-মহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহের ব্রাহ্মণে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া যথা স্থানে সজল পাত্র কয়েকটি রাখিবে, মন্ত্র পিতৃ-অর্ঘ্যপ্রদানের ন্যায়, কেবল বাক্যে নামমাত্র পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখ করিতে হইবে এবং এক একটি অর্ঘ্য দিয়াই এক একবার জলস্পর্শ করিতে হইবে।

অনন্তর পিতৃপাত্রে পিতামহ প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতা-

মহ পাত্রের জল পাত্র পাত্র ক্রমে গ্রহণ করিয়া, প্রপিতামহপাত্রদ্বারা আচ্ছাদন করত স্বীয় বামদিকে সমূল কুশের উপর অধোমুখে "ওঁ পিতৃভ্যঃ স্থানমসি" এই বলিয়া ন্যুব্জভাবে স্থাপন করিবে। অনন্তর গন্ধাদি দান করিবে। গন্ধাদিদান যথা, প্রথমত দৈবে উত্তরাভিমুখ পাতিত-দক্ষিণ জানু ও উপবীতী হইয়া, "ওঁ পুরূরবো মাদ্রবসো বিশ্বেদেবা এতানি বো গন্ধপুষ্পধূপদীপাচ্ছাদনানি নমঃ" বলিয়া গন্ধপুষ্পধূপদীপ ও আচ্ছাদন উৎসর্গ করত, "এষ বো গন্ধঃ" বলিয়া গন্ধ, "এতদ্বঃ পুষ্পং" বলিয়া পুষ্প, "এষ বো ধূপঃ" বলিয়া ধূপ, "এষ বো দীপঃ" বলিয়া দীপ, এবং "এতদ্ব আচ্ছাদনং" বলিয়া বস্ত্র দৈবব্রাহ্মণে নিবেদন করিয়া দিবে। পরে পিতৃপক্ষে দক্ষিণাভিমুখ পাতিত বামজানু ও প্রাচীনাবীতী হইয়া "অমুক-গোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্ এতানি তে গন্ধপুষ্পধূপদীপাচ্ছাদনানি ওঁ যে চাত্র ত্বামনু যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা" * বলিয়া উৎসর্গ করিয়া, "এষ তে গন্ধঃ" বলিয়া গন্ধ, "এতত্তে পুষ্পং" বলিয়া পুষ্প, "এষ তে ধূপঃ" বলিয়া ধূপ, "এষ তে দীপঃ" বলিয়া দীপ এবং "এতত্তে আচ্ছাদনং" বলিয়া বস্ত্র পিতৃব্রাহ্মণে দিবে। এইরূপে পিতামহ, প্রপিতামহ এবং মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহের নামোল্লেখ করিয়া গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও আচ্ছাদন উৎসর্গ করিয়া, পিতামহাদি ব্রাহ্মণে গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ ও বস্ত্র দিবে। ইহার মধ্যে কোন দ্রব্যের অভাব হইলে তৎ-পূরণার্থ যব দিবে। অতঃপর অন্নদান করিবে।

অন্নদান যথা,—প্রথমে দৈবাদি ত্রিপক্ষীয় ব্রাহ্মণত্রয়ের সম্মুখস্থ কুশাদি ফেলিয়া দিয়া দৈবপক্ষে ঈশান কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া জলধারা দ্বারা পূর্ব্বাগ্র রেখা অঙ্কিত করিয়া একটি এবং পিতৃ ও মাতামহপক্ষে নৈঋত কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া বামাবর্ত্তক্রমে দক্ষিণাগ্র রেখা অঙ্কন করিয়া একটি চতুষ্কোণমণ্ডল অঙ্কিত করত তদুপরি দৈবাদি ক্রমে ভোজনপাত্রত্রয় স্থাপন করিবে। পরে পাকপাত্র হইতে পাত্রান্তরে সঘৃতান্ন গ্রহণ করিয়া "ওঁ অগ্নৌ করিষ্যামি" বলিয়া পংক্তিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে প্রশ্ন করিলে পুরোহিত বলিবেন "ওঁ কুরুষ্ব"। পরে "ওঁ স্বাহা" বলিয়া পাত্রস্থিত জলে কিঞ্চিৎ আহুতি দিয়া "ওঁ সোমায় পিতৃমতে" ইহা বলিবে। অনন্তর "ওঁ স্বাহা" বলিয়া অপর আহুতি প্রদান করিয়া "অগ্নয়ে কব্যবাহনায়" এই মন্ত্র শেষ বলিবে এবং অগ্নৌকৃত দুইবার ঐ জলে আহুতি দিয়া দৈবপাত্রে দুইবার, পিতৃপাত্রে ও মাতামহপাত্রে

---

* পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহের নামাদি উল্লেখ করিয়া এক সঙ্গে এবং মাতামহাদি তিনের নামাদি উল্লেখ করিয়া একত্রে ও গন্ধাদি দান করা যাইতে পারে।

তিন তিন বার করিয়া অন্ন প্রদান করত পিণ্ডার্থ কিঞ্চিৎ রাখিবে। পরে অনুত্তানহস্ত (অধোমুখে বামহস্ত নীচে এবং দক্ষিণহস্ত উপরে) দ্বারা দৈবপাত্র ধারণ করিয়া "ওঁ পৃথিবী তে পাত্রং দ্যৌঃ পিধানং ব্রাহ্মণস্য মুখেঽমৃতেঽমৃতং জুহোমি স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে পিতৃপক্ষের পাত্র উত্তান (চিতভাবে বামহস্ত নীচে এবং দক্ষিণহস্ত উপরে) হস্তে ধারণ করিয়া "ওঁ পৃথিবী তে পাত্রং" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। এই রূপে মাতামহের পাত্র ধারণ ও মন্ত্র পাঠ করিবে। এই প্রকারে পিত্রাদি পাত্রে ও মাতামহাদিপাত্রে অন্ন পরিবেশন করিবে। উপকরণাদি অপর স্বতন্ত্র পাত্রে দিবে। অপর পাত্র না থাকিলে অন্নপাত্রের উপর দিবে। সীসা, লৌহ, প্রস্তর ও আট অঙ্গুলের কম ভগ্ন মৃন্ময় পাত্রে অন্ন দিবে না, কিন্তু তাম্রপাত্র ভগ্ন হইলে ও তাহাতে দিতে পারিবে। রৌপ্যপাত্র আট আঙ্গুলের কম হইলে ও গ্রাহ্য হইবে। কুষ্মাণ্ড, লাউ ও বেগুন প্রভৃতি বর্জ্জন করিবে। এইরূপে পরিবেশন করিয়া দৈবাদিক্রমে বামহস্তে সজল অন্নপাত্র ধারণ করিয়া দৈবপক্ষে "ওঁ বিষ্ণো হব্যমিদং রক্ষস্ব" এবং পিতৃপক্ষে "ওঁ কব্যমিদং রক্ষস্ব" ইহা পাঠ করিয়া "ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং। সমূঢ়মস্য পাংশুলে" * এইমন্ত্র পাঠ করিয়া "ইদমন্নং ইমা আপঃ ইদং হবিঃ" ইহা বলিয়া অন্নাদিতে নখ ব্যতীত অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করাইবে। পরে দৈবপক্ষের অন্নে অমন্ত্রক যব বিকীর্ণ করিয়া পিতৃ ও মাতামহ-পক্ষের অন্নে "ওঁ অপহতাসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ" বলিয়া তিল-নিক্ষেপ করিবে। ক্রমে ব্রাহ্মণদিগকে জল দিয়া অন্নে মধু, তদভাবে গুড় প্রদান করত পরে সপ্রণব ব্যাহৃতি গায়ত্রীপাঠ করিয়া "ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাংস্তু সূর্য্যো মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ ওঁ মধু মধু মধু" ইহা জপ করিবে।

অতঃপর দৈবে উত্তরাভিমুখ পাতিতদক্ষিণজানু উপবীতী হইয়া অনুত্তান বামহস্তে অন্নপাত্র ধারণ করিয়া "ওঁ পুরূরবো মাদ্রবসো বিশ্বেদেবা এতদ্বোঽন্নং গোপকরণং সযবোদকং নমঃ" এই বলিয়া উৎসর্গ করত "ইদমন্নং ইমা

---

* বিষ্ণুর্ভগবান্ বিশ্বব্যাপিতয়া ইদমন্নং বিচক্রমে আক্রান্তবান্। কিঞ্চ বিষ্ণুরেব পদমস্মিন্নন্নে নিদধে নিহিতবান্ কেন প্রকারেণ ত্রেধা ত্রিপ্রকারম্। ক্ষুত্র ক্ষুত্র পৃথিব্যাং আকাশে স্বর্গে চ অস্য বিষ্ণোঃ পদং যদ্ভ্রাম্যতি অতঃ পাংশুলে পাংশুযুক্তে ভূদেশে সমূঢ়ং সম্যক্ নিবিষ্টং তদন্নং বা কার্য্যঃ। বিষ্ণুর্ভগবান্ ত্রিবিক্রমরূপেণ উর্দ্ধমধ্যাধো ব্যাপ্তস্তস্য পদং বিশেষতঃ পৃথিব্যাং নিবিষ্টং স বিষ্ণুরিদমন্নমাক্রান্তবান্ অতো রাক্ষসাদয়োঽস্যাপসরন্তিত্যর্থঃ।

আপঃ ইদং হবিঃ এতানি উপকরণানি যথাসুখং বাগ্‌যতৌ স্বদেতাম্” ইহা বলিবে। তৎপরে পিতৃপক্ষে দক্ষিণাভিমুখ পাতিতবামজানু প্রাচীনাবীতী হইয়া উত্তানবামহস্তে অন্নপাত্র ধারণ করত অন্ন প্রোক্ষণ করিয়া “ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং। সমূঢ়মস্য পাংশুলে” ইহা জপ করিয়া “ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্ অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ অমুক-গোত্র প্রপিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ এতত্তেঽন্নং ওঁ যে চাত্র ত্বামনু যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা” ইহা বলিয়া অন্ন উৎসর্গ করিবে। তৎপরে “ইদমন্নং ইমা আপঃ ইদং হবিঃ এতানি উপকরণানি যথাসুখং বাগ্‌যতাঃ স্বদত” ইহা বলিবে। ঐরূপ মাতামহপক্ষেও অন্ন পূর্ব্ববৎ ধারণ করিয়া “ওঁ ইদং বিষ্ণু-র্বিচক্রমে” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ ও মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহের নাম উল্লেখ করিয়া উৎসর্গ করত “ইদমন্নং” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে ব্রাহ্মণত্রয়ে একগণ্ডূষ জল দিয়া সপ্রণব ব্যাহৃতি গায়ত্রী তিন বা একবার পাঠ করিয়া “ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে” ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া “ওঁ অন্নহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ তৎসর্ব্বমচ্ছিদ্রমস্তু” পাঠ করিয়া শ্রাব্যমন্ত্র পাঠ করিবে। যথা,—প্রণব-ব্যাহৃতিসহিত গায়ত্রী পাঠ করিয়া “ওঁ মধুবাতা” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত “ওঁ যজ্ঞেশ্বরো হব্যসমস্তকব্য-ভোক্তাঽব্যয়াত্মা হরিরীশ্বরোঽত্র। তৎসন্নিধানাদপযান্তু সদ্যো রক্ষাংস্যশেষাণ্য-সুরাশ্চ সর্ব্বে। ওঁ যোগীশ্বরং যাজ্ঞবল্ক্যং সংপূজ্য মুনয়োঽব্রুবন্। বর্ণাশ্রমেত-রাণাম্নো ব্রূহি ধর্ম্মানশেষতঃ। ওঁ মনুত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ। যমাপস্তম্বসম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী। পরাশরব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষগোতমৌ। শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রয়োজকাঃ। ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্॥ ওঁ দুর্য্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধঃ কর্ণঃ শকুনিস্তস্য শাখা দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রো মনীষী। ওঁ যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধোঽর্জ্জুনো ভীমসেনোঽস্য শাখা। মাদ্রীসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ। ওঁ সপ্ত ব্যাধা দশার্ণেষু মৃগাঃ কালঞ্জরে গিরৌ। চক্রবাকাঃ শরদ্বীপে হংসাঃ সরসি মানসে। তেঽভি-জাতাঃ কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ। প্রস্থিতা দূরমধ্বানং যূয়ং তেভ্যোঽব-সীদত”॥ এই মন্ত্র জপ করিয়া রুচিস্তব পাঠ করিবে, অসমর্থ হইলে, “ওঁ বৃদ্ধোঽহং সাম্প্রতং কো মে পিতরঃ সম্প্রদাস্যতি। ভার্য্যাং তথা দরিদ্রস্য হস্তয়োর্দারসংগ্রহঃ। পিতর উচুঃ। অস্মাকং পতনং বৎস ভবতঃ শাস্যবেগতিঃ।

শূন্যং ত্যক্ত্বা ভবিত্রি চ নাভিনন্দসি নো বচঃ। ইত্যুক্ত্বা পিতরস্তস্য পশ্যতো মুনিসত্তম। বভূবুঃ সহসাঽদৃশ্যা দীপা বাতহতা ইব। ওঁ রুচিঃ ওঁ রুচিঃ ওঁ রুচিঃ” ইহা বারত্রয় পাঠ করিয়া “ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্। যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিং। নমস্তেঽস্তু বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষুষে। নমঃ পিণাকহস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ।” ইহা পাঠ করিবে। অনন্তর অগ্নিদগ্ধাদির পিণ্ডদান করিবে।

অগ্নিদগ্ধাদির-পিণ্ডদান—দৈব ও পিতৃপক্ষের মধ্যস্থানে দক্ষিণাগ্র কুশ আস্তরণ করিয়া সতিল জল দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া সর্ব্ব প্রকার অন্ন উদ্ধৃত করিয়া একটি পিণ্ড নির্ম্মাণ করত “ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম। ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিং। ওঁ যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুর্নৈবান্নসিদ্ধির্ন তথান্নমস্তি। তত্তৃপ্তয়েঽন্নং ভুবি দত্তমেতৎ প্রয়াস্তু লোকায় সুখায় তদ্বৎ”॥ * এই মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিয়া হস্তস্থ পিণ্ড কুশের উপর স্থাপন করিবে।

অনন্তর হস্তদ্বয় প্রক্ষালন পূর্ব্বক আচমন করিয়া দক্ষিণকর্ণ স্পর্শ করত বিষ্ণুস্মরণপূর্ব্বক পিণ্ডদান করিবে।

পিণ্ডদান—প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে জল গণ্ডূষ প্রদান করিয়া পূর্ব্ববৎ সপ্রণব-ব্যাহৃতি গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক “ওঁ মধুবাতা” ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিয়া “ওঁ শেষমন্নমপ্যস্তি কিং দেয়ং” বলিলে পুরোহিত বলিবেন “ইষ্টেভ্যো দীয়তাং”। তৎপরে “ওঁ পিণ্ডদানমহং করিষ্যে” ইহা বলিলে পুরোহিত বলিবেন “ওঁ কুরুষ্ব”। “ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং যদমেধ্যবদ্ভবেদ্ধতাশ্চ সর্ব্বেঽসুরদানবা ময়া। রক্ষাংসি যক্ষাঃ সপিশাচসঙ্ঘা হতা ময়া যাতুধানাশ্চ সর্ব্বে॥” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া নৈর্ঋত কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া বামাবর্ত্ত ক্রমে পিতৃব্রাহ্মণের সম্মুখে একটি এবং তৎপূর্ব্বদিকে মাতামহ-ব্রাহ্মণের সম্মুখে একটি চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া প্রাদেশ পরিমাণ দুইগাছি কুশ বামহস্ত হইতে দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিয়া

* মম কুলে বংশে যে জীবাঃ প্রাণিনোঽগ্নিদগ্ধা লৌকিকাগ্নিনা যেন কেনাপি দগ্ধা এব পিতৃোদকক্রিয়াভ্যো ন কৃতাঃ তথা যে দুর্ভিক্ষমরণেঽদগ্ধা দাহমেব ন লভন্তঃ তে জীবা মামকা মদ্দত্তেন বিকীরণান্নেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তাঃ সন্তঃ পরাং গতিং উৎকৃষ্টস্থানং প্রয়ান্তু গচ্ছন্তু। তথা যেষাং জীবানাং মাতৃপিতৃপ্রভৃতয়ো বান্ধবা ন বিদ্যন্তে শ্রাদ্ধদায়িনস্তেষামপি তৃপ্তয়ে ভুবি অন্নং দত্তমেবেতি শেষঃ। তেনান্নেন তৃপ্তাঃ সন্তঃ সুখায় লোকায় স্বর্গাখ্যায় প্রয়ান্তু গচ্ছন্তু। গত্যর্থ কর্ম্মণীতি কর্ম্মণি চতুর্থী।

"ওঁ অপহতাসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ "ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং যদমেধ্যবদ্ভবেদ্ধতাশ্চ সর্ব্বেঽসুরদানবা ময়া। রক্ষাংসি যক্ষাঃ সপিশাচসঙ্ঘা হতা ময়া যাতুধানাশ্চ সর্ব্বে॥" এই মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিয়া পূর্ব্বোক্ত মণ্ডল দ্বয়ের মধ্যে দুইটী দক্ষিণাগ্র রেখা অঙ্কিত করিয়া কুশপত্রদ্বয় উত্তরদিকে নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে ঐ রেখার উপরে মূলাগ্রযুক্ত কুশ আস্তরণ করিয়া "ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ। নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্তিতি" এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবে। অতঃপর "ওঁ এত পিতরঃ সোম্যাসো গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্ব্বিণেভির্দত্তাস্মভ্যং দ্রবিণেহ ভদ্রং রৈঞ্চ নঃ সর্ব্ববীরং নিযচ্ছত" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আস্তীর্ণ কুশোপরি তিল নিক্ষেপ করিবে। পরে সতিল পুষ্প গ্রহণ করিয়া "ওঁ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্ অবনেনিক্ষ্ব ওঁ যে চাত্র ত্বামনু যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা॥" এই বলিয়া জল স্পর্শ পূর্ব্বক আস্তীর্ণ কুশের অগ্রে প্রদান করিবে। এই রূপে জলস্পর্শপূর্ব্বক পিতামহ, প্রপিতামহ এবং মাতামহাদি তিনের আস্তীর্ণ কুশোপরি অগ্র, মূল ও মধ্য ক্রমে প্রদান করিবে। পরে আহুতির শেষ অন্নদ্বারা বিল্বপরিমাণ ষট্পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ঘৃত ও মধু প্রদান করিয়া এবং এক একটী তুলসীপত্র ও এক একটী মোটকসহ একটী পিণ্ড দক্ষিণহস্তে গ্রহণ করিয়া "ওঁ মধুবাতা" ইত্যাদি মন্ত্র এবং "ওঁ অক্ষন্নমী মদন্তো হ্যব প্রিয়া অধূষত অস্তোষত স্বভানবো বিপ্রান্ নবিষ্ঠয়া মতীয়োজা ন্বিন্দ্র তে হরী।" ইহা পাঠ করিয়া "ওঁ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্ এষ তে পিণ্ডঃ ওঁ যে চাত্র ত্বামনু যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা" বলিয়া পিতৃপক্ষের আস্তীর্ণ কুশের মূলস্থানে দিবে। ঐরূপ "ওঁ মধুবাতা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বয় পাঠ করিয়া পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহের নাম উল্লেখ করিয়া এক একটী পিণ্ড আস্তীর্ণ কুশোপরি দিবে। এই প্রকারে ছয়টী পিণ্ড প্রদান করিবে। এক একটি পিণ্ড দিয়া এক একবার জলস্পর্শ করিয়া লইতে হইবে। পরে পিণ্ড পাত্রে পিণ্ডের অবশিষ্ট যাহা থাকিবে তাহা কিঞ্চিৎ পিণ্ডের উপর দিয়া কুশমূলদ্বারা "ওঁ লেপভুজঃ পিতরঃ প্রীয়ন্তাং" ইহা বলিয়া হস্তলিপ্ত অন্নাদির কিঞ্চিৎ অংশ পিণ্ডোপরি দিবে। অতঃপর হস্তদ্বয় প্রক্ষালন, আচমন ও হরিস্মরণপূর্ব্বক পিণ্ডপাত্র প্রক্ষালন করিয়া সেইপাত্র বামহস্ত হইতে দক্ষিণহস্তে আনয়ন করিয়া প্রক্ষালিত করিয়া "ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্ অবনেনিক্ষ্ব ওঁ যে চাত্র ত্বামনু যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা" ইহা বলিয়া পিতৃ-

পিণ্ডে ঐ প্রক্ষালিত জল দিবে। ঐরূপ ক্রমান্বয়ে পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহপিণ্ডে জল দিবে। অতঃপর "ওঁ অত্র পিতরো মাদয়ধ্বং ওঁ যথাভাগ মাবৃষায়ধ্বং" ইহা জপ করিবে। পরে আচমন করত বামাবর্ত্তক্রমে উত্তরাভিমুখ হইয়া শ্বাস ধারণ করত পিতৃ-পুরুষদিগকে ভাস্কর-মূর্ত্তি চিন্তা করিয়া "ওঁ অমী মদন্তঃ পিতরো যথাভাগ মাবৃষায়ন্বং" এই মন্ত্র জপ করিয়া রুদ্ধ শ্বাস ত্যাগ করিবে।

অতঃপর কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ নমো বঃ পিতরঃ পিতরো নমো বঃ" ইহা পাঠ করত "ওঁ গৃহান্নঃ পিতরো দত্ত" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ভার্য্যাকে দর্শন করিয়া "ওঁ সদোবঃ পিতরো দেষ্ম:" * বলিয়া পিণ্ড দর্শন করিবে। অনন্তর নূতন বা পুরাতন কাপড়ের দশী হইতে সূত্র গ্রহণ করিয়া বামহস্ত হইতে দক্ষিণহস্তে আনয়ন করিয়া "ওঁ এতদ্বঃ পিতরো বাসঃ।" ইহা পাঠ করিয়া ওঁ অমুকগোত্র পিতঃ অমুক দেবশর্ম্মন্ এতত্তে বাসঃ ওঁ যে চাত্র ত্বামনু যাংশ্চ তস্মৈ তে স্বধা" ইহা বলিয়া পিতৃপিণ্ডে দিবে। এবং ঐ মন্ত্রে পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহের নাম উল্লেখ করিয়া, প্রত্যেক বার জল স্পর্শ করত এক একটী পিণ্ডে সূত্র দিবে। পরে পিতৃপুরুষ-গণের উদ্দেশে অমন্ত্রক গন্ধ পুষ্প দ্বারা পিণ্ডের পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক "ওঁ বসন্তায় নমস্তভ্যং গ্রীষ্মায় চ নমো নমঃ। বর্ষাভ্যশ্চ শরৎসংজ্ঞঋতবে চ নমঃ সদা। হেমন্তায় নমস্তভ্যং নমস্তে শিশিরায় চ। মাসসংবৎসরেভ্যশ্চ দিবসেভ্যো নমো নমঃ" এই বলিয়া ষড়্ঋতুরূপ পিতৃপুরুষদিগকে প্রণাম করিবে। অতঃপর "ওঁ সুপ্রোক্ষিতমস্তু" ইহা বলিয়া ব্রাহ্মণের অগ্রভূমি সেচন করিলে পুরোহিত বলিবেন, "ওঁ অস্তু"। পরে দৈবব্রাহ্মণে, "ওঁ শিবা আপঃ সন্তু" বলিয়া জল দিলে পুরোহিত বলিবেন, "ওঁ সন্তু"। তৎপর "ওঁ সৌমনস্য-মস্তু" এই বলিয়া পুষ্প দিলে পুরোহিত বলিবেন, "ওঁ অস্তু"। ঐরূপ পিতৃ ও মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণেও জল, পুষ্প ও দূর্ব্বাক্ষত প্রদান করিবে ও প্রতিবচন বলিবে। পরে অক্ষয্য দান করিবে।

অক্ষয্যদান—তিল, ঘৃত ও মধুযুক্ত জল গ্রহণ করিয়া "ওঁ অমুকগোত্রস্য

* হে পিতরঃ বো যুষ্মভ্যং নমোঽস্তু ভক্তিশ্রদ্ধাতিশয়েন পুনঃ পুনর্নমস্কারোঽস্তি, ত্য-পুনরুক্তিঃ নমস্কারাদিনা প্রীতাঃ সন্তঃ পিতরো নোঽস্মভ্যং গৃহাননুকূলদারান্ অত্র চ গৃহিণী গৃহমুচ্যতে ইতি গৃহিণীপ্রার্থনম্। তত্র প্রযচ্ছত যূয়ং বো যুষ্মভ্যং পুত্রাদ্যাৎপত্তি-রূপেণ সদঃ সত্তাস্থানং দেষ্মঃ দদামঃ ছান্দসত্বাৎ দিশেৰ্দ্বিকরণলোপঃ দীর্ঘাকারো গুণশ্চোপধায়াঃ।

পিতুঃ অমুকদেবশর্ম্মণঃ কৃতেঽস্মিন্ পার্ব্বণবিধিকশ্রাদ্ধে দত্তমিদমন্নপানাদিক মক্ষয্যমস্তু” ইহা বলিয়া পিণ্ডের উপর দিলে পুরোহিত বলিবেন, “ওঁ অস্তু” ঐরূপ পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহের নাম উল্লেখ করিয়া অন্য পাঁচটি পিণ্ডের উপর প্রদান করিবে।

পরে “ওঁ অঘোরাঃ পিতরঃ সন্তু” বলিবেন, পুরোহিত ‘সন্তু’ বলিয়া প্রতিবচন দান করিবেন। “ওঁ গোত্রং নো বর্দ্ধতাং’ বলিলে পুরোহিত বলিবেন “ওঁ বর্দ্ধতাং।” পরে সপবিত্র কুশ পিণ্ডের উপর আস্তীর্ণ করিয়া “ওঁ স্বধাং বাচয়িষ্যে” বলিয়া প্রার্থনা করিলে পুরোহিত বলিবেন, “ওঁ বাচ্যতাং।” তৎপরে ‘ওঁ পিতৃভ্যঃ স্বধোচ্যতাং’ বলিলে পুরোহিত বলিবেন,—“ওঁ অস্তু স্বধা” এবং “ওঁ পিতামহেভ্যঃ স্বধোচ্যতাং, ওঁ প্রপিতামহেভ্যঃ স্বধোচ্যতাং, ওঁ মাতামহেভ্যঃ স্বধোচ্যতাং, ওঁ প্রমাতামহেভ্যঃ স্বধোচ্যতাং, ওঁ বৃদ্ধপ্রমাতামহেভ্যঃ স্বধোচ্যতাং” বলিলে পুরোহিত সর্ব্বত্র “ওঁ অস্তু স্বধা” বলিবেন। পরে “ওঁ ঊর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতং স্বধা স্থ তর্পয়ত মে পিতৄন্” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সপবিত্র কুশের সহিত পিণ্ডোপরি জলধারা দ্বারা সেক করিবে। *

পরে নিজের বামদিকস্থ ন্যুব্জীকৃত পাত্র উঠাইয়া দক্ষিণা করিবে। যথা.— প্রথমতঃ পিতৃপক্ষে “বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য প্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ কৃতৈতৎ পার্ব্বণবিধিকশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং রজতং তন্মূল্যং বা বিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদে” এইরূপ বাক্য করিয়া দক্ষিণাদ্রব্য উৎসর্গ করিবে। এইরূপ মাতামহপক্ষে ও মাতামহাদি নামোল্লেখে দক্ষিণা করিবে। তৎপরে দৈবপক্ষে দক্ষিণা করিবে। যথা—“বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ পুরূরবো মাদ্রবসোর্ব্বিশ্বেষাং দেবানাং কৃতৈতৎপার্ব্বণবিধিকশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং তন্মূল্যং বা বিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদে” এই বাক্য করিয়া দক্ষিণা করিবে। অনন্তর দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী দর্শন করাইয়া বলিবে—“অনয়া দক্ষিণয়া শ্রাদ্ধমিদং সদক্ষিণমস্তু।” পুরোহিত বলিবেন “অস্তু”।

---

* যদি পুত্রার্থিনী স্ত্রী ঋতুস্নাতা হয়, তবে পিতামহ পিণ্ডটী “ওঁ আধত্ত পিতরো গর্ভং কুমারং পুষ্করস্রজং। যথেহ পুরুষঃ স্যাৎ” এই মন্ত্র পড়িয়া স্ত্রীকে দিবে এবং স্ত্রী ভোজনকালে মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক ভোজন করিবে। ইহা ভট্টনারায়ণের মত।

অতঃপর "ওঁ বিশ্বেদেবাঃ প্রীয়ন্তাং" বলিয়া প্রশ্ন করিলে, পরে পুরোহিত বলিবেন, "ওঁ প্রীয়ন্তাং"। অনন্তর "ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ। নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্ত্বিতি" ইহা তিন বার পাঠ করিবে। অতঃপর দক্ষিণাভিমুখে উপবিষ্ট হইয়া কৃতাঞ্জলি ও তদ্গতচিত্ত হইয়া দক্ষিণদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করত পিতৃপুরুষগণের নিকট "ওঁ আশিষো মে প্রদীয়ন্তাং" বলিয়া বর প্রার্থনা করিলে পুরোহিত বলিবেন "ওঁ আশিষঃ প্রতিগৃহ্যন্তাং।" অতঃপর "ওঁ দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ। শ্রদ্ধা চ নো মাব্যগমদ্বহুদেয়ঞ্চ নোঽস্তিতি। অন্নঞ্চ নো বহু ভবেদতিথীংশ্চ লভেমহি। যাচিতারশ্চ নঃ সন্তু মা চ যাচিষ্ম কঞ্চন। অন্নং প্রবর্দ্ধতাং নিত্যং দাতা শতং জীবতু॥ যেভ্যঃ সঙ্কল্পিত পিতৃভ্যস্তামিশ্রয়া তৃপ্তিরস্তু। এতাঃ সত্যাশিষঃ সন্তু পিতৄণাং প্রসাদোঽস্তু।" ইহা বলিয়া প্রার্থনা করিলে পুরোহিত "ওঁ সন্তু" বলিয়া "ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ" ইত্যাদি মন্ত্র তিন বার পাঠ করিবেন। অতঃপর "ওঁ বাজে বাজেঽবত বাজিনো নো ধনেষু বিপ্রা অমৃতা ঋতজ্ঞাঃ অস্য মধ্বঃ পিবত মাদয়ধ্বং তৃপ্তা যাত পথিভির্দেবযানৈঃ" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া কুশত্রয় দ্বারা পিতৃপক্ষীয় ব্রাহ্মণ বিসর্জ্জন করিয়া, পরে উপবীতী হইয়া, ব্রাহ্মণস্থ দেবগণকে বিসর্জ্জন করিবে। তৎপরে "ওঁ আ মা বাজস্য প্রসবো জগম্যা দেবে দ্যাবাপৃথিবী বিশ্বরূপে আ মা গন্তাং পিতরা মাতরা যুবমা মা সোমোঽমৃতত্বায় গম্যাৎ" এইমন্ত্রে দক্ষিণাবর্ত্তক্রমে ব্রাহ্মণের চতুর্দ্দিকে জলধারা বেষ্টন করিয়া নমস্কার করিবে। অতঃপর "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ জলনারায়ণায় নমঃ" বলিয়া জলে নারায়ণের পূজা করিয়া "যেষাং শ্রাদ্ধং কৃতমিদং তেষামক্ষয়ায় তৃপ্তয়ে ত্বয়ি জলে পাত্রীয়ান্নাদিকং সমর্পিতং" এই বলিয়া পিতৃ ও মাতামহগণের কিঞ্চিৎ অন্ন জলে প্রদান করিয়া "ওঁ যয়োঃ শ্রাদ্ধং কৃতমিদং তয়োরক্ষয়ায় তৃপ্তয়ে ত্বয়ি জলে পাত্রীয়ান্নাদিকং সমর্পিতং" এই মন্ত্র পড়িয়া দৈবপাত্রস্থ কিঞ্চিৎ অন্ন জলে দিবে। পরে পিণ্ড সকলের কুশাদি ফেলিয়া পরিষ্কার করত গরু, ছাগ বা ব্রাহ্মণকে দান করিবে, অথবা অগ্নি বা জলে নিক্ষেপ করিবে। শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য ব্রাহ্মণকে দিবে। পরে শান্তি আশীর্ব্বাদ করিবে। যথা,—উপবীতী হইয়া সপুষ্প জল গ্রহণ করিয়া "ওঁ মহাবামদেবাঋষির্বিরাড়্গায়ত্রীচ্ছন্দ ইন্দ্রো দেবতা শান্তিকর্ম্মণি জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ কয়া নশ্চিত্র আভুবদূতী সদাবৃধঃ সখা কয়া সচিষ্ঠয়া বৃতা ওঁ কস্ত্বা সত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মৎসদন্ধসঃ দৃঢ়াচিদারুজে বসু। "ওঁ অভীষুণঃ সখীনামবিতা জরিতৄণাং শতম্ভবা স্যূতয়ে।" এই মন্ত্র তিনবার পড়িয়া "ওঁ স্বস্তি

ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যোঽরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু। ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি” এই মন্ত্র তিনবার পড়িয়া পুরোহিত শান্তি করিবেন।

অনন্তর অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। যথা,—হাতে জল লইয়া “কৃতৈতৎপার্ব্বণবিধিকশ্রাদ্ধকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্ত” বলিয়া হস্তস্থ জল ত্যাগ করিবে। পরে দক্ষিণ হস্তদ্বারা দীপ আচ্ছাদন করিয়া হস্তদ্বয় প্রক্ষালন পূর্ব্বক আচমন করিয়া বৈগুণ্য-প্রশমন করিবে। যথা,—“অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা কৃতৈতৎ-পার্ব্বণবিধিকশ্রাদ্ধকর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণ মহং করিষ্যে।”

এইরূপ বাক্য করিয়া “ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত বিষ্ণুস্মরণ করত “ওঁ বিষ্ণু” এই মন্ত্র দশবার জপ করিবে। অতঃপর বৈশ্বদেব বলিকর্ম্ম করিবে।

সামবেদীয় পার্ব্বণ শ্রাদ্ধপদ্ধতি সমাপ্ত।

সাংবৎসরিকৈকোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ প্রয়োগ।

পূর্ব্বদিনে একবার নিরামিষ ভোজন করিয়া পরদিবস দেবপূজান্তে দক্ষিণা-ভিমুখ হইয়া পদদ্বয় প্রক্ষালন পূর্ব্বক কুশহস্তে উত্তরমুখ বা পূর্ব্বমুখ হইয়া আচমন করত তিলতৈলে প্রদীপ প্রজ্বালিত করিয়া ভোজ্যোৎসর্গ করিবে। যথা,—ভোজ্য স্বীয় সম্মুখে আনয়নপূর্ব্বক “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সোপকরণভোজ্যায় নমঃ” বলিয়া তিনবার ভোজ্য অর্চনা করিয়া “এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।” “এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ব্রাহ্মণায় নমঃ” বলিয়া পূজা করত দক্ষিণহস্তে কুশত্রয় সহিত জল গ্রহণ করিয়া বাম হস্তে ভোজ্য ধারণ করত নিম্ন লিখিত রূপ বাক্য করিয়া উৎসর্গ করিবেন।

“অদ্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য পিতুরমুক-দেবশর্ম্মণঃ একোদ্দিষ্টবিধিকসাংবৎসরিকশ্রাদ্ধবাসরে অমুকগোত্রস্য পিতুরমুকদেব-শর্ম্মণঃ স্বর্গকাম ইদং সোপকরণভোজ্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি।”

অতঃপর “অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎসোপকরণভোজ্যদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং বিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং

স্বাহা।" এইরূপে দক্ষিণা করিবে। অতঃপর "ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ" বলিয়া পাদ্যাদি দ্বারা বাস্তু পূজা করিয়া "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণু স্মরণ করত "ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় বিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া শ্রীবিষ্ণুর পূজা করিয়া "এতৎ শ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগসম্বৃতসোপকরণান্নং ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।" বলিয়া শ্রাদ্ধাগ্রভাগ দান করিয়া পরকীয় ভূমিতে শ্রাদ্ধ করিলে তৎস্বামীকে মূল্য অথবা "এতৎ সোপকরণান্নং এতৎ ভূস্বামিপিতৃভ্যঃ স্বধা" বলিয়া অন্নদান করিবে।

অতঃপর উপবীতী হইয়া,—"ওঁ সহস্রশীর্ষা" ইত্যাদি মন্ত্রে কুশব্রাহ্মণকে স্নান করাইয়া "ওঁ দর্ভময়ব্রাহ্মণায় নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিয়া দক্ষিণাভিমুখ প্রাচীনাবীতী পাতিত-বামজানু হইয়া তিন কুশযুক্ত দক্ষিণাগ্র আসনে ব্রাহ্মণকে বসাইয়া একগণ্ডূষ জল প্রদান করিয়া "অদ্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুকগোত্রস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণ একোদ্দিষ্টবিধিকসাংবৎসরিকশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণেঽহং করিষ্যে।" বলিয়া বাক্য করিলে পুরোহিত "ওঁ কুরুষ" এই প্রতিবচন বলিবেন।

পরে সপ্রণবব্যাহৃতি গায়ত্রী পাঠপূর্ব্বক, "ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহা-যোগিভ্য এব চ। নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্ত্বিতি॥" এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া পুণ্ডরীকাক্ষ বিষ্ণুকে স্মরণ করিয়া মন্ত্রজলদ্বারা শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য প্রোক্ষণ করিবে। রক্ষার্থ ব্রাহ্মণের শিরঃস্থানে পাত্রান্তরে জল রাখিবে। পরে ব্রাহ্মণকে এক গণ্ডূষ জল দিয়া "ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তে দর্ভাসনং স্বধা" বলিয়া আসন উৎসর্গ করত ব্রাহ্মণের বামপার্শ্বে মোটক প্রদান করিবে। অনন্তর "ও অপহতাসুরা রক্ষাংসি বেদীষদঃ" এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণের আসনে তিল নিক্ষেপ করিয়া ব্রাহ্মণের সম্মুখস্থ ভূমিতে একটী কুশপত্র দক্ষিণাগ্র করিয়া পাতিয়া তদুপরি পাত্রস্থাপন করত "ও পবিত্রমসি বৈষ্ণবী" এই মন্ত্রে একটি একদল প্রাদেশ প্রমাণ সাগ্রকুশ নখব্যতিরেকে ছিন্ন করিয়া "ওঁ বিষ্ণোর্ম্মনসা পূতমসি" এই মন্ত্রে জলদ্বারা ধৌত ঐ কুশ পত্রনির্ম্মিত পবিত্র দক্ষিণাগ্র করিয়া ঐ পাত্রে স্থাপন করিয়া "ওঁ শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে" ইত্যাদি মন্ত্রে পাত্রস্থ পবিত্রে কিঞ্চিৎ জল দিবে। পরে "ওঁ তিলোঽসি সোমদেবত্যো গোসবো দেবনির্ম্মিতঃ। প্রত্ন-মদ্ভিঃ পৃক্তঃ স্বধয়া পিতৄন্ লোকান্ প্রীণাহি নঃ স্বাহা॥" * এই মন্ত্রে পবিত্রে

* তিলঃ অসি। কিম্ভূতঃ সোমদেবত্যঃ সোমো দেবতা অস্যেতি দেবতার্থে যৎ প্রত্যয়ঃ কল্পিতঃ। কাটিভিরকারার্থ বুদ্ধিঃ। পুনঃ কীদৃশঃ গোসবঃ গাঃ অর্থাৎ [illegible]

তিল প্রদান করিয়া অমন্ত্রক গন্ধ, পুষ্প দূর্বা, তুলসী ও আতপ তণ্ডুল প্রদান করিবে। পরে একগাছ কুশ দ্বারা পাত্র আচ্ছাদিত করিয়া "ওঁ অচ্ছিদ্রমিদমর্ঘ্য-পাত্র মস্তু" বলিয়া প্রশ্ন করিলে পুরোহিত "ওঁ অস্তু" এই প্রতিবাক্য বলিবেন। পরে "ব্রাহ্মণহস্তে অর্ঘ্যপাত্রস্থ পবিত্র প্রদান করিয়া জলান্তর ও পুষ্পান্তর ব্রাহ্মণকে দিবে। অনন্তর পুষ্পান্তর দ্বারা "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শিরঃপ্রভৃতি-সর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ" বলিয়া, পূজা করিয়া বামহস্তে পবিত্রপাত্র উঠাইয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া "ওঁ যা দিব্যা আপঃ পয়সা সংবভূবুর্যা অন্তরীক্ষা উত পার্থিবীর্য্যা। হিরণ্যবর্ণা যজ্ঞিয়াস্তা ন আপঃ শিবাঃ শংস্যোনাঃ সুহবা ভবন্তু॥" এই মন্ত্র পাঠ করত "ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তে অর্ঘ্যং স্বধা" বলিয়া উৎসর্গ করিয়া ব্রাহ্মণকে অর্ঘ্য দান করিবে। পরে সেই পাত্র ত্যাগ করিয়া আচ্ছাদন বস্ত্রের উপর তুলসী যুক্ত চন্দন ও পুষ্প রাখিয়া ঐ বস্ত্র বাম হস্তে ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে তিলকুশযুক্ত জল গ্রহণ করিয়া "ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নেতানি তে গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ-যজ্ঞোপবীতা-ন্বিতাচ্ছাদনানি স্বধা।" বলিয়া উৎসর্গ করত "এষ তে গন্ধঃ, এতত্তে পুষ্পং, এষ তে ধূপঃ, এষ তে দীপঃ, এতত্তে আচ্ছাদনং" বলিয়া প্রত্যেক দ্রব্য ব্রাহ্মণকে নিবেদন করিবে। পরে করযোড়ে "ওঁ গন্ধাদিদানমিদ মচ্ছিদ্রমস্তু" বলিলে পুরোহিত "ওঁ অস্তু" ইহা বলিবেন।

অতঃপর ব্রাহ্মণের নিকটস্থ কুশাদি সরাইয়া জল ধারা দ্বারা নৈঋতকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাগ্র জলধারা দ্বারা বামাবর্ত্ত ক্রমে একটি চতুষ্কোণ মণ্ডল আঁকিয়া তদুপরি অন্নপাত্র স্থাপন করিয়া তাহাতে অন্ন, ব্যঞ্জনাদি পরিবেশন করিয়া "ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢ়মস্য পাংশুলে॥ ইদং হবিঃ বিষ্ণো কব্যমিদং রক্ষস্ব" এই পাঠ করিয়া নখবিহীন অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করাইয়া

দত্তঃ সন্ দাতুঃ পাপাপনোদনানন্তরং স্বর্গপ্রাপ্তিঃ স্যাৎ। অপি কীদৃশঃ দেবনির্ম্মিতঃ দেবেন বিষ্ণুনা নির্ম্মিতঃ। তথা চ শ্রুতিঃ,—বিষ্ণুদেহোদ্ভবাঃ পুণ্যাস্তিলাঃ" ইতি। পুনঃ কীদৃশঃ অদ্ভিঃ পৃক্তঃ জলমিশ্রিতঃ যতঃ এবম্ভূতস্ত্বং তদস্মাকং পিতৄন্ লোকান্ পিতৃপিতামহপ্রপিতা-মহপ্রভৃতীন্ প্রত্নং চিরকালং যথা স্যাত্তথা স্বধয়া স্বধাকারেণ প্রীণাহি প্রীতান্ কুরু। প্রীণাহীতি ছান্দসত্বাদীকারো ন ভবতি। যদ্যপি পিতৃকর্ম্মণি স্বাহাকারোন যুক্তস্তথাপি কাত্যায়নেন মহর্ষিণা স্বাহাকারেণ মন্ত্রস্য পঠিতত্বাৎ ন কাচিদনুপপত্তিরাশঙ্কনীয়া। প্রত্নমিতি কশ্চিদব্যয়মিত্যাচষ্টে পরমার্থতস্তু প্রপূর্ব্বকনমস্য নিপাতনাদ্বহুলং বহুলং ছন্দসীতি বচনাৎ প্রযত্নং, যথা স্যাদিতি তথা চাভিধানকাণ্ডং। চিরকালে প্রত্নে চ প্রত্নমিত্যভিধীয়তে॥

"ওঁ অপহতাসুরা রক্ষাংসি বেদীষদঃ।" এই মন্ত্রে অন্নে তিল প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণে জলগণ্ডূষ দান করিয়া গায়ত্রী জপ করত অন্নোপরি মধু, অভাবে গুড় দিয়া, গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক "ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীর্মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাংস্তু সূর্য্যঃ মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ। ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু" এই মন্ত্র পাঠ করত অন্নপাত্র ধারণ করিয়া দক্ষিণহস্তে কুশ তুলসী যুক্ত জল লইয়া "ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তেঽন্নং সোপকরণং সতিলোদকং স্বধা।" এই মন্ত্রে উৎসর্গ করিবে।

পরে ব্রাহ্মণে জলগণ্ডূষ প্রদান করিয়া "ইদমন্নং ইমা আপ ইদং হবিঃ এতানি উপকরণানি যথাসুখং বাগ্‌যতঃ সদ।" ইহা বলিবে। অনন্তর পুনরায় পূর্ব্ববৎ গায়ত্রী ও "ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া "ওঁ অন্নহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ তৎসর্ব্বমিদমচ্ছিদ্রমস্তু।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রার্থনামন্ত্র পাঠ করিবে। যথা,—

ওঁ যজ্ঞেশ্বরো হব্য ইত্যাদি—"সুরং তেভ্যোঽহবসীদত" পর্য্যন্ত মন্ত্র (৪২৭ পৃ ১৬ পং দেখ) পাঠ করিবে। পরে ব্রাহ্মণের সম্মুখস্থ মৃত্তিকায় কতকগুলি কুশ ছড়াইয়া তিল তুলসী মোটকযুক্ত দধিমধুঘৃত যুক্ত একটী পিণ্ড লইয়া বাম-হস্তে কুশিতে করিয়া কিঞ্চিৎ জল লইয়া "ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম। ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিং॥ ওঁ যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুর্নৈবান্নসিদ্ধির্ন তথান্নমস্তি। তত্তৃপ্তয়েঽন্নং ভুবি দত্তমেতৎ প্রয়াতু লোকায় সুখায় তদ্বৎ॥" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সজলপিণ্ড পিতৃতীর্থ ক্রমে ঐ কুশোপরি প্রদান করিবে। পরে হস্তপদ প্রক্ষালন করিয়া আচমন পূর্ব্বক হরিস্মরণ করত ব্রাহ্মণে এক গণ্ডূষ জল প্রদান করিয়া পূর্ব্ববৎ গায়ত্রী ও মধুবাতা মন্ত্র পাঠ করিয়া, করযোড়ে "ওঁ শেষমন্নং ক দেয়ং" ইহা জিজ্ঞাসা করিবে, পুরোহিত "ওঁ ইষ্টায় দীয়তাং" বলিয়া প্রত্যুত্তর করিবেন। পরে "ওঁ পিণ্ডদানমহং করিষ্যে" বলিয়া প্রশ্ন করিলে, পুরোহিত, "ওঁ কুরুষ" এই প্রতি-বাক্য বলিবেন।

পরে ব্রাহ্মণের অন্নপাত্রের সম্মুখের স্থান পরিষ্কার করিয়া "ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং যদমেধ্যবদ্ভবেদ্ধতাশ্চ সর্ব্বেঽসুরদানবা ময়া রক্ষাংসি যক্ষাঃ সপিশাচসঙ্ঘা হতা ময়া যাতুধানাশ্চ সর্ব্বে।" এই মন্ত্রে নৈর্ঋতকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া বামাবর্ত্ত ক্রমে চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া প্রাদেশ প্রমাণ সাগ্র কুশপত্রদ্বয়

গ্রহণ করিয়া রেখা মধ্যস্থলে "ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং" ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া দক্ষিণাগ্র একটি রেখা অঙ্কিত করিয়া উত্তর দিকে কুশপত্রদ্বয় নিক্ষেপ করিবে। অতঃপর মণ্ডলের উপর কতকগুলি সমূলাগ্র কুশ আবৃত করিয়া "ওঁ এত পিতরঃ সোম্যাসো গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্ব্বিণেভির্দত্ত্বাস্মভ্যং দ্রবিণেহ ভদ্রং রয়িঞ্চ নঃ সর্ব্ববীরং নিযচ্ছত।" এইরূপে আবাহন করিয়া আস্তীর্ণ কুশের উপর তিল প্রদান করিয়া সতিল কুশযুক্ত জলপাত্র দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিয়া বামহস্তে আস্তীর্ণ কুশধারণ করত অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নবনেনিক্ষ্ব স্বধা" এই বাক্য করিয়া তাহাতে জলের ছিটা দিবে।

অতঃপর "ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে" ইত্যাদি মন্ত্র ও "ওঁ অক্ষন্নমী মদন্তো হ্যব-প্রিয়া অধূষত অস্তোষত স্বভানবো বিপ্রান্ বিষ্ঠয়া মতীয়ো যান্বিন্দ্র তে হরী।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ঘৃত ও মধু-তিল-তুলসী-মোটকযুক্ত পিণ্ড দক্ষিণহস্তে গ্রহণ করত অন্বারব্ধ বাম হস্তে কুশীতে করিয়া কিঞ্চিৎ জল লইয়া—"ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তে সতিলোদকপিণ্ডং স্বধা।" এই রূপ বাক্য করিয়া আস্তীর্ণ কুশের উপর পিতৃতীর্থ ক্রমে পিণ্ডদান করত পিণ্ডোপরি জল দিবে। পরে অবশিষ্ট অন্নগুলি পিণ্ডের উপর ছড়াইয়া কুশমূল দ্বারা অমন্ত্রক হস্ত ঘর্ষণ করিয়া আচমন করত সেই জল গ্রহণপূর্ব্বক হরিস্মরণ করিয়া পিণ্ডপাত্রে জলদান করত সেই জল গ্রহণপূর্ব্বক "ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নবনেনিক্ষ্ব স্বধা" এই বাক্য করিয়া হস্তস্থ জল পিণ্ডের উপর দিবে।

পরে "ওঁ অত্র পিতর্মাদয়স্ব যথাভাগমাবৃষায়স্ব।" এই মন্ত্র জপ করিয়া বামাবর্ত্তক্রমে উত্তরমুখে উপবিষ্ট হইয়া যাবৎ পর্য্যন্ত গ্লানি না জন্মে, তাবৎ পর্য্যন্ত শ্বাস রুদ্ধ করিয়া পিতৃদিগের তেজোময়মূর্ত্তি চিন্তা করিয়া দক্ষিণমুখ হইয়া "ওঁ অমীমদৎ পিতা যথাভাগমাবৃষায়িষ্ট।" ইহা জপ করিয়া শ্বাস ত্যাগ করিবে। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ নমস্তে পিতঃ পিতর্নমস্তে" এই মন্ত্র জপ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে গৃহিণীকে দর্শন করিবে। "ওঁ গৃহান্নঃ পিতর্দ্দেহি" পরে "ওঁ সদস্তে পিতর্দেষ্মঃ।" এই বলিয়া পিণ্ডদর্শন করিবে।

অতঃপর নূতন বা পুরাতন শুক্ল বস্ত্রের দসীর একটু সূত্র লইয়া—তাহা দ্বিগুণীকৃতভাবে কুশে জড়াইয়া—"ওঁ এতদ্বঃ পিতরো বাসঃ" বলিয়া পিণ্ডের উপর দিয়া তাহা অন্বারব্ধ বামহস্তদ্বারা ধরিয়া "ওঁ অমুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তে বাসঃ স্বধা" বলিয়া দক্ষিণহস্তদ্বারা জলের ছিটা দিয়া উৎসর্গ করিবে।

তৎপরে "ওঁ উর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতং স্বধাস্থ তর্পয়ত মে পিতরম্।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পিণ্ডোপরি জল ধারা দিবে।

পরে তুষ্ণীম্ভাবে গন্ধ পুষ্প দ্বারা পিণ্ডপূজা করিয়া, "ওঁ বসন্তায় নমস্তুভ্যং গ্রীষ্মায় চ নমো নমঃ। বর্ষাভ্যশ্চ শরৎসংজ্ঞঋতবে চ নমঃ সদা॥ হেমন্তায় নমস্তুভ্যং নমস্তে শিশিরায় চ। মাসসংবৎসরেভ্যশ্চ দিবসেভ্যো নমো নমঃ।" এই মন্ত্র জপ করিবে। অনন্তর "ওঁ সুপ্রোক্ষিতমস্ত" বলিয়া জল দ্বারা ব্রাহ্মণের অগ্রভূমি সেচন করিবে। পরে পুরোহিত "ওঁ অস্তু," প্রতিবাক্য বলিবেন। তৎপরে ব্রাহ্মণ হস্তে "ওঁ শিবা আপঃ সন্তু" বলিয়া জল দিবে।

পরে "ওঁ সৌমনস্যমস্তু" বলিয়া পুষ্প, "ওঁ অক্ষতঞ্চারিষ্টঞ্চাস্তু" বলিয়া দূর্ব্বা তণ্ডুল দিবে এবং সর্ব্বত্র "ওঁ অস্তু" এই বাক্য পুরোহিত বলিবেন। পরে, তিল, মধু ও ঘৃত মিশ্রিত জল লইয়া,—"অমুকগোত্রস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণঃ কৃতৈতস্মিন্ শ্রাদ্ধে দত্তমিদমন্নপানাদিকমুপতিষ্ঠতাম্।" বলিয়া ব্রাহ্মণহস্তে ও পিণ্ডে দিবে এবং পুরোহিত "ওঁ উপতিষ্ঠতাং" বলিয়া প্রতি উত্তর করিবেন। পরে "ওঁ অঘোরঃ পিতাস্তু" বলিলে, পুরোহিত "ওঁ অস্তু" বলিবেন। পরে "ওঁ গোত্রং নো বর্দ্ধতাং" বলিলে, পুরোহিত "ওঁ বর্দ্ধতাং" বলিয়া প্রতিবচন বলিবেন। তৎপর পিণ্ডের উপর সপবিত্র কুশ দিয়া "ওঁ উর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতং স্বধাস্থ তর্পয়ত মে পিতরং।" এই মন্ত্রে পিণ্ডোপরি জল সেচন করিবে। অতঃপর দক্ষিণান্ত করিবে। যথা,—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণঃ কৃতৈতদেকোদ্দিষ্টবিধিক-সাংবৎসরিকশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং রজতং তন্মূল্যং বা শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি।" অতঃপর "অনয়া দক্ষিণয়া শ্রাদ্ধমিদং সদক্ষিণমস্তু" বলিয়া দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী অঙ্গুলী দর্শন করাইলে পুরোহিত "অস্তু" প্রতিবাক্য বলিবেন।

অনন্তর বদ্ধাঞ্জলি লইয়া দক্ষিণাদক্ দর্শন পূর্ব্বক "ওঁ দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং"—ইত্যাদি মন্ত্রে (৪১২ পৃঃ ৭ নং দেখ) পুষ্প আঘ্রাণ করিয়া মস্তকে দিবে। পরে পুরোহিত "ওঁ সন্তু" বলিয়া প্রতিবচন বলিবেন। তৎপর "পিতৃবরপ্রসাদোঽস্তু" বলিলে, পুরোহিত "ওঁ অস্তু" বলিবেন।

পরে, "ওঁ দেবতাভ্যঃ" ইত্যাদি মন্ত্র (৪২০ পৃ ২৪ নং দেখ) তিনবার পাঠ করিয়া "ওঁ অভিরম্যতাং ভবান্" বলিয়া ব্রাহ্মণকে বিসর্জ্জন করিবে। "ওঁ

মভিরতোঽস্মি" বলিয়া পুরোহিত প্রতিবাক্য বলিবেন। পরে "ওঁ আ মা বাজস্য প্রসবো জগম্যাদেমে দ্যাবাপৃথিবী বিশ্বরূপে আ মা গন্তাং পিতরা মাতরা যুবমা মা সোমোঽমৃতত্বায় গম্যাৎ" এই মন্ত্রে জল ধারা দ্বারা ব্রাহ্মণকে বেষ্টন করিয়া "ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ। পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥" ইহা বলিয়া পিতৃপ্রণাম করিবে। তৎপর "যস্য শ্রাদ্ধং কৃতং তস্য অক্ষয়ায়ৈ তৃপ্তয়ে স্বস্তি জলে পাত্রায়মন্নাদিকং সমর্পিতং।" বলিয়া পাত্র হইতে অন্নগ্রহণ করিয়া জলে দিবে। তৎ পরে "ওঁ মহা বামদেবাঋষি." ইত্যাদি (৪৩২ পৃ ২৭ পং দেখ) শান্তিমন্ত্র পাঠ করিয়া, শান্তি করত দীপাচ্ছাদন, অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্য প্রশমন করিয়া, "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে।

পিণ্ড ব্রাহ্মণ বা গরুকে দিবে, অথবা জলে নিক্ষেপ করিবে।

মাসিকৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধ প্রয়োগ।

ইহার পদ্ধতি ঠিক সাংবৎসরিক একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের ন্যায়। যে যে স্থানে প্রভেদ আছে, তাহাই লিখিত হইল। এই কার্য্যে বাক্যাদিতে পিতৃপদ স্থানে প্রেতপদের এবং "একোদ্দিষ্টবিধিক সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধং" স্থলে প্রথমমাসিকৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধং" বলিবে—এইরূপ দ্বিতীয় মাসিকৈকোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধং" তৃতীয় মাসিক, চতুর্থ মাসিক ইত্যাদি উল্লেখ করিতে হইবে। কেবল "নবভাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ—মধুবাতা ঋতায়তে—আ মা বাজস্য" ইত্যাদি মন্ত্রস্থ পিতৃপদস্থানে প্রেতশব্দোচ্চারণ হইবে না এবং প্রেতশ্রাদ্ধে, "ওঁ দাতারো নোঽভিবর্দ্ধতাং" ইত্যাদি আশীর্ব্বাদসূচক প্রার্থনা মন্ত্রটি পাঠ করিবে না।

প্রেতশ্রাদ্ধীয় পাত্রান্নে ও পিণ্ডে আমিষ দিতে হয় এবং "এতত্তে সামিষমন্নং এবং "এতত্তে সামিষপিণ্ডং" বলিয়া উৎসর্গ করিতে হয়।

পঞ্চম মাসের পর প্রথম ষাণ্মাসিক করিয়া ষষ্ঠমাসিক এবং একাদশমাসিকের পর দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক করিয়া দ্বাদশ মাসিক করিবে। মল মাসে মৃতব্যক্তির আর একটি অতিরিক্ত মাসিক করিতে হয়, তাহাতে দ্বাদশ মাসিকের পর ত্রয়োদশ মাসিক বলিয়া উল্লেখ করিতে হইবে।

নান্দীমুখ (আভ্যুদয়িক) শ্রাদ্ধ।

প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া পবিত্রচিত্তে পূর্ব্বমুখে উপবিষ্ট হইয়া তিলতৈল বা ঘৃতপ্রদীপ প্রজ্বালিত করিয়া শালগ্রামে বা জলে বিষ্ণুর পূজা

করিবে। যদি পূর্ব্বদিবস অধিবাস না হইয়া থাকে, তবে এই সময় অধিবাস বিধিক্রমে (অধিবাস দেখ) অধিবাস করিয়া স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক কুশত্রয়সহিত তিল-পুষ্প-ফলান্বিত জলপূর্ণ পাত্র গ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিত রূপে সংকল্প করিবে। যথা,—

"অদ্যেত্যাদি অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণোঽস্য কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং সগণাধিপগৌর্য্যাদি-ষোড়শমাতৃকাপূজা-বসুধারাসম্পাতনায়ুষ্যসূক্তজপাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধান্যহং করিষ্যে।" এই প্রকার সংকল্প করিয়া সেই জল ঈশান দিকে নিক্ষেপ করিবে।

পরে পূর্ব্বদিক্‌স্থ সপ্তদর্শী যবপুঞ্জে গণপতি ও গৌর্য্যাদি ষোড়শমাতৃকার * পূজা করিবে। যথা—

সপুষ্প অক্ষত গ্রহণ করিয়া "ওঁ গণপতিমহমারোপয়ামি ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ গণপতে ইহাগচ্ছাগচ্ছ" ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করিয়া পাদ্যাদি দ্বারা "ওঁ গণপতয়ে নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিয়া "ক্ষমস্ব" বলিয়া বিসর্জ্জন করিবে। তৎপর গৌর্য্যাদি ষোড়শ দেবতার আবাহন করিয়া পূজা করিবে। যথা— "ওঁ গৌরীং মাতরমহমারোপয়ামি ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ গৌরি মাতরিহাগচ্ছাগচ্ছ" ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করিয়া "ওঁ গৌর্য্যৈ নমঃ" এই মন্ত্রে পাদ্যাদিদ্বারা পূজা করিবে। এই ক্রমে প্রত্যেকের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পূজা করিয়া "ক্ষমস্ব" বলিয়া বিসর্জ্জন করিবে।

অনন্তর গোময় লিপ্ত ভিত্তিতে, দ্বারের দক্ষিণদিকে নাভিপ্রমাণ উচ্চস্থানে নিম্নলিখিত মন্ত্রে সাত বা পাঁচবার ঘৃত ধারা দিবে। মন্ত্র যথা,—

"ওঁ বসুর্চ্চো হিরণ্যস্য যদ্বা বর্চ্চো গবামুত। সত্যস্য ব্রহ্মণো বর্চ্চস্তেন মা সংসৃজামসি।"

অতঃপর সেই ধারাতে "ওঁ চেদিরাজবসো ইহাগচ্ছ" ইত্যাদিক্রমে আবাহন করিয়া,—"ওঁ চেদিরাজবসবে নমঃ" এই মন্ত্রে গন্ধাদি দ্বারা পূজা করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে।—ওঁ চেদিরাজ নমস্তুভ্যং শাপগ্রস্ত মহামতে। ক্ষুৎপিপাসানুদে দাস্ত চেদিরাজ নমোঽস্তু তে॥" অতঃপর "ওঁ চেদিরাজবসো ক্ষমস্ব" মন্ত্রে বিসর্জ্জন করিয়া আয়ুষ্য মন্ত্র জপ করিবে। যথা,—

---

* গৌরী পদ্মা শচী মেধা সাবিত্রী বিজয়া জয়া দেবসেনা স্বধা স্বাহা শান্তি পুষ্টি ধৃতি তুষ্টি আত্ম-দেবতা কুলদেবতা।

ওঁ আয়ুর্বিশ্বায়ুর্বিশ্বং বিশ্বমায়ুরসীমহি। প্রজাস্তষ্টরথিনিদেহ্ ইন্দ্র শতং জীবেম শরদো বয়স্তে॥ ওঁ আয়ুষো যে পবব বর্চসো যে পবব বিহুঃ পৃথিব্যা দিবো জনিত্র্যা শৃণ্বন্তোহধঃ ক্ষরন্তী সোমো হোতায় মম্বয়ুবে মম ব্রহ্মবর্চসে যজমানস্যর্দ্ধ্যা শ্রীঅমুক দেবশর্মণো অমুককর্মণো রাজ্যায়।" অতঃপর ভোজ্য উৎসর্গ করিবে। যথা,—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যামুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুগোত্রস্য শ্রীঅমুক-দেবশর্মণঃ শুভ অমুককর্মাভ্যুদয়ার্থং, অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুরমুকদেবশর্মণঃ অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্মণঃ, অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্মণঃ, অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য মাতামহস্য অমুকদেবশর্মণঃ, অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রমাতামহস্য অমুকদেবশর্মণঃ, অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য অমুকদেবশর্মণঃ আভ্যুদয়িক-শ্রাদ্ধবাসরে অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুঃ অমুকদেবশর্মণঃ ইত্যাদি রূপে ষট্ পুরুষের নাম উল্লেখ করিয়া অক্ষয়স্বর্গকাম ইদং সঘৃত-সোপকরণভোজ্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব-গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।" এইরূপে উৎসর্গ করিয়া দক্ষিণা করিবে।

তৎপরে বাস্তুপুরুষ এবং যজ্ঞেশ্বরকে পূজা করত শ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগ প্রদান করিয়া আচার বশতঃ গঙ্গার পূজা করিয়া পরকীয় ভূমিতে ভূস্বামীর পূজা বা মূল্য প্রদান করিবে।

এই কার্য্যে দেবপক্ষে ও পিতৃপক্ষে পূর্ব্বমুখ, উপবীতী ও পাতিত দক্ষিণ-জানু হইয়া যবোদক দ্বারা কার্য্য করিতে হইবে।

দৈবপক্ষে পশ্চিমদিকে যবোদকপ্রোক্ষিত পূর্ব্বাগ্র কুশদ্বয়যুক্ত আসনদ্বয়ে পূর্ব্বমুখ ব্রাহ্মণদ্বয় স্থাপন করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তক্রমে দক্ষিণদিকে গমন করিয়া পূর্ব্বমুখ একদর্ভযুক্ত-আসনদ্বয়ে উত্তরমুখ পিতৃপক্ষীয় ব্রাহ্মণদ্বয় এবং তৎপশ্চিমে উক্তরূপে কুশযুক্ত আসনদ্বয়ে মাতামহপক্ষীয় ব্রাহ্মণদ্বয় স্থাপন করিয়া "ওঁ সহস্রশীর্ষা" ইত্যাদি মন্ত্রে ব্রাহ্মণ স্নান করাইয়া কুশময় ব্রাহ্মণের পূজা করত দৈবে একগণ্ডূষ জল দিয়া অনুজ্ঞা করিবে। যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যামুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্মণঃ শুভ-অমুককর্মাভ্যুদয়ার্থং অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুরমুকদেবশর্মণঃ, অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতামহস্য অমুক-দেবশর্মণঃ, অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্মণঃ, অমুকগোত্রস্য

নান্দীমুখস্য মাতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ, অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রমাতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ, অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধে কর্ত্তব্যে ওঁ বসুসত্যয়োর্ব্বিশ্বেষাং দেবানাং আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণয়োরহং করিষ্যে।”

পরে পুরোহিত "ওঁ কুরুষ" বলিয়া প্রতিবচন বলিবেন।

অতঃপর পিতৃপক্ষে দক্ষিণাবর্ত্তে আসিয়া, জলগণ্ডূষ ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়া "অদ্যেত্যাদি অমুকদেবশর্ম্মণঃ শুভ অমুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণয়োরহং করিষ্যে।"

এইরূপ প্রশ্ন করিলে পুরোহিত "ওঁ কুরুষ" বলিয়া প্রতিবচন বলিবেন। পরে মাতামহপক্ষীয় ব্রাহ্মণে জল দিয়া মাতামহাদি ত্রয়ের নাম উল্লেখ করত পূর্ব্বোক্তরূপে বাক্য করিবে এবং পুরোহিত প্রতিবচন বলিবেন।

পরে দৈবাদিক্রমে গায়ত্রী পড়িয়া--"ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ। নমঃ পুষ্ট্যৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্ত্বিতি।" এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবে এবং মৃত্তিকাযুক্ত জলে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য প্রোক্ষণ করিয়া রক্ষার্থ জলপাত্র ব্রাহ্মণের একদেশে স্থাপন করিবে।

পরে দেবব্রাহ্মণে জল দিয়া ত্রিপত্র গ্রহণ করত—'ওঁ বসুসত্যৌ বিশ্বেদেবা এতদ্বো দর্ভাসনং নমঃ' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দেবব্রাহ্মণের দক্ষিণপার্শ্বে প্রদান করিবে। অনন্তর পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণকে এক গণ্ডূষ জল দান করিয়া, ত্রিপত্র গ্রহণ করত "ওঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতুরমুকদেবশর্ম্মন্নমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্নমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তে দর্ভাসনং ওঁ যে চাত্র ত্বামনু যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে নমঃ" এই বলিয়া পিতৃব্রাহ্মণের বামপার্শ্বে দিবে এবং মাতামহপক্ষেও এইরূপে গোত্র-নামোচ্চারণ করিয়া ত্রিপত্র দিবে।

তৎপরে দৈবে যবগ্রহণ করিয়া—"ওঁ বিশ্বান্ দেবানাবাহয়িষ্যে।" জিজ্ঞাসা করিলে পুরোহিত "ওঁ আবাহয়" বলিয়া প্রতিবাক্য বলিবেন, পরে "ওঁ বিশ্বেদেবাস আগত" ইত্যাদি মন্ত্র (৪২১ পৃ দেখ) আবাহন করিয়া ব্রাহ্মণে যব ছড়াইয়া দিবে এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া—"ওঁ বিশ্বেদেবাঃ শৃণুতেমং হবং"—ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় (৪২১ পৃ দেখ) পাঠ করিবে।

অতঃপর পিতৃপক্ষে যব লইয়া —"ওঁ নান্দীমুখান্ পিতৄনাবাহয়িষ্যে।" ইহা জিজ্ঞাসা করিলে,—"ওঁ আবাহয়" বলিয়া পুরোহিত প্রতিবচন বলিবেন। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ এত নান্দীমুখাঃ পিতরঃ সোম্যাসো গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্ব্বিণেভির্দ্দত্তাস্মভ্যং দ্রবিণেহ ভদ্রং রৈক নঃ সর্ব্ববীরং নিযচ্ছত। ওঁ উশন্তস্ত্বা নিধীমহ্যুশন্তঃ সমিধীমহি উশন্নুশত আবহ নান্দীমুখান্ পিতৄন্ হবিষে অত্তবে।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আবাহন করত কৃতাঞ্জলি হইয়া,—"ওঁ আয়ান্তু নো নান্দীমুখাঃ পিতরঃ সোম্যাসোঽগ্নিষ্বাত্তা পথিভির্দ্দেবযানৈঃ। অস্মিন্ যজ্ঞে স্বধয়া মদন্তোঽধিব্রুবন্তু তেঽবন্ত্বস্মান্।" ইহা জপ করিয়া "ওঁ অপহতাসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ।" এই মন্ত্রে যব ছড়াইয়া দিবে।

পরে জল স্পর্শপূর্ব্বক দৈবাদিক্রমে দৈবব্রাহ্মণ-নিকটে উত্তরাগ্র কুশোপরি এক এবং পূর্ব্বাগ্র কুশোপরি পিতৃপক্ষে তিন এবং তদ্দক্ষিণে মাতামহপক্ষে তিন সর্ব্বসমেত সাতটী অর্ঘ্যপাত্র স্থাপন করিয়া—"ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ" বলিয়া নখ ব্যতীত প্রাদেশ প্রমাণ সাগ্র কুশ ছিন্ন করিয়া বামহস্তে ধারণ করত "ওঁ বিষ্ণোর্ম্মনসা পূতেস্থ" মন্ত্রে একটু জলের ছিটা দিয়া দৈবাদি ক্রমে এক এক পাত্রে এক একটী স্থাপন করিয়া "ওঁ শন্নোদেবীরভিষ্টয়ে"—ইত্যাদি মন্ত্রে পবিত্র স্নান করাইয়া দৈবে,—"ওঁ যবোঽসি যবয়াস্মদ্দ্বেষো যবয়ারাতীর্দ্দিবে ত্বা অন্তরীক্ষায় ত্বা পৃথিব্যৈ ত্বা শুন্ধন্তাং লোকাঃ পিতৃসদনাঃ পিতৃসদনমসি॥" মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্রে যব বিকীর্ণ করিয়া পুনরায় যব লইয়া, "ওঁ যবোঽসি সোমদৈবত্যো গোসবো দেবনির্ম্মিতঃ প্রত্নমদ্ভিঃ পৃক্তঃ পুষ্ট্যা নান্দীমুখান্ পিতৄন্ লোকান্ প্রীণাহি নঃ স্বাহা।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পিতৃপক্ষীয় ও মাতামহপক্ষীয় প্রত্যেক পাত্রে যব ছড়াইয়া দিবে। পরে দৈবাদিক্রমে অমন্ত্রক গন্ধ-পুষ্প দিয়া কুশান্তর দ্বারা আচ্ছাদন করত "ওঁ অচ্ছিদ্রনিরমর্ঘ্যপাত্রমস্তু" বলিবে। পরে "ওঁ অস্তু" ইহা পুরোহিত বলিলে দেবব্রাহ্মণহস্তে পূর্ব্বাগ্র পবিত্র দিয়া জলান্তর ও পুষ্পান্তর দিবে, এবং পুষ্পান্তর দ্বারা "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শিরঃপ্রভৃতি সর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ" বলিয়া ব্রাহ্মণকে পূজা করিবে।

অতঃপর বামহস্তে দৈব-অর্ঘ্যপাত্র গ্রহণ করত দক্ষিণহস্তে আচ্ছাদন করিয়া "ওঁ যা দিব্যা" ইত্যাদি মন্ত্র (৪২৪ পৃ দেখ) পাঠ করিয়া "ওঁ বসুসত্যো বিশ্বদেবা এতদ্বোঽর্ঘ্যং নমঃ।" বলিয়া উৎসর্গ করত অর্ঘ্য দৈবপক্ষীয় ব্রাহ্মণ-হস্তে দিবে। তৎপরে পিতৃপক্ষে "ওঁ অচ্ছিদ্রাণ্যেতান্যর্ঘ্যপাত্রাণি সন্তু" ইহা বলিবে, পরে পুরোহিত "ওঁ সন্তু" বলিবা প্রতিবচন বলিলে পিতৃ-ব্রাহ্মণ হস্তে উত্তরাগ্র তিনটী

পবিত্র, জলান্তর এবং পুষ্পান্তর দিয়া পুষ্পান্তর দ্বারা "ওঁ শিরঃপ্রভৃতি সর্ব্ব-গাত্রেভ্যো নমঃ" বলিয়া পূজা করিবে। পরে বামহস্তে পাত্র গ্রহণ করিয়া দক্ষিণহস্তে আচ্ছাদন করত "ওঁ যা দিব্যা" ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া ত্রিপত্রযুক্ত জল দক্ষিণহস্তে লইয়া "ওঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তেহর্ঘ্যং ওঁ যে চাত্র ত্বামনু যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে নমঃ।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পিতৃ ব্রাহ্মণে একটী অর্ঘ্য দিবে। এইরূপে পিতামহ, প্রপিতামহকেও পৃথক্ পৃথক্ অর্ঘ্য উৎসর্গ করিয়া দিবে। মাতামহপক্ষেও পিতৃপক্ষক্রমে পবিত্র দান, জলান্তর ও পুষ্পান্তর দিয়া, পুষ্পান্তর দ্বারা পূজা করত "ওঁ যা দিব্যা" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক মাতামহত্রয়ের নাম উল্লেখপূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ অর্ঘ্য উৎসর্গ করিয়া দিবে।

অতঃপর জল স্পর্শপূর্ব্বক স্বীয় বামদিকে একটী সমূল কুশ রাখিয়া, তদুপরি পিতামহাদির পত্রপাত্রস্থ অর্ঘ্যাবশিষ্ট জল পিতৃপাত্রে রাখিয়া, প্রপিতামহ-পাত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া, "ওঁ নান্দীমুখেভ্যঃ পিতৃভ্যঃ স্থানমসি।" বলিয়া অধোমুখভাবে স্থাপন করিবে।

অতঃপর জল স্পর্শপূর্ব্বক দৈবে বস্ত্রের উপর সচন্দন তুলসী ও পুষ্প রাখিয়া ধূপ দীপ জ্বালিয়া বামহস্তে বস্ত্র ধারণ করত দক্ষিণ হস্ত কোশার মধ্যে রাখিয়া—"ওঁ বসুসত্যৌ বিশ্বেদেবা এতানি বো গন্ধপুষ্পধূপদীপাচ্ছাদনানি নমঃ" এই বলিয়া উৎসর্গ করত "ওঁ এষ বো গন্ধঃ, ওঁ এতদ্বঃ পুষ্পং, ওঁ এষ বো ধূপঃ, ওঁ এষ বো দীপঃ, ওঁ এতদ্ব আচ্ছাদনং।" বলিয়া প্রতি দ্রব্য নিবেদন করিয়া দিবে। পিতৃপক্ষে ঐরূপে সচন্দন তুলসী-পুষ্পযুক্ত বস্ত্র ধারণ করিয়া,—"অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুকদেব-শর্ম্মন্নমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্নেতানি তে গন্ধপুষ্পধূপদীপা-চ্ছাদনানি ওঁ যে চাত্র ত্বামনু যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে নমঃ" বলিয়া উৎসর্গ করত "ওঁ এষ তে গন্ধঃ"—এই ক্রমে পূর্ব্ববৎ সমস্ত দ্রব্য নিবেদন করিয়া দিবে। মাতামহ-পক্ষেও এইরূপে বস্ত্রাদি লইয়া মাতামহাদিত্রয়ের গোত্র-নামোল্লেখ করত উৎসর্গ করিয়া প্রতি দ্রব্য নিবেদন করিয়া দিবে।

অতঃপর করযোড়ে "ওঁ গন্ধাদিদানমচ্ছিদ্রমস্তু" বলিলে পুরোহিত "ওঁ অস্তু" বলিয়া প্রতি বচন বলিবেন। পরে তূষ্ণীং ভাবে ব্রাহ্মণগণ্মুখস্থ স্থান পরিষ্কার করত দৈবাদিক্রমে ঈশান কোণ হইতে দক্ষিণাবর্ত্তে জলধারা চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তিনটী ভোজনপাত্র যথাক্রমে পাতিত করিবে।

তৎপর সঘৃত অন্ন লইয়া "ওঁ অগ্নৌ করিষ্যামি" বলিলে পুরোহিত "ওঁ কুরুষ" বলিয়া প্রতিবাক্য বলিবেন। পরে "ওঁ স্বাহা" বলিয়া আহুতি দিয়া 'ওঁ সোমায় পিতৃমতে" এই মন্ত্রশেষ বলিবে। পরে "ওঁ স্বাহা" বলিয়া আবার আহুতি দিয়া,—"ওঁ অগ্নয়ে কব্যবাহনায়" এই মন্ত্রশেষ বলিবে। আরও দুইবার অমন্ত্রক হোম করিয়া হুতশেষ অন্ন দৈবপাত্রে দুইবার, পিতৃ ও মাতামহপক্ষীয় পাত্রে তিন তিনবার প্রদান করিয়া পিণ্ডার্থ কিঞ্চিৎ রাখিবে।

অতঃপর দৈবে অনুত্তানহস্তে অন্নপাত্র ধারণ করিয়া "ওঁ পৃথিবী তে পাত্রং" ইত্যাদি মন্ত্র (৪২৬ পৃ দেখ) পাঠ করিবে। পরে পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষে উত্তান-হস্তে পাত্র ধারণ করিয়া, "ওঁ পৃথিবী তে পাত্রং" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। অনন্তর সোপকরণ অন্নাদি দৈবাদি পাত্রক্রমে পরিবেশন করত জলের ছিটা দিয়া প্রোক্ষণ করিয়া "ওঁ বিষ্ণো হব্যমিদং রক্ষস্ব" বলিবে, এবং পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষে—"ওঁ বিষ্ণো কব্যমিদং রক্ষস্ব" ইহা পাঠ করত "ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢ়মস্য পাংশুলে।" ইহা পাঠ করিয়া অন্নে অনখ অঙ্গুষ্ঠমধ্যদেশ স্পর্শ করাইবে।

অতঃপর দৈবে তুষ্ণীং ভাবে যব নিক্ষেপ করিয়া পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষে— "ওঁ অপহতাসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ।" এই মন্ত্রে অন্নের উপর যব ছড়াইয়া দিবে। দৈব-অন্নে অমন্ত্রক মধু বা গুড় প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণে একগণ্ডূষ জল দিয়া সপ্রণবব্যাহৃতী গায়ত্রী পাঠ করত "ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু" ইহা জপ করিয়া অন্নের উপর ত্রিপত্র, যব ও তুলসী-পত্র প্রদান করিয়া, উত্তরমুখী হইয়া, অপাবৃত বামহস্ত দ্বারা অন্নপাত্র বিধৃত করিয়া "ওঁ বসুসত্যৌ বিশ্বেদেবা এতদ্বোঽন্নং সোপকরণং সযবোদকং নমঃ" মন্ত্রে অন্ন উৎসর্গ করিয়া "ইদমন্নং ইমা আপঃ ইদং হবিঃ এতানি উপকরণানি যথা সুখং বাগ্‌যতাঃ স্বদতঃ।" ইহা বলিবে।

তৎপরে পিতৃপক্ষে মধুপ্রদান, গায়ত্রীপাঠ "ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু" এইরূপ বলিয়া যব, ত্রিপত্র ও তুলসীপত্রযুক্ত অন্নপাত্র বামহস্তে ধরিয়া,—"ওঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্নমুক-গোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তেঽন্নং সোপকরণং সযবোদকং ওঁ যে চাত্র ত্বামনু যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে নমঃ।" বলিয়া অন্নোৎসর্গ করত "ওঁ ইদমন্নং"—ইত্যাদি মন্ত্র পূর্ব্ববৎ পাঠ করিবে। মাতামহপক্ষেও ঐরূপ মাতামহাদি ত্রয়ের গোত্র ও নাম উল্লেখ করিয়া অন্নোৎসর্গ করিবে।

পরে দেবাদিক্রমে প্রত্যেককে এই গণ্ডূষ জল দিয়া সপ্রণবব্যাহৃতী গায়ত্রী ও মধুবাতা মন্ত্র পড়িয়া, "ওঁ অন্নহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ। তৎসর্ব্বমচ্ছিদ্রমস্তু" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া শ্রাব্যমন্ত্র পাঠ করিবে। যথা,—পুনর্ব্বার সপ্রণবব্যাহৃতী গায়ত্রী ও মধুবাতা মন্ত্র পাঠ করিয়া "ওঁ যজ্ঞেশ্বরো হব্য"—ইত্যাদি "যূয়ং তেভ্যোঽবসীদত" পর্য্যন্ত শ্রাব্যমন্ত্র (৪২৭ পৃ দেখ) পাঠ করিবে।

পরে পিতৃব্রাহ্মণের দক্ষিণে কতিপয় পূর্ব্বাগ্র কুশ আস্তৃত করিয়া—"ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বয় (৪২৮ পৃ দেখ) পাঠকরত [illegible], তুলসী, ত্রিপত্র ও জলের সহিত একটী পিণ্ড প্রদান করিবে।

পরে হস্তধৌত করিয়া আচমন করিবে, তদভাবে [illegible]কর্ণ স্পর্শ করিয়া হরিস্মরণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে প্রত্যেকে এক এক গণ্ডূষ জল দিয়া পূর্ব্ববৎ গায়ত্রী ও মধুবাতা মন্ত্র পাঠ করিয়া "ওঁ শেষমন্নং ক দেয়ং" ইহা জিজ্ঞাসা করিবে, পরে পুরোহিত "ওঁ ইষ্টেভ্যো দীয়তাং" এই প্রতিবাক্য বলিবেন। তৎপরে "ওঁ পিণ্ডদানমহং করিষ্যে" জিজ্ঞাসাকরিলে পুরোহিত "ওঁ কুরুষ" এই প্রতিবাক্য বলিবেন। পরে পূর্ব্বমুখী কর্ত্তার সমীপে "ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং" ইত্যাদি (৪২৯ পৃ দেখ) মন্ত্রে ঈশানকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তক্রমে পূর্ব্বাগ্র মণ্ডল এবং তদ্দক্ষিণে ঐরূপ অপর দুইটী মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া, সাগ্র কুশপত্রদ্বয় গ্রহণ করত "ওঁ অপহতাসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ, ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং" ইত্যাদি মন্ত্রে ঐ মণ্ডলমধ্যে পূর্ব্বাগ্র রেখা অঙ্কিত করিয়া, কুশপত্রদ্বয় উত্তরদিকে ফেলিয়া দিবে।

পরে মণ্ডলের উপর প্রাগগ্র কতকগুলি কুশ আস্তরণ করিয়া "ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ" ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবে। তৎপর "ওঁ এত নান্দীমুখাঃ পিতরঃ সোম্যাসো গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্ব্বিণেভির্দত্তাস্মভ্যং দবিণেহ ভদ্রং রৈঞ্চ নঃ সর্ব্ববীরং নিযচ্ছত।"—এই মন্ত্রে আবাহন করিয়া, আস্তৃত কুশের উপর যব বিকিরণ করিবে।

আস্তৃত কুশের মূলদেশ বামহস্তে ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে সযবপুষ্পজলপাত্র গ্রহণ করিয়া "ওঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নবনেনিক্ষ্ব ওঁ যে চাত্র ত্বামনু যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে নমঃ।" বলিয়া স্থানোৎসর্গ করিবে।

এইরূপে পিতামহ, প্রপিতামহ এবং মাতামহাদিত্রয়ের প্রত্যেকের গোত্র, সম্বন্ধ ও নামোচ্চারণপূর্ব্বক আস্তীর্ণ কুশের মূল, মধ্য ও অগ্রদেশ ধারণ করিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্রমে স্থানোৎসর্গ করিবে।

পরে, হুতশেষ-মিশ্রিত অন্নের দ্বারা ষট্‌ পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া বামহস্তে জলপাত্র

গ্রহণপূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তে একটী পিণ্ড লইয়া, "ওঁ মধুবাত," ইত্যাদি মন্ত্র এবং "ওঁ অক্ষন্নমী মদন্ত"—ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় (৪২৯ পৃ দেখ) পাঠ করিয়া, "অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নেব তে মধবোহকপিণ্ডং ওঁ যে চাত্র ত্বামনু যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে নমঃ।" বলিয়া প্রথমাস্তীর্ণ কুশমূলে অবনেজনস্থানে প্রদান করিবে। এইক্রমে মধুবাতা—এবং অক্ষন্নমী এই মন্ত্রদ্বয় পড়িয়া আস্তৃত কুশের মূল, মধ্য ও অগ্রদেশে পিতামহ, প্রপিতামহ এবং মাতামহাদি ত্রয়ের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাম উল্লেখ এক একটী করিয়া পাঁচটী পিণ্ড প্রদান করিবে।

পিণ্ডসমীপে পাত্রস্থ পিণ্ডশেষে অন্ন প্রদান করিয়া পিতৃপক্ষীয় আস্তৃত কুশের মূলে, "ওঁ লেপভুজো নান্দীমুখাঃ পিতরঃ প্রীয়ন্তাং" এই মন্ত্রে কুশমূল দ্বারা হস্তঘর্ষণ করিয়া দিবে।

পরে আচমনপূর্ব্বক হরিস্মরণ করত পিণ্ডপাত্রধৌতজল বামহস্তে লইয়া পুনরায় দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিয়া—"ওঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুক-দেবশর্ম্মন্নবনেনিক্ষ্ব, ওঁ যে চাত্র ত্বামনু যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে নমঃ" এই মন্ত্রে পিণ্ডের উপর জল দিবে। এই ক্রমে পিতামহাদি পঞ্চকেরও গোত্র, সম্বন্ধ ও নাম উল্লেখ করিয়া জল দিবে।

পরে "ওঁ অত্র নান্দীমুখাঃ পিতরো মাদয়ধ্বং যথাভাগ মা বৃষায়ধ্বং" ইহা পাঠ করিবে। পরে আচমনপূর্ব্বক বামাবর্ত্তক্রমে উত্তরমুখী হইয়া শ্বাস ধারণ করত সমস্ত পিতৃপুরুষগণকে ভাস্করমূর্ত্তিরূপে ভাবনা করিয়া "ওঁ অমীমদন্ত নান্দীমুখাঃ পিতরো যথাভাগ মা বৃষায়িষতঃ।" * এই মন্ত্র জপ করিবে। পরে বিধৃত শ্বাস ত্যাগ করিবে।

অতঃপর বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে প্রণাম করিবে,—ওঁ নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরো নান্দীমুখাঃ পিতরো নমো বঃ" এই মন্ত্র জপ করিয়া "ওঁ গৃহান্নো নান্দীমুখাঃ পিতরো দত্ত" এই মন্ত্রে গৃহিণীকে দর্শন করিবে। পরে "ওঁ সদো বো নান্দীমুখাঃ পিতরো দেশ্ম।" মন্ত্রে পিণ্ড দর্শন করিবে।

পরে শুক্লবস্ত্রদশাভব নূতন বা পুরাতন সূত্র দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিয়া, পিণ্ডের উপর সূত্র দিয়া বামহস্তে তাহা ধরিয়া,—"ওঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুক-দেবশর্ম্মন্নেতত্তে বাস ওঁ যে চাত্র ত্বামনু যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে নমঃ।" বলিয়া

* এই সময় কেহ কেহ "বসন্তায় নমস্তভ্যং" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ নাই।

সূত্র উৎসর্গ করিবে। এইক্রমে পিতামহ, প্রপিতামহ ও মাতামহাদি ত্রয়ের নাম উল্লেখ করিয়া সূত্র উৎসর্গ করিয়া দিবে।

অনন্তর পিণ্ডের উপর গন্ধপুষ্প দিয়া তেজোময় পিতৃমূর্ত্তি চিন্তা করতঃ করযোড়ে "ওঁ বসন্তায় নমস্তভ্যং" ইত্যাদি মন্ত্র (৪৩০ পৃ দেখ) পাঠ করিবে।

তৎপরে "ওঁ সুসংপ্রোক্ষিতমস্তু" বলিয়া ব্রাহ্মণাগ্রভূমি সিঞ্চন করিবে। পরে পুরোহিত "ওঁ অস্তু" প্রতিবাক্য বলিবেন। পরে "ওঁ শিবা আপঃ সন্তু" মন্ত্রে ব্রাহ্মণকে জল, "ওঁ সৌমনস্য মস্তু" বলিয়া পুষ্প, এবং "ওঁ অক্ষতঞ্চারিষ্টঞ্চাস্তু" মন্ত্রে ব্রাহ্মণকে যব দিবে। সর্ব্বত্রই পুরোহিত "ওঁ অস্তু" এই প্রতিবাক্য বলিবেন।

অতঃপর ঘৃত, মধু ও যবযুক্ত জল লইয়া,—"ওঁ অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণঃ কৃতেঽস্মিন্ শ্রাদ্ধে দত্তমিদমন্নপানাদিকমক্ষয্যমস্তু" বলিয়া পিতৃপক্ষীয় ব্রাহ্মণকে দিবে। এই ক্রমে পিতামহ, প্রপিতামহ ও মাতামহাদি ত্রয়কেও গোত্র, সম্বন্ধ ও নাম উল্লেখ করিয়া ঐ পাত্র হইতে পৃথক্ পৃথক্ অক্ষয় প্রদান করিবে। সর্ব্বত্র পুরোহিত "ওঁ অস্তু" বলিয়া প্রতিবচন বলিবেন। তৎপরে "ওঁ অঘোরা নান্দীমুখাঃ পিতরঃ সন্তু" বলিলে, পুরোহিত "ওঁ সন্তু" এই প্রতিবাক্য বলিবেন। পরে "ওঁ গোত্রং নো বর্দ্ধতাং" বলিলে পুরোহিত "ওঁ বর্দ্ধতাং" প্রতিবাক্য বলিবেন। তৎ পরে সপবিত্র কুশ পিণ্ডের উপর দিয়া দেবে—"ওঁ নান্দীমুখাঃ পিতরঃ প্রীয়ন্তাং" এই প্রশ্ন করিবে, এইরূপে "ওঁ নান্দীমুখেভ্যঃ পিতৃভ্যঃ প্রীয়ন্তাং, ওঁ নান্দীমুখেভ্যঃ পিতামহেভ্যঃ প্রীয়ন্তাং, ওঁ নান্দীমুখেভ্যঃ প্রপিতামহেভ্যঃ প্রীয়ন্তাং" বলিবে। মাতামহপক্ষেও "ওঁ নান্দীমুখেভ্যঃ মাতামহেভ্যঃ প্রীয়ন্তাং" ইত্যাদি রূপ বলিবে। পুরোহিত সর্ব্বত্রই "ওঁ প্রীয়ন্তাং" এই প্রতিবাক্য বলিবেন।

পরে সেই উভয়পক্ষীয় সপবিত্রকুশাচ্ছাদিত পিণ্ডের উপর "ওঁ উর্জ্জং বহন্তী" ইত্যাদি মন্ত্রে (৪৩১ পৃ দেখ) অঞ্জলি করিয়া জল সিঞ্চন করিবে। পরে বামপার্শ্বস্থ ন্যুব্জীকৃত পাত্র উত্তোলন করিয়া দক্ষিণা দান করিবে। যথা,—

পিতৃপক্ষে,—"ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণোঽমুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ কৃতৈতৎ আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং

কাঞ্চনং তন্মূল্যং বা শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি।" মাতামহপক্ষেও মাতামহাদি ক্রমে নাম উল্লেখ করিয়া এইরূপে দক্ষিণা করিবে।

দৈবে—"অদ্যেত্যাদি বসু-সত্যয়োর্ব্বিশ্বেষাং দেবানাং কৃতৈতদাভ্যুদয়িক-শ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব-গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি।"

পরে দৈবব্রাহ্মণে একগণ্ডূষ জল প্রদান করিয়া বলিবে,—"ওঁ বিশ্বেদেবাঃ প্রীয়ন্তাং" বলিয়া প্রশ্ন করিলে পুরোহিত "ওঁ প্রীয়ন্তাং" প্রত্যুত্তর করিবেন।

অনন্তর পূর্ব্বমুখ হইয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক "ওঁ আশিষো মে প্রদীয়ন্তাং" এই বলিলে পুরোহিত "ওঁ আশিষঃ প্রতিগৃহ্যন্তাং" এই প্রতিবচন বলিবেন। পরে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া "ওঁ দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং"—ইত্যাদি মন্ত্র (৪৩২ পৃ ৭পং দেখ) পাঠ করিয়া প্রশ্ন করিবে, পুরোহিত "ওঁ সন্তু" এই প্রতিবচন বলিবেন। তৎপর "ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ" ইত্যাদি মন্ত্র (৪২০ পৃ ২৭পং দেখ) তিনবার পড়িবে। তৎপর "ওঁ বাজে বাজেঽবত বাজিনো নো" ইত্যাদি মন্ত্রে (৪৩২পৃ ১৩পং দেখ) কুশমূলদ্বারা পিতৃপক্ষীয় পরে মাতামহপক্ষীয় ব্রাহ্মণদিগকে বিসর্জ্জন করিয়া তৎপরে দেবব্রাহ্মণকে বিসর্জ্জন করিবে।

তৎপর "ওঁ আ মা বাজস্য ইত্যাদি মন্ত্র (৪৩২ পৃ ১৮পং দেখ) পড়িয়া প্রদক্ষিণ ক্রমে জলধারা দ্বারা কুশময় ব্রাহ্মণদিগকে বেষ্টন করিবে।

পরে, "ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করিয়া "ওঁ পিতা-মহাদিচরণেভ্যো নমঃ" "ওঁ মাতামহাদিচরণেভ্যো নমঃ" এবং "ওঁ বিশ্বেভ্যো-দেবেভ্যো নমঃ" বলিয়া নমস্কার করিবে। পরে "ওঁ যেষাং শ্রাদ্ধং কৃতং তেষা-মক্ষয়ায়ৈ তৃপ্তয়ে পাত্রীয়মন্নং তুভ্যি জলে সমর্পয়ামি।" বলিয়া পিতৃ-মাতামহ-পক্ষীয় পাত্রীয় অন্ন ব্রাহ্মণ-সম্মুখস্থ জলে সমর্পণ করিবে। পরে দেবপক্ষে "ওঁ যয়োঃ শ্রাদ্ধং কৃতং তয়ো রক্ষয়া তৃপ্তিরস্তু" বলিয়া দেবপাত্রস্থ অন্ন ব্রাহ্মণ সম্মুখস্থ জলে সমর্পণ করিবে।

পরে, "মহাবামদেব্যঋষি" ইত্যাদি মন্ত্রে (৪৩২পৃ ২৭পং দেখ) শান্তিদান করিয়া দীপাচ্ছাদনপূর্ব্বক অচ্ছিদ্রাবধারণ এবং বৈগুণ্য নিবারণ করিবে।

শ্রাদ্ধানুকল্প-ভোজ্যোৎসর্গ।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আভ্যুদয়িক করিতে অসমর্থ হইলে পিত্রাদির উদ্দেশে ভোজ্যোৎসর্গ করিবে।

ক্রম যথা,—পূর্ব্ববৎ অর্চ্চনাদি করিয়া, "অদ্যেত্যাদি অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণোঽমুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ এবং মাতামহাদি তিন পুরুষের গোত্র ও নাম উল্লেখ করিয়া আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধবাসরে (পুনশ্চ পূর্ব্ববৎ ষট্‌পুরুষের নাম গোত্র উল্লেখ করিয়া) অক্ষয়স্বর্গকাম ইদং আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধান্তকল্পসঘৃতসোপকরণমামান্নভোজ্যমর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি।"

স্ত্রীদিগের মুখ্য নান্দীমুখশ্রাদ্ধে অধিকার না থাকায় অনুকল্প কার্য্যেও অধিকার নাই। অতঃপর দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবে।

সপিণ্ডীকরণশ্রাদ্ধ বিধি।

স্নান সন্ধ্যাদি নিত্যক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক শেষমাসিক নির্ব্বাহ করিয়া অপরাহ্ণে রাক্ষসী বেলার পূর্ব্বে তিলতৈলে প্রদীপ প্রজ্বালিত করিয়া "বাস্তুপুরুষ ও যজ্ঞেশ্বরের" পূজা করিয়া শ্রাদ্ধীয়াগ্র ভাগ প্রদান করত পরকীয় ভূমিতে মূল্য অথবা পিতৃরীতিক্রমে "ওঁ এতদ্ভূস্বামিপিতৃভ্যঃ স্বধা" বলিয়া শ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগ দিবে।

পরে দৈবপক্ষে দক্ষিণমুখী কর্ত্তার দক্ষিণে পূর্ব্বাগ্র কুশদ্বয়যুক্ত আসনদ্বয় এবং সম্মুখে দক্ষিণাগ্র করিয়া পিতামহাদি ব্রাহ্মণত্রয়ের আসনত্রয় এবং তৎপূর্ব্বদিকে প্রেতপক্ষে কুশৈকযুক্ত একখানি আসন দক্ষিণাগ্র করিয়া স্থাপন করিবে। পরে ব্রাহ্মণপঞ্চকের স্নান-পূজা করিয়া, আপন আপন নির্দ্দিষ্ট আসনে দৈবে দুই ও পিতামহাদি পক্ষে তিনটী ব্রাহ্মণ স্থাপন করত প্রেতপক্ষীয় ব্রাহ্মণৈকের স্নান-পূজা করিয়া স্বীয় আসনে স্থাপন করিবে।

প্রথমতঃ দৈবব্রাহ্মণে একগণ্ডূষ জল দিয়া "ওঁ অদ্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ সপিণ্ডীকরণার্থং অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য প্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য বৃদ্ধপ্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পার্ব্বণবিধিনা শ্রাদ্ধে কর্ত্তব্যে ওঁ পুরূরবো মাদ্রবসোর্বিশ্বেষাং দেবানাং পার্ব্বণবিধিনা শ্রাদ্ধং কর্ত্তুমনয়োর্ব্রাহ্মণয়োরহং করিষ্যে।" এই প্রশ্ন করিলে পুরোহিত "ওঁ কুরুষ" বলিবেন।

পরে পিতামহাদি পক্ষে—"ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মনঃ সপিণ্ডীকরণার্থং অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য প্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মনঃ অমুকগোত্রস্য বৃদ্ধপ্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মনঃ পার্ব্বণবিধিনা শ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণেষহং করিষ্যে।"

অনন্তর প্রেতপক্ষের ব্রাহ্মণে এক গণ্ডূষ জল দিয়া, "ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ সপিণ্ডীকরণৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধং দর্ভময়-ব্রাহ্মণেহহং করিষ্যে" ইহা বলিয়া অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিলে পুরোহিত "ওঁ কুরুষ্ব" এই প্রতিবচন বলিবেন।

পরে দৈবাদিক্রমে গায়ত্রী ও "দেবতাভ্যঃ" ইত্যাদি মন্ত্র (৪১০ পৃ ২৪ পং দেখ) তিন বার পাঠ করিয়া মৃত্তিকাজলে শ্রাদ্ধীয়দ্রব্য প্রোক্ষণ করত রক্ষার্থ জলপাত্র ব্রাহ্মণের একদেশে স্থাপন করিবে।

প্রেতপক্ষ হইতে দৈবপক্ষে গমনকালে প্রতিবারেই প্রেতপক্ষীয় জল-পাত্রে হস্তকুশ খুলিয়া রাখিবে এবং পাত্রান্তরস্থিত জল ত্রিপত্র দ্বারা স্বীয় মস্তকে দিয়া বিষ্ণুস্মরণ করিবে। দৈব ও পিতৃপক্ষের কার্য্য পার্ব্বণ-বিধানে ও প্রেতপক্ষীয় কার্য্য একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধের বিধানে করিতে হইবে।

পরে দৈবপক্ষে উত্তরমুখ, পাতিত দক্ষিণজানু ও উপবীতী হইয়া দেব-ব্রাহ্মণহস্তে জল দিয়া "ওঁ পুরূরবো মাদ্রবসৌ বিশ্বেদেবা এতদ্বঃ কুশাসনং নমঃ" বলিয়া দেবব্রাহ্মণের দক্ষিণপার্শ্বে কুশ দিবে।

পিতৃপক্ষে দক্ষিণাভিমুখ, পাতিতবামজানু ও প্রাচীনাবীতী হইয়া ব্রাহ্মণহস্তে জল প্রদান করত,—"অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্নমুকগোত্র প্রপিতা-মহ অমুকদেবশর্ম্মন্নমুকগোত্র বৃদ্ধপ্রপিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তে দর্ভাসনং ওঁ যে চাত্র ত্বামনু যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা।" বলিয়া পিতামহাদি ব্রাহ্মণের বামপার্শ্বে মোটকত্রয় দিবে।

প্রেতপক্ষের ব্রাহ্মণহস্তে জল দিয়া "অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তে দর্ভাসনং স্বধা" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রেতব্রাহ্মণ-বামপার্শ্বে একটী মোটক দিবে।

পরে দৈবে যব গ্রহণ করিয়া "ওঁ বিশ্বান্ দেবান্ আবাহয়িষ্যে" এই মন্ত্রে প্রশ্ন করিবে এবং পুরোহিত "ওঁ আবাহয়" এই উত্তর করিলে "ওঁ বিশ্বেদেবাস আগত শৃণুতাম ইমং হবং, ইদং বর্হির্নিষীদত।" বলিয়া আবাহন করিয়া যব বিকীর্ণ করিবে। পরে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া "ওঁ

বিশ্বেদেবাঃ শৃণুতেমং হবং” ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় (৪২১ পৃ দেখ) জপ করত পিতা-মহাদিপক্ষে,— “ওঁ পিতৄন্ আবাহয়িষ্যে” বলিয়া প্রশ্ন করিবে, পুরোহিত “ওঁ আবাহয়” এই উত্তর করিবেন। পরে “এত পিতরঃ” ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় (৪২২পৃ দেখ) পাঠ করত আবাহন করিয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক “ওঁ আয়ান্তু নঃ পিতরঃ” ইত্যাদি মন্ত্র (৪২৩পৃ দেখ) জপ করিয়া “ওঁ অপহতা” ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়া তিল নিক্ষেপ করিবে।

অতঃপর জল স্পর্শপূর্ব্বক দৈবে উত্তরাভিমুখ এক গাছি কুশপত্র ভূমিতে পাতিত করিয়া তদুপরি একটী পাত্র স্থাপন করিবে। দক্ষিণমুখ পিতামহাদি ব্রাহ্মণের অগ্রে সমূল কুশপত্র এক গাছি দক্ষিণাগ্র করিয়া পাতিত করিয়া তদু-পরি পাত্রত্রয় স্থাপন করিবে এবং প্রেত-ব্রাহ্মণের অগ্রভূমিতে এক গাছি সমূল কুশপত্র দক্ষিণাগ্র করিয়া পাতিত করত তদুপরি একখানি পাত্র স্থাপন করিবে।

পরে দৈবাদি ক্রমে,“ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ” মন্ত্রে প্রাদেশপ্রমাণ দ্বিদল পবিত্র নখব্যতীত ছেদন করিয়া—“ওঁ বিষ্ণোর্ম্মনসা পূতে স্থঃ” এই মন্ত্রে জল দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া দৈবাদিপাত্রে চতুষ্টয়ে এক একটী স্থাপন করিবে।

প্রেতপক্ষে “ওঁ পবিত্রাসি বৈষ্ণবী” মন্ত্রে এক গাছি সাগ্র প্রাদেশ প্রমাণ কুশ নখ ব্যতীত ছেদন করিয়া, “ওঁ বিষ্ণোর্ম্মনসা পূতমসি” মন্ত্রে পবিত্র প্রোক্ষণ করিয়া অর্ঘ্যপাত্রের উপর স্থাপন করিবে। পরে পবিত্রোপরি “ওঁ শন্নোদেবী”—ইত্যাদি মন্ত্রে জল দিবে। তৎপর দৈবে “ওঁ যবোসি” ইত্যাদি মন্ত্রে (৪২৪ পৃ দেখ) যব দিয়া, পিতামহাদি পাত্রে –“ওঁ তিলোসি সোমদৈবত্যো” ইত্যাদি মন্ত্রে (৪২৪ পৃ দেখ) তিল দিবে। প্রেতপক্ষেও এই মন্ত্রে তিল দিবে, কেবল “পিতৄন্” স্থানে “প্রেতান্” উল্লেখ করিয়া মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে।

তৎপরে, দৈবাদিক্রমে অর্ঘ্যপাত্রে অমন্ত্রক গন্ধ-পুষ্প প্রদান করিয়া দৈবে কুশান্তরদ্বারা আচ্ছাদন করত “ওঁ অচ্ছিদ্রমিদমর্ঘ্যপাত্রমস্তু” ইহা বলিবে, পুরোহিত “ওঁ অস্তু” বলিবেন। পরে কুশ ফেলিয়া দিয়া দেবব্রাহ্মণের হস্তে পূর্ব্বাগ্র পবিত্র প্রদান করিয়া জলান্তর ও পুষ্পান্তর দিয়া “ওঁ শিরঃপ্রভৃতি সর্ব্ব গাত্রেভ্যো নমঃ” বলিয়া পূজা করিয়া সেই পাত্র বামহস্তে লইয়া “ওঁ যা দিব্যা” — ইত্যাদি মন্ত্র (৪২৪ পৃ ১৩ পং দেখ) পড়িয়া “বিষ্ণুর্বোঁমু পুরুরবো মাদ্রবসৌ বিশ্বে-দেবা এতদ্বোঽর্ঘ্যং নমঃ” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দৈবব্রাহ্মণহস্তে অর্ঘ্য দিবে।

পরে প্রেতপক্ষে ব্রাহ্মণ হস্তে পূর্ব্ববৎ দক্ষিণাগ্র পবিত্র এবং জলান্তর ও

পুষ্পান্তর দিয়া, পুষ্পান্তর দ্বারা "ওঁ শিরঃপ্রভৃতি সর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ" বলিয়া পূজা করিয়া অর্ঘ্যপাত্র বামহস্তে ধারণ ও দক্ষিণহস্তে আচ্ছাদন করিয়া—"ওঁ যা দিব্যা"—ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া 'ওঁ অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তেঽর্ঘ্যং স্বধা" বলিয়া অর্ঘ্য দান করিবে। পরে "ওঁ যে সমানাঃ সমনসঃ পিতরো যমরাজ্যে তেষাং লোকঃ স্বধা নমো যজ্ঞে দেবেষু কল্পতাম্॥ ওঁ যে সমানাঃ সমনসো জীবা জীবেষু মামকাঃ। তেষাং শ্রীর্ময়ি কল্পতামস্মিন্ লোকে শতং সমাঃ॥"

এই মন্ত্র দুইটী পড়িয়া কুশদ্বারা প্রেতের অর্ঘ্যপাত্রীয় জল চারিভাগে বিভক্ত করিয়া, একভাগ প্রেতব্রাহ্মণকে দিবে, অবশিষ্ট ভাগত্রয় পাত্রের সহিত রাখিয়া দিবে

পরে পিতামহাদি ব্রাহ্মণের হস্তে পূর্ব্ববৎ দক্ষিণাগ্র পবিত্র এবং জলান্তর ও পুষ্পান্তর দিয়া, পুষ্পান্তর দ্বারা 'ওঁ শিরঃপ্রভৃতি সর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ' বলিয়া পূজা করিয়া অর্ঘ্যপাত্র বামহস্তে লইয়া দক্ষিণহস্তে আচ্ছাদন করত "ওঁ যা দিব্যা" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া "ওঁ অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তেঽর্ঘ্যং ওঁ যে চাত্র ত্বামনু যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা" ইহা বলিয়া উৎসর্গ করিয়া—"ওঁ যে সমানাঃ সমনসঃ"—ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র দুইটী পাঠ করিয়া পূর্ব্বরক্ষিত প্রেতার্ঘ্যপাত্রীয় জলের একভাগ ঐ অর্ঘ্যে মিশ্রিত করিয়া পিতামহ-ব্রাহ্মণের হস্তে দিবে এবং সংস্রব সহিত পাত্র পূর্ব্ব স্থানে স্থাপন করিবে। প্রপিতামহ এবং বৃদ্ধপ্রপিতামহের অর্ঘ্যপাত্রও এই ক্রমেই "ওঁ যা দিব্যা" ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া অর্ঘ্য উৎসর্গ করিয়া ব্রাহ্মণহস্তে প্রদান করিবে।

অতঃপর হস্তপ্রক্ষালন করত আচমনপূর্ব্বক প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহ-পাত্রস্থ জল প্রপিতামহ-পাত্রে গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধপ্রপিতামহ-পাত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া স্বীয় বামভাগে সমূল কুশের উপর—"ওঁ পিতৃভ্যঃ স্থানমসি" এই মন্ত্রে ন্যুব্জীকৃত করিয়া রাখিবে।

পরে উত্তরমুখী, পাতিত দক্ষিণজানু ও উপবীতী হইয়া বিশ্বদেবপক্ষে গন্ধাদি দিবে। যথা,—"ওঁ পুরূরবো মাদ্রবসৌ বিশ্বেদেবা এতানি বো গন্ধ-পুষ্পধূপদীপাচ্ছাদনানি নমঃ" বলিয়া উৎসর্গ করত "এষ বো গন্ধঃ, এষ বো পুষ্পং, এষ বো ধূপঃ, এষ বো দীপঃ, এতদ্ব আচ্ছাদনং" বলিয়া প্রত্যেক দ্রব্য নিবেদন করিয়া দিবে। পরে দক্ষিণমুখ, পাতিত বামজানু ও প্রাচীনাবীতী হইয়া পিতামহপক্ষে "ওঁ অমুকগোত্র পিতামহামুকদেবশর্ম্মন্ অমুকগোত্র প্রপি-তামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ অমুকগোত্র বৃদ্ধপ্রপিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ এতানি তে

গন্ধপুষ্পধূপদীপাচ্ছাদনানি ওঁ যে চাত্র ত্বামনু যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা" বলিয়া উৎসর্গ করিয়া পূর্ব্ববৎ সমস্ত দ্রব্য নিবেদন করিয়া দিবে।

পরে প্রেতপক্ষে "ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্ এতানি তে গন্ধপুষ্প-ধূপদীপাচ্ছাদনানি স্বধা" বলিয়া উৎসর্গ করত পূর্ব্ববৎ প্রত্যেক দ্রব্য নিবেদন করিয়া দিবে। তৎপর দৈবাদিক্রমে ব্রাহ্মণাগ্রস্থিত কুশাদি অগ্রস্থক দূরীকৃত করিয়া দৈবে ঈশানকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বাগ্র জলধারা দ্বারা দক্ষিণাবর্ত্তক্রমে এবং পিতামহাদি পক্ষে নৈর্ঋতকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাগ্র জলধারা দ্বারা বামাবর্ত্তক্রমে এবং প্রেতপক্ষেও এই ক্রমে চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া দৈবাদিক্রমে ভোজনপাত্র পাতিত করিয়া সঘৃত অন্ন গ্রহণপূর্ব্বক অগ্নৌকরণ হোম হইতে বাসদান পর্য্যন্ত যাবতীয় কর্ম্ম পার্ব্বণের প্রণালীতে (৪২৫—৪৩০ এবং প্রেতপক্ষের বাসদান পর্য্যন্ত যাবতীয় কার্য্য একোদ্দিষ্টবিধানে সম্পন্ন করিবে।

প্রেতের বাসদানের পর গন্ধাদি দ্বারা পিণ্ডের পূজা করিয়া প্রেতপিণ্ডের উপরিস্থিত বাসসূত্রাদি অপসারণপূর্ব্বক, "ওঁ যে সমানাঃ সমনসঃ" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্তমন্ত্রদ্বয় পাঠ করিয়া কুশদ্বারা প্রেতপিণ্ড তিন খণ্ড করিয়া "যে সমানাঃ"— ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় পাঠ করত আদ্যখণ্ড পিতামহ-পিণ্ডমধ্যে মিশাইয়া, পিতা-মহের পিণ্ডস্থানেই রাখিবে। এইরূপে প্রত্যেকবার উক্ত মন্ত্রদ্বয় পড়িয়া মধ্য-খণ্ড প্রপিতামহের পিণ্ডমধ্যে এবং শেষখণ্ড বৃদ্ধপ্রপিতামহের পিণ্ডমধ্যে মিশাইয়া বর্ত্তুলাকার করিয়া যথাস্থানে রাখিবে।

তৎপরে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পিণ্ডত্রয় অনন্তক পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক "ওঁ বসন্তায় নমস্তভ্যং" ইত্যাদি মন্ত্রে (৪৩০ পৃ দেখ) পিতৃরূপী ষড়্ঋতুর নমস্কার করিবে।

পরে,—"ওঁ সুপ্রোক্ষিতমস্তু" বলিয়া ব্রাহ্মণাগ্রভূমি জল দ্বারা তিন পক্ষেই অভিষেক করিবে, পুরোহিত "ওঁ অস্তু" বলিবেন।

পরে দৈবাদিক্রমে ব্রাহ্মণহস্তে "ওঁ শিবা আপঃ সন্তু" বলিয়া জল দিবে, পুরোহিত "ওঁ সন্তু" বলিবেন। পরে "ওঁ সৌমনস্য মস্তু" বলিয়া পুষ্প ও "ওঁ অক্ষতকারিষ্টকাস্তু" বলিয়া যব বিকীর্ণ করিবে, পুরোহিত "ওঁ অস্তু" বলিয়া প্রতিবচন বলিবেন। তৎপর পিতামহপক্ষে তিলাজ্যমধুসংযুক্ত জল গ্রহণ করিয়া, "ওঁ অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণো দত্তমিদমন্নপানাদি-কমক্ষয্যমস্তু" বলিয়া হস্তস্থ জল পিতামহ-ব্রাহ্মণহস্তে দিবে। পুরোহিত "ওঁ

অস্তু" বলিয়া প্রতিবচন বলিবেন। এইরূপ প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহ পক্ষেও জলদান করিবে। পরে প্রেতপক্ষে তাদৃশ জল গ্রহণ করিয়া "ওঁ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণো দত্তমিদমন্নপানাদিকমুপতিষ্ঠতাং" বলিয়া ব্রাহ্মণহস্তে জল দিবে। পুরোহিত "ওঁ উপতিষ্ঠতাং" বলিবেন।

পরে পিতামহাদি পক্ষে "ওঁ অঘোরাঃ পিতরঃ সন্তু" ইহা বলিবে, পুরোহিত "ওঁ সন্তু" এই প্রতিবচন বলিবেন। পরে "ওঁ গোত্রন্নো বর্দ্ধতাং" বলিলে পুরোহিত "ওঁ বর্দ্ধতাং" বলিবেন। পরে প্রেতপক্ষে "ওঁ অঘোরঃ প্রেতোঽস্তু" বলিবে, পুরোহিত "ওঁ অস্তু" বলিবেন। তৎপর পিতামহাদি পক্ষেও পিণ্ডোপরি সপবিত্র কুশ আস্তীর্ণ করিয়া "ওঁ স্বধাং বাচয়িষ্যে" বলিবে, পুরোহিত "ওঁ বাচ্যতাং" বলিবেন। পরে "ওঁ পিতামহেভ্যঃ স্বধোচ্যতাং" বলিবে, পুরোহিত "ওঁ অস্তু স্বধা" বলিবেন।

পরে পিতামহাদিপক্ষে "ওঁ ঊর্জ্জং বহন্তী" ইত্যাদি মন্ত্রে বারিধারা দ্বারা পিণ্ডসেচন করিবে। প্রেতপক্ষে "ঊর্জ্জং বহন্তী" ইত্যাদি মন্ত্রস্থ "পিতৄন্" শব্দস্থানে "প্রেতং" পাঠ করিয়া পিণ্ড সেচন করিয়া দক্ষিণা দান করিবে।

দক্ষিণা।—পিতামহপক্ষে ন্যুব্জীকৃত পাত্র উত্তোলন করিয়া "অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ সপিণ্ডীকরণার্থং অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য প্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য বৃদ্ধপ্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ কৃতৈতৎ সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং রজতং তন্মূল্যং বা শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি।"

প্রেতপক্ষে দক্ষিণা—অদ্যেত্যাদি—অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ কৃতৈতৎ সপিণ্ডীকরণৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং রজতং তন্মূল্যং বা ইত্যাদি।"

দৈবে দক্ষিণা।—উত্তরমুখ উপবীতী হইয়া "অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ সপিণ্ডীকরণার্থং অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ (পূর্ব্ববৎ তিন পুরুষের নামাদি উল্লেখ করিবে) পুরূরবো-মাদ্রবসোর্ব্বিশ্বেষাং দেবানাং কৃতৈতৎ পার্ব্বণবিধিকশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং অগ্নিদৈবতং তন্মূল্যং বা শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি।"

পরে "ওঁ বিশ্বেদেবাঃ প্রীয়ন্তাং" বলিয়া প্রশ্ন করিবে এবং পুরোহিত "ওঁ প্রীয়ন্তাং" বলিবেন।

পরে দক্ষিণদিক্ দর্শনপূর্ব্বক পিতামহাদির নিকটে কৃতাঞ্জলি হইয়া, "ওঁ আশিষো মে প্রদীয়ন্তাং" এই প্রশ্ন করিবে, পুরোহিত "ওঁ আশিষঃ প্রতিগৃহ্যন্তাং" বলিবেন। পরে "ওঁ দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং" ইত্যাদি মন্ত্র (৪৩২ পৃ দেখ) পাঠ করিয়া প্রার্থনা করিবে, পুরোহিত "ওঁ সন্তু" প্রতিবচন বলিবেন। তৎপর "ওঁ দেবতাভ্যঃ" ইত্যাদি মন্ত্র (৪২৯ পৃ দেখ) তিনবার পাঠ করিয়া প্রেতপক্ষে "ওঁ দেবতাভ্যঃ" ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবে। পরে পিতামহাদিপক্ষে "ওঁ বাজে বাজেঽবত" ইত্যাদি মন্ত্র ([illegible] দেখ) পাঠ করিয়া কুশাগ্র দ্বারা ব্রাহ্মণ বিসর্জ্জন করিয়া দেবপক্ষে উপবীতীক্রমে কুশমূল দ্বারা ব্রাহ্মণ বিসর্জ্জন করিবে।

পরে প্রেতপক্ষে "ওঁ অভিরম্যতাং" বলিয়া ব্রাহ্মণ বিসর্জ্জন করিলে পুরোহিত "ওঁ অভিরতোঽস্মি" বলিবেন। তৎপর "ওঁ আ মা বাজস্য" ইত্যাদি মন্ত্রে (৪৩২পৃ দেখ) দক্ষিণক্রমে বারিধারা দ্বারা ব্রাহ্মণ বেষ্টন করিয়া পিতৃনমস্কার করিবে। পরে অগ্নিতে বা জলে পিণ্ডার্পণ করিয়া পার্ব্বণবৎ বামদেব্য গান ও শান্তিদান (৪৩২পৃ দেখ) করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণাদি কার্য্য সমাধা করিবে।

সপিণ্ডীকরণ সমাপ্ত।

বৈতরণী।

আসন্নমৃত্যুনা দেয়া গৌঃ সবৎসা চ পূর্ব্ববৎ। তদভাবে চ গৌরেকা নরকোদ্ধারণায় বৈ॥ তদা যদি ন শক্নোতি দাতুং বৈতরণীঞ্চ গাং। শক্তোঽন্যঃ ক্ষক্ তদা দত্ত্বা শ্রেয়ো দদ্যান্মৃতস্য চ॥ ইতি স্মার্ত্তঃ।

মৃত্যু আসন্ন হইলে—অর্থাৎ মনুষ্যের মরণ নিকটবর্ত্তী হইলে নরকনিবৃত্তির নিমিত্ত বৈতরণী করিতে হয়। স্বর্ণশৃঙ্গ, রৌপ্যক্ষুর, কাংস্যক্রোড় ও তাম্রপৃষ্ঠযুক্ত বস্ত্রের সহিত সবৎসা গাভীকে ভূষিতা করিয়া কামনাপূর্ব্বক দান করিবে এবং দক্ষিণা দিতে হইবে; ইহাকেই বৈতরণী বলে। ইহাতে অশক্ত ব্যক্তি একটী মাত্র গাভী দান করিলেও হইবে। মুমূর্ষু ব্যক্তি অসমর্থতাহেতু স্বয়ং গোদান করিতে না পারিলে তৎপ্রতিনিধি দান করিবে।

অত্র মৃতস্য চেতি শ্রবণাদেকাদশাহেঽপি বৈতরণীদানাচারঃ ॥—শুদ্ধিতত্ত্বে
মৃত্যুর অব্যবহিতপূর্ব্বে বৈতরণী করা না হইয়া থাকিলে, অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনে—অর্থাৎ আদ্যশ্রাদ্ধদিবসে বৈতরণী করিবে।

উৎসর্গ বাক্য যথা—"ওঁ অদ্যেত্যাদি—অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা যম-দ্বারাবস্থিত তপ্তাবৈতরণীনদীসুখসন্তরণকাম ইমাং সবস্ত্রাং সালঙ্কৃতাং কৃষ্ণাং * গাং গন্ধাদ্যর্চ্চিতাং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে ॥"

পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা,—

"ওঁ যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী।
তাস্তু তর্ত্তুং দদাম্যেনাং কৃষ্ণাং বৈতরণীঞ্চ গাম্।"

অনন্তর দক্ষিণা দান করিবে। যথা,—

"ওঁ অদ্যেত্যাদি—যমদ্বারাবস্থিত-তপ্তাবৈতরণীনদীসুখসন্তরণকামনয়া কৃতৈতৎ সবস্ত্রালঙ্কৃত কৃষ্ণগোদানকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে ॥"

গোদান করিতে অশক্ত হইলে এক কার্ষাপণ বরাটক—অর্থাৎ এক কাহন কড়ি দান করিবে। তাহার উৎসর্গ বাক্য এইরূপ। যথা,—"অদ্যে-ত্যাদি গোমূল্যান্ এককার্ষাপণবরাটকান্ শ্রীবিষ্ণুদেবতাকান্ যথাসম্ভবগোত্র-নাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে।"

দক্ষিণাবাক্য,—"অদ্যেত্যাদি গোমূল্যৈককার্ষাপণকপর্দ্দকদানকর্ম্মণঃ প্রতি-ষ্ঠার্থং ইত্যাদি।"

অন্ত্যেষ্টিপদ্ধতি।

মরণ নিশ্চয় জানিয়া দাহাধিকারী নিজে স্নান করিয়া, মৃতদেহে ঘৃত মক্ষণ করিয়া স্নান করাইবে। (১) মন্ত্র যথা,—

"ওঁ গয়াদীনি চ তীর্থানি যে চ পুণ্যাঃ শিলোচ্চয়াঃ। কুরুক্ষেত্রঞ্চ গঙ্গাঞ্চ যমুনাঞ্চ সরিদ্বরাং ॥ কৌশিকীং চন্দ্রভাগাঞ্চ সর্ব্বপাপপ্রণাশিনীং। ভদ্রাবকাশাং সরযূং পনসাং গণ্ডকীন্তথা ॥ বৈণবঞ্চ বরাহঞ্চ তীর্থং পিণ্ডারকং তথা।

* স্মার্ত্তমতে গোর কৃষ্ণা বিশেষণ উল্লেখ নাই, প্রাচীন মতে কৃষ্ণা বিশেষণ লিখিত আছে।

(১) স্মার্ত্তমতে মৃতদেহ অমন্ত্রক একবার স্নান করাইয়া বস্ত্রাদি পরিধানপূর্ব্বক মন্ত্র পাঠ করিয়া পুনরায় স্নান করাইবার বিধান উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহা ব্যবহার নাই।

পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সরিতঃ সাগরাস্তথা॥ ধ্যাত্বা তু মনসা সর্ব্বে কৃতস্নানং গতায়ুষং॥”

অনন্তর বস্ত্র পরাইয়া, উত্তরীয় ও উপবীত প্রদান করিয়া চন্দনলেপন-পূর্ব্বক কর্ণদ্বয়, নাসিকাদ্বয়, চক্ষুর্দ্বয় ও মুখ এই সপ্তচ্ছিদ্রে সপ্তখণ্ড স্বর্ণ বা তদভাবে সপ্তখণ্ড কাংস্য প্রদানপূর্ব্বক কুশাস্তরণ করিয়া তদুপরি মৃতদেহকে দক্ষিণশিরা করিয়া শয়ন করাইবে। তৎপরে শ্মশানভূমিতে পিণ্ড পাক করিয়া, গোময়লিপ্ত ভূমিতে বামজানু পাতিত করিয়া প্রাচীনাবীতী ক্রমে দক্ষিণ মুখ হইয়া কুশমূল দ্বারা “ওঁ অপহতাসুরা রক্ষাংসি বেদীষদঃ॥” এই মন্ত্রে দক্ষিণাগ্র একটী চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তদুপরি কুশাস্তরণ করত নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রেতের আবাহন করিবে। (সামবেদী ভিন্ন অন্য বেদিগণ প্রেতের আবাহন করিবে না, তদ্ভিন্ন অন্য সমস্তই এক প্রকার) যথা—

“এহি প্রেত সোম্য গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্ব্বেণেভির্দেহ্যস্মভ্যং দ্রবিণেহ ভদ্রং রয়িঞ্চ নঃ সর্ব্ববীরং নিযচ্ছ॥”

পরে সতিল জলপাত্র দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিয়া “ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্নবনেনিক্ষ্ ॥” এই মন্ত্রে কুশের উপর দিবে। পরে “ওঁ অমুক গোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তেঽন্নমুপতিষ্ঠতাম্॥” বলিয়া সজল পিণ্ড কুশোপরি প্রদান করিবে। পরে অন্নপাত্র ধুইয়া পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে অবনেজন করিবে।

অতঃপর দাহাধিকারী পুনরায় স্নান করিয়া চিতা রচনা করত বস্ত্রযুগাচ্ছাদিত শবকে চিতায় শয়ন করাইবে। সামবেদিগণ পুরুষ-শবকে দক্ষিণশিরা ও অধোমুখ করিয়া এবং স্ত্রী-শব চিৎ করিয়া রাখিবে। অন্যান্য বেদীয়েরা উত্তরশিরা করিয়া রাখিবে।

অনন্তর “ওঁ দেবাশ্চাগ্নিমুখাঃ সর্ব্বে এনং দহন্তু।” এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক অগ্নি গ্রহণ * করিয়া চিতা প্রদক্ষিণ করিতে করিতে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া শিরঃস্থানে অগ্নি প্রদান করিবে। মন্ত্র যথা,—

“ওঁ কৃত্বা তু দুষ্কৃতং কর্ম্ম জানতা বাপ্যজানতা। মৃত্যুকালবশং প্রাপ্য নরং পঞ্চত্বমাগতং। ধর্ম্মাধর্ম্মসমাযুক্তং লোভমোহসমাবৃতং। দহেয়ং সর্ব্বগাত্রাণি দিব্যান্ লোকান্ স গচ্ছতু॥”

* চাণ্ডালজাতির অগ্নি, অপবিত্র স্থানের অগ্নি, সূতিকাগৃহের অগ্নি, পতিত ব্যক্তির অগ্নি ও চিতাগ্নি শিষ্ট ব্যক্তি গ্রহণ করিবে না।

নগ্ন (ক) অর্থাৎ বস্ত্রাদি পরিধান না করাইয়া শবদাহ করিবে না। মৃত ব্যক্তি স্ত্রীলোক হইলে, "নগ্নং" স্থলে—"নারীং" বলিবে না।

শব নিঃশেষ করিয়া দগ্ধ করিবে না, কিঞ্চিৎ জলে ত্যাগ করিবে। দাহকার্য্য শেষ হইলে, প্রাদেশ প্রমাণ সপ্তকাষ্ঠিকা গ্রহণ করিয়া সাতবার চিতাগ্নি প্রদক্ষিণ করত এক একটী করিয়া কাষ্ঠিকা চিতাগ্নিতে দিবে। *

পরে "ক্রব্যাদায় নমস্তভ্যং"—এই মন্ত্র পাঠ করিয়া কুঠার দ্বারা চিতাস্থিত অদগ্ধ কাষ্ঠের উপর সাতবার আঘাত করিবে। পরে, রীতি অনুসারে চিতাগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া বামাবর্ত্তে নদীতে স্নান করিতে গমন করিবে †।

পরে বৃদ্ধাদি অগ্রে করিয়া জলে প্রবেশ করত পরিধেয় বস্ত্র ভালরূপে ধৌত পূর্ব্বক স্নান করিয়া বামহস্তের অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা "ওঁ অপন শোশুচদঘ" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া জল আলোড়ন করিবে এবং পুনর্ব্বার স্নান করিয়া এক-বস্ত্রে দক্ষিণমুখী হইয়া দক্ষিণস্কন্ধে উত্তরীয় ধারণপূর্ব্বক আচমন করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে তর্পণ করিবে। যথা,—

সামবেদীয়গণের তর্পণ মন্ত্র,—"অমুকগোত্রং প্রেতমমুকদেবশর্ম্মাণং তর্পয়ামি।"

ঋক্ ও যজুর্ব্বেদীয়গণের তর্পণ মন্ত্র,—"অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্ এতৎ সতিলোদকং তুভ্যমুপতিষ্ঠতাং।"

পুনরায় স্নান করিয়া জল হইতে উত্থিত হইয়া বালপুরঃসর পুরগমন করিবে। পরে গৃহদ্বারসমীপে উপস্থিত হইয়া নিম্বপত্র দন্তদ্বারা খণ্ড করিয়া "হোগ্" এই মন্ত্র উচ্চারণ করত দ্বার স্পর্শপূর্ব্বক আচমন করিয়া "ওঁ শমীপাপং সময়তু" বলিয়া শমী স্পর্শ করিবে এবং "ওঁ অশ্মেব স্থিরো ভূয়াসং" বলিয়া শিলা স্পর্শ করিয়া "ওঁ অগ্নির্নঃ শর্ম্ম যচ্ছতু" বলিয়া অগ্নি স্পর্শ করিবে।

রাত্রিতে দাহ হইলে দিবাতে এবং দিবাতে দাহ হইলে রাত্রিতে গৃহপ্রবেশ

(ক) বিকচ্ছঃ কচ্ছশেষশ্চ মুক্তকচ্ছস্তথৈব চ। একবাসা অবাসাশ্চ নগ্নঃ পঞ্চবিধঃ স্মৃতঃ॥ ইতি গোভিলঃ।

* নিঃশেষস্তু ন দগ্ধব্যঃ শেষং কিঞ্চিৎ ত্যজেত্ততঃ। গচ্ছেৎ প্রদক্ষিণাঃ সপ্ত সমিদ্ভিঃ সপ্তভিঃ সহ॥ দগ্ধা শবং ততস্ত্বেবং প্রাদেশাঃ কাষ্ঠিকা যথা। সপ্ত প্রদক্ষিণীকৃত্য চৈকৈকাস্ত্ত বিনিক্ষিপেৎ॥

† দেয়াঃ প্রহারাঃ সপ্তৈব কুঠারেণাগ্নকোপরি। ক্রব্যাদায় নমস্তুভ্যমিতি জপ্যং সমাহিতৈঃ॥ নাবেক্ষিতব্যঃ ক্রব্যাদো গন্তব্যা চ ততো নদী॥—আদিত্যপুরাণ।

করিবে। অশক্তপক্ষে ব্রাহ্মণের অনুমতি লইয়া কালবিলম্ব ব্যতিরেকেও গৃহ-প্রবেশ করিতে পারিবে।

সূতিকা-স্ত্রী বা রজস্বলা-স্ত্রী মরিলে, সতিল পঞ্চগব্য জল পূর্ণ কুম্ভ "ওঁ আপোহিষ্ঠা ময়ো ভুবস্থান উর্জ্জে দধাতনঃ মহেরণায়, চক্ষসে।"—এই মন্ত্রে ও "বামদেব্য ঋষিঃ"—ইত্যাদি শান্তিমন্ত্রে (২৩ পৃ দেখ) অভিমন্ত্রিত করিয়া সেই জল দ্বারা শব স্নান করাইয়া দাহ করিতে হয়। গর্ভবতী স্ত্রী মরিলে, গর্ভস্থ সন্তানকে বাহির করিয়া মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া স্ত্রীকে দাহ করিবে। ষষ্ঠমাস মধ্যে উদরচ্ছেদ করিবে না। দুই বৎসরের কমবয়স্ক ব্যক্তির দাহ করিতে হয়না, ভূগর্ভে প্রোথিত করিতে হয়।

পর্ণ-নর দাহ।

যদি কোন ব্যক্তির শব দাহ না হইয়া থাকে, তবে তাহার অস্থি দাহ করিবে তাহাও না পাইলে তাহার দাহকার্য্য জন্য পর্ণনর দাহ করিতে হয়। পর্ণনর দাহের ক্রম বলা যাইতেছে। যথা—

তিন শত ষাইটটী পলাশ বা শর পত্র দ্বারা একটী পুরুষাকৃতি রচনা করিতে হয় ;—তন্মধ্যে মস্তকে চল্লিশটী, গলদেশে দশটি, বক্ষঃস্থলে ত্রিশ, উদরে কুড়ি, দুই বাহুতে একশত, দুই উরুতে একশত, হাতের অঙ্গুলিতে দশ, অণ্ডদ্বয়ে ছয়, উপস্থে চারি, জানু ও জঙ্ঘায় ত্রিশ, দুই পায়ের অঙ্গুলিতে দশ, এই সর্ব্বসমেত তিনশত ষাইটটী পলাশ বা শরপত্র সাজাইয়া মেষরোমের সূত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া, যবপিষ্ট দ্বারা পরিলেপন করত, পুত্তলিকার মস্তকে একটী লালবর্ণের নারিকেল দিয়া, পূর্ব্ববৎ দাহ করিবে।

অস্থি না পাওয়া গেলে পর্ণনর দাহ করিবে, পরে অস্থি লাভ হইলে পুনর্ব্বার ঐ অস্থি দাহ করিয়া ত্রিরাত্র অশৌচ প্রতিপালন করিবে। কিন্তু পিণ্ডাদি পুনর্ব্বার দান করিতে হইবে না। এই ব্যবস্থা অশৌচান্তে পর্ণনর-দাহের বিষয়ে জানিবে। অমাবস্যা তিথিতে ভিন্ন অন্য তিথিতে দাহ করিবে না। মরণ দিন হইতে ত্রিপক্ষ (৪৫ দিন) মধ্যে পর্ণনরদাহ করিবেনা এবং কৃষ্ণাষ্টমী কি অমাবস্যা তিথি ব্যতীতও কেহ পর্ণনর দাহ করিবেনা, করিলে পিতৃমাতৃ বধের পাতক জন্মিবে। ফলতঃ কৃষ্ণাষ্টমীতে দাহ করাই কর্ত্তব্য, কেননা ঐ

তিথিতে দাহ করিলে ত্রিরাত্র অশৌচের পর কৃষ্ণা একাদশীতে শ্রাদ্ধাদি করিতে পারা যায়। মৃত্যুর পর অশৌচ-কালের মধ্যে পর্ণনর দাহ করিলে, অশৌচের অবশিষ্ট দিনান্তেই পুত্রাদির শুদ্ধি হইবে, আর যদি অশৌচ দিনের পরে পর্ণনর দাহ করে, তবে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে।

পূরকপিণ্ডদান বিধি।

দিবসে দিবসে দেয়ঃ পিণ্ড এবং ক্রমেণ তু। সদ্যঃ শৌচেঽপি দাতব্যাঃ সর্ব্বেঽপি যুগপত্তথা। ত্র্যহাশৌচে প্রদাতব্যঃ প্রথমে ত্বেকএব হি।, দ্বিতীয়েঽহনি চত্বারস্তৃতীয়ে পঞ্চ চৈব হি॥ অথবা,—প্রথমে দিবসে দেয়াস্ত্রয়ঃ পিণ্ডাঃ সমাহিতৈঃ। দ্বিতীয়ে চতুরো দদ্যাদস্থিসঞ্চয়নং তথা। ত্রীংস্তু দদ্যা-তৃতীয়েঽহ্নি বস্ত্রাদি-ক্ষালয়েত্তথা॥

দশদিন অশৌচ স্থলে প্রতিদিন এক একটী পিণ্ড দান করিবে। সদ্যঃ-শৌচে ও একাহাশৌচে একদিনেই দশপিণ্ড দান করিবে।

ত্রিরাত্র অশৌচে প্রথমদিনে একপিণ্ড, দ্বিতীয় দিনে চারি পিণ্ড এবং তৃতীয় দিনে পাঁচ পিণ্ড, এই রূপে দশ পিণ্ড দান করিতে হয়। পারস্কর বলেন, প্রথম দিবসে তিন, দ্বিতীয় দিবসে চারি এবং তৃতীয় দিবসে তিন পিণ্ড এই রূপে দশপিণ্ড দিবে।

চারিদিন অশৌচ হইলে প্রথম দিনে ও চতুর্থ দিনে দুই দুই পিণ্ড, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে তিন তিন পিণ্ড দিতে হইবে।

পাঁচ দিন অশৌচ হইলে প্রথম দিনে ও পঞ্চম দিনে এক এক পিণ্ড, দ্বিতীয় ও চতুর্থ দিনে দুই দুই পিণ্ড, এবং পঞ্চম দিনে চারি পিণ্ড দিবে।

ছয় দিন অশৌচ হইলে প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ দিনে এক এক পিণ্ড দ্বিতীয় ও চতুর্থ দিনে তিন তিন পিণ্ড দান করিবে।

সপ্তাহ অশৌচ হইলে, প্রথম, দ্বিতীয়, ষষ্ঠ ও সপ্তম দিনে এক এক পিণ্ড এবং তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম দিনে দুই দুই পিণ্ড প্রদান করিবে।

অষ্টাহ অশৌচ হইলে, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম দিনে এক এক পিণ্ড এবং চতুর্থ ও পঞ্চম দিনে দুই দুই পিণ্ড দিবে।

নয় দিন অশৌচ স্থলে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম দিনে এক এক পিণ্ড এবং পঞ্চম দিনে দুই পিণ্ড দিবে।

দশাহ অশৌচস্থলে প্রত্যহ একটী করিয়া পিণ্ড দিবে। পক্ষিণী অশৌচে ও দুইদিন অশৌচ স্থলে প্রথম দিনে পাঁচ ও দ্বিতীয় দিনে পাঁচ পিণ্ড প্রদান করিবে।

দ্বাদশদিন ও পঞ্চদশ দিন অশৌচ হইলে প্রথম দিন হইতে নয় দিনে নয় পিণ্ড এবং অশৌচান্তদিনে এক পিণ্ড দিবে। শূদ্রের মাসাশৌচ স্থলেও ঐরূপে পিণ্ড দান করিবে। *

পূরক-পিণ্ডদানপদ্ধতি।

দুই প্রসৃতি তণ্ডুল গ্রহণ করত দুইবার ক্ষালন করিয়া যে স্থলে পিণ্ড দান করা হইবে তাহার ঈশান কোণে অন্ন পাক করিবে। তদনন্তর, একহস্ত-পরিমিত দীর্ঘপ্রস্থ ও চারি অঙ্গুলি উন্নত এবং দক্ষিণদিকে কিঞ্চিন্নিম্ন একটি মৃত্তিকার বেদী প্রস্তুত করত দক্ষিণ মুখে প্রাচীনাবীতী হইয়া বামজানু ভূমিতে পাতিত করত দক্ষিণ হস্তে কুশ লইয়া, সেই কুশ দ্বারা ঐ বেদীতে "ওঁ অপহতা অসুরারক্ষাংসি" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত দক্ষিণাগ্র একটী রেখা অঙ্কিত করিয়া কুশাস্তরণ করত "ওঁ এহি প্রেত" ইত্যাদি "নিষচ্ছ" ইত্যন্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া আবাহন করিয়া "ওঁ অমুক গোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্ এতদবনেনিক্ষ্ব।" বলিয়া আস্তীর্ণ কুশের উপর সতিল জল দ্বারা অবনেজন করিয়া তিল, মধু ও ঘৃত-মিশ্রিত বিল্বপ্রমাণ তণ্ডুলপিণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক নিম্ন লিখিত বাক্য পাঠ করিয়া, কুশোপরি প্রদান করিবে। যথা,—

"ওঁ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ এতৎ প্রথমপিণ্ডং পূরকম্।" †

পরে পিণ্ডপাত্র প্রক্ষালিত জল দ্বারা পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ অবনেজন করিয়া নিম্ন লিখিত বাক্যে পিণ্ডের উপরি ঊর্ণাতন্তু (মেষ লোম) প্রদান করিবে। যথা,—"ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তে ঊর্ণাতন্তুময়ং বাসঃ।"

অনন্তর কাঁচা মাটীর পাত্রে করিয়া জল ও স্বতন্ত্র একটী পাত্রে দুগ্ধ লইয়া পিণ্ডসমীপে স্থাপন করত দান করিবে।

* পিণ্ডঃ শূদ্রাস্য দাতব্যো দিবান্যষ্টৌ নবাথ বা। সংপূর্ণে তু ততো মাসে পিণ্ডশেষং সমাপয়েৎ॥

† প্রথম দিন হইতে দশ দিন পর্য্যন্ত দশটী পিণ্ড দান করিতে হয়। প্রথম পিণ্ডের ন্যায় "দ্বিতীয়পিণ্ডং পূরকং, তৃতীয়পিণ্ডং পূরকং, চতুর্থপিণ্ডং পূরকং।" এইরূপ প্রত্যেক পিণ্ডে উল্লেখ করিতে হইবে। আর সমস্তই এক প্রকার।

নীর-ক্ষীর-দান-বিধি।—কাষ্ঠের ত্রিপদিকাতে মাটীর কাঁচা পাত্রে জল এবং আর একটি মাটীর কাঁচা পাত্রে দুগ্ধ লইয়া নিম্নমন্ত্র পাঠ করত দান করিবে।—

প্রত্যেক পিণ্ডে ক্ষীরপাত্র একটী, নীরপাত্র পিণ্ডসমসংখ্যক—অর্থাৎ প্রথম পিণ্ডে একটি, দ্বিতীয় পিণ্ডে দুইটি, তৃতীয় পিণ্ডে তিনটি, চতুর্থ পিণ্ডে চারিটি এইরূপ দশ পিণ্ডে পঞ্চান্নটি জলপাত্র দিবে। মন্ত্র যথা,—"প্রেতাত্র স্নাহি পিব চেদং ক্ষীরম্।" পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে—"শ্মশানানল-দগ্ধোঽসি পরিত্যক্তোঽসি বান্ধবৈঃ। ইদং নীরমিদং ক্ষীরং স্নাত্বা পীত্বা সুখী ভব॥ আকাশস্থো নিরালম্বো বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ। ইদং নীরমিদং ক্ষীরং স্নাত্বা পীত্বা সুখী ভব।"

ন স্বধাঞ্চ প্রযুঞ্জীত প্রেতপিণ্ডে দশাহিকে।
ভাষেতৈতচ্চ বৈ পিণ্ডং দেবদত্তস্য পূরকম্॥

প্রেতোদ্দেশে যে দশাহ পর্য্যন্ত পূরক-পিণ্ড দান করিতে হয়, তাহাতে স্বধাপদ প্রয়োগ করিতে নাই।

আদ্যশ্রাদ্ধে পূরকে চ মাসিকে প্রেততর্পণে।
নোচ্চরেৎ পিতৃ-তৃপ্ত্যর্থং কদাচিদপি সামগঃ॥

আদ্যশ্রাদ্ধ, পূরক-পিণ্ডদান, প্রেত তর্পণ ও মাসিক শ্রাদ্ধে সামবেদীয়েরা "স্বধা" পদ প্রয়োগ করিবে না।

সামবেদী চতুর্দ্ধাশান্তি।

পুত্রাদি স্নানান্তে অগ্নি জ্বালিয়া পূর্ব্বাভিমুখে বসিয়া চারিটী জলপূর্ণ পাত্র স্থাপন করিবে। পরে আচমন করিয়া বিষ্ণুস্মরণ করত প্রথম পাত্রে হস্ত প্রদান করিয়া গায়ত্রী পাঠান্তে "অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং হোতারং রত্নধাতমম্" এই মন্ত্র পাঠ করত আবার গায়ত্রী পাঠ করিবে। ইহাই প্রথমা শান্তি॥১॥ দ্বিতীয় পাত্রে হস্ত প্রদান করিয়া গায়ত্রী পাঠ করত "ওঁ ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বা বায়বঃ স্থঃ দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পুনঃ গায়ত্রী পাঠ করিবে। ইহাই দ্বিতীয়া শান্তি॥২॥ তৃতীয় পাত্রে হাত দিয়া, গায়ত্রী পাঠ করত "অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে। নিহোতা সৎসি বর্হিষি" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পুনরপি গায়ত্রী পাঠ করিবে॥৩॥ অতঃপর চতুর্থ পাত্রে হস্তপ্রদান করিয়া গায়ত্রী পাঠ করত "ওঁ শন্নো

দেবীরভিষ্টয়ে শন্নো ভবন্তু পীতয়ে শংযোরভিস্রবন্তু নঃ ॥ মহাবামদেব্যঋষি র্বিরাড়্‌গায়ত্রীচ্ছন্দ ইন্দ্রো দেবতা শান্তিকর্ম্মণি জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ কয়া নশ্চিত্র আভুবদূতী সদাবৃধঃ সখা কয়া সচিষ্ঠয়া বৃতা। ওঁ কস্ত্বা সত্যোমদানাং মংহিষ্ঠো মৎসদন্ধসঃ। দৃঢ়া চিদারুজে বসুঃ। ওঁ অভিষূণঃ সখীনামবিতা জরিতৃণাং শতং ভবা স্যূতয়ে। ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পুষা বিশ্ববেদাঃ স্বস্তি নঃ তার্ক্ষ্যোঽরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দ্দধাতু। দ্যৌঃ শান্তিরন্তরীক্ষং শান্তিঃ পৃথিবী শান্তিঃ আপঃ শান্তিঃ ওষধয়ঃ শান্তিঃ বনস্পতয়ঃ শান্তিঃ শান্তিরেব শান্তিঃ।" ইহা পাঠ করিয়া প্রতিপাত্রস্থ জল মস্তকে দিবে। পরে সমস্ত জল একত্র করিয়া অশৌচাবস্থার সকল দ্রব্য প্রোক্ষণ করিবে।

অঙ্গপ্রায়শ্চিত্ত প্রয়োগ।

সূর্যোদয়ের পরে স্নান করিয়া অগ্নি, গো, ব্রাহ্মণ ও সুবর্ণ স্পর্শপূর্ব্বক সূর্য্য দর্শন করিয়া ঘৃতস্পর্শ করত নিম্নলিখিত বাক্যে কাঞ্চন দান করিবে। বাক্য যথা,—

"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা এতদশৌচকালোৎপন্নপঞ্চশূনাজনিতপাপক্ষয়কাম ইদং কাঞ্চনং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদে।" পরে দক্ষিণা দান করিয়া বামদেব্য গান করিবে। তদশক্তে "মহাবামদেব্যঋষি" ইত্যাদি মন্ত্রে শান্তি করিবে।

হেমগর্ভ তিলদান বিধি।

প্রথমত পূর্ব্বমুখ হইয়া উপবেশন করিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সগন্ধতৈজসাধারহেমগর্ভতিলেভ্যো নমঃ।" বলিয়া তিনবার তিলের অর্চ্চনা করিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ।" বলিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া "ওঁ যথা মধুবধে বিষ্ণো ঘর্ম্মবিন্দুসমুদ্ভবাঃ। তিলাঃ কুশাশ্চ সম্বিত্তেঃ স্বাচ্ছান্না ভবন্তিমাঃ॥ ওঁ বিষ্ণুদেহোদ্ভবাঃ পুণ্যাস্তিলাঃ পাপপ্রণাশনাঃ। পিতৄঃ স্বর্গং প্রগচ্ছন্তু সংসারার্ণবতারকাঃ॥" এই মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিয়া বাম-

হস্তে তিল ধারণ করত কুশত্রয়ান্বিত সতিল জল গ্রহণ করিয়া "অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণোঽশৌচান্তাদ্বিতীয়েঽহ্নি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ এতত্তিলসমসংখ্যবর্ষাবচ্ছিন্নস্বর্গলোকপ্রাপ্তিকামঃ এতান্ সবস্ত্রতৈজসাধারহেমগর্ভতিলান্ অর্চ্চিতান্ বিষ্ণুদেবতাকান্ যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।" এই বলিয়া হস্তস্থ জলের ছিটা দিয়া উৎসর্গ করিবে।

পরে "ওঁ ক ইদং কস্মা অদাৎ কামঃ কামায়াদাৎ কামো দাতা কামঃ প্রতিগৃহীতা কামঃ সমুদ্রমাবিশৎ। কামেন ত্বা প্রতিগৃহ্লামি কামৈতত্তে।"

ইহা পাঠ করিয়া দক্ষিণা করিবে। যথা,—"অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎসবস্ত্রতৈজসাধারহেমগর্ভতিলদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং বিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।"

ষোড়শদান প্রয়োগ। *

প্রথমত ভূমিদান করিবে। যথা,— আচমনপূর্ব্বক করযোড়ে "ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়া গঙ্গা প্রভাসপুষ্করাণি চ। তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি দানকালে ভবন্ত্বিহ।" ইহা পাঠ করিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সাচ্ছাদনায়ৈ প্রিয়দত্তায়ৈ এতদ্ভূম্যৈ নমঃ" বলিয়া তিনবার ভূমি অর্চ্চনা করত "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ" এবং "এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া পূজা করিয়া বামহস্তে ভূমি ধারণ করত দক্ষিণ হস্ত সজল কোশার মধ্যে রাখিয়া "বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণোঽশৌচান্তাদ্বিতীয়েঽহ্নি (১) অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ ষষ্টিবর্ষসহস্রাবচ্ছিন্নস্বর্গকাম ইমাং সাচ্ছাদনাং প্রিয়দত্তাং ভূমিং বিষ্ণুদেবতাকাং যথা সম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি" বলিয়া দানীয় দ্রব্যে জলের ছিটা দিয়া উৎসর্গ করিবে।

পরে দক্ষিণা করিবে। যথা,—প্রথমত গন্ধপুষ্প দ্বারা দক্ষিণাদ্রব্য অর্চ্চনা করিয়া অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণোঽশৌচান্তাদ্বিতীয়েঽহ্নি

* দানদ্রব্যের প্রমাণ ৫৪ পৃষ্ঠায় দেখ।

(১) "অদ্যেত্যাদি" হইতে "দ্বিতীয়েঽহ্নি" পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই বলিতে হইবে

যষ্টবর্ষনহস্রাবচ্ছিন্নস্বর্গকামনয়া কৃতৈতৎসাচ্ছাদনৈতদ্ভূমিদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং বিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি" বলিয়া দক্ষিণাদ্রব্য উৎসর্গ করিবে॥ ১॥

আসন।— "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সাচ্ছাদনদার্ব্বাসনায় নমঃ" বলিয়া আসন তিনবার অর্চ্চনা করিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ উত্তানাঙ্গিরসে নমঃ" এবং "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া পূজা করত নিম্ন লিখিত রূপবাক্য করিয়া আসন উৎসর্গ করিবে। যথা—

"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ স্বর্গকাম ইদং সাচ্ছাদনদার্ব্বাসনং উত্তানাঙ্গিরোদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।"

দক্ষিণা,—'অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎসাচ্ছাদনদার্ব্বাসনদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং' ইত্যাদি॥ ২॥

জল।—'এতে গন্ধপুষ্পে সাচ্ছাদনতৈজসাধারজলায় নমঃ' [illegible] তিনবার জলের অর্চ্চনা করিয়া বরুণাধিপতি ও সম্প্রদানব্রাহ্মণের পূর্ব্ববৎ অর্চ্চনা করিয়া নিম্নলিখিত রূপ বাক্য করিয়া উৎসর্গ করিবে। যথা,—

'অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ স্বর্গকাম ইদং সাচ্ছাদনতৈজসাধারজলং বরুণদৈবতং' ইত্যাদি।

দক্ষিণা,—'অদ্যেত্যাদি। কৃতৈতৎসাচ্ছাদনতৈজসাধারজলদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং' ইত্যাদি॥ ৩॥

বস্ত্র।—"এতে গন্ধপুষ্পে সাচ্ছাদনবস্ত্রায় নমঃ" বলিয়া বস্ত্র অর্চ্চনা করত অধিপতি বৃহস্পতি ও সম্প্রদান ব্রাহ্মণের পূজা করিয়া নিম্নলিখিত বাক্যে উৎসর্গ করিবে। যথা,—

"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ স্বর্গকাম ইদং সাচ্ছাদনবস্ত্রং বৃহস্পতিদৈবতং" ইত্যাদি।

দক্ষিণা,—"অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎসাচ্ছাদানবস্ত্রদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং" ইত্যাদি॥ ৪॥

দীপ।—'এতে গন্ধপুষ্পে সাচ্ছাদনতৈজসাধারদীপায় নমঃ' বলিয়া দীপের অর্চ্চনা করত অধিপতি বিষ্ণু ও সম্প্রদানব্রাহ্মণের পূজা করিয়া নিম্নলিখিত বাক্যে উৎসর্গ করিবে। যথা,—

"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ স্বর্গকাম ইদং সাচ্ছাদনতৈজসাধারদীপং বিষ্ণুদৈবতং' ইত্যাদি।

দক্ষিণা,—"অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎসাচ্ছাদনতৈজসাধারদীপদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং" ইত্যাদি ॥ ৫ ॥

অন্ন।—"এতে গন্ধপুষ্পে সাচ্ছাদনতৈজসাধারঅন্নায় নমঃ" বলিয়া অন্নের অর্চ্চনা করত অধিপতি প্রজাপতি ও সম্প্রদানব্রাহ্মণের পূজা করিয়া নিম্নলিখিত রূপ বাক্য করিয়া উৎসর্গ করিবে। যথা,—

"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ স্বর্গকাম ইদং সাচ্ছাদনতৈজসাধারান্নং প্রজাপতিদৈবতং" ইত্যাদি।

দক্ষিণা,—"অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎ সাচ্ছাদনতৈজসাধারান্নদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং" ইত্যাদি।

এইরূপ তাম্বূল (অধিপতি বৃহস্পতি) ছত্র (অধিপতি উত্তানাঙ্গিরস দেবতা) গন্ধ (অধিপতি গন্ধর্ব্বদেবতা), মাল্য (অধিপতি বনস্পতি দেবতা), ফল (অধিপতি প্রজাপতি দেবতা), শয্যা ও পাদুকা (অধিপতি উত্তানাঙ্গিরস দেবতা) পূর্ব্বোল্লিখিতরূপ বাক্য করিয়া উৎসর্গ করত দক্ষিণা করিবে ॥৭—১৩॥

গো।—ধেনু আত্মসম্মুখে আনয়ন করিয়া, "ওঁ যা লক্ষ্মীঃ সর্ব্বভূতানাং যা চ দেবেষ্ববস্থিতা। ধেনুরূপেণ সা দেবী মম শান্তিং প্রযচ্ছতু ॥ ওঁ দেবস্থা যা চ রুদ্রাণী শঙ্করস্য চ যা প্রিয়া। ধেনুরূপেণ সা দেবী মম শান্তিং প্রযচ্ছতু ॥ ওঁ বিষ্ণোর্ব্বক্ষসি যা লক্ষ্মী র্যা লক্ষ্মীর্ধনদস্য চ। যা লক্ষ্মীঃ সর্ব্বভূতানাং সা ধেনুর্ব্বরদাস্তু মে ॥ ওঁ চতুর্ম্মুখস্য যা লক্ষ্মীঃ স্বাহা যা চ বিভাবসোঃ। চন্দ্রার্কশক্রলক্ষ্মী র্যা ধেনুরূপাস্তু সা শ্রিয়ে ॥ ওঁ স্বধা ত্বং পিতৃসঙ্ঘানাং স্বাহা হব্যভুজাং যতঃ। সর্ব্বপাপহরা ধেনুস্তস্মাচ্ছান্তিং প্রযচ্ছ মে ॥ ওঁ সর্ব্বদেবময়ীং দেবীং সর্ব্বদেবময়ীস্তথা। সর্ব্বলোকনিমিত্তায় সর্ব্বলোকমপি স্থিরং। প্রযচ্ছামি মহাভাগামক্ষয়ায় শুভায় তাং ॥" ইহা পাঠ করিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সাচ্ছাদনধেনবে নমঃ" বলিয়া তিনবার ধেনু অর্চ্চনা করিয়া গোমূল্য হইলে "এতে গন্ধপুষ্পে সাচ্ছাদন গোমূল্যায় নমঃ" বলিয়া অর্চ্চনা করত পূর্ব্ববৎ অধিপতি রুদ্র (গোমূল্যের বিষ্ণু) ও সম্প্রদান ব্রাহ্মণের পূজা করিয়া নিম্নলিখিত রূপ বাক্য করিয়া উৎসর্গ করিবে। যথা,—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ স্বর্গকাম ইমাং সাচ্ছাদনধেনুং রুদ্রদেবতাকাং (গোমূল্য হইলে— ইদং সাচ্ছাদনগোমূল্যং বিষ্ণুদৈবতং)" ইত্যাদি।

দক্ষিণা।—"অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎ সাচ্ছাদন ধেনুদানকর্ম্মণঃ (গোমূল্য দান কর্ম্মণঃ) সাঙ্গতার্থং" ইত্যাদি ॥ ১৪ ॥

অতঃপর পূর্ব্ববৎ বাক্য করিয়া কাঞ্চন (অধিপতি অগ্নি) ও রজত (অধিপতি চন্দ্র) (১) দান করত দক্ষিণা করিবে ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥

অতঃপর অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্য শান্তি করিবে।

ষোড়শ-পিণ্ডদান প্রয়োগ। *

ঊনবিংশতি পিণ্ডকে ষোড়শ পিণ্ড কহে। পিণ্ডদান স্থানে একটী চতুরস্র অঙ্কিত করিয়া তন্মধ্যে "নিহন্মি" মন্ত্রে রেখাপাত করিয়া কুড়িটী কোষ্ঠ অঙ্কিত করিয়া তদুপরি কুশ আস্তৃত করিয়া দিবে। পরে "ওঁ অস্মৎকুলে মৃতা যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে। আবাহয়িষ্যে তান্ সর্ব্বান্ দর্ভপৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ॥ ওঁ মাতামহকুলে যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে। আবাহয়িষ্যে তান্ সর্ব্বান্ দর্ভপৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ॥ ওঁ বন্ধুবর্গকুলে যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে। আবাহয়িষ্যে তান্ সর্ব্বান্ দর্ভপৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ॥" বলিয়া আবাহন করিবে।

তৎপরে—সতিল জলাঞ্জলি লইয়া "ওঁ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ। তৃপ্যন্ত পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ॥ অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাম্। আব্রহ্মভুবনাল্লোকাদিদমস্তু তিলোদকম্"॥ ইহা বলিয়া আস্তৃত কুশের উপর জলাঞ্জলি দিবে। পরে কুশের মূলস্থান হইতে ক্রমশঃ একটি একটি মন্ত্র পড়িয়া পিতৃতীর্থক্রমে দক্ষিণমুখ হইয়া পাঁচটী করিয়া পনরটি ঘরে পনরটি এবং নৈর্ঋতকোণস্থিত ঘরটি বাদ দিয়া শেষপংক্তির চারি ঘরে চারিটি এই ঊনবিংশতিটি পিণ্ড প্রদান করিবে।

ক্রম যথা।—"ওঁ অস্মৎকুলে মৃতা যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে। তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ১ ॥ ওঁ মাতামহকুলে যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে। তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ২ ॥ ওঁ বন্ধুবর্গকুলে যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে। তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ৩ ॥ ওঁ অজাতদন্তা যে কেচিৎ যে চ গর্ভপ্রপীড়িতাঃ। তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং

(১) বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে কথিত হইয়াছে যে, সর্ব্বত্রই "বিষ্ণুদৈবতং" বলা যাইতে পারে। যম ও দেবল বচনে ও ইহাই উক্ত হইয়াছে। সুতরাং প্রত্যেক দ্রব্যের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অধিপতি না বলিয়া কেবলমাত্র অধিপতি বিষ্ণু বলিলেও কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

* অমাবাস্যান্তু কন্যার্কে তীর্থপ্রাপ্তৌ তথা নৃপ।
শ্রাদ্ধং কৃত্বা বিধানেন দদ্যাৎ ষোড়শ পিণ্ডকং॥ স্মৃতিসারপ্রদীপে।

দদাম্যহম্ ॥ ৪ ॥ ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেঽপ্যদগ্ধাস্তথাপরে। বিদ্যুচ্চৌরহতা যে চ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ৫ ॥ ওঁ দাবদাহে মৃতা যে চ সিংহব্যাঘ্রহতাশ্চ যে। দংষ্ট্রিভিঃ শৃঙ্গিভির্ব্বাপি তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ৬ ॥ ওঁ উদ্বন্ধনমৃতা যে চ বিষ-শস্ত্র-হতাশ্চ যে। আত্মোপঘাতিনো যে চ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ৭ ॥ ওঁ অরণ্যে বর্ত্মনি বনে ক্ষুধয়া তৃষ্ণয়া হতাঃ। ভূতপ্রেতপিশাচাশ্চ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ৮ ॥ ওঁ রৌরবে চান্ধতামিস্রে কালসূত্রে চ যে মৃতাঃ। তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ৯ ॥ ওঁ অনেকযাতনাসংস্থাঃ প্রেতলোকে চ যে গতাঃ। তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ১০ ॥ ওঁ অনেকযাতনাসংস্থা যে নীতা যমকিঙ্করৈঃ। তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ১১ ॥ ওঁ নরকেষু সমস্তেষু যাতনাসু চ যে স্থিতাঃ। তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ১২ ॥ ওঁ পশুযোনিগতা যে চ পক্ষিকীটসরীসৃপাঃ। অথবা বৃক্ষযোনিস্থাস্তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ১৩ ॥ ওঁ জাত্যন্তর সহস্রেষু ভ্রমন্তঃ স্বেন কর্ম্মণা। মানুষ্যং দুর্লভং যেষাং তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ১৪ ॥ ওঁ দিব্যন্তরীক্ষভূমিষ্ঠাঃ পিতরো বান্ধবাদয়ঃ। মৃতা অসংস্কৃতা যে চ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ১৫ ॥ ওঁ যে কেচিৎ প্রেতরূপেণ বর্ত্তন্তে পিতরো মম। তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তু পিণ্ডদানেন সর্ব্বদা ॥ ১৬ ॥ ওঁ যেঽবান্ধবা বান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ। তেষাং পিণ্ডো ময়া দত্তোঽক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাম্ ॥ ১৭ ॥ ওঁ পিতৃবংশে মৃতা যে চ মাতৃবংশে চ যে মৃতাঃ। গুরুশ্বশুরবন্ধূনাং যে চান্যে বান্ধবা মৃতাঃ ॥ যে মে কুলে লুপ্তপিণ্ডাঃ পুত্রদারবিবর্জ্জিতাঃ। ক্রিয়ালোপগতা যে চ জাত্যন্ধাঃ পঙ্গবস্তথা ॥ বিরূপা আমগর্ভাশ্চ জ্ঞাতাজ্ঞাতাঃ কুলে মম। তেষাং পিণ্ডো ময়া দত্তোঽপ্যক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাম্ ॥ ১৮ ॥ ওঁ আব্রহ্মণো যে পিতৃবংশজাতা মাতুস্তথা বংশভবা মদীয়াঃ। কুলদ্বয়ে যে মম দাসভূতা ভৃত্যাস্তথৈবাশ্রিতসেবকাশ্চ ॥ মিত্রাণি সখ্যঃ পশবশ্চ কীটা দৃষ্টা হ্যদৃষ্টাশ্চ কৃতোপকারাঃ। জন্মান্তরে যে মম দাসভূতাস্তেভ্যঃ স্বধা পিণ্ডমহং দদামি ॥ ১৯ ॥

আদ্যৈকোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ বিধি।

পূর্ব্বদিনে ক্ষৌর কার্য্যাদি সমাপন করিয়া পরদিন সূর্য্যোদয়ের পর অবগাহনস্নান করিয়া আচমন পূর্ব্বক হরিস্মরণ করিবে। পরে সন্ধ্যাদি দেব

পূজা সমাপন করিয়া দক্ষিণাভিমুখী হইয়া দর্ভাসনে উপবেশন করত প্রদীপ প্রজ্বালিত করিয়া বাস্তপুরুষ ও যজ্ঞেশ্বরের পূজা করত ভূস্বামীর পূজা বা তন্মূল্য প্রদান (সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ দেখ) করিবে।

অনন্তর দক্ষিণাভিমুখ প্রাচীনাবীতী ও পাতিত বামজানু হইয়া তিল-প্রোক্ষিত দক্ষিণাগ্রৈকদর্ভযুক্তাসনে কুশময় ব্রাহ্মণ স্থাপন করিয়া "ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তে আসনং স্বধা।" বলিয়া আসন উৎসর্গ করত নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে।

"ওঁ অত্রাসনে দেবরাজাভ্যনুজ্ঞাতো বিশ্রাম্যতাং দ্বিজবর্য্যানুগ্রহায় চ প্রসাদয়ে স্বাসনং গৃহ্ণ পূতং জ্ঞানাগ্নিশুদ্ধেন করেণ বিপ্র।"

পরে ছত্র গ্রহণ করিয়া,—"ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তে ছত্রং স্বধা" পরে পাদুকা (চর্ম্ম-নির্ম্মিত অভাবে কাষ্ঠনির্ম্মিত) লইয়া,—"ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তে পাদুকাযুগলং স্বধা" বলিয়া উৎসর্গ করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিবে।

"ওঁ সন্তপ্তবালুকাং ভূমিমসিকণ্টকিতাং তথা। সন্তারয়তি দুর্গাণি প্রেতং দদদুপানহৌ॥"

পরে "ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণোঽশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণ আদ্যৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণেঽহং করিষ্যে।" বলিয়া অনুজ্ঞা করিলে পুরোহিত "ওঁ কুরুষ" বলিবেন।

তৎপরে, গায়ত্রী পাঠ করিয়া "ওঁ দেবতাভ্যঃ" ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার পড়িয়া মূলজল দ্বারা শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য সকল প্রোক্ষণ করিয়া অর্ঘার্থ জলপূর্ণ পাত্র একদেশে স্থাপন করিবে। পরে "ও অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তে দর্ভাসনং স্বধা।" বলিয়া ব্রাহ্মণ বামপার্শ্বে মোটক প্রদান করিবে। তৎপর "ওঁ অপহতা" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া তিল বিকীর্ণ করত জলস্পর্শপূর্ব্বক ব্রাহ্মণাগ্র ভূমিতে একগাছি কুশপত্র পাতিত করিয়া তদুপরি পাত্র স্থাপন করত "ওঁ পবিত্রাসি বৈষ্ণবী" বলিয়া নখ ব্যতীত প্রাদেশপ্রমাণ একদল পবিত্র ছেদন করিয়া "ওঁ বিষ্ণুর্মনসা পূতাসি" মন্ত্রে তাহা প্রোক্ষণ করত সেই পাত্রে স্থাপন করিয়া "ওঁ শন্নোদেবী" ইত্যাদি মন্ত্রে জল দান করাইবে।

তৎপরে "ওঁ তিলোসি সোমদেবত্যো" ইত্যাদি মন্ত্রে তিলদান করিয়া ব্রাহ্মণহস্তে পবিত্র প্রদান করত পুষ্প ও জল দান করিয়া পুষ্পান্তর দ্বারা "ওঁ শিবঃ-

প্রভৃতি সর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ" বলিয়া পূজা করত অর্ঘ্যপাত্র বামহস্তে গ্রহণ করিয়া দক্ষিণহস্ত দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক "ওঁ যা দিব্যা" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত "ওঁ অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তেঽর্ঘ্যং স্বধা।" বলিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে আবাহন করিবে,—"ওঁ ইহলোকং পরিত্যজ্য গতোঽসি পরমাং গতিম্॥"

অনন্তর সচন্দন তুলসীপত্রযুক্ত বস্ত্র লইয়া,—"ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্নেতানি তে গন্ধপুষ্পধূপতৈজসাধারদীপাচ্ছাদনানি স্বধা" বলিয়া উৎসর্গ করত নিম্নলিখিত বিশেষ বিশেষ মন্ত্রে প্রত্যেক দ্রব্য ব্রাহ্মণকে নিবেদন করিয়া দিবে। মন্ত্র যথা,—

"ওঁ সর্ব্বঃ সুগন্ধ এবায়ং শীতলঃ সুমনোহরঃ। ময়া নিবেদিতো ভক্ত্যা গন্ধোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥" এই মন্ত্র পাঠ করত "এষ তে গন্ধঃ",—বলিয়া গন্ধ দিবে। পরে "ওঁ শ্রিয়া দেব্যা সমাযুক্তং দেবৈশ্চ শিরসা ধৃতং। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পুষ্পমেতৎ প্রগৃহ্যতাম্॥" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া "এতত্তে পুষ্পম্।" বলিয়া পুষ্প দিয়া "ওঁ বনস্পতিরসো দিব্যঃ শীতলঃ সুমনোহরঃ। ময়া নিবেদিতো ভক্ত্যা ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥" ইহা পাঠ করিয়া "এষ তে ধূপঃ।" বলিয়া ধূপ প্রদান করত "ওঁ সুপ্রকাশো মহাদীপঃ সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ। সবাহ্যাভ্যন্তরজ্যোতির্দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥" এই মন্ত্র পড়িয়া "এষ তে তৈজসাধার দীপঃ" বলিয়া দীপ নিবেদন করিয়া দিবে, পরে বস্ত্র লইয়া—"এতত্তে আচ্ছাদনং," বলিয়া নিবেদন করিয়া দিবে।

পরে ব্রাহ্মণাগ্র ভূমিস্থ কুশাদি দূরীকৃত করিয়া নৈর্ঋত কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া বামাবর্ত্তক্রমে দক্ষিণাগ্র করিয়া চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তদুপরি ভোজন পাত্র পাতিত করিয়া তাহাতে সামিষান্নাদি পরিবেশন করত "ওঁ ইদং বিষ্ণুঃ" ইত্যাদি এবং "ওঁ ইদমন্নং" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া অনখ অঙ্গুষ্ঠ অন্নোপরি স্পর্শ করাইয়া "ওঁ অপহতা" ইত্যাদি মন্ত্রে তিনবার তিল বিকীর্ণ করিয়া ব্রাহ্মণে একগণ্ডূষ জল প্রদান করিয়া গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক অন্নে মধু বা গুড় প্রদান করিয়া সপ্রণবব্যাহৃতি গায়ত্রী ও "ওঁ মধুবাতা" ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া ব্রাহ্মণে জল গণ্ডূষ দিয়া বামহস্তে অন্নপাত্র ধারণ করত "ওঁ অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তেঽন্নং সোপকরণং স্বধা।" বলিয়া উৎসর্গ করিবে।

পরে "ওঁ যথা সুখং বাগ্‌যতঃ স্বদ" বলিয়া ব্রাহ্মণে এক গণ্ডূষ জল দিয়া

গায়ত্রী, মধুবাতা ও অন্নহীনং ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত শ্রাব্য মন্ত্র পাঠ (৪২৭ পৃ ১৬প্লং দেখ) করিবে।

তৎপর মৃত্তিকাতে দক্ষিণাগ্র কুশ পাতিত করিয়া "ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ" ইত্যাদি মন্ত্রে একটী পিণ্ড দান করিবে। পরে হস্ত ধৌত করিয়া দক্ষিণকর্ণ স্পর্শ করত হরিস্মরণ করিয়া ব্রাহ্মণে জলগণ্ডূষ দিয়া পূর্ব্ববৎ গায়ত্রী ও মধুবাতা মন্ত্র পাঠ করিয়া, "ওঁ শেষমন্নং ক দেয়ং" প্রশ্ন করিবে, পুরোহিত "ওঁ ইষ্টায় দীয়তাং" বলিবেন "ওঁ পিণ্ডদানমহং করিষ্যে" বলিবে, পুরোহিত "ওঁ কুরুষ" বলিবেন। তৎপর ব্রাহ্মণাগ্রে "ওঁ নিহন্মি" ইত্যাদি মন্ত্রে চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া কুশদ্বারা "ওঁ অপহতা" ইত্যাদি এবং "ওঁ নিহন্মি" ইত্যাদি মন্ত্রে রেখা পাত করিয়া কুশপত্রদ্বয় উত্তরদিকে নিক্ষেপ করিবে। পরে রেখোপরি সাগ্রকুশ আস্তৃত করিয়া "ওঁ দেবতাভ্যঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত "ওঁ এহি প্রেত সৌম্য গম্ভীরেভিঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া আস্তীর্ণ কুশে তিল বিকীর্ণ করিবেন। পরে দক্ষিণহস্তে সতিল জল গ্রহণ করিয়া "ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্নবনেনিক্ষ্ব স্বধা" বলিয়া আস্তীর্ণ কুশের উপর ছিটা দিবে। পরে পিণ্ড গ্রহণ করিয়া "ওঁ মধুবাতা" ইত্যাদি ও "ওঁ অক্ষন্নমী" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত "ওঁ অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্মন্নেব তে পিণ্ডঃ স্বধা" বলিয়া অবনেজন স্থানে পিণ্ড প্রদান করিবে। পরে পিণ্ড পাত্রে হস্ত ধৌত করিয়া "ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্নবনেনিক্ষ্ব স্বধা" বলিয়া পিণ্ডের উপর দিবে।

অনন্তর "ওঁ অত্র প্রেত মাদয়স্ব যথা ভাগমাবৃষায়স্ব" ইহা জপ করিয়া শ্বাসবন্ধ পূর্ব্বক প্রেতকে ভাস্বরাকারে ধ্যান করত "ওঁ অমীমদৎ" ইত্যাদি মন্ত্র দক্ষিণাভিমুখী হইয়া জপ করিয়া শ্বাস ত্যাগ করিবে। পরে কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক "ওঁ নমস্তে প্রেত প্রেত নমস্তে" ইহা পাঠ করিয়া "ওঁ গৃহান্নঃ প্রেত দেহি" বলিয়া গৃহিণী দর্শন করত "ওঁ সদস্তে প্রেত দেষ্মঃ" বলিয়া পিণ্ড দর্শন করিবে।

পরে নূতন বা পুরাতন শুক্লবস্ত্রের দশাভব সূত্র গ্রহণ করিয়া "এতদ্বঃ প্রেতাবাসঃ" ইহা পাঠ করিয়া পিণ্ডোপরি প্রদান করত "ওঁ অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তে বাসঃ স্বধা" বলিয়া উৎসর্গ করিবে। পরে অমন্ত্রক পিণ্ডের পূজা করিয়া "ওঁ বসন্তায়" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে।

তৎপর "ওঁ শুন্ধপ্রোক্ষিতমস্ত" বলিয়া ব্রাহ্মণাগ্র ভূমি সেচন করিবে, পুরো-

হিত "ওঁ অস্তু" বলিবেন। পরে "ওঁ শিবা আপঃ সন্তু" বলিয়া ব্রাহ্মণে জল দিবে, পুরোহিত "ওঁ সন্তু" বলিয়া প্রতিবচন বলিলে "ওঁ সৌমনস্যমস্তু" বলিয়া পুষ্প এবং "ওঁ অক্ষতঞ্চারিষ্টঞ্চাস্তু" বলিয়া যব দিবে, পুরোহিত উভয়ত্র "ওঁ অস্তু" বলিয়া প্রতিবচন বলিবেন।

পরে তিলাজ্য মধুযুক্ত জল গ্রহণ করিয়া "ওঁ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণো দত্তমিদমন্নপানাদিকমুপতিষ্ঠতাং" বলিবে। পুরোহিত "ওঁ উপতিষ্ঠতাং" বলিয়া প্রতিবচন বলিবেন। অনন্তর "ওঁ অঘোরঃ প্রেতোঽস্তু" বলিবে, পুরোহিত "ওঁ অস্তু" বলিলে "ওঁ গোত্রং নো বর্দ্ধতাং" বলিবে, পুরোহিত "ওঁ বর্দ্ধতাং" এই উত্তর করিবেন।

পরে পিণ্ডোপরি সপবিত্রকুশ আস্তৃত করিয়া "ওঁ উর্জ্জং বহন্তী" ইত্যাদি মন্ত্রে উর্জ্জধারা দিয়া দক্ষিণা করিবে। যথা,—

"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ কৃতৈতদাদ্যৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং রজতং তন্মূল্যং বা বিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।"

পরে বস্ত্র-যাচ্ঞা করিয়া "ওঁ দেবতাভ্যঃ" ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া "ওঁ অভিরম্যতাং" বলিয়া ব্রাহ্মণ বিসর্জ্জন করিবে, পুরোহিত "ওঁ অভিরতোঽস্মি" বলিবেন। পরে "ওঁ আ মা বা" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রদক্ষিণক্রমে বারিধারা দ্বারা বেষ্টন করিয়া পিণ্ড জলে বা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে।

পরে বামদেব্য গান করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করত দীপাচ্ছাদন ও বিষ্ণুস্মরণ করিবে।

বৃষোৎসর্গ প্রয়োগ।

শ্রাদ্ধকর্ত্তা নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে পূর্ব্বাভিমুখে কুশাসনে উপবিষ্ট হইয়া উত্তরমুখী ব্রাহ্মণত্রয়কে গন্ধাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া পুণ্যাহ বাচনাদি করাইবে। যথা,—

"অদ্যেত্যাদি অস্মিন্ বৃষোৎসর্গ কর্ম্মণি পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু" এইরূপ তিনবার বলিবে, ব্রাহ্মণগণ "ওঁ পুণ্যাহং" এইরূপ তিনবার বলিবেন। এই প্রকার স্বস্তি ও ঋদ্ধি বাচন করাইয়া "ওঁ সোমং রাজানং" ইত্যাদি স্বস্তিবাচন করিবে। পরে "ওঁ সূর্য্যঃ সোমঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং

পঙ্কং" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া বিষ্ণুস্মরণ করত উত্তরমুখ হইয়া কুশ তিল জলাদি গ্রহণ করিয়া সঙ্কল্প করিবে।

সঙ্কল্প যথা।—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদোমদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণোঽশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি অমুক-গোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রেতলোকবিমুক্তস্বর্গলোকগমনকামঃ সোপ-করণ-বৎসতরী-চতুষ্টয়সহিতবৃষোৎসর্গমহং করিষ্যামি॥" এইরূপ সংকল্প করিয়া "ওঁ দেবো বো দ্রবিণোদা পূর্ণাম্ বিবষ্টাসিচম্ উত বা সিঞ্চধ্বমুপ বা প্রণধ্বমাদিদ্বো দেব ওহতে॥" এই সূক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে।

পরে শ্রাদ্ধকর্ত্তা কুশতিলজল লইয়া "অদ্যেত্যাদি মৎসঙ্কল্পিত সোপকরণ-বৎ-সতরীচতুষ্টয় সহিত বৃষোৎসর্গাঙ্গ-হোমীয়হবিরক্ষয়ত্বকামো দশধা "মহাভারত" নামোচ্চারণমহং করিষ্যে।" সঙ্কল্পান্তে দশবার "মহাভারত" এই নাম উচ্চারণ করিবে।

পরে শ্রাদ্ধকর্ত্তা কুশ-তিল-জলাদি লইয়া, "অদ্যেত্যাদি মৎসঙ্কল্পিত সোপকরণ-বৎসতরীচতুষ্টয়সহিত বৃষোৎসর্গাঙ্গ-হোমীয় হবিরক্ষয়ত্বকামঃ [illegible]বৈপায়নাভি-ধান মহর্ষিবেদব্যাসপ্রোক্ত জয়াখ্য মহাভারতান্তর্গত "জনমেজয় উবাচ ওঁ কথং বিরাট নগরে মম পূর্ব্বপিতামহাঃ।" ইত্যাদি "নগরং মৎস্যরাজস্য শুশুভে ভরতর্ষভ ইত্যন্তং" বিরাটপর্ব্ব-পাঠকর্ম্মাহং করিষ্যে।" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে বরণ করিবে।

বরণ।—উত্তরমুখোপবিষ্টব্রাহ্মণ-সমীপে কর্ত্তা পূর্ব্বাস্য হইয়া উপবেশন করত কৃতাঞ্জলি হইয়া ব্রহ্মকর্ম্মকরণার্থ ব্রাহ্মণকে বলিবে,—"ওঁ সাধু ভবানাস্তাং" ব্রাহ্মণ বলিবেন, "ওঁ সাধ্বহমাসে"। যজমান "ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তং" বলিবে, ব্রাহ্মণ "ওঁ অর্চ্চয়" বলিবেন। যজমান ব্রাহ্মণহস্তে গন্ধপুষ্পবস্ত্র দিয়া, দূর্ব্বা-তণ্ডুলবারা ব্রাহ্মণের দক্ষিণ জানু ধরিয়া বলিবে, "ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণোঽশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি মৎসঙ্কল্পিত সোপকরণ-বৎসত-রীচতুষ্টয়সহিত সোপকরণবৃষোৎসর্গাঙ্গহোমকর্ম্মণি ব্রহ্মকর্ম্মকরণায় অমুকগোত্রং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণমেভির্গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্চ্য ভবন্তমহং বৃণে।" বলিবে, ব্রাহ্মণ "ওঁ বৃতোঽস্মি" বলিলে, কর্ত্তা "ওঁ যথাবিহিতং ব্রহ্ম কর্ম্ম কুরু" বলিবে, ব্রাহ্মণ— "ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি॥" এই [illegible] বচন বলিবেন। এই ক্রমে হোতৃকর্ম্ম-করণায়, তন্ত্রধারক কর্ম্মকরণায়, সদস্য কর্ম্মকরণায়, বলিয়া বরণক্রম করিবে।

পরে পূর্ব্ববৎ ব্রাহ্মণকে অর্চ্চনাদি করিয়া দক্ষিণ জানু ধারণপূর্ব্বক

"অদ্যেত্যাদি মৎসঙ্কল্পিত গোপকর্ণ বৎসতরীচতুষ্টয়সহিত গোপকর্ণবৃষোৎসর্গা-
ঙ্গহোমীয় হবির্দ্দিকযত্নকামঃ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নাভিধান মহর্ষিবেদব্যাস প্রোক্ত মহাভা-
রতান্তর্গত জনমেজয় উবাচ কথং বিরাটনগরে মম পূর্ব্বপিতামহা ইত্যাদি
নগরং মৎস্যরাজস্য তত্রতে অব্রবীৎ ইত্যন্তং বিরাটপর্ব্বপাঠনাকর্ম্মণি পাঠ-
কর্ম্মকরণায় অমুকগোত্রং ইত্যাদি।" এইরূপে বরণ করিয়া প্রতিবচনাদি
বলিবে (৪৪ । ৪৫ পৃ দেখ)।

পরে, হোতা আপন আসনে বসিয়া পঞ্চগব্য শোধন করিয়া (৫১ পৃ দেখ)
তাহা ত্রিপত্রাগ্র দ্বারা লইয়া "ওঁ বেদ্যা বেদিঃ সমাপ্যতে বর্হিষা বর্হিরিন্দ্রিয়ং
যূপেন যূপ আপ্যায়তাং প্রণীতোঽগ্নিরগ্নিনা।" এই মন্ত্রে বেদী অভ্যুক্ষণ করিবেন।

তৎপরে, ঘটস্থাপন করিয়া (৫ । ৬ পৃ দেখ) সামান্যার্ঘ্য ও আসনশুদ্ধ্যাদি
করিয়া, ঘটে আবাহনপূর্ব্বক গণেশাদির পূজা করিবে। যথা,—

"ওঁ আতুন ইন্দ্রক্ষুমন্তং চিত্রং গ্রাভং সংগৃভায় মহাহস্তী দক্ষিণেন।"
বলিয়া গণেশের আবাহন করত পূজা করিবে। পরে "ওঁ ব্রহ্মহাং অসি
সূর্য্যবৃড়াদিত্যমহাং অসি মহস্তেসতো মহিমাপনিষ্ট মহাদেবমহাং অসি।"
বলিয়া সূর্য্যের "ওঁ সোমং রাজানং" ইত্যাদি মন্ত্রে চন্দ্রের "ওঁ অগ্নির্মূর্দ্ধা
দিবঃ ককুৎ পতিঃ পৃথিব্যা অয়মপাং রেতাংসি জিন্বতি" এই মন্ত্রে মঙ্গলের
"ওঁ অগ্নেবিবস্বদুষসশ্চিত্রং রাধোঅমর্ত্ত্য আদাশুষে জাতবেদো বহাত্বমদ্যা
দেবাং উষর্বুধঃ" এই মন্ত্রে বুধের, "ওঁ বৃহস্পতেহতিযদর্য্যো অর্হাদ্দ্যুমদ্বিভাতি ক্রতুমজ্জনেষু।
যদ্দীদয়চ্ছবস ঋতপ্রজাত তদস্মাসু দ্রবিণং ধেহি চিত্রম্।" এই মন্ত্রে বৃহস্পতির "ওঁ শুক্রন্তে-
অন্যদ্যজতন্তেঽন্যদ্বিষুরূপে অহনী দ্যৌরিবাসি। বিশ্বাহিমায়া অবসি স্বধাবন্
ভদ্রাতে পূষন্নিহরাতিরস্তু" এই মন্ত্রে শুক্রের, "ওঁ শন্নোদেবী" ইত্যাদি মন্ত্রে
শনির, "ওঁ কয়ানশ্চিত্রা" ইত্যাদি মন্ত্রে রাহুর, "ওঁ প্রকেতুনা বৃহতা যাত্যগ্নিরা
রোদসী বৃষভো রোরবীতি দিবশ্চিদন্তাদুপমামুদান উপামুপস্থে মহিষো
ববর্দ্ধ।" বলিয়া কেতুর, "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণুর, "ওঁ ত্রাতার-
মিন্দ্রমবিতারমিন্দ্রং হবে হবে সুহবং শূরমিন্দ্রং হ্বয়েনু শক্রং পুরুহূত মিন্দ্রগ্নিদং
হবির্ম্মঘবা ধাত্বিন্দ্রঃ।" এই মন্ত্রে ইন্দ্রের, "ওঁ অগ্নিদূতং বৃণীমহে হোতারং
বিশ্ববেদসং অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুং" বলিয়া অগ্নির, "ওঁ নাকে সুবর্ণ মুপযৎ
পতন্তং হৃদাবেনন্তো অভ্যচক্ষতত্বাহিরণ্য পক্ষং বরুণস্য দূতং যমস্য যোনৌ
শকুনং ভুরণ্যং" এই মন্ত্রে যমের, "ওঁ বেথাহি নির্ঋতীনাং বজ্রহস্ত পরিব্রজং
অহরহঃ শুন্ধ্যুঃ পরিপদামিব।" এই মন্ত্রে নৈঋতের, "ওঁ আনোমিত্রা বরুণা

মৃতৈর্ব্বৃতিমুক্ষতং যথা যজাংসি মুক্ষতুম্‌” এই বলিয়া বরুণের, “ওঁ বাত আবাতু ভেষজং শম্ভূর্ময়োভূর্নোহৃদে প্রণতায়ূংসি তারিষৎ।” বলিয়া বায়ুর, “ওঁ কেয়থ কেদসি পুরুত্রাচিন্তিভেমনঃ অলর্ষিযুদ্ধং থজকৃৎ পুরন্দর প্রগায়ত্রা অগাসিষু” বলিয়া কুবেরের “ওঁ অভিত্বা শূরোনোমুমোং দুগ্ধা ইব ধেনব ঈশানমস্য জগতঃ স্বর্দৃশমীশানমিন্দ্রতস্থুষঃ।” এই মন্ত্রে ঈশানের, “ওঁ ব্রহ্মজজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ্বিসীমতঃ সুরুচোবেনআবঃ সবুধ্না উপমা অস্য বিষ্ঠাশ্চভ্ত যোনিমসতশ্চবিব।” এই মন্ত্রে ব্রহ্মার, “[illegible]তং মঘবানমুক্‌থমিন্দ্রং গিরোবৃহতীরভ্যনুষত। বাবৃধানং পুরুহূতং সুবৃক্তিভির্মৃতং জরমানন্দিবে দিবে।” বলিয়া অনন্তের, “ওঁ উভে যদিন্দ্ররোদসী আপপ্রাথ উষা ইব। মহান্তন্ত্বামহীনাং সম্রাজং চর্ষণীনাং দেবীজনী ত্র্যজীজনৎ ভদ্রাজনিত্র্যা জীজনৎ।” বলিয়া দুর্গার “ওঁ গীর্ব্বাণঃ পাহি নঃ সুতং মধোর্ধারাভিরজ্যসে ইন্দ্রত্বা দাতু মিত্যশঃ।” এই মন্ত্রে লক্ষ্মীর, “ওঁ পাবকানঃ সরস্বতী বাজেভির্ব্বাজিনীবতী যজ্ঞং বষ্টু ধিয়া বসু” এই বলিয়া সরস্বতীর, “ওঁ বাস্তোষ্পতে ধ্রুবাস্থুণাং [illegible] সৌম্যানাং দ্রাপ্‌সোভেত্তাপুরাং শশ্বতীনামিন্দ্রমুনীনাং সখা।” এই মন্ত্রে বাস্তুপুরুষের আবাহন করিয়া যথাসম্ভব উপচারে ইঁহাদিগের পূজা করিবেন।

অতঃপর সামান্যার্ঘ্য করত ভূতশুদ্ধি করিয়া শিববীজ দ্বারা প্রাণায়াম করত ঋষ্যাদিন্যাস করিবেন। যথা,—মস্তকে, বামদেবায়ঋষয়ে নমঃ”। মুখে,—“পংক্তিচ্ছন্দসে নমঃ”। হৃদয়ে,—“রুদ্রায় দেবতায়ৈ নমঃ।”

পরে “হাং হৃদয়ায় নমঃ” এইক্রমে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। যথা,—

“ওঁ মুক্তাপীতপয়োদমৌক্তিকজবাবর্ণৈর্মুখৈঃ পঞ্চভিস্ত্র্যক্ষৈ-রঞ্জিতমীশমিন্দুমুকুটং পূর্ণেন্দুকোটীপ্রভং। শূলং টঙ্ককৃপাণবজ্রদহনান্নাগেন্দ্রঘণ্টাঙ্কুশান্ পাশং ভীতিহরং দধানমমিতাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং ভজে।”

এই ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা করত বিশেষার্ঘ্যস্থাপনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া আবাহন করত মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক “এতৎ পাদ্যং শ্রীরুদ্রায় নমঃ” বলিয়া যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন।

অতঃপর হস্তপ্রমাণ স্থণ্ডিল অঙ্কিত করিয়া স্ববেদোক্ত ক্রমে রেখাকরণ, উৎকর নিরসন, ক্রব্যাদাংশ ত্যাগ, অগ্নিস্থাপন, এবং “অগ্নে ত্বং সাহস নামাসি” বলিয়া অগ্নির নামকরণ ও আবাহনাদি করিয়া ব্রহ্মস্থাপন করিবেন। পরে এই সময়ে চরুপাক করিবেন। যথা,—

অগ্নির উত্তরে চরুস্থালী, আজ্যস্থালী, স্রুক্, স্রুব মেক্ষণ, সমিধ্ ও যুক্তপাত্র এবং পশ্চিম দক্ষিণ ভাগে পূর্ব্বাগ্র কুশ আস্তীর্ণ করিয়া তদুপরি উদূখল, মুসল, চমস ও শূর্পাদি সংগ্রহ করিয়া তণ্ডুল শূর্পে লইয়া "ওঁ অগ্নয়ে ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামি।" বলিয়া এক প্রসৃতি তণ্ডুল তাহা হইতে চরুস্থালীতে করিয়া উদূখলে স্থাপন করিবে। এবং "ওঁ পূষ্ণে ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামি। ওঁ ইন্দ্রায় ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামি।" "ওঁ ঈশ্বরায় ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামি" বলিয়া প্রসৃতিত্রয় ও অমন্ত্রক আর দুই প্রসৃতি তণ্ডুল উদূখলে স্থাপন করিয়া মুসল দ্বারা আঘাত করত শূর্পদ্বারা প্রস্ফোটন করিয়া তণ্ডুল তিনবার ধুইয়া উত্তরাগ্র পবিত্র সমন্বিত চরুস্থালীতে ঐ তণ্ডুল প্রদান করিয়া তাহাতে দুগ্ধ জল দিয়া পাক করিবে। দক্ষিণাবর্ত্তে অবঘট্টন করিয়া পাক হইলে জ্বলন্ত কাষ্ঠের আলোক দ্বারা স্থালীমধ্য দর্শন করিয়া তন্মধ্যে ঘৃতধারা দিয়া অগ্নির উত্তরে কুশের উপর রাখিয়া, পুনরায় প্রজ্বলিত কাষ্ঠালোকে স্থালীমধ্য দেখিয়া ঘৃতধারা দিবে। তৎপরে ভূমিজপাদি বিরূপাক্ষ জপান্ত কুশণ্ডিকা সম্পন্ন করিবেন (কুশণ্ডিকা দেখ)।

তৎপরে প্রকৃত কর্ম্মারম্ভে সাহস নামক অগ্নির স্থাপন করিয়া ধ্যান পূর্ব্বক তাহার পূজা করিয়া ঘৃতাক্তিত প্রাদেশ প্রমাণ সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে দিয়া "ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা" এই মন্ত্রে অগ্নির উত্তরভাগে পূর্ব্বাভিমুখী ঘৃতধারা দিবে। পুনরায় "ওঁ সোমায় স্বাহা" এই মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণভাগে পূর্ব্বাভিমুখী ঘৃতধারা দিবে। অতঃপর চরু হোম করিবে।

চরুহোম।—প্রথমে স্রুবমধ্যে ঘৃতবিন্দু পরে চরু মধ্যে ঘৃত দিয়া মেক্ষণ দ্বারা ঐ ঘৃতমিশ্রিত অন্ন লইয়া স্রুবমধ্যে রাখিবে। পরে স্থালীমধ্যে যে স্থান হইতে চরুগ্রহণ করা হইয়াছে, তথায় ঘৃতধারা দিয়া পূর্ব্বভাগে ঘৃত ধারা দিয়া মেক্ষণ দ্বারা চরুগ্রহণ করিয়া স্রুব মধ্যে স্থাপন করিবে। পুনরপি অবদান স্থানে এবং স্রুবে ঘৃতধারা দিয়া চরুগ্রহণ করিয়া "ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা। ওঁ পূষ্ণে স্বাহা। ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা। ওঁ ঈশ্বরায় স্বাহা।" এই চারিটী মন্ত্রে চারিবার চরুহোম করিয়া, স্রুবমধ্যে চারিবার ঘৃত ধারা দিয়া "ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমন্বারভামহে আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিং স্বাহা" বলিয়া আহুতি দিবে।

পুনরায় পূর্ব্বমত স্রুবে চারিবার ঘৃত ধারা দিয়া নিম্নলিখিত এক একটি মন্ত্রে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্রমে হোম করিবে। প্রতিবারেই স্রুবে ঐরূপ ঘৃতধারা দিতে হইবে। "ওঁ শুক্রং তেঽন্যৎ যজতেঽন্যৎ বিষুরূপেঽহনী

ভৌরিবাসি বিবা হি মায়া অথসি স্বধাবদ্‌ জন্ত্রা তে পূষন্নিহ স্তিরস্ত স্বাহা। ওঁ ইন্দ্রা পর্ণিতা বৃহতো বধেন বান্দ্রী বর্ধ আবহতং সুবীরাঃ। বীত হব্যান্‌-ধ্বরেষু দেবা বর্দ্ধেথাং গীর্ভিরিড়য়া মদন্তাং স্বাহা। ২। ওঁ আবো রাজান-মধ্বরস্য রুদ্রং হোতারং সত্যযজং রোদস্যোঃ। অগ্নিং পুরাতনয়িত্নোরচিত্তা-দ্ধিরণ্যরূপমবসে কৃণুধ্বং স্বাহা ॥ ৩ ॥

পরে, স্রুবমধ্যে একবার ঘৃতবিন্দু দিয়া চরুর ঈশান কোণ হইতে প্রচুর-তর চরু লইয়া উহার উপর ঘৃতধারাদ্বয় দিয়া,—"ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা" মন্ত্রে অগ্নির ঈশানকোণে আহুতি দিবে।

পরে, প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে আহুতি দিয়া, ঘৃতদ্বারা মহাব্যাহৃতি হোম করিবে। যথা,—"প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীছন্দোঽগ্নির্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা॥ প্রজাপতিঋষিরুষ্ণিক্‌-ছন্দো বায়ুর্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা॥ প্রজাপতিঋষিরনুষ্টু-প্‌ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা॥" পরে প্রকৃত কর্ম্মোক্ত হোম শেষ করিয়া অগ্নিতে মেক্ষণ নিক্ষেপ করিবে। ভবদেব-ভট্টবীরেশ্বর মতে মহাব্যাহৃতি হোমের পূর্ব্বেই মেক্ষণ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে।

অনন্তর বৎসতরীচতুষ্টয়সহিত বৃষকে পূর্ব্বাভিমুখে অগ্নির সম্মুখে আনিয়া, "ওঁ মানস্তোকে তনয়ে মান আয়ুষি মানো গোষু মানোঽশ্বেষু রীরিষঃ। বীরান্মানো রুদ্রভামিনো বধীর্হবিষ্মন্তঃ সদমি ত্বা হবামহে॥ এই মন্ত্রে বৃষের দক্ষিণপাদের মূলদেশে রক্তোৎপল দণ্ড, কুঙ্কুম অভাবে হরিদ্রা দ্বারা ত্রিশূল অঙ্কিত করিবে।

পরে বৃষের বামপাদমূলে হরিদ্রা দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে চক্র আঁকিবে। যথা—"ওঁ কৃষ্ণাঞ্জসি জাহুনা জ্যমন্তং ত্বা হবামহে পবমানঃ স্বর্দৃশম্‌॥"

পরে, গোপালক উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা পূর্ব্বাঙ্কিত ত্রিশূল ও চক্রচিহ্ন পরিষ্কার করিয়া অঙ্কিত করিবে। পরে বেদীর ঈশানকোণে হস্তপ্রমাণদূরে যূপ রোপণ করিবে এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বে চারি উপযূপকাষ্ঠিকা রোপণ করিবে। পরে কলসস্থ সর্ব্বৌষধি জলে বৃষকে স্নান করাইবে। মন্ত্র যথা;—

"ওঁ একো বৃষা বিরাজতি।" ইত্যাদিসামগান করিতে অশক্ত হইলে "ওঁ য এক ইদ্বিদয়তে বসু-মর্ত্তায় দাশুষে। ঈশানোঽপ্রতি-ষ্কুত ইন্দ্রোঽঙ্গঃ॥" বলিয়া স্নান করাইবে।

পরে, সর্ব্বৌষধি জল দ্বারা বৎসতরীচতুষ্টয়কে অমন্ত্রক স্নান করাইয়া, "ওঁ

বস্ত্রযুগ্মদ্বারা বৃষকে আবৃত করিয়া "ওঁ সত্য মিথ্যা বৃষোঽসি বৃষোজ্ঞিতির্দ্রোঽভিবৃত। বৃষাঽগ্রেঽগ্রন্থিবে পরাবতি বৃষোঽর্কাখতি ক্রতুঃ॥ ওঁ বৃষাসোম বৃষাঽসি বৃষদেবে বৃষাব্রতঃ বৃষা ধর্ম্মাণি দধ্রিষে॥ এই মন্ত্র পড়িয়া বীরপট্ট বৃষের ললাটে বন্ধন করিবে।

পরে বৃষকে একবার অগ্নি প্রদক্ষিণ করাইবে এবং লোহিতবর্ণের বৎসতরী-টিকেও ঐ বৃষের অনুগমন করাইবে এবং নিম্নলিখিত নামাষ্টক দ্বারা গোবিন্দকে সম্বোধন করিবে—যথা—"ওঁ কাম্যাসি প্রিয়াসি হব্যাসি ইড়াসি রন্তাসি সুনৃতাসি মহ্যসি বিশ্রুতিরসি॥"

অনন্তর পূর্ব্ব নিখাত যূপে পূর্ব্বাভিমুখী করিয়া বস্ত্র দ্বারা বৃষকে বাঁধিবে, চারিটী বৎসতরীকেও যূপসংলগ্ন উপযূপ চতুষ্টয়ে পূর্ব্বাদি ক্রমে বস্ত্র দ্বারা বাঁধিয়া রাখিবে। পরে স্বর্ণশৃঙ্গ, রজতক্ষুর, তাম্রপৃষ্ঠ, কাংস্যক্রোড়, লৌহঘণ্টা, চামর ও লৌহনূপুর দ্বারা অভাবে কেবল কাংস্য ক্রোড় দ্বারা বৃষকে অলঙ্কৃত করিয়া 'এতৎ পাদ্যং সোপকরণ-বৎসতরী-চতুষ্টয়সহিত বৃষায় নমঃ।' বলিয়া পাদ্যাদি দ্বারা বৃষের পূজা করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র বৃষকর্ণে পাঠ করিবে। যথা,—"ওঁ বৃষোঽসি ভগবান্ ধর্ম্মশ্চতুষ্পাদঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। বৃণোমি তমহং ভক্ত্যা স মাং রক্ষতু সর্ব্বদা॥"

অনন্তর হে বৎসতর্য্যো বো যুষ্মাকং এনং যুবানং পতিং স্বামিনং দদামি গ্যজামি ত্যক্তুং প্রার্থয়ামি তেন বৃষেণ প্রিয়েণ সহ ক্রীড়ন্তীঃ খেলন্ত্যঃ সুভগা লোকস্য প্রিয়া-শ্চরথ তৃণানি ভক্ষয়থ ভ্রমথ। হে বৎসতর্য্যো যূয়মপি মা নঃ নাস্মৎ সম্বন্ধিন্যা ভবিষ্যথ কিন্তু ময়া ত্যক্তব্যা বয়ং বৃষস্য ভবতীনাঞ্চ ত্যাগেন রায়স্পোষেণ ধনসমৃদ্ধ্যা সাপ্তাজন্বযা সপ্তজন্মব্যাপকেন ইষা অন্নেন চ সমদেম হৃষ্টা ভবেম সুভগা লোকস্য প্রিয়া এনং যুবানমিত্যস্যযাজ্ঞবল্ক্যঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো গাবো দেবতা বৃষোৎসর্গে বিনিয়োগঃ। ওঁ এনং যুবানং পতিং বো দদামি তেন ক্রীড়ন্তীশ্চরথ প্রিয়েণ মানঃ সাপ্তাজন্বযা সুভগা রায়স্পোষেণ সমিষা মদেম॥" ইহা পাঠ করিবে।

তৎপরে যজমান কুশতিল জলপাত্রে দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া বামহস্তে বৃষপুচ্ছ ধারণ করিয়া বক্ষ্যমাণ রূপ বাক্য করিয়া বৃষ উৎসর্গ করিবে। যথা,—"বিষ্ণু-রোম্ তৎসদোমদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণোঽহ্ শৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেব-শর্ম্মণঃ প্রেতলোকবিমুক্তস্য স্বর্গলোকগমনকাম এনং রুদ্রদৈবতং সোপকরণ-বৎসতরীচতুষ্টয়সহিতসোপকরণ-বৃষমহমুৎসৃজে॥

পরে মাত্রা শৌক্রী প্রভৃতি রৌদ্রী সংহিতাদি মন্ত্র যথাক্রমে বৃষকে শ্রবণ করাইবে। যথা,—

"ওঁ উপহ্বা যময়ো দিবো দেদিশতীহ বিষ্ণুতঃ। বায়োম্বনীকেহস্থিরম্ ॥১॥ ওঁ পয়াবরা পবষৈনান্ বহূনিমাংশ্চ ত্বং ইন্দ্রো সরসি প্রধমন্। ব্রহ্মশ্চিদ্ যস্ত বাতো ন সন্থূতিং পুরুমেধাশ্চিত্তকরেণ বক্ষ্যাঃ ॥২॥ প্রসম্রাজং চর্ষণীনামিন্দ্রং স্তোতা নব্যং গীর্ভিঃ। নরং নৃষাহং মংহিষ্ঠং ॥৩॥ ওঁ অচিক্রদদ্বৃষা হরির্মহান্ মিত্রো ন দর্শতঃ। সং সূর্য্যেণ দিদ্যুতে ॥ ৪ ॥ ওঁ সোমঃ পূষা চ চেততুর্বিশ্বাসাং সুক্ষিতীনাং। দেবত্রা রথ্যোর্হিতাঃ ॥ ৫ ॥ ওঁ তে মন্বত প্রথমং নাম গোনাং ত্রিঃ সপ্ত পরমং নাম জানন্। তা জানতীরভ্যনূষত ক্ষা আবির্ভুব-ন্নরুণীর্যশসা গাবঃ ॥ ৬ ॥ ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং। হোতারং রত্নধাতমম্ ॥ ৭ ॥

রুদ্রাধ্যায় ঋক্ চতুষ্টয় যথা,—"ওঁ আবো রাজানমধ্বরস্য রুদ্রং হোতারং সত্য-যজং রোদস্যোঃ। অগ্নিং পুরাতনয়িত্নো রচিত্তাদ্ধিরণ্যরূপমবসে কৃণুধ্বং ॥ ১ ॥ ওঁ তবোগায় মু তে সচা পুরুহুতায় সত্ত্ব নেশংশং যদ্যবে ন শাকিনে ॥২॥ ওঁ মূর্দ্ধানং দিবোহরতিংপৃথিব্যা বৈশ্বানর-মৃত আজাতমগ্নিং কবিং সম্রাজ-মতিথিং জনানামাসন্নঃ পাত্রং জনয়ন্ত দেবাঃ ॥ ৩ ॥ ওঁ অধিপতে মিত্রপতে ক্ষত্র-পতে স্বঃপতে ধনপতে নমঃ ॥ ৪ ॥ বামদেব্য ঋক্ চতুষ্টয় যথা, —"ওঁ কয়া নশ্চিত্র আভুব দূতী সদাবৃধঃ সখা কয়া সচীষ্ঠয়া বৃতা ॥ ওঁ কস্ত্বা সত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মৎসদন্ধসঃ দৃঢ়াচিদারুজে বসু ॥ ওঁ অভীষুণঃ সখীনামবিতা জরিতৄণাং শতং ভবাঃ স্যূতয়ে ॥ ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ স্বস্তি ন স্তার্ক্ষ্যো অরিষ্ট-নেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥"

অতঃপর 'ওঁ যথেষ্টং যূথং পর্য্যাট' এই মন্ত্রে বৎসতরীচতুষ্টয় সহিত বৃষকে যূপ হইতে মোচন করিয়া ঈশানকোণের দিকে কিঞ্চিৎ সঞ্চালন করিবে।

পরে যজমান কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবে,—"ওঁ ন যাদেঃ পদশতানি। নাক্রামেঃ সর্ত্তনীক্ষ পাম্ ॥"

পরে বৃষকে প্রদক্ষিণ করিয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক বলিবে,—ওঁ ধর্ম্মোহসি ত্বং চতুষ্পাদশ্চতস্রস্তে প্রিয়াস্ত্রিমাঃ। চতুর্ণাং পোষণার্থায় ময়োৎসৃষ্টাভয়া সহ। দেবানাঞ্চ পিতৄণাঞ্চ মনুষ্যাণাঞ্চ তোষিতঃ। ভূতানাং তৃপ্তিজননাত্ত্বয়া সার্দ্ধং প্রণশ্যিমাঃ। নমো ব্রহ্মণ্যদেবেশ পিতৃভূতর্ষিপোষক। ত্বয়ি মুক্তেহক্ষয়া লোকা মম সন্তু নিরাময়াঃ ॥ মা মে ঋণোহস্তু দৈবোহথ দৈপত্র্যো

স্বাভুবঃ। ধর্ম্মত্বং ত্বংপ্রপন্নস্য যা গতিঃ সাস্তু মে ধ্রুবা॥ যৎকিঞ্চিদ্দুষ্কৃতং কর্ম্ম লোভমোহাৎ কৃতং ভবেৎ। তস্মাদুদ্ধৃত্য দেবেশ পিতুঃ স্বর্গং প্রযচ্ছ মে॥ যাবন্তি তব রোমাণি শরীরে সম্ভবন্তি চ। তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গে বাসোঽস্তু মে পিতুঃ॥ পুণ্যাক্ষয়াদিহাগত্য পিতা মে সর্ব্বধর্ম্মবিৎ। দশজন্মনি বিপ্রত্বং প্রাপ্য শ্রৌতক্রিয়ারতঃ॥ ততঃ প্রক্ষীণ-কর্ম্মাসৌ মোক্ষমাপ্নোত্বসংশয়ং।"

পরে, আচার বশতঃ প্রাচীনাবীতী, পাতিত-বামজানু ও দক্ষিণামুখ হইয়া, কুশময় মোটক ও তিলসংযুক্ত জলের সহিত বৃষপুচ্ছ গলিতজল লইয়া দক্ষিণাগ্র কুশত্রয়ের উপর নিম্নলিখিত মন্ত্রে তিনবার তর্পণ করিবে,—"বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রং প্রেতং অমুকদেবশর্ম্মাণং বৃষপুচ্ছগলিতসতিলোদকেন (সতিলগঙ্গোদকেন) তর্পয়ামি" পরে নিম্ন লিখিত মন্ত্রে ঐ জল দ্বারা তিনবার তর্পণ করিবে। যথা,—"ওঁ স্বধা পিতৃভ্যো মাতৃভ্যো বন্ধুভ্যশ্চাপি তৃপ্তয়ে। মাতৃপক্ষাশ্চ যে কেচিৎ যে চান্যে পিতৃপক্ষজাঃ। গুরুশ্বশুরবন্ধূনাং যে কুলেষু সমুদ্ভবাঃ। যে প্রেতভাবমাপন্না যে চান্যে শ্রাদ্ধবর্জ্জিতাঃ॥ বৃষোৎসর্গেণ তে সর্ব্বে লভন্তাং প্রীতিমুত্তমাম্॥"

অতঃপর উদীচ্য কর্ম্ম করিবে। যথা,—প্রাদেশপ্রমাণ সমিধ্ অগ্নিতে অমন্ত্রক আহুতি দিয়া পূর্ব্ববৎ মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া সঙ্কল্প পূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত হোম করিবে। সঙ্কল্প যথা,—কুশতিলাদি যুক্ত জলে হস্ত রাখিয়া,—"অদ্যেত্যাদি—কৃতৈতৎ সোপকরণবৎসতরী-চতুষ্টয়সহিত সোপকরণবৃষোৎসর্গাঙ্গহোমকর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় ব্যস্ত-সমস্ত-মহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তহোমমহং করিষ্যামি।"

এইরূপ সঙ্কল্প করত কৃতাঞ্জলি হইয়া "অগ্নে ত্বং বিধুনামাসি" অগ্নির এই নাম করণ করিয়া "বিধুনামাগ্নে ইহাগচ্ছাগচ্ছ" ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করিয়া পূজা করিবে। পরে পূর্ব্ববৎ সমিধ্ প্রক্ষেপ ও মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া প্রায়শ্চিত্তার্থ ব্যস্ত সমস্ত মহাব্যাহৃতি হোম করিবে। যথা,—

"প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা মহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা। ১। প্রজাপতির্ঋষিরুষ্ণিক্‌ছন্দো বায়ুর্দেবতা মহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা। ২। প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা মহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা। ৩। প্রজাপতির্ঋষির্বৃহতীচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা। ৪।

করিবে। পরে "বিষ্ণুরোম্ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুক-দেবশর্ম্মণ একোদ্দিষ্ট বিধিকসাংবৎসরিকশ্রাদ্ধং কর্ত্তুং কুশময়ব্রাহ্মণমহং নিমন্ত্রয়ে।" বলিয়া নিমন্ত্রণ করিবে। পরে পুরোহিত "ওঁ নিমন্ত্রণপ্রসন্নোঽস্মি" বলিয়া প্রতিবচন বলিবেন।

অতঃপর কৃতাঞ্জলি পুরঃসর "ওঁ অক্রোধনৈঃ" ইত্যাদি মন্ত্র (৫০৪পৃ দেখ) পাঠ করিয়া "ওঁ স্বাগতং ভবতা" এই প্রশ্ন করিবে, পরে পুরোহিত "ওঁ সুস্বাগতং" ইহা বলিলে ব্রাহ্মণে পুনর্ব্বার পাদ্য প্রদান করিয়া আসন ধারণ করত "ও" সিদ্ধমিদমাসনমত্রাস্যতাং" ইহা বলিবে, পুরোহিত "ওঁ আস্যতাং" বলিবেন। তৎপর ব্রাহ্মণে একগণ্ডূষ জল প্রাদান করিয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক "ওঁ দেবতাভ্য" ইত্যাদি মন্ত্র তিন বার পাঠ করিবে।

পরে আসন ধারণ পূর্ব্বক গায়ত্রী পাঠ করত ব্রাহ্মণে জলগণ্ডূষ দিয়া তুলসী পত্র সহ মোটক গ্রহণ করিয়া অনুজ্ঞা করিবে। যথা,—

"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুকদেবশর্ম্মণ একোদ্দিষ্টবিধিকসাংবৎসরিকশ্রাদ্ধং সিদ্ধান্নেন ঘৃতাদ্যুপকরণসহিতেন দর্ভময়ব্রাহ্মণেঽহং করিষ্যে।"

পুরোহিত "ওঁ কুরুষ্ব" এই প্রতিবচন বলিবেন। পরে আসন দান করিবে। যথা,—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্ এতদ্দর্ভাসনং তুভ্যং স্বধা" বলিয়া একটী মোটক ব্রাহ্মণের হস্তে প্রদান করিবে। পরে ব্রাহ্মণের পাদদ্বয়ের অধোদেশে কুশ প্রদান পূর্ব্বক মৃজ্জলদ্বারা শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য ও ভূমি প্রোক্ষণ করত রক্ষার্থ ব্রাহ্মণের এক দেশে পাত্রান্তরে জল স্থাপন করিবে।

পরে "ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদীষদঃ" বলিয়া পিতৃতীর্থ ক্রমে ব্রাহ্মণে তিল ছড়াইয়া দিবে।

অর্ঘদান।— পরে ব্রাহ্মণের সম্মুখস্থ ভূমিতে একগাছি কুশপত্র পাতিত করিয়া তদুপরি একটী দ্রোণী পাতিত করিয়া একগাছি কুশপত্র গ্রহণ করত পবিত্র ছেদন হইতে পুষ্পান্তর প্রদান করিয়া অর্ঘপাত্রস্থ পুষ্প দ্বারা পূজা পর্য্যন্ত (৪৩১ পৃ ২২ পং হইতে ৪৩৫ পৃঃ ৬ পং দেখ) সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া অর্ঘপাত্রস্থ জল বামহস্তে লইয়া দক্ষিণ হস্তে আচ্ছাদন করত "ওঁ যা দিব্যা আপঃ" ইত্যাদি মন্ত্র (৪৩৫ পৃ দেখ) পাঠ করিয়া সতিল মোটক গ্রহণ পূর্ব্বক "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্ এষোঽর্ঘস্তুভ্যং স্বধা।" বলিয়া উৎসর্গ করত ব্রাহ্মণ হস্তে অর্ঘ প্রদান করিবে।

গন্ধাদি দান। অনন্তর গন্ধপুষ্প তুলসীপত্রযুক্ত যজ্ঞোপবীতান্বিত বস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক ধূপদীপ প্রজ্বালিত করিয়া বামহস্তে বস্ত্রধারণ করত দক্ষিণ হস্ত মোটক সহিত সজলকোশার মধ্যে রাখিয়া "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্ এতানি গন্ধপুষ্পধূপদীপযজ্ঞোপবীতবাসাংসি তুভ্যং স্বধা।" বলিয়া জলের ছিটা দিয়া উৎসর্গ করত "এষ তে গন্ধঃ, এতত্তে পুষ্পং, এষ তে ধূপঃ, এষ তে দীপঃ, এতত্তে যজ্ঞোপবীতং, এতত্তে বস্ত্রং, বলিয়া প্রত্যেক দ্রব্য দর্শন করাইবে।

পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ গন্ধাদিদানমিদমচ্ছিদ্রমস্তু। বলিবে, পুরোহিত "ওঁ অস্তু" বলিলে "ওঁ ভোজনপাত্রমহং পাতয়িষ্যে" বলিবে, পুরোহিত "ওঁ পাতয়" এই প্রতিবাক্য বলিবেন।

পরে ব্রাহ্মণাগ্র ভূমিতে নৈঋর্তাদি ক্রমে দক্ষিণাগ্র চতুকোণ মণ্ডল আঁকিয়া তদুপরি ভোজন পাত্র পাতিত করিয়া তাহাতে অন্নাদি পরিবেশন করিবে। ব্রাহ্মণ দক্ষিণে পাত্রান্তরে করিয়া জল স্থাপন করিবে। পরে অন্নপাত্র বামহস্তে ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা "ওঁ এতৎ সর্ব্বং হবিঃ শ্রীবিষ্ণো কব্যমিদং রক্ষস্ব" বলিয়া জলাভুক্ষণ দিবে। পরে "ওঁ ইদং বিষ্ণুর্ব্বিচক্রমে" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া অনখ অঙ্গুষ্ঠ অন্নে স্পর্শ করাইয়া "ওঁ অপহতা সুরা রক্ষাংসি বেদীষদঃ" বলিয়া অন্নে তিল বিকীর্ণ করত "ওঁ আপোশানং" বলিয়া ব্রাহ্মণে জলগণ্ডূষ প্রদান পূর্ব্বক অন্নোপরি গায়ত্রী পাঠ করিবে। পরে সতিল মোটক গ্রহণ করত "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্ এতৎ সঘৃতোপকরণ-সিদ্ধান্নং তুভ্যং স্বধা" বলিয়া অন্নোৎসর্গ করত "ইদমন্নং, ইমা আপঃ, ইদং হবিঃ, এতান্যুপকরণানি" বলিয়া প্রত্যেক দ্রব্য দর্শন করাইবে। পরে "ওঁ যথাসুখং বাগ্‌যতঃ স্বদ" বলিয়া ব্রাহ্মণে জলগণ্ডূষ প্রদান করিয়া "ওঁ মধুবাতা" ইত্যাদি মন্ত্র (৪৩৬ পৃ দেখ) পাঠ করিয়া অন্নোপরি মধু তদভাবে গুড় প্রদান করিবে।

অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ সিদ্ধান্নদানমধুদানকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু" বলিবে, পুরোহিত "ওঁ অস্তু" বলিবেন।

পরে কৃচিস্তবাদি পাঠ করিয়া "ওঁ অন্নহীনং ক্রিয়াহীনং" ইত্যাদি শ্রাব্য মন্ত্র (৪২৭পৃ দেখ) পাঠ করিবে। অনন্তর অগ্নিদগ্ধা পিণ্ডদান (৪২৮ পৃ দেখ) করিয়া ব্রাহ্মণ হস্তে জলগণ্ডূষ প্রদান করত "ওঁ স্বদিতং" ইহা বলিবে," পুরোহিত "ওঁ সুস্বদিতং" ইহা বলিবে "ওঁ শেষমন্নমপ্যস্তি" ইহা বলিবে, পুরোহিত "ওঁ ইষ্টেভ্যো যথাসুখং বিনিযুজ্যতাং" ইহা বলিবেন। পরে ব্রাহ্মণে

একটু জল দিয়া "ওঁ পিণ্ডদানমহং করিষ্যে" ইহা বলিবে, পুরোহিত "ওঁ কুরুষ" ইহা বলিবেন।

তৎপর আত্মসম্মুখে "ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং" ইত্যাদি মন্ত্র (৪৩৬ পৃ দেখ) পাঠ করিয়া নৈর্ঋতাদি ক্রমে দক্ষিণাগ্র চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া দুইগাছি কুশ দ্বারা "ওঁ অপহতা" ইত্যাদি এবং "ওঁ নিহন্মি" ইত্যাদি মন্ত্রে দক্ষিণাগ্র রেখা পাত করিয়া তাহা জলদ্বারা অভ্যুক্ষণ করত বামে মোটক দ্বারা নীবী বন্ধন করিয়া বামহস্তে পিণ্ডস্থান স্পর্শ করত দক্ষিণ হস্তে সতিল মোটক গ্রহণ করিয়া "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্ এতদবনেনিক্ষ্ব, তুভ্যং স্বধা" বলিয়া পিণ্ডস্থান উৎসর্গ করত মণ্ডলোপরি কুশাস্তরণ করিয়া "ওঁ অপহতা" ইত্যাদি মন্ত্রে কুশোপরি তিল বিকীর্ণ করিবে।

অতঃপর "ওঁ মধুবাতা" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক পিণ্ডে ঘৃত ও তিল প্রদান করিয়া মোটকের সহিত দক্ষিণহস্তে পিণ্ড গ্রহণ করত বামহস্তে কিঞ্চিৎ জল লইয়া "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্ এতৎ পিণ্ডং সতিলোদকং তুভ্যং স্বধা" বলিয়া সজল পিণ্ড পিতৃতীর্থক্রমে কুশোপরি প্রদান করিবে। পরে পিণ্ডাস্তিকে পিণ্ডশেষান্ন বিকীর্ণ করিবে।

অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ অত্র পিতর্মাদয়স্ব যথাভাগমাবৃষায়স্ব" বলিয়া বামাবর্ত্তে উত্তরমুখ হইয়া শ্বাস ধারণ পূর্ব্বক "ওঁ বসন্তায়" ইত্যাদি মন্ত্র (৪৩৮ পৃ দেখ) তিনবার পাঠ করত "ওঁ ষড়্ভ্য ঋতুভ্যো নমঃ" বলিয়া নমস্কার করিয়া বিধৃত শ্বাসত্যাগ করিবে।

পরে দক্ষিণমুখ হইয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক "ওঁ অমীমদৎ পিতা যথাভাগমাবৃষায়িষ্ট" ইহা পাঠ করিবে। পরে পিণ্ডপাত্রে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া সেই জল, তিল ও মোটকের সহিত গ্রহণ করিয়া "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্ এতৎ প্রত্যবনেজনং তুভ্যং স্বধা" বলিয়া পিণ্ডোপরি প্রদান করিবে। পরে নীবী-মোটক ত্যাগ করিয়া পিণ্ডোপরি ষড়ঞ্জলি মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা,—

"ওঁ নমস্তে পিতঃ সুষ্মায়। ওঁ নমস্তে পিতস্তপসে। ওঁ নমস্তে পিতারসায়। ওঁ নমস্তে পিতর্যজ্জীবং। ওঁ নমস্তে পিতর্ঘোরায় মন্যবে ওঁ স্বধায়ৈ তে পিতর্নমঃ॥"

অতঃপর নূতন বা পুরাতন বাসসূত্র মোটকের সহিত গ্রহণ করিয়া "ওঁ এতদ্বঃ পিতরো বাসঃ" বলিয়া পিণ্ডের উপর প্রদান করত বাম হস্তে সূত্র

স্পর্শ করিয়া দক্ষিণ হস্তে সজল মোটক গ্রহণ পূর্ব্বক "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্ এতত্তাসস্তভ্যং স্বধা" বলিয়া উৎসর্গ করিয়া পিণ্ডোপরি হস্তস্থ সজল মোটক দান করিবে।

পরে "ওঁ উর্জ্জং বহন্তী" ইত্যাদি মন্ত্রে পিণ্ডোপরি উর্জ্জধারা দিয়া পিণ্ডকে ভাস্কর মূর্ত্তিরূপে চিন্তা করিয়া তুষ্ণীং গন্ধাদি দ্বারা পিণ্ডপূজা করিবে। এই সময় একটী প্রদীপ প্রজ্বালিত করিয়া যাবৎ দীপ নির্ব্বাপিত না হয়, তাবৎ পর্যন্ত নারায়ণের নাম কীর্ত্তন করিবে। পরে দীপ নির্ব্বাণ হইলে ব্রাহ্মণকে একগণ্ডূষ জল প্রদান করিয়া "ওঁ পিণ্ডং সম্পন্নং" এই প্রশ্ন করিবে, পুরোহিত "ওঁ সুসম্পন্নং" বলিবেন। পরে "হে পিণ্ড গয়ায়াং গচ্ছ" বলিয়া পিণ্ড সঞ্চালন করত উত্তোলন পূর্ব্বক আঘ্রাণ করিয়া পাত্রান্তরে স্থাপন করিবে।

অতঃপর আস্তৃত কুশ দুই ভাগ করিয়া "ওঁ সুপ্রোক্ষিতমস্ত" বলিয়া তদুপরি কিঞ্চিৎ জল প্রদান করিবে, পুরোহিত "ওঁ অস্তু" বলিবেন। পরে "ওঁ শিবা আপঃ সন্তু" বলিবে, পুরোহিত "ওঁ সন্তু" ইহা বলিলে "ওঁ সৌমনস্য মস্তু" বলিয়া ব্রাহ্মণে পুষ্প প্রদান করিবে, পুরোহিত "ওঁ অস্তু" বলিবেন। তৎপর "ওঁ অক্ষতঞ্চারিষ্টঞ্চাস্তু" বলিয়া অক্ষত দিবে, পুরোহিত "ওঁ অস্তু" বলিবেন।

অক্ষয্য।—অতঃপর ঘৃত, মধু ও তিলযুক্ত জল সহ মোটক গ্রহণ করিয়া "অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুকদেবশর্ম্মণঃ একোদ্দিষ্টবিধিকসাংবৎসরিকশ্রাদ্ধেঽস্মিন্ দত্তমিদমন্নপানাদিক মক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাং" বলিয়া ব্রাহ্মণের আসনে প্রদান করিবে। পুরোহিত "ওঁ উপতিষ্ঠতাং" বলিবেন।

পরে "ওঁ সর্ব্বং তস্মৈ উপতিষ্ঠতাং" বলিয়া ব্রাহ্মণে এক গণ্ডূষ জল দিয়া "ওঁ অঘোরঃ পিতা অস্তু" ইহা বলিবে, পুরোহিত "ওঁ অস্তু" ইহা বলিবেন। পরে "ওঁ আশিষো মে দীয়ন্তাং" ইহা বলিবে, পুরোহিত "ওঁ আশিষঃ প্রতিগৃহ্যন্তাং" ইহা বলিবেন। অতঃপর "ওঁ দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং" ইত্যাদি মন্ত্র (৫১১ পৃ দেখ) পাঠ করিয়া আসনে পুষ্প প্রদান করত পুষ্পান্তর আনয়ন পূর্ব্বক ভূমিস্পর্শ করাইয়া স্বীয় মস্তকে দিবে।

অতঃপর দক্ষিণা করিবে। যথা,—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুকদেবশর্ম্মণঃ কৃতৈতৎ একোদ্দিষ্ট বিধিক সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং রজতং তন্মূল্যং বা বিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।"

পরে "ওঁ অনয়া দক্ষিণয়া শ্রাদ্ধমিদং সদক্ষিণমস্তু" বলিয়া, "রজতং রজতং" উচ্চারণ করত দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী অঙ্গুলী দর্শন করাইবে। পুনরায় ব্রাহ্মণে একটু জল দিয়া "ওঁ দেবতাভ্যঃ" ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবে। পরে "ওঁ অভিরম্যতাং ক্ষমস্ব" বলিয়া ব্রাহ্মণ সঞ্চালন করিবে, পুরোহিত "ওঁ অভিরতোঽস্মি "ওঁ আ মা বাজস্য" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ (৪৩২ পৃ দেখ) করত "ওঁ পিতা স্বর্গঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া (৫১২ পৃ দেখ) পিতৃ নমস্কার করিবে।

পরে "ওঁ ভবতাহং কৃতার্থীকৃতঃ" ইহা বলিবে, পুরোহিত "ওঁ কৃতার্থো ভব" বলিবেন। পরে পূর্ব্বমুখ হইয়া "যস্য শ্রাদ্ধং কৃতং তস্যাক্ষয়ায়ৈ তৃপ্তয়ে স্বস্মি ব্রাহ্মণে সোপকরণ মন্নাদি পাত্রং সমর্পিতং" বলিয়া পাত্রান্ন হইতে কিঞ্চিৎ অন্ন লইয়া ব্রাহ্মণ হস্তে দিবে।

পরে অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বিষ্ণুস্মরণ করিয়া "ওঁ অজ্ঞানাদ্‌যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ। স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সংপূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ।" ইহা পাঠ করিবে।

পরে পিণ্ড জলে নিক্ষেপ করিয়া হস্ত ধৌত করত সূর্য্যনমস্কার ও দীপাচ্ছাদন করিয়া শান্তি আশীর্ব্বাদ লইবে।

সপিণ্ডীকরণ প্রয়োগ।

স্নান সন্ধ্যাদি সমাপন পূর্ব্বক শেষমাসিক সম্পন্ন করিয়া পরাহ্নে পূর্ব্বমুখ উপবেশন করত যথাশক্তি দানাদি করিয়া কুরুক্ষেত্র পাঠ করিয়া অন্নোৎসর্গ করিবে। যথা,—

"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সোপকরণান্নায় নমঃ" বলিয়া তিন বার অন্ন অর্চ্চনা করত "এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সংপ্রদানায় ওঁ ব্রাহ্মণায় নমঃ, এতে গন্ধ-পুষ্পে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া পূজা করিবে। পরে কুশোদকদ্বারা অন্ন অভ্যুক্ষণ করিয়া বাম হস্তে অন্ন ধারণ করত দক্ষিণ হস্তে কুশতিল-সহ জল গ্রহণ করিয়া "অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ সপিণ্ডীকরণশ্রাদ্ধবাসরে অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য প্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য বৃদ্ধপ্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ স্বর্গকাম ইদমর্চ্চিতং সোপ-করণান্নং বিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।" বলিয়া উৎ-

সর্গ করত দক্ষিণা করিবে; যথা,—"অদ্যেত্যাদি স্বর্গকামনয়া কৃতৈতৎ-সোপকরণান্নদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং তন্মূল্যং বা বিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।" অতঃপর অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে।

অতঃপর দক্ষিণাভিমুখ হইয়া পুনরায় কুরুক্ষেত্র পাঠ করত "ওঁ সহস্রশীর্ষা" ইত্যাদি মন্ত্রে কুশময় ষড় ব্রাহ্মণ স্নান করাইয়া "এতৎ পাদ্যং ওঁ দর্ভময়-ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ" বলিয়া পাদ্যাদি দ্বারা ব্রাহ্মণগণের পূজা করত দৈবে দর্ভযুক্তাসনদ্বয়ে পশ্চিমাগ্র ব্রাহ্মণদ্বয় পিতামহাদিপক্ষে দর্ভযুক্তাসনত্রয়ে দক্ষিণাগ্র ব্রাহ্মণত্রয় এবং প্রেতপক্ষে দর্ভযুক্তাসনে দক্ষিণাগ্র একটী ব্রাহ্মণ স্থাপন করিবে।

পরে যজ্ঞেশ্বরের পূজা করিয়া "ওঁ যজ্ঞেশ্বরো হব্য" ইত্যাদি পাঠ করত বাস্তুপুরুষের পূজা করিবে (৫০৩ পৃ দেখ)।

সর্ব্বত্র দৈবে উপবীতী উত্তরমুখ ও পাতিত দক্ষিণ জানু হইয়া, প্রেতপক্ষে ও পিতামহাদি পক্ষে প্রাচীনাবীতী দক্ষিণমুখ ও পাতিত বাম জানু হইয়া কার্য্য করিবে।

তৎপর দৈবে নিমন্ত্রণ যথা,—অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুক-দেবশর্ম্মণঃ সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধবাসরে অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ সপিণ্ডীকরণার্থং অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ, অমুকগোত্রস্য প্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য বৃদ্ধপ্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পার্ব্বণবিধিনা শ্রাদ্ধে কর্ত্তব্যে ওঁ পুরূরবোমাদ্রবসো বিশ্বেষাং দেবানাং শ্রাদ্ধং কর্ত্তুং কুশময়ব্রাহ্মণাবহং নিমন্ত্রয়ে।" পুরোহিত "ওঁ নিমন্ত্রণপ্রসন্নৌ স্বঃ" ইহা বলিলে ব্রাহ্মণকে পাদ্যাদি প্রদান করিবে।

পরে "ওঁ অক্রোধনৈঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণস্পর্শ করত "ওঁ স্বাগতং ভবদ্‌ভ্যাং" ইহা বলিবে, পুরোহিত "ওঁ সুস্বাগতং" বলিবেন।

পরে পিতামহপক্ষে "অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ সপিণ্ডীকরণশ্রাদ্ধবাসরে অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পার্ব্বণ-বিধিনা শ্রাদ্ধং কর্ত্তুং কুশময়ব্রাহ্মণমহং নিমন্ত্রয়ে।" বলিয়া নিমন্ত্রণ করিবে, পুরোহিত "ওঁ নিমন্ত্রণপ্রসন্নোঽস্মি" বলিবেন, তৎপর "ওঁ অক্রোধনৈঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া আসন ধারণ পূর্ব্বক "ওঁ স্বাগতং ভবতা" ইহা বলিবে, পুরোহিত "ওঁ সুস্বাগতং" বলিলে কুশময় ব্রাহ্মণকে পাদ্যাদি দিবে। এইরূপ প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহ পক্ষেও নিমন্ত্রণ করিবে।

প্রেতপক্ষে।—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ সপিণ্ডীকরণার্থং কুশময় ব্রাহ্মণমহং নিমন্ত্রয়ে।" বলিয়া নিমন্ত্রণ করিবে, পুরোহিত "ওঁ নিমন্ত্রণপ্রসন্নোঽস্মি" ইহা বলিবেন।

পরে "ওঁ অক্রোধনৈঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত আসন ধারণ পূর্ব্বক "ওঁ স্বাগতং ভবতা" ইহা বলিবে, পুরোহিত "ওঁ সুস্বাগতং" ইহা বলিলে কুশময় ব্রাহ্মণে পাদ্যাদি দান করিবে।

অনন্তর দৈবে জলস্পর্শ পূর্ব্বক "ওঁ সিদ্ধে ইমে আসনে অত্রাস্যাতাং" ইহা বলিয়া "ওঁ দেবতাভ্যঃ" ইত্যাদি মন্ত্র তিন বার পাঠ করিয়া গায়ত্রী পাঠ করিবে। তৎপর অনুজ্ঞা করিবে। যথা,—

"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ সপিণ্ডীকরণার্থং অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ, অমুকগোত্রস্য প্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ, অমুকগোত্রস্য বৃদ্ধপ্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ, পার্ব্বণবিধিকশ্রাদ্ধে কর্ত্তব্যে পুরূরবোমাদ্রবসোর্বিশ্বেষাং দেবানাং শ্রাদ্ধং সিদ্ধান্নেন ঘৃতাদ্যুপকরণসহিতেন সবস্ত্রযবোদকেন দর্ভময়-ব্রাহ্মণয়োরহং করিষ্যে।"

পুরোহিত "ওঁ কুরুব" এই প্রতিবচন বলিবেন। তৎপর পিতামহপক্ষে আসন ধারণ করিয়া "ওঁ সিদ্ধমিদমাসনমত্রাস্যতাং" ইহা বলিয়া "ওঁ দেবতাভ্যঃ" ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া গায়ত্রী পাঠ করিবে। অনন্তর অনুজ্ঞা করিবে। যথা,—

"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ সপিণ্ডীকরণার্থং অমুক-গোত্রস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পার্ব্বণবিধিনা শ্রাদ্ধং সিদ্ধান্নেন ঘৃতাদ্যু-পকরণসহিতেন সতিলোদকেন দর্ভময়ব্রাহ্মণেঽহং করিষ্যে।"

পুরোহিত "ওঁ কুরুষ" ইহা বলিবেন। এই ক্রমে প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপি-তামহপক্ষেও অনুজ্ঞাবাক্য করিবে।

অতঃপর প্রেতপক্ষের ব্রাহ্মণাসন ধারণ করত "সিদ্ধমিদমাসনমত্রাস্যতাং" বলিয়া "দেবতাভ্যঃ" ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া গায়ত্রী পাঠ করিবে। তৎপর অনুজ্ঞা করিবে। যথা,—

"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ একোদ্দিষ্টবিধিনা সপিণ্ডীকরণশ্রাদ্ধং সিদ্ধান্নেন ঘৃতাদ্যুপকরণসহিতেন সামিষেণ সতিলোদকেন দর্ভময়ব্রাহ্মণেঽহং করিষ্যে।"

পুরোহিত "ওঁ কুরুধ্ব" বলিবেন। তৎপর দৈবে জলস্পর্শ পূর্ব্বক কুশাসন দান করিবে। যথা,—

সযবত্রিপত্র গ্রহণ করিয়া "বিষ্ণুরোম্ পুরূরবোমাদ্রবসৌ বিশ্বেদেবা এতে দর্ভাসনে বো নমঃ ।" বলিয়া হস্তস্থ সযব ত্রিপত্র ব্রাহ্মণপার্শ্বে প্রদান করিয়া পাদদ্বয়ের অধোদেশে কুশপ্রদান করত মৃজ্জলদ্বারা শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য ও ভূমি প্রোক্ষণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের একদেশে রক্ষার্থ সজলপাত্র স্থাপন করিবে।

অনন্তর পিতামহপক্ষে কুশাসন দান করিবে। যথা,—সজল মোটক গ্রহণ পূর্ব্বক "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ এতৎ দর্ভাসনং তুভ্যং স্বধা" বলিয়া হস্তস্থ সজল মোটক কুশময় ব্রাহ্মণ হস্তে প্রদান করত পাদদ্বয়ের অধোদেশে কুশপ্রদান করিয়া মৃজ্জলদ্বারা শ্রাদ্ধ দ্রব্য ও ভূমি প্রোক্ষণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণের একদেশে রক্ষার্থ সজল পাত্র স্থাপন করিবে। এই প্রকারে প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহপক্ষেও কুশাসনদানাদি করিবে।

তৎপর প্রেতপক্ষে কুশাসন দান করিবে। যথা,—পূর্ব্ববৎ সজল মোটক গ্রহণ করিয়া "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্ এতদ্দর্ভাসনং তুভ্যং স্বধা।" বলিয়া হস্তস্থ সজল মোটক ব্রাহ্মণহস্তে প্রদান পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ কার্য্য করিবে।

অতঃপর জলস্পর্শপূর্ব্বক দৈবে যবগ্রহণ করিয়া "ওঁ বিশ্বান্ দেবানাবাহয়িষ্যে" ইহা প্রশ্ন করিবে, পুরোহিত "ওঁ আবাহয়" এই প্রতিবচন বলিবেন। পরে "ওঁ বিশ্বেদেবাসঃ আগত" ইত্যাদি মন্ত্র (৪২১ পৃ দেখ) পাঠ করত আবাহন পূর্ব্বক দৈবব্রাহ্মণে তূষ্ণীং যব বিকীর্ণ করিবে, "ওঁ বিশ্বেদেবাঃ শৃণুতেমং" ইত্যাদি মন্ত্র (৪২১ পৃ দেখ) জপ করত "ওঁ আগচ্ছন্তু মহাভাগা বিশ্বেদেবা বরপ্রদাঃ। যে চাত্র বিহিতাঃ শ্রাদ্ধে সাবধানা ভবন্তু তে।" ইহা পাঠ করিবে।

তৎপর পিতামহাদি পক্ষে তিলগ্রহণপূর্ব্বক "পিতৄন্ আবাহয়িষ্যে" এই প্রশ্ন করিবে, পুরোহিত "ওঁ আবাহয়" এই অনুজ্ঞা করিলে "ওঁ উশন্তস্ত্বা নিধিমহ্যুশন্তঃ" ইত্যাদি "তেঽবন্ত্বস্মান্" পর্য্যন্ত (৪২২ পৃ দেখ) মন্ত্র পাঠ করিবে।

অতঃপর প্রেতপক্ষে তিল গ্রহণ করিয়া "অপহতাসুরা রক্ষাংসি বেদীষদঃ" ইহা বলিয়া ব্রাহ্মণাসনে তিল নিক্ষেপ করিবে।

অনন্তর জলস্পর্শপূর্ব্বক দৈবব্রাহ্মণাগ্রভূমিতে উত্তরাগ্র একটী কুশপত্র পাতিত করিয়া তদুপরি অর্ঘপাত্র স্থাপন করিবে। পরে প্রাদেশ প্রমাণ সাগ্র

কুশপত্রদ্বয় কুশান্তর দ্বারা বেষ্টন করিয়া "ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ" বলিয়া নখ ব্যতিরেকে ছিন্ন করিয়া "ওঁ বিষ্ণুর্ম্মনসা পূতে স্থঃ" বলিয়া জল দ্বারা অভ্যুক্ষণ করত অর্ঘ্যপাত্রোপরি স্থাপনপূর্ব্বক "ওঁ শন্নোদেবীরভিষ্টয়ে" ইত্যাদি মন্ত্রে জলগণ্ডূষত্রয় তদুপরি প্রদান করিয়া "ওঁ যবোঽসি যবয়াস্মদ্দ্বেষো যবয়ারাতীঃ" বলিয়া যব বিকীর্ণ করত তূষ্ণীং গন্ধপুষ্প দান করিয়া কুশান্তর দ্বারা আচ্ছাদন করিবে।

তৎপর পিতামহাদি ব্রাহ্মণাগ্রভূমিতে দক্ষিণাগ্র করিয়া সমূল কুশপত্রত্রয় পাতিত করত তদুপরি অর্ঘপাত্র তিনটী স্থাপন করিবে। পরে পূর্ব্ববৎ তিনটী পবিত্র লইয়া "ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ" বলিয়া ছেদন ও "ওঁ বিষ্ণুর্ম্মনসা পূতে স্থঃ" মন্ত্র পাঠ করিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্রমে অভ্যুক্ষণ করত দক্ষিণাগ্র ক্রমে পাত্রত্রয়ে স্থাপন পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ জলগণ্ডূষত্রয় প্রদান করত "ওঁ তিলোঽসি" ইত্যাদি মন্ত্রে (৪২৪ পৃ দেখ) অর্ঘপাত্রে তিল ছড়াইয়া দিয়া তূষ্ণীং গন্ধপুষ্প দান ও কুশান্তর দ্বারা আচ্ছাদন করিবে।

অতঃপর প্রেতপক্ষে উক্তক্রমে একটী পাত্র পাতিত করিয়া প্রাদেশ প্রমাণ একটী কুশপত্র গ্রহণ করত "ওঁ পবিত্রমসি বৈষ্ণব্যং" বলিয়া ছেদন ও "বিষ্ণুর্ম্মনসা পূতমসি" বলিয়া অভ্যুক্ষণ করত অর্ঘপাত্রে স্থাপন ও মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক জলগণ্ডূষত্রয় প্রদান করিয়া তিল গ্রহণ করত "ওঁ তিলোঽসি সোমদৈবত্যো গোসবো দেবনির্ম্মিতঃ। প্রত্নমদ্ভিঃ পৃক্তঃ স্বধয়া প্রেতান্ লোকান্ প্রীণাহি নঃ স্বাহা।" বলিয়া তিল অর্ঘপাত্রে ছড়াইয়া দিবে এবং তূষ্ণীং গন্ধপুষ্প দিয়া কুশান্তর দ্বারা পাত্র আচ্ছাদন করিবে।

তৎপর জলস্পর্শ পূর্ব্বক দৈবে—কৃতাঞ্জলিপুরঃসর "ওঁ অচ্ছিদ্রমিদমর্ঘপাত্রমস্তু" বলিলে, পুরোহিত "ওঁ অস্তু" বলিবেন। পরে আচ্ছাদিত কুশ দূরীকৃত করিয়া ব্রাহ্মণ হস্তে পবিত্র দানপূর্ব্বক জলান্তর ও পুষ্পান্তর দিয়া "ওঁ শিরঃপ্রভৃতি সর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ" বলিয়া অর্ঘপাত্রস্থ পুষ্প ব্রাহ্মণ হস্তে দিবে। পরে অর্ঘপাত্র বামহস্তে লইয়া "ওঁ যা দিব্যা" ইত্যাদি মন্ত্র (৪২৪ পৃ দেখ) পাঠ করত "ওঁ পুরূরবোমাদ্রবসৌ বিশ্বেদেবা এষোঽর্ঘো বাং নমঃ" বলিয়া ব্রাহ্মণহস্তে দিবে।

অতঃপর প্রেতের অর্ঘপাত্রস্থ জল চারিভাগে বিভক্ত করিয়া প্রেতার্ঘপাত্রে এক ভাগ রাখিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র দ্বয় পাঠপূর্ব্বক পিতামহ, প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহের অর্ঘপাত্রত্রয়ের প্রত্যেকে তিনভাগ জল মিশ্রিত করিবে।

মাতৃসপিণ্ডনে,—পিতৃহীন ব্যক্তি মাতৃসপিণ্ডনে মাতার অর্ঘপাত্রস্থজল চারি ভাগ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে পিতার অর্ঘজলে তিন ভাগ মিশ্রিত করিবে। পিতামহ ও প্রপিতামহ পাত্রদ্বয় কুশান্তর দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া স্থাপন করিবে।

পিতা জীবিত থাকিলে, প্রেতার্ঘপাত্রস্থ জল চারি ভাগ করিয়া তিন ভাগ জল পিতামহী, প্রপিতামহী ও বৃদ্ধপ্রপিতামহীর অর্ঘ্যপাত্রত্রয়ে নিম্নলিখিত মন্ত্রে মিশাইবে। যদি পিতামহী জীবিতা থাকেন তবে প্রপিতামহী, বৃদ্ধপ্রপিতামহী ও অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহীর অর্ঘপাত্রত্রয়ে প্রেতার্ঘপাত্রস্থ তিন ভাগ জল নিম্নলিখিত মন্ত্রে মিশাইবে। মন্ত্র পাঠ প্রত্যেকেই করিতে হইবে।

মন্ত্র যথা,—"ওঁ যে সমানাঃ সমনসঃ পিতরো যমরাজ্যে তেষাং লোকঃ স্বধা নমো যজ্ঞো দেবেষু কল্পতাং॥ ১॥ ওঁ যে সমানাঃ সমনসো জীবা জীবেষু মামকাঃ তেষাং শ্রীর্ময়ি কল্পতামস্মিন্ লোকে শতং সমাঃ॥ ২॥"

এই মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিয়া অর্ঘ সমন্বয় করত পিতামহপক্ষে কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক "ওঁ অচ্ছিদ্রমিদমর্ঘপাত্রমস্ত" বলিবে, পুরোহিত "ওঁ অস্ত" বলিবেন, পরে অর্ঘপাত্রাচ্ছাদিত কুশ ফেলিয়া দিয়া ব্রাহ্মণ হস্তে পবিত্র দান পূর্ব্বক জলান্তর ও পুষ্পান্তর দিয়া "ওঁ শিরঃপ্রভৃতিসর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ" বলিয়া অর্ঘপাত্রস্থ পুষ্প ব্রাহ্মণহস্তে দিবে। তৎপর অর্ঘ্যপাত্র বামহস্তে গ্রহণ করত দক্ষিণ হস্তে আচ্ছাদন করিয়া "ওঁ যা দিব্যা" ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া সতিল মোটক গ্রহণ পূর্ব্বক "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ এষোঽর্ঘস্তভ্যং স্বধা" বলিয়া ব্রাহ্মণহস্তে অর্ঘ প্রদান করত, সংস্রব জল সহিত অর্ঘপাত্র পূর্ব্বস্থানেই স্থাপন করিবে। এইরূপে প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহপক্ষে অর্ঘদান করিয়া সমস্ত অর্ঘপাত্রস্থ সংস্রবজল পিতামহপাত্রে স্থাপন করত বৃদ্ধপ্রপিতামহ-পাত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া "ওঁ পিতৃভ্যঃ স্থানমসি" বলিয়া কর্ত্তার বামে ন্যুব্জীকৃত করিয়া রাখিবে।

তৎপর প্রেতপক্ষে অর্ঘদান।—করযোড়ে "ওঁ অচ্ছিদ্রমিদমর্ঘপাত্রমস্ত" বলিয়া পূর্ব্ববৎ সমস্ত কার্য্য করিয়া অর্ঘপাত্র আচ্ছাদন পূর্ব্বক "ওঁ যা দিব্যা" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া সতিলমোটকগ্রহণপূর্ব্বক "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্ এষোঽর্ঘস্তভ্যং স্বধা" বলিয়া ব্রাহ্মণহস্তে অর্ঘপ্রদান করিবে।

অনন্তর জলস্পর্শপূর্ব্বক দৈবে গন্ধাদি দান করিবে। যথা,—ব্রাহ্মণ সম্মুখে সচন্দনতুলসীপুষ্পযুক্ত যজ্ঞোপবীতান্বিতবস্ত্র আনয়ন করিয়া ধূপদীপ প্রজ্বালিত করিয়া বামহস্তে বস্ত্র ধারণ করত দক্ষিণহস্তে সজলমোটক লইয়া "বিষ্ণুরোম্

পুরূরবোমাদ্রবসৌ বিশ্বেদেবা এতানি তে গন্ধপুষ্পধূপদীপযজ্ঞোপবীতবাসাংসি বাং নমঃ" বলিয়া উৎসর্গ করত "এষ বাং গন্ধঃ, এতদ্বাং পুষ্পং, এষ বাং ধূপঃ, এষ বাং দীপঃ, এতে বাং বাসসী, এতদ্বাং যজ্ঞোপবীতং" বলিয়া প্রত্যেক দ্রব্য দর্শন করাইবে।

পিতামহাদি পক্ষে গন্ধাদি দান,—পূর্ব্ববৎ বস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ এতানি গন্ধপুষ্পধূপদীপযজ্ঞোপবীত-বাসাংসি তুভ্যং স্বধা" ইহা বলিয়া উৎসর্গ করত "এষ তে গন্ধঃ, এতত্তে পুষ্পং" ইত্যাদি বলিয়া সমস্ত দ্রব্য দর্শন করাইবে। প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহ পক্ষেও এইরূপে গন্ধাদি দান করিবে।

প্রেতপক্ষে গন্ধাদি দান।—পূর্ব্ববৎ বস্ত্রাদি লইয়া "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্ এতানি গন্ধপুষ্প" ইত্যাদি বলিয়া উৎসর্গ করত পূর্ব্ববৎ "এষ তে গন্ধঃ" ইত্যাদি বলিয়া সমস্ত দ্রব্য দর্শন করাইবে।

অতঃপর দৈবাদি ক্রমে কৃতাঞ্জলি পুরঃসর "ওঁ গন্ধাদিদানমিদমচ্ছিদ্রমস্তু" বলিবে, পুরোহিত সর্ব্বত্র "ওঁ অস্তু" বলিলে পুনরায় কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ ভোজন-পাত্রমহং পাতয়িষ্যে" ইহা বলিবে, পুরোহিত সর্ব্বত্র "ওঁ পাতয়" এই অনুজ্ঞা করিবেন।

পরে, দৈবে ঈশানকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তক্রমে পূর্ব্বাগ্র চতুষ্কোণ এবং পিতামহাদি তিন পক্ষে ও প্রেতপক্ষে নৈঋতকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া বামাবর্ত্তক্রমে দক্ষিণাগ্র চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তদুপরি ভোজনপাত্র পাতিত করিবে।

অতঃপর অগ্নৌকরণ হোম (৫০৭ পৃ দেখ) করিয়া দৈবপাত্রে দুই বার, পিতামহাদি পাত্রে এক এক বার অন্ন প্রদান করিয়া পিণ্ডার্থ কিঞ্চিৎ পাত্রান্তরে স্থাপন করিবে। প্রেতপাত্রে সমস্ত সামিষান্ন প্রদান করিবে এবং দৈবাদিক্রমে অন্নসমীপে পাত্রান্তরে করিয়া জল রাখিবে।

অতঃপর দৈবে অধোমুখ হস্তদ্বয় দ্বারা অন্নপাত্র এবং পিতামহাদি পাত্রত্রয় উত্তান হস্তদ্বয় দ্বারা ধারণ করিয়া "ওঁ পৃথিবী তে পাত্রং" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ (৪২৬ পৃ দেখ) করিবে কিন্তু প্রেতপক্ষে উক্ত কার্য্য করিবে না।

অনন্তর দৈবে অন্নপাত্র বামহস্তে ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা "ওঁ এতে সর্ব্বে হবিষী শ্রীনিক্তো হব্যো ইমে রক্ষস্ব" বলিয়া জলাভ্যুক্ষণ করত "ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢ়মস্য পাংশুলে" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া

অনথ-অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শপূর্ব্বক "ওঁ অপহতাসুরা রক্ষাংসি বেদীষদঃ" বলিয়া যব বিকীর্ণ করত ব্রাহ্মণে একগণ্ডূষ জল দিয়া গায়ত্রী পাঠ করিবে। পরে ত্রিপত্রগ্রহণ করত "বিষ্ণুরোম্ ওঁ পুরূরবোমাদ্রবসৌ বিশ্বেদেবা ইমে সিদ্ধান্নে ঘৃতাদ্যুপকরণ-সহিতে সযবোদকে স্বাং নমঃ" বলিয়া উৎসর্গ করত "ইমে সিদ্ধান্নে সোপকরণে সযবোদকে এতে হবিষী" বলিয়া প্রত্যেক দ্রব্য দর্শন করাইবে। পরে "ওঁ যথা-সুখং বাগ্‌যতৌ স্বদেতাং" বলিয়া ব্রাহ্মণে একগণ্ডূষ জল দিবে।

তৎপর পিতামহপক্ষে পূর্ব্ববৎ অন্নপাত্র ধারণ করিয়া "ওঁ এতৎ সর্ব্বং হবিঃ শ্রীবিষ্ণো হব্যমিদং রক্ষস্ব" বলিয়া জলের ছিটা দিয়া "ওঁ ইদং বিষ্ণু" ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করাইয়া "ওঁ অপহতা" ইত্যাদি মন্ত্রে তিল বিকিরণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণে একগণ্ডূষ জল প্রদান করত গায়ত্রী পাঠ করিবে। পরে সতিলমোটক গ্রহণপূর্ব্বক "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ এতৎ সিদ্ধান্নং ঘৃতাদ্যুপকরণসহিতং সতিলোদকং তুভ্যং স্বধা" বলিয়া উৎসর্গ করত "ইদমন্নং, ইমা আপঃ, ইদং হবিঃ, এতান্যুপকরণানি" বলিয়া প্রত্যেক দ্রব্য দর্শন করাইয়া "ওঁ যথাসুখং বাগ্‌যতঃ স্বদ" ইহা বলিয়া ব্রাহ্মণে একটু জল দিবে। এইরূপে প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহপক্ষেও অন্নোৎসর্গ করিতে হইবে।

অতঃপর প্রেতপক্ষে পূর্ব্ববৎ "এতৎ সর্ব্বং হবিঃ" ইত্যাদি সমস্ত কার্য্য করিয়া সতিল মোটক গ্রহণ করত "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্ এতৎ সামিষসিদ্ধান্নং ঘৃতাদ্যুপকরণসহিতং সতিলোদকং তুভ্যং স্বধা" বলিয়া উৎসর্গ করত পূর্ব্ববৎ সমস্ত দ্রব্য দর্শন এবং "ওঁ যথাসুখং বাগ্‌যতঃ স্বদ" ইহা বলিয়া ব্রাহ্মণে জলগণ্ডূষ দান করত গায়ত্রী পাঠ করিবে।

তৎপর জলস্পর্শপূর্ব্বক দৈবাদি ক্রমে "ওঁ মধুবাতা" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া (৪২৬ পৃ দেখ) অন্নোপরি মধুদান করিয়া সর্ব্বত্র কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক "ওঁ সিদ্ধান্নদানমধুদানকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু" ইহা বলিবে, পুরোহিত "ওঁ অস্তু" ইহা বলিবেন। অতঃপর রুচিস্তবাদি পড়িয়া "ওঁ সপ্তব্যাধ" ইত্যাদি মন্ত্র (৪২৭ পৃ ২৫ পং দেখ) পাঠ করিবে।

অতঃপর দেব-পিতৃপক্ষের মধ্যে মৃত্তিকাতে কুশ আস্তৃত করিয়া তদুপরি অগ্নিদগ্ধা পিণ্ডদান করিবে। (৪২৮ পৃ দেখ)। তৎপর দৈবে একগণ্ডূষ জলপ্রদান করিয়া "ওঁ রুচিতং" ইহা প্রশ্ন করিবে, পুরোহিত "ওঁ সুরুচিতং" ইহা বলিলে "ওঁ শেষমন্নমপ্যস্তি" ইহা বলিবে, পুরোহিত "ওঁ ইষ্টেভ্যো যথাসুখং বিনি-যুজ্যতাং" ইহা বলিবেন।

তৎপর পিতামহাদি পক্ষে "ওঁ তৃপ্তাঃ স্থ" ইহা প্রশ্ন করিবে, পুরোহিত "ওঁ তৃপ্তাঃ স্মঃ" এই প্রতিবচন বলিলে "ওঁ শেষমন্নমপ্যাস্তি" ইহা বলিবে, পুরোহিত "ওঁ ইষ্টেভ্যো যথাসুখং বিনিযুজ্যতাং" ইহা বলিবেন। পরে প্রেত-পক্ষে "স্বদিতং" ইহা প্রশ্ন করিবে, পুরোহিত "ওঁ সুস্বদিতং" ইহা বলিবে, পরে "ওঁ শেষমন্নমপ্যাস্তি" ইহা বলিবে, পুরোহিত "ওঁ ইষ্টেভো যথাসুখং বিনি-যুজ্যতাং" ইহা বলিবেন।

অনন্তর পিতামহাদি-ব্রাহ্মণাগ্র ভূমিতে "ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং" ইত্যাদি মন্ত্রে দক্ষিণাগ্র চতুষ্কোণ তিনটী মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তাহাতে সমূল কুশপত্র দ্বারা "ওঁ অপহতা" ইত্যাদি এবং "ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং" ইত্যাদি মন্ত্রে দক্ষিণাগ্র রেখাপাত করিয়া রেখা অভ্যুক্ষণ করত স্বীয়বামে নীবী বন্ধন করিয়া পিণ্ড-স্থান উৎসর্গ করিবে। যথা,—বামহস্তে মণ্ডল ধারণ করত দক্ষিণ হস্তে সতিলকুশ জল লইয়া "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ এতদবনেনিক্ষ্ব তুভ্যং স্বধা" বলিয়া উৎসর্গ করিবে। এই ক্রমে প্রপিতা-মহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহের নাম উল্লেখ করিয়া অপর স্থান উৎসর্গ করিবে। পরে তদুপরি সমূল কুশ আস্তৃত করিয়া "ওঁ আয়ান্তু নঃ পিতরঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে কুশোপরি তিল ছড়াইয়া দিবে।

তৎপর প্রেতপক্ষে পূর্ব্ববৎ চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কিত করত তাহাতে দক্ষি-ণাগ্র রেখা পাত করিয়া "ওঁ বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন এতদবনেনিক্ষ্ব তুভ্যং স্বধা" বলিয়া স্থানোৎসর্গ করত কুশাস্তরণপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ তিল বিকীর্ণ করিবে।

অতঃপর জলস্পর্শ পূর্ব্বক পিতামহাদি পক্ষে বিল্বপ্রমাণ তিনটী পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া একটী পিণ্ড সতিল মোটকের সহিত দক্ষিণ হস্তে লইয়া বাম হস্তে পাত্রান্তরে করিয়া কিঞ্চিৎ জল গ্রহণ করত "ওঁ মধুবাতা" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ এতৎ পিণ্ডং সতিলোদকং তুভ্যং স্বধা" বলিয়া কুশোপরি সজল পিণ্ড প্রদান করিবে। এই প্রকারে প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহের নামোল্লেখে পিণ্ডদ্বয় প্রদান করিয়া পিণ্ডাস্থিকে পিণ্ডশেষ বিকীর্ণ করত আস্তীর্ণ কুশদ্বারা অঙ্গুষ্ঠমূলসংলগ্ন অন্ন "ওঁ লেপভুজঃ পিতরঃ প্রীয়ন্তাং" বলিয়া বৃদ্ধপ্রপিতামহপিণ্ডে প্রদান করিবে।

তৎপর প্রেতপক্ষে পূর্ব্ব ক্রমে একটী পিণ্ড গ্রহণ করিয়া "বিষ্ণুরোম

অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্ এতৎ পিণ্ডং সতিলোদকং তুভ্যং স্বধা" বলিয়া সজলপিণ্ড আস্তীর্ণ কুশোপরি স্থাপন করিয়া, পিণ্ডশেষ বিকিরণ করিবে। অতঃপর জলস্পর্শপূর্ব্বক পিতামহাদি পক্ষে কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ অত্র পিতরো মাদয়ধ্বং যথাভাগমাবৃষায়ধ্বং" ইহা জপ করত উত্তরাভিমুখ হইয়া শ্বাস ধারণ পূর্ব্বক "ওঁ বসন্তায়" ইত্যাদি মন্ত্র তিন বার পাঠ করিবে। তৎপর দক্ষিণাভিমুখ হইয়া "ওঁ অমী মদন্তঃ পিতরো যথাভাগমাবৃষায়িষত" ইহা পাঠ করিয়া বিধৃত শ্বাস ত্যাগ করিবে।

অনন্তর প্রেতপক্ষে কৃতাঞ্জলিপুরঃসর "ওঁ অত্র প্রেত মাদয়স্ব যথাভাগমাবৃষায়স্ব" ইহা জপ করিয়া উত্তরমুখ হইয়া শ্বাস ধারণ পূর্ব্বক "ওঁ বসন্তায়" ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার পাঠ করত দক্ষিণমুখী হইয়া "অমীমদৎপ্রেতো যথাভাগমাবৃষায়িষ্ট" ইহা পাঠ করিয়া শ্বাস ত্যাগ করিবে।

অতঃপর জলস্পর্শপূর্ব্বক পিতামহাদি পক্ষে পিণ্ডপাত্রে হস্ত বিধৌত করিয়া প্রত্যবনেজন দান করিবে। যথা,—দক্ষিণ হস্তে সতিলমোটক গ্রহণ পূর্ব্বক বামহস্তে ঐ জলপাত্র ধারণ করিয়া "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ এতৎ প্রত্যবনেজনং তুভ্যং স্বধা" বলিয়া পিতামহপিণ্ডোপরি প্রদান করিবে। এইক্রমে প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহ পিণ্ডোপরি প্রত্যবনেজন দান করিবে।

তৎপর প্রেতপক্ষে পিণ্ডপাত্রে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া বামহস্তে পাত্র গ্রহণ করত "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন এতৎ প্রত্যবনেজনং তুভ্যং স্বধা" বলিয়া প্রেতপিণ্ডোপরি প্রদান করিবে।

অতঃপর নীবীমোচন করিয়া পিতামহাদি পিণ্ডোপরি ষড়ঞ্জলি মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা,—"ওঁ নমো বঃ পিতরঃ শুষ্মায়। ওঁ নমো বঃ পিতরস্তপসে। ওঁ নমো বঃ পিতরো রসায়। ওঁ নমো বঃ পিতরো যজ্জীবং। ওঁ নমো বঃ পিতরো ঘোরায় মন্যবে। ওঁ স্বধায়ৈ পিতরো নমো বঃ।"

প্রেতপক্ষে ষড়ঞ্জলি।—ওঁ নমস্তে প্রেত শুষ্মায়। ওঁ নমস্তে প্রেত তপসে। ওঁ নমস্তে প্রেত রসায়। ওঁ নমস্তে প্রেত যজ্জীবং। ওঁ নমস্তে প্রেত ঘোরায় মন্যবে ওঁ স্বধায়ৈ প্রেত নমস্তে।"

অতঃপর পিতামহাদিপক্ষে পিণ্ডোপরি "এতদ্বঃ পিতরো বাসঃ" বলিয়া বাসসূত্র প্রদান পূর্ব্বক "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ এতদ্বাসস্তুভ্যং স্বধা" বলিয়া সূত্র উৎসর্গ করিয়া দিবে। এই প্রকার প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহ পক্ষেও বাসসূত্র উৎসর্গ করিবে।

প্রেতপক্ষে।—"এতত্বঃ প্রেতা বাসঃ" বলিয়া বাসসূত্র প্রদান করত "বিষ্ণু-রোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্ এতদ্বাসস্তভ্যং স্বধা" বলিয়া উৎসর্গ করিয়া দিবে।

তৎপর জলস্পর্শ পূর্ব্বক পিতামহাদি ও প্রেতপিণ্ডোপরি "ওঁ উর্জ্জং বহন্তী" ইত্যাদি মন্ত্রে জল ধারা দিয়া তুষ্ণীং গন্ধপুষ্প দ্বারা সর্ব্বত্র পিণ্ডের পূজা করিয়া "ওঁ যে সমানাঃ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিয়া (৫২৩ পৃ দেখ) কুশ দ্বারা প্রেত পিণ্ড তিন খণ্ড করিবে।

মাতৃসপিণ্ডনে,—পিতামহ প্রপিতামহপিণ্ড কুশদ্বারা আচ্ছাদন করত মাতৃপিণ্ড ত্রিখণ্ড করিয়া পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে বারত্রয়ে পিতৃপিণ্ডে মিশাইবে। যদি পিতা জীবিত থাকেন, তবে আদ্য খণ্ড পিতামহীপিণ্ডে, দ্বিতীয় খণ্ড প্রপিতামহী-পিণ্ডে এবং তৃতীয় খণ্ড বৃদ্ধপ্রপিতামহীপিণ্ডে মিশ্রিত করিবে।

অতঃপর আদ্যখণ্ড পিতামহপিণ্ডে স্থাপন করত "ওঁ যে সমানাঃ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিয়া মিশ্রিত করত পিণ্ড বর্ত্তুলাকার করিয়া পুনরায় তথায় স্থাপন করিবে এবং দ্বিতীয় খণ্ড প্রপিতামহপিণ্ডে ও তৃতীয় খণ্ড বৃদ্ধপ্রপিতামহপিণ্ডে স্থাপন করত পূর্ব্ববৎ মন্ত্র পাঠ করিয়া মিশ্রিত করত বর্ত্তুলাকার করিয়া পূর্ব্বস্থানে স্থাপন করিবে।

পুনরপি তুষ্ণীং গন্ধাদি দ্বারা পিণ্ড পূজা করিয়া প্রত্যেক ব্রাহ্মণে এক এক গণ্ডূষ জল প্রদান করত কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক "ওঁ পিণ্ডং সম্পন্নং" এইরূপ প্রশ্ন প্রতি ব্রাহ্মণ সমীপে করিবে, পুরোহিত "ওঁ সুসম্পন্নং" ইহা বলিবে "ওঁ পিণ্ড গয়ায়াং গচ্ছ" বলিয়া পিণ্ডসমূহ সঞ্চালিত করত হস্তে উঠাইয়া লইয়া আঘ্রাণ পূর্ব্বক পাত্রান্তরে স্থাপন করিবে। তৎপর "ওঁ সুপ্রোক্ষিত মস্ত" বলিয়া পিণ্ডস্থান সমূহে একটু একটু জল দিবে, পুরোহিত "ওঁ অস্ত" ইহা বলিবেন। পরে দৈবাদি ক্রমে ব্রাহ্মণ হস্তে "ওঁ শিবা আপঃ সন্তু" বলিয়া এক গণ্ডূষ জল দিবে, পুরোহিত "ওঁ সন্ত বলিলে", "ওঁ সৌমনস্যমস্ত" বলিয়া পুষ্প এবং "ওঁ অক্ষতঞ্চারিষ্টঞ্চাস্ত" বলিয়া দূর্ব্বাক্ষত দিবে, পুরোহিত সর্ব্বত্র 'ওঁ অস্ত" এই প্রতিবচন বলিবেন। এই ক্রমে প্রেতপক্ষেও সমস্ত কার্য্য করিবে।

অতঃপর পিতামহাদি প্রত্যেকে অক্ষয্য দান করিবে। যথা,—তিল, ঘৃত ও মধুমিশ্রিত জল গ্রহণপূর্ব্বক "অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুক-দেবশর্ম্মণঃ সপিণ্ডীকরণার্থং অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পার্ব্বণবিধিনা শ্রাদ্ধেঽস্মিন্ দত্তমিদমন্নপানাদিকমক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাং" বলিয়া

পিতামহ-ব্রাহ্মণহস্তে প্রদান করিয়া "ওঁ সর্ব্বং তস্মৈ উপতিষ্ঠতাং" বলিয়া পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণহস্তে জল দিবে। এই রীতিতে প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহ পক্ষে অক্ষয্যদান করিবে।

প্রেতপক্ষে।—উক্ত রূপ জল গ্রহণ বলিয়া "অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ একোদ্দিষ্টবিধিনা সপিণ্ডীকরণশ্রাদ্ধেঽস্মিন্ দত্তমিদমন্নপানাদিকমক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাং।" বলিয়া প্রেত-ব্রাহ্মণ-হস্তে দিবে, এবং "ওঁ সর্ব্বং তস্মৈ উপতিষ্ঠতাং বলিয়া পুনরায় ব্রাহ্মণহস্তে জল দিবে।

অতঃপর পিতামহাদি ক্রমে কৃতাঞ্জলি,—"ওঁ অঘোরাঃ পিতরঃ সন্তু" বলিবে, পুরোহিত "ওঁ সন্তু" প্রতিবচন বলিলে "ওঁ গোত্রং নো বর্দ্ধতাং" বলিবে, পুরোহিত "ওঁ বর্দ্ধতাং" বলিলে, "ওঁ আশিষো মে দীয়ন্তাং" এই প্রশ্ন করিবে, পুরোহিত "ওঁ আশিষঃ প্রতিগৃহ্যন্তাং" ইহা বলিবেন। পরে ব্রাহ্মণের আসনে পুষ্প প্রদান করত আসন হইতে পুষ্পান্তর লইয়া "ওঁ দাতারো" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে, পুরোহিত "ওঁ অস্তু" বলিলে পুষ্প ভূমিতে স্পর্শ করাইয়া স্বীয় মস্তকে দিবে।

দৈবপক্ষে পুষ্পান্তর গ্রহণ করিয়া "ওঁ বিশ্বেষাং দেবানাং বরপ্রসাদোঽস্তু" বলিয়া ভূমিস্পর্শ করাইয়া মস্তকে দিবে।

তৎপর প্রেতপক্ষে কৃতাঞ্জলি,—"ওঁ অঘোরঃ প্রেতোঽস্তু।" "ওঁ গোত্রং নো বর্দ্ধতাং।" "ওঁ আশিষো মে দীয়ন্তাং" ইহা বলিবে, পুরোহিত যথাক্রমে "ওঁ অস্তু, ওঁ বর্দ্ধতাং, ওঁ প্রতিগৃহ্যন্তাং" বলিবেন। প্রেতকর্ম্মত্ব হেতুক আশীর্ব্বাদ গ্রহণ নাই।

অতঃপর পিতামহাদি পক্ষে পংক্তিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণসমীপে "ওঁ স্বধাং বাচয়িষ্যে" এই প্রশ্ন করিবে, পুরোহিত "ওঁ বাচয়" এই প্রতিবচন বলিলে, পূর্ব্বদত্ত পবিত্র আনয়ন করত তাহার গ্রন্থি মোচনপূর্ব্বক জলের সহিত "ওঁ পিতৃভ্যঃ স্বধোচ্যতাং" বলিয়া পিতামহপিণ্ডস্থানে দিবে, এবং "ওঁ প্রপিতামহেভ্যঃ স্বধোচ্যতাং" "ওঁ বৃদ্ধপ্রপিতামহেভ্যঃ স্বধোচ্যতাং বলিয়া উভয়ের পিণ্ডস্থানে পবিত্র দিবে। পুরোহিত সর্ব্বত্র "ওঁ অস্তু স্বধা" এই প্রতিবচন বলিবেন।

অতঃপর পুনরায় পিণ্ডস্থানে ঊর্জ্জধারা দিয়া ন্যুব্জীকৃত পাত্র উত্তোলন করত পাত্রস্থ জল স্বীয় মস্তকে দিবে।

পরে পিতামহাদি পক্ষে দক্ষিণা করিবে। যথা,—

"বিষ্ণুরোম্ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ সপিণ্ডী-

করণার্থং অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ কৃতৈতৎপার্ব্বণবিধিক-শ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং রজতং তন্মূল্যং বা "যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।"

পরে "অনয়া দক্ষিণয়া শ্রাদ্ধমিদং সদক্ষিণমস্তু" ইহা বলিয়া ব্রাহ্মণে একগণ্ডূষ জল দিয়া "রজতং রজতং" বলিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী অঙ্গুলি দর্শন করাইবে। এই প্রকারে প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহপক্ষেও দক্ষিণা দান করিবে।

প্রেতপক্ষে,—অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ কৃতৈতৎ-একোদ্দিষ্টবিধিক সপিণ্ডীকরণশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং ইত্যাদি।" পূর্ব্ববৎ সমস্ত কার্য্য করিবে।

দৈবপক্ষে,—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ সপিণ্ডী করণার্থং অমুকগোত্রস্য, [পিতামহস্য ইত্যাদি পুরূরবোমাদ্রবসোর্ব্বিশ্বেষাং দেবানাং কৃতৈতৎপার্ব্বণবিধিকশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণাং কাঞ্চনং তন্মূল্যং বা ইত্যাদি।" পূর্ব্ববৎ সমস্ত কার্য্য করিবে।

তৎপর "ওঁ বিশ্বেদেবাঃ প্রীয়ন্তাং" বলিয়া দেবব্রাহ্মণে একটু জলদিয়া "ওঁ দেবতাভ্যঃ" ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবে। পরে "ওঁ বাজে বাজে" ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া কুশদ্বারা প্রথমত পিতামহাদি ব্রাহ্মণত্রয় পরে দেবব্রাহ্মণ বিসর্জ্জন করিবে। পরে "ওঁ অভিরম্যতাং ক্ষমস্ব" বলিয়া আসন চালিত করিয়া "ওঁ আ মা বাজস্য" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণহস্তে জলপুষ্প দিয়া প্রথমত পিতামহাদি ব্রাহ্মণত্রয় পরে দৈবব্রাহ্মণকে নমস্কার করিবে।

প্রেতপক্ষে,—ওঁ অভিরম্যতাং ক্ষমস্ব" বলিয়া আসন সঞ্চালন করত "ওঁ আ মা বাজস্য" ইত্যাদি মন্ত্রে আসনে জলপুষ্প দিবে। প্রেতকার্য্য হেতুক নমস্কার করিবে না। তৎপর পিতামহাদি ব্রাহ্মণত্রয় সমীপে "ওঁ ভবতাহং কৃতার্থী কৃতঃ" বলিয়া প্রার্থনা করিবে, পুরোহিত "ওঁ কৃতার্থো ভব" ইহা বলিবেন।

অতঃপর পাত্র সমর্পণ,—প্রথমত পিতামহপাত্র সমর্পণ করিবে,—"ওঁ যস্য শ্রাদ্ধং কৃতং তস্যাক্ষয়তৃপ্তয়ে ত্বয়ি ব্রাহ্মণে পাত্রমিদং সমর্পিতং" বলিয়া পাত্রীয় অন্নাদি জলে দিবে। এই ক্রমে প্রপিতামহপাত্র ও বৃদ্ধপ্রপিতামহ-পাত্র সমর্পণ করিবে।

দৈবপক্ষে,—"ওঁ যয়োঃ শ্রাদ্ধং কৃতং তয়োঃ রক্ষয়তৃপ্তয়ে ত্বয়ি ব্রাহ্মণে পাত্র-মিদং সমর্পিতং।"

প্রেতপক্ষে,—পিতামহাদিবৎ পাত্র সমর্পণ করিবে। পুরোহিত সর্ব্বত্র "ওঁ অস্তু" এই প্রতিবচন বলিবেন।

অতঃপর অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্য প্রশমনাদি করিয়া শান্তি আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে।

পূরক পিণ্ডদান।

প্রথমত স্নানাদি করিয়া দক্ষিণাভিমুখী হইয়া উপবেশন করত আচমন-পূর্ব্বক প্রাচীনাবীতী ও পাতিত বামজানু হইয়া "ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়াগঙ্গা-প্রভাসপুষ্করাণি চ তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি প্রথম-পূরকপিণ্ডদানকালে ভবন্তিহ।" করযোড়ে ইহা পাঠ করিবে। তৎপর "ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং" ইত্যাদি মন্ত্রে নৈর্ঋতকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বাদি ক্রমে উত্তরাগ্র চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া "ওঁ অপহতা" ইত্যাদি এবং "ওঁ নিহন্মি" ইত্যাদি মন্ত্রে সমূলকুশদ্বয় দ্বারা মণ্ডলমধ্যে দক্ষিণাগ্র রেখাদ্বয় পাত করত জলদ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া স্বীয় বামে নীবীধারণ করত বামহস্তে মণ্ডল ধারণ করিয়া দক্ষিণহস্তে সতিলকুশ ও জল গ্রহণপূর্ব্বক "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্মন্প্রেত-বনেনিক্ষ্ব তুভ্যমুপতিষ্ঠতাং" বলিয়া মণ্ডলে জলের ছিটা দিবে।

তৎপর তুলসী প্রভৃতি দূরীকৃত করিয়া রেখোপরি সমূল কুশ আস্তীর্ণ করত "ওঁ অপহতাসুরা রক্ষাংসি বেদীষদঃ" মন্ত্রে কুশোপরি তিল বিকীর্ণ করত তিল-মধু-ঘৃত-দুগ্ধযুক্ত পিণ্ড গ্রহণ করিয়া "ওঁ মধুবাতা" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক "বিষ্ণুরোম্ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণ এতৎ প্রথমপিণ্ডং শিরঃপূরকমুপতিষ্ঠতাং" এই বলিয়া আস্তীর্ণ কুশোপরি পিতৃতীর্থক্রমে প্রদান করিবে।

তৎপর পিণ্ডান্তিকে পিণ্ডশেষ বিকীর্ণ করত কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ অত্র প্রেত মাদয়স্ব যথাভাগমাবৃষায়স্ব" পাঠ করিয়া উত্তরমুখী হইয়া শ্বাস ধারণ-পূর্ব্বক "ওঁ বসন্তায়" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত শ্বাস ত্যাগ করিবে। তৎপর দক্ষিণমুখী হইয়া "ওঁ অমীমদৎ প্রেতো যথাভাগমাবৃষায়িষ্ট" ইহা পাঠ করিবে।

তৎপর পিণ্ডপাত্র-প্রক্ষালিত জল দ্বারা "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্ এতৎ প্রত্যবনেজনং তুভ্যমুপতিষ্ঠতাং।" বলিয়া পিণ্ডোপরি প্রদান করিবে। পরে নীবী পরিত্যাগ করত পিণ্ডোপরি ষড়ঞ্জলিমন্ত্র

পাঠ করিবে।—"ওঁ নমো বঃ প্রেতাঃ শুষ্মায়। ওঁ নমো বঃ প্রেতাস্তপসে ওঁ নমো বঃ প্রেতা যজ্জীবং। ওঁ নমো বঃ প্রেতা রসায়। ওঁ নমো বঃ প্রেতা ঘোরায় মন্যবে। ওঁ স্বধায়ৈ প্রেতা নমো বঃ।"

তৎপর "ওঁ এতদ্বঃ প্রেতা বাসঃ" বলিয়া পিণ্ডোপরি ঊর্ণাতন্তু (মেষ-লোম) কুশসহিত প্রদান করিয়া বামহস্ত দ্বারা তাহা ধারণ করত "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্মন্ এতত্তে ঊর্ণাতন্তুময়ং বাস উপতিষ্ঠতাং" বলিয়া উৎসর্গ করিয়া দিবে। তৎপর পিণ্ডোপরি "ওঁ ঊর্জ্জং বহন্তী" ইত্যাদি মন্ত্রে ঊর্জ্জ ধারা দিয়া অমন্ত্রক পিণ্ডের পূজা করিবে।

তৎপর পিণ্ডসংখ্যক * কাঁচা মৃত্তিকাপাত্রে জল ও একটী মৃন্ময় পাত্রে দুগ্ধ প্রদান করিয়া বামহস্তে নীরপাত্র ধারণ করিয়া "ওঁ নীরায় নমঃ" বলিয়া অর্চ্চনা করত "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্ এতত্তে স্নানার্থং নীরমুপতিষ্ঠতাং" বলিয়া উৎসর্গ করিয়া, "ওঁ স্নাহি" ইহা বলিবে। তৎপর ক্ষীর-পাত্র বামহস্তে ধরিয়া "ওঁ ক্ষীরায় নমঃ" বলিয়া অর্চ্চনা করত "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্ এতত্তে পানার্থং ক্ষীরং উপতিষ্ঠতাং" বলিয়া উৎসর্গ করিয়া "ওঁ পিব" ইহা বলিবে।

তৎপর কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক "ওঁ শ্মশানানলদগ্ধোহসি পরিত্যক্তোহসি বান্ধবৈঃ। ইদং নীরমিদং ক্ষীরমত্র স্নাহি ইদং পিব॥ ওঁ আকাশস্থো নিরালম্বো বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ। অত্র স্নাত্বা ইদং পীত্বা স্নাত্বা পীত্বা সুখী ভব॥" এই মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিবে।

তৎপর কাকবলি।—"এতৎ পাত্রং ওঁ যমদ্বারাবস্থিতনানাদিগ্দেশীয় বায়সেভ্যো নমঃ" ইত্যাদি ক্রমে পূজা করিয়া বামহস্তে অন্ন ধারণপূর্ব্বক "বিষ্ণুরোম্ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ তৃপ্ত্যর্থং যমদ্বারাবস্থিত-নানাদিগ্দেশীয় বায়সেভ্য এষ বলির্নমঃ" বলিয়া অন্ন উৎসর্গ করত কৃতাঞ্জলি-পুরঃসর "ওঁ কাক ত্বং যমদূতোঽসি গৃহাণ বলিমুত্তমং। যমলোকগতং প্রেতং সমাপ্যায়িতুমর্হসি॥ ওঁ কাকায় কাকপুত্রায় বায়সায় মহাত্মনে অত্র পিণ্ডং প্রযচ্ছামি কৃপ্যতাং ধর্ম্মবাজিন॥" ইহা পাঠ করিবে।

দক্ষিণা।—অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ কৃতৈতৎ

---

* পিণ্ডসমসংখ্যক—অর্থাৎ প্রথম পিণ্ডে একটী, দ্বিতীয়পিণ্ডে দুইটী, তৃতীয় পিণ্ডে তিনটী, এই ক্রমে পিণ্ডসংখ্যানুসারে ঐ জল পাত্র হইবে। ক্ষীরপাত্র প্রতি পিণ্ডে একটী দিতে হইবে।

প্রথমপূরকপিণ্ডদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং রজতং তন্মূল্যং বা যথাসম্ভব-গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।"

তৎপর অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্য প্রশমন করিবে। স্বগৃহে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে নীর ক্ষীর প্রদান করিবে।

এই ক্রমে দ্বিতীয় দিন দ্বিতীয় পিণ্ড, তৃতীয় দিন তৃতীয় পিণ্ড, চতুর্থ দিন চতুর্থপিণ্ড—এইক্রমে দশাহে দশপিণ্ড দান করিবে। সমস্ত কার্য্যই এক প্রকার কেবল পিণ্ডদানের সময় "প্রথমপিণ্ডং শিরঃপূরকং" এই স্থলে দ্বিতীয় পিণ্ডে—"এতদ্দ্বিতীয়পিণ্ডং কর্ণাক্ষিনাসাপূরকং" বলিবে। তৃতীয়পিণ্ডে,—এতৎ তৃতীয়পিণ্ডং গলাংসভুজবক্ষঃপূরকং।" চতুর্থপিণ্ডে,—"নাভিলিঙ্গগুদ-পূরকং।" পঞ্চমপিণ্ডে,—জানুজঙ্ঘাপাদপূরকং।" ষষ্ঠপিণ্ডে,—"সর্ব্বমর্ম্মপূরকং।" সপ্তমপিণ্ডে,—"নাড়ীপূরকং।" অষ্টমপিণ্ডে,—"দন্তরোমপূরকং।" নবম-পিণ্ডে,—"বীর্য্যপূরকং।" দশমপিণ্ডে,—"পূর্ণতাতৃপ্ততাক্ষুদ্বিপর্য্যয়পূরকং।" বলিবে। *

আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ প্রয়োগ।

প্রাতঃসন্ধ্যাদি সমাপন করিয়া পূর্ব্বমুখে উপবিষ্ট হইয়া তিলতৈলে প্রদীপ প্র[illegible] করিয়া শালগ্রামে বা জলে বিষ্ণুর পূজা করত (পূর্ব্বদিবস অধিবাস না হইয়া থাকিলে, এই সময় অধিবাসক্রমে অধিবাস করিবে) স্বস্তিবাচন-পূর্ব্বক কুশত্রয় সহিত তিল-পুষ্প-ফলান্বিত জলপূর্ণ পাত্র গ্রহণ করিয়া সংকল্প করত গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকাগণের পূজা সমাপন করিবে (৪৪০ পৃ দেখ)।

পরে গৃহভিত্তিতে গোময়লিপ্তস্থানে নাভিপ্রমাণ ঊর্দ্ধে অনতিদীর্ঘ বা অনতিহ্রস্ব সাতবার বা পাঁচ বার † ঘৃতধারা দিবে। মন্ত্র যথা,—

---

* শিরস্ত্বাদ্যেন পিণ্ডেন প্রেতস্য ক্রিয়তে মিথঃ। দ্বিতীয়েন তু কর্ণাক্ষিনাসিকা চ তথা পরং॥ গলাংসভুজবক্ষাংসি তৃতীয়েন তু পূরয়েৎ। চতুর্থেন তু পিণ্ডেন নাভিলিঙ্গগুদানি চ॥ জানুজঙ্ঘাস্তথা পাদঃ পঞ্চমেন তু সর্ব্বদা। সর্ব্বমর্ম্মাণি ষষ্ঠেন সপ্তমেন তু নাড়য়ঃ॥ দন্তরোমা-ণ্যষ্টমেন বীর্য্যঞ্চ নবমেন তু। পূর্ণতা তৃপ্ততা চৈব দশমে ক্ষুদ্বিপর্য্যয়ঃ॥ ইতি শুদ্ধিতত্ত্বে।

† কুড্যলগ্নাং বসোর্ধারাং সপ্তধারাং ঘৃতেন তু। কারয়েৎ পঞ্চধারাং বা নাতিহ্রস্বাং ন চাতিদীর্ঘাম্॥ ইতি কাত্যায়নঃ।

"ওঁ বসোঃ পবিত্রমসি সহস্রধারং দেবস্ত্বা সবিতা পুনাতু । বসোঃ পবিত্রেণ শতধারেণ সুপ্বা কামধুক্ষঃ ।"

এই মন্ত্রে বসুধারা দিয়া আয়ুষ্য সূক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে । যথা,—"ওঁ আয়ুষ্যং বর্চ্চস্যং রায়স্পোষমৌদ্ভিদং ইদং হিরণ্যং বর্চ্চস্যং যে ত্বায়া বিয়মাধুনা ॥" অতঃপর বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিবে । *

প্রথমতঃ যজ্ঞেশ্বর ও বাস্তুপুরুষের পূজা (৫০৩পৃ দেখ) করিয়া প্রত্যেক পক্ষে যুগ্ম যুগ্ম কুশময় ব্রাহ্মণ "ওঁ সহস্রশীর্ষা" ইত্যাদি মন্ত্রে স্নান করাইয়া পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করত স্বীয় স্বীয় আসনে স্থাপন করিবে ।

তৎপর দৈবে নিমন্ত্রণ বাক্য করিবে । যথা,—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ শুভ অমুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যা মাতুরমুকদেব্যাঃ, অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যা প্রপিতামহ্যা অমুকদেব্যাঃ, অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যা প্রপিতামহ্যা অমুকদেব্যাঃ, অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণঃ, অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ, অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ, অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য মাতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ, অমুকগোত্রস্য নন্দীমুখস্য প্রমাতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ, অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ, আভ্যুদয়িকে শ্রাদ্ধে কর্ত্তব্যে বসুসত্যয়োর্বিশ্বেষাং দেবানাং আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধং কর্ত্তুং কুশময়ব্রাহ্মণাবহং নিমন্ত্রয়ে ।"

পুরোহিত "ওঁ নিমন্ত্রণপ্রসন্নোঽস্মি" এই প্রতিবচন বলিবেন । পরে কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক "ওঁ অক্রোধনৈঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া "ওঁ স্বাগতং ভবদ্ভ্যাং" ইহা বলিবে, পুরোহিত "ওঁ সুস্বাগতং" ইহা বলিলে ব্রাহ্মণে পাদ্যাদি দান করিবে ।

মাতৃপক্ষে,—"অদ্যেত্যাদি —প্রপিতামহ্যাঃ অমুকদেব্যা আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধং কর্ত্তুং ইত্যাদি ।" পূর্ব্ববৎ কার্য্য করিবে ।

পিতৃপক্ষে,—"অদ্যেত্যাদি—অমুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য

* কন্যাপুত্রবিবাহে তু প্রবেশে নববেশ্মনঃ । নামকর্ম্মণি বালানাং চূড়াকর্ম্মাদিকে তথা ॥ সীমন্তোন্নয়নে চৈব পুত্রাদিমুখদর্শনে । নান্দীমুখং পিতৃগণং পূজয়েৎ প্রযতো গৃহী ॥ ইতি বিষ্ণুপুরাণে ।—চূড়াকর্ম্ম ইত্যাদিশব্দাদুপনয়নাদীনাং গ্রহণং । সীমন্তোন্নয়নে চেতি চকারাৎ গর্ভাধানপুংসবনাদীনাং গ্রহণং । পুত্রাদিমুখদর্শনে পুত্রস্যাদ্যমুখদর্শনে । আদিশব্দাৎ পুত্রপৌত্রয়োরুপসংগ্রহঃ ॥

পিতুঃ অমুকদেবশর্ম্মণঃ ইত্যাদি (তিন পুরুষের নাম) আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধং কর্ত্তুং” ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ সমস্ত কার্য্য করিবে।

মাতামহপক্ষে,—মাতামহাদিত্রয়ের নাম উল্লেখপূর্ব্বক পিতৃপক্ষের ন্যায় কার্য্য করিবে। তৎপর দৈবাদি ক্রমে ব্রাহ্মণস্পর্শ করিয়া “ওঁ সিদ্ধে ইমে আসনে অত্রাস্যাতাং” ইহা বলিয়া “ওঁ দেবতাভ্যঃ” ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া গায়ত্রী পাঠ করত দৈবাদি ক্রমে অনুজ্ঞা করিবে।

দৈবে অনুজ্ঞা,—“অদ্যেত্যাদি—আভ্যুদয়িকে শ্রাদ্ধে কর্ত্তব্যে বসুসত্যয়োর্ব্বিশ্বেষাং দেবানাং আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধমামান্নেন ঘৃতাদ্যুপকরণসহিতেন সযবোদকেন কুশময়ব্রাহ্মণয়োরহং করিষ্যে” ইহা বলিবে, পুরোহিত “ওঁ কুরুষ” ইহা বলিবেন।

মাতৃপক্ষে,—“অদ্যেত্যাদি শুভামুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যা মাতুরমুকদেব্যা অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যাঃ পিতামহ্যা অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যাঃ প্রপিতামহ্যাঃ অমুকদেব্যাঃ আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধমামান্নেন ঘৃতাদ্যুপকরণসহিতেন সযবোদকেন কুশময়ব্রাহ্মণয়োরহং করিষ্যে।”

পিতৃপক্ষে,—“অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণঃ, অমকুগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ, অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধমামান্নেন ইত্যাদি।”

মাতামহপক্ষে,—পিতৃপক্ষবৎ মাতামহাদিত্রয়ের নাম উল্লেখ পূর্ব্বক অনুজ্ঞা করিবে। পুরোহিত সর্ব্বত্র “ওঁ কুরুষ” এই প্রতিবচন বলিবেন।

তৎপর দৈবে ত্রিপত্র গ্রহণ করিয়া “ওঁ বসুসত্যৌ বিশ্বেদেবা এতে কুশাসনে বাং নমঃ।” বলিয়া ত্রিপত্র প্রদান করত ব্রাহ্মণের পাদদ্বয়ের অধোদেশে কুশপ্রদান করিয়া মৃজ্জলে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য ও ভূমি প্রোক্ষণ করত রক্ষার্থ জলপাত্র ব্রাহ্মণের একদেশে স্থাপন করিবে।

মাতৃপক্ষে কুশাসন দান,—“বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতরমুকি দেবি, অমুকগোত্রে নান্দীমুখি পিতামহি অমুকি দেবি, অমুকগোত্রে নান্দীমুখি প্রপিতামহি অমুকি দেবি এতে কুশাসনে বাং নমঃ।” বলিয়া কুশপ্রদান করত পাদদ্বয়ের অধোদেশে কুশপ্রদান পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য ও ভূমি প্রোক্ষণ করত রক্ষার্থে উদকপাত্র ব্রাহ্মণের একদেশে স্থাপন করিবে।

পিতৃপক্ষে,—“অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুকদেবশর্ম্মন্, অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্, অমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহ

অমুকদেবশর্ম্মন্ এতে কুশাসনে বাং নমঃ" বলিয়া কুশাসন উৎসর্গ করত পূর্ব্ববৎ সমস্ত কার্য্য করিবে।

মাতামহপক্ষে.—পিতৃপক্ষক্রমে মাতামহাদিত্রয়ের নাম উল্লেখ করিয়া পূর্ব্ববৎ সমস্ত কার্য্য করিবে।

দৈবে যব গ্রহণ করিয়া—"ওঁ বিশ্বান্ দেবান্ আবাহয়িষ্যে" এই প্রশ্ন করিবে, পুরোহিত 'ওঁ আবাহয়" এই অনুজ্ঞা করিলে "ওঁ বিশ্বে দেবাস আগত" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া হস্তস্থ যব বিকীর্ণ করত কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক "ওঁ বিশ্বে দেবাঃ শৃণুতেমং হবং" ইত্যাদি "বর্হিষি মাদয়ধ্বং। যবোঽসি যবয়াস্মদ্দ্বেষো যবয়ারাতীঃ" ইহা পাঠ করিবে।

মাতৃপক্ষে—যব গ্রহণ করিয়া "ওঁ নান্দীমুখান্ পিতৄন্ আবাহয়িষ্যে" এই প্রশ্ন করিবে, পুরোহিত "ওঁ আবাহয়" ইহা বলিলে, "ওঁ উশন্তস্ত্বা" ইত্যাদি নান্দীমুখান্ পিতৄন্ হবিষেঽত্তবে" এই মন্ত্র পড়িয়া যব বিকীর্ণ করত কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ আয়ান্তু নো নান্দীমুখাঃ পিতরঃ সোম্যাসোঽগ্নিষ্বাত্তা পথিভির্দ্দেবযানৈরস্মিন্ যজ্ঞে পুষ্ট্যা মদন্তেঽধি ব্রুবন্তু তেঽবন্ত্বস্মান্।" ইহা পাঠ করিবে।

পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষে যব গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ববৎ আবাহনাদি করত যব বিকীর্ণ করিয়া "ওঁ আয়ান্তু নো" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে।

তৎপর দৈবে একশাখি কুশপত্র ভূমিতে পাতিত করিয়া তদুপরি অর্ঘপাত্র স্থাপন করত সাগ্র গর্ভশূন্য কুশপত্রদ্বয় কুশান্তর দ্বারা বেষ্টন করিয়া "ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ" বলিয়া নখ ব্যতীত প্রাদেশ প্রমাণ ছিন্ন করিয়া "ওঁ বিষ্ণোর্ম্মনসা পূতে স্থঃ" বলিয়া জলাভ্যুক্ষণ প্রদান করত অর্ঘপাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক "ওঁ শন্নো দেবী" ইত্যাদি মন্ত্রে জলগণ্ডূষ দ্বারা পবিত্র স্নান করাইয়া "ওঁ যবোঽসি যবয়াস্মদ্দ্বেষো যবয়ারাতীঃ"। বলিয়া অর্ঘপাত্রে যব বিকিরণপূর্ব্বক অমন্ত্রক গন্ধপুষ্প প্রদান করিয়া কুশান্তর দ্বারা অচ্ছাদন করিবে।

তৎপর মাতৃপক্ষাদি ব্রাহ্মণাগ্র ভূমিতে কুশপত্রত্রয় পাতিত করিয়া তাহার মূলে তিন, মধ্যে তিন ও অগ্রে তিন সর্ব্বসমেত নয়টী অর্ঘপাত্র পাতিত করত পূর্ব্ববৎ পবিত্র গ্রহণ করত পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে ছেদন ও অভ্যুক্ষণ করত এক এক পাত্রে এক একটী স্থাপনপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ জলগণ্ডূষত্রয় প্রদান করিয়া যব গ্রহণ করত "ওঁ যবোঽসি সোমদেবত্যো গোসবো দেবনির্ম্মিতঃ। প্রত্নমদ্ভিঃ পৃক্তঃ

পূজ্যা নান্দীমুখান্ পিতৄন্ লোকান্ প্রীণাহি নঃ স্বাহা॥" বলিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্রমে প্রত্যেক অর্ঘপাত্রে যব ছড়াইয়া দিবে এবং তূষ্ণীং গন্ধপুষ্পাক্ষত প্রদান করিয়া কুশান্তর দ্বারা আচ্ছাদন করিবে।

তৎপর দৈবে কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ অচ্ছিদ্রমিদমর্ঘপাত্রমস্তু" ইহা বলিবে, পুরোহিত "ওঁ অস্তু" বলিবেন। তৎপর আচ্ছাদিত কুশ ফেলিয়া দিয়া ব্রাহ্মণ-হস্তে পবিত্র দান এবং জলান্তর ও পুষ্পান্তর প্রদান করত "ওঁ শিরঃপ্রভৃতিসর্ব্ব-পাত্রেভ্যো নমঃ" বলিয়া অর্ঘপাত্রস্থ পুষ্প ব্রাহ্মণহস্তে দিবে। পরে অর্ঘপাত্র বামহস্তে লইয়া দক্ষিণহস্তে আচ্ছাদনপূর্ব্বক "ওঁ যা দিব্যা" ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া ত্রিপত্র গ্রহণ করত "ওঁ বসুসত্যৌ বিশ্বেদেবা এযোঽর্ঘো বাং নমঃ॥" বলিয়া ব্রাহ্মণহস্তে অর্ঘ প্রদান করিবে।

তৎপর মাতৃপক্ষাদিতে প্রত্যেকে কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক "ওঁ অচ্ছিদ্রমিদমর্ঘ-পাত্রমস্তু" বলিবে, পুরোহিত সর্ব্বত্র "ওঁ অস্তু" এই প্রতিবাক্য বলিবেন। পরে পূর্ব্ববৎ ব্রাহ্মণহস্তে পবিত্রাদি দান করিয়া প্রথমত মাতৃ-অর্ঘ পাত্র বামহস্তে লইয়া দক্ষিণহস্তে আচ্ছাদন করত "ওঁ যা দিব্যা" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতরমুকি দেবি এযোঽর্ঘো বাং নমঃ" বলিয়া অর্ঘ প্রদান করিবে। তৎপর সংস্রব জলসহ পাত্র পূর্ব্বস্থানে স্থাপন করিবে। এই ক্রমে পিতামহী ও প্রপিতামহীর অর্ঘদান করিবে।

পিতৃপক্ষে,—পূর্ব্ববৎ পবিত্রাদি প্রদান করিয়া পূর্ব্বক্রমে অর্ঘপাত্র গ্রহণ করত "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুকদেবশর্ম্মন্ এযোঽর্ঘো বাং নমঃ" বলিয়া ব্রাহ্মণহস্তে অর্ঘপ্রদান করিবে।" পরে সংস্রব জলসহিত পাত্র পূর্ব্বস্থানে স্থাপন করিবে। এই ক্রমে পিতামহ, প্রপিতামহ এবং মাতামহাদিত্রয়ের অর্ঘ ব্রাহ্মণহস্তে প্রদান করিয়া সংস্রবজল সহিত পাত্র পূর্ব্বস্থানে স্থাপন করিবে।

অনন্তর সমস্ত সংস্রব জল মাতার অর্ঘ্যপাত্রে স্থাপন করিয়া প্রপিতামহী-পাত্র দ্বারা আচ্ছাদন করত "ওঁ নান্দীমুখেভ্যঃ পিতৃভ্যঃ স্থানমসি" বলিয়া কর্ত্তার বামে স্থাপন করিবে।

পরে দৈবে গন্ধাদিদান করিবে। সচন্দন পুষ্পযজ্ঞোপবীতান্বিত ধূপদীপ যুক্ত বস্ত্রযুগ্ম গ্রহণ করিয়া "ওঁ বসুসত্যৌ বিশ্বেদেবা এতানি গন্ধপুষ্পধূপদীপ-যজ্ঞোপবীতবাসাংসি বাং নমঃ" বলিয়া বস্ত্রাদি উৎসর্গ করত "ওঁ এব বাং গন্ধঃ" এই ক্রমে সমস্ত দ্রব্য দর্শন করাইবে। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ গন্ধাদিদান-মিদ মচ্ছিদ্রমস্তু" ইহা বলিবে, পুরোহিত "ওঁ অস্তু" ইহা বলিবেন।

তৎপর মাতৃপক্ষে.—পূর্ব্বোক্তরূপে বস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া "বিষ্ণুরোম্ অমুক-গোত্রে নান্দীমুখি মাতঃ অমুকি দেবি অমুকগোত্রে নান্দীমুখি পিতামহি অমুকি দেবি অমুকগোত্রে নান্দীমুখি প্রপিতামহি অমুকি দেবি এতানি ইত্যাদি।" তৎপর পূর্ব্ববৎ সমস্ত দ্রব্য দর্শন করাইয়া পূর্ব্ববৎ অচ্ছিদ্র করিবে।

পিতৃপক্ষে,—"বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুকদেবশর্ম্মন্ ইত্যাদি" পূর্ব্ববৎ কার্য্য করিবে।

মাতামহপক্ষে,—পিতৃপক্ষক্রমে মাতামহাদিত্রয়ের নামোল্লেখ করত গন্ধাদি দান করিবে।

তৎপর দৈবে কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ ভোজনপাত্রমহং পাতয়িষ্যে" বলিবে, পুরোহিত "ওঁ পাতয়" এই প্রতিবচন বলিবেন।

অনন্তর মাতৃপক্ষাদিক্রমে "ওঁ ভোজনপাত্রমহং পাতয়িষ্যে" বলিবে, পুরোহিত সর্ব্বত্র "ওঁ পাতয়" বলিবেন, তৎপর সর্ব্বত্র পাত্র পাতিত করিয়া অগ্নৌ-করণহোম (৫০৭ পৃ ২৬ পং দেখ) করিয়া দৈবাদিক্রমে "ওঁ পৃথিবী তে পাত্রং" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া পাত্রাবলম্বন করিবে।

তৎপর দৈবাদি ক্রমে, সমস্ত প্রকার অন্নাদি পরিবেশন করিয়া সজলপাত্র একপার্শ্বে স্থাপন করিবে।

প্রথমত দৈবপাত্র ধারণ করিয়া, "ওঁ এতৎ সর্ব্বং হবিঃ শ্রীবিষ্ণো হব্যো রক্ষস্ব" বলিয়া অন্নে জলের অভ্যুক্ষণ প্রদান করত "ওঁ ইদং বিষ্ণুঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে অন্নে অঙ্গুষ্ঠস্পর্শ করিয়া "ওঁ অপহতা" ইত্যাদি মন্ত্রে অন্নোপরি যব বিকীর্ণ করত ব্রাহ্মণদ্বয়কে জলগণ্ডূষ প্রদান করিয়া গায়ত্রী পাঠ করিবে। তৎপর "ওঁ মধু, ওঁ মধু ওঁ মধু" ইহা জপ করিয়া অমন্ত্রক অন্নে মধুপ্রদান * করত বামহস্তে অন্নপাত্র ধরিয়া দক্ষিণহস্তে কুশযবতুলসী যুক্ত জল লইয়া "ওঁ বসুসত্যৌ বিশ্বেদেবা ইমে আমে অন্নে সোপকরণে সযবোদকে বং নমঃ" বলিয়া উৎসর্গ করত "ওঁ ইমে আমে অন্নে সোপকরণে সোদকে ইমে হবির্বী" বলিয়া প্রত্যেক দ্রব্য দর্শন করাইবে। পরে "মধু মধু" জপ করিয়া অন্নে মধুপ্রদান করিয়া "ওঁ যথাসুখং বাগ্যতৌ স্বদেতাং" ইহা বলিয়া ব্রাহ্মণে একগণ্ডূষ জল দিবে।

তৎপর মাতৃপক্ষে পাত্র ধারণ করিয়া "ওঁ এতৎ সর্ব্বং হবিঃ শ্রীবিষ্ণো কব্যং

* মধুমধ্বিতি মন্ত্রস্য ত্রির্জপন শ্রুতিমিচ্ছতি। পায়সান্নমধুরং সোঽত্র মধু মন্ত্রবিবর্জ্জিতঃ। ইতি কাত্যায়নঃ।

রক্ষস্ব" ইত্যাদি সমস্ত কার্য্য করিয়া বামহস্তে পাত্র ধারণ করত" বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতরমুকি দেবি, অমুকগোত্রে নান্দীমুখি পিতামহি অমুকি দেবি, অমুকগোত্রে নান্দীমুখি প্রপিতামহি অমুকি দেবি ইমে আমে অন্নে সোপকরণে সম্বোদকে বাং নমঃ" বলিয়া উৎসর্গ করত দৈববৎ সমস্ত দ্রব্য দর্শন করাইবে এবং দৈবক্রমে অন্নে মধু ও ব্রাহ্মণে জলগণ্ডূষ দিবে।

পিতৃপক্ষে,—দৈববৎ সমস্ত কার্য্য করিয়া অন্নধারণ করত "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুকদেবশর্ম্মন্ অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ অমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ ইমে আমে ইত্যাদি" বলিয়া উৎসর্গ করত প্রত্যেক দ্রব্য দর্শন করাইয়া অন্নে মধু ও ব্রাহ্মণে জল দিবে।

পিতামহপক্ষে;—পিতৃপক্ষক্রমে সমস্ত কার্য্য করিয়া মাতামহাদিত্রয়ের নাম উল্লেখ করত উৎসর্গ করিয়া প্রত্যেক দ্রব্য দর্শন করাইয়া অন্নে মধু ও ব্রাহ্মণে জল দিবে।

পরে দৈবাদি ক্রমে কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ আমান্নদানমধুদানকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্ত" বলিবে, ব্রাহ্মণ "ওঁ অস্ত" ইহা বলিবেন। পরে "ওঁ সপ্তব্যাধা" ইত্যাদি পাঠ (৪২৭পৃ ২৫পং দেখ) করিবে। * পরে অগ্নিদগ্ধাপিণ্ড প্রদান (৪২৮ পৃ দেখ) করিবে।

তৎপর দৈবে ব্রাহ্মণহস্তে একটু জল দিয়া "ওঁ রুচিতং" এই প্রশ্ন করিবে, ব্রাহ্মণ "ওঁ সুরুচিতং" বলিবেন। মাতৃপক্ষাদি ক্রমে "ওঁ সম্পন্নং" বলিবে, পুরোহিত "ওঁ সুসম্পন্নং" বলিবেন। অনন্তর "ওঁ শেষমন্নমপ্যস্তি" ইহা বলিবে, ব্রাহ্মণ "ওঁ ইষ্টেভ্যো যথাসুখং বিনিযুজ্যতাং" বলিবেন। কেহ কেহ দৈবে "স্বদিতং" এবং মাতৃপক্ষাদিতে "তৃপ্তাঃ স্থ" এইরূপ বলিয়া থাকেন কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে। (১)

তৎপর উত্তরমুখী হইয়া পিণ্ডস্থান করিয়া উত্তরাগ্রকুশোপরি দৈবতীর্থে পিণ্ডদান করিবে (২)। "ওঁ নিহন্মি" ইত্যাদি মন্ত্রে মাতা, মাতামহী ও প্রমাতাম-

* ন চ কিঞ্চিজ্জপেৎ কদাচিৎ পিতৃসংহিতঃ। অন্যত্র বা জপঃ কার্য্যঃ সোমসামাদিকঃ শুভঃ ॥ ইতি কাত্যায়নঃ।

(১) পিত্র্যে স্বদিতমিত্যেব বাচ্যং গোষ্ঠে তু সুশ্রুতম্। সম্পন্নমিত্যভ্যুদয়ে দৈবে রুচিতমিত্যপি ॥ ইতি মনুঃ।

(২) মধ্যাহ্নে তু সমাহিতঃ প্রাঙ্মুখ উদঙ্মুখোঽপি বা। দেবতীর্থেন বৈ পিণ্ডং দদ্যাৎ কায়েন বা পুনঃ ॥ ইতি বিষ্ণুপুরাণং।

হীর তিনটী মণ্ডল করিয়া তাহার পূর্ব্বদিকে পিতাপ্রভৃতি ও মাতামহাদির ছয়টী মণ্ডল অঙ্কিত করিবে। তৎপর সমূল কুশপত্র দ্বয় দ্বারা "ওঁ অপহতা" ইত্যাদি এবং "ওঁ নিহন্মি" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রত্যেক মণ্ডল মধ্যে উত্তরাগ্র রেখাদ্বয় পাত করিবে। পরে রেখা অভ্যুক্ষণ করিয়া বামে নীবী ধারণ করত পিণ্ডস্থান উৎসর্গ করিবে।

মাতৃপক্ষে;—"বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতরমুকি দেবি এতদবনেনিক্ষ্ব তুভ্যং নমঃ" বলিয়া উৎসর্গ করিবে। এই ক্রমে পিতামহী ও প্রপিতামহীর পিণ্ডস্থানও উৎসর্গ করিবে।

পিতৃপক্ষে,—"বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুকদেবশর্ম্মন্ এতদবনেনিক্ষ্ব তুভ্যং নমঃ" বলিয়া স্থান উৎসর্গ করিবে। এইক্রমে পিতামহ ও প্রপিতামহের পিণ্ডস্থানও উৎসর্গ করিবে।

মাতামহপক্ষে,—পিতৃপক্ষ ক্রমে মাতামহাদিত্রয়ের নাম উল্লেখ করত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্রমে স্থান উৎসর্গ করিবে।

তৎপর মণ্ডলোপরি সমূল কুশ আস্তৃত করিয়া "ওঁ আয়ান্তু নো নান্দীমুখাঃ পিতরঃ সৌম্যাসঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে আস্তৃত কুশোপরি যব বিকীর্ণ করিয়া দধি মধু ও যবমিশ্রিত বিল্বপ্রমাণ নয়টী পিণ্ড প্রস্তুত করিবে। তৎপর "মধু মধু" ইহা জপ করত ত্রিপত্র সহিত একটী পিণ্ড দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক বাম হস্তে জল লইয়া "ওঁ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতরমুকি দেবি এতৎপিণ্ডং সবদোদকং তুভ্যং নমঃ" বলিয়া প্রথমাস্তৃত কুশমূলে প্রদান করিবে। এই ক্রমে পিতামহী ও প্রপিতামহী নাম উল্লেখে আস্তৃত কুশের মধ্য ও অগ্রভাগে দুইটী পিণ্ড প্রদান করিবে।

পিতৃপক্ষে;—পূর্ব্ববৎ পিণ্ড গ্রহণ করিয়া "ওঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুকদেবশর্ম্মন্ এতৎপিণ্ডং সবদোদকং তুভ্যং নমঃ" বলিয়া আস্তৃত কুশমূলে দিবে। পরে পিতামহ ও প্রপিতামহের নাম উল্লেখ করিয়া দুইটী পিণ্ড কুশের মধ্য ও অগ্রভাগে প্রদান করিবে।

অতঃপর প্রত্যেক পিণ্ডের সমীপে পিণ্ডশেষ অন্ন প্রদান করিয়া কুশদ্বারা "ওঁ অত্র লেপভুজো নান্দীমুখাঃ পিতরঃ প্রীয়ন্তাং" বলিয়া প্রপিতামহী পিণ্ডে হস্তলেপ প্রদান করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ অত্র নান্দীমুখাঃ পিতরো মাদয়ধ্বং যথাভাগমাবৃষায়ধ্বং" ইহা পাঠ করত উত্তরমুখী হইয়া শ্বাস নিরুদ্ধ করত "ওঁ বসন্তায় নমস্তুভ্যং" ইত্যাদি মন্ত্র (৩৩০ পৃ ১৭পংদেখ) পাঠ করিয়া "ওঁ অমীমদন্তো নান্দীমুখাঃ পিতরো যথাভাগমাবৃষায়ধ্বং" বলিয়া শ্বাস ত্যাগ করিবে।

তৎপর পিণ্ডপাত্র প্রক্ষালন করিয়া তজ্জলদ্বারা প্রত্যেক পিণ্ডের উপর প্রত্যবনেজন প্রদান করিবে। যথা,—ওঁ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতরমুকি দেবি এতদবনেজনং তুভ্যং নমঃ।" এই ক্রমে পিতামহী ও প্রপিতামহীর নাম উল্লেখ করিয়া প্রত্যবনেজন প্রদান করিবে।

পিতৃপক্ষে,—"ওঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুকদেবশর্ম্মন্ এতদবনেজনং তুভ্যং নমঃ।" এই ক্রমে পিতামহ, প্রপিতামহ এবং মাতামহাদিত্রয়ের নাম উল্লেখ করিয়া প্রত্যবনেজন দিবে।

অতঃপর নীবী ত্যাগ করিয়া পিণ্ডোপরি ষড়ঞ্জলি মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা, "ওঁ নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরঃ শুষ্মায় নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরস্তপসে,নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরো রসায় নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরো স্বজীবং নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরো ঘোরায় মন্যবে পুষ্ট্যৈ নান্দীমুখাঃ পিতরো নমো বঃ।"

অনন্তর নূতন বা পুরাতন শুক্লবস্ত্র দশাভব সূতা গ্রহণ করিয়া "ওঁ এতদ্বো নান্দীমুখাঃ পিতরো বাসঃ" বলিয়া প্রত্যেক পিণ্ডের উপর প্রদান করিয়া উৎসর্গ করিবে। যথা,— "ওঁ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতরমুকি দেবি এতদ্বাসস্তুভ্যং নমঃ।" এই ক্রমে পিতামহী ও প্রপিতামহীর সম্বোধনান্ত নামাদি উল্লেখ করিয়া বাসসূত্র উৎসর্গ করিয়া দিবে।

পিতৃপক্ষে,—ওঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুকদেবশর্ম্মন্ এতদ্বাসস্তুভ্যং নমঃ" বলিয়া উৎসর্গ করিবে। এই ক্রমে পিতামহ, প্রপিতামহ ও মাতামহাদি-ত্রয়ের ও নামাদি উল্লেখ করিয়া বাসসূতা উৎসর্গ করিবে।

তৎপর "ওঁ উর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতং স্বধাস্থ তর্পয়ত মে নান্দীমুখান্ পিতৄন্।" এই মন্ত্র পড়িয়া সমস্ত পিণ্ডের উপর জলধারা প্রদান করিবে। পরে তুষ্ণীং গন্ধপুষ্প দ্বারা পিণ্ডের পূজা করিয়া প্রত্যেক ব্রাহ্মণে এক গণ্ডূষ জল প্রদান করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ পিণ্ডং সম্পন্নং" এই প্রশ্ন প্রতিব্রাহ্মণ-সমীপে জিজ্ঞাসা করিবে। পরে পুরোহিত "ওঁ সম্পন্নং" বলিলে পিণ্ড আঘ্রাণ করিয়া পাত্রান্তরে স্থাপন করিবে।

তৎপর পিণ্ডস্থানে "ওঁ সুসম্প্রোক্ষিতমস্তু" বলিয়া জল দিবে। পরে দৈবাদি ক্রমে ব্রাহ্মণহস্তে "ওঁ শিবা আপঃ সন্তু" বলিয়া জল "ওঁ সৌমনস্য মস্তু" বলিয়া পুষ্প এবং "ওঁ অক্ষতঞ্চারিষ্টঞ্চাস্তু" বলিয়া পুষ্প ও আলোচাউল দিবে। পুরোহিত "সন্তু" এবং "অস্তু" এই প্রতিবচন বলিবেন। দৈবে একবার ও মাতৃ-আদিতে তিন তিন বার দিবে।

অতঃপর অক্ষয্য দান করিবে। যথা—

মাতৃপক্ষে,—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ শুভামুক-কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং * অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যা মাতুরমুকীদেব্যা আভ্যুদয়িক-শ্রাদ্ধেঽস্মিন্ দত্তেনানেনান্নপানাদিনা নান্দীমুখ্যো মাতরঃ প্রীয়ন্তাং।" এই ক্রমে পিতামহী ও প্রপিতামহীর নাম উল্লেখ করিয়া "নান্দীমুখ্যঃ পিতামহ্যঃ নান্দীমুখ্যঃ প্রপিতামহ্যঃ প্রীয়ন্তাং" বলিয়া অক্ষয্য প্রদান করিবে। পুরোহিত সর্ব্বত্র "ওঁ অস্তু প্রীতিঃ" এই প্রতিবচন বলিলে "ওঁ সর্ব্বং তে ভ্য উপতিষ্ঠতাং" বলিয়া ব্রাহ্মণহস্তে আবার জল দিবে। পিতৃপক্ষে,—অদ্যেত্যাদি (নিমিত্ত উল্লেখ পূর্ব্বক) অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণঃ আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধেঽস্মিন্ দত্তেনানেনান্নপানাদিনা নান্দীমুখাঃ পিতরঃ প্রীয়ন্তাং" বলিয়া অক্ষয্য দিবে।

এইক্রমে পিতামহ, প্রপিতামহ ও মাতামহাদিত্রয়ের নাম উল্লেখপূর্ব্বক "নান্দী-মুখাঃ পিতামহাঃ প্রীয়ন্তাং" ইত্যাদি ক্রমে সর্ব্বত্র স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্রমে অক্ষয্য দিবে। পুরোহিত সর্ব্বত্র "ওঁ অস্তু প্রীতিঃ" এই প্রতিবচন বলিবেন।

অতঃপর কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ অঘোরা নান্দীমুখাঃ পিতরঃ সন্তু। ওঁ গোত্রং নো বর্দ্ধতাং" বলিবে। পুরোহিত "ওঁ অস্তু" এবং "ওঁ বর্দ্ধতাং" বলিবেন। পরে করযোড়ে "ওঁ আশিষো মে দীয়ন্তাং" বলিলে, "ওঁ আশিষঃ প্রতিগৃহ্যন্তাং" বলিবেন। আসন হইতে পুষ্প গ্রহণ করিয়া "ওঁ দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং" ইত্যাদি মন্ত্র (৪৩২ পৃ ৭ পং দেখ) পাঠ করিবে।

পরে সর্ব্বত্র "ওঁ নান্দীমুখান্ পিতৄন্ বাচয়িষ্যে" ব্রাহ্মণ সমীপে এই প্রশ্ন করিবে। পুরোহিত "ওঁ বাচয়" এই প্রতিবচন বলিবেন।

অতঃপর সমস্ত পবিত্র আনয়ন করিয়া গ্রন্থি মোচনপূর্ব্বক "ওঁ নান্দী-মুখেভ্যঃ পিতৃভ্যঃ প্রীয়ন্তাং" বলিয়া মাতৃপিণ্ডস্থানে সজল পবিত্র প্রদান করিবে। এই ক্রমে "ওঁ নান্দীমুখেভ্যঃ পিতামহীভ্যঃ প্রীয়ন্তাং নান্দীমুখেভ্যঃ প্রপিতামহীভ্যঃ প্রীয়ন্তাং নান্দীমুখেভ্যঃ পিতৃভ্যঃ প্রীয়ন্তাং নান্দীমুখেভ্যঃ পিতামহেভ্যঃ প্রীয়ন্তাং নান্দীমুখেভ্যঃ প্রপিতামহেভ্যঃ প্রীয়ন্তাং নান্দীমুখেভ্যঃ মাতামহেভ্যঃ প্রীয়ন্তাং নান্দীমুখেভ্যঃ প্রমাতামহেভ্যঃ প্রীয়ন্তাং নান্দীমুখেভ্যঃ বৃদ্ধপ্রমাতামহেভ্যঃ প্রীয়ন্তাং" বলিয়া প্রত্যেক পিণ্ড স্থানে সজল পবিত্র প্রদান করিবে। পুরোহিত সর্ব্বত্র "ওঁ অস্তু প্রীতিঃ" এই প্রতিবচন বলিবেন।

* [illegible]

পরে আবার পিণ্ডস্থানে "ওঁ উর্জ্জং বহন্তীরমৃতং" ইত্যাদি মন্ত্রে উর্জ্জধারা প্রদান করিয়া ন্যুব্জীকৃতপাত্র উত্তোলন করত সেই জল মস্তকে দিয়া দক্ষিণা করিবে।

মাতৃপক্ষে,—দক্ষিণা দ্রব্য অর্চ্চনা করিয়া "অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ শুভামুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যা মাতুরমুকীদেব্যাঃ ইত্যাদি—কৃতৈতৎ আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং ইত্যাদি।" বলিয়া দক্ষিণা করিবে।

পরে ব্রাহ্মণ হস্তে "তয়া দক্ষিণয়া শ্রাদ্ধমিদং সদক্ষিণমস্তু" বলিয়া আবার জল দিবে।

পিতৃপক্ষে,—"অদ্যেত্যাদি—অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণঃ ইত্যাদি।" বলিয়া (৪৪৮পৃ দেখ) দক্ষিণা করত পূর্ব্ববৎ ব্রাহ্মণহস্তে পুনর্ব্বার জল দিবে।

এই ক্রমে মাতামহপক্ষে ও দৈবে দক্ষিণা (৪৪৯পৃ দেখ) প্রদান করিবে। পরে "ওঁ বিশ্বেদেবাঃ প্রীয়ন্তাং" বলিয়া দৈবব্রাহ্মণহস্তে জল প্রদান করিবে। পরে দৈবাদি ক্রমে "ওঁ দেবতাভ্যঃ" ইত্যাদি মন্ত্র (৪৪২পৃ ১৪ পং দেখ) পাঠ করিবে। তৎপরে "ওঁ বাজে বাজে" ইত্যাদি মন্ত্র (৪৩২ পৃ ১৩ পং দেখ) পড়িয়া কুশমূল দ্বারা পিত্রাদি ব্রাহ্মণ• পরে দেব-ব্রাহ্মণ বিসর্জ্জন করিবে। পরে "ওঁ অভিরম্যতাং ক্ষমস্ব" বলিয়া আসন সঞ্চালন করিয়া "ওঁ আ মা বাজস্য" ইত্যাদি মন্ত্র (৪৩২ পৃ ১৬পং দেখ) পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণহস্তে সযবপুষ্প প্রদান করত প্রথমত পিত্রাদি ব্রাহ্মণ পরে দেবব্রাহ্মণকে প্রণাম করিবে। অতঃপর "ওঁ ভবতাহং কৃতার্থীকৃতঃ" ইহা বলিবে। পুরোহিত "ওঁ কৃতার্থো ভব" ইহা বলিবেন।

অতঃপর পিণ্ড সমর্পণ করিয়া নিমিত্ত উল্লেখ পূর্ব্বক মাত্রাদির নাম করত অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। পরে বৈগুণ্য প্রশমন করিয়া শান্তি আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে।

চন্দনধেনু দান বিধি।

সামবেদীবৎ সকল কার্য্য করিবে, কেবল ধেনুপুচ্ছগলিত সতিল জল দ্বারা নিম্ন লিখিত ক্রমে তর্পণ করিবে। এতদ্ব্যতীত সমস্তই সামবেদীয় ন্যায়।

তর্পণ মন্ত্র যথা,—"অমুকগোত্রে প্রেতে অমুকি দেবি তৃপ্যস্বৈতত্তে সতিল-ধেনুপুচ্ছগলিতোদকং নমঃ।"

আদ্যৈকোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধপ্রয়োগ।

পূর্ব্বদিন ক্ষৌর কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিয়া পর দিন সূর্য্যোদয়ানন্তর অবগাহন স্নানান্তে আচমন করত হরিস্মরণ করিবে। পরে সন্ধ্যাদি সমাপন করিয়া দক্ষিণাভিমুখী হইয়া দর্ভাসনে উপবেশন করত প্রদীপ প্রজ্বালিত করিয়া বাস্তুপুরুষ ও যজ্ঞেশ্বরের পূজা করত ভূস্বামীর পূজা বা তন্মূল্য প্রদান (সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ দেখ) করিবে;

অতঃপর দক্ষিণাভিমুখ প্রাচীনাবীতী ও পাতিত বামজানু হইয়া তিলাকীর্ণ দক্ষিণাগ্রৈক দর্ভযুক্তাসনে কুশময় ব্রাহ্মণ স্থাপন করিয়া সামবেদীয় আদ্যৈকোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধানুসারে আসন ছত্র পাদুকা জল দীপ ও শয্যা প্রভৃতি দান করিয়া কুশতিল জল গ্রহণ করত "বিষ্ণুরোম্ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণোঽশৌচান্তাৎ দ্বিতীয়েঽহ্নি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণ আদ্যৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধং কর্ত্তুং কুশময়ব্রাহ্মণমহং নিমন্ত্রয়ে।" বলিয়া নিমন্ত্রণ করিবে। পরে পুরোহিত "ওঁ নিমন্ত্রণপ্রসন্নোঽস্মি" এই বলিবেন।

অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ অক্রোধনৈঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া "ওঁ স্বাগতং ভবতা" এই প্রশ্ন করিবে, পরে পুরোহিত "ওঁ সুস্বাগতং" ইহা বলিলে, ব্রাহ্মণে পুনর্ব্বার পাদ্য প্রদান করিয়া আসন ধারণ করত "ওঁ সিদ্ধমিদমাসনমত্রাস্যতাং" ইহা বলিবে, পুরোহিত "ওঁ আস্যতাং" বলিবেন। তৎপর ব্রাহ্মণে একগণ্ডূষ জল প্রদান করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ দেবতাভ্যঃ" ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবে।

পরে আসন ধারণ করিয়া গায়ত্রী পাঠ করত ব্রাহ্মণে জলগণ্ডূষ দিয়া তুলসীপত্রসহ মোটক গ্রহণ করিয়া অনুজ্ঞা করিবে। যথা –

"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণোঽশৌচান্তাৎ দ্বিতীয়েঽহ্নি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণ আদ্যৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণেঽহং করিষ্যে" বলিয়া অনুজ্ঞা লইলে পুরোহিত "ওঁ কুরুষ" এই কথা বলিবেন।

অতঃপর সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধক্রমে যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন করিবে; কেবল পিতৃপদস্থানে প্রেতপদ উল্লেখ করিতে হইবে।

মাসিক শ্রাদ্ধ বিধি।

ইহার পদ্ধতি ঠিক সাংবৎসরিক একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের ন্যায়। কেবলমাত্র বাক্যাদিতে পিতৃপদস্থানে প্রেতপদ এবং "একোদ্দিষ্টবিধিক সাংবৎসরিক-শ্রাদ্ধং" স্থলে "প্রথমমাসিকৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধং" বলিবে, এইরূপ "দ্বিতীয়মাসিকৈ-কোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধং" তৃতীয় মাসিক, চতুর্থমাসিক ইত্যাদি ক্রমে বলিবে। মন্ত্রা-দিতে পিতৃপদস্থলে প্রেত শব্দ উচ্চারিত হইবে, কিন্তু "দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ" মধুবাতা ঋতায়তে, আ মা বাজস্য" ইত্যাদি মন্ত্রস্থ পিতৃপদস্থলে প্রেতশব্দ উচ্চারিত হইবে না এবং প্রেতশ্রাদ্ধে "ওঁ দাতারো নোভিবর্দ্ধন্তাং" এই আশীর্ব্বাদ সূচক প্রার্থনা মন্ত্রটি পাঠ করিবে না।

যজুর্ব্বেদীয় শ্রাদ্ধপ্রকরণ সমাপ্ত।

ঋগ্‌বেদীয় শ্রাদ্ধ প্রকরণ।

পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ প্রয়োগঃ।

তত্র পূর্ব্বদিনে নিরামিষৈকভক্তঃ স্বকর্ত্তব্যানিশ্চয়ে তদ্বিহিতোঽপি ততঃ পর-দিনে কৃতদেবপূজাস্তক্রিয়ো দক্ষিণপ্লবনে দক্ষিণাভিমুখীভূয় কৃতপাদশৌচো দর্ভহস্তঃ প্রাঙ্মুখ উদঙ্মুখো বা দ্বিরাচম্য পাষাণাদিদুষ্টভূমিং ত্যক্ত্বা দর্ভাসনে উপবিশ্য তিলতৈলেন দীপং প্রজ্বাল্য ভোজ্যোৎসর্গং কুর্য্যাৎ। ততঃ "ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ ইতি বাস্তুপুরুষং সম্পূজ্য ওঁ তদ্বিষ্ণোরিতি বিষ্ণুং স্মৃত্বা যজ্ঞেশ্বরং সম্পূজ্য শ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগং তস্মৈ দত্ত্বা পরকীয়ভূমৌ চেৎ তৎস্বামিনে মূল্যং অথবা পিতৃপ্রীত্যা ইদমন্নং এতৎ ভূস্বামিপিতৃভ্যঃ স্বধেতি দদ্যাৎ। ততঃ সর্ব্বং দৈবকৃত্যং উত্তরামুখঃ পাতিতদক্ষিণজানুরুপবীতী কুর্য্যাৎ। সর্ব্বঞ্চ পিতৃকৃত্যং দক্ষিণামুখঃ প্রাচীনাবীতী পাতিতবামজানুঃ কুর্য্যাৎ। দৈবে প্রাঙ্মুখঃ দ্বিদর্ভযুক্ত-যবোদকপ্রোক্ষিতমাসনম্। পৈত্রে দক্ষিণাগ্রৈকদর্ভযুক্ততিলোদকপ্রোক্ষিতকাসন-ত্রয়ং দক্ষিণদিশ্যুপকল্প্য প্রণবোচ্চারণপূর্ব্বকং সার্দ্ধদ্বিতয়বেষ্টনযুক্তোর্দ্ধ্বকেশসঞ্চ পঞ্চাঙ্গুলমনির্ম্মিতং ব্রাহ্মণবটুত্রয়ম্। দৈবে পশ্চিমাগ্রেণ প্রাঙ্মুখম্। এবং মাতা-মহসম্বন্ধিনম্। দৈবে পিতৃমাতামহাসনেষু নিধায় দৈবে জলগণ্ডূষং দত্ত্বা ওঁ অদ্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষেঽমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণোঽ-

মুকগোত্রস্য পিতামহস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য প্রপিতামহস্যামুকদেবশর্ম্মণোঽমুকগোত্রস্য মাতামহস্যামুকদেবশর্ম্মণোঽমুকগোত্রস্য প্রমাতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণোঽমুকগোত্রস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ পার্ব্বণশ্রাদ্ধে কর্ত্তব্যে পুরোরবোমাদ্রবসোর্ব্বিশ্বেষাং দেবানাং পার্ব্বণশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণেঽহং করিষ্যে ইতি পৃচ্ছেৎ। ওঁ কুরুষ্বেতি প্রতিবচনম্। পর্ব্বেতরপার্ব্বণবিধিনা শ্রাদ্ধমিত্যেবং যোজ্যম্। ততো দক্ষিণামুখঃ পাতিতবামজানুঃ প্রাচীনাবীতী। ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণঃ এবং পিতামহস্য প্রপিতামহস্যামুকদেবশর্ম্মণোঽমুকনিমিত্তপার্ব্বণশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণেঽহং করিষ্যে। ইতি পৃচ্ছেৎ। ওঁ কুরুষ্বেতি প্রতিবচনম্। ততো মাতামহাদিপক্ষে। ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য মাতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ এবং প্রমাতামহবৃদ্ধপ্রমাতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণোঽমুকনিমিত্তকপার্ব্বণশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণেঽহং করিষ্যে। ইতি পৃচ্ছেৎ। ওঁ কুরুষ্বেতি প্রতিবচনম্। তত উপবীতী সপ্রণবব্যাহৃতিকাং গায়ত্রীং জপেৎ। ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ। নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব নমো নমঃ। ইতি ত্রিঃ পঠেৎ। ততঃ পুণ্ডরীকাক্ষং স্মৃত্বা মৃজ্জলেন শ্রাদ্ধীয়দ্রব্যপ্রোক্ষণং রক্ষার্থমুদকপাত্রমেকদেশে স্থাপয়েৎ। ততঃ প্রাচীনাবীতী তিলহস্তঃ ওঁ অসুরা রক্ষাংসি পিশাচাঃ প্রেক্ষয়ন্তী পৃথিবীমনু। অন্যত্রতো গচ্ছন্ত যত্রৈষাং গতং মনঃ। ইতি সর্ব্বত্র তিলান্ বিকীর্য্য। ওঁ অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ ইমাং পর্য্যটতে মহীং। অসুরাণাং বধার্থায় ভূমৌ সংস্থাপিতো ময়া। অনাদিনিধনজ্ঞাননিত্যানন্দো জনার্দ্দনঃ। ময়াত্র শ্রাদ্ধে কর্ত্তব্যে সন্নিধীভব কেশব। ওঁ রক্ষরমসি ইতি পঠেৎ। তত উত্তরামুখঃ দৈবব্রাহ্মণে জলগণ্ডূষং দত্ত্বা ওঁ পুরোরবোমাদ্রবসৌ বিশ্বদেবা ইদং বো দর্ভাসনং স্বাহা। ইতি ঋজুদর্ভাসনং যবোদকং দেবব্রাহ্মণদক্ষিণপার্শ্বে দদ্যাৎ। তত আপো দত্ত্বা সর্ব্বোপচারেষু আদ্যন্তয়োরাপো দদ্যাৎ। অথাভ্যুক্ষিতায়াং ভুবি উদগগ্রান্ কুশানাস্তীর্য্য তেষু স্থণ্ডিলং পাত্রমাসাদ্য উত্তানীকৃত্য তস্মিন্ ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ ইত্যনেনানখচ্ছিন্নম্। ওঁ বিষ্ণুর্ম্মনসা পূতে স্থ ইত্যনেন প্রোক্ষিতং পবিত্রং বিন্যস্যাপ আসিচ্য ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে ইত্যনেন স্নাপয়িত্বা ওঁ যবোসি ধান্যরাজোসি বারুণো মধুসংযুতঃ। নির্ণোদঃ সর্ব্বপাপানাং পবিত্রমৃষিভিঃ স্মৃতম্। ইত্যনেন যবান্ বিকীর্য্য তূষ্ণীং গন্ধপুষ্পে চ দত্ত্বা ওঁ দেবপাত্রং সম্পন্নং সুসম্পন্নমিতি ব্রাহ্মণেনোক্তে যবান্ গৃহীত্বা ওঁ বিশ্বান্ দেবানাবাহয়িষ্যে। ওঁ আবাহয়েত্যনুজ্ঞাতঃ। ওঁ বিশ্বেদেবাস আগন্ত শৃণুতামং ইমং হবং এদং বর্হির্নিষীদত। ওঁ বিশ্বেদেবা

শৃণুতেমং হবমিত্যাদি। ওঁ ওষধয়ঃ সমবদন্তঃ সোমেন সহ রাজ্ঞা যস্মৈ কৃণোতি ব্রাহ্মণস্তং রাজন্ পারয়ামসীতি কৃতাঞ্জলির্জপেৎ। ততঃ ওঁ বিশ্বায়াং দক্ষ-কন্যায়াং জাতা ধর্ম্মা মহাত্মনঃ। বিশ্বেদেবা ইতি খ্যাতা দেবপর্য্যা মহাবলাঃ। শক্রেণ সহযোদ্ধৃণাং বিজেতারশ্চ রক্ষসাম্। যন্নামস্মরণাদেব প্রদ্রবন্ত্যসুরাঃ ক্ষণাৎ। বাণবাণাসনধরা দ্বিভুজাঃ শ্বেতবাসসঃ। কেয়ূরিণঃ কুণ্ডলিনঃ কিরীটকটকান্বিতাঃ। শৌর্য্যসৌন্দর্য্যসংযুক্তা দিব্যস্রগনুলেপনাঃ। ইন্দ্রস্যানু-চরাঃ সর্ব্বে গোপ্তারস্ত্রিদিবস্য তে। ইতি বিশ্বান্ দেবান্ ধ্যাত্বা ওঁ আগচ্ছন্ত মহাভাগা বিশ্বেদেবা বরপ্রদাঃ। যে চাত্র বিহিতাঃ শ্রাদ্ধে সাবধানা ভবন্ত তে। ইত্যুপস্থায় জলান্তরং পুষ্পান্তরঞ্চ দত্বা পুষ্পান্তরেণ ওঁ শিরঃপ্রভৃতিসর্ব্ব-গাত্রেভ্যো নমঃ। ইতি সম্পূজ্য স্বাহা অর্ঘ্যা ইতি অর্ঘ্যং সঙ্কল্পিবেদ্য অন্যাপো দত্বা বামহস্তে অর্ঘ্যপাত্রমাদায় দক্ষিণহস্তেনাচ্ছাদ্য ওঁ পুরোরবো-মাদ্রবসৌ বিশ্বেদেবা ইদং বোঽর্ঘ্যং স্বাহা ইতি দত্বা ওঁ যা দিব্যা আপঃ পৃথিবী সংবভূবুর্যা অন্তরীক্ষা উত পার্থিবীর্যাঃ হিরণ্যবর্ণা যজ্ঞীয়াস্তা ন আপঃ শিবা সংশ্যোনা সুহবা ভবন্ত। ইতি পঠেৎ। ততো গন্ধাদীন্যাদায় ওঁ পুরোরবোমাদ্রবসৌ বিশ্বেদেবা এতানি বো গন্ধপুষ্পধূপদীপাচ্ছাদনানি স্বাহা। ইত্যুৎসৃজ্য এষ বো গন্ধঃ এতদ্বঃ পুষ্পং এষ বো ধূপঃ এষ বো দীপঃ এতদ্বঃ আচ্ছাদনম্ ইত্যনেন প্রত্যেকং গন্ধাদীনি প্রতিপাদয়েৎ। ততঃ ওঁ বিশ্বে-দেবার্চ্চনং সম্পূর্ণং জাতমিতি পৃচ্ছেৎ। ওঁ সম্পূর্ণং জাতমিতি প্রতিবচনম্। ওঁ পিত্রর্চ্চনমহং করিষ্যে। ওঁ কুরুষেত্যনুজ্ঞাতঃ। ততঃ পিত্রর্চ্চনং কুর্য্যাৎ। দক্ষিণামুখঃ পাতিতবামজানুঃ প্রাচীনাবীতী ব্রাহ্মণে জলং দত্বা ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্ এবং পিতামহপ্রপিতামহামুকদেবশর্ম্মন্নিদন্তে দর্ভাসনং স্বধা নমঃ। ইত্যাসনমুৎসৃজ্য তিলোদকেন মোটকং পিতৃব্রাহ্মণবামপার্শ্বে দদ্যাৎ। ততো মাতামহপক্ষে জলং দত্বা ওঁ অমুকগোত্র মাতামহামুকদেব-শর্ম্মন্ এবং প্রমাতামহবৃদ্ধপ্রমাতামহামুকদেবশর্ম্মন্নিদন্তে দর্ভাসনং স্বধা নমঃ মোটকং তিলোদকেন ব্রাহ্মণবামপার্শ্বে দদ্যাৎ। ততঃ পিতৃপক্ষে ব্রাহ্মণাগ্রে প্রোক্ষিতায়াং ভুবি দক্ষিণাগ্রান্ দর্ভানাস্তীর্য্য এবং মাতামহপক্ষেঽপি দর্ভানা-স্তীর্য্য তেষু ত্রীণ্যর্ঘ্যপাত্রাণি মাতামহপক্ষেঽপি ন্যাগ্নলানি ত্রীণি পাত্রাণি উত্তানীকৃত্য ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ ইত্যনেনানখচ্ছিন্নং ওঁ বিষ্ণোর্ম্মনসা পূতে স্থ ইত্যনেন প্রোক্ষিতং পবিত্রমেকৈকস্মিন্ পাত্রে একৈকং বিন্যস্য পাত্রেষু তূষ্ণীমাসিচ্য ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে আপো ভবন্ত পীতয়ে শংযোরভিস্রবন্ত

নঃ। ইতি সঙ্কল্পমন্ত্র্য ওঁ তিলোসি সোমদৈবত্যো গোসবো দেবনির্ম্মিতঃ। প্রত্নমদ্ভিঃ পৃক্তঃ স্বধয়া পিতৄন্ লোকান্ প্রীণাহি নঃ স্বধা নমঃ। ইতি পিতৃ-পাত্রে মন্ত্রাবৃত্তেষু তিলান্ দত্ত্বা গন্ধাদীনি চ নিক্ষিপ্য। ওঁ পিতৃপাত্রং সম্পন্নম্ ইত্যভিমুখ্য তিলহস্তঃ ওঁ পিতৄনাবাহয়িষ্যে ইতি পৃচ্ছেৎ। ওঁ আবাহয় ইত্যনু-জ্ঞাতঃ। ওঁ উষন্তস্ত্বেতি তিলান্ বিকীর্য্য ওঁ আয়ান্তু নঃ পিতর ইত্যাদি পঠিত্বা ওঁ শুক্লাম্বরাঃ শুক্লগন্ধাঃ শুক্লযজ্ঞোপবীতিনঃ। আত্মনোঽভিমুখাসীনা জ্ঞানমুদ্রা নিরায়ুধা ইতি বসুরুদ্রাদিত্যরূপতয়া ধ্যাত্বা ওঁ স্বধার্ঘ্যা ইতি পবিত্রং নিবেদ্য অন্যাপো দত্ত্বা অর্ঘ্যমাদায় ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নি-দন্তেঽর্ঘ্যং স্বধা নমঃ। ইত্যুৎসৃজ্য ব্রাহ্মণে দত্ত্বা ওঁ যা দিব্যা ইত্যনুমন্ত্র্য সংস্রবসহিতং পাত্রং তথৈব স্থাপয়েৎ। এবং প্রত্যেকং জলং স্পৃষ্ট্বা পিতা-মহাদিপঞ্চভ্যোঽর্ঘ্যং দত্ত্বা ওঁ যা দিব্যা ইতি প্রত্যেকমনুমন্ত্র্য সংস্রবসহিতং পাত্রাণি যথাস্থানং সংস্থাপ্য যথাক্রমং পিতৃপাত্রে পিতামহাদিপঞ্চপাত্রস্থসংস্রব-জলং গৃহীত্বা পিতৃপাত্রং প্রপিতামহপাত্রে নিধায় কর্ত্তুর্ব্বামপার্শ্বে সমূল-দর্ভোপরি ওঁ পিতৃভ্যঃ স্থানমসীতি সংস্থাপ্য ন্যুব্জং বা কুর্য্যাৎ। অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্ এবং পিতামহপ্রপিতামহামুকামুকদেবশর্ম্মন্নেতানি তে গন্ধপুষ্প-ধূপদীপাচ্ছাদনানি স্বধা নমঃ। ইত্যুৎসৃজ্য এষ তে গন্ধঃ এতত্তে পুষ্পং এষ তে ধূপঃ এষ তে দীপঃ এতত্তে আচ্ছাদনম্ ইতি নিবেদয়েৎ। এবং মাতামহাদিভ্যো গন্ধাদি দদ্যাৎ। ততঃ ওঁ পিত্রর্চ্চনং সম্পূর্ণং জাতমিতি পৃচ্ছেৎ ওঁ সম্পূর্ণং জাতমিতি প্রতিবচনম্। ততো ঘৃতাক্তমন্নমাদায় ওঁ অগ্নৌ করিষ্যে ইতি পৃচ্ছেৎ। কুরুষ্ব ইতি প্রতিবচনম্। বিপ্রপাণৌ জলে বা। ওঁ সোমায় পিতৃমতে স্বধা নমঃ। ওঁ অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বধা নমঃ। ইত্যাহুতিদ্বয়ং জুহু-য়াৎ। স্বাহান্তমন্ত্রপক্ষে উপবীতী অগ্নিপূর্ব্বিকম্ আহুতিদ্বয়ং জুহুয়াৎ। বৃত্তিকার-মতে নান্দীমুখ এব স্বাহান্তমন্ত্রাভ্যাং হোম ইতি। ততো ব্রাহ্মণসম্মুখস্থকুশাদি-কল্পনীয় দৈবে ঐশানীমারভ্য প্রাগগ্রয়া রেখয়া দক্ষিণাবর্ত্তেন চতুষ্কোণ-মণ্ডলং কৃত্বা পিত্রে নৈর্ঋতিমারভ্য দক্ষিণাগ্রয়া রেখয়া বামাবর্ত্তেন বৃত্তমণ্ডলং কৃত্বা গোময়েনোপলিপ্য দৈবে সযবশালীদর্ভান্ ন্যস্য তদুপরি সৌবর্ণং পাত্রং অভাবে অনিন্দ্যং পাত্রং নিধায় পিত্রে মণ্ডলোপরি সতিলসলিলান্ দর্ভান্ ন্যস্য তদুপরি রজতাদিপাত্রং নিধায় আজ্যেনোপস্তীর্য্য দৈবাদিক্রমেণান্নাদিকং দত্ত্বা পাত্রান্তরিতহস্তাভ্যাং পত্নী স্বয়ং বা পরিবেশয়েৎ। উপকরণঞ্চ পাত্রান্তরে কৃত্বা ভূমৌ সংস্থাপয়েৎ। নহ্যেকহস্তেন কেবলহস্তাভ্যাং বা পরিবেশয়েৎ।

নৈকব্যঞ্জনবৎ। ততোঽন্নোপরি হস্তশেষং দত্ত্বা পিণ্ডার্থং কিঞ্চিৎ স্থাপয়েৎ। ততো দৈবে উপবীতী অঙ্গুত্তানহস্তাভ্যাং পাত্রং ধৃত্বা ওঁ পৃথিবী তে পাত্রং দ্যৌঃ পিধানং ব্রাহ্মণস্য মুখে অমৃতে অমৃতং জুহোমি ব্রাহ্মণানাং বিদ্যাবতাং প্রাণাপানয়োর্জুহোম্যক্ষিতমসি নমৈষাং ক্ষেষ্টা অমুত্রামুষ্মিন্ লোকে। ইত্যভি-মন্ত্র্য পিণ্ডে উত্তানহস্তাভ্যাং পাত্রং ধৃত্বা ওঁ পৃথিবী তে পাত্রমিত্যাদি মন্ত্রং পঠেৎ। এবং মাতামহপক্ষেঽপি। ততো দৈবে উপবীতী ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢ়মস্য পাংশুলে। ইতি ব্রাহ্মণপাণ্যঙ্গুষ্ঠমন্নে নিবেশ্য ওঁ বিষ্ণো হব্যং রক্ষস্ব ইত্যভ্যুক্ষ্য তূষ্ণীং যবান্ বিকীর্য্য সযবোদককুশপত্র-ত্রয়মাদায় ওঁ পুরোরবোমাদ্রবসৌ বিশ্বদেবা ইদং বোঽন্নং স্বাহা॥ ইত্যুৎসৃজেৎ। ততঃ পিত্রে প্রাচীনাবীতী দক্ষিণামুখঃ। ওঁ ইদং বিষ্ণুরিতি পাণ্যঙ্গুষ্ঠমন্নে নিবেশ্য ওঁ বিষ্ণো কব্যং রক্ষস্ব ইতি অভ্যুক্ষ্য ওঁ অপহতা-সুরা রক্ষাংসি বেদীষদ ইমি. তিলান্ বিকীর্য্য বামহস্তেনান্নপাত্রং ধৃত্বা ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্ এবং পিতামহপ্রপিতামহামুকদেবশর্ম্মন্নিদমস্তে-ঽন্নং সোপকরণং সজলং স্বধা নমঃ। ইত্যুৎসৃজেৎ। এবং মাতামহপক্ষেঽপি। ততঃ প্রত্যেকং জলং দত্ত্বা অন্নে মধুসর্পিরাসিচ্য গায়ত্রীং ত্রিঃ সকৃত্বা ওঁ মধু-বাতেতি পঠিত্বা মধুমধ্বিতি জপেৎ। ওঁ অন্নহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ তৎ সর্ব্বমচ্ছিদ্রমস্তু। ততঃ প্রত্যেকং পাঠয়েৎ তদ্যথা,—সপ্রণব-ব্যাহৃতিকাং গায়ত্রীং। ওঁ অক্ষন্নমী মদন্ত হ্যবপ্রিয়া অধূষত অস্তোষত স্বভা-নবো বিপ্রানবিষ্ঠয়া মতীয়ো যন্নিন্দ্র তে হরি। মধুবাতেতি মধুমধ্বিতি চ। ওঁ যজ্ঞেশ্বরো হব্য ইত্যাদি। ওঁ যোগীশ্বরমিত্যাদি যাজ্ঞবল্ক্যোক্তশ্লোকত্রয়ম্। ওঁ তদ্বিষ্ণোরিত্যাদি। ও দুর্য্যোধনো মন্যুময় ইত্যাদি। ওঁ যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময় ইত্যাদি। ওঁ সপ্তব্যাধা দশার্ণেষু ইত্যাদি। ওঁ ঈশানবিষ্ণুকমলাসনকার্ত্তি-কেয়বহ্নিত্রয়ার্করজনীশধনেশ্বরাণাম্। ক্রৌঞ্চামরেন্দ্রকলশোদ্ভবকাশ্যপানাং পাদা-ন্নমামি সততং পিতৃমুক্তিহেতূন্। ওঁ মধুবাতেতি ত্র্যচম্। ওঁ অক্ষন্নমীতি পঠেৎ। ততো দেবব্রাহ্মণে জলং দত্ত্বা প্রাচীনাবীতী পাতিতবামজানুঃ ওঁ তৃপ্তাঃ স্থ ইতি পৃচ্ছেৎ। ওঁ তৃপ্তাঃ স্ম ইত্যনুজ্ঞাতঃ। ওঁ শেষমন্নং ক দেয়মিতি পৃচ্ছেৎ। ইষ্টেভ্যো দীয়তামিত্যনুজ্ঞাতঃ। ওঁ সম্পন্নমিতি পৃচ্ছেৎ। ওঁ সুসম্পন্নমিতি তৈরুক্তে তদা শ্রাদ্ধং সমাপ্যোত্তরে ইষ্টৈঃ সহ ভুঞ্জীত ততো ব্রাহ্মণেভ্য উত্তরাপোশানং দদ্যাৎ। তত আচান্তেষু তেষনাচান্তেষু বা পিণ্ডান্ দদ্যাৎ। ভুক্তশেষাং সর্ব্ববিধমন্নমুদ্ধৃত্যাহৃতশিষ্টেন সহ একত্রীকৃত্য পিণ্ডার্থং

প্রভুততরং বিকিরণার্থঞ্চ স্বল্পং পৃথক্ স্থাপয়েৎ। অথ পিণ্ডদানম্।—ওঁ পিণ্ড-
দানমহং করিষ্যে ওঁ কুরুঃস্বতামুজ্ঞাতঃ উপবীতী প্রাঙ্মুখঃ প্রণবাদ্যন্তাং
সব্যাহৃতিকাং গায়ত্রীং। ওঁ দেবতাভ্য ইতি ত্রির্জ্জপিত্বা, প্রাচীনাবীতী দক্ষিণা-
মুখঃ পাতিতবামজানুঃ ব্রাহ্মণান্তিকে পিণ্ডস্থানমুপস্কৃত্য দর্ভমূলেন ওঁ অপ-
হতেতি মন্ত্রেণ পিতৃব্রাহ্মণসম্মুখে দক্ষিণাগ্রামেকাং রেখাং উল্লিখ্য এবং
মাতামহসম্মুখেঽপি রেখে অভিরভ্যুক্ষ্য তয়োরুপরি দক্ষিণাগ্রান্ হস্তপ্রমাণান্
দর্ভানাস্তীর্য্য সতিলজলপুষ্পং গৃহীত্বা বামহস্তান্বারব্ধদক্ষিণহস্তেন পিতৃরেখা-
স্তীর্ণকুশমূলেষু ওঁ শুন্ধন্তাং পিতরঃ। কুশমধ্যে ওঁ শুন্ধন্তাং পিতামহাঃ।
কুশাগ্রে ওঁ শুন্ধন্তাং প্রপিতামহাঃ। ইতি দত্ত্বা এবং দ্বিতীয়রেখাস্থকুশমূলেষু
ওঁ শুন্ধন্তাং মাতামহা ইত্যাদি। ইতি সতিলপুষ্পং দদ্যাৎ। ততঃ পূর্ব্বস্থাপিতা-
ন্নেন ওঁ অক্ষন্নমীতি পঠিত্বা ওঁ মধুবাতেতি পিণ্ডান্ নির্ম্মায় মন্ত্রপাঠস্তু ন
সূত্রকারসম্মতং শায়নাচার্য্যেণ লিখিতং মধ্বাভিঘারিতান্ কৃত্বা একং পিণ্ডং
দক্ষিণহস্তেনাদায় সতিলজলান্বিতং ভগ্নকুশপত্রত্রয়েণ ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুক-
দেবশর্ম্মন্নেষ তে পিণ্ডো যে চাত্র ত্বা মনু তেভ্যশ্চ স্বধা নমঃ। ইতি বামহস্তা-
ন্বারব্ধদক্ষিণহস্তেন প্রথমাস্তীর্ণকুশমূলেষু তিলাম্বুসিক্তে দেশে দদ্যাৎ। ততঃ
প্রত্যেকং জলস্পর্শপূর্ব্বকং পিতামহাদিবৃদ্ধপ্রমাতামহান্তানাং পঞ্চপিণ্ডান্
দদ্যাৎ। হস্তলেপঞ্চ পিতৃপক্ষাস্তীর্ণকুশমূলেন। ওঁ লেপভুজঃ পিতরঃ প্রীয়ন্তা-
মিতি করং নিঘৃষ্য হস্তং প্রক্ষাল্যাচম্য হরিং স্মৃত্বা ওঁ পিতরো মাদয়ধ্বং যথা-
ভাগ মাবৃষায়ধ্বম্ ইতি জপেৎ। ততো বামাবর্ত্তেনোদঙ্মুখীভূয় যথাশক্তি
প্রাণান্ সংযম্য প্রত্যাবৃত্য সর্ব্বান্ পিতৄন্ ভাস্বরমূর্ত্তিকান্ তুষ্টান্ ধ্যায়ন্ ওঁ
বসন্তায় নমস্তভ্যমিত্যাদি পঠিত্বা ষড়্ ঋতুন্নমস্কৃত্য ওঁ অমী মদন্তঃ পিতরো
যথাভাগমাবৃষায়িষত ইতি জপন্ শ্বাসং মুঞ্চেৎ॥ ততঃ পিণ্ডশেষমাত্রায় হস্তৌ
প্রক্ষাল্যাচম্য পূর্ব্ববৎ শুন্ধন্তাং পিতর ইতি পিণ্ডোপরি সতিলজলং দত্ত্বা এবং
ক্রমেণ পিতামহাদিবৃদ্ধপ্রমাতামহান্তানাং পঞ্চপিণ্ডোপরি মন্ত্রে উহেন সতিলজলং
দদ্যাৎ। ততো নীবীং বিস্রংস্য দ্বিরাচম্য ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্ন-
ভ্যঙ্ক্ষ ইতি পিণ্ডোপরি ঘৃতং তিলতৈলম্বা দদ্যাৎ। এবং পিতামহাদিপঞ্চ-
পিণ্ডোপরি দদ্যাৎ। ততঃ ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নভ্যঙ্ক্ষ ইতি
পিণ্ডোপরি অঞ্জনং দত্ত্বা এবং মাতামহাদিপঞ্চকানাং পিণ্ডোপরি দদ্যাৎ। ততো
নবমনবং বা শুক্লবস্ত্রদশাভবং বামহস্তাদ্দক্ষিণহস্তে গৃহীত্বা ওঁ এতদ্বঃ পিতরো
বাসো মানতোঽহন্তৎ পিতরো যুঙ্ধ্বং ইতি পঠিত্বা ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুক-

দেবশর্ম্মন্নেতত্তে বাসঃ স্বধা নমঃ। ইত্যুৎসৃজ্য পিণ্ডোপরি দদ্যাৎ এবং পিতামহাদি পঞ্চপিণ্ডোপরি দদ্যাৎ। ততঃ পিণ্ডেষু গন্ধাদিনা পূজয়েৎ। ততঃ কৃতাঞ্জলিঃ।—ওঁ নমো বঃ পিতর ইষে নমো বঃ পিতর উর্জ্জে নমো বঃ পিতরঃ শুষ্মায় নমো বঃ পিতরো ঘোরায় নমো বঃ পিতরো জীবায় নমো বঃ পিতরো রসায় স্বধা বঃ পিতরো নমো বঃ এতা যুষ্মাকং পিতর ইমা অস্মাকং জীবাবো জীবন্ত ইহ সন্ত স্যাম। ওঁ মনোন্বাহুবামহেনা রাসাংসেন সোমেন পিতৃণাঞ্চ মন্মভিঃ। ওঁ আর্ত্ত এতমনঃ পুনঃ কৃত্যোদক্ষায় জীবসে জ্যোক্ চ সূর্য্যং দৃশে। ওঁ পুনর্নঃ পিতরো মনো দদাতু দৈব্যাজনো জীবং ব্রাতং সচেমহি। ইতি তিসৃভিঃ পিণ্ডেষু পন্থায় ওঁ উর্জ্জং বহন্তীতি পঠিত্বা পিণ্ডেষু জলধারাং দদ্যাৎ ইদন্ত শায়নাচার্য্যলিখিতশৌনকব্যাখ্যানুসারেণ লিখিতং, ন তু সূত্রকারাদিসম্মতম্। ততঃ ওঁ পরেত নঃ পিতরঃ সৌম্যাসো গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্ব্বিণেভির্দত্বা স্মভ্যং দ্রবিণেহ ভদ্রং রয়িঞ্চ নঃ সর্ব্ববীরং নিযচ্ছত। ইতি পিণ্ডান্ চালয়িত্বা পিণ্ডান্ প্রবাহয়েৎ। ততঃ পিণ্ডান্ গোজবিপ্রেভ্যো দদ্যাদগ্নৌ জলে বা ক্ষিপেৎ। ততো ব্রাহ্মণমাচাময়েৎ। ততো বিকিরদানং ব্রাহ্মণাগ্রতঃ প্রোক্ষিতায়াং দক্ষিণাগ্রান্ কুশানাস্তীর্য্য সতিলজলেন তান্ প্রোক্ষ্য পূর্ব্বস্থাপিতমন্নং জলপ্লাবিতং গৃহীত্বা ওঁ যে অগ্নিদগ্ধা যে অনগ্নিদগ্ধা মধ্যে দিবঃ স্বধয়া মাদয়ন্তে তেভিঃ স্বধা লসুনীতিমেতাং যথাবসুং তন্বং কল্পয়স্ব। ইত্যন্নং ভুবি বিকীর্য্য ওঁ যেঽগ্নিদগ্ধাঃ কুলে জাতা নাগ্নিদগ্ধাঃ কুলে মম। ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্ত তৃপ্তা যান্ত পরাং গতিম্। ওঁ যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুর্নৈবান্নসিদ্ধির্ন তথান্নমস্তি তত্তৃপ্তয়েঽন্নং ভুবি দত্তমেতৎ প্রয়াস্ত লোকায় সুখায় তদ্বৎ ইতি সতিলজলং দদ্যাৎ। পরিশিষ্টকারসম্মতোঽয়ং মন্ত্রঃ শায়নাচার্য্যস্ত ওঁ অগ্নিদগ্ধেতি মন্ত্রো ন লিখিতঃ। ততো হস্তং প্রক্ষাল্যাচম্য হরিং স্মৃত্বা প্রাচীনাবীতী ওঁ সুপ্রোক্ষিতমস্ত্বিতি ব্রাহ্মণাগ্রভূমিমাসিচ্য ততো দৈবপূর্ব্বকং প্রত্যেকং জলং ওঁ শিবা আপঃ সন্ত্বিতি ব্রাহ্মণে দদ্যাৎ। ওঁ সন্ত্বিতি প্রতিবচনং। ওঁ সৌমনস্যমস্ত্বিতি পুষ্পম্। অস্ত্বিতি প্রতিবচনং। ওঁ অক্ষতকারিষ্টকাস্ত ইত্যক্ষতং অস্ত্বিতি প্রতিবচনম্। ততস্তিলাদ্যমযুক্তজলং গৃহীত্বা ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণো দত্তমিদমন্নপানাদিকমক্ষয্যমস্ত ইতি দদ্যাৎ। অস্ত্বিতি প্রতিবচনম্। এবং পিতামহাদিপঞ্চভ্য ইতি দদ্যাৎ। ওঁ অঘোরাঃ পিতরঃ সন্ত। সন্ত্বিতি প্রতিবচনম্। ওঁ গোত্রন্নো বর্দ্ধতাং বর্দ্ধতামিত্যুত্তরম্। ন্যুব্জীকরণপক্ষে ন্যুব্জীকৃতপাত্রমুত্তানীকৃত্য তজ্জলং স্পৃষ্ট্বা

ব্রাহ্মণেভ্যস্তাম্বূলাদি দত্ত্বা উপবীতী পিতৃপূর্ব্বকং দক্ষিণাং দদ্যাৎ। অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণোঽমুকগোত্রস্য পিতামহস্যামুকদেবশর্ম্মণোঽমুকগোত্রস্য প্রপিতামহস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ কৃতৈতদমুকনিমিত্তকপার্ব্বণশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণাং রজতমূল্যং বিষ্ণুদৈবতং ব্রাহ্মণায়াহং দদানি। এবং মাতামহাদিপক্ষেঽপি। ততঃ উত্তরাভিমুখঃ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণ ইত্যাদি বৃদ্ধপ্রমাতামহপর্য্যন্তং ওঁ পুরোরবোমাদ্রবসোর্বিশ্বেষাং দেবানাং কৃতৈতৎ অমুকনিমিত্তকপার্ব্বণশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণাং কাঞ্চনমূল্যমিত্যাদি। ইতি দক্ষিণাং দদ্যাৎ ততঃ প্রিয়োক্তিভিস্তান্ পরিতোষ্য শ্রাদ্ধমিদং সম্পূর্ণং জাতমিতি পৃচ্ছেৎ। সম্পূর্ণং জাতমিতি ব্রাহ্মণৈরুক্তে ততঃ পবিত্রসহিতান্ দর্ভান্ পিণ্ডস্থানে আস্তীর্য্য ওঁ স্বধাং বাচয়িষ্যে ইতি প্রার্থয়েৎ। বাচ্যতামিতি প্রতিবচনম্। ওঁ পিতৃভ্যঃ স্বধোচ্যতাং এবং বৃদ্ধপ্রপিতামহপর্য্যন্তং স্বধাং বাচয়িত্বা ব্রাহ্মণানুত্থাপয়েৎ। তেঽপি স্বধেতি ব্রুবন্ত উত্তিষ্ঠেতঃ ওঁ বিশ্বেদেবাঃ প্রীয়ন্তামিতি দৈবে বাচয়েৎ। প্রীয়ন্তামিত্যুক্তা দৈবব্রাহ্মণাবুত্তিষ্ঠেতাম্। বাজে বাজে ইতি পঠিত্বা বিপ্রদেহস্থিতান্ পিত্রাদীন্ পিতৃপূর্ব্বকং বিসর্জ্জয়েৎ। ওঁ আ মা বাজস্যেতি মন্ত্রেণ প্রদক্ষিণবারিধারয়া বেষ্টয়ন্ প্রণমেৎ। ততঃ কৃতাঞ্জলিঃ সুমনাস্তন্মনা ভূত্বা দক্ষিণাং দিশং পশ্যন্ পিতৄন্ যাচেৎ। ওঁ দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তামিত্যাদিনা যাচয়েৎ। ততঃ সপ্রণবব্যাহৃতিকাং গায়ত্রীং দেবতাভ্য ইতি জপেৎ। শ্রাদ্ধীয়দ্রব্যং ব্রাহ্মণে দদ্যাদগ্নৌ জলে বা ক্ষিপেৎ। ততো দক্ষিণপাণিনা দীপমাচ্ছাদ্য হস্তৌ প্রক্ষাল্যাচম্য এতৎ কর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্ত্বিতি বদেৎ। অস্ত্বিতি প্রতিবচনম্। অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎ শ্রাদ্ধবৈগুণ্যপ্রশমনকামো বিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে ইতি সঙ্কল্প্য ওঁ তদ্বিষ্ণোরিতি বিষ্ণুং স্মরেৎ।

ইতি পার্ব্বণশ্রাদ্ধপ্রয়োগঃ॥

অথাশৌচান্তদ্বিতীয় দিন শ্রাদ্ধ প্রয়োগ।

তত্র পূর্ব্বদিনে ক্ষৌরাদিকং কৃত্বা পরদিনে সূর্য্যোদয়ানন্তরং স্নাত্বা ব্রাহ্মণঃ শান্তিং কৃত্বা মাঙ্গল্যং দ্রব্যাদি স্পৃষ্ট্বা দ্বিরাচম্য দক্ষিণহস্তে ব্রাহ্মণান্ স্বস্তি বাচয়িত্বা বৈধস্নানং কৃত্বাঙ্গপ্রায়শ্চিত্তং কুর্য্যাৎ। ততঃ সন্ধ্যাদি দেবপূজান্তং [কর্ম্ম কৃত্বা যথাশক্তি দানাদিকং কৃত্বা দক্ষিণাভিমুখীভূয় কৃতপাদশৌচঃ দর্ভ-

হস্তঃ প্রাঙ্মুখো বা দ্বিরাচম্য উপলিপ্তায়াং ভূমৌ মধ্যাহ্নে শ্রাদ্ধপর্য্যদস্তেতর-কালে বা দর্ভাসনে চোপবিশ্য তিলতৈলেন দীপং প্রজ্বাল্য ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ। ইতি বাস্তুং সংপূজ্য ওঁ তদ্বিষ্ণোরিতি বিষ্ণুং স্মৃত্বা যজ্ঞেশ্বরং সংপূজ্য শ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগং তস্মৈ দত্ত্বা পরকীয়ভূমৌ চেৎ তদা ভূস্বামিনে মূল্যং দত্ত্বা অথবা পিতৃপ্রীত্যা ইদমগ্রং ওঁ এতদ্ভূস্বামিপিতৃভ্যঃ স্বধা নমঃ। ইত্যুৎ-সৃজ্য দদ্যাৎ। ততো দক্ষিণামুখঃ পাতিতবামজানুঃ প্রাচীনাবীতী সতিলজল-প্রোক্ষিতদক্ষিণাগ্রৈকদর্ভযুক্তাসনে দর্ভবটুং সংস্থাপ্য ব্রাহ্মণে জলগণ্ডূষং দত্ত্বা ওঁ অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্মন্নিদং ত্বামাসনমুপতিষ্ঠতাং ইত্যুৎ-সৃজ্য ওঁ অত্রাসনে দেবরাজাভ্যন্থজ্ঞাতো বিশ্রাম্যতাং দ্বিজবর্য্যানুগ্রহায়। প্রসাদয়ে ত্বাসনং গৃহ্ণ পূতং জ্ঞানাগ্নিপূতেন করেণ বিপ্র। ইতি পঠেৎ। অমুকগোত্র প্রেতা-মুকদেবশর্ম্মন্নিদং ত্বাং ছত্রমুপতিষ্ঠতামিতি দদ্যাৎ এবং উপানদ্যুগলং শয়নীয়ঞ্চ দদ্যাৎ। ততঃ ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্যামুকদেবশর্ম্মণোঽশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি অমুকগোত্রস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ আদ্যৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণেঽহং করিষ্যে ইতি বদেৎ। ওঁ কুরুষ্বেতি প্রতিবচনং। ততঃ সপ্রণবব্যাহৃতিকাং গায়ত্রীং ওঁ দেবতাভ্য ইতি ত্রিঃ পঠেৎ। ততঃ পুণ্ডরীকাক্ষং স্মৃত্বা মৃজ্জলেন শ্রাদ্ধীয়-দ্রব্যপ্রোক্ষণং কর্ত্তব্যং রক্ষার্থমুদকপাত্রমেকদেশে স্থাপয়েৎ। ওঁ অঙ্গুষ্ঠমাত্র-পুরুষ ইমাং পর্য্যটতে মহীং। অসুরাণাং বধার্থায় ভূমৌ সংস্থাপিতো ময়া। অনাদিনিধনজ্ঞাননিত্যানন্দজনার্দ্দন। মমাত্র শ্রাদ্ধে কর্ত্তব্যে সন্নিধীভব কেশব। ওঁ রক্ষোঘ্নমসীতি পঠেৎ। ততঃ প্রেতার্চ্চনমহং করিষ্যে ইতি পৃচ্ছেৎ। ওঁ কুরুষ্বেতি প্রতিবচনং কুর্য্যাৎ। যথা ব্রাহ্মণে জলগণ্ডূষং দত্ত্বা ওঁ অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্মন্নিদং দর্ভাসনমুপতিষ্ঠতাং। ইতি মোটকসহিতং জলং ব্রাহ্মণ-বামপার্শ্বে দদ্যাৎ। ততো ব্রাহ্মণাগ্রভূমিমভ্যুক্ষ্য দক্ষিণাগ্রকুশোপরি ন্যুব্জং পাত্রমুত্তানীকৃত্য পবিত্রাসি বৈষ্ণবীত্যনেনানখচ্ছিন্নং ওঁ বিষ্ণোর্ম্মনসা পূতমসীতি প্রোক্ষিতং একদলং পবিত্রং তৎপাত্রে নিধায় তূষ্ণীমাসিচ্য ওঁ শন্নো দেবীত্যভিমন্ত্র্য ওঁ তিলোঽসীত্যনেন তূষ্ণীং বা তিলান্ দত্ত্বা গন্ধাদীনি চ ক্ষিপ্ত্বা ওঁ প্রেতপাত্রং সম্পন্নমিত্যভিমৃশ্য তূষ্ণীং পবিত্রং দত্ত্বা অন্যাপো দত্ত্বা অর্ঘ্যমাদায় ওঁ অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্মন্নিদং ত্বাং অর্ঘ্যমুপতিষ্ঠতাং। ইত্যুৎসৃজ্য ব্রাহ্মণে দত্ত্বা তৎ-পাত্রং বামহস্ততলে সংস্থাপ্য দক্ষিণহস্তেনাচ্ছাদ্য ওঁ যা দিব্যা ইত্যনুমন্ত্র্য সংস্রব-সহিতং পাত্রং ওঁ প্রেতায় স্থানমসি ইতি স্ববামে কুশোপরি ন্যুব্জং কুর্য্যাৎ। ততঃ ওঁ অমুকগোত্র প্রেতঅমুকদেবশর্ম্মন্নেতানি গন্ধপুষ্পধূপদীপাচ্ছাদনানি ত্বামুপতিষ্ঠতাং।

ইত্যুৎসৃজ্য এষ তে গন্ধঃ। এতত্তে পুষ্পং। এষ তে ধূপঃ। এষ তে দীপঃ। এতত্তে আচ্ছাদনং ইতি প্রত্যেকং নিবেদয়েৎ। ততঃ প্রেতার্চ্চনং সম্পূর্ণং জাতমিতি পৃচ্ছেৎ। ওঁ সংপূর্ণং জাতমিত্যনুজ্ঞাতঃ। শ্রাদ্ধীয়ান্নাদ্‌ঘৃতাক্তমন্নমাদায় ওঁ অমুকগোত্রায় প্রেতায়ামুকদেবশর্ম্মণে স্বাহা। ইতি বিপ্রপাণৌ জলে বা একাহুতিং জুহুয়াৎ। ততো ব্রাহ্মণাগ্রস্থিতকুশাদিকমপনীয় নৈঋর্তীমারভ্য দক্ষিণাগ্রয়া জলরেখয়া বৃত্তমণ্ডলং কৃত্বা তত্র সতিলসলিলান্ দর্ভান্ ন্যস্য তদুপরি ভোজনপাত্রং নিধায়ান্নাদিকং যথাসম্ভবং পাত্রান্তরিতহস্তাভ্যাং পরিবেশয়েৎ। উপকরণঞ্চ পাত্রান্তরে কৃত্বা ভূমৌ স্থাপয়েৎ এবং জলঞ্চ পাত্রান্তরে দদ্যাৎ। পাত্রান্তরাসত্ত্বে ভোজনপাত্রোপরি দদ্যাৎ। ততো হুতশেষং কিঞ্চিৎ অন্নোপরি দদ্যাৎ। অনুত্তানহস্তাভ্যাং পাত্রং ধৃত্বা ওঁ পৃথিবী তে পাত্রমিত্যালভ্য ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ইত্যনেনান্নমঙ্গুষ্ঠং নিবেশ্য ওঁ বিষ্ণো কব্যং রক্ষস্বেত্যভ্যুক্ষ্য ওঁ অপহতেতি তিলান্ বিকীর্য্য ব্রাহ্মণে জলগণ্ডূষং দত্বান্নে মধুসর্পিষী আসিচ্য উপবীতী গায়ত্রীং ওঁ মধুবাতেতি মধু মধু মধ্বিতি চ। ওঁ অন্নহীনং ক্রিয়াহীনমিতি জপ্ত্বা ওঁ ইদমন্নং ইমা আপঃ ইদং হবিঃ এতান্যুপকরণানি ইতি নিবেদ্য ওঁ ভগবান্ প্রাশ্নাতু ইত্যাপোশানং দত্বা ওঁ যথাসুখং জুষস্বেতি বদেৎ। ততো ভুঞ্জানে তস্মিন্ শ্রাব্যং পঠেৎ। যথা সপ্রণবাং ব্যাহৃতিকাং গায়ত্রীং ওঁ অক্ষন্নমীমদন্তেতি ওঁ মধুবাতেতি ওঁ যজ্ঞেশ্বরো হব্যেতি ওঁ যোগীশ্বরমিতি যাজ্ঞবল্ক্যশ্লোকত্রয়ং ওঁ তদ্বিষ্ণোরিতি ওঁ দুর্য্যোধনো মন্যুময়েতি সপ্তব্যাধেতি ওঁ ঈশান বিষ্ণুকমলাসন রুদ্রেতি। ততস্তং তৃপ্তং জ্ঞাত্বা ওঁ মধুবাতেতি ওঁ অক্ষন্নমীতি শ্রাবয়েৎ। ততঃ সম্পন্নমিতি পৃচ্ছেৎ। ওঁ সম্পন্নমিতি তেনোক্তে সর্ব্বস্মাৎ কিঞ্চিদুদ্ধৃত্য হুতাবশিষ্টেন সহ একীকৃত্য পিণ্ডার্থং প্রভূততরং বিকিরণার্থং স্বল্পং পৃথক্ স্থাপয়েৎ। ওঁ শেষমন্নং কি দেয়মিতি পৃচ্ছেৎ। ওঁ ইষ্টৈঃ সহ ভুজ্যতামিত্যনুজ্ঞাতঃ উত্তরাপোশানার্থং ব্রাহ্মণে জলগণ্ডূষং দদ্যাৎ।

অথ পিণ্ডদানং। তত্র ওঁ পিণ্ডদানমহং করিষ্যে ইতি পৃচ্ছেৎ ওঁ কুরুষ্বেতি অনুজ্ঞাতঃ সপ্রণবব্যাহৃতিকাং গায়ত্রীং ওঁ দেবতাভ্য ইতি ত্রিঃ পঠিত্বা দ্বিজাগ্রে পিণ্ডস্থানমুপলিপ্য দর্ভমূলেন ওঁ অপহতেত্যনেন দক্ষিণাগ্রাং রেখামুল্লিখ্য তামদ্ভিরভ্যুক্ষ্য তদুপরি দক্ষিণাগ্রান্ দর্ভান্ আস্তীর্য্য তূষ্ণীং তিলাম্বু দদ্যাৎ। বৃদ্ধিকারমতে ওঁ শুন্ধতাং প্রেতা ইত্যনেন। ততঃ পূর্ব্বস্থাপিতান্নেন ওঁ অক্ষন্নমী মধুবাতেতি মন্ত্রাভ্যাং সুবর্তুলং বিল্বোপমং পিণ্ডং নির্ম্মায় মন্ত্রপাঠস্তু ন সূত্রকারসম্মতঃ। ঘিপিণ্ডং ভূয়ঃ কুশপত্রত্রয়সতিলজলসহিত বামাবৃতরন্দক্ষিণহস্তেন

গৃহীত্বা ওঁ অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্মন্নেতত্বাং পিণ্ডমুপতিষ্ঠতাং ইতি তিলাম্বু-সিক্তে দেশে দদ্যাৎ। ততো জলং স্পৃষ্ট্বা কৃতাঞ্জলিঃ। ওঁ অত্র প্রেত মাদয়স্ব যথাভাগমাবৃষায়স্বেতি মন্ত্রেণ তূষ্ণীং বা পিণ্ডমনুমন্ত্র্য উদঙ্মুখীভূয় যথাশক্তি প্রাণান্ সংযম্য প্রেতং তুষ্টং ভাস্বরমূর্ত্তিকং ধ্যায়ন্ প্রত্যাবৃত্য ওঁ বসন্তায় নমস্তভ্যমিতি পঠিত্বা ওঁ অমীমদৎ প্রেত যথাভাগমাবৃষায়িষ্ট ইতি জপন্ শ্বাসং মুঞ্চেৎ। ততঃ পিণ্ডশেষমাঘ্রায় হস্তৌ প্রক্ষাল্যাচম্য ওঁ অমুকগোত্র প্রেতামুক-দেবশর্ম্মন্নভ্যঙ্ক্ষ ইতি পিণ্ডোপরি ঘৃতং তিলতৈলং বা দদ্যাৎ। ওঁ অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্মন্নভ্যঙ্ক্ষ ইত্যঞ্জনং পিণ্ডোপরি দদ্যাৎ। ততো নবমনবং বা শুক্ল-বস্ত্রদশাভবং সূত্রং গৃহীত্বা ওঁ এতদ্বঃ প্রেতা বাসো মানতোহন্যৎ প্রেতা যুঙ্ধ্বং ইতি পঠিত্বা ওঁ অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্মন্নেতত্তে বাস উপতিষ্ঠতাং। ইত্যুৎসৃজ্য পিণ্ডোপরি দদ্যাৎ। ততো গন্ধাদিনা পিণ্ডং পূজয়েৎ। ততঃ কৃতাঞ্জলিঃ ওঁ নমস্তে প্রেত ঈশে নমস্তে প্রেত উর্জ্জে নমস্তে প্রেত শুষ্মায় নমস্তে প্রেত ঘোরায় নমস্তে প্রেত জীবায় নমস্তে প্রেত রসায় স্বধা তে প্রেত নমস্তে প্রেত নমঃ। এতাস্তব প্রেত ইয়াস্মাকং জীবা বো জীবন্ত ইহ সন্তঃ স্যামঃ। ওঁ মনোন্বাহ্বামহে নারা সংসেন সোমেন প্রেতো মুক্ মনুভিঃ। ওঁ অতএব মানঃ পুনঃ কৃতে দক্ষায় জীবসে হ্যোক্ চ সূর্য্যং দৃশে। ওঁ পুনর্ন প্রেতো মানো দদাতু দৈব্যো জনজীবং ব্রতং সচেমহীতি তিসৃভিঃ পিণ্ডমুপতিষ্ঠেৎ। ওঁ উর্জ্জং বহন্তীতি মন্ত্রেণ পিণ্ডোপরি বারিধারাং দদ্যাৎ। পিতরমিত্যত্র প্রেতং ইতি বদেৎ। ওঁ পরেত ন প্রেত সোম্য গম্ভী-রেভিঃ পথিভিঃ পূর্ব্বৈর্ণেভির্দ্দত্তাস্মভ্যং দ্রবিণেহ ভদ্রং রয়িঞ্চ নঃ সর্ব্ববীরং নিযচ্ছতঃ। ইত্যনেন পিণ্ডং চালয়েৎ। ততঃ পিণ্ডং গোহজবিপ্রেভ্যো দত্ত্বা-দগ্নৌ জলে বা ক্ষিপেৎ। অথাভ্যুক্ষিতায়াং ভুবি দর্ভানাস্তীর্য্য তান্ তিলজলেনা-ভ্যুক্ষ্য পূর্ব্বস্থাপিতপিণ্ডং জলপ্লাবিতং সতিলমোটকং গৃহীত্বা ওঁ যেহনগ্নিদগ্ধা মধ্যে দিবঃ স্বধয়া মাদয়ন্তে তেভিঃ স্বধাম সুনীতিমেতাং যথা বশং তনুং কল্পয়স্ব। ইত্যন্নং ভুবি বিকীর্য্য ওঁ যেঽগ্নিদগ্ধাঃ কুলে জাতা নাগ্নিদগ্ধাঃ কুলে মম। ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিং। ওঁ যেষাং ন মাতেতি মন্ত্রাভ্যাং সতিলজলং দদ্যাৎ। ততো হস্তৌ প্রক্ষাল্যাচম্য হরিং স্মৃত্বা সুসম্প্রোক্ষিতমস্তু ইতি ব্রাহ্মণাগ্রভূমি মাসিঞ্চেৎ। ওঁ অস্তিতি প্রতিবচনং। ওঁ শিবা আপঃ সন্তু ইতি জলং ওঁ সন্ত্বিতি প্রতিবচনং। ও সৌমনস্য মস্ত্বিতি পুষ্পং ওঁ অস্ত্বিতি প্রতিবচনং। ততস্তিলাক্ষমধুযুক্তজলং গ্রহীত্বা অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য

প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণো দত্তমিদমন্নপানাদিকমক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাং। ইত্যনেন ব্রাহ্মণ-দক্ষিণহস্তে দদ্যাৎ। উপতিষ্ঠতামিতি প্রতিবচনং। অঘোরঃ প্রেতোঽস্ত্বিতি প্রতিবচনং। গোত্রন্নো বর্দ্ধতামিতি বদেৎ বর্দ্ধতামিতি প্রতিবচনং ততো স্রজ-মুত্তানীকৃত্য বক্ষ্যমাণসমাপ্তিপর্য্যন্তং উপবীতী কুর্য্যাৎ। ব্রাহ্মণায় তাম্বূলাদিকং দত্ত্বা দক্ষিণাং কুর্য্যাৎ। অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণোঽ-শৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েহ্নি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ কৃতৈতদাদ্যৈকোদ্দিষ্ট-শ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণাং রজতমূল্যং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানীতি দক্ষিণাং দদ্যাৎ। ততঃ প্রিয়োক্তিভির্ব্রাহ্মণং পরিতোষ্য শ্রাদ্ধমিদং সম্পূর্ণং জাতমিতি বদেৎ। জাতমিতি প্রতিবচনং। অভিরম্যতামিতি ব্রাহ্মণং বিসর্জ্জয়েৎ। অভিরম্যস্ব ইত্যুক্ত্বা স উপতিষ্ঠেৎ। আ মা বাজস্যেতি বারিধারয়া বেষ্টয়ন্ প্রণমেৎ। ততঃ কৃতাঞ্জলিঃ ব্রাহ্মণহস্তে অক্ষতপুষ্পাণি দত্ত্বা ওঁ দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং ইত্যাদিকং পঠেৎ। ততো গায়ত্রীং দেবতাভ্য-ইতি ত্রিঃ পঠেৎ। শ্রাদ্ধীয়দ্রব্যং ব্রাহ্মণে দদ্যাৎ জলে বা ক্ষিপেৎ। দক্ষিণ-পাণিনা দীপমাচ্ছাদ্য হস্তৌ প্রক্ষাল্যাচম্য অচ্ছিদ্রাবধারণং কৃত্বা বিষ্ণুং স্মরেৎ। ইতি আদ্যৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধপ্রয়োগঃ এবমেব দ্বাদশমাসিকানি কুর্য্যাৎ।

অথ আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ প্রয়োগঃ।

কৃতনিত্যক্রিয়ঃ কর্ত্তা প্রাঙ্মুখ উপবিশ্য তিলতৈলেন দীপং প্রজ্বাল্য শালগ্রামে বিষ্ণুং সংপূজ্য ওঁ তৎসদিত্যুচ্চার্য্য কুশপত্রত্রয়ং জলাদিপূরিততাম্রপাত্রমাদায় অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্যামুকদেবশর্ম্মণোঽমুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং সগণাধিপগৌর্য্যাদি-ষোড়শমাতৃকাপূজা বসুধারাসম্পাতনায়ুষ্যমন্ত্রসূক্তজপাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধান্যহং করিষ্যে। ইত্যাচারাৎ সংকল্পয়েৎ। স্বীয়কর্ত্তরি তু অমুকগোত্রস্যেত্যাদৌ প্রথমান্তেন প্রয়োগঃ। ততঃ সক্তযবপুঞ্জেষু গণপতিং গৌরীপদ্মাশচী মেধা সাবিত্রী বিজয়া-জয়া দেবসেনা স্বধা স্বাহা শান্তি-পুষ্টি-ধৃতি তুষ্টি আত্মদেবতা কুলদেবতাঃ পূজ-য়েৎ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বর্গণপতে ইহাগচ্ছেত্যুক্ত্বা পাদ্যাদীনি দদ্যাৎ। গৌর্য্যাদি-পূজনে তু গৌরি মাতরিহাগচ্ছেত্যাবাহ্য এতৎ পাদ্যং ওঁ গৌর্য্যৈ মাত্রে নমঃ এবং ক্রমেণ পূজয়িত্বা গৌরি মাতঃ ক্ষমস্বেতি বিসর্জ্জয়েৎ। ততো গোময়েনোপলিপ্ত-ভিত্তৌ প্রাঙ্মুখ উপবিশ্য ওঁ আয়ুষ্মতী ভুবিধারে পয়স্বতী ঘৃতে ঘৃতকে॥ ১॥ ওঁ শুচিব্রতে রাজন্বতী যস্য ভুবনস্য রোদসী অপূপুতঃ সিক্তিতং জন্মসুকৃতং॥ ২॥ ওঁ কস্য ঈং বহতু মেবাঃ অগ্নানামর্ভ্চাকসীহি। যত্র সোমঃ ক্রয়তে তত্র

যজ্ঞোঘৃতস্য ধারা মধুমৎ প্রবত্তে ॥ ৩ ॥ ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানামিত্যাদি ॥ ৪ ॥ ওঁ শতধারা মুক্ষীয়মাণং বিপশ্চিতং বর্দ্ধ্যানং যোনিমদন্তং ।.পিত্রোরুপস্থিতং রোদসী পিপৃতং সত্যবাচা ॥ ৫ ॥ ওঁ শতধারং বায়ুসর্কং সর্ব্বিদংনৃচক্ষুষস্তে হরিঃ। যেন পুনন্তি পৃয়চ্ছন্তি সঙ্গমেতে দক্ষিণাং স্বদ্বহসপ্তমাতরং ॥ ৬ ॥ ওঁ বসোঃ পবিত্রমসি শতধারং দেবত্বা সবিতা পুনাতু। বসোঃ পবিত্রমসি সহস্রধারং দেবত্বা সবিতা পুনাতু বসোঃ পবিত্রেণ শতধারেণ সুপ্তাকাম ধুক্ষ ॥ ৭ ॥ ইতি ঘৃতেন সপ্তধারাং দদ্যাৎ। ততঃ আয়ুষ্যসূক্তং জপেৎ। তদ্‌যথা,—ওঁ আয়ুষ্যং বর্চ্চস্যং রায়স্পোষমৌদ্ভিদং। ইদং হিরণ্যং বর্চ্চস্বজ্জৈত্রয়োবি রেতাং স্বমাং ॥ ১ ॥ উচ্চৈর্ব্বাজি পৃতনাসাট সভাসাহং ধনঞ্জয়ং। সর্ব্বাঃ সম্প্রামঋদ্ধয়ো হিরণ্যোঽস্মিন্‌সমাহিতাঃ ॥ ২ ॥ শুনমহং হিরণ্যে স্বপিতুর্ণামেনে বজপ্রভা। তেন মাং সূর্য্যত্বক্‌মকবং পুরুষ প্রিয়ং ॥ ৩ ॥ সম্রাজঞ্চ নিজকাভিবিচয়া চ মে ধ্রুবা। লক্ষ্মীরাষ্ট্রস্য যা মুখে তয়া মামিন্দ্র সংতাজ ॥ ৪ ॥ অগ্নে প্রজাতং পরিজ্ঞ্যিরণ্যমমৃতং জজ্ঞে মুধিমর্ত্তোষু। যত্রকন্বেদশ ইদেনদ ইতি জরামৃত্যুমর্ভবতি যো বিভর্ত্তি ॥ ৫ ॥ যদ্বেদরাজা বরুণো যদ্বা দেবী সরস্বতী। ইন্দ্রো যদ্‌বৃত্রহা বেদ তন্মে বর্চ্চস আয়ুষে। তদ্রক্ষাংসি ন পিশাচাশ্চরন্তি দেবানামোজঃ প্রথমং হেতৎ। যো বিভর্ত্তি দাক্ষাণা হিরণ্যং সদেষু কৃণুতে দীর্ঘমায়ুষে মনুষ্যেষু কৃণুতে দীর্ঘমায়ুঃ ॥ ৭ ॥ বদাবধ্নন্দাক্ষায়ণাহিরণ্যং শতানীকায় .সুমনুষামানা। তন্ম আবধ্নামি শতে শারদায়ুষ্মান্ জরদষ্টির্যথাসৎ ॥ ৮ ॥ ঘৃতাদুল্লুপ্ত মধুমৎসুবর্ণং ধনঞ্জয়ং ধারয়িষ্ণু। ঋকসপত্নাদধবাংশ্চক্রুব হসামহতে সৌভগায় ॥ ৯ ॥ প্রিয়ং মা কুরু দেবেষু প্রিয়ং রাজসু মা কুরু। প্রিয়ং বিশ্বেষু গোষ্ঠেষু মবি দেহি রুচাক্ষিচা ॥ ১০ ॥ অগ্নির্য্যোনাদি বা জতি সূর্য্যো যেন বিরাজতি। বিরাজে ন বিরাজতি তেনাস্মান্ ব্রাহ্মণস্পতে বিরাজ সমিধং কুরু ॥ ১১ ॥

ততঃ আচম্য ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ ইতি বাস্তুং যজ্ঞেশ্বরঞ্চ সংপূজ্য শ্রাদ্ধীয়াপ্রভাসং দত্ত্বা সর্ব্বত্র উদঙ্মুখ উপবীতী পাতিত দক্ষিণজানুঃ কুশত্রয়েণ সযবোদকেন কুর্য্যাৎ। পরভূমৌ তু এতদমমেতৎ ভূস্বামিপিতৃভ্যঃ স্বাহা ইতি দত্ত্বা দর্ভবটুমুপবেশয়েৎ। তত্র ক্রমঃ। পশ্চিমে মাত্রাদীনাং তদুত্তরে পিত্রাদীনাং তদুত্তরে মাতামহানাং আসনানি প্রাগগ্রদর্ভদ্বয়যুক্তানি পরিকল্প্য দক্ষিণাবর্ত্তেন কর্ম্ম কুর্য্যাৎ। ততো দৈবে জলগণ্ডূষং দত্ত্বা অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্যামুকদেবশর্ম্মণোঽমুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যা মাতুরমুকীদেব্যা অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যাঃ পিতামহ্যা অমুকীদেব্যা অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যাঃ প্রপিতামহ্যা

অমুকীদেব্যা অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণোঽমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতামহস্যামুকদেবশর্ম্মণোঽমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রপিতামহস্যামুকদেবশর্ম্মণোঽমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য মাতামহস্যামুকদেবশর্ম্মণোঽমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রমাতামহস্যামুকদেবশর্ম্মণোঽমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্যামুকদেবশর্ম্মণ আভ্যুদয়িকে শ্রাদ্ধে কর্ত্তব্যে বসুসত্যয়োর্ব্বিশ্বেষাং দেবানাং আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণায়াহং করিষ্যে। ওঁ কুরুষ্বেতি প্রতিবচনং। ততো মাতৃপক্ষে জলগণ্ডূষং দত্ত্বা অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্যামুকদেবশর্ম্মণোঽমুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যা মাতুরমুকীদেব্যা অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যাঃ পিতামহ্যা অমুকীদেব্যা অমুকগোত্রায়াঃ নান্দীমুখ্যাঃ প্রপিতামহ্যা অমুকীদেব্যা আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণায়াহং করিষ্যে। ওঁ কুরুষ্বেতি প্রতিবচনং। পিতৃপক্ষমাতামহপক্ষয়োরপি পুংলিঙ্গনির্দ্দেশেন। ততঃ সপ্রণবব্যাহৃতিকাং গায়ত্রীং পঠেৎ। ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ। নমঃ পুষ্ট্যৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব নমো নমঃ। ইতি পঠেৎ। ততঃ পুণ্ডরীকাক্ষং স্মৃত্বা যজ্জলেন শ্রাদ্ধীয়দ্রব্যপ্রোক্ষণং রক্ষার্থমুদকপাত্রমেকদেশে স্থাপয়েৎ। ততো যবহস্তঃ অসুরা রক্ষাংসি পিশাচাঃ প্রেক্ষয়ন্তি পৃথিবীমনুঃ অনাস্ত্রেতো গচ্ছন্তু যত্রৈষাং গতঃ নমঃ। ইতি সর্ব্বতো যবৈরবকীর্য্য অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষ ইমা পর্য্যটতে মহীং। অসুরাণাং বধার্থায় ভূমৌ সংস্থাপিতো ময়া অনাদিনিধনজ্ঞান নিত্যানন্দ জনার্দ্দন। ময়াত্র শ্রাদ্ধে কর্ত্তব্যে সন্নিধীভব কেশব। ইতি পঠেৎ। ততো দৈবে ব্রাহ্মণহস্তে জলগণ্ডূষং দত্ত্বা কুশত্রয়েণ ওঁ বসুসত্যৌ বিশ্বেদেবা এতদ্বো দর্ভাসনং স্বাহা ইতি ঋজুকুশপত্রত্রয়ং সযবোদকং দৈবব্রাহ্মণদক্ষিণপার্শ্বে দদ্যাৎ। ততঃ আপো দত্ত্বা সর্ব্বোপচারেণার্চ্চয়েদাপো দদ্যাৎ। অথ অভ্যুক্ষিতায়াং ভুবি উদগগ্রান্ কুশানাস্তীর্য্য তেষু ন্যগ্‌বিলং পাত্রমাসাদ্য উত্তানীকৃত্য তস্মিন্ পবিত্রে স্তো বৈষ্ণব্যাবিত্যনেন প্রাদেশপ্রমাণং কৃত্বা বিষ্ণোর্ম্মনসা পূতে স্থ ইত্যনেন প্রোক্ষিতং বিন্যস্য আপ আসিচ্য শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে ইত্যনেনানুমন্ত্র্য ওঁ যবোসি ধান্যরাজোসি বারুণো মধুসংযুতঃ। নির্ণোদঃ সর্ব্বপাপানাং পবিত্রমৃষিভিঃ স্মৃতং। ইতি যবানারোপ্য গন্ধাদীনি চ ক্ষিপ্ত্বা দেবপাত্রং সম্পন্নং ইত্যভিমৃষ্য যবহস্তঃ ওঁ বিশ্বান্ দেবানাবাহয়িষ্যে ইতি পৃচ্ছেৎ। আবাহয় ইত্যনুজ্ঞাতঃ ওঁ বিশ্বেদেবাস আগত শৃণুতাম ইমং হবং ইদং বর্হির্নিষীদত। ইতি যবান্ বিকীর্য্য কৃতাঞ্জলিঃ ওঁ বিশ্বেদেবাঃ শৃণুতেমং হবং যে অন্তরীক্ষে য উপদ্যবিষ্টয়ে অগ্নিজিহ্বা উতবা যজত্রা আসাদ্যাস্মিন বর্হিষি মাদয়ধ্বং। ওঁ ওষধয়ঃ সমবদন্ত

সোমেন সহ রাজ্ঞা যস্মৈ কৃণোতি ব্রাহ্মণস্তং যাজনপারয়ামসি ইতি পঠেৎ। ওঁ বিশ্বায়াং দক্ষকন্যায়াং জাতা ধর্ম্মা মহাত্মনঃ। বিশ্বেদেবা• ইতি খ্যাতা দেবপর্য্যা মহাবলাঃ। শুক্রেণ সহ যোদ্ধৃণাং বিজেতারশ্চ রক্ষসাং। যন্নামস্মরণাদেব প্রদ্রবন্ত্যসুরাঃ ক্ষণাৎ। বাণবাণাসনধরা দ্বিভুজাঃ শ্বেতবাসসঃ। কেয়ূরিণঃ কুণ্ডলিনঃ কিরীটকটকান্বিতাঃ। ধৈর্য্যসৌন্দর্য্যসংযুক্তা দিব্যস্রগনুলেপনাঃ। ইন্দ্রস্যানুচরাঃ সর্ব্বে গোপ্তারস্ত্রিদিবস্য তে। ইতি বিশ্বান্ দেবান্ ধ্যাত্বা ওঁ আগচ্ছন্তু মহাভাগা বিশ্বেদেবা বরপ্রদাঃ। যে চাত্র বিহিতাঃ শ্রাদ্ধে সাবধানা ভবন্তু তে। ইত্যনেনোপস্থায় স্বাহা অর্ঘ্যা ইত্যর্ঘ্যমুভয়োঃ সঙ্কল্পনিবেদ্য প্রত্যেকং প্রথমমন্ত্রা আপো দত্ত্বা ব্রাহ্মণহস্তে কুশাগ্রাগ্রং পবিত্রং নিধায় জলান্তরং পুষ্পান্তরঞ্চ দত্ত্বা শিরঃপ্রভৃতিসর্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ ইতি সংপূজ্য বামহস্তেনার্ঘ্যমাদায় দক্ষিণহস্তেনাচ্ছাদ্য ওঁ বসুসত্যৌ বিশ্বেদেবা ইদং বোঽর্ঘ্যং স্বাহা ইতি দত্ত্বা ওঁ যা দিব্যা আপঃ পৃথিবী সংবভূবুর্যা অন্তরীক্ষা উত পার্থিবীর্য্যা ইত্যাদিনানুমন্ত্র্য দ্বিতীয়স্যাপ্যেবং দত্ত্বা অনুমন্ত্র্য গন্ধাদীন্যাদায় ওঁ বসুসত্যৌ বিশ্বেদেবাস্ত্র ভানি তে গন্ধপুষ্পধূপদীপাচ্ছাদনানি দ্বিভূতানি স্বাহা ইত্যুৎসৃজ্য এতৌ বো গন্ধৌ ইত্যাদিনা প্রত্যেকং গন্ধাদীনি প্রতিপাদয়েৎ। ততো বিশ্বেদেবার্চ্চনং সংপূর্ণং 'জাতং' ইতি পৃচ্ছেৎ সংপূর্ণং জাতমিতি তৈরুক্তে ওঁ নান্দীমুখপিত্রর্চ্চনমহং করিষ্যে ইতি পৃচ্ছেৎ। ওঁ কুরুষেত্যনুজ্ঞাতঃ পিত্রর্চ্চনং কুর্য্যাৎ। যথা,—ব্রাহ্মণহস্তে জলগণ্ডূষং দত্ত্বা অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতরমুকি দেবি এবং পিতামহীপ্রপিতামহ্যাবপি সম্বোধ্য এতত্তে দর্ভাসনং স্বাহা ইতি কুশপত্রত্রয়াত্মকমাসনং ব্রাহ্মণবামভাগে সযবোদকেন দদ্যাৎ। ততঃ পুনরাপো দদ্যাৎ। পিতৃপক্ষমাতামহপক্ষয়োরপ্যেবং পুংলিঙ্গনির্দ্দেশেন। অথ ব্রাহ্মণাগ্রভূমিমভ্যুক্ষ্য পূর্ব্বাগ্রকুশোপরি পূর্ব্ববদর্ঘ্যপাত্রাণি সংস্থাপ্য ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যাবিত্যাদিনা প্রোক্ষিতং একৈকস্মিন্ পাত্রে একৈকং বিন্যস্য পাত্রেষু আপ আসিচ্য ওঁ শন্নোদেবীরিতি সকৃদনুমন্ত্র্য ওঁ যবোসি সোমদৈবত্যো গোবো দেবনির্ম্মিতঃ। প্রত্নমদ্ভিঃ পৃক্তঃ পুষ্টান্ নন্দীমুখান্ পিতৄনিমান্ লোকান্ প্রীণাহি নঃ স্বাহা।' ইতি পৃথক্ পৃথক্ পাত্রেষু যবান্ দত্ত্বা গন্ধাদীনি চ ক্ষিপ্ত্বা পিতৃপাত্রং সম্পন্নং ইত্যভিমৃষ্য যবহস্তঃ ওঁ নান্দীমুখান্ পিতৄনাবাহয়িষ্যে। আবাহয় ইত্যনুজ্ঞাতঃ। ওঁ এতে নান্দীমুখাঃ পিতরঃ সোম্যাসোঃ গম্ভীরেভিঃ পূর্ব্বৈর্ণেভিরিন্দ্রায়াস্যাং দ্রবিণেহ ভদ্রং রয়িঞ্চ নঃ সর্ব্ববীরং নিযচ্ছত। ওঁ উষন্তস্ত্বা নিধীমহ্যুশন্তঃ সমিধীমহি উশন্নুশত

আবহ নান্দীমুখান্ পিতৄন্ হবিষে অত্তবে। ওঁ আয়ান্তু নো নান্দীমুখাঃ পিতরঃ সোম্যাসোঽগ্নিষ্বাত্তাঃ পথিভির্দেবযানৈঃ অস্মিন্ যজ্ঞে পুষ্ট্যা মদন্তো-ঽবন্তস্মান্। ওঁ শুক্লাম্বরা শুক্লগন্ধাঃ শুক্লযজ্ঞোপবীতিনঃ। আত্মনোভিমুখাসীনা জ্ঞানমুদ্রা নিরায়ুধাঃ। ইতি বসুরুদ্রাদিত্যরূপতয়া ধ্যাত্বা স্বাহা অর্ঘ্যা ইত্যর্ঘ্যং নিবেদ্য অন্যা আপো দত্বা অর্ঘ্যমাদায় অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতরমুকি দেবি ইদস্তেঽর্ঘ্যং স্বাহা ইত্যুৎসৃজ্য ব্রাহ্মণে দত্বা ওঁ যা দিব্যা ইত্যনুমন্ত্র্য সংস্রবসহিতং পাত্রং তত্রৈব স্থাপয়েৎ। এবং ক্রমেণ পিতামহ্যাদ্যষ্টভ্যো দত্বা যথাক্রমং পিতৃ-পাত্রে পিতামহাদি পকপাত্রস্থসংস্রবজলং নিধায় পিতৃপাত্রং প্রপিতামহপাত্রেণ পিধায় ব্রহ্মর্ব্বামপার্শ্বে সমূলদর্ভোপরি পিতৃভ্যঃ স্থানমসীতি স্থাপয়েৎ। ন্যুব্জং কুর্য্যাৎ। ততঃ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতরমুকি দেবি এবং পিতামহী-প্রপিতামহ্যাবপি সম্বোধ্য এতানি তে গন্ধপুষ্পধূপদীপাচ্ছাদনানি বিভূতানি স্বাহা। ইত্যুৎসৃজ্য এব তে গন্ধঃ ইত্যাদিনা প্রত্যেকং নিবেদয়েৎ। এবং পিতৃপক্ষমাতামহপক্ষয়োরপি। ততঃ পিত্রর্চ্চনং সংপূর্ণং ইতি পৃচ্ছেৎ সম্পূর্ণং জাতং ইতি ব্রাহ্মণা ব্রূয়ুঃ। ততো ঘৃতাক্তমন্নমাদায় অগ্নৌ করিষ্যামি করবৈ করবাণি করিষ্যামীতি বা পৃচ্ছেৎ। কুরুষ ক্রিয়তাং কুরু ইতি বানুজ্ঞাতঃ অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বাহা সোমায় পিতৃমতে স্বাহা ইতি জুহুয়াৎ। ততো দৈবাদিক্রমেণ চতুরস্রমণ্ডলে গোময়োপলিপ্তে সযবসলিলান্ দর্ভান্ ন্যস্য তেষু ভোজনপাত্রাণি নিধায়ান্নাদিকং যথা-সম্ভবং দ্রাক্ষাফলকদলানি চ পাত্রান্তরিতহস্তাভ্যাং বা পরিবেশয়েৎ। ততো হুতশেষং অন্নোপরি কিঞ্চিদ্দত্ত্বা পিণ্ডার্থং কিঞ্চিৎ স্থাপয়েৎ। ততো দৈবেঽনুত্তা-নহস্তাভ্যাং ওঁ পৃথিবী তে পাত্রং দ্যৌরপিধানং ব্রাহ্মণস্য মুখে অমৃতেঽমৃতং জুহোমি ব্রাহ্মণানাং বিদ্যাবতাং প্রাণাপানয়োর্জুহোম্যক্ষিতমসি মৈষাং ক্ষেষ্ঠা অমুত্রামুষ্মিন্ লোকে। ইত্যভিমন্ত্র্য পিত্রে উত্তানহস্তাভ্যাং পাত্রং ধৃত্বা পৃথিবী তে পাত্রমিতি মন্ত্রপাঠঃ কার্য্যঃ। ততোঽন্নে মধু দত্ত্বা ইদং বিষ্ণুর্বি-চক্রমে ইত্যাদিনা ব্রাহ্মণপাণ্যঙ্গুষ্ঠং অন্নে নিবেশ্য বিষ্ণো কব্যং রক্ষস্ব ইত্যভ্যুক্ষ্য দৈবে তূষ্ণীং যবান্ বিকীর্য্য ওঁ অপহতাসুরারক্ষাংসি বেদীষদ ইতি পিত্রে যবান্ বিকীর্য্য উত্তরাভিমুখো বামহস্তেন পাত্রং ধৃত্বা সযবো-দককুশপত্রমন্নমাদায় ওঁ বসুসত্যৌ বিশ্বেদেবা এতদ্বোঽন্নং স্বাহা। তত্র মাতৃপক্ষে অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতরমুকি দেবি এবং পিতামহী-প্রপিতা-মহ্যাবপি সংবোধ্য এতত্তেঽন্নং সোপকরণং স্বাহা ইত্যুৎসৃজেৎ। এবং

পিতৃপক্ষমাতামহপক্ষয়োরপি। ততঃ প্রত্যেকং জলগণ্ডূষং দত্ত্বা অন্নে মধুসর্পি রাসিচ্য গায়ত্রীং ত্রিঃ সকৃত্বা মধু মধু মধ্বিতি চ জপেৎ। ওঁ উপাস্মৈ গায়তা নরঃ পবমানায়েন্দবে। অভিদেবাং ইয়ক্ষতে॥১॥ যে ত্বাহিহত্যে মঘবন্নবর্দ্ধন্যে শাম্বরে হরিবো যে গবিষ্টৌ। যে ত্বা নূনমনুমদন্তি বিপ্রাঃ পিবেন্দ্র সোমং সগণো মরুদ্ভিঃ॥২॥ জনিষ্ঠাঃ উগ্রঃ সহসে তুরায় মন্দ্র ওজিষ্ঠো বহুলা-ভিমানঃ। অবর্দ্ধন্নিন্দ্রং মরুতশ্চিদত্র মাতা যদ্বীরন্দধনদ্ধনিষ্ঠা॥৩॥ আতূন ইন্দ্র বৃত্রহন্নস্মাকমর্দ্ধমাগহি মহান্মহীভি রূতিভিঃ॥৪॥ ত্বমিন্দ্র পৃষ্ঠভি তুর্ত্তি বিশ্বা অসস্পৃধঃ। অশস্তিহা জনিতা বিশ্বতূরসি ত্বন্তূর্য্যং তরুষ্যতঃ॥৫॥ মধু মধু মধ্বিতি। ওঁ অক্ষন্নমীতি। অন্নহীনমিতি। ইদমন্নং ইমা আপঃ ইদং হবিঃ এতান্যুপকরণানি ইতি ব্রাহ্মণেভ্যো নিবেদ্য ভবন্তঃ প্রাশয়ন্তিতি আপোশানং দত্ত্বা যথাসুখং জুষধ্বং ইতি বদেৎ। ততো ভুঞ্জানেষু তেষু শ্রাব্যং পঠেৎ। তদ্‌যথা,— সপ্রণবব্যাহৃতিকাং গায়ত্রীং মধু মধু মধ্বিতি চ। ওঁ উপাস্মৈ গায়তা নর ইতি পঞ্চ মধুমন্ত্রং মধু মধু মধ্বিতি চ। ওঁ যজ্ঞেশ্বরো হব্য ইতি। ওঁ যোগীশ্বর-মিত্যাদি শ্লোকত্রয়ং। ওঁ ভবিষ্যোবিতি ওঁ দুর্য্যোধন ইত্যাদি। ওঁ সপ্তব্যাধা ইত্যাদি। ততো ব্রাহ্মণে জলগণ্ডূষং দত্ত্বা তৃপ্তাঃ স্থ ইতি পৃচ্ছেৎ। তৃপ্তাঃ স্ম ইতি তৈরুক্তে পূর্ব্ববৎ গায়ত্রীং পঞ্চমধুমন্ত্রং অক্ষন্নমী মধু মধু মধ্বিতি চ জপেৎ। ওঁ শেষমন্ন মপ্যস্তীতি ব্রাহ্মণেভ্যো নিবেদয়েৎ। তে যদি স্বীকুর্ব্বন্তি তদা তেভ্য এব দেয়ং যদি চ ইষ্টেভ্যো দীয়তামিত্যনুজানন্তি তদা শ্রাদ্ধোত্তরমিষ্টৈঃ সহ ভুঞ্জীত। ততঃ পিণ্ডদানমহং করিষ্যে ইতি পৃচ্ছেৎ কুরুষ্ব ইত্যনুজ্ঞাতঃ ততঃ প্রণবাদ্যন্তাং সপ্রণবব্যাহৃতিকাং গায়ত্রীং দেবতাভ্য ইতি ত্রির্জ্জপিত্বা ব্রাহ্মণসংমুখে প্রাদেশসাগ্রং কুশপত্রত্রয়ং বামহস্তাদ্দক্ষিণহস্তেনাদায় বামহস্তা-ন্বারব্ধদক্ষিণহস্তেন উত্তরাগ্রেরেখাত্রয়ং মধ্যস্থানে ওঁ অপহতেতি ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং ইত্যাদি মন্ত্রাভ্যাং কুর্য্যাৎ। তদ্দর্ভদ্বয়মুত্তরস্যাং দিশি ক্ষিপেৎ। তা রেখা অদ্ভিরভ্যুক্ষ্য রেখোপরি সাগ্রান্ সমূলান্ কুশানাস্তীর্য্য সযবজলপুষ্পং বামহস্তা-দ্দক্ষিণহস্তেন গৃহীত্বা বামহস্তান্বারব্ধদক্ষিণপাণিনা ওঁ শুন্ধন্তাং নান্দীমুখ্যো মাতর ইতি কুশমূলে। ওঁ শুন্ধন্তাং নান্দীমুখ্যঃ পিতামহ্য ইতি কুশমধ্যে। ওঁ শুন্ধন্তাং নান্দীমুখ্যঃ প্রপিতামহ্য ইতি কুশাগ্রেষু সযবজলপুষ্পং দত্ত্বা এবং দ্বিতীয়রেখাস্তীর্ণকুশমূলমধ্যাগ্রদেশেষু পিত্রাদিভ্যঃ তৃতীয়রেখাস্তীর্ণ-কুশমূলমধ্যাগ্রদেশেষু মাতামহাদিভ্যো মন্ত্রোহেন সযবজলপুষ্পং দদ্যাৎ। ততোঽন্নো করণশেষং শ্রাদ্ধশেষঞ্চ যবমধুপৃষদাজ্যযুক্তমেকস্মিন্ পাত্রে নিধায়

ততঃ কিঞ্চিদন্নং গৃহীত্বা ওঁ অক্ষন্নমীমদন্তেতি মধুবাতেতি চ পঠিত্বা পিণ্ডৌ নির্ম্মায় ঘৃতমধ্বভিঘারিতৌ কৃত্বা. দক্ষিণহস্তেনাদায় ওঁ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতরমুকি দেবি এতৌ তে পিণ্ডৌ যে চাত্র ত্বা মনু তেভ্যশ্চ স্বাহা ইতি বামাবামরন্ধদক্ষিণহস্তেন পিতামহ্যাদ্যষ্টভ্যো লিপ্তোহেন একৈকস্মৈ দ্বৌ দ্বৌ পিণ্ডৌ দদ্যাৎ। ততঃ পিণ্ডোপরি পিণ্ডশেষং বিকীর্য্য ওঁ লেপভূজো নান্দীমুখাঃ পিতরঃ প্রীয়ন্তামিতি করং নিঘৃষ্যাচম্য হরিং স্মৃত্বা অত্র নান্দীমুখাঃ পিতরো মাদয়ধ্বং যথাভাগমাবৃষায়ধ্বং ইতি জপিত্বা বামাবর্ত্তেনোত্তরাভিমুখী-ভূয় শ্বাসং ধৃত্বা ওঁ বসন্তায়েতি পঠিত্বা পরাবৃত্য শ্বাসং মুঞ্চন্ ওঁ অমী-মদন্ত নান্দীমুখাঃ পিতরো যথাভাগমাবৃষায়িষত ইতি জপন্ শ্বাসং মুঞ্চেৎ। ততঃ ওঁ শুন্ধন্তাং নান্দীমুখ্যো মাতর ইতি মাতৃপিণ্ডোপরি যযব-জলং দত্ত্বা পিতামহ্যাদ্যষ্টানামপি পিণ্ডোপরি দদ্যাৎ। ততো নবমনবন্ধা শুক্ল-বস্ত্রদশাভবং সূত্রং বামহস্তাদ্দক্ষিণহস্তেন গৃহীত্বা ওঁ এতদ্বো নান্দীমুখাঃ পিতরো বাসো মানতোঽন্যন্নান্দীমুখাঃ পিতরো যুভ্ধ্বং ইতি পঠিত্বা ওঁ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতরমুকি দেবি এতত্তে বাসঃ স্বাহা" ইত্যুৎসৃজ্য পিণ্ডোপরি দদ্যাৎ। এবং পিতামহাদ্যষ্টানামপি লিপ্তোহেন পিণ্ডোপরি দদ্যাৎ। ততঃ পিণ্ডেষু গন্ধাদিনা পিতৄন্ পূজয়েৎ। ততঃ কৃতাঞ্জলিঃ ওঁ নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতর ঈশে নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতর উর্জ্জে নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরঃ শুষ্মায় নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরো ঘোরায় নমোবো নান্দীমুখাঃ পিতরো জীবায় নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরো রসায় স্বাহা বো নান্দীমুখাঃ পিতরো নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরো নমঃ৫ এতান্যস্মাকং নান্দীমুখাঃ পিতরঃ ইমা অস্মাকং জীবাবো জীবাস্ত ইহ সন্তঃ স্যাম ইতি নত্বা ওঁ মনোন্বাহবামহে নারাশংসে নমো মেন নান্দীমুখানাং পিতৄণাঞ্চ মন্মভিঃ॥ ১॥ ওঁ আত এত নমঃ পুনঃ ক্রত্বে দক্ষায় জীবসে জ্যোক্ চ সূর্য্যং দৃশে॥ ২॥ পুনানা নমীমুখাঃ পিতরো মনো দধাতু দৈব্যো জনঃ। জীবং ব্রাতং সচেমহি॥ ৩॥ ইতি তিসৃভিঃ পিণ্ডেষূপস্থায় ওঁ উর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতং। স্বধা স্থ তর্পয়ত মে নান্দী-মুখান্ পিতৄন্। ইতি মাতৃপক্ষে জলধারাং দত্বাৎ এবং পিতৃপক্ষমাতামহ-পক্ষয়োরপি ওঁ পরেতনো নান্দীমুখাঃ পিতরঃ সোম্যাসো গম্ভীরেভিঃ পূর্ব্বৈ-র্পৈভির্দত্তায়াস্মভ্যং দ্রবিণেহ ভদ্রং রৈঞ্চ নঃ সর্ব্ববীরং নিযচ্ছত। ইতি পিণ্ডান্ চালয়িত্বা পিতৄন্ প্রবাহয়েৎ। ততো ব্রাহ্মণানাচাময়েৎ। ততো বিকিরদানং।

ব্রাহ্মণাগ্রতঃ প্রোক্ষিতায়াং ভুবি কুশানাস্তীর্য্য তত্র যবান্ বিকীর্য্য ওঁ যেঽগ্নি-দগ্ধা যে নাগ্নিদগ্ধা মধ্যে দিবঃ পুষ্ট্যামাদয়ন্তে তেভিঃ পুষ্টির্ন্নীতিমেতান্ যথাবশং তনু কল্পয়স্ব। ইত্যন্নং ভুবি বিকীর্য্য ওঁ যেঽগ্নিদগ্ধাঃ কুলে জাতা নাগ্নিদগ্ধাঃ কুলে মম।• ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিং। ইতি সযবজলং দদ্যাৎ। পরিশিষ্টকারসম্মতোঽয়ং মন্ত্রঃ শায়নাচার্য্যস্তু ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ ইত্যাদিমন্ত্রঃ লিখিতঃ। ততঃ ওঁ যেষাং ন মাতা ন পিতা ইত্যাদিকং পঠেৎ। ততো হস্তৌ প্রক্ষাল্যাচম্য ওঁ সুপ্রোক্ষিতমস্ত্ব ইতি ব্রাহ্মণাগ্রভূমি মাসিচ্য দেব-পূর্ব্বকং প্রত্যেকং ওঁ শিবা আপঃ সন্ত্বিতি জলং দদ্যাৎ। ওঁ সন্ত্বিতি প্রত্যুক্তিঃ। ওঁ সৌমনস্যমস্ত্বিতি পুষ্পং ওঁ অস্ত্বিতি প্রত্যুক্তিঃ। ওঁ অক্ষতঞ্চারিষ্টঞ্চাস্তু ইতি যবান্ দদ্যাৎ ওঁ অস্ত্বিতি প্রত্যুক্তিঃ। ততো যবাজ্যমধুযুক্তজলং গৃহীত্বা অদ্যে-ত্যাদি অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যা মাতুরমুকীদেব্যাঃ কৃতেঽস্মিন্ আভ্যুদয়িক-শ্রাদ্ধে দত্তমিদমন্নপানাদিকমক্ষয্যমস্তু এবং পিতামহ্যাদীনামপি নামলিঙ্গোহেন দাতব্যঃ। ওঁ অঘোরা নান্দীমুখাঃ পিতরঃ সন্তু। ওঁ সন্ত্বিতি প্রতিবচনং। ওঁ গোত্রন্নো বর্দ্ধতাং ওঁ বর্দ্ধতামিতি প্রতিবচনং। ততঃ আচ্ছাদনং বিধৃত্যাভ্যু-ক্ষ্যোত্তানীকৃত্য ব্রাহ্মণেভ্যস্তাম্বূলাদিকং দত্ত্বা মাতৃব্রাহ্মণপূর্ব্বকং দক্ষিণাং দদ্যাৎ। যথা অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যা মাতুরমুকীদেব্যা অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যাঃ পিতামহ্যা অমুকীদেব্যা অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যাঃ প্রপিতামহ্যা অমুকীদেব্যাঃ কৃতৈতৎ আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধপ্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং দ্রাক্ষামলকমূল্যং বিষ্ণুদৈবতং যথানামগোত্রায় ব্রাহ্মণায়াহং দদানি এবং পিতৃপক্ষমাতামহপ-ক্ষয়োরপি নামলিঙ্গোহেন দক্ষিণাং দদ্যাৎ। ততো দৈবে ওমদ্যেত্যাদি বসু-সত্যয়োর্ব্বিশ্বেষাং দেবানাং কৃতৈতদাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধপ্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণাং কাঞ্চনমূল্যং বিষ্ণুদৈবতং যথানামগোত্রায় ব্রাহ্মণায়াহং দদানি। ততঃ পবিত্রসহিতান্ দর্ভান্ আস্তীর্য্য ওঁ উপসম্পন্নমিত্যুক্ত্বা মাতৃপূর্ব্বং ব্রাহ্মণানুত্থাপয়েৎ। তেঽপি সম্পন্ন-মিতি ব্রুবন্ত উত্তিষ্ঠেয়ুঃ। ওঁ বিশ্বেদেবাঃ প্রীয়ন্তামিত্যুক্ত্বা উত্থাপয়েৎ। ব্রাহ্মণা-বপি প্রীয়ন্তামিতি বদন্তাবুপতিষ্ঠেতাং। ওঁ বাজে বাজে ইতি কুশাগ্রেণ তান্ তান্ পিতৃন্ বিসৃজ্য পশ্চাদ্দেবান্ বিসর্জ্জয়েৎ। ওঁ আ মা বাজস্য ইত্যাদিনা প্রদক্ষিণবারিধারয়া ব্রাহ্মণান্ প্রণমেৎ। ততঃ কৃতাঞ্জলিঃ সুমনাস্তমনা ভূত্বা দক্ষিণাং দিশং পশ্যন্ পিতৃন্ যাচেৎ। ওঁ দাতারো নো বিবর্দ্ধন্তা দেবাঃ সন্ততি-রেব চ। শ্রদ্ধা চ নো মাভাগমদ্বহু দেয়ঞ্চ নোঽস্ত্বিতি। ইতি যাচেৎ। ততঃ সপ্রণবব্যাহৃতিকাং গায়ত্রীং দেবতাভ্য ইতি জপেৎ। ততঃ পিণ্ডান্ গোজ-

বিপ্রেভ্যো দদ্যাৎ জলে বা ক্ষিপেৎ। শ্রাদ্ধীয়দ্রব্যং ব্রাহ্মণায় দদ্যাৎ জলে বা ক্ষিপেৎ। ওমদ্যেত্যাদি কৃতৈতদাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু ইত্যচ্ছিদ্রাবধারণং কুর্য্যাৎ। ততঃ অদ্যেত্যাদি কৃতৈতদাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধবৈগুণ্যপ্রশমনকামো বিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে। ইতি সংকল্প্য ওঁ তদ্বিষ্ণুরিতি বিষ্ণুং স্মরেৎ॥ ইতি ঋগ্বেদিনামাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধপ্রয়োগঃ॥

অথ পূরকপিণ্ডদানম্।

তত্রায়ং ক্রমঃ। প্রসৃতিদ্বয়মাত্রং তণ্ডুলং পক্ত্বা দক্ষিণামুখঃ প্রাচীনাবীতী পাতিতবামজানুঃ পিণ্ডস্থানমুপলিপ্য ওঁ অপহতেত্যনেন দক্ষিণাগ্রাং রেখামুল্লিখ্য তাং অভ্যুক্ষ্য দক্ষিণাগ্রান্ দর্ভানাস্তীর্য্য ওঁ শুন্ধস্বাং প্রেতা ইত্যনেন জলং দদ্যাৎ। ততস্তিলমধুঘৃতদুগ্ধমিশ্রং পিণ্ডং গৃহীত্বা ওঁ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণ এতৎ প্রথমপিণ্ডং শিরঃপূরকমুপতিষ্ঠতাম্। ততঃ পিণ্ডপাত্রং প্রক্ষাল্য ওঁ শুন্ধস্বাং প্রেতা ইতি পিণ্ডোপরি দদ্যাৎ। তত ঊর্ণাতন্তুময়ং বাসঃ গৃহীত্বা ওঁ এতদ্বঃ প্রেতা বাসো মানতোঽন্যৎ প্রেতা যুদ্ধবং। ওঁ অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্মন্নেতদূর্ণাতন্তুময়ং বাসস্তামুপতিষ্ঠতাম্ ইতি পিণ্ডোপরি দদ্যাৎ। গন্ধাদিনা পিণ্ডং পূজয়েৎ। ততো নীরায় নমঃ ক্ষীরায় নমঃ ইত্যর্চ্চনং কৃত্বা ওঁ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণ এতৎ স্নানার্থং নীরমুপতিষ্ঠতাম্। অত্র স্নাহীতি বদেৎ। ওঁ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ পানার্থমিদং ক্ষীরমুপতিষ্ঠতাং। ইদং পিব ইতি বদেৎ। ততঃ কৃতাঞ্জলিঃ।— ওঁ শ্মশানানলদগ্ধোঽসি পরিত্যক্তোঽসি বান্ধবৈঃ। ইদং নীরমিদং ক্ষীরমত্র স্নাহি ইদং পিব। ওঁ আকাশস্থো নিরালম্বো বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ। অত্র স্নাত্বা ইদং পীত্বা স্নাত্বা পীত্বা সুখী ভব। ততঃ কাকবলিঃ।—বায়সেভ্যঃ পাদ্যাদিকং দত্ত্বা উৎসৃজেৎ;—অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণস্তৃপ্ত্যর্থং যমদ্বারাবস্থিতনানাদিগ্দেশীয়বায়সেভ্য এষ বলির্নমঃ। কৃতাঞ্জলিঃ,—ওঁ কাক ত্বং যমদূতোঽসি গৃহাণ বলিমুত্তমম্। যমলোকগতং প্রেতং ত্বমাপ্যায়িতুমর্হসি। কাকায় কাকপুরুষায় বায়সায় মহাত্মনে। অত্র পিণ্ডং প্রযচ্ছামি কথ্যতাং ধর্ম্মরাজনি। ইতি পঠেৎ। ততো বাষ্পপাতপর্য্যন্তং পিণ্ডং পশ্যেৎ। বাষ্পে নিবৃত্তে পিণ্ডং জলে ক্ষিপেৎ। এবং দ্বিতীয়পিণ্ডং কর্ণাক্ষিনাসাপূরকম্॥ ২॥ তৃতীয়পিণ্ডং গলাংসভুজবক্ষঃপূরকম্॥ ৩॥ চতুর্থপিণ্ডং নাভিলিঙ্গগুদপূরকম্॥ ৪॥ পঞ্চমপিণ্ডং জানুজঙ্ঘাপাদপূরকম্॥ ৫॥ ষষ্ঠপিণ্ডং সর্ব্বমর্ম্ম-

পূরকম্ ॥ ৬ ॥ সপ্তমপিণ্ডং সর্ব্বনাড়ীপূরকম্ ॥ ৭ ॥ অষ্টমপিণ্ডং দন্তরোম-পূরকম্ ॥ ৮ ॥ নবমপিণ্ডং বীর্য্যপূরকম্ ॥৯॥ দশমপিণ্ডং পূর্ণতাতৃপ্ততাক্ষুদ্বিপর্য্যয়-পূরকম্ ॥ ১০ ॥ অত্র একৈকস্মৈ একৈকাঞ্জলয়ো বর্দ্ধন্তে মিলিত্বা বিংশত্যঞ্জ-লয়ো ভবন্তি ॥

অথ চতুর্থশান্তিঃ।

অগ্নিং প্রজ্বাল্য ব্রাহ্মণান্ স্বস্তি বাচ্য পাত্রচতুষ্টয়ে জলং সংস্থাপ্য প্রথমপাত্রে হস্তং দত্ত্বা গায়ত্রীং পঠেৎ। ওঁ স্যোনা পৃথিবীনোভবানৃক্ষরা নিবেশনি যচ্ছানঃ শর্ম্ম সঃ প্রথা। ওঁ দ্যৌঃ শান্তিরন্তরীক্ষং শান্তিঃ পৃথিবী শান্তিরাপঃ শান্তি-রোষধয়ঃ শান্তির্বনস্পতয়ঃ শান্তিঃ শান্তিরেব শান্তিঃ ॥ ১ ॥ অপরপাত্রে হস্তং দত্ত্বা গায়ত্রীং পঠেৎ। ওঁ শন্নো দেবীরিতি। ওঁ আপো হিষ্ঠেতি তিসৃভিঃ। ওঁ অগ্নয়ো ন সহোবাচ বিজ্ঞাবতেহাস্তি হিরণ্যস্যোপাত্তং গোঅশ্বানাং দাসীনাং প্রবরাণাং পরিধানানাং মা নো ভবান্নহোরণং তস্থা পর্য্যন্তস্থা দ্যবদান্তহি ভূদিতি সবৈ গৌতমতীর্থেনেষ্কাসা ইত্যুপোযাম্ভরমিতি বাচাহমস্মৈব পূর্ব্বমুপযন্তি সহো-বাপায়নকর্ত্তা উবাচ সহোবাচ দেবেষু বৈ গোতমতদ্ভবরেষু মাং নুষাণাং ব্রূহি অহিনার্চ্চিনঃ। ওঁ দ্বে স্রুতী অশৃণবং পিতৃণামহং দেবানামুত মর্ত্ত্যানাং তাভ্যামিদং বিশ্বমেজৎ সমেতি যদন্তরং মাতরঞ্চরেভিঃ কতর ইতি প্রতিকাম্যদাজহার। পুনর্গায়ত্রী ইতি দ্বিতীয়া শান্তিঃ ॥ ২ ॥ ততো বামহস্ততলে শর্করা কুলোত্থঞ্চ গৃহীত্বা নিষ্ঠীব্যাচম্য তৃতীয়পাত্রে হস্তং দত্ত্বা গায়ত্রীং পঠিত্বা ওঁ শন্ন ইন্দ্রাগ্নী ভব-তামবোভিঃ শন্ন ইন্দ্রা বরুণা রাতহব্যা। শন্ন ইন্দ্রা পূষণা বাজসাতৌ সমেন্দ্রা সোমা সবিতায় সংযোঃ। ওঁ শন্নোদেবী-রগ্নয়ঃ পাবকাঃ শন্নো দিব্যা আপঃ পৃথিবীর্ধাতাস্মাদিবো বিশ্বেদেবা ভবন্তু নঃ শন্নঃ সন্ত যজ্ঞাঃ। ওঁ স্যোনা পৃথিবীতি। ওঁ আপোহিষ্ঠেতি তিসৃভিঃ। ওঁ দ্যৌঃ শান্তি-রিত্যাদি। ওঁ দৃতেদৃংহ মামিত্রস্য চক্ষুষা সর্ব্বাণি ভূতানি সমীক্ষন্তাং মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্ব্বাণি ভূতানি সমীক্ষে মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্ব্বাণি ভূতানি সমীক্ষামহে ওঁ দৃতে দৃংহ মাজ্যোক্তে সংদৃশী জীব্যাসং জ্যোক্তে সংদৃশী জীব্যাসম্। ওঁ নমস্তে হরসে শোচিষে নমস্তেঽস্ত্বর্চিষে অন্যাস্তে অস্মত্তপয়ন্তু হেতয়ঃ পাবকো-অস্মভ্যং শিবোভব। ওঁ নমস্তেঽস্তু বিদ্যুতে নমস্তে স্তনয়িত্নবে নমস্তে ভগ-বন্নস্তোঽস্তু যতো যতঃ সমীহসে। ততো নো অভয়ং কুরু শন্নঃ কুরু প্রজাভ্যো

ভদ্রং নঃ পশুভ্যঃ। ওঁ সুমিত্রায়া ন আপ ওষধয়ঃ সন্তু দুর্ম্মিত্রিয়া স্তস্মৈ সন্তু যোহস্মান্ দ্বেষ্টি যঞ্চ বয়ং দ্বিষ্মঃ। ওঁ তচ্চক্ষুর্দ্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরৎ পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ শতম্। ওঁ তদস্তু মিত্রাবরুণা ত্বা মুক্তস্তু দেব্যো মানস্ত্বা গৃহ্ণাতু বিশ্বেদেবাস্ত্বা গৃহ্ণাতু বিশ্বেদেবাস্ত্বয়ি জগাম॥ ওঁ গৃহা বৈ প্রতিষ্ঠাসূক্তং তৎ প্রতিষ্ঠিতং মহা বাচা সংস্তব্যং তস্মাদপ্যবিদ্বরৈঃ পরং পশুনা লভতে গৃহাণে বৈ জিগমিষতি পশূনাং প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা। গায়ত্রীং পঠেৎ ইতি তৃতীয়া শান্তিঃ॥ ৩॥ চতুর্থপাত্রে হস্তং দত্ত্বা গায়ত্রীং পঠেৎ। ওঁ শম্বা বাতেন্দ্রজীব যস্মাৎ কোষাৎ পৃথিবী শান্তিরেব তে যতোস্মাদ্যজীবঃ পরমাত্মা স ইন্দ্রো বাহুশৌচমস্তঃ শৌচং দধাতু। ওঁ স্বস্তি নৌ তত্রাভিষিঞ্চামি। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বস্ত্বাভিষিঞ্চামি ব্রাহ্মণেভ্যো দেবেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যস্ত্বয়ি জগাম। ওঁ ইন্দ্রঃ সুনীতিঃ সহ মা পুনাতু সোমঃ স্বস্ত্যাবরুণঃ সুনীত্যা যমো রাজা প্রমৃণাভিঃ পুনাতু মা জাতবেদা মূর্জ্জয়ন্ত্যা পুনাতু। ওঁ যস্মাৎ কোষাৎ শতপাপমুগ্রং যজ্জায়মানস্য চ কিঞ্চিদন্তৎ। জাতস্য যচ্চাপি চ বর্দ্ধতো মে তৎপাবমানীভিরহং পুনামি। ওঁ গোয়াস্তস্করবধাৎ স্ত্রীবধাৎ যচ্চ কিঞ্চিৎ পাবকঋরণেভ্যস্তৎপাবমানীভিরহং পুনামি। ওঁ অশ্বক্রান্তো দেবক্রান্তো গচ্ছ প্রত্যাদারং শত পাপমুগ্রাবিষতি। ওঁ দ্যৌঃ শান্তিরন্তরীক্ষং শান্তিঃ পৃথিবী শান্তিরাপঃ শান্তিরোষধয়ঃ শান্তির্ব্বনস্পতয়ঃ শান্তিঃ শান্তিরেব শান্তিঃ পুনর্গায়ত্রীং পঠেৎ। ততস্তৈস্তৈরুদকৈঃ সর্ব্বাণি দ্রব্যাণি প্রোক্ষয়েযুঃ।

ইতি ঋগ্বেদিচতুর্থশান্তিঃ।

অথ বৃষোৎসর্গ পদ্ধতিঃ।

কার্ত্তিক্যাং পৌর্ণমাস্যাং বৈশাখ্যাং বা একাদশাহে চৈত্রপক্ষে যন্মাসে সম্বৎসরে বা গোষ্ঠে গোশালায়াং বা পুণ্যেহহ্নি বা সুপ্রক্ষালিতপাণিপাদঃ পুণ্যাহাদিকং বাচয়িত্বা স্বস্তিবাচনং কৃত্বা সংকল্পং কুর্য্যাৎ। অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণোহশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েহহ্নি অমুকগোত্রস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ প্রেতলোকপরিত্যাগপূর্ব্বকস্বর্গলোকগমনকামঃ সালঙ্কৃতবৎসতরীচতুষ্টয়সহিতবৃষোৎসর্গমহঙ্করিষ্যামীতি সঙ্কল্প স্বশাখোক্তং সংকল্পসূক্তং পঠেৎ। নীলবৃষে তু নীলপদপ্রক্ষেপঃ। ততোহহং শাখিধি ক্রমেণাচ্ছ্রিত্বা যথাক্রমেণাচার্য্যাদীন্ বরয়েৎ। অগ্নিন্

মৎসঙ্কল্পিতবৃষোৎসর্গকর্মণি ত্বং মে গুরুর্ভবেতি করে জলং দীয়মানে ভবামীত্যুক্তে যথাক্রমেণ বরয়েৎ। ততো ব্রহ্মাণং তদ্ধারং সদস্যং যথাবিধি বরয়েৎ। ততঃ আচার্য্যঃ কৃতসকলীকরণার্ঘ্যপাত্রং কৃত্বা শ্বেতসর্ষপেণ ওঁ রক্ষোহনো বলগহনঃ প্রোক্ষয়ামি বৈষ্ণবান্ রক্ষোহনো বলগহনো বলয়ামি বৈষ্ণবান্ রক্ষহনো বল্গহনোবস্তৃণামি বৈষ্ণবান্ রক্ষোহনো বলগহনাবুপধামি বৈষ্ণবা রক্ষোহনো বলগহনো পর্য্যূহামি বৈষ্ণবী বৈষ্ণবমসি বৈষ্ণবা স্থঃ। ইতি রক্ষাসূক্তেন রক্ষাং বিধায় ভূতক্রূরাম্নিঃসার্য্য পাবমানীসূক্তং পুরুষসূক্তঞ্চ (১০৪।১০৭ পৃ দ্রষ্টব্য) পঠেৎ। ততো হোতা পঞ্চগব্যং সংশোধ্য (৫২ পৃ দেখ) তেন যাগভূমিং সংপ্রোক্ষ্য ওঁ বেদ্যা বেদীঃ সমাপ্যতে বর্হিষা বর্হিরিন্দ্রিয়ং যূপেন যূপ আপ্যায়ন্তে প্রণীতোঽগ্নিরগ্নিনা। ইতি বেদীং সংপ্রোক্ষ্য ওঁ বিমান এষ দীবো মধ্যাস্ত আপপ্রিবান্ রোদসী অন্তরীক্ষং সবিশ্বাচীরভিচষ্টে ঘৃতাচীরন্তরা পূর্ব্বমপরঞ্চ কেতুং। ইতি বিতানং বদ্ধ্বা বেদ্যাঃ পূর্ব্বস্যাং পঞ্চঘটান্ স্থাপয়েৎ (মন্ত্র ৬ পৃ দেখ)। ততো যজমানাভিষেকার্থং ওঁ সর্ব্বে সমুদ্রাঃ সরিতঃ সরাংসি চ নদা হ্রদাঃ। আয়ান্তু যজমানস্য দুরিতক্ষয়কারকাঃ। ইত্যনেন চ শান্তিকলসং স্থাপয়েৎ। ততস্তেষু ঘটেষু গণেশাদীন্ স্বস্বমন্ত্রৈরাবাহ্য পূজয়েৎ। মন্ত্রাশ্চ তেনৈব ক্রমেণ। ওঁ গণানাম্বা গণপতিং হবামহে কবিং কবীনামুপমশ্রবস্তমং। জ্যেষ্ঠরাজং ব্রহ্মণাং ব্রহ্মণস্পত আ নঃ শৃণ্বন্নূতিভিঃ সীদ সাদনং॥ গণেশস্য। ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে ইত্যাদি। শিবস্য। ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা ইত্যাদি—সূর্য্যস্য। ওঁ অগ্নিদূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসং। অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুং॥—অগ্নেঃ। ওঁ বিষ্ণোর্নুকং বীর্য্যাণি প্রবোচং যঃ পার্থিবানি বিমমে রজাংসি। যোঽস্কভায়দুত্তরং সধস্থং বিচক্রমানস্ত্রেধোরুগায়ঃ॥—বিষ্ণোঃ। ওঁ দেবীং বাচ মজয়ন্তং দেবাস্তপস্থৈতে তু নঃ॥—দুর্গায়াঃ। ওঁ শ্রিয়ে জাত শ্রিয়য়া নির্যজেয়ং শ্রিয়ং বয়ো জরিতৃভ্যো দদাতি। শ্রিয়ং বসানামমৃতত্বমায়ং ভবন্তি সত্যাসমিথ্যামিতদ্রৌ॥ লক্ষ্ম্যাঃ। ওঁ সরস্বত্যাভিনো নেমিবস্তো মাবুস্থুরী। মান আদকজুষব নঃ সরস্বাচমবা ক্ষেত্রান্যবনানি জন্ম॥—সরস্বত্যাঃ। ওঁ বাস্তোস্পতে প্রতরণো নয়েধি গয়স্কানো গোভিরশ্বেভিরিন্দোঃ। অজরাসস্তে সখ্যে স্যাম পিতেব পুত্রান্ প্রতিতন্নোক্ জুষস্ব॥—বাস্তোঃ। ততো নবগ্রহান্ দিক্পালাংশ্চ পূজয়েৎ। (মন্ত্র পঞ্চম কাণ্ড ৬৫ পৃ দ্রষ্টব্য)। ততঃ স্বর্ণশলাকয়া সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলং বিলিখ্য তত্র রুদ্রং পূজয়েৎ। তদ্‌যথা—মণ্ডলে রাজতীং প্রতিমাং স্থাপ্য ওঁ উর্ব্বী সন্থলীত্যাদিনা তাং সম্পূজ্য তদুপরি স্বর্ণচক্রমারোপ্য পদ্মস্যাগ্নেয়াদিদিক্ষু

ধর্ম্মাদীন্ পূর্ব্বাদিদিক্ষু অধর্ম্মাদীংশ্চ মধ্যে আধারশক্তয়ে প্রকৃত্যৈ অনন্তায় কল্পবৃক্ষায় ক্ষীরসমুদ্রায় সত্ত্বায় রজসে তমসে আত্মনে অন্তরাত্মনে জ্ঞানাত্মনে অর্কসোমবহ্নি-মণ্ডলেভ্যঃ বামায়ৈ জ্যেষ্ঠায়ৈ রৌদ্র্যৈ কাল্যৈ কলবিকারিণ্যৈ বলবিকারিণ্যৈ বলপ্রমাথিন্যৈ সর্ব্বভূতদমিন্যৈ এতান্ প্রণবাদিনমোঽন্তেন পূজয়েৎ। কোণেষু নিবৃত্তিং প্রতিষ্ঠাং বিদ্যাং শান্তিং কেশরেষু হাং হৃদয়ায় নম ইতি ষড়ঙ্গং সংপূজ্য ভূতশুদ্ধিপ্রাণায়ামং কৃত্বা ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। শিরসি বামদেবঋষয়ে নমঃ। মুখে পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি রুদ্রদেবতায়ৈ নমঃ। ততো হাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদিনা করাঙ্গন্যাসৌ কৃত্বা ধ্যায়েৎ। ওঁ মুক্তাপীতপয়োদমৌক্তিক-জবাবর্ণৈর্মুখৈঃ পঞ্চভিস্ত্র্যক্ষৈরঞ্চিতমীশমিন্দুমুকুটং পূর্ণেন্দুকোটিপ্রভং। শূলং টঙ্ককপালবজ্রদহনান্নাগেন্দ্রঘণ্টাঙ্কুশান্ পাশং ভীতিহরং দধানমমিতাকল্পো-জ্জ্বলাঙ্গং ভজে॥ ইতি ধ্যাত্বা মানসোপচারৈঃ সংপূজ্যার্ঘ্যং সংস্থাপ্য পুনর্ধ্যাত্বা-বাহ্য প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কৃত্বা মূলমুচ্চার্য্য এতৎ পাদ্যং শ্রীরুদ্রায় নমঃ ইতি যথাসম্ভবো-পচারৈঃ পূজয়েৎ। ততো বৃষস্য দক্ষিণফলকে ওঁ মানস্তোকে তনয়ে মান আয়ৌ মানো গোষু মানোঽশ্বেষু রীরিষঃ। বীরান্মানো রুদ্রভামিনো বধির্হবিষ্মন্তঃ সদমিত্বা হবামহে। ইত্যনেন ত্রিশূলং বামে চ ওঁ ঋষভং মাস মানানাং সপত্নানাং বিষাহিং। হন্তারং শত্রূণাং কৃধি বিরাজং গোপতিং গবাং। ইত্যনেন চক্রং লিখেৎ। তত ওঁ আপ ইত্যা উভেষজীস্তাস্তে কৃণ্বন্তু ভেষজাঃ। ওঁ আপো হিষ্ঠেতি। ওঁ যোবঃ শিবেতি। ওঁ তস্মা অরঙ্গেতি। ওঁ যাসাং দেবা দিবি কৃণ্বন্তি ভক্ষ্যং যা অন্তরীক্ষে বহুধা ভবন্তি। যাগ্নিং গর্ভং দধিরে সুপর্ণাস্তা আপো দেবীরিহ মা মবন্তু। ওঁ যাসাং রাজা বরুণো যাতি মধ্যে সত্যানৃতেঽবপশ্যঞ্জনানাং। যাগ্নিং গর্ভং দধিরে সুপর্ণাস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু। এতৈঃ বৈদিকমন্ত্রৈর্বৃষং স্নাপয়েৎ। ততো রুদ্রসূক্তং শ্রাবয়িত্বা বৃষং সন্নিহিতে স্থাপয়েৎ।

রুদ্রসূক্তং যথা।—ওঁ কদ্রুদ্রায় প্রচেতসে মীঢ়ুষ্টমায় তব্যসে। বোচেমং সন্তমং হৃদে॥ যথা নোঽদিতিঃ করৎ পশ্বে নৃভ্যো যথা গবে। যথা তোকায় রুদ্রিয়ং॥ যথা নো মিত্রো বরুণো যথা রুদ্রশ্চিকেততি। যথা বিশ্বে সজোষসঃ॥ গাথপতিং মেধপতিং রুদ্রং জলাষভেষজং। তচ্ছংযোঃ। সুম্নমীমহে॥ যঃ শুক্র ইব সূর্য্যো হিরণ্যমিব রোচতে। শ্রেষ্ঠো দেবানাং বসুঃ॥ শন্নঃ করত্যর্ব্বতে সুগং মেষায় মেষ্যে। নৃভ্যো নারীভ্যো গবে॥ অস্মে সোম শ্রিয় মধি নি ধেহি শতস্য নৃণাং। মহিশ্রবস্তু বিনৃম্নং॥ মানঃ সোম পরিবাধো মারাতয়ো জুহুরন্ত। আ ন ইন্দো বাজে ভজ॥ যাস্তে প্রজা অমৃতস্য পরস্মিন্ধামন্নৃতস্য। মূর্দ্ধা নাভা

সোম বেন অভূষয়ন্তীঃ সোম বেদঃ ॥ সোমারুদ্রা ধারয়েথা মসুর্য্যং প্রবামিষ্টয়োহ-
রশ্নুবন্তু। দমে দমে সপ্ত রত্না দধানা শন্নোভূতং দ্বিপদে শং চতুষ্পদে ॥ সোমারুদ্রা
বি বৃহতং বিষূচীমমীবা যানোগয়মাবিবেশ। আরে বাধেথাং নির্ঋতিং পরাচৈ-
রস্মে ভদ্রা সৌশ্রবশানি সন্তু ॥ সোমারুদ্রা যুবমেতান্যস্মে বিশ্বা তনূষু
ভেষজানি ধত্তং। অব স্যতং মুঞ্চতং যন্নোহস্তি তনূষু বদ্ধং কৃতমে-
নোহস্মৎ। তীগ্মায়ুধৌ তীগ্মহেতী সুশেবৌ সোমারুদ্রা বিহ সু মৃলতং নঃ ॥
প্র নো মুঞ্চতং বরুণস্য পাশাদ্‌গোপায়তং নঃ সুমনস্যমানা ॥ ইমা রুদ্রায় তবসে
কপর্দ্দিনে ক্ষয়দ্বীরায় প্র ভরামহে মতীঃ। যথা শমসদ্দ্বিপদে চতুষ্পদে বিশ্বং
পুষ্টং গ্রামেস্মিন্নানাতুরং ॥ মৃড়ানো রুদ্রোত নো ময়স্কৃধি ক্ষয়দ্বীরায় নমসা বিধেম
তে। যচ্ছঞ্চ যোশ্চ মনুরায়েজে পিতা তদশ্যাম তব রুদ্র প্রণীতিষু ॥ অশ্যাম তে
সুমতিন্দেবযজ্যয়াক্ষয়দ্বীরস্য ভব রুদ্রমীঢ়ঃ। সুম্নায়ন্নিদ্বিশো অস্মাকমা চরারিষ্ট-
বীরা জুহবাম তে হবিঃ। ত্বেষং বয়ং রুদ্রং যজ্ঞসাধং বঙ্কুং কবি মবসে নি হ্বয়া-
মহে। আরেহস্মদ্দৈব্যং হেলোহস্য তু সুমতিমিদ্বয়মস্যা বৃণীমহে। দিবো
বরাহমরুষং কপর্দ্দিনং ত্বেষং রূপং নমসা নি হ্বয়ামহে। হস্তে বিভ্রদ্ভেষজা
বার্য্যানি শর্ম্ম বর্ম্ম ছর্দ্দিরস্মভ্যং যংসৎ ॥ ইদং পিত্রে মরুতা মুচ্যতে বচঃ স্বাদোঃ
স্বাদীয়ো রুদ্রায় বর্দ্ধনং। রাস্বা চ নোহমৃত মর্ত্ত ভোজনং ত্মনে তোকায় তনয়ায়
মৃল ॥ মানো মহান্তমুত মানোহর্ভকং মা ন উক্ষন্তমুত মান-উক্ষিতং। মা নো
বধীঃ পিতরং মোত মাতরম্মানঃ প্রিয়াস্তন্বো রুদ্ররীরিষঃ ॥ মা নস্তোকে তনয়ে
মা ন আয়ৌ মানো গোষু মানোহশ্বেষু রীরিষঃ। বীরাম্মানো রুদ্র ভামিতো
বধীর্হবিষ্মন্তঃ সদমিত্ত্বা হবামহে ॥ উপ তে স্তোমান্ পশুপা ইবাকরং রাস্বা
পিতর্মরুতাং সুম্নমস্মে। ভদ্রা হি তে সুমতির্ম্মৃলয়ত্তমাথা বয়মব ইত্তে বৃণীমহে ॥
আরে তে গোঘ্নমুত পূরুষঘ্নং ক্ষয়দ্বীর সুম্নমস্মে তেহস্তু। মৃলা চ নোহধি চ ব্রূহি
দেবাধাচ নঃ শর্ম্ম যচ্ছ দ্বিবর্হাঃ ॥ অবোচাম নমোহস্মৈ অবস্যবঃ শৃণোতু নো
হবং রুদ্রো মরুত্বান্। তন্নোমিত্রো বরুণো মা মহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত
দ্যৌঃ ইমা রুদ্রায় স্থিরধন্বনে গিরঃ ক্ষিপ্রেষবে দেবায় স্বধাবে। অষাঢ়ায়
সহমানায় বেধসে তিগ্মায়ুধায় ভরতা মশৃণোতু নঃ ॥ স হি ক্ষয়েণ ক্ষম্যস্য জন্মনঃ
সাম্রাজ্যেন দিব্যস্য চেতিতি। অবন্নবন্তীরূপ নো দুরশ্চরানমীবো রুদ্র জাসু নো
ভব ॥ যা তে দিদ্যুদবসৃষ্টা দিবস্পরি ক্ষ্ময়া চরতি পরি সা বৃণক্তু নঃ।
সহস্রন্তে স্বপিবাত ভেষজমা নস্তোকেষু তনয়েষু রীরিষঃ॥ মা নো বধী রুদ্র মা
পরা দাম তে ভূম প্রসিতৌ হীলিতস্য। আ নো ভজং বর্হিষি জীবশংসে

যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ। আ তে পিতর্মরুতাং সুম্নমেতু মা নঃ সূর্য্যস্য সংদৃশো যুযোথাঃ। অভি নো বীরোঽর্ব্বতি ক্ষমেত প্রজায়েমহি রুদ্র প্রজাভিঃ॥ ত্বদাত্তেভিরুদ্র সন্তমেভিঃ শতং হিমা অশীয় ভেষজেভিঃ। ব্যস্মদ্দ্বেষো বিতরংব্যংহো বমীবাশ্চাতয়স্বা বিষূচীঃ॥ শ্রেষ্ঠো জাতস্য রুদ্র শ্রিয়াসি তবস্তমস্তবসাং বজ্রবাহোপর্ষিণঃ পরমংহসঃ স্বস্তি বিশ্বাঽভীতীরপসো যুযোধি॥ মা ত্বা রুদ্র চুক্রুধামা নমোভির্মা দুষ্টুতী বৃষভ মা সহূতি। উন্নো বীরাঁ অর্পয় ভেষজেভির্ভিষক্তমন্ত্বা ভিষজাং শৃণোমি॥ হবীমভির্হবতে যো হবির্ভিরব স্তোমেভীরুদ্রং দিষীয়। ঋদূদরঃ সুহবো মা নো বভ্রুঃ সুশিপ্রো রীরধন্মনায়ৈ॥ উন্মা মমন্দ বৃষভো মরুত্বাত্ত্বক্ষীয়সা বয়সা নাধমানং। ঘৃণীব ছায়ামরপা অশীয়া বিবাসেয়ং রুদ্রস্য সুম্নং॥ ক্বস্য তে রুদ্র মৃলয়াকুর্হস্তো যোস্তি ভেষজো জলাষঃ। অপভর্ত্তা রপসো দৈব্যস্যাভি নুমাবৃষভ চক্ষমীথাঃ॥ প্রবভ্রবে বৃষভায় শ্বিতীচে মহো মহীং সুষ্টুতি মীরয়ামি। নমস্যা কল্মলীকিনং নমোভির্গৃণীমসি ত্বেষং রুদ্রস্য নাম॥ স্থিরেভিরঙ্গৈঃ পুরুরূপ উগ্রো বভ্রুঃ শুক্রেভিঃ পিপিশে হিরণ্যৈঃ। ঈশানা দস্য ভুবনস্য ভূরের্ন বাউ যোষদ্রুদ্রাদসূর্য্যং॥ অর্হন্বিভর্ষি সায়কানি ধন্বার্হং নিষ্কং যজতং বিশ্বরূপং। অর্হন্নিদন্দয়সে বিশ্বমভ্বং ন বা ওজীয়ো রুদ্রত্বদস্তি॥ স্তুহি শ্রুতং গর্ত্তসদং যুবানং মৃগং নভীমপহত্নুমুগ্রং। মৃলা জরিত্রে রুদ্র স্তবানোঽন্যন্তেঽস্মন্নি বপন্তু সেনাঃ। কুমারশ্চিৎপিতরং বন্দমানং প্রতি নানাম রুদ্রোপয়ন্তং। ভূরের্দ্দাতারং সৎপতং গৃণীষে স্তুতস্ত্বং ভেষজা রাস্যস্মে॥ যাবো ভেষজা মরুতঃ শুচীনি যা শন্তমা বৃষণো যা ময়োভু। যানি মনুরবৃণীতা পিতা নস্তা শংযোশ্চ রুদ্রস্য বশ্মি॥ পরিণো হেতী রুদ্রস্য বৃঞ্জ্যাঃ পরিত্বেষস্য দুর্ম্মতির্ম্মহী গাৎ। অব স্থিরা মঘবদ্ভ্যস্তনুষ্ব মিঢ্বস্তোকায় তনয়ায় মৃল॥ এবা বভ্রো বৃষভ চেকিতান যথা দেব ন হৃণীষে ন হংসি। হবনশ্রুন্নো রুদ্রেহ বোধি বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ॥ ধারাবমারুতো প্রুষবো যশঃ॥ ইতি রুদ্রসূক্তং সমাপ্তং॥

ততো হোতা বাহুমাত্রং স্থণ্ডিলং গোময়েনোপলিপ্য তন্মধ্যতঃ কুশমূলেনো-দকপ্রাগগ্রা ষড়্রেখা উল্লিখেৎ। তত্র প্রথমা প্রাদেশমাত্রা তস্যা উপর্য্যন্তয়োর্দ্ধে প্রাগগ্রে তয়োর্ম্মধ্যে তিস্রঃ প্রাগগ্রা উদক্সংস্থা অসংশ্লিষ্টাশ্চাভ্যুক্ষ্য অগ্নি-স্থাপনাৎ আজ্যভাগান্তং কর্ম্ম কুর্য্যাৎ (সাধারণ কুশণ্ডিকা ১ম কাণ্ড ৯০পৃ হইতে ৯৫ পৃ ১৩ পং পর্য্যন্ত দেখ)। ততোঽবদানধর্ম্মেণ স্রুচি চরুমাদায় ওঁ কদ্রু-দ্রায় প্রচেতসে মিঢ় ষ্টমায় তব্যসে বোচেম সন্তমং হৃদে স্বাহা। ইতি জুহুয়াৎ

এবং সৌম্যং পায়সং তথৈব গৃহীত্বা ওঁ সোমোরুদ্রা ধারয়েথামসুর্য্যং প্রবামিষ্টয়োঽবমশ্নুবস্ত দমেদমে সপ্ত রত্না দধানা শন্নো ভূতং দ্বিপদে শং চতুষ্পদে স্বাহা। তত ঐন্দ্রং যাবকং তথৈব গৃহীত্বা ওঁ ইন্দ্রায়েন্দ্রো মরুত্বতে পবস্ব মধুমত্তমং আরস্রায়ো নিমৃতস্যাসীদৎ স্বাহা। ইতি হুত্বা তোকস্তোকেন ওঁ ভৌমায় দিব্যায় অন্তরীক্ষায় পৃথিব্যৈ মহতে চ স্বাহা। অন্তে চ রুদ্রেভ্যঃ। তত আজ্যেন রুদ্রনবগ্রহদিক্পাল-সোম-দুর্গা-বাস্তুপুরুষাণাং স্বস্বমন্ত্রৈ হোমঃ কার্য্যঃ। ততঃ প্রায়শ্চিত্তহোমঃ। তত্রাদৌ অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎ সোপকরণবৎসতরীচতুষ্টয়সহিতবৃষোৎসর্গকর্ম্মাঙ্গভূতহোমকর্ম্মণি যদ্-বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় প্রায়শ্চিত্তহোমমহং কুর্ব্বীয় ইতি সঙ্কল্পয়েৎ। ততো বিধুনামানমগ্নিমভ্যর্চ্চ্য শ্রুবেণাজ্যেন তত্তন্মন্ত্রৈ র্জুহুয়াৎ। (১মকাণ্ড ৯৫ পৃ ১৪ পং দেখ)। ততঃ স্বিষ্টকৃদ্ধোমঃ। তত্রাবদানধর্ম্মেণ শ্রুচি চরুমাদায় হিরণ্যগর্ভঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নিস্বিষ্টকৃদ্দেবতে স্বিষ্টকৃদ্ধোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যদস্য কর্ম্মণোঽত্যরীরিচং যদ্বা ন্যূনমিহাকরং। অগ্নিষ্টৎ স্বিষ্টকৃদ্বিদ্বান্ সর্ব্বং স্বিষ্টং করোতু মে। অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে সুহুতহুতে সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তাহুতীনাং কামানাং সমর্দ্ধয়িত্রে সর্ব্বান্নঃ কামান্ সমর্দ্ধয়স্ব স্বাহা। ইদমগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে। ইতি হুত্বা ওঁ রুদ্রায় স্বাহা ইতি ইধ্মবন্ধনীং রজ্জুং বিস্রংস্য ঘৃতাক্তাং জুহুয়াৎ। স্বয়ং হোতৃপক্ষে আত্মনঃ শিরসি অন্যশ্চেদ্‌যজমানস্য বর্হির্ভি প্রণীতামানীয় তেনোদকেন কুশৈরভিষিঞ্চেৎ। ওঁ সুমিত্রিয়া ন আপ ওষধয়ঃ সন্তু দুর্ম্মিত্রিয়া-স্তস্মৈ সন্তু যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যঞ্চ বয়ং দ্বিষ্মঃ। সিন্ধুদ্বীপঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দ আপো দেবতা মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ইদমাপঃ প্রবহত যৎকিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি। যদ্বাহমভিদুদ্রোহ যদ্বা শেপ উতানৃতং। প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দো আপো দেবতা মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপোঽস্মান্ মাতরঃ শুন্ধয়ন্ত ঘৃতেন বো ঘৃতপ্বঃ পুনন্তু। বিশ্বং হি রিপ্রং প্রবহন্তি দেবীরুদিতাভ্যঃ শুচিরাপূতএমি। ইত্যভিষিচ্য ওঁ পূর্ণমসীত্যনেন পরিসমূহনপর্য্যুক্ষণে কুর্য্যাৎ।

ততো বৃষস্যারুণগন্ধাঙ্কিতমঙ্গমুখং গোপালকপ্রধ্মাপিতেন লৌহেন স্পৃষ্টং কুর্য্যাৎ। ততো বৎসতরীচতুষ্টয়সহিতং বৃষং পঞ্চশস্যচূর্ণসর্ব্বৌষধিজলৈঃ স্নাপয়েৎ। ওঁ ইদমাপ প্রবহত ইত্যাদি। ওঁ দ্রুপদাদিবেতি। ওঁ যাসাং রাজা বরুণো যাতি মধ্যে সত্যানৃতে অবপশ্যঞ্জনানাং। যা অগ্নিং গর্ভং দধিরে সুপর্ণাস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু। ওঁ যাসাং দেবাদিবি কৃণ্বন্তি ভক্ষ্যং যা অন্তরীক্ষে বহুধা ভবন্তি। যা অগ্নিং গর্ভং দধিরে সুপর্ণাস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু।

ওঁ আপোঽস্মানুচার্বং রসেন সমগস্মহি। পয়স্বানগ্ন আগহি তং মা সংসৃজ বর্চ্চসা। ওঁ দেবীরাপোঽগ্রে পুরঃ অগ্রহর মর্ত্ত্যমগ্রং নয়স্বধা যজ্ঞপতিং দেবস্বধায়ুধং। ওঁ আপো হিষ্ঠেত্যাদি তিসৃভিঃ সংস্নাপ্য সিতধৌতবাসসা জলমপনীয় গন্ধপুষ্পাঞ্জ-নসিন্দূরগোরোচনাদিভির্ম্মঙ্গলদ্রব্যৈঃ স্বর্ণশৃঙ্গরজতক্ষুর-বীরপট্ট-রজতত্রিশূল-তাম্রপৃষ্ঠ-কাংস্যক্রোড়-ঘণ্টা-চামর-দর্পণৈর্বৃষভং বৎসতরীচতুষ্টয়ঞ্চালঙ্কুর্য্যাৎ। অলঙ্কার-ন্যাসমন্ত্রো যথা।—ওঁ চত্বারি শৃঙ্গাস্ত্রয়োস্য পাদা ইতি স্বর্ণশৃঙ্গস্য। ওঁ রাজন্তং তমধ্বানং গোপামৃতস্য দীদিবং। সংগচ্ছ ত্বং সদিবং বর্দ্ধমানং দিনে দিনে। ইতি রজতক্ষুরস্য। ওঁ অসৌ যস্তাম্রোঽরুণ উত বভ্রুঃ সুমঙ্গলঃ। যে চৈনং রুদ্রাভিতো দিক্ষু শ্রিতাঃ সহস্রশো বৈ ষাং হেলঈমহে। ইতি তাম্রপৃষ্ঠস্য। ওঁ কাংসোস্মিতাং হিরণ্যপ্রকারাং আর্দ্রাং জ্বলন্তীং তৃপ্তাতাং তর্পয়ন্তী পদ্মে স্থিতাং পদ্মবর্ণাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ং। ইতি কাংস্যক্রোড়স্য। ওঁ রুদ্ররুদ্রায়েতি রজতত্রিশূলস্য। ওঁ বিষ্ণোর্ব্বরাটমসি বিষ্ণোঃ শ্নপ্ত্রে স্থো বিষ্ণোঃ স্যূরসি বিষ্ণোর্ধ্রুবোসি বৈষ্ণবমসি বিষ্ণবে ত্বা। ইতি চক্রস্য। ওঁ আকৃষ্ণেনেতি দর্পণস্য। ওঁ মাসো নয়েষু ভিগ্যং বিশ্বস্য বস্থানাজ্রস্থাঃ আয়ঃ শর্য্যাভিস্ত বিনি-য়োহস্যাং শ্রীণিতাদিশঙ্গভস্তৌ। ইতি ঘণ্টায়াঃ। ততো গায়ত্রীং ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়তেত্যাদি চ পঠেৎ। ততো যূপং প্রক্ষাল্য যথাবিধি সংপূজ্য একহস্তমিতে গর্ত্তে অবরোপ্য ওঁ যূপব্রস্কায় উচ্ছ্রয় যূপ বাহাশ্মশাসং। যেঽশ্বযূপায় তক্ষতি যে চাশ্বতে পচনং সম্ভবন্তু তে তেষামভির্গূর্ত্তিং ন ঈন্বতু। ইতি বৃষং সংবোধ্য ওঁ স্থিরোভবেতি স্থিরীকৃত্য মৃত্তিঃ পূরয়িত্বা তত্রৈব বৃষং বধ্নী-য়াৎ। অন্য চতুর্দ্দিক্ষু উপযূপচতুষ্টয়ং স্থাপয়িত্বা বৎসতরীচতুষ্টয়ং বধ্নীয়াৎ। ততঃ কৃতাঞ্জলির্যজমানঃ। ওঁ ইড়াসি কাম্যামিড়স্থাসি সরস্বত্যাসি মহ্যাস রুক্তিরসীতি মন্ত্রং পঠন্ বৎসতরীচতুষ্টয়সহিতং বৃষং প্রদক্ষিণং কুর্য্যাৎ। ততো বৃষস্য দক্ষিণ-কর্ণে প্রজাপতিঋষিঃ পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দো বৃষো দেবতা বৃষসূক্তজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ঋষভং মাসমানবং বিষাসহিং। হন্তারং শত্রূণাং কৃধি বিরাজং গোপিতং গবাং। অহমস্মি সপত্নিহেন্দ্র ইবারিষ্টোঽক্ষত। অধঃ সপত্নামেপদো বিগ সর্ব্বেধিতিষ্ঠতা। অত্রৈব বোপনহ্যস্য আশ্রীতে ইবেজ্যয়া। বাস্তোষ্পতে নিষেবেধে-স্থধা সদবশ্বদানঃ। অভিদূরহমাগমং বিশ্বকর্ম্মণে পাল্পা। আরুক্ষিত্তমারো বৃত্ত দারঃং সমিধন্দবে। যোগক্ষেমং ব আদাঃং ভূয়াসমুত্তমমারো মূর্দ্ধানমক্রমীৎ। অউস্পদাম উরদতমকণ্ডুকা ইবোদকাশ্মণ্ডুকা উদকাদিব। ইতি বৃষসূক্তং। ততো বৎসতরীচতুষ্টয়সহিতং বৃষং পাদ্যাদিভিরভ্যর্চ্চ্য ওঁ পিতা বৎসানাং পতি-

রম্যানামথো পিতা মহতাং গর্গরাণাং। গর্ভো জরায়ুঃ প্রতিধুক্ পীযূষ আমিক্ষা ঘৃতং তস্য রেতঃ। ওঁ বৃষোসি ভগবান্ ধর্ম্মশ্চতুষ্পাদঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। বৃণোমি ত্বমহং ভক্ত্যা স মাং রক্ষতু সর্ব্বতঃ। ইতি পঠেৎ। ততস্তিলকুশজলান্যাদায় ওমদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণোঽশৌচান্তাদ্বিতীয়েঽহ্নি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ প্রেতলোকপরিত্যাগপূর্ব্বকস্বর্গলোকগমনকামঃ সালঙ্কৃতবৎসতরী চতুষ্টয়সহিতবৃষমহমুৎসৃজামি। ওঁ এনং যুবানং পতিং বো দদামি তেন ক্রীড়ন্তীশ্চরথ প্রিয়েণ মানঃ সাপ্তজনুষা সুভগা রায়স্পোষেণ সমিষা হিংসোষি। ওঁ শান্তা পৃথিবী দিবমন্তরীক্ষং দ্যৌর্নো দৈব্য ভবদ্যোঽস্ত শিবা দিশঃ প্রদিশত দিশোন আপো দিব্যত পরিপান্ত সর্ব্বাং। ইত্যাভ্যামেবোৎসৃজ্য তজ্জলং পক্ষানাং পৃষ্ঠেষু দদ্যাৎ। ততঃ ওঁ ঋষভং মাসমানানামিত্যাদি বৃষসূক্তং। ততঃ ওঁ মহো ভূরাপো দেবী প্রথমজাঽহ্নতে সোমো রাজা প্রথমো ব্রহ্মজায়াং পুনঃ প্রায়চ্ছদহৃণীয়মানঃ ওঁ ইরাবতী ধেনুমতী হি ভূয়ং স্ব বশিনো মনবেদসস্যাঃ। ব্যস্তভ্না রোদসী বিষ্ণুরেতে-দাধর্থ পৃথিবীমভিতোময়ূখৈঃ। ওঁ যদ্বাগ্বদন্ত্য বিচিত্রণানিরাষ্ট্রাং দেবানাং নিষসাদ মন্দ্রাঃ। চতস্র ঊর্দ্ধ দুদুহে পয়াসিং ক্বস্বিদস্যাঃ পরমং জগাম। ইতি মহো ভুবং বৎসতরীসূক্তং। ততো রুদ্রসূক্তং পুরুষসূক্তঞ্চ পঠেৎ। ততঃ ওঁ সম্মলী পারয়ন্তে তম্নূকুষ্যন্তীবচো যথা। আভ্যাবন্তং যমান্তং যত্র বেদমিতি ব্রুবন্। জায়াকেতুং পুরস্পৃহং ভারতী ব্রহ্মবর্দ্ধিনী। সঙ্গনানামহিমাতা যত্র বেদমিতি ব্রুবন্। ইন্দ্র স্তং কিং বিভুং প্রভুং ভানুনায়ং সরস্বতীং। তেন সূর্য্যমরোচয়দ্বেনো মে রোদসী উভে। জুষস্বাগ্নেঽঙ্গিরসঃ কা ত্বং মেধ্যাতিথিং। মাত্বা সোমস্য বা বৃহৎসুতস্য মধুমত্তমঃ। জুষস্বাগ্নে আঙ্গিরসঃ শোতসূর্দ্দেববিত্তমঃ। আসন্তমাসন্তমাভিঃ মা শান্তিং স্বস্তি মকুর্ব্বতঃ শন্নঃ কনিক্রদদেবঃ পর্য্যন্যোঽভিবর্ষতু। ওষধয়ঃ প্রতীবন্তাং শন্নো দ্যাবা পৃথিবী। সংপ্রজাভ্যঃ শন্নোঽস্ত দ্বিপদে শং চতুষ্পদে॥ ইতি শান্তিসূক্তং শ্রাবয়েৎ। ততস্তর্পণং। ওঁ অমুকগোত্রং প্রেতমমুকদেবশর্ম্মাণমেতৎ সতিলবৃষপুচ্ছগলিতোদকেন তর্পয়ামি। এবং বারত্রয়ং। ওঁ স্বধা পিতৃভ্যো মাতৃভ্যো বন্ধুভ্যশ্চাপি তৃপ্তয়ে। মাতৃপক্ষাশ্চ যে কেচিদ্যে চান্যে পিতৃপক্ষজাঃ। গুরুশ্বশুরবন্ধূনাং যে কুলেষু সমুদ্ভবাঃ। যে প্রেতভাবমাপন্না যে চান্যে শ্রাদ্ধবর্জ্জিতাঃ। বৃষোৎসর্গেণ তে সর্ব্বে লভন্তাং প্রীতি মুত্তমাং। ইতি তর্পয়েৎ। ততো এবং মন্ত্রো পঠেৎ। ওঁ বৃষোসি ত্বং চতুষ্পাদঃ পিতৃভূতবিপোষকঃ। ত্বয়ি

মুক্তেঽক্ষয়া লোকা মম সন্তু নিরাময়াঃ। ওঁ ধর্ম্মোসি ত্বং চতুষ্পাদঃ চতস্রস্তে প্রিয়াস্তিমাঃ। চতুর্ণাং পোষণার্থায় ময়োৎসৃষ্টাস্ত্বয়া সহ। ওঁ দেবানাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ মনুষ্যাণাঞ্চ যোষিতঃ। ভূতানাং তৃপ্তিজননাস্ত্বয়া সার্দ্ধং ব্রজন্তিমাঃ। ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবেশ পিতৃভূতর্ষিপোষকঃ। ত্বয়ি মুক্তেঽক্ষয়া লোকা মম সন্তু নিরাময়াঃ। ওঁ মা মে ঋণোস্তু দৈবোথ পৈত্রো ভূতোঽথ মানুষঃ। ধর্ম্মস্ত্বং ত্বৎপ্রপন্নস্য যা গতিঃ সাস্তু মে ধ্রুবা। যাবন্তি তব রোমাণি শরীরে সম্ভবন্তি হি। তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গে বাসোঽস্তু মে পিতুঃ। গাবো মে মাতরঃ সর্ব্বা গোবৃষা পিতরো মম। উৎসৃষ্টে তু বৃষে যান্তু স্বর্গে পিতৃগণা মম। ওঁ পুণ্যক্ষয়াদিহাগত্য পিতা মে সর্ব্বধর্ম্মবিৎ। শতজন্মনি বিপ্রত্বং প্রাপ্য শ্রৌতক্রিয়ারতঃ। ততঃ প্রক্ষীণকর্ম্মাসৌ মুক্তিং যাস্যত্যসংশয়ঃ। মোচিতোসি ময়া নাথ স্বচ্ছন্দা গতি রস্তু তে। মৎপিতুঃ স্বর্গসিদ্ধার্থং তরি ত্বং ভবসাগরে। ওঁ ন খাদেঃ পরশস্যানি নাক্রামেৰ্গর্ভিণীঞ্চ গাং। ততোঽগ্নিসমীপং গত্বা পূর্ণাং দদ্যাৎ। যথা—মৃড়নামানমগ্নিং সম্পূজ্য বামদেব্য ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ আপো দেবতা পূর্ণহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ মূর্দ্ধানন্দিবোঽরতিং ইত্যাদি। ইদমগ্নয়ে। ওঁ বামদেব ঋষির্জ্জগতীচ্ছন্দ আপো দেবতা পূর্ণহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ধেনাস্তবিশ্বং ভুবনমধিশ্রিতমন্তঃ সমুদ্রেহৃদ্যন্তরায়ুষি। অপামনীকে সমিথেয় আভৃতস্তমস্যাম মধুমন্ত ঊর্ম্মিং স্বাহা। ইদমগ্নয়ে ততো বন্ধুঃ সুবন্ধুঃ শ্রুতবন্ধুর্বিপ্রবন্ধুর্গোপায়না ঋষয়ো বিরাট্‌ছন্দোঽগ্নির্দেবতাগ্ন্যুপস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ চমেশ্বরশ্চ মে যজ্ঞোপচত্তে মনশ্চ যত্তে ন্যূনং তস্মৈ ত্বদুপযজ্ঞেঽগ্নিস্তুং তস্মৈ তে নমঃ। ওঁ যজ্ঞং যজ্ঞপতিং গচ্ছ স্বাং যোনিং গচ্ছ স্বাহা। এষ তে যজ্ঞো যজ্ঞপতে সহ সূক্তবাকঃ সুবীরঃ জুষস্ব স্বাহা। ইত্যুত্থায়াগ্নিমুপস্থায় ওঁ শ্রদ্ধাং মেধাং যশঃ প্রজ্ঞাং বিদ্যাং বুদ্ধিং শ্রিয়ং বলং। আয়ুষ্যং তেজ আরোগ্যং দেহি মে হব্যবাহন। ইতি প্রণমেৎ। ততঃ স্থালীপাকস্থঘৃতেন সর্ব্বান্ পরিস্তরণকুশান্ ওঁ সর্পেভ্যঃ স্বাহেতি জুহুয়াৎ। ততোঽগ্নেঃ সকাশাৎ স্রুবাগ্রেণ ভস্মানীয় অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং গৃহীত্বা ওঁ কুৎসঋষির্জ্জগতীচ্ছন্দো রুদ্রো দেবতা রক্ষাকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ মানস্তোকে তনয়ে মান আয়ৌ মানোঽশ্বেষু রীরিষঃ। বীরান্মানো রুদ্রভামিতোঽবধীর্হবিষ্মন্তঃ সদমিত্বা হবামহে। ইতি মন্ত্রেণ তদভিমন্ত্র্য ওঁ ত্র্যায়ুষং জমদগ্নেঃ ইতি ললাটে। কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষমিতি হৃদি। অগস্ত্যস্য ত্র্যায়ুষমিতি বাহুমূলয়োঃ। যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষমিতি কণ্ঠমূলে। তন্মেঽস্তু ত্র্যায়ুষমিতি ব্রহ্মরন্ধ্রে দদ্যাৎ। ততোঽগ্নিং বিসর্জ্জয়েৎ। অত্রিঋষির্গায়ত্রীচ্ছ-

ন্দোঽগ্নির্দেবতাগ্নিবিসর্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অভ্যাবমিতদ্রয়ো নিবিক্তং পুষ্করে মধু অবতস্য বিসর্জ্জনে। ততো দক্ষিণাং দদ্যাৎ। ব্রহ্মণে পূর্ণপাত্রং গুরবে কাংস্যাধারবস্ত্রযুগ্মগোহিরণ্যানি তন্মূল্যং বা দদ্যাৎ। বৃষোৎসর্গপ্রতিষ্ঠার্থং উৎসৃষ্টবৃষতুল্যবৃষং তন্মূল্যং বা আচার্য্যায় দদ্যাৎ। ততো গচ্ছধ্বমমরাঃ সর্ব্বে গৃহীত্বার্চ্চাং স্বমালয়ং। সন্তুষ্টা বয়মস্মাকং দত্বেদানীং সুপূজিতাঃ। ইতি দেবান্ বিসৃজ্য ওঁ প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিস্তস্মিংস্তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ। ইতি পঠেৎ। ওঁ সম্বলীত্যাদিনা শান্তিং কৃত্বা অচ্ছিদ্রাবধারণং বিষ্ণুস্মরণঞ্চ কুর্য্যাৎ।

ইতি ঋগ্বেদিনাং বৃষোৎসর্গপ্রয়োগঃ॥

ঋগ্বেদি-শ্রাদ্ধপ্রকরণ সমাপ্ত।

গোগ্রাস।

পূর্ব্বমুখ হইয়া স্বীয় বা পরকীয় গোকে "ওঁ সৌরভেয্যঃ সর্ব্বহিতাঃ পবিত্রাঃ পুণ্যরাশয়ঃ। প্রতিগৃহ্নন্তু মে গ্রাসং গাবস্ত্রৈলোক্যমাতরঃ"॥ এইমন্ত্র পাঠ করিয়া গ্রাসদ্রব্য প্রদান করিবে।

তৎপর "ওঁ নমো গোভ্যঃ শ্রীমতীভ্যঃ সৌরভেয়ীভ্য এব চ। নমো ব্রহ্মসুতাভ্যশ্চ পবিত্রাভ্যো নমো নমঃ॥" বলিয়া নমস্কার করিবে। ত্রিবেদীয়েরাই এইরূপে গো-গ্রাস দান করিবেন।

উল্কাদান।

দীপান্বিতা অমাবস্যার উভয় দিনে কুশহস্তে আচমন করত দক্ষিণাভিমুখ ও প্রাচীনাবীতী হইয়া "ওঁ শস্ত্রাশস্ত্রহতানাঞ্চ ভূতানাং ভূতদর্শয়োঃ। উজ্জ্বলজ্যোতিষা দেহং দহেয়ং ব্যোমবহ্নিনা॥" এই মন্ত্রে উল্কাগ্রহণ করিয়া "ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম। উজ্জ্বলজ্যোতিষা দগ্ধাস্তে যান্তু পরমাং গতিং॥" এই মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া "ওঁ যমলোকং পরিত্যজ্য আগতা যে মহালয়ে। উজ্জ্বলজ্যোতিষা বর্ত্ম প্রপশ্যন্তো ব্রজন্তু তে॥" ইহা

পাঠ করিয়া পিতৃগণের পথ দর্শন করাইয়া উল্কা বিসর্জ্জন করিবে। ত্রিবে-দীয়েরাই এই প্রকার উল্কা দান করিবেন।

মঘাপিণ্ডদান ব্যবস্থা।

অশ্বযুক্-কৃষ্ণপক্ষের মঘানক্ষত্রযুক্ত ত্রয়োদশী তিথিতে পক্ষশ্রাদ্ধাধিকারি-গণেরও শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য এবং অবিভক্ত ভ্রাতৃগণেরও পৃথক্ পৃথক্ শ্রাদ্ধ করা উচিত। ইহাতে অন্নবিকিরণ ও মধু মধু (মধুবাতা ইত্যাদি মন্ত্র) জপ পর্য্যন্ত করিয়া পিণ্ডদানের অঙ্গীয় কোন কার্য্য করিবে না; কিন্তু "ওঁ সুসংপ্রোক্ষিতমস্তু" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে।

পুত্রবান্ ব্যক্তি মঘাত্রয়োদশীতে অপিণ্ডক শ্রাদ্ধ করিবেন। পুত্রবান্ ব্যক্তি যদি পক্ষশ্রাদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তবে অপিণ্ডক মঘাশ্রাদ্ধেই তাঁহার পক্ষশ্রাদ্ধ সিদ্ধ হইবে।

চতুর্থকাণ্ডং সমাপ্তম্

সটীক

পুরোহিত-সর্ব্বস্ব।

পঞ্চম কাণ্ড।

প্রকীর্ণাংশ।

দীক্ষা পদ্ধতি।

এই বাসনাসঙ্কুল সংসারে দীক্ষা ব্যতীত মানবের সংসার-পাশ হইতে উত্তীর্ণ হইবার আর অন্য উপায় নাই। তন্ত্র শাস্ত্রই সেই দীক্ষার গুরু। তন্ত্রশাস্ত্র অতীব দুর্গম বিষয়, সুতরাং সমুপযুক্ত গুরুর আবশ্যক, আবার কেবল সমুপযুক্ত গুরু হইলেই হইবে না, শিষ্যের ও বিশেষ উপযুক্ততা আবশ্যক; সেই জন্য প্রথমত গুরু ও শিষ্যের লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে।—

শান্তো দান্তঃ কুলীনশ্চ বিনীতঃ শুদ্ধবেশবান্।
শুদ্ধাচারঃ সুপ্রতিষ্ঠঃ শুচির্দক্ষঃ সুবুদ্ধিমান্।
আশ্রমী ধ্যাননিষ্ঠশ্চ তন্ত্রমন্ত্রবিশারদঃ।
নিগ্রহানুগ্রহে [illegible] গুরুরিত্যভিধীয়তে,
উদ্ধর্ত্তুঞ্চৈব স[illegible] সমর্থো ব্রাহ্মণোত্তমঃ।
তপস্বী সত্যবাদী চ গৃহস্থো গুরুরুচ্যতে॥

যিনি শান্ত (শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন-রূপ বিষয়াতিরিক্ত সাংসারিক যাবতীয় বিষয় হইতে মনের নিগ্রহবান), দান্ত (শ্রবণাদি-বিষয়াতিরিক্ত বিষয় হইতে বাহ্য দশ ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহবান্), কুলীন,* বিনীত, শুদ্ধবেশসম্পন্ন, বিশুদ্ধাচার, সুপ্রতিষ্ঠ (সৎকার্য্যাদি দ্বারা যশস্বী) পবিত্রস্বভাব, ক্রিয়ানিপুণ, সুবুদ্ধিসম্পন্ন [illegible] গৃহস্থাদি আশ্রমস্থিত—অর্থাৎ উদাসীন নহেন, যিনি ঈশ্বর-

* আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং। নিষ্ঠা শান্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণং॥

ধ্যানপরায়ণ, তন্ত্র-মন্ত্রবিষয়ে পণ্ডিত, যিনি [illegible] প্রতি শাসন ও অনুগ্রহ করিতে সমর্থ এবং মন্ত্রপ্রদানাদি দ্বারা সংসার হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ ও শাপাদি দ্বারা বিনাশ করিতেও পারেন, তাদৃশ তপঃসম্পন্ন সত্যবাদী গৃহস্থ ব্রাহ্মণই গুরু বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

নিগমকল্পদ্রুমে কথিত হইয়াছে,—"গুরু বিদ্বান্ হউন, অথবা বিদ্যাহীন হউন, তাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিবে এবং তিনি সৎপথাবলম্বী হউন, অথবা অসৎপথাবলম্বী হউন, তদ্ভিন্ন অন্য গতি নাই।"

নিন্দ্যগুরু লক্ষণ,—শ্বিত্রী চৈব গলৎকুষ্ঠী নেত্ররোগী চ বামনঃ।
কুনখী শ্যাবদন্তশ্চ স্ত্রীজিতশ্চাধিকাঙ্গকঃ।
হীনাঙ্গঃ কপটী রোগী বহ্বাশী বহুজল্পকঃ।
এতৈর্দ্দোষৈর্বিমুক্তো যঃ স গুরুঃ শিষ্যসম্মতঃ॥ ক্রিয়াসারসমুচ্চয়ে।

যে প্রকার গুরুকে বর্জ্জন করিতে হইবে, তাহা ক্রিয়াসারসমুচ্চয় গ্রন্থে বলিয়াছেন,—"যাহার শরীরে শ্বিত্ররোগ, গলৎকুষ্ঠ রোগ বা নেত্ররোগ আছে, যে ব্যক্তি বামন, যাহার কুনখরোগ আছে, যে শ্যাবদন্ত, স্ত্রী-বশীভূত, অধিকাঙ্গ বা হীনাঙ্গ, কপটী, চিররোগী, বহুভোক্তা এবং বহুভাষী, তাদৃশ ব্যক্তিকে গুরু করিবে না। যিনি এই সমস্ত দোষশূন্য, তাঁহাকে সৎগুরু বলিয়া জানিবে।

অনন্তর সৎশিষ্য-লক্ষণ কথিত হইতেছে,—

শান্তো বিনীতঃ শুদ্ধাত্মা শ্রদ্ধাবান্ ধারণক্ষমঃ।
সমর্থশ্চ কুলীনশ্চ প্রাজ্ঞঃ সচ্চরিত্রো যতিঃ।
এবমাদিগুণৈর্যুক্তঃ শিষ্যো ভবতি নান্যথা।
পুণ্যবান্ ধার্ম্মিকঃ শুদ্ধো গুরুভক্তো [illegible]জিতেন্দ্রিয়ঃ।
শিষ্যযোগ্যো ভবেৎ সো হি দান-ধ্যানপরায়ণঃ॥

শমাদিগুণযুক্ত, বিনয়ী, বিশুদ্ধস্বভাব, শ্রদ্ধাবান্ ধৈর্য্যশীল, সর্ব্বকর্ম্মসমর্থ, সদ্বংশজাত, অভিজ্ঞ, সচ্চরিত্র এবং যত্যাচারযুক্ত ব্যক্তি প্রকৃত শিষ্যপদবাচ্য, ইহার বিপরীত ব্যক্তিকে শিষ্য করিবে না। অন্যত্র বলিয়াছেন,—যে ব্যক্তি পুণ্যবান্, ধার্ম্মিক, শুদ্ধান্তঃকরণ, গুরুভক্ত, জিতেন্দ্রিয়, দানশীল ও ঈশ্বরারাধন-পরায়ণ, তাদৃশ ব্যক্তি যথার্থ শিষ্যপদবাচ্য।

পিত্রাদির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবে না। মাতার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করা যাইতে পারে। পতি স্বীয় ভার্য্যাকে, পিতা পুত্রকন্যাকে ও ভ্রাতা সহোদরকে দীক্ষিত করিবে না। পতি যদি সিদ্ধমন্ত্র হন, অর্থাৎ

পুরশ্চরণাদি দ্বারা মন্ত্র সিদ্ধি করিয়া থাকেন, তবে পত্নীকে দীক্ষিতা করিতে পারেন, কিন্তু তাহাকে স্বীয় শক্তিরূপে গ্রহণ করিবেন, তাহার সহিত পুত্রিকাবৎ ব্যবহার করিবেন না। পিতা ও মাতামহ ও যদি উক্তরূপ সিদ্ধমন্ত্র হন, তবে তাঁহাদের নিকট ও মন্ত্রগ্রহণ করা যাইতে পারে।

সাধ্বী, সদাচারপরায়ণা, গুরুভক্তা, সর্ব্বমন্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞা, সুশীলা, জিতেন্দ্রিয়া ও পূজাদিকার্য্যে অনুরক্তা স্ত্রীকে সদ্‌গুরু বলিয়া জানিবে। বিধবা স্ত্রী উক্তরূপ জ্ঞানশালিনী হইলেও তাহাকে ত্যাগ করিবে।

বীজ সকলের স্মরণ-উচ্চারণাদি দ্বারা সংসার হইতে ত্রাণ পাওয়া যায়, এই নিমিত্ত উহাকে মন্ত্র বলে। অতএব নক্ষত্র চক্র ও রাশিচক্র বিচার করিয়া যাহা অনুকূল মন্ত্র, তাহার ভজনা করিবে। বারাহী তন্ত্রে কথিত হইয়াছে,—তারাচক্র, রাশিচক্র এবং নামচক্র বিচারে যদি মন্ত্র অনুকূল হয়, তবে অন্য চক্র বিচারের আর আবশ্যক নাই। কিন্তু ধনীমন্ত্র ও অকুল মন্ত্র গ্রহণ করিবে না, ইত্যাদি নিষেধ বাক্য থাকায়, ঋণীধনীচক্র ও কুলাকুলচক্রের বিচারে ও আবশ্যকতা বুঝা যাইতেছে।

কুলাকুলচক্র।

বায়ু	অগ্নি	ভূ	জল	আকাশ
অ আ	ই ঈ	উ ঊ	ঋ ৠ	ঌ ৡ
এ	ঐ	ও	ঔ	অং
ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
য	র	ল	ব	শ
ষ	ক্ষ	ল	স	হ

নিবন্ধে লিখিত হইয়াছে,—বায়ু, অগ্নি, পৃথিবী, জল ও আকাশ এই পঞ্চ-ভূতময় পঞ্চাশবর্ণ ক্রমতঃ রাখিয়া কুলাকুল নির্ণয় করিবে। পাঁচটী হ্রস্ব, পাঁচটী দীর্ঘ, বিন্দু (অনুস্বার), সন্ধ্যক্ষর অর্থাৎ এ, ঐ, ও, ঔ, এই সকল স্বরবর্ণ ও ককারাদি ব্যঞ্জনবর্ণ লইয়া বিচার করিবে। অ আ এ ক চ ট ত প য ষ এই সকল বর্ণ মারুত। ই ঈ ঐ খ ছ ঠ থ ফ র ক্ষ এই সকল বর্ণ আগ্নেয়, উ ঊ ও গ জ ড দ ব ল স এই সকল বর্ণ পার্থিব। ঋ ৠ ঔ ঘ ঝ ঢ ধ ভ ব স এই সকল বর্ণ বারুণ। ঌ ৡ অং ঙ ঞ ণ ন ম শ হ এই সকল বর্ণ আকাশ। এইরূপে বর্ণ সকল বিন্যস্ত করিয়া কুলাকুল বিচার করিবে। এই কুলাকুলচক্র বিচারের বোধ সৌকর্য্যার্থে উপরে একটী চক্র অঙ্কিত করা হইল।

সাধক অর্থাৎ মন্ত্রগ্রহীতার আদ্যক্ষর ও যে মন্ত্র গ্রহণ করিবে, সেই মন্ত্রের আদ্যক্ষর, এই দুই অক্ষর যদি একভূত বা এক দৈবত হয়, তবে সেই মন্ত্র স্বকুল জানিবে, অন্যথা অকুল হইবে। যদি মন্ত্রগ্রহীতার নামের আদিবর্ণ ও মন্ত্রের আদিবর্ণ, এককোষ্ঠস্থ হয় তবে সেই মন্ত্র গ্রহণে শুভ জানিবে। বারুণ বা জল বর্ণ ভৌম বর্ণের এবং মারুত বর্ণ আগ্নেয় বর্ণের মিত্র, মারুতবর্ণ পার্থিব বর্ণের, আগ্নেয়বর্ণ বারুণ বর্ণের ও পার্থিব বর্ণের শত্রু বলিয়া কথিত হইয়াছে। আকাশ বর্ণ সর্ব্ববর্ণের মিত্র। এই প্রকারে শত্রু মিত্র জানিয়া মিত্র মন্ত্র গ্রহণ করিবে।

উদাহরণ।—তারা পদ মন্ত্র গ্রহীতা, সে কালী মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে কি না? তারাপদের আদ্যক্ষর 'ত' আর মন্ত্রের আদ্যক্ষর 'ক' উভয় বর্ণ এক কোষ্ঠের মধ্যে অবস্থিত অর্থাৎ একভূত সুতরাং তারাপদ "কালী" মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে। তারাপদ রাম মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে কি না? তাহাও পারে—যদিও 'র' ও 'ত' এক কোষ্ঠাশ্রিত নহে, কিন্তু বায়ুবর্ণ ত এবং আগ্নেয় বর্ণ র এই দুয়ের মিত্রতা থাকায় তারাপদের "রাম" এই মন্ত্র গ্রহণে দোষ হইবে না।

অনন্তর রাশিচক্র বলা যাইতেছে।—

রেখাদ্বয়ং পূর্ব্বপরেণ কুর্য্যাত্তন্মধ্যতো যাম্যসুবেররেখাৎ। এষ্টৈকবীশান-নিরৃতিচরে তু হুতাশবায়্বোর্বিলিখেত্তদোর্ণান্। মেষাদি-বহ্নিযুগল-শ্রবণাদি-সংখ্যান্ পঞ্চেষুবাণশরপঞ্চভূতাংশ্চ বর্ণান্। মেষাদিতঃ প্রবিলিখেৎ শকলান্ত বর্ণান্। কন্যাগতান্ পরিলিখেদথ শাদিবর্ণান্॥ কলাক্রমে।

রাশিচক্র।

বৃষ উ ঊ ঋ / মিথুন ৠ ঌ ৡ	মেষ অ আ ই ঈ	মীন য র ল ব / কুম্ভ প ফ ব ভ ম
কর্কট এ ঐ	রাশিচক্র	মকর ত থ দ ধ ন
সিংহ ও ঔ / কন্যা অং অঃ শ ষ স হ ল ক্ষ	তুলা ক খ গ ঘ ঙ	ধনু ট ঠ ড ঢ ণ / বৃশ্চিক চ ছ জ ঝ ঞ

প্রথমে পূর্ব্ব পশ্চিমে দুইটি রেখা অঙ্কিত করিয়া ঐ রেখাদ্বয়ের মধ্যে উত্তর দক্ষিণায়ত করিয়া আর দুইটি রেখাপাত করত ঈশানাদি চতুঃকোণে আর চারিটি রেখা দ্বারা একটী রাশিচক্র অঙ্কিত করিবে।

এই চক্রের দ্বাদশ ঘরে যথানিয়মে দ্বাদশ রাশি কল্পনা করিয়া, মেষাদিক্রমে বর্ণবিন্যাস করিবে। মেষে চারিটি, বৃষে তিনটি, কর্কটে দুইটি, সিংহে দুইটি, কন্যায় দুইটি, তুলায় পাঁচটি, বৃশ্চিকে পাঁচটি, ধনুতে পাঁচটি, মকরে পাঁচটি, কুম্ভে পাঁচটি এবং মীনে চারিটি বর্ণ অঙ্কিত করিবে, অবশিষ্ট শ, ষ, স, হ, ল, ক্ষ এই ছয়টি বর্ণ কন্যাতে লিখিবে। উক্ত নিয়মে বর্ণবিন্যাস করাতে মেষে, অ আ ই ঈ, এই চারি বর্ণ, বৃষে, উ ঊ ঋ, এই তিন বর্ণ, মিথুনে, ৠ ঌ ৡ, এই তিন বর্ণ, কর্কটে, এ ঐ, এই দুই বর্ণ, সিংহে, ও ঔ, এই দুই বর্ণ, কন্যাতে, অং অঃ শ ষ স হ ল ক্ষ, এই আট বর্ণ, তুলাতে, ক খ গ ঘ ঙ, এই পাঁচ বর্ণ, বৃশ্চিকে, চ ছ জ ঝ ঞ এই পাঁচ বর্ণ, ধনুতে, ট ঠ ড ঢ ণ, এই পাঁচ বর্ণ, মকরে, ত থ দ ধ ন, এই পাঁচ বর্ণ, কুম্ভে, প ফ ব ভ ম,—এই পাঁচ বর্ণ, মীনে, য র ল ব,

এই চারি বর্ণ লিখিতে হইবে। এইরূপে অকারাদি পঞ্চাশবর্ণ সংস্থাপন করিয়া বিচার করিবে। স্বীয় রাশির অনুকূল মন্ত্র ভজনা করিবে। অতএব রাশিচক্রশুদ্ধ মন্ত্রই গ্রহণ করিবে। এই ক্ষণ রাশি চক্র দ্বারা মন্ত্র শুদ্ধির বিষয় বলা যাইতেছে। যথা,—মন্ত্রগ্রহীতার জন্মরাশি হইতে মন্ত্ররাশি—অর্থাৎ যে রাশিতে মন্ত্রের আদিবর্ণ দৃষ্ট হইবে, সেই রাশি পর্য্যন্ত গণনা করিবে। যদি জন্ম-কালীয় রাশি জানা না থাকে, তবে নামের আদ্যক্ষর সম্বন্ধীয় রাশি গ্রহণ পূর্ব্বক গণনা করিবে। এইরূপ গণনা করিলে, যদি মন্ত্ররাশি জন্মরাশি হইতে ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশ হয় তবে সেই মন্ত্র গ্রহণ করিবে না। কারণ, ষষ্ঠাদি-রাশিগত রিপুমন্ত্র গ্রহণ করিলে গ্রহীতার অনিষ্ট হয়। রামার্চ্চনচন্দ্রিকায় কথিত হইয়াছে,—এক, পঞ্চম ও নবমরাশিগত মন্ত্র বন্ধুর ন্যায় হিতকারী, দ্বিতীয়, ষষ্ঠ ও দশমরাশিস্থিত মন্ত্র সেবক, তৃতীয়, একাদশ ও সপ্তমরাশিস্থিত মন্ত্র পুষ্টিকর। দ্বাদশ, অষ্টম ও চতুর্থরাশিস্থিত মন্ত্র ঘাতক। চতুর্থ মন্ত্র ঘাতক ইহা বিষ্ণুমন্ত্রবিষয়ে জানিবে। শক্তিমন্ত্র গ্রহণে ষষ্ঠ মন্ত্রও অবশ্য পরিত্যাগ করিবে। তন্ত্রান্তরে উক্ত হইয়াছে,—লগ্ন, ধন, ভ্রাতৃ, বন্ধু, পুত্র, শত্রু, কলত্র, মৃত্যু, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আয় ও ব্যয়, মেষাদি দ্বাদশ রাশির এই দ্বাদশ সংজ্ঞা জানিবে। এই সংজ্ঞানুসারে ইহাদিগের শুভাশুভ ফল নির্ণীত হইয়া থাকে। বিষ্ণুমন্ত্র বিষয়ে বন্ধুস্থানে শত্রু ও শত্রুস্থানে বন্ধু এইরূপ পাঠ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই ক্ষণে কোন্ কোন্ স্থানস্থিত মন্ত্রগ্রহণে কিরূপ ফল হইবে, তাহা বলা যাইতেছে। "লগ্নরাশিগত মন্ত্র গ্রহণে মন্ত্রসিদ্ধি, ধনস্থানস্থিত মন্ত্রগ্রহণে ধনবৃদ্ধি, ভ্রাতৃ-স্থানস্থিত মন্ত্রগ্রহণে ভ্রাতৃবৃদ্ধি, বন্ধুস্থানস্থিত মন্ত্র গ্রহণে বন্ধুপ্রিয়তা, পুত্রস্থানস্থিত মন্ত্রগ্রহণে পুত্রবৃদ্ধি, শত্রুস্থানস্থিত মন্ত্র গ্রহণে শত্রুবৃদ্ধি, কলত্রস্থানস্থিত মন্ত্র গ্রহণে মধ্যবিধ ফল, মৃত্যুস্থানস্থিত মন্ত্র গ্রহণে মৃত্যু, ধর্ম্মস্থানস্থিত মন্ত্র গ্রহণে ধর্ম্ম বৃদ্ধি, কর্ম্মস্থানস্থিত মন্ত্রে কার্য্য সিদ্ধি, আয়স্থান স্থিত মন্ত্র গ্রহণে ধনসম্পত্তি এবং ব্যয়-স্থানস্থিত মন্ত্র গ্রহণে সঞ্চিত ধনের ব্যয় হয়। অতঃপর নক্ষত্র চক্র বলা যাইতেছে।

উত্তরাদ্দক্ষিণাগ্রাস্তু রেখাং কুর্য্যাচ্চতুষ্টয়ীং। দশরেখাঃ পশ্চিমাগ্রাঃ কর্ত্তব্যা বীরবন্দিতে। অশ্বিন্যাদিক্রমেণৈব বিলিখেত্তারকাঃ পুনঃ। অকারাদি ক্ষকা-রান্তান্ বিচক্ষণঃ লিখেৎকান্। ভূমীন্দু-নেত্রচন্দ্রাংশ্চ অশ্লেষান্তং খগৌ প্রিয়ে। দ্বিভূনেত্র-নেত্রযুগ্মাংশ্চেন্দুনেত্রাগ্নি-যুগ্মকান্। মঘাদিকোষ্ঠপি জ্যেষ্ঠান্তং দ্বিতীয়ং নবতারকং। বহ্নিভূমীন্দু-চন্দ্রাংশ্চ যুগেন্দুনেত্রবহ্নিকান্। বেদেন স্তোভিতান্ বর্ণান্ রেবত্যন্তং গতান্ ক্রমাৎ॥—বৃহৎশ্রীক্রমে।

নক্ষত্র চক্র।

অশ্বিনী	ভরণী	কৃত্তিকা	রোহিণী	মৃগশিরা	আর্দ্রা	পুনর্ব্বসু	পুষ্যা	অশ্লেষা
অ আ	ই	ঈ উ ঊ	ঋ ৠ ৯ ৡ	এ	ঐ	ও ঔ	ক	খ গ
দেবঃ	মানুষঃ	রাক্ষসঃ	মানুষঃ	দেবঃ	মানুষঃ	দেবঃ	দেবঃ	রাক্ষসঃ
মঘা	পূর্ব্বফল্গুনী	উত্তরফল্গুনী	হস্তা	চিত্রা	স্বাতী	বিশাখা	অনুরাধা	জ্যেষ্ঠা
ঘ ঙ	চ	ছ জ	ঝ ঞ	ট ঠ	ড	ঢ ণ	ত থ দ	ধ
রাক্ষসঃ	মানুষঃ	মানুষঃ	দেবঃ	রাক্ষসঃ	দেবঃ	রাক্ষসঃ	দেবঃ	রাক্ষসঃ
মূলা	পূর্ব্বাষাঢ়া	উত্তরাষাঢ়া	শ্রবণা	ধনিষ্ঠা	শতভিষা	পূর্ব্বভাদ্র	উত্তর-ভাদ্র	রেবতী লক্ষ
ন প ফ	ব	ভ	ম	য র	ল	ব শ	ষ স হ	অং অঃ
রাক্ষসঃ	মানুষঃ	মানুষঃ	দেবঃ	রাক্ষসঃ	রাক্ষসঃ	মানুষঃ	মানুষঃ	দেবঃ

উত্তর হইতে দক্ষিণাগ্র চারিটি রেখা অঙ্কিত করিয়া তাহাদের মধ্যে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমাগ্র দশটি রেখা অঙ্কিত করিলে, তিন শ্রেণীতে সপ্তবিংশতি কোষ্ঠায় বিভক্ত একটি চক্র অঙ্কিত হইবে। (উপরে প্রতিকৃতি দেখ)।

অনন্তর এই সপ্তবিংশতি কোষ্ঠায় অশ্বিনী-আদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্র স্থাপন করিয়া অ-কারাদি ক্ষ পর্য্যন্ত বর্ণ সকল বিন্যাস করিবে। কোন্ কোন্ নক্ষত্রে কি কি বর্ণ ও কি কি গণ লিখিতে হইবে, তাহা বলা যাইতেছে, অশ্বিনীনক্ষত্র দেবগণ, ইহাতে অ আ, বর্ণদ্বয় লিখিবে, ভরণীনক্ষত্র মানুষগণ, ইহাতেই বর্ণ লিখিবে, কৃত্তিকা রাক্ষসগণ, ইহাতে ঈ উ ঊ;—রোহিণী মানুষগণ, ইহাতে ঋ ৠ ৯ ৡ—মৃগশিরা দেবগণ, ইহাতে এ, আর্দ্রা মানুষগণ, ইহাতে ঐ,—পুনর্ব্বসু দেবগণ, ইহাতে ও ঔ,—পুষ্যা দেবগণ, ইহাতে ক;—অশ্লেষা রাক্ষসগণ, ইহাতে খ গ;—মঘা রাক্ষসগণ, ইহাতে ঘ ঙ,—পূর্ব্বফল্গুনী মানুষগণ, ইহাতে চ, উত্তরফল্গুনী মানুষ, ইহাতে ছ জ,—হস্তা দেবগণ, ইহাতে ঝ ঞ,—এই দুই বর্ণ; চিত্রা রাক্ষসগণ, ইহাতে ট ঠ, বর্ণ;—স্বাতী দেবগণ, ইহাতে ড;—বিশাখা রাক্ষসগণ, ইহাতে, ঢ ণ;—অনুরাধা দেবগণ, ইহাতে ত থ দ,—জ্যেষ্ঠা রাক্ষসগণ, ইহাতে ধ,—মূলা,

রাক্ষসগণ, ইহাতে ম প ফ;—পূর্ব্বাষাঢ়া মানুষগণ, ইহাতে ব,-
মানুষগণ, ইহাতে ভ—বর্ণ, শ্রবণা দেবগণ, ইহাতে ম বর্ণ,—ধনিষ্ঠা রাক্ষসগণ,
ইহাতে য র; -শতভিষা রাক্ষসগণ, ইহাতে ল; পূর্ব্বভাদ্রপদ মানুষগণ,
ইহাতে ব শ;—উত্তরভাদ্রপদ মানুষগণ, ইহাতে ষ স হ এবং রেবতী দেবগণ,
ইহাতে ল ক্ষ অং অঃ বর্ণ লিখিতে হইবে।

স্বজাতিতে পরমপ্রীতি, ভিন্ন জাতিতে মধ্যমপ্রীতি, রাক্ষসও মনুষ্যে বিনাশ এবং রাক্ষস ও দেবগণে শত্রুতা জানিবে। মন্ত্রগ্রহীতার জন্ম নক্ষত্র এবং মন্ত্রের আদি অক্ষর যে গৃহে পড়িবে, সেই গৃহগত নক্ষত্র এই দুই নক্ষত্র লইয়া গণনা করিবে। যদি মন্ত্র ও মন্ত্রগ্রহীতার এক গণ হয়, তবে সেই মন্ত্রগ্রহণে শুভ জানিবে এবং যাহার মনুষ্যগণ, সে দেবগণমন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে। মানুষগণ ও রাক্ষসগণে এবং রাক্ষসগণ ও দেবগণে শত্রুতা হয়, সুতরাং তাদৃশ মন্ত্র গ্রহণ করিবে না। জন্ম, সম্পৎ, বিপদ, ক্ষেম, প্রত্যরি, সাধক, বধ, মিত্র ও পরমমিত্র, এই নয়টি নক্ষত্রের নাম নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। মন্ত্রগ্রহীতার জন্মনক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া মন্ত্রনক্ষত্র পর্য্যন্ত—অর্থাৎ যে নক্ষত্রে মন্ত্রের আদ্য অক্ষর আছে, সেই নক্ষত্র পর্য্যন্ত জন্ম সম্পদাদি ক্রমে পুনঃ পুনঃ গণনা করিবে। যদি জন্ম নক্ষত্র হইতে মন্ত্রনক্ষত্র জন্ম, তৃতীয়, পঞ্চম কিম্বা সপ্তম হয়, তবে সেই মন্ত্র পরিত্যাগ করিবে। এই জন্যই কথিত হইয়াছে যে,—ষষ্ঠ, অষ্টম, নবম কিম্বা চতুর্থ মন্ত্র শুভ, অন্য মন্ত্র অশুভ। মন্ত্র-গ্রহীতার জন্ম নক্ষত্র হইতে গণনা করিবে। যদি জন্ম নক্ষত্র জানা না থাকে, তবে গ্রহীতার নামের আদ্যক্ষর-সম্বন্ধী নক্ষত্র গ্রহণ করিবে।

অকথহ চক্র।

অ ক থ হ	উ ঙ প	আ খ দ	ঊ চ ফ
ও ড য	ঌ ঝ ম	ঔ ঢ শ	ৡ ঞ র
ঈ ঘ ন	ঋ জ ভ	ই গ ধ	ৠ ছ ব
অঃ ত স	ঐ ঠ ল	অং ণ ষ	এ ট র

চতুষ্কোণ একটি ক্ষেত্র অঙ্কিত করিয়া তাহা চারি কোষ্ঠে বিভক্ত করত তাহার চারিকোষ্ঠের এক এক কোষ্ঠকে চারিভাগে বিভক্ত করিলে ষোড়শ কোষ্ঠে বিভক্ত একটি চক্র অঙ্কিত হইবে। এই চক্রের নাম অকথহ চক্র (৮পৃ দেখ)

অনন্তর উক্ত ষোড়শ কোষ্ঠে অকারাদি বর্ণ সকল প্রদক্ষিণক্রমে লিখিবে, প্রথম কোষ্ঠে অ, তৃতীয় কোষ্ঠে আ, একাদশে ই, নবমে ঈ, দ্বিতীয়ে উ, চতুর্থে ঊ, দ্বাদশে ঋ, দশমে ৠ, ষষ্ঠে ঌ, অষ্টমে ৡ, ষোড়শে এ, চতুর্দ্দশে ঐ, পঞ্চমে ও, সপ্তমে ঔ, পঞ্চদশে অং এবং ত্রয়োদশ কোষ্ঠে অঃ বর্ণ লিখিবে। এইরূপে ষোড়শ কোষ্ঠে ষোড়শ স্বরবর্ণ লিখিয়া পুনরায় উক্ত নিয়মে ক হইতে হ পর্য্যন্ত ব্যঞ্জনবর্ণ সকল লিখিবে,—যাবৎ পর্য্যন্ত বর্ণ সকল শেষ না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত উক্ত ক্রমে বর্ণপাত করিবে। এইরূপে সমস্ত কোষ্ঠে সমস্ত বর্ণ লিখিবে। কোন্ কোষ্ঠে কোন্ বর্ণ বিন্যস্ত হইবে তাহা ৮ পৃষ্ঠায় অঙ্কিত চক্র দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। এইরূপে চক্র অঙ্কিত করিয়া মন্ত্রগ্রহীতার নামের আদ্যক্ষর হইতে আরম্ভ করিয়া মন্ত্রের আদি অক্ষর পর্য্যন্ত সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি এইরূপে গণনা করিবে। এক কোষ্ঠেতে নাম ও মন্ত্রের আদি বর্ণ হইলে তাহাতেও ঐরূপ বর্ণ গণনা করিবে। উক্ত চক্রে বর্ণ বিন্যাস ও গণনা দক্ষিণাবর্ত্তে করিতে হইবে। এক্ষণে কোন্ মন্ত্রগ্রহণে কিরূপ ফল হয়, তাহা বলা যাইতেছে,—সিদ্ধমন্ত্রগ্রহণ করিলে মন্ত্র স্বয়ং সিদ্ধ হয়, সাধ্য-মন্ত্র গ্রহণে জপ-হোমাদি দ্বারা মন্ত্রসিদ্ধ হয়, সুসিদ্ধ মন্ত্র গ্রহণে তৎক্ষণাৎ মন্ত্রসিদ্ধি হয় এবং অরিমন্ত্র গ্রহণে সমূলে বংশ বিনাশ হয়। কদাচ অরিমন্ত্র গ্রহণ করিতে নাই, ভ্রম প্রমাদ বশতঃ অরি মন্ত্র গ্রহণ করিলে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার অন্য মন্ত্র গ্রহণ করিবে।

অরি মন্ত্র যে প্রকারে পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহার প্রণালী এইরূপ—এক দ্রোণপরিমিত গব্যদুগ্ধোপরি একশত আটবার সেই অরিমন্ত্র জপ করিয়া সেই দুগ্ধ পান করিবে। পুনর্ব্বার একশত আটবার সেই মন্ত্র জপ করিয়া মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে. এইরূপ বিধানে বৈরিমন্ত্র পরিত্যাগ করিবে। অকডমচক্র যথা,—

পূর্ব্ব পশ্চিমে দুইটি রেখা অঙ্কিত করিয়া [illegible] করিবে, উত্তর ও দক্ষিণায়ত আর দুইটি [illegible] করিবে। পরে, ঈশানাদি চতুষ্কোণে চারিটি রেখা দ্বারা একটি রাশিচক্র করিবে। এই চক্রে মেষাদি বৃষ পর্য্যন্ত দক্ষিণাবর্ত্ত-

ক্রমে অকারাদি ক্ষ পর্য্যন্ত সমুদায় বর্ণাবলী এক একটি করিয়া লিখিবে। কিন্তু ঋ ৠ ঌ ৡ এই চারি ক্লীববর্ণ, ইহা পরিত্যাগ করিয়া যাবৎ সকল বর্ণ শেষ না হয়, তাবৎ পুনঃপুনঃ বর্ণ সকল লিখিবে। এইরূপে বর্ণ বিন্যাস করিতে করিতে, কোন্ কোন্ ঘরে কি বর্ণ বিন্যস্ত হইবে, তাহা নিম্ন অঙ্কিত চক্র দৃষ্টি করিলেই বুঝিতে পারিবে।

অকডমচক্র।
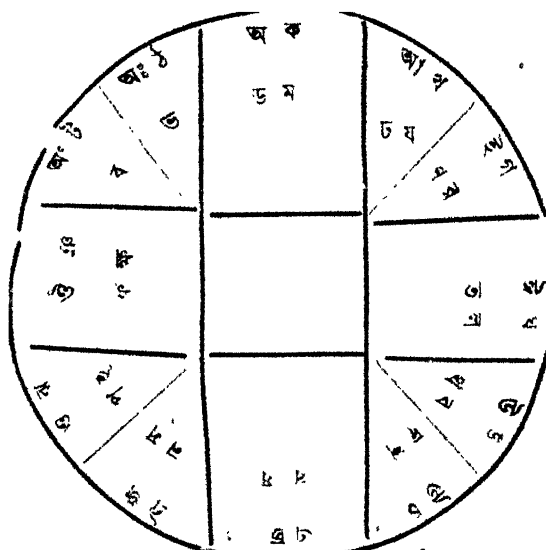
এক্ষণে চক্রের গণনা প্রণালী বলা যাইতেছে,—সাধকের নামের আদ্যক্ষর হইতে মন্ত্রের আদি অক্ষর পর্য্যন্ত দক্ষিণাবর্ত্তে সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি এই রূপে পুনঃপুনঃ গণনা করিবে। কিন্তু যদি মেষ হইতে মীন পর্য্যন্ত -অর্থাৎ বামাবর্ত্তে মন্ত্র সমুদয় লিখিত হয়, তবে গণনাও বামাবর্ত্তেই করিতে হইবে। এই চক্রে পুনঃপুনঃ সিদ্ধ-সাধ্যাদি গণনায় কোন্ কোন্ কোষ্ঠ সিদ্ধ, কোন্ কোন্ কোষ্ঠ সাধ্য ইত্যাদি স্পষ্ট করিয়া লিখিত হইয়াছে। যথা,—নবম, এক ও পঞ্চম সিদ্ধ-গৃহ ; ষট্, দশম ও দ্বিতীয় গৃহ সাধ্য ; তৃতীয়, সপ্তম ও একাদশ গৃহ সুসিদ্ধ এবং চতুর্থ, অষ্টম ও দ্বাদশগৃহ শত্রু জানিবে। এই চক্রের গণনায় মন্ত্র সিদ্ধ, সাধ্য কিম্বা সুসিদ্ধ হইলে সেই মন্ত্র গ্রহণে শুভ ফল হইবে। অরিমন্ত্র গ্রহণে অশুভ ফল হইয়া থাকে, অতএব কদাচ শত্রু মন্ত্র গ্রহণ করিবে না।

ঋণী-ধনী চক্র।

৬	৬	৬	০	৩	৪	৪	০	০	০	৩
অ আ	ই ঈ	উ ঊ	ঋ ৠ	৯ ৡ	এ	ঐ	ও	ঔ	অং	অঃ
ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	ট
ঠ	ড	ঢ	ণ	ত	থ	দ	ধ	ন	প	ফ
ব	ভ	ম	য	র	ল	ব	শ	ষ	স	হ
২	২	৫	০	০	২	১	০	৪	৪	১

এই চক্র অঙ্কিত করিতে হইলে, প্রথমতঃ একাদশ কোষ্ঠ অঙ্কিত করিয়া তাহাদিগকে চারি কোষ্ঠদ্বারা পূরণ করিয়া একটি চক্র অঙ্কিত করিবে। এই চক্রের প্রথম পঙ্‌ক্তিকোষ্ঠে একটি হ্রস্ব ও একটি দীর্ঘ, এইরূপে দুই দুইটী করিয়া অকারাদি দশটি স্বরবর্ণ লিখিবে, পরে অকারাদি স্বরবর্ণ ও ককারাদি হ পর্য্যন্ত ব্যঞ্জনবর্ণ সমুদায় এক এক কোষ্ঠে এক একটি করিয়া লিখিবে। এই চক্রের উপরিভাগস্থিত একাদশটি অঙ্কের নাম সাধ্যাঙ্ক। মন্ত্রের অক্ষর গণনাকালে এই সকল অঙ্ক-অনুসারে গণনা করিবে। এই চক্রের নিম্নভাগস্থ অঙ্ক সাধকাঙ্ক। সাধকের নামাক্ষর গণনাকালে এই অঙ্ক লইবে।

এখন এই চক্রের দ্বারা কি প্রকারে শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার করিতে হয়, তাহা বলা যাইতেছে ;—মন্ত্রের স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ সমুদায় পৃথক্ পৃথক্ করিয়া রাখিবে। এইরূপ করিলে যে যে বর্ণ চক্রের যে যে কোষ্ঠে আছে, সেই সেই কোষ্ঠের উপরিভাগে যে সকল অঙ্ক দেখিবে, প্রত্যেক বর্ণের সেই সকল অঙ্ক লইয়া একত্র যোগ করিলে যত অঙ্ক হইবে, তাহাকে ৮ দিয়া হরণপূর্ব্বক অবশিষ্ট অঙ্ক এক স্থানে রাখিবে। এইরূপে মন্ত্র গ্রহীতার নামের সমস্ত স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ সকল পৃথক্ পৃথক্ করিয়া উক্তরূপে অঙ্ক লইয়া যোগ ও আট দিয়া ভাগ করিয়া

অবশিষ্ট অঙ্ক গ্রহণ করিবে। এইরূপে মন্ত্রের ভাগলব্ধ অঙ্ক এবং মন্ত্রগ্রহীতার নামের ভাগলব্ধ অঙ্ক লইয়া বিচার করিবে। যে অঙ্ক অধিক হইবে, তাহা ঋণী এবং যে অঙ্ক ন্যূন হইবে, তাহাই ধনী। যদি মন্ত্র ঋণী হয়, তবে তাহা গ্রহণ করিবে, আর যদি মন্ত্র ধনী হয়, তবে তাহা কদাচ গ্রহণ করিবে না। মন্ত্রাঙ্ক ও নামাঙ্ক সমান হইলেও সেই মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারিবে। মন্ত্রাঙ্ক ও নামাঙ্কের ভাগফল কিছু না থাকিলে তাহা গ্রহণ করিবে না। সেই মন্ত্র গ্রহণে সাধকের মৃত্যু হয়, সুতরাং তাহা পরিত্যাগ করিবে।

গণনা সহজে বোধগম্য হওয়ার নিমিত্ত একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে,— যেমন 'কালীরাম' নামক ব্যক্তি 'হর' এই মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে কি না? এই স্থলে কালীরাম নামের প্রত্যেক স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের ক্রমানুসারে অঙ্ক গ্রহণ করিতে হইবে। এইস্থলে প্রথমতঃ "হর" মন্ত্রের প্রত্যেক স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ করিয়া রাখিলে হ, অ, র, অ এই চারিটী বর্ণ হইল। ইহাদের অঙ্ক যথা,—হ × ৩ = অ × ৬ = র × ৩ = অ × ৬। এই সমস্ত অঙ্ক যোগ করিলে ১৮ হইল, এবং ইহাকে ৮ দ্বারা ভাগ করিলে ২ অবশিষ্ট থাকিল। ইহাকে সাধ্যাঙ্ক বলে। এখন সাধকাঙ্ক দেখিতে হইবে, কালীরাম এই নামটীতে ক, আ, ল, ঈ, র, আ, ম, অ এই আটটী বর্ণ আছে, ইহাদের অঙ্ক ক × ২ = আ × ২ = ল × ২ = ঈ × ২ = র × ০ = আ × ২ = ম × ৭ = অ × ২। এই সমুদয় যোগ করিলে ১৭ হইল এবং ইহাকে ৮ দিয়া ভাগ করিলে ভাগফল ১ অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সাধ্যাঙ্ক অর্থাৎ মন্ত্রাঙ্ক অধিক (ঋণী) হইতেছে; আর সাধকাঙ্ক অর্থাৎ মন্ত্রগ্রহীতার অঙ্ক কম (ধনী), সুতরাং কালীরাম নামক ব্যক্তি 'হর' মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারিবে।

সাধকের নাম-গ্রহণ প্রণালী বলা যাইতেছে।—রুদ্রযামলে বলা হইয়াছে,— যে নাম দ্বারা সম্বোধন করিলে নিদ্রিত ব্যক্তি জাগরিত হয়, দূর হইতে প্রত্যুত্তর করে এবং যে নাম লইয়া আহ্বান করিলে অন্যমনস্ক অবস্থায়ও প্রত্যুত্তর প্রদান করে, সেই নাম গ্রহণ করিয়া দীক্ষাকার্য্য সমস্ত অনুষ্ঠান করিবে। সনৎকুমারীয় তন্ত্রে লিখিত আছে, পিতা মাতা যে নাম নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখেন, সেই নামের দেবশর্ম্মা প্রভৃতি উপাধি ও শ্রী পরিত্যাগ করিয়া অন্তবর্ণ সকল লইবে।

দীক্ষা গ্রহণে মাস নির্ণয়,—চৈত্র মাসে মন্ত্র গ্রহণ করিলে সমস্ত পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়। বৈশাখ মাসে রত্ন লাভ, জ্যৈষ্ঠে মৃত্যু, আষাঢ়ে বন্ধুনাশ, শ্রাবণে

পূর্ণায়ু প্রাপ্তি, ভাদ্রে প্রজানাশ, আশ্বিনে রত্ন সঞ্চয়, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণে মন্ত্র সিদ্ধি, পৌষে শত্রুপীড়া, মাঘে মেধা বৃদ্ধি ও ফাল্গুন মাসে সর্ব্বকামনা সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। উক্ত বিহিত মাসে ও মলমাস হইলে মন্ত্র গ্রহণ করিতে নাই। পূর্ব্বে যে চৈত্র মাসে দীক্ষা গ্রহণের কথা বলা হইয়াছে, তাহা গোপালের মন্ত্র গ্রহণ বিষয়েই জানিবে। কারণ, অন্যত্র বলা হইয়াছে, চৈত্রমাসে মন্ত্রগ্রহণে মৃত্যু ও দুঃখ হয়। আষাঢ় মাসে শ্রীবিষ্ণুর মন্ত্র গ্রহণে দোষ নাই। দীক্ষা বিষয়ে সৌর মাসই ধরিতে হইবে।

দীক্ষা সম্বন্ধে বার নির্ণয়, রবিবারে দীক্ষা গ্রহণে বিত্ত-সঞ্চয়, সোমবারে শান্তি, মঙ্গলবারে আয়ুঃক্ষয়, বুধবারে সৌন্দর্য্যপ্রাপ্তি, বৃহস্পতিবারে জ্ঞানলাভ, শুক্রবারে সৌভাগ্যপ্রাপ্তি এবং শনিবারে যশোনাশ হয়।

দীক্ষা গ্রহণে তিথি নির্ণয়,—প্রতিপদে দীক্ষা লইলে জ্ঞাননাশ, দ্বিতীয়ায় জ্ঞান, তৃতীয়ায় পবিত্রতা, চতুর্থীতে বিত্তনাশ, পঞ্চমীতে বুদ্ধিবৃদ্ধি, ষষ্ঠীতে জ্ঞান হানি, সপ্তমীতে সুখ, অষ্টমীতে বুদ্ধিনাশ, নবমীতে শরীরক্ষয়, দশমীতে রাজবৎ সৌভাগ্য লাভ, একাদশীতে পবিত্রতা, দ্বাদশীতে সর্ব্বসিদ্ধি, ত্রয়োদশীতে দরিদ্রতা, চতুর্দ্দশীতে তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্তি, অমাবস্যায় মানহানি এবং পূর্ণিমা তিথিতে ধর্ম্মবৃদ্ধি হয়। বিষ্ণু-মন্ত্র লইতে হইলে ষষ্ঠী ও ত্রয়োদশী তিথি গ্রহণ করিবে। কিন্তু এই সকল তিথির মধ্যে অস্বাধ্যায় তিথি বর্জ্জন করিবে। অস্বাধ্যায় তিথি যথা—যে দিন সন্ধ্যাগর্জ্জন, ভূমিকম্প ও উল্কাপাত হয় এবং বেদোক্ত অন্যান্য অস্বাধ্যায় দিন দীক্ষা কার্য্যে বর্জ্জন করিবে।

দীক্ষা সম্বন্ধে নক্ষত্র নির্ণয়,—অশ্বিনী নক্ষত্রে দীক্ষা লইলে সুখ, ভরণীতে মৃত্যু, কৃত্তিকায় দুঃখ, রোহিণীতে বাক্‌পতিত্ব, মৃগশীর্ষে সুখপ্রাপ্তি, আর্দ্রায় বন্ধুনাশ, পুনর্ব্বসুতে ধনসম্পত্তি, পুষ্যায় শত্রুনাশ, অশ্লেষায় মৃত্যু, মঘায় দুঃখ নাশ, পূর্ব্বফল্গুনীতে সৌন্দর্য্যপ্রাপ্তি, উত্তরফল্গুনীতে জ্ঞান, হস্তায় ধন, চিত্রায় জ্ঞানসিদ্ধি, স্বাতিতে শত্রুনাশ, বিশাখায় সুখ, অনুরাধায় বন্ধুবৃদ্ধি, জ্যেষ্ঠায় সুতহানি, মূলায় কীর্ত্তিবৃদ্ধি, পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়ায় কীর্ত্তি, শ্রবণায় দুঃখ, ধনিষ্ঠায় দারিদ্র্য, শতভিষায় জ্ঞান, পূর্ব্বভাদ্র ও উত্তরভাদ্রে সুখ এবং রেবতী নক্ষত্রে কীর্ত্তিবৃদ্ধি হয়। কিন্তু শিব ও বহ্নি মন্ত্র লইলে আর্দ্রা ও কৃত্তিকা বর্জ্জনীয় নহে। রামমন্ত্র লইলে জ্যেষ্ঠা ও ভরণী নক্ষত্র বিহিত জানিবে।

দীক্ষা সম্বন্ধে যোগ নির্ণয়,—শুভ, সিদ্ধ, আয়ুষ্মান্‌, ধ্রুব, প্রীতি, সৌভাগ্য, বৃদ্ধি এবং হর্ষণ যোগ দীক্ষা কার্য্যে শুভপ্রদ।

দীক্ষা বিষয়ে করণ নির্ণয়,—বব, কৌলব, তৈতিল ও বণিজ এই সকল করণ দীক্ষাকার্য্যে শুভাবহ জানিবে।

দীক্ষা গ্রহণে লগ্ন নির্ণয়,—বৃষ, সিংহ, কন্যা, ধনু ও মীন এই সকল লগ্নে এবং চন্দ্র তারা শুদ্ধিতে দীক্ষাকার্য্য করিবে। বিষ্ণু-মন্ত্র গ্রহণে স্থির লগ্ন অর্থাৎ বৃষ, সিংহ বৃশ্চিক ও কুম্ভ এই লগ্ন চতুষ্টয় প্রশস্ত। শিব-মন্ত্র লইলে চরলগ্ন অর্থাৎ মেষ, কর্কট, তুলা ও মকর এই চারিলগ্ন এবং শক্তি-মন্ত্র-দীক্ষাতে দ্ব্যাত্মক লগ্ন অর্থাৎ মিথুন, কন্যা, ধনু ও মীন এই লগ্ন চতুষ্টয় প্রশস্ত। অগস্ত্য সংহিতায় লিখিত আছে যে, লগ্নের তৃতীয়, ষষ্ঠ ও একাদশ স্থানে পাপগ্রহ এবং লগ্ন, চতুর্থ, সপ্তম, দশম, নবম ও পঞ্চমস্থানে শুভগ্রহ থাকিলে মন্ত্র গ্রহণে শুভ ফল হয়, কিন্তু দীক্ষাকার্য্যে বক্রগ্রহ অনিষ্টকারী; সুতরাং তাহা পরিত্যাগ করিবে।

দীক্ষা বিষয়ে পক্ষ নির্ণয়,—শুক্লপক্ষে দীক্ষা শুভ ফল প্রদান করে এবং কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমীপর্য্যন্ত দীক্ষা প্রশস্ত। অগস্ত্য সংহিতায় লিখিত আছে,—শুক্ল কৃষ্ণ উভয়পক্ষই দীক্ষা কার্য্যে প্রশস্ত। কালোত্তরে লিখিত আছে,—সম্পত্তিকামী ব্যক্তি শুক্লপক্ষে এবং মুক্তিকামী ব্যক্তি কৃষ্ণ পক্ষে দীক্ষা লইবে। পূর্ব্বোক্ত নিষিদ্ধ মাস ও তিথিতেও মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে। এই বিষয়ে রত্নাবলী গ্রন্থে লিখিত আছে।—ভাদ্রমাসের ষষ্ঠী, আশ্বিনমাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী, কার্ত্তিকের শুক্লা নবমী, অগ্রহায়ণের শুক্লা তৃতীয়া, পৌষের শুক্লা নবমী, মাঘের শুক্লা চতুর্থী ফাল্গুনের শুক্লা নবমী, চৈত্রমাসের কামচতুর্দ্দশী (কেহ ত্রয়োদশীও বলিয়া থাকেন) বৈশাখের অক্ষয়া তৃতীয়া, জ্যৈষ্ঠের দশহরা, আষাঢ়ের শুক্লা পঞ্চমী ও শ্রাবণের কৃষ্ণা পঞ্চমী এই সকল দেবপর্ব্ব, ইহাতে মন্ত্র লইলে তীর্থস্থানে মন্ত্র গ্রহণের ন্যায় কোটিগুণ ফল হয়। এই দেবপর্ব্বে মন্ত্র লইলে মাস, নক্ষত্র তিথিযোগ করণাদি কিছুরই বিচার আবশ্যক হইবে না, ইহা শঙ্কর স্বয়ং বলিয়াছেন। অন্য মতে চৈত্রের শুক্লা ত্রয়োদশী, বৈশাখের শুক্লা একাদশী, জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী, আষাঢ়ের নাগপঞ্চমী, শ্রাবণের একাদশী, ভাদ্রের রোহিণী নক্ষত্রযুক্তা জন্মাষ্টমী, আশ্বিনের মহাষ্টমী, কার্ত্তিকের শুক্লা নবমী, অগ্রহায়ণের শুক্লা ষষ্ঠী, পৌষের শুক্লা চতুর্দ্দশী, মাঘের শুক্লা একাদশী, ফাল্গুনের শুক্লা ষষ্ঠী এই সমস্ত তিথি দীক্ষাকার্য্যে প্রশস্ত। যোগিনীতন্ত্রে লিখিত হইয়াছে,—হে সুরেশ্বরি! উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নাদি সংক্রান্তি দিন, চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহণ, যুগাদ্যা

ও মন্বন্তরা তিথি এবং মহাপূজা দিনে দীক্ষাকার্য্য শুভপ্রদ। যামলে লিখিত হইয়াছে,—গঙ্গাদি পুণ্যতীর্থ, কুরুক্ষেত্র, পীঠস্থান, প্রয়াগ, কৈলাসপর্ব্বত ও কাশীক্ষেত্রে মন্ত্র গ্রহণে কালাকালশুদ্ধির প্রয়োজন নাই। বিষ্ণু-যামলে কথিত হইয়াছে,—দেবীর বোধন হইতে মহানবমী পর্য্যন্ত যত তিথি, তাহার প্রত্যেক তিথিই প্রশস্ত। দুর্গাদেবীর বোধনে, অশোকাষ্টমীত, রাম নবমীদিনে এবং গুরুর আজ্ঞাক্রমে দীক্ষা লইতে কালাকালাদি বিচার করিবে না। মঙ্গলবার, চতুর্থী এবং ত্র্যহস্পর্শ দিনে লগ্নাদি বিবেচনা না করিয়া মন্ত্রগ্রহণ করিতে পারে।

দীক্ষা স্থান নির্ণয়,—গোশালা, গুরুর ভবন, দেবালয়, কানন, পুণ্যক্ষেত্র, উদ্যান, নদীতট, আমলকী ও বিল্ববৃক্ষের সমীপ, পর্ব্বতাগ্র, পর্ব্বতগুহা ও গঙ্গাতট, এই সকল স্থানে দীক্ষা লইলে কোটিগুণ ফল লাভ হয়। মন্ত্র গ্রহণে নিষিদ্ধ স্থান যথা,—গয়া, ভাস্কর-ক্ষেত্র, বিরজাতীর্থ, চন্দ্রপর্ব্বত, চট্টগ্রাম, মতঙ্গদেশ ও কণ্বমুনির আশ্রম।

সংক্ষেপদীক্ষাবিধি

শিষ্য দীক্ষার পূর্ব্বদিনে উপবাসী থাকিয়া, পরদিন নিত্য ক্রিয়াদি সমাপনপূর্ব্বক (ব্রাহ্মণ হইলে জ্ঞানাজ্ঞানকৃত পাপ ক্ষয় কামনায় একশত আটবার গায়ত্রী জপ করিয়া আচমন করত স্বস্তিবাচন করিয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষপ্রাপ্তিকামঃ অমুকদেবতায়া ইয়ৎসংখ্যাক্ষরমন্ত্র গ্রহণমহং করিষ্যে।"

পরে স্বশাখোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিয়া গুরু বরণ করিবে। যথা—কৃতাঞ্জলি হইয়া গুরুকে বলিবে—"ওঁ সাধু ভবানাস্তাং"। গুরু বলিবেন, "ওঁ সাধ্বহমাসে।" শিষ্য—"ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তং। গুরু—"ওঁ অর্চ্চয়" এই বাক্য বলিবেন। পরে শিষ্য গন্ধপুষ্প বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দ্বারা গুরুকে অর্চ্চনা করিয়া দূর্ব্বাক্ষত পুষ্পদ্বারা গুরুর দক্ষিণ-জানু ধরিয়া পাঠ করিবে,—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকদেবতায়া ইয়দক্ষরমন্ত্র-গ্রহণকর্ম্মণি গুরুকর্ম্মকরণায় অমুকগোত্রং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণং এভিঃ গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্চ্য গুরুত্বেন ভবন্তমহং বৃণে"। গুরু—"ওঁ বৃতোঽস্মি।" এই বাক্য বলিলে, শিষ্য—"ওঁ যথাবিহিতং গুরুকর্ম্ম কুরু।" ইহা বলিবে, গুরু—"ওঁ যথাজ্ঞানতঃ করবাণি।" ইহা বলিবেন।

তদনন্তর গুরু আচমন করিয়া সামান্যার্ঘ্য স্থাপন (২য় কাণ্ড ৭ পৃ দেখ) করত সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তদুপরি পঞ্চপল্লবান্বিত মৃন্ময়, স্বর্ণ বা তাম্রনির্ম্মিত ঘটস্থাপন করত ভূমিগত বিঘ্ন দূরীকরণ, ভূতাপসারণ, আসন শোধন, গুরুপংক্তি নমস্কার, ছোটিকা দ্বারা দিগ্বন্ধন, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস প্রাণায়াম, পীঠন্যাস, ঋষ্যাদিন্যাস, মন্ত্রাদিন্যাস, মুদ্রাদিপ্রদর্শন, ধ্যান ও মানস পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবে। তৎপরে পুনরায় ধ্যান করিয়া আবাহন করত ষোড়শোপচারে আরাধ্য দেবতার পূজা করিবে। অনন্তর স্তুতিপাঠ ও নমস্কার করিয়া মূলমন্ত্র যথাশক্তি জপ করত, জপসমর্পণ করিবেন। তৎপর তন্ত্রোক্ত-ক্রমে কুশণ্ডিকা করিয়া হোম করিবেন।

তৎপর দেয় মন্ত্রের দশসংস্কার * করিয়া গুরু শিষ্যকে সম্মুখে আনয়ন করত দর্ভাসনে শিষ্যকে উপবেশন করাইয়া মাতৃকামন্ত্র মনে মনে স্মরণ করত মূলমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত জলদ্বারা অভিষিক্ত করিবেন। পরে "ওঁ সহস্রারে হুং ফট্" এই মন্ত্রে শিষ্যের শিখাবন্ধন করিয়া শিষ্য শরীরে কলসন্যাস করিবেন। যথা,—তিনটী কুশপত্র দ্বারা পাদতল হইতে জানুপর্য্যন্ত "ওঁ নিবৃত্ত্যৈ নমঃ" এইরূপ জানু হইতে নাভি পর্য্যন্ত "ওঁ প্রতিষ্ঠায়ৈ নমঃ", নাভি হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত "ওঁ বিদ্যায়ৈ নমঃ" কণ্ঠ হইতে ললাট পর্য্যন্ত "ওঁ শান্ত্যৈ নমঃ", ললাট হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত "ওঁ শান্ত্যতীতায়ৈ নমঃ।" এই প্রকারে ন্যাস করিয়া পুনরায় ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে ললাট পর্য্যন্ত "ওঁ শান্ত্যতীতায়ৈ নমঃ, ললাট হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত "ওঁ শান্ত্যৈ নমঃ, কণ্ঠ হইতে নাভি পর্য্যন্ত "ওঁ বিদ্যায়ৈ নমঃ", নাভি হইতে জানু পর্য্যন্ত "ওঁ প্রতিষ্ঠায়ৈ নমঃ", জানু হইতে পাদতল পর্য্যন্ত "ওঁ নিবৃত্ত্যৈ নমঃ" এই প্রকারে ন্যাস করিবে।

অনন্তর শিষ্যের মস্তকে হস্ত দিয়া দেয় মন্ত্র অষ্টোত্তরশতবার জপ করিয়া "অমুকমন্ত্রং তেঽহং দদামি" বলিয়া শিষ্যের হস্তে জল দিবে। তৎপর শিষ্য "দদস্ব" এই বাক্য বলিবে। পরে গুরু পূর্ব্বমুখে বসিয়া পশ্চিমাভিমুখী শিষ্যের শরীরে ঋষ্যাদিন্যাস করিয়া দ্বিজাতি শিষ্যের দক্ষিণ কর্ণে তিনবার এবং বাম কর্ণে একবার; স্ত্রী ও শূদ্রের বাম কর্ণে তিনবার এবং দক্ষিণ কর্ণে একবার দেয় মন্ত্র বলিবেন। অনন্তর শিষ্য একশত আটবার মন্ত্র জপ করিবে।

অতঃপর শিষ্য গুরুচরণে পতিত হইয়া "ওঁ ত্বৎপ্রসাদহং দেব কৃতকৃত্যো-

* মৎপ্রকাশিত "তন্ত্রসার" নামক গ্রন্থে দীক্ষা সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্য বিস্তারিত লিখিত হইয়াছে।

হস্মি সর্ব্বতঃ। মায়া-মৃত্যু-মহাপাশাৎ বিমুক্তোঽস্মি শিবোঽস্মি চ।" ইহা পাঠ করিবে।

তখন গুরু শিষ্যের হস্তধারণ করিয়া "ওঁ উত্তিষ্ঠ বৎস মুক্তোঽসি সম্যগাচারবান্ ভব। কীর্ত্তিশ্রীকান্তিপুত্রায়ুর্ব্বলারোগ্যং সদাস্তু তে।" বলিয়া উত্থাপিত করিবেন। অনন্তর শিষ্য দক্ষিণা দান করিবে। বাক্য যথা,—"অদ্যেত্যাদি—কৃতৈতৎ-অমুকদেবতায়া অমুকমন্ত্রগ্রহণকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামেতৎ সুবর্ণমূল্যং রজতমর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং অমুকগোত্রায় শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে গুরবে তুভ্যমহং সম্প্রদদে।"

অনন্তর গুরু স্থাপিত ঘটের জল দ্বারা শান্তি প্রদান করিয়া আশীর্ব্বাদ প্রদান করিবেন।

অতঃপর শিষ্য গুরু ও ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া নিজে ভোজন করিবে। এই দিবস গুরু শিষ্য কেহই উপবাসী থাকিবেন না।

পুরশ্চরণ।

শুদ্ধান্তঃকরণ মানব গুরুর আজ্ঞাগ্রহণ করিয়া মন্ত্র সিদ্ধির জন্য পুরশ্চরণ করিবে। মন্ত্রসিদ্ধির জন্য জপ, হোম, তর্পণ, অভিষেক ও ব্রাহ্মণভোজন, এই পঞ্চাঙ্গ কর্ম্মকে পুরশ্চরণ কহে। যে রূপ জীব-হীন দেহী সর্ব্বকার্য্যে অক্ষম, সেই প্রকার পুরশ্চরণ-হীন মন্ত্র সিদ্ধি প্রদানে অক্ষম। সুতরাং সাধক স্বয়ং কিম্বা গুরুর দ্বারা পুরশ্চরণ করিবে। গুরুর অভাবে শাস্ত্রবেত্তা, সর্ব্বপ্রাণীর হিতকারী, নানাগুণসম্পন্ন সদ্ব্রাহ্মণ দ্বারা কিম্বা গুণশালিনী পুত্রবতী স্ত্রী-গুরু দ্বারা পুরশ্চরণ করাইবে।

গৌতমীয়তন্ত্রে পুরশ্চরণের স্থান কথিত হইয়াছে,—পুণ্যক্ষেত্র, নদীতীর, গুহা, পর্ব্বতের উপরিভাগ, তীর্থস্থান এবং নদীসঙ্গম স্থল পুরশ্চরণ-কার্য্যে প্রশস্ত এবং উদ্যান, নির্জ্জন স্থান, বিল্বমূল, পর্ব্বত-তট, তুলসীকানন, গোষ্ঠস্থান, বৃষশূন্য শিবালয়, অশ্বত্থ ও আমলকী বৃক্ষের মূল, গোশালা, জলমধ্যবর্ত্তী স্থান, দেবালয়, সমুদ্রতীর ও নিজগৃহ, এই সকল স্থান সাধনাকার্য্যে প্রশস্ত। সূর্য্য, অগ্নি, গুরু, চন্দ্র, প্রদীপ, জল, ব্রাহ্মণ এবং গো সন্নিধানেও জপ প্রশস্ত জানিবে।

গৌতমীয়তন্ত্রে কথিত হইয়াছে,—গ্রামে জপ করিলে কৃষ্ণ-চক্রের

বিচার করিতে হয়। কিন্তু পর্ব্বত, সমুদ্রতীর, শূন্যারণ্য এবং নদীতটে পুরশ্চরণ করিলে, কূর্ম্মচক্র বিচার করিতে হয় না।

পুরশ্চরণকারী ব্যক্তি হবিষ্যাশী হইবে। গব্য দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, ইক্ষু চিনি, তিল, শ্বেতমুগ, কেমুকভিন্ন মূল, নারিকেল, কদলী, নোনাফল, আম্র, আমলকী, কাঁঠাল ও হরীতকী ব্রতের প্রারম্ভে হবিষ্য বলিয়া প্রশস্ত।

পুরশ্চরণকালে লবণ, ক্ষারদ্রব্য, মধু, মনের কুটিলতা, ক্ষৌরকার্য্য, তৈলমর্দ্দন, অনিবেদিত অন্নভোজন, অসঙ্কল্পিত কার্য্য, মৈথুন, মৈথুনালাপ, পর্য্যুষিতান্ন-ভোজন, এবং গাত্র-মার্জ্জনাদি পরিত্যাগ করিবে।

কূর্ম্মচক্র।
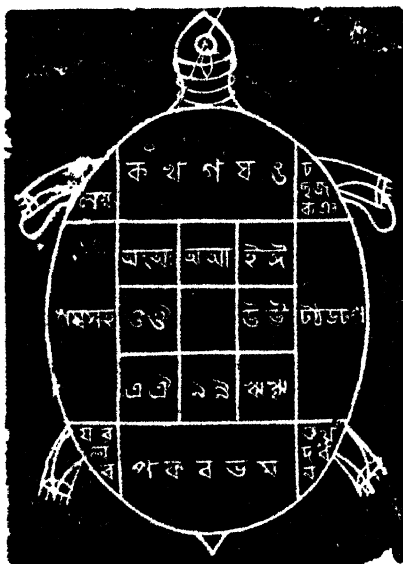
দীপস্থানকে আশ্রয় করিয়া কার্য্য করিলে সেই কর্ম্ম ফলপ্রদ হয়। যেস্থানে পুরুষ দীপ্যমান হয়, তাহাকে দীপস্থান বলে। জপপূজাদি কার্য্যের উপযুক্ত স্থান মনোনীত করিয়া সেই স্থানে একটী চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিবে। পরে ঐ চতুরস্রকে নব-কোষ্ঠে বিভক্ত করিয়া একটী কূর্ম্মাকার চক্র নির্ম্মাণ করিবে। এই চক্রে পূর্ব্বদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্ত কোষ্ঠে সপ্তবর্গ এবং ঈশানকোণে 'ল ক্ষ এই দুইবর্ণ লিখিবে। চতুরস্র-মধ্যস্থিত নবকোষ্ঠের মধ্যে অষ্টকোষ্ঠে এই-রূপ পূর্ব্বদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া দুই দুইটী করিয়া ষোড়শ স্বরবর্ণ লিখিবে। এই চক্রের যে স্থানে ক্ষেত্র—অর্থাৎ গ্রামের আদ্য-অক্ষর দৃষ্ট হইবে, সেই স্থানে কূর্ম্মের মুখ নিশ্চয় করিবে। মুখের উভয় পার্শ্বে যে দুই কোষ্ঠ, তাহা দুই হস্ত; হস্তদ্বয়ের নিম্নে যে দুই কোষ্ঠ, তাহা কূর্ম্মের কুক্ষি; এবং সর্ব্বনিম্নে যে তিনটী কোষ্ঠ দেখিতে পাইবে, তাহার দুই পার্শ্বের দুই কোষ্ঠ দুইপদ ও অব-শিষ্ট কোষ্ঠ কূর্ম্মের পুচ্ছস্বরূপ জানিবে। মধ্যস্থ নবকোষ্ঠকেও ঐরূপে মুখ-হস্তাদিতে বিভক্ত করিতে হইবে। জপ-পূজাদিমণ্ডপে উক্তরূপে কূর্ম্মচক্র

অঙ্কিত করিয়া উপবেশন স্থান স্থির করিয়া লইবে। মণ্ডপের যে ভাগে কূর্ম্মের মুখ, সেই ভাগে বসিয়া জপ পূজাদি করিলে মন্ত্র সিদ্ধি হয় এবং করস্থ হইয়া কার্য্য করিলে অন্নজীবী, কুক্ষিতে উদাসীন, পাদদ্বয়ে দুঃখী ও পুচ্ছস্থ হইয়া কার্য্য করিলে সাধক বন্ধন ও উচ্চাটনাদি দ্বারা পীড়িত হয়। যদি কূর্ম্মচক্র পরিজ্ঞাত না হইয়া কার্য্য করে, তাহা হইলে সেই জপপূজাদি কার্য্যের কোন ফল হয় না বরং সর্ব্বপ্রকার অনিষ্ট হইয়া থাকে। (বোধসৌকর্য্যার্থ উপরে একটী চক্র অঙ্কিত করিয়া দেওয়া হইল)।

পুরশ্চরণস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া, পুরশ্চরণ করিবার পূর্ব্ব তৃতীয় দিবসে ক্ষৌরাদি হইয়া যে স্থানে মন সন্তুষ্ট হয়, এমন স্থানে কার্য্যক্ষেত্র স্থির করিয়া কূর্ম্মচক্রানুসারে কুটীর নির্ম্মাণ করত তন্মধ্যে বেদিকা প্রস্তুত করিবে। এই বেদীর চতুর্দ্দিকে এক বা দুই ক্রোশ পরিমিত স্থান নিজ আহার-বিহারার্থ কল্পনা করিয়া রাখিবে, এবং পুরশ্চরণ আরম্ভ করিয়া সমাপন না হওয়া পর্য্যন্ত সেই কল্পিত স্থান অতিক্রম করিবে না। বেদীর-পূর্ব্বদিকে স্থণ্ডিল-প্রমাণ ভূমি কুণ্ডবৎ ঈষৎ নিম্ন করিয়া রাখিবে, এবং এই দিবস একাহার করিয়া থাকিবে।

পরদিন প্রত্যূষে স্নানাদি নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে বট, অশ্বত্থ, যজ্ঞডুমুর ও পাকুর, ইহার মধ্যে কোন এক বৃক্ষের দ্বাদশাঙ্গুল প্রমাণ দশটি কীলক নির্ম্মাণ করিয়া তদুপরি—"ওঁ নমঃ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্র একশত আটবার জপ করিয়া বেদিকার দশদিকে "ওঁ যে চাত্র বিঘ্নকর্ত্তারো ভুবি দিব্যন্তরীক্ষগাঃ। বিঘ্নভূতাশ্চ যে চান্যে মম মন্ত্রস্য সিদ্ধিষু। ময়ৈতৎ কীলিতং ক্ষেত্রং পরিত্যজ্য বিদূরতঃ। অপসর্পন্তু তে সর্ব্বে নির্ব্বিঘ্নং সিদ্ধিরস্তু মে।" এই মন্ত্রে গর্ত্ত করিয়া তাহাতে প্রোথিত করিবে।

তদনন্তর "ওঁ নমঃ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্রে কীলক অর্চ্চনা করিয়া তদুপরি "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ইন্দ্রাদিলোকপাল ইহাগচ্ছাগচ্ছ" ইত্যাদি ক্রমে আবাহনপূর্ব্বক পূর্ব্বাদিক্রমে—"ওঁ লাং ইন্দ্রায় লোকপালায় নমঃ।" (এই ক্রমে),—রাং অগ্নয়ে, যাং যমায়, ক্ষাং নৈঋর্তায়, বাং বরুণায়, যাং বায়বে, সাং কুবেরায়, হাং ঈশানায়, (নৈঋর্ত ও পশ্চিম কোণের মধ্যে) হ্রীং অনন্তায়, (পূর্ব্ব ও ঈশান কোণের মধ্যে) ওঁ আং ব্রহ্মণে, (বেদি মধ্যস্থলে) ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ, ওঁ ঈশানায় নমঃ" ইহাদিগের পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করত মাষভক্তবলি নিবেদন করিয়া দিবে,—"এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ক্ষৌং ক্ষেত্রপালায় নমঃ।" "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বাস্তীশায় নমঃ' অনন্তর

সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশার্থ "অদ্যেত্যাদি—মৎকর্ত্তব্যামুকদেবতায়া অমুকমন্ত্র পুরশ্চরণ-কর্ম্মণি বিঘ্নবিনাশার্থং গণেশপূজামহং করিষ্যে" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া ধ্যান পাঠপূর্ব্বক দশোপচারে গণেশের পূজা করিবে। পরে—"ওঁ ইন্দ্রাদিদিক্-পালেভ্যো নমঃ। ওঁ যে রৌদ্রা রৌদ্রকর্ম্মাণো রৌদ্রস্থাননিবাসিনঃ। মাতরো-প্যুগ্ররূপাশ্চ গণাধিপতয়শ্চ যে। বিঘ্নীভূতাশ্চ যে চান্যে দিগ্বিদিক্ষু সমাশ্রিতাঃ। সর্ব্বে তে প্রীতমনসঃ প্রতিগৃহ্ণন্ত্বিমং বলিং। এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ভূতেভ্যো নমঃ।" বলিয়া বেদিকার দশদিকে ক্ষেত্রপালাদি দেবতাকে মাষভক্তবলি দিবে। তৎপরদিবস নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে জ্ঞাতাজ্ঞাত পাপক্ষয়ার্থ "অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা জ্ঞাতাজ্ঞাত-সমস্তপাপক্ষয়-কামোঽষ্টোত্তর-সহস্র-সংখ্যক গায়ত্রী জপমহং করিষ্যে।" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া যে দেবতার পুরশ্চরণ করিবে, সেই দেবতার গায়ত্রী ১০০৮ বার জপ করিবে। অশক্ত পক্ষে ১০৮ বার জপ করিবে। এই দিনে গুরু এবং ব্রাহ্মণকে বস্ত্রাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিবে ও একটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে এবং স্বয়ং হবিষ্যান্ন ভোজন কিম্বা উপবাস করিবে।

পুরশ্চরণদিনে প্রাতঃস্নানাদি নিত্যক্রিয়া সম্পন্ন করত আচমনপূর্ব্বক স্বস্তিবাচন করিয়া, সংকল্প করিবে,—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদোমদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীমদমুকদেবতায়া অমুকমন্ত্রসিদ্ধিপ্রতিবন্ধকাশেষদুরিতক্ষয় পূর্ব্বক তন্মন্ত্র-সিদ্ধিকামোঽদ্যারভ্য যাবৎকালেন সেৎস্যতি তাবৎকালং অমুকমন্ত্রস্য ইয়ৎসংখ্যক-জপতদ্দশাংশহোম-তদ্দশাংশতর্পণ-তদ্দশাংশাভিষেক-তদ্দশাংশ-ব্রাহ্মণ-ভোজনরূপং পুরশ্চরণমহং করিষ্যে॥" অতঃপর সংকল্পসূক্ত পড়িয়া; সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিয়া "ওঁ দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ" বলিয়া পূজা করত স্থান-শোধনাদি করিবে। যথা;—মূল মন্ত্রে বীক্ষণ, 'ফট্' মন্ত্রে প্রোক্ষণ, 'ঐঁ' মন্ত্রে তাড়ন, 'ং' মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিয়; আসনশুদ্ধিপূর্ব্বক ভূতশুদ্ধি; প্রাণায়াম, ঋষ্যাদিন্যাস; অঙ্গন্যাস ও করন্যাসাদি করত যথাশক্তি অভীষ্টদেবতার পূজাপূর্ব্বক গুরু, দেবতা ও মন্ত্রের ঐক্য চিন্তা করিয়া, প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যাহ্ন কাল পর্য্যন্ত জপবিধানক্রমে প্রতিদিন জপ করিবে।

দেবতাভেদে জপের ক্রমভেদ আছে, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ অসম্ভব। মৎপ্রকাশিত "জপসার" নামক গ্রন্থে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

জপসমাপনান্তে "গুহ্যাতি" মন্ত্র পাঠ করিয়া অর্ঘ্য কিম্বা পুষ্পগন্ধ জল লইয়া (তেজোরূপ জপফল দেবতার দক্ষিণ হস্তে (শক্তিবিষয়ে বামহস্তে) সমর্প-

করিবে। এইরূপ প্রতিদিন জপ করিয়া জপ সম্পূর্ণ হইলে, তন্ত্রোক্তমতে বহ্নিস্থাপনাদি করিয়া দেবতাবিশেষে বিহিত সমিধ্ দ্বারা জপের দশাংশসংখ্যক হোম করিয়া; উদিচ্যাঙ্গ কর্ম্ম করিবে। তৎপর তর্পণাদি করিবে।

তর্পণ।—নদী প্রভৃতিতে স্নান করিয়া তীরে বসিয়া, দেবতাকে ধ্যান করত, উদকাত্মক পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া মূল উচ্চারণপূর্ব্বক "নমঃ অমুকদেবতামহং তর্পয়ামি" এইক্রমে হোমের দশাংশসংখ্যকবার তর্পণ করিবে।

অভিষেক।—স্বীয় মস্তকে দেবতাকে মানসিক চিন্তা করিয়া মূল উচ্চারণপূর্ব্বক "নমঃ অমুকদেবতামহমভিষিঞ্চামি" এই মন্ত্রে কলসমুদ্রা দ্বারা জল গ্রহণ করিয়া তর্পণের দশাংশসংখ্যক বার স্বীয় মস্তকে দেবতার অভিষেক করিবে *।

ব্রাহ্মণভোজন।—অভিষেক-দশাংশসংখ্যক দীক্ষিত ব্রাহ্মণদিগকে সম্মানপূর্ব্বক ভোজন করাইবে।

দক্ষিণা।—"অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎ-শ্রীঅমুকদেবতায়া অমুকমন্ত্রপুরশ্চরণকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং তন্মূল্যং বা শ্রীবিষ্ণুদৈবতং অমুকগোত্রায় শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে গুরবে তুভ্যমহং সম্প্রদদে।" পরে অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্য প্রশমন করিবে।

গ্রহণপুরশ্চরণ।—"অদ্যেত্যাদি রাহুগ্রস্তে দিবাকরে নিশাকরে বা অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকদেবতায়া অমুকমন্ত্রসিদ্ধিকামো গ্রাসাদিমুক্তিপর্য্যন্তং অমুকমন্ত্রজপরূপ পুরশ্চরণমহং করিষ্যে।" এই প্রকার সঙ্কল্প করিয়া গ্রাস হইতে বিমুক্তি পর্য্যন্ত জপ করিবে।

অনন্তর সেই দিন বা তৎপর দিন স্নানাদি করিয়া "অদ্যেত্যাদি কৃতৈতদ্গ্রহণকালীন ইয়ৎ-সংখ্যক-জপ-তদ্দশাংশহোম-তদ্দশাংশতর্পণ-তদ্দশাংশাভিষেক-তদ্দশাংশব্রাহ্মণভোজনকর্ম্মাহং করিষ্যে।" এই রূপ সঙ্কল্প করত পূর্ব্ববৎ হোমাদি করিয়া দক্ষিণা করিবে।

ঝুলন যাত্রা। (হিন্দোল)

শ্রাবণের শুক্লা একাদশীতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পাঁচ দিন

* নীলতন্ত্রে লিখিত আছে,—অভিষিঞ্চনে মূল মন্ত্রের পর দেবতার নাম উচ্চারণ করিয়া "অভিষিঞ্চামি নমঃ" এইরূপ বাক্যদ্বারা তর্পণাদি করিবে।

এই উৎসব করিতে হয়। একাদশী হইতে পৌর্ণমাসী পর্য্যন্ত প্রতিদিনই নিম্নলিখিত রূপে পূজা ও উৎসবাদি করিবে।

কৃতনিত্যক্রিয় যজমান শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমনপূর্ব্বক স্বস্তিবাচন করিয়া "ওঁ সূর্য্যঃ সোমো" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। তৎপরে সঙ্কল্প করিবে। যথা,—"অদ্যেত্যাদি শ্রাবণে মাসি শুক্লে পক্ষে একাদশ্যাস্তিথাবারভ্য দিনপঞ্চকং (দিনত্রয়ং বা) যাবৎ শ্রীভগবদ্গোবিন্দপ্রীতিকামো ঝুলনোৎসবযাত্রামহং করিষ্যে।" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া স্বশাখোক্ত সূক্তপাঠ করিবে। পরে আসনশুদ্ধ্যাদি করিয়া গণেশ, শিবাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্পাল ও মৎস্যাদি দশাবতারের পূজাপূর্ব্বক "গাং হৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদি ক্রমে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া গোবিন্দের ধ্যান করিবে।—"ওঁ ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনং" ইত্যাদি (২৯ পৃ দেখ) ধ্যানপূর্ব্বক নিজের মস্তকে পুষ্প দিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করত পুনরায় ধ্যান করিয়া যোড়শোপচারে গোবিন্দের পূজা করিবে। তদনন্তর শঙ্খধ্বনি ও বাদ্যাদি সহকারে অগ্রে মণ্ডপে লইয়া যাইয়া দোলায় রাখিয়া পরে ভদ্রাসনে স্থাপন করিবে। তৎপরে "ওঁ আগচ্ছন্তু তদা দেবাঃ পিতামহপুরোগমাঃ। দ্রষ্টুং ঋষিগণৈঃ সার্দ্ধং গোবিন্দস্য মহোৎসবম্।" ইহা পাঠ করিবে। পরে যোড়শোপচারে লক্ষ্মীর পূজা করিয়া আবরণ-দেবতার পূজা করিবে। আবরণ-দেবতা যথা,—বসুদেব, দেবকী, রোহিণী, বলদেব, নন্দ ও যশোদা। অনন্তর স্তোত্র পাঠ করিবে।

স্তোত্র যথা,—"সরত্নমুকুটং তারহারশোভিতবক্ষসম্। অনন্তরত্নজড়িতকুণ্ডলোদ্ভাসিতশ্রুতিম্। যথাস্থানং যথাশোভং দিব্যালঙ্কারভাজনং। বিকচাম্বুজমধ্যস্থং বিষ্ণুং ধ্যাত্বা শ্রিয়া যুতম্। শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণং বনমালিনম্। সুপ্রসন্নং সুনাসাগ্রপীনবক্ষঃস্থলোজ্জ্বলম্। পুরোদ্যানস্থিতৈর্দেবৈর্ব্রহ্মাদ্যৈর্নতকন্ধরৈঃ। কৃতাঞ্জলিপুটৈর্ভূত্বা জয়শব্দৈরভিষ্টুতম্। গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিশ্চ কিন্নরৈঃ সিদ্ধচারণৈঃ। হাহা-হূহূ-প্রভৃতিভিঃ সন্নিবদ্ধসুগায়কৈঃ। অহংপূর্ব্বিকয়া নৃত্যগীতবাদ্যাদিভিস্তথা। নেত্রাম্বুজসহস্রৈস্তু পূজ্যমানং সুসংযুতম্। বিকিরদ্ভিঃ সর্ব্বদিক্ষু গন্ধচন্দনজং রজঃ।" এইরূপে গোবিন্দকে দোলায় উপবেশন করাইয়া পাঠ করিবে। "বল্লবীবৃন্দমধ্যস্থং কন্দর্পতরুমধ্যগম্। হাবহাস্যবিলাসৈস্তু ক্রীড়নাভির্ব্বনান্তরে। গোপিভিশ্চৈব গোপালৈর্লীলাদোলিকায়াং গতম্। নমামীশ্বরং সচ্চিদানন্দরূপং লসৎকুণ্ডলং গোকুলে ভ্রাজমানম্। যশোদাভিয়োলূখলে ধাবমানম্। রুদন্তং মুহুর্নেত্রযুগ্মং মৃজন্তং করাম্ভোজযুগ্মেন সাতঙ্কনেত্রম্। মুহুঃশ্বাসকম্পত্রিরেখাঙ্ক-

কণ্ঠং স্থিতং নৌমি দামোদরং ভক্তিবদ্ধাম্। ইতীদৃক্স্বলীলাভিরানন্দসিন্ধৌ সঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তম্। তদীয়েপ্সিতজ্ঞেষু ভক্তৈর্জ্জিতত্বং পুনঃ প্রেমতস্তাং শতাবৃত্তি বন্দে। বরং দেব দেহীশ মোক্ষাববিং বা ন চান্যং বৃণেহহং বরেশাপীহ ইদন্তে বপুর্নাথ গোপালবালং সদা মে মনস্যাবিরাস্তাং কিমন্যৈঃ। ইদন্তে মুখাম্ভোজমত্যন্তনীলৈর্বৃতং কুন্তলৈঃ স্নিগ্ধবক্রৈশ্চ গোপ্যা। মুহুশ্চুম্বিতং বিম্বরক্তাধরং মে মনস্যাবিরাস্তামলং লক্ষলাভৈঃ। নমো দেব দামোদরানন্ত বিষ্ণো প্রসীদ প্রভো দুঃখজলাব্ধিমগ্নম্। কৃপাদৃষ্টিবৃষ্ট্যাতিদীনং বতানুগৃহাণেশ মামজ্ঞমেবাক্ষিদৃশ্যম্। কুবেরাত্মজৌ বৃক্ষমূর্ত্তী চ যদ্বত্ত্বয়া মোচিতৌ ভক্তিভাজৌ কৃতৌ চ। তথা প্রেমভক্তিং স্বকাং মে প্রযচ্ছ ন মোক্ষে গ্রহো মেঽস্তি দামোদরেহ। নমস্তে সুদাম্নে স্ফুরদ্দীপ্তধাম্নে তদীয়োদরায়াথ বিশ্বস্য ধাম্নে। নমো রাধিকায়ৈ ত্বদীয়প্রিয়ায়ৈ নমোঽনন্তলীলায় দেবায় তুভ্যম্।"

পরে মাল্যাদি দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অর্চ্চনা করিয়া ধীরে ধীরে সপ্তবার দোল দিবে। তৎপরে স্বশাখোক্ত-ক্রমে বহ্নি স্থাপন করত এক শত আট বা অষ্টাবিংশতি সংখ্যক ঔডুম্বর-সমিধ্ দ্বারা "ওঁ ক্লীং স্বাহা" এই মন্ত্রে হোম করিবে এবং হোমান্তে দক্ষিণা, অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্য প্রশমন করিবে।

সুবচনী পূজাবিধি।

কৃতনিত্যক্রিয় পুরোহিত শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমনান্তে স্বস্তিবাচনাদি করিয়া সঙ্কল্প করিবেন,—"অদ্যেত্যাদি—অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রায়াঃ শ্রীমত্যা অমুকদেব্যাঃ সর্ব্বোপচ্ছান্তিপূর্ব্বক শ্রীসুবচনীদুর্গাপূজনমহং করিষ্যামি।"

অনন্তর সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করত ঘটস্থাপনপূর্ব্বক গণেশাদি দেবতাগণের পূজা করিয়া, অঙ্গন্যাস, করন্যাস, ভূতশুদ্ধি ও মাতৃকান্যাসাদি করিয়া ধ্যান পাঠ করিবে। যথা,—

"ওঁ রক্তপদ্মচতুর্ম্মুখী ত্রিনয়না চাম্বিকালঙ্কৃতা পীনোত্তুঙ্গকুচা দুকূলবসনা হংসারূঢ়া পরা ব্রহ্মানন্দময়ী কমণ্ডলুকরা ক্ষমাভীতিহস্তা শিবা ধ্যেয়া সা শুভা সুবচনী ত্রিজগন্মাল্যাপদুদ্ধারিণী॥"

এইরূপ ধ্যান করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। তৎপর তৈল হরিদ্রা দৈ মুড়কী প্রভৃতি দেবীকে নিবেদন করিয়া দিয়া দক্ষিণান্ত করিয়া সধবা স্ত্রীগণকে দৈ প্রভৃতি বিতরণ করিয়া দিবে। তৎপর রীত্যনুসারে কথা শুনিবে।

সূতিকাষষ্ঠী পূজাবিধি।

পুত্র জন্মিবার পর ষষ্ঠদিবসে সায়ংকালে পিতা নিত্যক্রিয়াদি সমাপনান্তে আচমনপূর্ব্বক উত্তরমুখী হইয়া স্বস্তিবাচন করিয়া "ওঁ সূর্য্যঃ সোমো" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া সঙ্কল্প করিবেন—"ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্য শ্রীমতো মমাভিজাতনবকুমারস্য সংরক্ষণকামঃ (সর্ব্বারিষ্টপ্রশমনপূর্ব্বকদীর্ঘায়ুষ্ট্কামো বা) বহির্ব্বলিদানানন্তরং গণেশষষ্ঠ্যাদিদেবতাপূজনকর্ম্মাহং করিষ্যে।" পরে যথাযোক্ত সূক্ত পাঠ করিয়া বাহিরে সাতটা মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তাহার উপর কুশ আস্তৃত করিয়া তদুপরি বটপত্রে মাষভক্তবলি দিবে। যথা—ক্ষেত্রপালগণকে "ওঁ ক্ষেত্রপালা ইহাগচ্ছত" ইত্যাদিরূপে আবাহন করত পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া "ওঁ ক্ষেত্রপালা নমো বোঽস্ত সর্ব্বশক্তিফলপ্রদাঃ। বালস্য বিঘ্ননাশায় প্রতিগৃহ্ণন্ত্বিমং বলিম্। এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ক্ষেত্রপালেভ্যো নমঃ" বলিয়া এবং পূর্ব্বাদিদিক্স্থ ভূতদিগকে আবাহন করিয়া পূজা করত "ওঁ পূর্ব্বাদিদিগ্বিভাগেষু স্বস্থানপ্রতিবাসিনঃ। শান্তিং কুর্ব্বন্তু তে সর্ব্বে প্রতিগৃহ্ণন্ত্বিমং বলিম্। এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ পূর্ব্বাদিদিগ্বিভাগস্থভূতেভ্যো নমঃ" বলিয়া মাষভক্ত বলি দিবে। তদনন্তর ভূতদৈত্যপিশাচগণকে আবাহনপূর্ব্বক পূজা করিয়া "ওঁ ভূতদৈত্যপিশাচাশ্চ গন্ধর্ব্বযক্ষরাক্ষসাঃ। শুভং কুর্ব্বন্তু তে সর্ব্বে মম গৃহ্ণন্ত্বিমং বলিম্। এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ভূতদৈত্যপিশাচাদিভ্যো নমঃ।" বলিয়া মাষভক্ত বলি দিবে। পরে মাতৃগণকে পূজা করিয়া—"ওঁ নানারূপধরাঃ সর্ব্বা মাতরো দেবযোনয়ঃ। রক্ষং রক্ষন্তু মে পুত্রং তুষ্টা গৃহ্ণন্ত্বিমং বলিম্। এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ মাতৃভ্যো নমঃ।" বলিয়া দিবে। তৎপর আদিত্যাদি নবগ্রহকে আবাহনপূর্ব্বক পূজা করত "ওঁ আদিত্যাদিগ্রহা যে চ স্বস্থানপ্রতিবাসিনঃ। শান্তিং কুর্ব্বন্তু তে সর্ব্বে মম গৃহ্ণন্ত্বিমং বলিম্। এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ আদিত্যাদিনবগ্রহেভ্যো নমঃ।" বলিয়া দিয়া যোগিন্যাদিকে আবাহনপূর্ব্বক পূজা করিয়া "ওঁ যোগিন্যো ডাকিন্যো চৈব মাতরো নিবসন্তি যাঃ। শান্তিং কুর্ব্বন্তু তাঃ সর্ব্বা মম গৃহ্ণন্ত্বিমং বলিম্। এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ যোগিন্যাদিভ্যো নমঃ।" বলিয়া দিবে। পরে দিক্পালদিগকে আবাহনপূর্ব্বক পূজা করিয়া "ওঁ দিক্পালাশ্চ তথেন্দ্রাদ্যাঃ স্বস্থানপ্রতিবাসিনঃ। শান্তিং কুর্ব্বন্তু তে সর্ব্বে মম গৃহ্ণন্ত্বিমং বলিম্। এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ইন্দ্রাদিলোকপালেভ্যো নমঃ।" বলিয়া মাষভক্ত বলি প্রদান করিবে। তৎপরে দ্বারদেশে গমন করিয়া "ওঁ

দ্বারপালায় নমঃ" বলিয়া পূজা করিয়া ওঁ দ্বারপাল নমস্তভ্যং সর্ব্ব-শান্তি-ফলপ্রদ। বলিবিঘ্নবিনাশায় পূজাং গৃহ্ণ সুরোত্তম ॥ ওঁ খড়্গপাণে নমস্তভ্যং সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন। ত্বৎপ্রসাদাদবিঘ্নেন চিরং জীবতু বালকঃ॥" অনন্তর ঘটস্থাপনপূর্ব্বক "গাং হৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদি ক্রমে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া গণেশের ধ্যান করিয়া "ওঁ গণেশ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করত পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া ওঁ সর্ব্ববিঘ্নহরোঽসি ত্বমেকদন্তো গজাননঃ। ষষ্ঠীগেহেঽর্চ্চিতঃ প্রীত্যা শিশুং দীর্ঘায়ুষং কুরু॥ লম্বোদর মহাভাগ সর্ব্বোপদ্রবনাশন। ত্বৎপ্রসাদাদবিঘ্নেন চিরং জীবতু বালকঃ॥" বলিয়া প্রণাম করিবে। অনন্তর "ষাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" এই ক্রমে করাঙ্গন্যাস করিয়া ষষ্ঠীর ধ্যান করিবে।—"ওঁ দ্বিভুজাং হেমগৌরাঙ্গীং রত্নালঙ্কারভূষিতাম্। বরদাভয়হস্তাঞ্চ শরচ্চন্দ্রনিভাননাম্। পীতবস্ত্রপরীধানাং পীনোন্নতপয়োধরাম্। অঙ্কার্পিতসুতাং ষষ্ঠীমম্বুজস্থাং বিচিন্তয়েৎ।" এই ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা করত পীঠ দেবতার পূজা করিবে। যথা,—"ওঁ জয়ায়ৈ নমঃ" এই বলিয়া গন্ধ ও পুষ্পাদিদ্বারা পূজা করিবে। এইক্রমে ওঁ বিজয়ায়ৈ নমঃ। ওঁ অজিতায়ৈ নমঃ, অপরাজিতায়ৈ নমঃ, ওঁ কাল্যৈ নমঃ, ওঁ ভদ্রকাল্যৈ নমঃ, ওঁ মঙ্গলায়ৈ নমঃ, ওঁ সিদ্ধায়ৈ নমঃ, ওঁ লোহিতায়ৈ নমঃ, ওঁ ধূম্রোণায়ৈ নমঃ।"পরে পূর্ব্ববৎ ধ্যান করিয়া আবাহন করিবে—"ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ষষ্ঠি ষষ্ঠীতি বিশ্রুতে। ধাত্রীরূপেণ মে পুত্রং রক্ষ জাগরবাসরে। ষষ্ঠীদেবি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করিয়া "ওঁ ষষ্ঠ্যৈ নমঃ" এই মন্ত্রে পাদ্যাদিদ্বারা পূজা করিবে। পরে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া স্তবপাঠপূর্ব্বক প্রণাম করিবে। যথা—"ওঁ জগন্মাতর্জ্জগদ্ধাত্রি (জয় দেবি জগন্মাতঃ) জগদানন্দকারিণি। প্রসীদ মম দেবেশি ষষ্ঠীদেবি নমোঽস্তু তে। ওঁ শক্তিস্ত্বং সর্ব্বদেবানাং লোকানাং হিতকারিণি। ত্বমিমং রক্ষ মে বালং মহাষষ্ঠি নমোঽস্তু তে। ওঁ ভূতদৈত্যপিশাচেষু ডাকিনীযোগিনীষু চ। মাতেব রক্ষ মে পুত্রং শ্বাপদে পন্নগেষু চ। ষষ্ঠীদেবি মহাভাগে ভক্তানামভয়প্রদে। বরদে ত্বৎপ্রসাদেন চিরং জীবতু বালকঃ। অস্মিংস্তু সূতিকাগারে দেবীভিঃ পরিবারিতে। রক্ষাং কুরু মহাভাগে সর্ব্বোপদ্রবনাশিনি।" অনন্তর "ওঁ ত্রিশরণায়ৈ নমঃ।" এই বলিয়া পূজা করিবে। এইরূপে বৃদ্ধমাতা, গৌরী, চকটপূতনা, পূজিতহারিণী, জাতহারিণী, ইহাদিগকে পূজা করিবে। জয়ন্তী, মঙ্গলা, কালী, ভদ্রকালী, কপালিনী, দুর্গা, শিবা, ক্ষমা, ধাত্রী, স্বাহা ও স্বধা, ইঁহাদিগকে পূজা করিবে। পরে গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা,

শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি, তুষ্টি, আত্মদেবতা ও কুলদেতার পূজা করিবে। অতঃপর "ওঁ জন্মদায়ৈ নমঃ" বলিয়া জন্মদার পূজা করিয়া প্রণাম করিবে। যথা—"ওঁ যা জন্মদেতি বিখ্যাতা শুভদা ভুবি পূজিতা। করোতু সর্ব্বদা রক্ষাং বালস্য সূতিকাগৃহে॥" অনন্তর মার্কণ্ডেয়কে ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। পুষ্পাঞ্জলি দিবার মন্ত্র যথা—"ওঁ মার্কণ্ডেয় মহাবাহো প্রার্থয়েঽহং কৃতাঞ্জলিঃ। চিরজীবী যথা ত্বং ভোস্তথা ভবতু মে সুতঃ॥" অনন্তর ব্যাসাদি সপ্তচিরজীবিদিগকে * পূজা করিবে। পরে ওঁ নারদাদিভ্যো নমঃ।" এইক্রমে "গঙ্গায়ৈ, দুর্গায়ৈ, মহালক্ষ্ম্যৈ, সরস্বত্যৈ, অশ্বিন্যাদিনক্ষত্রেভ্যঃ, বিষ্কুম্ভাদিযোগেভ্যঃ, ববাদি করণেভ্যঃ, প্রতিপদাদিতিথিভ্যঃ, সূর্য্যাদিবারেভ্যঃ।" ইহাদিগের পূজা করিবে। পরে স্কন্দকে আবাহনপূর্ব্বক পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া "ওঁ কার্ত্তিকেয় মহাভাগ গৌরীহৃদয়নন্দন। বালং মে রক্ষ ভীতিভ্যঃ ষডানন নমোঽস্তু তে।' বলিয়া নমস্কার করিবে। পরে মন্থানদণ্ডের পূজা করিয়া প্রণাম করিবে। যথা,—"ওঁ মন্থানমন্দরোঽসি ত্বং মথিতঃ সাগরস্তথা। তথা মমাপি পুত্রস্য মথ বিঘ্নং নমোঽস্তু তে।" তৎপর বাসুদেবকে পূজা করিয়া প্রণাম করিবে। যথা,—"ওঁ বাসুদেব নমস্তে তু শঙ্খচক্রগদাধর। কুমারং রক্ষ ভীতিভ্যঃ শান্তিং কুরু নমোঽস্তু তে॥ ওঁ ত্রৈলোক্যপূজিত শ্রীমন্ দৈত্যচক্রবিমর্দ্দন। শান্তিং কুরু গদাপাণে নারায়ণ নমোঽস্তু তে॥" অতঃপর পুনরায় মাষভক্তবলি দিবে। —"ওঁ বালং গৃহ্নন্তু মে দেবা আদিত্যা বসবস্তথা। মরুতশ্চাশ্বিনৌ দেবাঃ সুপর্ণঃ পন্নগা গ্রহাঃ। অসুরা যাতুধানাশ্চ রথস্থা দেবতাশ্চ যাঃ। দিবিষ্ঠা লোকপালাশ্চ যে চ বিঘ্নবিনায়কাঃ। সর্ব্বতঃ স্বস্তি কুর্ব্বন্তু দিব্যা মহর্ষয়স্তথা। সুতস্য রক্ষাং কুর্ব্বন্তু শান্তিং পুষ্টিং ধৃতিস্তথা। এষ মাষভক্তবলিঃ সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।" বলিয়া দিবে। পরে যে রৌদ্রা রৌদ্রকর্ম্মাণো রৌদ্রস্থাননিবাসিনঃ। সৌম্যাশ্চৈব তু যে কেচিৎ সৌম্যস্থাননিবাসিনঃ। মাতরো রৌদ্ররূপাশ্চ গণানামধিপাশ্চ যে। বিঘ্নভূতাস্তথা চান্যে দিগ্বিদিক্ষু সমাশ্রিতাঃ। সর্ব্বে তে প্রীতমনসঃ প্রতিগৃহ্নন্ত্বিমং বলিং। সিদ্ধিং দিশন্তু মে পুত্রং ভয়েভ্যঃ পান্তু মে সদা। এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ভূতেভ্যো নমঃ।" বলিয়া দিবে। অনন্তর বালককে বস্ত্রাবৃত ব্যজনের উপর রাখিয়া ষষ্ঠীর পদে অর্পণ করিবে।—"ওঁ দেবানাঞ্চ ঋষীণাঞ্চ ভক্তানাং ভক্তবৎসলে। মাতেব রক্ষ মে পুত্রং মহাষষ্ঠি নমোঽস্তু তে। জননী সর্ব্বভূতানাং বালানাঞ্চ বিশেষতঃ। নারায়ণীস্বরূপেণ সুতং মে রক্ষ সর্ব্বতঃ। জগদাদ্যে জগন্মাত-

* অশ্বত্থামা বলির্ব্যাসো হনুমাংশ্চ বিভীষণঃ। কৃপঃ পরশুরামশ্চ সপ্তৈতে চিরজীবিনঃ॥

জগদানন্দকারিণি। সমর্পিতো ময়া দেবি পাদয়োস্তব মে সুতঃ। নিজপুত্রবদেনং ত্বং কুরু দীর্ঘায়ুষং সদা। অয়ং মম কুলোৎপন্নো রক্ষার্থং পাদয়োস্তব॥ নীতো মহামহাভাগে চিরং জীবতু বালকঃ॥" তৎপর পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রণাম করিবে। যথা,—"ওঁ মাহেশ্বরি শিবে নিত্যং শিবদে শিবনায়িকে। সুতং মে রক্ষ পদ্মাক্ষি শিবে ভবতু মে সুতঃ॥" পরে বালকের গাত্রে শ্বেত সর্ষপ বিকিরণ করিয়া পাঠ করিবে,—"ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ। অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা বিঘ্নকারকাঃ॥ বিনায়কা বিঘ্নকরা মহোগ্রা যজ্ঞদ্বিষো যে পিশিতাশনাশ্চ। সিদ্ধার্থকৈর্বজ্রসমানকল্পৈর্ময়া নিরস্তা বিদিশঃ প্রয়ান্তু॥" অনন্তর দক্ষিণান্ত করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্য শান্তি করিবে। পরে ধনুঃকাণ্ড গৃহে রাখিয়া আচারহেতু বকুলপত্রদ্বারা হোম করিবে। পরে বিষ্ণুর দ্বাদশ নাম কুঙ্কুম বা হরিদ্রা দ্বারা নূতন বস্ত্রে লিখিয়া বালক ও প্রসূতির শিরোদেশে স্থাপন করিবে।

স্নানযাত্রা।

চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে ইষ্টিকারচিত মঞ্চে শ্রীকৃষ্ণ দেবের পূজা করিয়া অধিবাস করিবে। পরদিন পৌর্ণমাসীতে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে স্বস্তিবাচনাদি করত "ওঁ সূর্য্যঃ সোমো" ইত্যাদি পাঠ করিয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য জ্যৈষ্ঠে মাসি শুক্লে পক্ষে পৌর্ণমাস্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা চতুর্ব্বর্গফলপ্রাপ্তিকামঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা শ্রীকৃষ্ণস্নানযাত্রামহং করিষ্যে।" পরে সূক্তপাঠ করিয়া যথাশক্তি উপচার দ্বারা পূজা করিয়া মহাস্নান করাইবে। প্রথমে শঙ্খ জল দ্বারা—"ওঁ পুণ্যস্ত্বং শঙ্খ পুণ্যানাং মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলং। বিষ্ণুনা বিধৃতো নিত্যং মহাশান্তিং প্রযচ্ছ মে।" তৎপর গোময়দ্বারা—"ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীং। ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং তামিহোপাহ্বয়ে শ্রিয়ং।" অতঃপর গোমূত্র দ্বারা—গায়ত্রীপাঠ করিয়া। পরে দুগ্ধ দ্বারা—"ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্ণ্যং ভবা-বাজস্য সঙ্গথে।" দধি দ্বারা—"ওঁ দধি ক্রাব্ণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ সুরভিনো মুখাকরৎ প্রণআয়ূংষিতারিষৎ।" অনন্তর ঘৃত দ্বারা—"ওঁ তেজোসি ইত্যাদি।" অতঃপর গায়ত্রীপাঠপূর্ব্বক গোময় গোমূত্রাদি একত্র করিয়া—"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং ইত্যাদি ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।" এই মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে

স্নান করাইবে। পরে পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইবে। তৎপরে অষ্টঘট দ্বারা স্নান করাইয়া পুরুষসূক্ত মন্ত্র দ্বারা এবং অন্তে স্বাহা যোগ করিয়া "ওঁ সহস্রশীর্ষা" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক স্নান করাইবে।

এই সকল মন্ত্র দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে স্নান করাইয়া ষোড়শোপচার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পূজা (দেবপ্রতিষ্ঠা দেখ) করিয়া স্তব পাঠান্তে প্রণাম করিবে।—"ওঁ জয়স্ব রামকৃষ্ণেতি জয়ভদ্রেতি যো বদেৎ। স্নানকালে স বৈ মুক্তিং প্রয়াতি দ্বিজসত্তমঃ।" তৎ পরে ভগবান্‌কে দর্শন করিয়া দক্ষিণা বাক্য করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে।

ধর্ম্মঘটব্রত।

এই ব্রত চৈত্রমাসের সংক্রান্তিতে আরম্ভ করিয়া বৈশাখ মাসের সংক্রান্তিপর্য্যন্ত করিতে হয়। প্রতিদিন একটী করিয়া ঘট উৎসর্গ করত ব্রাহ্মণকে দান করিতে হয়। এইপ্রকার চারিবৎসর ব্রত আচরণ করিয়া উদ্‌যাপন করিবে।

পূজা বিধি।—প্রথমতঃ পুরোহিত নিত্যক্রিয়াদি সমাপনান্তে শুদ্ধাসনে উপবেশন পূর্ব্বক স্বস্তিবাচনাদি করিয়া ব্রতকারিণী রমণীকে সঙ্কল্প করাইবেন। যথা,—বিষ্ণুর্নমোঽদ্য বৈশাখে মাসি মেষরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ মহাবিষুবসংক্রান্ত্যামারভ্য বিষ্ণুপদীসংক্রান্তিং যাবৎ প্রত্যহং অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত দুষ্কৃতসন্তরণনিরাময়াক্ষয়স্বর্গলোকসুশীতলত্ব-সকলমনোরথ প্রাপ্তিপূর্ব্বক-তৃষ্ণাসাগরসুখসন্তরণকামা গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বক সলক্ষ্মীকবিষ্ণুপূজাশীতলোদকপূরিত-ঘটদানরূপং ধর্ম্মঘট ব্রতমহং করিষ্যে।"

এইরূপ সংকল্প করাইয়া পুরোহিত স্বয়ং সংকল্পসূক্ত পাঠ করিয়া ব্রতকারিণীকে "ইদং ব্রতং" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় পাঠ করাইয়া আসন শুদ্ধ্যাদি করত গণেশাদির পূজা করিয়া বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর পূজা পূর্ব্বক আবরণ দেবতাগণের (তৃতীয় কাণ্ড ২৯২ পৃ দেখ) পূজা করিয়া ঘটে চন্দন লেপন করত ব্রতকারিণী রমণীকে বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করাইবেন। যথা,—"ওঁ এহ্যেহি ভগবন্ ধর্ম্ম ত্তোয়মেতৎ সমাবিশ। সহিতো লোকপালৈশ্চ বস্বাদিত্যমরুদ্গণৈঃ" এইরূপে ঘটে আবাহন করাইয়া "এতস্মৈ সত্তোয়শীতলোদকপূরিতধর্ম্মঘটায় নমঃ" বলিয়া তিনবার অর্চ্চনা করিবে। পরে গন্ধপুষ্পদ্বারা "এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া

পূজা করত বামহস্তে ঘটধারণ পূর্ব্বক দক্ষিণহস্ত জলপূরিত কোশার মধ্যে রাখিয়া নিম্নলিখিত বাক্যে ঘট উৎসর্গ করিবে। যথা,—

"বিষ্ণুর্ন্মোঽদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্তদুষ্কৃত-সন্তরণ-নিরাময়স্বর্গলোকসুশীতলত্ব-সকলমনোরথ-প্রাপ্তি পূর্ব্বক-তৃষ্ণাসাগর-সুখ-সন্তরণকামা ইমং সভোজ্যাচ্ছাদনশীতলোদকপূরিতং ধর্ম্মঘটং ধর্ম্মদৈবতং গন্ধাদ্যর্চ্চিতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে।"

পরে কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক পাঠ করিবে।—"নমঃ ধর্ম্ম ত্বং ঘটরূপেণ ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ পুরা। ত্বয়ি দত্তেঽক্ষয়া লোকাশ্চন্দনৈঃ সর্ব্বদেবতাঃ। ঘট ত্বং ধর্ম্মরূপেণ ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ পুরা। ত্বয়ি দত্তেঽক্ষয়া লোকা মম সন্তু নিরাময়াঃ। যথা ত্বং শীতলো নিত্যং সংপূর্ণঃ শীতবারিণা। তথা মাং দুঃখসন্তপ্তং শীতলং কুরু ধর্ম্মরাট্। পুত্রদারসমেতঞ্চ আত্মানঞ্চ বিশেষতঃ। ত্রাহি মাং ভগবন্নাথ তৃষ্ণাসাগর-মধ্যতঃ। এষ ধর্ম্মঘটো দত্তো ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকঃ। অস্য প্রদানাৎ সফলা মম সন্তু মনোরথাঃ॥" অতঃপর দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিয়া কথা শ্রবণ করিবে।

ব্রতকথা।—রাজোবাচ। কেন ব্রতেন দেবেশ ব্রহ্মবিষ্ণুহরাদয়ঃ। তৃপ্তাশ্চ বরদাশ্চৈব রক্ষাং কুর্ব্বন্তি সর্ব্বতঃ॥ কেন সুশীতলং বাপি কেন তুষ্টঃ পিতামহঃ। সদা মনোরথং পূর্ণং কেন তৃষ্ণাং তরেৎ সদা॥ চিরজীবী জয়ী কেন পরত্র গতিরুত্তমা। এতৎ সমস্তং বিস্তার্য্য কথয়স্ব হরে মম॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি ব্রতানাং ব্রতমুত্তমং। অস্তি ধর্ম্মঘটং নাম বৈষ্ণবং সমুদাহৃতং। রবিসংক্রমণে শেষে শুভে কালে বিশেষতঃ। তত্রৈব ব্রতমারভ্য রাজশার্দ্দূল ধর্ম্মরাট্॥ বৈষ্ণবং ব্রতমাখ্যাতং দুর্লভং ভুবনেষ্বপি। দুষ্কৃততরণং নাম তৃষ্ণা-সাগরতৃপ্তিদং॥ সুগন্ধি শীতলং বারি পূরয়িত্বা ঘটেঽপি চ। গন্ধচন্দনসংযুক্তং বস্ত্রাচ্ছাদিতমেব চ॥ তত্রৈব শোভনং ভোজ্যং স্থাপয়িত্বা দিনে দিনে। দদ্যাদ্বিপ্রায় বৈশাখে অক্ষয়তৃপ্তিহেতবে॥ তস্য প্রদানাৎ সফলাঃ সিদ্ধাঃ সন্তু মনোরথাঃ। সদা তৃপ্তিশ্চ দেবানাং সদা তৃপ্তিঃ পিতুর্ভবেৎ॥ সদা সুশীতলং যাতি সদা বিজয়বর্দ্ধনং। পুত্রদারসমেতঞ্চ তৃষ্ণাসাগরমুত্তরেৎ। অরোগী চির-জীবী চ বিদ্বাংশ্চৈব জিতেন্দ্রিয়ঃ। ধনবান্ পুত্রবাংশ্চৈব কামচারো ভবেন্নরঃ॥ বসবো লোকপালাশ্চ আদিত্যাশ্চ মরুদ্গণাঃ। রক্ষাং কুর্ব্বন্তি তে সর্ব্বে ঘটদানপ্রসাদতঃ॥ যথা সুশীতলো চন্দ্রো যথা বারি সুশীতলং। তথা সুশীতলো দুঃখাৎ ব্রতস্যাস্য প্রসাদতঃ॥ ইহ লোকে সুখী ভূত্বা পরত্র গতিরুত্তমা। অন্তে বিষ্ণুপুরং গচ্ছেৎ হরেস্তিষ্ঠতি সন্নিধৌ॥ দিনে দিনে নরশ্রেষ্ঠ শৃণোতি

তৎকথাং শুভাং। পীত্বা পাদোদকং বিষ্ণোর্হবিষ্যাশী ব্রতকরেৎ॥ এবং কুর্য্যাচ্চতুর্ব্বর্ষং ব্রতানাং ব্রতমুত্তমং॥ ইত্যেতৎ কথিতং যত্নাৎ কুরু গত্বা নিজালয়ং। গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং কার্য্যং ন প্রকাশ্যং কদাচন॥

ইতি—শ্রীকৃষ্ণযুধিষ্ঠির সংবাদে ধর্ম্মঘটব্রতকথা সমাপ্তা॥

যজুর্ব্বেদীয় ব্রতপ্রতিষ্ঠা প্রয়োগ।

ব্রতকারিণী রমণী পূর্ব্বদিবস উপবাসী থাকিয়া পরদিবস নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে প্রতিবর্ষীয় করণীয় ব্রত সমাপনপূর্ব্বক দেবতার প্রীতিহেতুক যথাশক্তি দানাদি করিয়া ব্রাহ্মণগণকে পুণ্যাহাদি বাচন করাইয়া স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক "ওঁ সূর্য্যঃ সোমো" ইত্যাদি পাঠ করাইয়া বিষ্ণুস্মরণ করত সঙ্কল্প করিবে (২য় কাণ্ড ৪৪ পৃ সামবেদী ব্রতপ্রতিষ্ঠা দেখ)।

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে বরণ (২য় কাণ্ড ৪৪। ৪৫পৃ দেখ) করিবে।

অতঃপর হোতা পঞ্চগব্য শোধন (২য় কাণ্ড ৫২ পৃ দেখ) করত গায়ত্রী পাঠপূর্ব্বক সমস্ত একত্রিত করিয়া "ওঁ বেদ্যা বেদিঃ সমাপ্যতে বর্হিষা বর্হিরিন্দ্রিয়ং যূপেন যূপ আপ্যায়্যতে প্রণীতোহগ্নিরগ্নিনা" এই মন্ত্র পড়িয়া অথবা গায়ত্রী পাঠ করিয়া বেদী অভ্যুক্ষণ করত তদুপরি সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তাহার পূর্ব্বদিকে পঞ্চবট ও শান্তিকুম্ভ স্থাপন করিবে। পরে "ওঁ বিতান এষ দিবো মধ্যান্ত আপঃ প্রবর্ত্তান্ রোদসী অন্তরীক্ষং সবিশ্বাচীরভিতিষ্ঠদন্বতাচীরন্তরা পূর্ব্বমপরঞ্চ কেতুং।" এই মন্ত্রে বেদীর উপর বিতান বন্ধন করিবে।

অতঃপর ঘটস্থাপন (২য় কাণ্ড ৭পৃ দেখ) করিয়া সামান্যার্ঘ্যাদি স্থাপন পূর্ব্বক ভূতশুদ্ধ্যাদি করিয়া প্রথমঘটে,—গণেশ ও সূর্য্য; দ্বিতীয়ঘটে,—শিব ও দুর্গা; তৃতীয় ঘটে,—বিষ্ণু ও লক্ষ্মী,—চতুর্থ ঘটে, —অগ্নি, বাস্তুপুরুষ,—ক্ষেত্রপালগণ, কার্ত্তিকেয় ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়; পঞ্চমঘটে,—নবগ্রহ ও দিক্‌পালগণের পূজা করিবে।

অনন্তর প্রতিমাদ্বয় আনয়ন করত পঞ্চগব্য দ্বারা সেই সেই মন্ত্রে স্নান করাইবে। পরে গঙ্গাজলদ্বারা "ওঁ এতোন্বিন্দ্রং স্তবাম শুদ্ধং" ইত্যাদি শুদ্ধপতিসূক্ত দ্বারা (২য় কাণ্ড ১০৮ পৃ দেখ) স্নান করাইয়া "ওঁ সহস্রশীর্ষা" ইত্যাদি

"ওঁ আপোহিষ্ঠা" ইত্যাদি। "ওঁ যো বঃ শিবতমো" ইত্যাদি। "ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো" ইত্যাদি। "ওঁ সমুদ্রোহস্যি ভম্মনার্দ্রন্থ শম্ভু ময়ো ভূরভি মাবাহি স্বাহা" মন্ত্রে স্নান করাইবে। পরে গন্ধোদক দ্বারা—"ওঁগন্ধদ্বারাং" ইত্যাদি। পুষ্পোদক দ্বারা "ওঁ শ্রীশ্চ তে" ইত্যাদি। ফলোদক দ্বারা—"ওঁ যাঃ ফলিনীর্যা" ইত্যাদি "ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং" ইত্যাদি বৈদিকমন্ত্র চতুষ্টয়দ্বারা স্নান করাইয়া শ্রীসূক্ত (২য় কাণ্ড ১০৫পৃ দেখ) পুরুষসূক্ত (২য় কাণ্ড ১০৪পৃ দেখ) এবং পাব-মানীসূক্ত (২য় কাণ্ড ১০৭পৃ দেখ) দ্বারা স্নান করাইবে।

অতঃপর "ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ। স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যসেম দেবহিতং যদায়ুঃ।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ভদ্রাসনে প্রতিমাদ্বয় স্থাপন করিবে। পরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা (২য় কাণ্ড ১৭ পৃ দেখ) "ওঁ নমস্তেঽর্চ্চে সুরেশানি প্রণীতে বিশ্বকর্ম্মণা। প্রভাবিতাশেষ-জগত্ত্ভাং নিত্যং নমো নমঃ। ত্বয়ি সংপূজয়ামীশ নারায়ণমনাময়ং। রহিতা শিল্পদোষৈস্ত্বমৃদ্ধিযুক্তা সদা ভব।" ইহা পাঠ করিবে *। অনন্তর লক্ষ্মীর জীবন্যাস করিয়া বিষ্ণুর, ধ্যান (২য় কাণ্ড ১৪৫ পৃ দেখ) করত বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া মণ্ডলমধ্যে পীঠন্যাস ক্রমে পীঠশক্তির (২য় কাণ্ড ১৫ পৃ দেখ) পূজা করিবে। পরে পুনর্ব্বার ধ্যান করত আবাহনপূর্ব্বক ষোড়শোপচারে বিষ্ণুর পূজা (২য় কাণ্ড দেবপ্রতিষ্ঠা দেখ) করিবে। অতঃপর যথাশক্তি লক্ষ্মীর ধ্যান (২য় কাণ্ড ১৪৬ পৃ দেখ) করিয়া (১) স্বগৃহোক্ত বিধানে ব্রহ্মস্থাপনান্ত কুশণ্ডিকা করিয়া চরুপাক (মঠপ্রতিষ্ঠা দেখ) করিবে। অনন্তর আজ্যভাগান্ত হোম শেষ করিয়া অগ্নির ধ্যান করত সাহস নামক অগ্নির আবাহন করিয়া প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিদ্ তুষ্ণীং অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া মেক্ষণ দ্বারা চরুগ্রহণ করত "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" ইত্যাদি স্বাহান্ত মন্ত্রে আহুতি দিয়া "ইদং বিষ্ণবে" বলিয়া প্রত্যাহুতি দিবে এবং "ওঁ ভূঃ স্বাহা, ইদং অগ্নয়ে। ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ইদং বায়বে। ওঁ স্বঃ স্বাহা, ইদং সূর্য্যায়।" অতঃপর দেবতার স্বাহান্ত গায়ত্রী পাঠ করিয়া আহুতি দিয়া "ইদং সূর্য্যায়" বলিয়া প্রত্যাহুতি দিবে। অনন্তর "ওঁ তদ্বিপ্রাসো বিপণ্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদং স্বাহা—ইদং বিষ্ণবে। ওঁ বিশ্বতশ্চক্ষুরুত

---

* লক্ষ্মী প্রতিমায় "নারায়ণমনাময়ং" স্থলে "শ্রিয়ং দেবীমনাময়ীং" এইরূপ পাঠ করিবে।

(১) শিবদুর্গাবিষয়ে ধ্যানাদি ২য় কাণ্ড ১৪৬ পৃ দেখ)

বিশ্বতো মুখো বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ। সংবাহুভ্যাং ধমতি সংপতত্রৈ র্দ্যাবা ভূমিং জনয়ন্ দেব একঃ স্বাহা—ইদং বিষ্ণবে। ওঁ অগ্নিমীলে ইত্যাদি স্বাহা—ইদং অগ্নয়ে। ওঁ ইষে ত্বোর্জ্জেত্বা ইত্যাদি স্বাহা—ইদং বায়বে। ওঁ অগ্ন আয়াহি ইত্যাদি স্বাহা—ইদমগ্নয়ে॥ ওঁ শন্নো দেবী ইত্যাদি স্বাহা—ইদং বরুণায়। ওঁ ভূরগ্নয়ে স্বাহা ওঁ সূর্য্যায় স্বাহা। ওঁ অন্তরীক্ষায় স্বাহা। ওঁ দ্যোঃ স্বাহা। ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা। ওঁ পৃথিব্যৈ স্বাহা। মহারাজায় স্বাহা। ইহাদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করিয়া প্রত্যাহুতি দিবে।

অতঃপর দিক্‌পাল হোম ও নবগ্রহ হোম করিবে।

দিক্‌পালহোম।—"ওঁ ত্রতারমিন্দ্রমবিতারমিন্দ্রং হবে হবে সুহবং শূরমিন্দ্রং। হ্বয়ামি শক্রং পুরুহূতমিন্দ্রং স্বস্তি নো মঘবা ধাত্বিন্দ্রঃ স্বাহা—ইদমিন্দ্রায়॥ ১॥ ওঁ বৈশ্বানরো ন উতয়ে আপ্রয়াত পরাবত অগ্নিরুক্থে থনাবাহসা। উপয়াম গৃহীতোঽসি বৈশ্বানরায় ত্বৈষতে যোনির্বৈশ্বানরায় ত্বা স্বাহা—ইদমগ্নয়ে॥ ২॥ ওঁ অসিযমোঽস্যাদিত্যো অর্ব্বন্নসি ত্রিতো গুহ্যেন ব্রতেন অসি সোমেন সময়াবিপৃক্তা আহুস্তে ত্রীণি দিবি বন্ধনানি স্বাহা—ইদং যমায়॥ ৩॥ ওঁ যন্তে দেবী নির্ঋতিরাববন্ধ ক্রূপাশং গ্রীবাসু বিবৃত্যং। তন্তরিষ্যাম্যায়ুষো ন মধ্যাদথৈনং পিতুমদ্ধি প্রসূতো নমো ভূত্যৈ এদকার স্বাহা।—ইদং নির্ঋতয়ে॥৪॥ ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি ইত্যাদি স্বাহা—ইদং বরুণায়॥ ৫॥ ওঁ বাতো বাবো মনো বা গন্ধর্ব্বাঃ সপ্তবিংশতি তে অগ্রে সময়ং জগ্মু স্তেঽস্তিন ভয়মাদধুঃ স্বাহা—ইদং বায়বে॥ ৬॥ ওঁ কুবিদঙ্গযবমন্তোযবঞ্চি মুথাদান্তান্নুপূর্ব্বং বিপূয় ইহৈষাং কৃণুহি ভোজনানি যে বর্হিষো নম উক্তিং ন জগ্মুঃ স্বাহা—ইদং কুবেরায়॥ ৭॥ ওঁ তমীশানং জগতস্তস্থুষস্পতিং বিরিঞ্চিন্নমবসে হুমসে বয়ং পূষা নো যথাবেদ সামসদ্বৃধে রক্ষিতা পায়ুরদব্ধঃ স্বস্তয়ে স্বাহা।—ইদমীশানায়॥ ৮॥ ওঁ আব্রহ্মন্ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবর্চ্চসী জায়তামারাষ্ট্রে রাজন্যঃ শূর ইষব্যো ইতি ব্যাধী মহারথো জায়তাং স্বাহা।—ইদং ব্রহ্মণে॥ ৯॥ ওঁ নমোঽস্তু সর্পেভ্যো যে কে চ পৃথিবীমনু। যে অন্তরীক্ষে যে দিবি তেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমঃ স্বাহা।—ইদমনন্তায়"॥ ১০॥

নবগ্রহ হোম।—"ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা ইত্যাদি স্বাহা।—ইদং আদিত্যায়॥ ১॥ ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে ইত্যাদি স্বাহা—ইদং সোমায়॥ ২॥ ওঁ অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়মপাং রেতাংসি জিন্বতি স্বাহা—ইদং মঙ্গলায়॥ ৩॥ ওঁ উদ্বুধ্যস্বাগ্নে প্রতিজাগৃহি ত্বমিষ্টাপূর্ত্তে সংসৃজেথাময়ঞ্চ অস্মিন্ সধস্থে

অধ্যুত্তরস্মিন্ বিশ্বেদেবা যজমানশ্চ সীদত স্বাহা।—ইদং বুধায়॥ ৪॥ ওঁ বৃহস্পতে অতি অদর্য্যো অর্হাদ্দ্যুমদ্বিভাতিক্রতুমজ্জনেষু . যদ্দীদয়চ্ছবসা ঋতপ্রজাত তদস্মাসু দ্রবিণং ধেহি চিত্রং স্বাহা।—ইদং বৃহস্পতয়ে॥ ৫॥ ওঁ অন্নাৎ পরিস্রুতোরসং ব্রহ্মণা ব্যপিবৎ ক্ষেত্রং পয়ঃ সোমং প্রজাপতির্ঋতেন সত্যমিন্দ্রিয়ং। বিপানং শুক্রমন্ধস ইন্দ্রস্যেন্দ্রিয়মিদং পয়োঽমৃতং মধু স্বাহা।—ইদং শুক্রায়॥ ৬॥ ওঁ শন্নোদেবীরভিষ্টয়ে ইত্যাদি স্বাহা।—ইদং শনৈশ্চরায়॥ ৭॥ ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ ইত্যাদি স্বাহা।—ইদং রাহবে॥ ৮॥ ওঁ কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে পেষোমর্য্যা অপেশসে সমুষদ্ভিরজায়থাঃ স্বাহা।—ইদং কেতবে॥ ৯॥"

এই প্রকারে চরুহোম শেষ করিয়া মেক্ষণ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। পরে চরুশেষ দ্বারা দশদিগ্ বলি প্রদান করিবে। যথা,—

"এষ পায়সবলিঃ ওঁ প্রাচ্যৈ দিশে নমঃ।" এই ক্রমে—"আগ্নেয্যৈ দিশে নমঃ। যাম্যৈ, নৈঋত্যৈ, প্রতীচ্যৈ, বায়ব্যৈ, উদিচ্যৈ, ঐশান্যৈ, উর্দ্ধদিশে, অধোদিশে।" অনন্তর পলাস সমিধ্ তদভাবে উড়ুম্বর সমিধ্ দ্বারা অষ্টোত্তর শত হোম করিবে। যথা,—

"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রায়াঃ শ্রীঅমুকদেব্যাঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ ইয়দ্বর্ষনিষ্পাদিত সঙ্কল্পিতামুকপুরাণোক্তামুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মণি সাজ্য উড়ুম্বরসমিদ্ভিঃ ওঁ তদ্বিষ্ণোরিত্যাদি মন্ত্রেণ অষ্টোত্তরশতসংখ্যকহোমমহং করিষ্যামি।"

এইরূপ সংকল্প করিয়া "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" ইত্যাদি মন্ত্রে ঘৃতাক্ত সমিধ্ দ্বারা হোম করিয়া প্রতিবারে "ইদং বিষ্ণবে" বলিয়া প্রত্যাহুতি দিবে এবং লক্ষ্মীর হোম করিয়া পূর্ব্বোক্ত চরুহোম মন্ত্রে সেই সেই সমস্ত দেবতার আজ্যহোম করিবে। অতঃপর পুরুষ সূক্তোক্ত "ওঁ সহস্রশীর্ষা" ইত্যাদি "সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ" পর্য্যন্ত ষোলটী মন্ত্রদ্বারা (২য় কাণ্ড ১০৪।১০৫ পৃ দেখ) আজ্যহোম করিয়া "ওঁ ইরাবতী ধেনুমতী" ইত্যাদি মন্ত্রে (২য় কাণ্ড ১৪৭ পৃ ৭৫ পং দেখ) আজ্যহোম করিবে। পরে পূর্ব্বোক্ত নবগ্রহ ও দিক্‌পালমন্ত্রে একবার আহুতি দিয়া তিলযুক্ত ঘৃত দ্বারা "ওঁ পর্ব্বতেভ্যঃ স্বাহা। ওঁ নদীভ্যঃ স্বাহা। ওঁ সমুদ্রেভ্যঃ স্বাহা।" বলিয়া আহুতি প্রদান করত মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া প্রায়শ্চিত্তহোম করিবে। তদর্থে সঙ্কল্প যথা,—

"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (হোতার গোত্র ও নাম) অস্মিন্ হোমকর্ম্মণি যদ্‌বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় "ওঁ ত্বন্নোঽগ্নে" ইত্যাদিভিঃ পঞ্চভির্মন্ত্রৈঃ প্রায়শ্চিত্তহোমমহং করিষ্যে।"

এইরূপ সংকল্প করিয়া "ওঁ অগ্নে ত্বং বিধুনামাসি" বলিয়া অগ্নির নামকরণ, আবাহন ও পূজা করত "ওঁ ত্বন্নোঽগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্ দেবস্য হেলো অবযাসিসীষ্ঠাঃ। যজিষ্ঠো বহ্নিতমঃ শোশুচানো বিশ্বান্ দেবান্ প্রমুমুগ্ধ্যসৎ স্বাহা।—ইদমগ্নীবরুণাভ্যাং॥ ১॥ ওঁ সত্বন্নোঽগ্নেঽবমো ভবতী নেদিষ্ঠোঽস্যা উষসো ব্যুষ্টৌ অবযক্ষ্ব নো বরুণং ররাণো বীহিমৃলিকং সুহবো ন এধি স্বাহা॥ ইদমগ্নীবরুণাভ্যাং॥ ২॥ ওঁ অয়াশ্চাগ্নেঽস্যনভিশস্তিপাশ্চ সত্যমিত্থ ময়া অসি। অয়ানো যজ্ঞং বহাস্যয়ানো ধেহি ভেষজং শতক্রতো স্বাহা।—ইদমগ্নয়ে॥ ৩॥ ওঁ যে তে শতং বরুণ যে সহস্রং যজ্ঞিয়াঃ পাশা বিততা মহান্তস্তেভির্নোঽদ্য সবিতোত বিষ্ণুর্ব্বিশ্বে মুঞ্চন্তু মরুতঃ স্বর্কাঃ স্বাহা।—ইদং বরুণায়॥ ৪॥ ওঁ উদুত্তমং বরুণপাশমস্মদবাধমং বিমধ্যমং শ্রথায়। অথাবয়মাদিত্যব্রতে তবানাগসোঽদিতয়ে স্যামঃ স্বাহা।—ইদং বরুণায়॥ ৫॥

অনন্তর "ওঁ অগ্নে ত্বং মৃড়নামাসি" বলিয়া অগ্নির নাম করণ, আবাহন ও পূজা করিয়া "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং" ইত্যাদি বৌষড়ন্ত মন্ত্রে পূর্ণাহুতি দিয়া আচার বশতঃ "ওঁ পৃথ্বি, ত্বং শীতলা ভব" বলিয়া অগ্নির ঈশানকোণে দুগ্ধ নিক্ষেপ করিয়া তিলকান্ত কর্ম্ম করিবে।

তৎপর ডালা উৎসর্গ করিবে। যথা,—ফলবস্ত্রাদিযুক্ত ডালা সম্মুখে আনয়ন করত "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সবস্ত্রোপকরণডল্লকায় নমঃ" বলিয়া তিনবার ডালা অর্চ্চনা করিয়া "এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া "অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী কৃতৈতৎ অমুকপুরাণোক্তামুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থমিদং সবস্ত্রোপকরণডল্লকং বিষ্ণুদৈবতং ভগবতে অমুকদেবায় অহং দদে।" বলিয়া উৎসর্গ করিবে। পরে এইরূপে অপর দুইটী ডালা লক্ষ্মী ও গুরুকে দান করিয়া বিষ্ণুপ্রভৃতিকে নমস্কার (২য় কাণ্ড ১৪৮ পৃঃ ১৫ পং দেখ) করিয়া "মৎকৃতামুকব্রতং শ্রীমতি ভগবতি বিষ্ণৌ ত্বয্যহং উপযেমে" বলিয়া ডালা মস্তকে ধারণ করিবে।

অতঃপর যথাশক্তি দানাদি করিবে। পরে ব্রহ্মদক্ষিণা করিয়া আচার্য্য দক্ষিণা করিবে। যথা,—"কৃতৈতৎ ইয়দ্বর্ষনিষ্পাদিতামুকপুরাণোক্তামুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং অমুকগোত্রায় অমুকদেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় আচার্য্যায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে।

অনন্তর ভূয়ধার ও সন্দেশ দক্ষিণা করিবে। পরে আচার্য্য "ওঁ উত্তিষ্ঠ

ব্রহ্মণস্পতে দেবা যজন্তস্তেমহে উপপ্রয়ান্তু মরুতঃ সদানব ইন্দ্রঃ প্রাশুর্ভবাসচা” এই মন্ত্রে শান্তিকুম্ভ উত্থাপিত করিয়া “ওঁ যান্তু দেবগণাঃ সর্ব্বে পূজামাদায় যাজ্ঞিকাৎ। সন্তুষ্টা বরমস্মাকং দত্ত্বেদানীং সুপূজিতাঃ।” বলিয়া পূজিত দেবতাগণকে বিসর্জ্জন করিবে।

তৎপর আচার্য্য অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বিষ্ণুস্মরণ করত শান্তিকুম্ভস্থ জলদ্বারা শান্তি করিয়া আশীর্ব্বাদ প্রদান করিবেন।

এই দিবস ব্রতকর্ত্রী চরুশেষ ভোজন করিবে, তদভাবে একবার হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে।

যজুর্ব্বেদীয় ব্রতপ্রতিষ্ঠা সমাপ্তা।

দত্তকপুত্র-গ্রহণ বিধি।

শুভকালে বালকের পিতৃ-মাতৃবন্ধু, গুরু, পুরোহিত ও ভৃত্যাদির সহিত বালককে যাগমণ্ডপে আনয়ন করত শালগ্রামশীলা বা ঘটস্থাপন করিবে। গ্রহীতৃপক্ষীয়গণ পূর্ব্বমুখ ও দাতৃপক্ষীয় ব্যক্তিগণ পশ্চিমমুখ হইয়া বসিবে।

উভয় পক্ষে দশ দশ জন করিয়া ব্রাহ্মণ স্থাপন করত গন্ধবস্ত্রাদি দ্বারা অর্চ্চনাপূর্ব্বক গ্রহীতা কৃতাঞ্জলিপুরঃসর “ওঁ সাধু ভবন্ত আসতাং” ইহা বলিবে, ব্রাহ্মণগণ,—“ওঁ সাধু বয়মাস্মহে” ইহা বলিবেন। গ্রহীতা—“ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবতঃ” ব্রাহ্মণগণ,—“ওঁ অর্চ্চয়” বলিবেন। পরে “ওঁ অদ্যেত্যাদি দম্পত্যোরাবয়োঃ কর্ত্তব্যদত্তকপুত্রগ্রহণকর্ম্মণি শুভং শুভমিত্যাদি বাক্যকথনায় যথাসম্ভবগোত্রনাম্নো দশ ব্রাহ্মণান্ এভির্গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্চ্য ভবত আবাং বৃণীবহে।” বলিবে, ব্রাহ্মণগণ “ওঁ বৃতাঃ স্মঃ” ইহা বলিবেন। গ্রহীতা,—“ওঁ যথাবিহিতং শুভং শুভমিতি বাক্যকথনং কুরুত” ব্রাহ্মণগণ—“ওঁ যথাবিহিতং করবাম” বলিবেন। এই প্রকারে দাতাও বরণ করিবে।

অতঃপর গ্রহীতা সূর্য্যার্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক স্বস্তিবাচন করত সংকল্প করিবে। যথা,—

“অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রৌ অমুকী-অমুকৌ দম্পতী দত্তকপুত্রকামৌ দত্তকপুত্রগ্রহণমাবাং করিষ্যাবহে।”

এই প্রকারে সংকল্প করিয়া স্বশাখোক্ত সূক্ত পাঠ করিবে। অতঃপর ব্রাহ্মণত্রয়কে বস্ত্রাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া “ওমদ্য অস্মৎ সঙ্কল্পিত দত্তকপুত্র-

গ্রহণকর্ম্মণি পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু।" বলিবে, ব্রাহ্মণগণ "ওঁ পুণ্যাহং" এইরূপ তিনবার বলিবেন। এই প্রকারে স্বস্তি ও ঋদ্ধিবাচন করাইয়া ব্রহ্মবরণ করিবে। যথা,—

গ্রহীতা করযোড়ে,—"ওঁ সাধু ভবানাস্তাং" ইত্যাদি বলিয়া "ওমদ্য অস্মৎ-সঙ্কল্পিতদত্তকপুত্রগ্রহণকর্ম্মাঙ্গভূতহোমকর্ম্মণি ব্রহ্মকর্ম্মকরণায় অমুকগোত্রং ইত্যাদি।" এই ক্রমে হোতা, তন্ত্রধার ও সদস্যবরণ (২য় কাণ্ড ৪৪ পৃ দেখ) করিবে। অতঃপর হোতা পঞ্চগব্য শোধন করিয়া স্থান অভ্যুক্ষণপূর্ব্বক পঞ্চঘটাদি স্থাপন করত গণেশ, শিবাদিপঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল, মৎস্যাদি দশাবতার, বিষ্ণু এবং লক্ষ্মীর পূজা করিয়া ভূতশুদ্ধ্যাদি করত প্রজাপতির পূজা করিবেন।

ধ্যান যথা,—"ওঁ ব্রহ্মা সৌম্যো ব্রতী কার্য্যো জটিলঃ পিঙ্গলোচনঃ। চতুর্ভুজশ্চতুর্ব্বক্ত্রো লম্বকূর্চ্চো মহোদরঃ॥ হংসারূঢ়ঃ শুক্লপটো যোগপট্টসমন্বিতঃ। চর্ম্মচ্ছদো রক্তবাসা শুক্লযজ্ঞোপবীতকঃ। অক্ষমালাস্রুবৌ স্যাতাং বামদক্ষিণহস্তয়োঃ॥ কমণ্ডলুস্রুচৌ চান্যৌ দর্ভাক্ষতঘটান্বিতে। স্কন্ধে কৃষ্ণাজিনং দেয়ং বস্ত্রং বা শোভনস্থিতং॥"

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন। অতঃপর স্বগৃহ্যোক্তবিধানে "প্রাগল্‌ভ" নামক অগ্নি স্থাপন করিয়া কুশণ্ডিকা সমাপনপূর্ব্বক নৈমিত্তিক মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন।

পরে শুক্লধান্য, মৎস্য, মধু, দধি, সিন্দুর, নূতন বস্ত্র, দূর্ব্বা, আতপতণ্ডুল ও ঘৃত সংগ্রহ করিবেন। তৎপর গ্রহীতা দেবতা, ব্রাহ্মণ ও জ্ঞাতিবর্গকে প্রণামপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করত রোমাঞ্চিতগাত্রে করপুটে নিম্ন লিখিত মন্ত্র সর্ব্বসমক্ষে পাঠ করিবে। যথা,—

"ওঁ পিতৃমন্ত্যোর্দ্দেবমন্ত্যোর্ম্মম জাতঃ সুতো ন হি। পত্নীপাপৈরাত্মপাপৈঃ কর্ম্মভিশ্চ বিশেষতঃ॥ এতৎ সর্ব্বং ন জানামি জানাতি ধর্ম্ম এব চ। সূক্ষ্মাসূক্ষ্মবিচারেণ কিমর্থং বঞ্চিতং ফলং॥ রক্ষণে পিতৃপিণ্ডেভ্যঃ স্বনামপরিরক্ষণে। গোত্রার্থঞ্চ করিষ্যামি সর্ব্বেষাং সাক্ষিসম্মতিং॥"

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া জ্ঞাতি, বন্ধু ও দ্বিজগণ "শুভং শুভং" ইহা বলিবেন।

অতঃপর দাতা উত্থিত হইয়া সকলকে প্রণামপূর্ব্বক বলিবে।—"ওঁ সর্ব্বে তে সাক্ষিণো ভূয়ো বদিষ্যামি পুনঃপুনঃ। ন জঞ্জালেন ন দুঃখেন রৌরবাগ্নিপ্রদণ্ডনাৎ॥ ন পোষণাক্ষমাচ্চৈব জ্ঞাতীনাং পরিপীডনাৎ। ন চাগ্নহেতুতো

বাপি কুর্ব্বেহং কর্ম্ম ঈদৃশং ॥ ধর্ম্মাগ্নিচন্দ্রসূর্য্যদেববিপ্রা অত্র সাক্ষিণো ভবন্তু ॥” পরে উভয়পক্ষীয় ব্যক্তিবর্গ বলিবেন,—“দাস্যসি, দাস্যসি, দাস্যসি।” দাতা—“দাস্যামি” ইহা তিনবার বলিলে, উভয়পক্ষীয় ব্যক্তিগণ “গৃহাণ” এইরূপ তিনবার বলিবেন।

অতঃপর উভয়পক্ষীয় ব্রাহ্মণ ও জ্ঞাতিবন্ধুগণ “তোমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা কর” ইহা বলিয়া দাতাকে তাহার স্ত্রীর নিকট প্রেরণ করিবেন। দাতার স্ত্রী স্ত্রীদিগকে সাক্ষী করিয়া “দাস্যামি” ইহা বলিয়া লেখনী-দণ্ড গ্রহণ করত পতির হস্তে দিয়া “দদস্ব ত্বং দদস্ব ত্বং দদস্ব ত্বং মদীয়োঽয়ং ন পুত্রঃ” ইহা বলিবে।

অনন্তর গুরু বা পুরোহিত পত্রিকা লিখিবেন। যথা,—

“স্বস্তি সকল মঙ্গলকৃ—

অমুকগোত্রাভ্যাং অমুকপ্রবরাভ্যাং অমুকী-অমুকাভ্যাং দম্পতিভ্যাং যুবাভ্যাং অমুকগোত্রৌ অমুক-প্রবরৌ অমুকী-অমুকৌ দম্পতী আবাং অমুকগোত্রস্য অমুকস্য প্রপৌত্রং, অমুকগোত্রস্য অমুকস্য পৌত্রং, অমুকগোত্রয়োঃ অমুকী-অমুকয়োরাবয়োঃ পুত্রমিমং দত্তকপুত্রত্বেন সম্প্রদদ্বহে।

নাস্মিন্ পুত্রে স্বত্বমস্তি ন বা পিণ্ডাধিকারিতা। ধর্ম্মেণাপি চ লিপ্তঃ স্যাৎ ধর্ম্মেণাপি লিপ্তকঃ। ক্রিয়াক্রিয়ায়াং লিপ্তো ন মদ্‌গোত্রে নাস্তি বান্ধবঃ। সুখদুঃখেন ন প্রাপ্তিরিতি সত্যং করোম্যহং ॥”

এই প্রকার লিখিয়া দাতার স্ত্রীর হস্তে প্রদান করিবেন। যদি দাতার স্ত্রী লিখিতে অশক্তা হন, তবে পত্রিকাতে তিনটী রেখা পাত করিয়া দিবেন, পতি নিজহস্তে তাহার নাম লিখিয়া দিবেন।

পুনরায় স্ত্রীগণ দাতার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিবেন,—“অন্যোঽপি তে পুত্রোঽস্তি কিমমুং দদাসি?”

হৃষ্টচিত্তে দাতার স্ত্রী বলিবে,—“অন্যোঽস্তি মে পুত্রকঃ হৃষ্টচিত্তপূর্ব্বকং দদামি অস্য নাস্তি পুত্রঃ।” পরে পতি ও পত্নী পুত্রের হস্তধারণ করত শালগ্রাম-শীলা, ব্রাহ্মণ ও অগ্নি-সমীপে মঙ্গলধ্বনিপূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিবে। যথা,—“অস্য গোত্রবর্দ্ধনায় পিণ্ডরক্ষণায় ধর্ম্মপালনায় দদামি সর্ব্বাসাং স্ত্রীণাং সাক্ষি-সম্ভবাঃ। ন লোভেন ন মোহেন ন ক্ষোভেণ ন ক্রোধেন নান্যহেতুনা।”

অতঃপর পত্নীর সহিত উপবেশন করিয়া জানুদ্বয়মধ্যে হস্ত স্থাপন করত প্রথমত পুত্র এবং পরে পত্রিকা গ্রহণ করিয়া গ্রহীতৃ-দম্পতির হস্তে জল দিবে।

পরে বালকের বাম হস্ত পতি ও দক্ষিণ হস্ত পত্নী ধারণ করিয়া গ্রহীতৃদম্পতির ক্রোড়ে পুত্র প্রদান করিবে। এই সময় দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগকে প্রণামপূর্ব্বক বাদ্যধ্বনি সহকারে মঙ্গলশব্দ করিবে। পরে, সকলকে মিষ্টান্ন প্রদান করিয়া একটী ব্রাহ্মণসাক্ষাতে পুত্র রক্ষা করিবে। তৎপর পিতৃঋণ ও মাতৃঋণ দিবে। যদি সহস্র মুদ্রা দান করে, তবে পুত্রত্ব ভাব নষ্ট হইয়া ভৃত্যত্ব ভাব জন্মে। শরীর-দক্ষিণার্থ স্বর্ণ, পঞ্চতত্ত্ব এবং প্রত্যঙ্গ পরিবর্ত্তনার্থ অন্যান্য দ্রব্য * দান করিবে।

স্বর্ণদান বাক্য।—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রৌ অমুকী-অমুকৌ দম্পতী আবাং অস্মদ্‌গ্রহীতব্যদত্তকপুত্রস্য শরীরদক্ষিণামিদং স্বর্ণৈকং অমুকগোত্রাভ্যাং অমুকী-অমুকাভ্যাং (দাতৃদম্পতির নাম) অস্মদ্‌গ্রহীতব্যদত্তকপুত্রজনকাভ্যাং যুবাভ্যাং সম্প্রদদ্বহে।" বলিয়া পুত্রজনক-জননীহস্তে দিবে। তাহারা উভয়ে "স্বস্তি" বলিয়া গ্রহণ করিবে।

পঞ্চতত্ত্বদান বাক্য,—"অদ্যেত্যাদি অস্মদ্‌গ্রহীতব্যদত্তকপুত্র-শরীরগত-মেদস্তেজোবায়ুনভোবরুণার্থানি মেদিন্যাগ্নিব্যজনঘটজলানি অমুকগোত্রাভ্যাং ইত্যাদি"। প্রত্যঙ্গপরিবর্ত্তনার্থদান বাক্য,—"অদ্যেত্যাদি অস্মদ্‌গ্রহীতব্যদত্তকপুত্রনেত্র-কেশনখ-দন্ত-নাসা-চর্ম্ম-কর্ণ-বক্ত্র-হস্ত-পদ-মাংস-প্রত্যঙ্গ-শরীর-পরিবর্ত্তনে দর্পণ-চামর-রৌপ্যপাত্র-মৌক্তিক-গন্ধক-রক্তবস্ত্র-শঙ্খ-বস্ত্রাস্ত্রপাদুকাপূর্ণকুম্ভান্ অমুকগোত্রাভ্যাং অমুকী-অমুকাভ্যাং যুবাভ্যাং আবাং সম্প্রদদ্বহে।"

উক্তপ্রকারে সমস্ত দ্রব্য দান করিয়া দাতৃ-দম্পতির হস্তে প্রত্যেক দ্রব্য দিবে। তাহারা উভয়ে সর্ব্বত্র "স্বস্তি" বলিয়া গ্রহণ করিবে।

* স্বর্ণৈকং দক্ষিণাং দদ্যাদ্দদ্যাচ্চ পঞ্চতত্ত্বকং। মেদোহর্থে মেদিনীং দদ্যাত্তেজোহর্থে বহ্নিমেব চ॥ বাতার্থে ব্যজনং দদ্যান্নভোহর্থে ঘটমেব চ। বরুণার্থে জলং দদ্যাত্তানি তত্ত্বানি পঞ্চ চ॥ ইতি পঞ্চতত্ত্বানি॥ * ॥ নেত্রার্থে দর্পণং দদ্যাৎ কেশার্থে চামরং তথা। নখার্থে রৌপ্যপাত্রঞ্চ দন্তার্থে মৌক্তিকং তথা॥ নাসার্থে গন্ধকং দদ্যাচ্চর্ম্মার্থে রক্তবস্ত্রকং। কর্ণার্থে শঙ্খকং দদ্যাদ্বক্ত্রার্থে বস্ত্রকং দদেৎ॥ হস্তার্থে অস্ত্রকঞ্চৈব পাদার্থে পাদুকাং তথা। মাংসার্থে মৃত্তিকাং দদ্যাৎ সর্ব্বার্থে পূর্ণকুম্ভকং॥ ইতি প্রত্যঙ্গপরিবর্ত্তনদ্রব্যাণি।

দক্ষিণার্থ স্বর্ণ, মেদোহর্থে মেদিনী, তেজোহর্থে বহ্নি, বাতার্থে ব্যজন, নভোহর্থে ঘট ও বরুণার্থে জল, এই পঞ্চতত্ত্ব এবং নেত্রার্থে দর্পণ, কেশার্থে চামর, নখার্থে রৌপ্যপাত্র, দন্তার্থে মুক্তা, নাসিকার জন্য গন্ধক, চর্ম্মজন্য রক্তবস্ত্র, কর্ণ নিমিত্ত শঙ্খ, মুখের জন্য বস্ত্র, হস্তনিমিত্ত অস্ত্র, পাদজন্য পাদুকা, মাংসজন্য মৃত্তিকা ও সর্ব্বার্থে পূর্ণকুম্ভ প্রদান করিবে।

অতঃপর বালকের পিতা তিলকুশযুক্ত জল গ্রহণ করত পত্রিকায় লিখিতবৎ বাক্য করিয়া পুত্রদান করিবে। পরে দান দক্ষিণার্থ কিঞ্চিৎ স্বর্ণদান করিবে।

অনন্তর গ্রহীতার হস্তপরিমিত স্থণ্ডিল করিয়া প্রজাপতি-যজ্ঞ করিবে। তদর্থে বরদনামা অগ্নির নামকরণ, আবাহন ও পূজা করিয়া সংকল্প করিবে। যথা,—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রৌ অমুকী-অমুকৌ দত্তকপুত্রত্বেন ভবন্তমাবাং বৃণীবহে" এইপ্রকার সংকল্প করিয়া দত্তক পুত্রের গাত্রে পুষ্প দিবে। পরে তিল কুশ জল পঞ্চগব্য পঞ্চামৃত সংযুক্ত পাত্র গ্রহণ করিয়া "অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ অমুকঃ সপত্নীকো ধর্ম্মার্থকামমোক্ষফল সিদ্ধিপ্রয়োজনক-পুত্রকামো দত্তকপুত্র-গ্রহণকর্ম্মাঙ্গভূতং প্রজাপতিযজ্ঞমহং করিষ্যে।" এইরূপ সংকল্প করিয়া হোতৃবরণ করিবে। পরে হোতা প্রজাপতি-যজ্ঞ করিবেন।

অতঃপর অগ্নির উত্তরদিকে পঞ্চবিংশতি (২৫) অশ্বত্থপল্লবোপরি বালককে উপবেশন করাইয়া কেশবন্ধন ও ভূর্বাদি বর্জ্জন পূর্ব্বক হরিদ্রাক্ত বস্ত্র পরিধান করাইবে। সম্মুখে দধ্যাদি মাঙ্গলিক দ্রব্যযুক্ত পূর্ণকুম্ভ স্থাপন করত পঞ্চবিংশতি কুশপত্র দ্বারা বিষ্টর নির্ম্মাণ করিয়া অভিষেক করিবে। তদর্থে সাবর্ণ, শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, ভরদ্বাজ ও বাৎস্য গোত্রীয় পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনয়নপূর্ব্বক তাঁহা-দিগকে বরণ করিয়া শাণ্ডিল্যকে বিষ্টর, সাবর্ণকে ঔডুম্বর, কাশ্যপকে পুষ্প, ভর-দ্বাজকে অশ্বত্থ সমিধ্ এবং বাৎস্যকে দূর্ব্বা দিবে; তাঁহারা সঙ্কল্পপূর্ব্বক উক্ত দ্রব্য সংযোগে কুম্ভস্থ জলদ্বারা অভিষেক করিবেন। যথা,—

"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ সপত্নিকঃ অমুকঃ সাবর্ণ-শাণ্ডিল্য-কাশ্যপ-ভরদ্বাজ-বাৎস্যপঞ্চগোত্রৈর্ব্রাহ্মণৈঃ ধর্ম্মাধর্ম্মসমাখ্যাতো হং হং যং রং লং বং শং প্রাণান্ শুদ্ধয়ামি স্বাহা। শ্রীং শ্রীং শাং শীং শূং শৈং শৌং শঃ বীজং শুদ্ধয়ামি দেহং পবিত্রয় পবিত্রয় নানাকুলোদ্ভববিকারদোষজাতঃ পরান্নভক্ষণাৎ পর-রমণীক্রোড়সংস্থিতত্বাৎ পরগর্ভজাতোঽসি যস্যাঃ স্তনপানং কৃত্বা যস্যা যোন্যাণী-তোসি তস্যাঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বাণি ছিন্ধি ছিন্ধি দংশয় দংশয় নাশয় নাশয় অস্মৎ-কুলোদ্ভব মদীয় পুত্রস্ত্বমসি মম রমণ্যা যয়া জাতোঽসি পরশুক্রে যো জাত-স্তস্মিন্ সর্ব্বং চূর্ণয় চূর্ণয় সর্ব্বং নিপাতয় নিপাতয় যস্য রুধিরাচ্ছরীরং মেদো জাতং তৎসর্ব্বং শোষয় শোষয় অস্মাকং শুক্রস্পর্শনাদস্থি যাতু যাতু ময়া রমণী ঋতুরক্ষিতঃ তৎসলিলে সলিলং যাতু যাতু পূর্ব্বগর্ভসলিলং শোষয় শোষয় ওঁ চাং চীং চূং চৈং চৌং চঃ চন্দ্রার্থে চন্দ্রো জাতশ্চন্দ্রপ্রজশ্চন্দ্রোদ্ভবো যশ্চন্দ্রঃ স চন্দ্রঃ অহং দদানি অস্মাকং পুত্রস্ত্বং ভূয়া ভূয়া মদীয় পিতৃন্ সর্ব্বান্ যানয়

মানয় যান্ত যান্ত বর্দ্ধয় বর্দ্ধয় কামান্ ক্রোধান্ কাং কীং কূং কৈং কৌং কঃ কামাৎ ক্রোধাৎ কুবুদ্ধি কুকর্ম্ম কুক্রিয়া কুলাচারহীন কৃপণদোষবিবর্জ্জিত-কদাচারাংস্ত্যজ ত্যজ নিষ্কামঃ কামভূয় কস্মাজ্জাতঃ ক উদ্ভবঃ কস্মিন্ কুলে কুলাশ্রয়ঃ হুং হুং স্বাহা গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা স্ত্রীহত্যা স্বমাতৃগমনে গুরুপত্নী-লঙ্ঘনে সীমালঙ্ঘনে মিথ্যাবাক্যকথনে জ্ঞাতিনিন্দা জ্ঞাতিহিংসা জ্ঞাতিবাদকরস্য চ দ্বিজহিংসা দ্বিজনিন্দা দ্বিজবাদকরস্য গুরুনিন্দা গুরুহিংসা স্ত্রীনিন্দা চ স্ত্রীতাড়নং পিতুর্ম্মাতুশ্চ সেবয়া ধর্ম্মতঃ ক্ষুৎপরীরক্ষণীয়া পরদারানুগ্রহরতো হস্তং দগ্ধং ন করোষি মিথ্যাবাক্যং ন শৃণোষি মিথ্যাসাক্ষ্যং ন দদাসি জিহ্বাং দগ্ধাং ন করোষি অপজাত্যন্নং ন গৃহ্লাসি পাদবিক্ষেপণং পরসীমায়াং নাস্তি অন্যদত্তবৃত্তৌ নাস্তি বিপ্রস্য পাদ-বিক্ষেপঃ। দ্বিজগুরুবিপ্রস্য মধ্যে ন গময় পরপত্নীং ন সেবয় দেহং তত্র মগ্নয় কুকর্ম্ম ন কৃতং স্যাৎ কুলং দগ্ধং ন কারয় কঠোরাং বাণীং ন বদ বিপ্রান্ বান্ধবান্ দরিদ্রান্ শরণাগতান্ ন ত্যজ স্বজায়াং ন ত্যজ ধনলোভেন পরান্ ন নষ্টয় নীচসং-সর্গং ন কারয় ন কারয় ন দ্বিভার্য্যাং ন কারয় কারয় সভায়াং ন পক্ষাপক্ষং দ্বিজেনাপি হতাদরং মা হিংসাং প্রাণিবধায় যজ্ঞং বিনা পিতৃকর্ম্ম ন কুর্য্যাঃ পরধনেন মূর্খৈঃ সহ নাস্তি প্রেমাপ্রিয়তোষিতা নৈকাসনা নৈকগৃহা গুর্ব্বিণী নাপি লঙ্ঘিতা পিত্রাজ্ঞাবিবর্জ্জিতা যবনী ন স্পৃশ্যা স্বপাকাদিনা কারয়িতব্যাঃ তস্করাণাং ন সঙ্গী স্যাৎ পরদ্রব্যে ন স্পৃহা ন বা দ্বিজধনেন ন্যূনেন বাধিকা ন বা ক্রোধাদিকবশঃ স্বল্পনিদ্রা সমুচিতা ন দিবা ন সন্ধ্যায়াং ন স্ত্রিয়া বশো গোপ্যবাণী বয়োধিকা নারী ন রম্যতাং মে সকলেন সমতা যস্য তস্য পঙ্ক্তৌ ন ভক্ষয় নদ্যাং নাস্তি পাদবিক্ষেপঃ মাদকদ্রব্যং ন ভক্ষয় গুরু-দ্বিজ-পিতৃ-মাতৃ-ভক্তিতাস্বদীষ্টং-সঞ্চিন্তনীয়ং জিহ্বায়াং নামজনীয়ং করে মালা ভ্রমণীয়া স্মরণাৎ দ্বিজাদর-পিতৃতর্পণং পূজনমেব ন করিণকর্ম্মকরণৈর্ন তাড়নৈঃ। পরবিত্তং ন হারয়েৎ পুষ্পং বিনা পরনিন্দাং ন শ্রবণীয়া ন করণীয়া মিত্রকান্তা পর-কান্তা চ বিলোকনীয়া শ্বশুরালয়ে ন বহুকালং স্থাতব্যং দুঃখে মিত্রালয়ে ন গন্তব্যং বিদ্যয়া স্ববিদ্যা পরিরক্ষণীয়া বিদ্যাবিদেশগামিনী বিদ্যাং সমাশ্রয় বহুদূরং ন গন্তব্যং তীর্থং বিনা শত্রৌ মিত্রে ন সমতা শত্রুর্ভূতলে যমং বিনা ইত্থং ভাবয়িত্বা তদ্‌যজ্ঞং করোতি।

কামাৎ ক্রোধাৎ মোহাৎ সর্ব্বং সমুদ্ভবতি ন ধৈর্য্যমেতি হুং হুং ফট্ স্বাহা। ইত্থং জন্মপূর্ব্বং জন্মপ্রপূর্ব্বং জন্মপরং জন্মপরাপরজন্ম যৎ পাপমকার্ষীঃ

কিং কর্ম্ম গ্রহবৈলক্ষণ্যাৎ যৎ কৃতোঽসি তৎ পাপং হন হন পচ পচ দহ দহ নাশয় নাশয় জনকপাপং জননীপাপং ভৃত্যানাং পাপং বৃষলীপাপং বান্ধব-পাপং স্ত্রিয়াঃ পাপং সুতস্যাপি পাপং গ্রামিণস্যাপি পাপং কুলস্যাপি তথা পাপানি সর্ব্বাণি নাশয় নাশয় রোগান্ কর্ম্মজ-পাপজ-বৈদিক-লৌকিক-ভৌতিক-পৈশাচিক-বাতিক-পৈত্তিক-শ্লৈষ্মিক-কায়িক-নাড়ীমাংস-চর্ম্মাস্থিভেদিনো রোগান্ দেবমন্যুতঃ পিতৃমন্যুতঃ জ্ঞাতিমন্যুতঃ বিপ্রমন্যুতঃ স্ত্রীমন্যুতঃ রাশিনক্ষত্রজনিতানি সর্ব্বাণি হন হন আয়ুষ্মান্ বলবান্ যশঃ শ্রী-বুদ্ধি-মেধা-তুষ্টি-পুষ্টি-বিদ্যা-জয়যুক্তোঽসি জনাদরৈ-র্ধনবর্দ্ধনায় পতির্ভব যজ্ঞপতির্ভব ক্ষিতিপতি র্ভব বাণীকণ্ঠসমাশ্রিতা হৃদিস্থা গৃহে লক্ষ্মীঃ। উদরে চ উমা পাতু জিহ্বাং পাতু জনার্দ্দনঃ। কপোলে চেশ্বরঃ পাতু পৃষ্ঠে চ পর্ব্বতেশ্বরঃ। বাহূ পাতু বাসুদেবঃ কন্দর্পঃ পাতু শিশ্নকং। জানু নারায়ণঃ পাতু গুহ্যে পাতু প্রজাপতিঃ। পাদয়োঃ পৃথিবী পাতু সর্ব্বাঙ্গে পিতরস্তথা॥"*

অনন্তর পঞ্চামৃত, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্য, পঞ্চগন্ধ ও পঞ্চপুষ্পদ্বারা পঞ্চ বিপ্র গায়ত্রী পাঠপূর্ব্বক মস্তক হইতে পাদপর্য্যন্ত তিনবার মার্জ্জনা করিবেন।

পুনরপি "ওঁ বজ্রেনাপি ন ভেদঃ সাচ্ছলেনাপি ন তাড়নং। দাত্রেণাপি ন ভেদঃ স্যাৎ খড়্গেনাপি ন তাড়নং। তাড়নং মুদ্গরেণাপি পাশেনাপি ন বন্ধনং। কর্ম্মপাশৈর্ন বন্ধঃ স্যাৎ পশুপাশৈর্ন নিগ্রহঃ। পাপমুক্তো ভব স্বস্থো জয়ী ভব সুনিশ্চিতং। দীর্ঘায়ুর্ভব সংপূর্ণোঽদুহিত্রা চ সুতেন চ। অকালে নাপি মৃত্যুঃ স্যান্নাপমৃত্যুশ্চ কর্হিচিৎ। পূর্ব্বাজ্ঞা কুলধর্ম্মঃ স্যাদ্ যজ্ঞ জায়া কুলবর্দ্ধিনং। কান্তা ভবতু সাধ্ব্যস্তু ন হি বিশ্বাসঘাতিকা। পতিসেবানিযুক্তা যা তৎকান্তা মুক্তিরূপিণী। দেবকার্য্যে পিতৃকার্য্যে তীর্থে চ মতিমান্ ভব। মহে-শ্বরশ্চ বিষ্ণুশ্চ ব্রহ্মা চ পার্ব্বতী তথা। সাবিত্রী চাহোরাত্রঞ্চ চন্দ্রার্কাবগ্নিবারুণৌ। তে সর্ব্বে তব রক্ষন্তু সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ব্ববৎ গাত্রে হস্তামর্ষণ করিয়া ব্রাহ্মণগণ আশীর্ব্বাদ প্রদান করিবেন।

অতঃপর ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা দিয়া পূর্ণাহুতি প্রদান করিবে। পরে নৃত্যগীত বাদ্যাদিদ্বারা মঙ্গল কার্য্য করিয়া বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিবে। তৎপর নাপিত-দ্বারা বালকের ক্ষৌরকার্য্যাদি করাইয়া পুনর্ব্বার স্নান করাইবে এবং অলঙ্কার ও রক্তবস্ত্রাদি পরিধান করাইয়া বামহস্তে স্ত্রীকে ধারণ করিয়া দক্ষিণহস্ত স্ত্রীর

* ইতি তে কথিতং কান্ত পুত্রাভিষেকলক্ষণং। ইত্থঞ্চ কৃতমাত্রেণ পুত্রত্বঞ্চ সুনিশ্চিতং॥ অভিষেকবিহীনশ্চ যঃ পুত্রঃ পুত্রসংজ্ঞকঃ। ন তৎ পুত্রস্য পুত্রত্বং সত্যং সত্যং হি পার্ব্বতি॥

উদরে প্রদান করিয়া "ওঁ ক্রীং ক্রীং শ্রীং শ্রীং হ্রী হ্রীং হুং হুং ফট্। ওঁ গর্ভং দেখি সিনীবালী গর্ভং দেহি সরস্বতী। গর্ভং ধেহি মহেশশ্চ গর্ভং ধেহি প্রজাপতিঃ। গর্ভং ধেহি চ মে দেবঃ সনোবর্ম্মঃ সনাতনঃ। ধর্ম্মাধর্ম্ম হবির্দীপ্ত আত্মাগৌ মনসা শ্রুচা। সুষুম্না বর্ত্মনা নিত্যমক্ষবৃত্তির্জুহোম্যহং।" এই মন্ত্র পাঠ করত পত্নীর হস্তে বালককে দিবে। পত্নী পতিকে প্রণাম পূর্ব্বক সমস্ত দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার করিবে। পরে পতি বক্ষ্যমাণ মন্ত্রপাঠ করিবে। "অদ্য মে সফলং জন্ম পশ্যামি পুত্রবক্ত্রকং। নিস্তারঃ পিতৃকর্ম্মভ্যো নিস্তারঃ স্ত্রীঋণাত্তথা। সর্ব্বং সংপূর্ণং পুত্রেঽস্মিন্ যথাধর্ম্মং কুরুষ মে।"

অতঃপর পিতা দানাদি বিতরণ করত পিতৃনামপূর্ব্বাক্ষর দ্বারা বালকের নামকরণ করিবে। পরে পিতা স্বর্ণ ও ভূমি দান করিবে। মাতা স্তনদান ও বান্ধবগণ হৃষ্টচিত্তে ধনদ্বারা আশীর্ব্বাদ করিবেন। তৎপর স্ত্রীগণ বালকের মাতাকে "কিং নাম তব পুত্রস্য মুখং পশ্যামি দেহি মে" ইহা তিনবার বলিয়া কেহ মুখচুম্বন, কেহবা ক্রোড়ে আনয়ন করিবেন।

অতঃপর দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবেন। অনন্তর কুমারের পিতা বালক ও জ্ঞাতিগণ সহ ও মাতা স্ত্রীগণসহ নানাবিধ সুস্বাদু দ্রব্য ভোজন করিবে।

দত্তকপুত্র গ্রহণ বিধি সমাপ্ত।

দানসাগর বিধি।

প্রথমত আচমন পূর্ব্বক "ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়াগঙ্গাপ্রভাসপুষ্করাণি চ। তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি দানকালে ভবন্ত্বিহ।" ইহা পাঠ করিয়া ভূমির অর্চ্চনা করিবে। যথা,—

"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সাচ্ছাদনতৈজসাধারসশস্যাপ্রিয়দত্তবস্তুমীভ্যো নমঃ" বলিয়া তিনবার অর্চ্চনা করিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতৎসম্প্রদানব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ" বলিয়া পূজা করত কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক পাঠ করিবে।—"ওঁ পৃথিবী বৈষ্ণবী প্রোক্তা পৃথিবী বিষ্ণুপূজিতা। পৃথিব্যাস্ত প্রদানেন প্রীয়তাং মে জনার্দ্দনঃ।"

পরে কুশজলদ্বারা ভূমি প্রোক্ষণ করিয়া বামহস্ত দ্বারা অর্চ্চিত দ্রব্য ধারণ করত দক্ষিণ হস্তে কুশতিলযুক্ত জল গ্রহণপূর্ব্বক "বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য

অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণোহশৌচান্তাদ্বিতীয়েহহ্নি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ স্বর্গকামস্তাঃ সাচ্ছাদনসশস্যাপ্রিয়দত্তা ভূমীঃ বিষ্ণুদেবতাকাঃ যথাসম্ভবগোত্রনামভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যোহহং দদানি।" বলিয়া দক্ষিণ হস্তস্থ জল ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে।

দক্ষিণা,—"অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎ সাচ্ছাদনসশস্যাপ্রিয়দত্তভূমিদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণাকাঞ্চনমূল্যেতান্ কপর্দ্দকান্ যথাসম্ভবগোত্রনামভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যোহহং দদানি।" পরে অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে।

আসন।—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সাচ্ছাদনদার্ব্বাসনেভ্যো নমঃ" বলিয়া অর্চ্চনা করত পূর্ব্ববৎ বিষ্ণু ও সম্প্রদান ব্রাহ্মণের অর্চ্চনা করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে।—"ওঁ আসনং সর্ব্বলোকানাং পরমং সুখসাধনং। তাম্রং রৌপ্যং কাঞ্চনঞ্চ শ্রেষ্ঠং শ্রেষ্ঠতরং শুভং॥" পরে বাক্য করিয়া উৎসর্গ করিবে।—"অদ্যেত্যাদি ইমানি সাচ্ছাদনদার্ব্বাসনানি বিষ্ণুদেবতানি যথাসম্ভব" ইত্যাদি। অতঃপর দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে।

সমস্ত দ্রব্যই পূর্ব্ববৎ অর্চ্চনা করিয়া উৎসর্গ করিতে হইবে। অর্চ্চনায় এবং উৎসর্গ বাক্যে দানীয় দ্রব্যের নাম উল্লেখ ব্যতীত আর সমস্তই একপ্রকার জানিবে, সুতরাং তাঁহা আর বার বার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। কেবল উৎসর্গের পূর্ব্বে কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক যে প্রার্থনা মন্ত্রটী পাঠ করিতে হইবে, অতঃপর তাহাই লিখিত হইতেছে,—

জল।—"ওঁ পানীয়ং প্রাণিনঃ প্রাণাঃ পানীয়ং পাবনং মহৎ। পানীয়স্য প্রদানেন বরুণঃ প্রীয়তাং মম"॥ ৩॥

বস্ত্র।—"ওঁ দেবতানামৃষীণাঞ্চ পিতৄণাং যৎ পিধানকং। পাবনং পরমং লোকে শোধনং বসনং মহৎ" ॥ ৪॥

দীপ।—"ওঁ জ্ঞানচক্ষুঃপ্রদো নিত্যঃ অন্ধকারবিভেদকঃ। তস্মাদ্দীপশ্চ ভগবান্ প্রীয়তাং মে হুতাশনঃ" ॥৫॥

অন্ন।—"ওঁ অন্নে প্রতিষ্ঠিতা দেবা অন্নমোজস্করং পরং। তস্মাদন্নপ্রদানেন প্রীয়তাং মে প্রজাপতিঃ" ॥৬॥

তাম্বূল।—"ওঁ রসাঢ্যং সর্ব্বলোকানাং মঙ্গল্যং সুখসাধনং। তাম্বূলং দেবতানাঞ্চ পরমং প্রীতিকারকং" ॥ ৭॥

ছত্র।—"ওঁ নমদাপ্রদানার্থং স্বর্গৌনৈর্ব্বিনির্ম্মিতং। সর্ব্ববর্ষাতপক্লেশনাশনং ছত্রমুত্তমং" ॥ ৮॥

গন্ধ।—"ওঁ গন্ধৈ দুর্গন্ধিতরণো মাঙ্গল্যঞ্চ মহাত্মনাং। দেবতানাং প্রিয়ো যস্মাত্তস্মাৎ গন্ধঃ প্রসীদতু" ॥ ৯ ॥

মাল্য।—"ওঁ দেবৈর্য্যস্মাচ্ছিরোধার্য্যং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদিভিঃ। লক্ষ্মীর্ব্বসতি পুষ্পেষু লক্ষ্মীর্ব্বসতি পুষ্করে" ॥ ১০ ॥

ফল।—ওঁ প্রাণিনামুপকারার্থং পঞ্চভূতানি নির্ম্মযে। এতানি ফলরূপেণ প্রাণিনাং প্রাণধরাণি হি ॥" ১১ ॥

শয্যা—"ওঁ যস্মাৎ শয্যা শয়নীয়ং কেশবস্য শিবস্য চ। শয্যাঃ সমাপ্য পুণ্যাস্তু শয্যাবৈ জন্ম জন্মনি ॥" ১২ ॥

পাদুকা।—"ওঁ পাদুকে সর্ব্বলোকানাং পাদসম্বাহনায় চ। দেবানাং প্রীণনার্থায় বিশ্বকর্ম্মা বিনির্ম্মিতা ॥" ১৩ ॥

গো—"ওঁ যা লক্ষ্মীঃ সর্ব্বভূতানাং যা চ দেবেষ্ববস্থিতা। ধেনুরূপেণ সা দেবী মম শান্তিং প্রযচ্ছতু ॥ ওঁ দেবস্য যা চ রুদ্রাণী শঙ্করস্য চ যা প্রিয়া। ধেনুরূপেণ সা দেবী মম শান্তিং প্রযচ্ছতু ॥ ওঁ বিষ্ণোর্ব্বক্ষসি যা লক্ষ্মী যা লক্ষ্মীর্ধনদস্য চ। যা লক্ষ্মীর্লোকপালানাং সা ধেনুর্ব্বরদাস্তু মে ॥ ওঁ চতুর্ম্মুখস্য যা লক্ষ্মীঃ স্বাহা যা চ বিভাবসোঃ। চন্দ্রার্কশক্রশক্তির্যা ধেনুরূপাস্তু সা শ্রিয়ে। ওঁ স্বধা ত্বং পিতৃমুখ্যানাং স্বাহা ক্রতুভুজাং যতঃ। সর্ব্বপাপহরা ধেনুস্তস্মাচ্ছান্তিং প্রযচ্ছ মে ॥ ওঁ সর্ব্বদেবময়ীং দেবীং সর্ব্বদেবময়ীং তথা। সর্ব্বলোকনিমিত্তায় সর্ব্বপাপক্ষয়ায় চ ॥ সর্ব্বধর্ম্মপ্রদাং নিত্যাং সর্ব্বলোকনমস্কৃতাং। প্রযচ্ছামি মহাভাগামক্ষয়ায় শুভায় তাং" ॥ ১৪ ॥

কাঞ্চন।—"ওঁ সুবর্ণং পরমং দানং সুবর্ণং দক্ষিণাপরং। এতৎ পবিত্রং পরমমেতৎ স্বস্ত্যয়নং বৃহৎ ॥ হিরণ্যসর্ব্বসর্ব্বস্থং হেমবীজং বিভাবসোঃ। অনন্তপুণ্যং ফলদং তস্মাচ্ছান্তিং প্রযচ্ছতু" ॥ ১৫ ॥

রজত।—"ওঁ দশনং বর্দ্ধকং যস্মাৎ মুনীনাঞ্চ সদা প্রিয়ং। তস্মাৎ রজতদানেন প্রীয়ন্তাং পিতরো মম" ॥ ১৬ ॥

অতঃপর বিশিষ্টরূপে ভোজ্য দান করিবে। যোড়শদানের পর বিলক্ষণা শয্যা দান করিবে।

বিলক্ষণা শয্যাদান বিধি। *

প্রথমত ব্রাহ্মণ দম্পতিকে বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা ভূষিত করিয়া "এতৎ পাদ্যং ওঁ দ্বিজদম্পতিভ্যাং যুবাভ্যাং নমঃ" এইক্রমে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে।

পরে "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সাচ্ছাদনফলবস্ত্রসমন্বিতকাঞ্চনপুরুষযুতবিলক্ষণ-শয্যায়ৈ নমঃ।" বলিয়া তিনবার শয্যার অর্চ্চনা করত বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে অমুকগোত্রাভ্যাং শ্রীঅমুকীদেবী-অমুকদেবশর্ম্মভ্যাং দ্বিজ-দম্পতিভ্যাং যুবাভ্যাং নমঃ" বলিয়া দ্বিজ দম্পতির অর্চ্চনা করিবে। পরে নিম্নলিখিতরূপ বাক্য করিয়া শয্যা উৎসর্গ করিবে। যথা,—

"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণোঽশৌচান্তাদ্বিতীয়েঽহ্নি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ স্বর্গকাম ইমামর্চ্চিতাং বিষ্ণুদেবতাকাং সাচ্ছাদনফলবস্ত্রসমন্বিতকাঞ্চনপুরুষযুতবিলক্ষণশয্যাং অমুকগোত্রাভ্যাং দ্বিজ-দম্পতিভ্যাং যুবাভ্যাং অহং সম্প্রদদে।"

পরে দক্ষিণা করিবে।—"অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎ সাচ্ছাদনফলবস্ত্রসমন্বিত-কাঞ্চনপুরুষযুতবিলক্ষণশয্যাদানকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণাং কাঞ্চনমূল্যমিদং রজতখণ্ডং অমুকগোত্রাভ্যাং শ্রীঅমুকদেবী-শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মভ্যাং দ্বিজদম্পতিভ্যাং যুবাভ্যাং অহং সম্প্রদদে।"

অতঃপর দ্বিজদম্পতি শয্যায় আরোহণ করিয়া কৌতুকাদি করিবেন। পরে অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্য প্রশমন করিবে।

তোরণ পূজা

পূর্ব্বদ্বারে মণ্ডপ হইতে এক হস্ত মাত্র দূরে উত্তরমুখ হইয়া "ওঁ স্যোনা পৃথিবী নো ভবানৃক্ষরা নিবেসিনী যচ্ছানঃ শর্ম্ম স প্রথা।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পঞ্চহস্ত প্রমাণ অশ্বত্থ শাখা অধোমূল করত উত্তরদিকের গর্ত্তে একহস্ত পরিমাণ পুতিবে। অপর আর একটী শাখা গ্রহণ করিয়া দুইহস্ত প্রমাণ দক্ষিণে অপর গর্ত্তে উক্তক্রমে নিখাত করিবে। তৎপর সার্দ্ধদ্বিহস্ত প্রমাণ অপর

---

* অশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি শয্যাং দদ্যাদ্বিলক্ষণাং। কাঞ্চনং পুরুষং তদ্বৎ ফলবস্ত্রসমন্বিতং ॥ সংপূজ্য দ্বিজদম্পত্যো নানাভরণভূষণৈঃ। বৃষোৎসর্গশ্চ কর্ত্তব্যো দেয়া চ কপিলা শুভা ॥ উপবেশ্য চ শয্যায়াং মধুপর্কং ততো বদেৎ ॥ ইতি মৎস্যপুরাণে।

একটী বক্রশাখা স্তম্ভদ্বয়ের উপর স্থাপন করিবে। মন্ত্র একবারই পাঠ করিবে। তৎপর তোরণ বস্ত্রযুগ্মদ্বারা বেষ্টিত করিয়া দর্ভপিঞ্জলী ও পুষ্পমাল্যদ্বারা বিভূষিত করিবে এবং স্তম্ভদ্বয় মূলে আম্রপল্লবান্বিত দধ্যক্ষত চন্দন পুষ্পমাল্য যুক্ত বস্ত্রাচ্ছাদিত সপ্রদীপ একশরাযবযুক্ত কুম্ভদ্বয় "ওঁ আজিঘ্র কলসং" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া "ওঁ হুঁ ফট্" বলিয়া স্থাপন করিবে। বক্রাকৃতি শাখার মধ্যভাগে একটী ছিদ্র করিয়া তাহাতে ষড়ঙ্গুল প্রমাণ দারুময় বা লৌহময় সুদর্শন চক্র স্থাপন করিবে। এই ক্রমে দক্ষিণে যজ্ঞডুমুর শাখা, পশ্চিমে বটশাখা এবং উত্তরে পাকুড় শাখা দ্বারা তোরণ নির্ম্মাণ করিবে। পরে আচারক্রমে আম্রপল্লবযুক্ত কুশ দ্বিগুণীকৃত রজ্জু দ্বারা তোরণ বেষ্টন করিতে হইবে।

অতঃপর পূর্ব্বতোরণে "ওঁ অগ্নিমীলে" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া "ওঁ সুশোভন তোরণ ইহাবহ ইহাবহ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ" বলিয়া আবাহন করত "ওঁ সুশোভনায় তোরণায় নমঃ" এই মন্ত্রে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে।

দক্ষিণ তোরণে।—ওঁ ইষে ত্বোর্জ্জেত্বা" ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া "ওঁ সুভদ্র-তোরণ ইহাবহ" ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করিয়া "ওঁ সুভদ্রায় তোরণায় নমঃ" মন্ত্রে পূর্ব্ববৎ পূজা করিবে।

পশ্চিম তোরণে—"ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া "ওঁ সুকর্ম্মতোরণ ইহাবহ" ইত্যাদি ক্রমে। আবাহন করিয়া "ওঁ সুকর্ম্মতোরণায় নমঃ" মন্ত্রে পূর্ব্ববৎ পূজা করিবে।

উত্তর তোরণে।—"ওঁ শন্নো দেবী" ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া "ওঁ সুহোত্রতোরণ ইহাবহ" ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করিয়া "ওঁ সুহোত্রতোরণায় নমঃ" এই মন্ত্রে পূর্ব্ববৎ পূজা করিবে। *

তোরণ বৃষোৎসর্গে তোরণের পূজা করিতে হয়, ইহাই বিশেষ।

তোরণপূজা সমাপ্তা।

* তোরণ প্রমাণ। অশ্বত্থোডুম্বরশ্চৈব ন্যগ্রোধঃ প্লক্ষ এব চ। তোরণার্থে তু কথিতাঃ পূর্ব্বাদিষু যথাক্রমং॥ হয়শীর্ষে। সুশোভনং ভবেৎ পূর্ব্বে সুভদ্রং দক্ষিণে তথা। সুকর্ম্মা পশ্চিমে জ্ঞেয়ঃ সুহোত্রস্ত তথোত্তরে। অগ্নিমীলেতি মন্ত্রেণ প্রথমং পূর্ব্বতো ন্যসেৎ। ইষে ত্বোর্জ্জেত্বেতি মন্ত্রেণ দক্ষিণস্যাং দ্বিতী-

ব্যবস্থা সংগ্রহ।

রাত্রি, সন্ধ্যা ও রাক্ষসী বেলা প্রভৃতি পর্য্যুদস্ত কাল (যাহাতে কার্য্য করিলে ফল বা প্রত্যবায় কিছুই হয় না) ভিন্ন অন্য সময় কর্ম্মযোগ্য, কিন্তু পূর্ব্বাহ্লাদি মুখ্য কাল লাভ হইলে তাহাতেই কার্য্য করিবে।

দিনমানকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া প্রথম ভাগ পূর্ব্বাহ্ণ, দেবপূজাদিতে প্রশস্ত, দ্বিতীয় ভাগ (মধ্যভাগ) মধ্যাহ্ণ, ভোজনাদিতে প্রশস্ত এবং অপর ভাগ অপরাহ্ণ পার্ব্বণাদি শ্রাদ্ধকার্য্যে প্রশস্ত জানিবে।

প্রতিপদ।—শুক্লা প্রতিপৎ যুগ্মহেতুক অমাবস্যা যুক্তই গ্রহণ করিবে এবং কৃষ্ণা প্রতিপৎ দ্বিতীয়া যুক্তা গ্রহণ করিতে হইবে।

দ্বিতীয়া।—শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া যুগ্মশাস্ত্র দ্বারা তৃতীয়া যুক্ত এবং কৃষ্ণা-দ্বিতীয়া প্রতিপৎ যুক্ত গ্রহণ করিবে।

কার্ত্তিকে তু দ্বিতীয়ায়াং শুক্লায়াং ভ্রাতৃপূজনং।
যা ন কুর্য্যাদ্বিনশ্যন্তি ভ্রাতরঃ সপ্তজন্মনি॥ মহাভারতে।

কার্ত্তিক মাসের শুক্লদ্বিতীয়াকে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া বলে, ঐ দিনে যে রমণী ভ্রাতৃপূজা না করে, তাহার সপ্তজন্ম পর্য্যন্ত ভ্রাতৃনিধন হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়া যে দিন পঞ্চমযামার্দ্ধ ব্যাপিনী হইবে, সেই দিন ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার কার্য্য করিবে, উভয়দিনে পঞ্চম যামার্দ্ধে কর্ম্মযোগ্য কাল পাইলে, কিম্বা এক দিনও না পাইলে যুগ্মতা নিবন্ধন পরদিনই ভ্রাতৃদ্বিতীয়া কার্য্য করিতে হইবে।

আষাঢ় মাসে শুক্লাদ্বিতীয়াতে পুষ্যানক্ষত্র যোগ হইলে রথ যাত্রা করিবে। নক্ষত্র যোগ না হইলেও ঐ দিনে যাত্রোৎসব করিবে।

য়কং॥ অগ্ন আয়াহীতি মন্ত্রেণ পশ্চিমায়াং তৃতীয়কং। শন্নো দেবীতি মন্ত্রেণ উত্তরস্যাং চতুর্থকং। একহস্তং ন্যসেদ্ভূমৌ চতুর্হস্তং তথোচ্ছ্রয়েৎ। দ্বিহস্তান্তরমুচ্ছ্রিতং তোরণং সংপ্রকল্পয়েৎ॥ তির্য্যক্কলকমানং স্যাৎ স্তম্ভানামর্দ্ধমানতঃ॥ স্যোনা পৃথিবীতি মন্ত্রেণ স্থাপ্যাঃ পূজ্যাশ্চ তোরণাঃ॥ শুক্লবস্ত্রযুগচ্ছন্নান্ দর্ভপিঞ্জলসংযুতান্। পুষ্পমালাপরিক্ষিপ্তান্ তোরণান্ সংপ্রকল্পয়েৎ॥ বৃত্তস্বা চতুরস্রা দ্বিষট্কাঙ্গুলস্তু বা। ষট্ চতুর্কাঙ্গুলং কার্য্যং তোরণং নিব্রণং সমং॥ তোরণস্তম্ভমূলে তু কলসাম্মঙ্গলাঙ্কুরান্। প্রদদ্যাচ্ছোপরিষ্টাচ্চ কুর্য্যাচ্চক্রং সুদর্শনং॥ কলসং বর্দ্ধমানস্যা বস্তুলাপেন কল্পয়েৎ॥ ইতি গারুড়ে।

তৃতীয়া।—রম্ভাব্রত ব্যতীত অন্য কার্য্যে চতুর্থী যুক্ত তৃতীয়া গৃহীত হইবে, রম্ভাতৃতীয়াতে যুগ্ম অর্থাৎ দ্বিতীয়াযুক্ত তৃতীয়া গ্রহণ করিবে।

বৈশাখে মাসি রাজেন্দ্র! শুক্লপক্ষে তৃতীয়িকা।
অক্ষয়া সা তিথিঃ প্রোক্তা কৃত্তিকা রোহিণীযুতা॥

হে রাজেন্দ্র! বৈশাখ মাসের কৃত্তিকা ও রোহিণীযুক্তা শুক্লা তৃতীয়া তিথিকে অক্ষয় তৃতীয়া বলে।

ঐ তৃতীয়া উভয় দিনে পূর্ব্বাহ্নে লাভ হইয়া পূর্ব্ব দিবস নক্ষত্রযোগ হইলেও তাহাতে অক্ষয় তৃতীয়া করা হইবে না, কেন না "নক্ষত্রযোগঃ ফলাতিশয়ার্থঃ ন তু নক্ষত্রবিশিষ্টবিধিঃ"—নক্ষত্র ঘটিত তৃতীয়া বিহিত নহে, নক্ষত্রযোগ ফলাতিশয়ার্থ। যুগ্মাদি শাস্ত্র দ্বারাও ইহার ব্যবস্থা হইবে না, উভয়দিনে কর্ম্মযোগ্য কালে তৃতীয়া থাকিলে উদয়গামিনী তিথি গ্রহণ করিয়া পরদিবস কৃত্য করিতে হইবে।

চতুর্থী।—"চতুর্থী পঞ্চমীযুতা গ্রাহ্যা যুগ্মাৎ।" যুগ্মাদর হেতুক পঞ্চমীযুক্তা চতুর্থী গ্রহণ করিবে।

"পঞ্চমী।—উভয় পক্ষীয় পঞ্চমী চতুর্থীযুতা গ্রাহ্যা যুগ্মাৎ।" যুগ্মাদর হেতুক উভয় পক্ষের পঞ্চমী চতুর্থীযুক্ত গ্রহণ করিবে।

ষষ্ঠী।—"ষষ্ঠী পরযুতা গ্রাহ্যা যুগ্মাৎ।" ষষ্ঠী সপ্তমীযুক্ত গ্রাহ্য। স্কন্দষষ্ঠী পূর্ব্বযুক্ত গ্রহণ করিবে, কেন না "তিথ্যন্তে পারণং ভবেৎ" এই বচন অনুসারে পর দিন পারণ করিতে হইবে।

সপ্তমী।—"উভয়পক্ষীয়সপ্তমী চ পূর্ব্বযুতা গ্রাহ্যা যুগ্মাৎ।" উভয় পক্ষীয় সপ্তমী পূর্ব্বযুক্তা গ্রহণ করিবে। "অরুণোদয়" স্নানে উভয়দিন সপ্তমী অরুণোদয় কালে লাভ হইলে বা অরুণোদয় কাল একদিনও না পাইলে পূর্ব্বদিন স্নান করিতে হইবে।

অষ্টমী।—শুক্লপক্ষের অষ্টমী নবমীবিদ্ধা এবং কৃষ্ণাষ্টমী সপ্তমী যুক্ত গ্রহণ করিবে। বৃহস্পতির বচনানুসারে দূর্ব্বাষ্টমী সপ্তমীযুক্তা গ্রহণ করিবে।

নবমী।—"নবমী চাষ্টমীযুক্তা গ্রাহ্যা যুগ্মাৎ"—যুগ্মাদর হেতু অষ্টমীযুক্তা নবমী গ্রহণ করিবে।

রামনবমীর উপবাসে দশমীতে যদি পারণযোগ্য কাল পায়, তবে কেহই অষ্টমী বিদ্ধা নবমীতে উপবাস করিবে না। যদি দশমীতে পারণযোগ্য কাল না ঘটে, তবে "দশমীতে পারণ করিবে না" এই অনুরোধে অষ্টমীযুক্তা নবমীতে পারণ করিবে।

দশমী।—শুক্লা দশমী একাদশীযুক্ত এবং কৃষ্ণা দশমী নবমীযুক্ত গ্রহণ করিবে।

একাদশী।—যুগ্মাদর হেতুক দ্বাদশীযুক্ত একাদশী গ্রহণ করিতে হইবে। গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী ও সাগ্নিক প্রভৃতি সকলেই উভয় পক্ষের একাদশীতে উপবাস করিবেন, কিন্তু পুত্রবান্ গৃহী কৃষ্ণা একাদশীতে উপবাস করিবেন না। শ্রীহরির শয়নমধ্যে যে সকল কৃষ্ণা একাদশী আছে, তাহাতে পুত্রবান্ গৃহীও উপবাস করিবেন *। পুত্রবান্ গৃহী যদি বৈষ্ণব হয়েন, তবে সকল কৃষ্ণা একাদশীতেই উপবাস করিতে হইবে। বিধবার সকল একাদশীতেই উপবাস করিতে হইবে। উপবাস না করিলে পুণ্য নষ্ট হয় এবং ভ্রূণ হত্যার পাতক জন্মিয়া থাকে (ক)। আট বৎসরের অধিক এবং অশীতি বর্ষের ন্যূন বয়স্ক মানবের একাদশী ব্রত নিত্য কর্ত্তব্য, না করিলে পাতক জন্মিবে।

পূর্ণা একাদশীর পর দ্বাদশীদিনে পারণযোগ্য কাললাভ হইলে, পূর্ণা একাদশী ত্যাগ করত খণ্ডাতে (বাইটের বৃদ্ধিতে) সকলেই উপবাস করিবে। কিন্তু যদি দ্বাদশীতে পারণকাললাভ না ঘটে, তবে গৃহস্থ ব্যক্তি পূর্ণা একাদশীতে, যতি, বানপ্রস্থ ও বিধবা প্রভৃতি খণ্ডা একাদশীতে উপবাস করিবেন। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দশমী বিদ্ধা একাদশী লাভ হইয়া দ্বাদশীদিনে যদি একাদশী কিছুকাল নাও পায়, তবে একাদশী দিনেই উপবাস করিতে হইবে। যদি ঐ প্রকার একাদশী দ্বাদশীদিনে কিছু পায় এবং তৎপর দিবস দ্বাদশী থাকে, তবে দশমী যুক্তা একাদশী ত্যাগ করিয়া খণ্ডা একাদশীতে উপবাস করত দ্বাদশীতে পারণ করিবে। দশমীযুক্ত একাদশীতে উপবাস করিবে না, দ্বাদশী যুক্ত একাদশীতে বা শুদ্ধ দ্বাদশীতে উপবাস করিবে।

দ্বাদশী।—যুগ্মাদর হেতুক একাদশীযুক্ত দ্বাদশী গ্রাহ্য। কিন্তু পিপীতকী দ্বাদশীতে যুগ্মাদর নাই। একাদশী উপবাসের পরদিবসই ব্রত আচরণ করিতে হইবে। যেখানে দ্বাদশীর ক্ষয় অথবা মুহূর্ত্তের ন্যূন দ্বাদশী থাকিবে, অগত্যা সেই স্থানে একাদশীর উপবাসের দিনই ব্রতানুষ্ঠান করিতে হইবে। উভয় দিনে শ্রবণানক্ষত্র যুক্ত দ্বাদশী লাভ হইলে একাদশী যুক্ত দ্বাদশী গ্রহণ করিবে।

---

* কৃষ্ণৈকাদশ্যাং পুত্রবতো গৃহস্থস্য নাধিকারঃ, হরিশয়নাভ্যন্তরে তস্যামপ্যধিকারঃ। ইতি স্মার্ত্তঃ।

(ক) বিধবা যা ভবেন্নারী ভুঞ্জীতৈকাদশীদিনে। তস্যাস্তু সুকৃতং নশ্যেদ্ভ্রূণহত্যা দিনে দিনে ॥ ইতি কাত্যায়নঃ।

শ্রবণা নক্ষত্র যদি একাদশীতে যুক্ত না হইয়া দ্বাদশীযুক্ত হয়, তবে পূর্ব্বদিন একাদশীর উপবাস করিয়া পরদিন দ্বাদশীতে উপবাস করিতে হইবে।

ত্রয়োদশী।—শুক্লা ত্রয়োদশী দ্বাদশী যুক্ত এবং কৃষ্ণা ত্রয়োদশী চতুর্দ্দশী যুক্ত গ্রহণ করিবে।

চতুর্দ্দশী।—শুক্লা চতুর্দ্দশী পূর্ণিমাযুক্তা এবং কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী ত্রয়োদশী যুক্তা গ্রহণ করিতে হইবে। শুক্লপক্ষেও যদি পূর্ব্ব দিবস অপরাহ্নব্যাপিনী চতুর্দ্দশী হয়, তবে ত্রয়োদশী যুক্তা গ্রহণ করিবে। ত্রয়োদশীদিন দিবাত্রমুহূর্ত্তে যদি কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী লাভ না হয়, তবে অমাবস্যাযুক্ত চতুর্দ্দশীতে কার্য্য করিবে।

যে দিবস মুহূর্ত্তের অন্যূন চতুর্দ্দশী প্রদোষকালে লাভ হইবে সেই দিন সাবিত্রীব্রত অনুষ্ঠান করিবে। পূর্ব্বদিবস মুহূর্ত্তের অন্যূন চতুর্দ্দশী পাইয়া যদি পর দিন ত্রিসন্ধ্যাব্যাপিনী হয়, তবে পর দিন ব্রতাচরণ করিবে। আর যদি এক দিনও অপরাহ্নে চতুর্দ্দশী লাভ না হয়, তবে পর দিন ব্রত করিতে হইবে।

যে দিবস পূর্ব্বাহ্নে চতুর্দ্দশী লাভ হইবে, সেই দিন অনন্ত ব্রতাচরণ করিবে. উভয় দিন পূর্ব্বাহ্নে চতুর্দ্দশী লাভ হইলে যুগ্মাদর হেতু পরদিন ব্রত করিবে।

পূর্ণিমা।—পূর্ণিমা চতুর্দ্দশীযুক্তা গ্রাহ্যা। যে দিন প্রদোষ এবং নিশীথ এই উভয়কালে পূর্ণিমা লাভ হইবে, সেই দিন কোঁজাগরলক্ষ্মীপূজা হইবে। যেখানে পূর্ব্বদিন নিশীথ পাইয়া পরদিন প্রদোষ লাভ হয়, এইরূপ স্থলে পর দিন প্রদোষে কৃত্য করিবে। যদি পরদিনে প্রদোষ না পাইয়া পূর্ব্বদিন অর্দ্ধরাত্র-মাত্র পাওয়া যায় তবে কাযেই পূর্ব্বদিন কোজাগর কৃত্য করিতে হইবে।

অমাবস্যা।—"অমাবস্যা প্রতিপদযুতা গ্রাহ্যা যুগ্মাৎ।" যুগ্মাদর হেতু অমাবস্যা প্রতিপদযুক্তা গ্রহণ করিবে।

অশৌচ-ব্যবস্থা।

সপিণ্ডাশৌচ।—শুধ্যেদ্বিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি॥ মনুঃ।

ব্রাহ্মণের জাতকাশৌচ ও মৃতাশৌচ দশদিন; ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশ দিন বৈশ্যের পনরদিন এবং শূদ্রের একমাস হয়।

সপ্তম পুরুষের পর দশম পুরুষ পর্য্যন্ত সকল বর্ণের ত্রিরাত্র, দশম পুরুষের পর চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত পক্ষিণী অর্থাৎ দ্বাদশপ্রহর পর্য্যন্ত অশৌচ থাকিবে.

এবং রাত্রিতে অশৌচ হইলে তৎপর দিবস সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশৌচ প্রতিপালন করা উচিত। চতুর্দ্দশ পুরুষের পর যদি এই জ্ঞান থাকে যে "অমুক ব্যক্তি হইতে সন্তানভেদ হইয়াছে" তবে এক রাত্রি অশৌচ প্রতিপালন করিতে হইবে। সগোত্র জনন-মরণে স্নানান্তেই শুদ্ধি জানিবে।

কন্যা জন্মিলে তিন পুরুষের (পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহের সন্ততির) সম্পূর্ণাশৌচ হইবে এবং পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহের সন্ততির জন্ম মরণে কন্যারও সম্পূর্ণাশৌচ হইবে। বৃদ্ধপ্রপিতামহের সহিত কন্যার সপিণ্ডতা নাই; সুতরাং প্রপিতামহের ভ্রাতা কি তাঁহার সন্তানের সহিত সপিণ্ডতা না থাকাতে কন্যার জন্ম কি মৃত্যুতে তাঁহাদের সমানোদকতানিবন্ধন অশৌচ হইবে এবং তাঁহাদের জনন-মরণে কন্যারও ঐরূপ অশৌচ হইয়া থাকে। ইহা শূলপাণি বলিয়াছেন।

স্ত্রী-অশৌচ।—কন্যা জন্মিয়া দুই বৎসরের মধ্যে মরিলে সকল বর্ণেরই সদ্যঃশৌচ হইবে। দুই বৎসরের পর বাগ্‌দান না করা পর্য্যন্ত একরাত্র, বাগ্‌দানের পর বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত পিতৃ-কুলের সপিণ্ডের ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। বিবাহানন্তর কেবল পতি-বংশেরই সংপূর্ণাশৌচ হইয়া থাকে, পিতৃবংশে অশৌচ হয় না।

ভগিনীর জন্ম হইতে ষষ্ঠমাসমধ্যে মৃত্যু হইলে সহোদর ভ্রাতার সদ্যঃ শৌচ (স্নান করিলেই শুদ্ধি), ছয় মাসের পর দুইবৎসর পর্য্যন্ত একরাত্র, তৎপর বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। দত্তা কন্যা পিতৃগৃহে প্রসব করিলে কিম্বা পিতৃগৃহে তাহার মরণ হইলে পিতা মাতা কোন সংসর্গ না করিলেও ত্রিরাত্র অশৌচ ভোগ করিবেন এবং ভ্রাতার এক রাত্র অশৌচ ভোগ করিতে হইবে।

রজস্বলাশৌচ।—রজস্বলা রমণী স্নানের পর সপ্তদশদিনের মধ্যে পুনরায় রজস্বলা হইলে অশৌচ হইবে না। অষ্টাদশ দিনমধ্যে পুনর্ব্বার রজস্বলা হইলে একদিন, ঊনবিংশতিদিনের মধ্যে দুইদিন এবং বিংশতিদিন হইতে রজস্বলা হইলে তিনদিন অশুচি থাকিবে।

গর্ভস্রাবাশৌচ।—অর্ব্বাক্‌ষণ্মাসতঃ স্ত্রীণাং যদি স্যাৎ গর্ভসংস্রবঃ। তদা মাসসমৈস্তাসাং দিবসৈঃ শুদ্ধিরিষ্যতে॥ কূর্ম্মপুরাণং।

স্ত্রীলোকের প্রথমমাসীয় গর্ভস্রাবে রজস্বলাশৌচ হয়, দ্বিতীয় মাস হইতে ষষ্ঠমাসপর্য্যন্ত গর্ভস্রাব হইলে লৌকিককার্য্যে মাসসমসংখ্যক এবং দৈব ও

পৈত্র কর্ম্মে মাসসংখ্যক দিনের পর হইতে ব্রাহ্মণীর একদিন, ক্ষত্রিয়ার দুই দিন, বৈশ্যার তিন দিন এবং শূদ্রার ছয় দিন অধিক অশৌচ হইবে। সপ্তম কি অষ্টম মাসে গর্ভস্রাব হইলে স্ত্রীর সংপূর্ণ অশৌচ এবং সপিণ্ডের ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে।

সপ্তম কি অষ্টম মাসে বালক জন্মিয়া যদি সেই দিন মৃত হয়, তবে সপ্তম ও অষ্টম মাসের গর্ভস্রাব অশৌচবৎ অশৌচ হইবে। কিন্তু দ্বিতীয় দিবসে বা তৎপরে মরিলে নবমাদি মাসে বালক জন্মিয়া মরিলে যে অশৌচ, তাহা হইয়া থাকে।

বালাদ্যশৌচ।—বালক জন্মিয়া মরিলে পিতামাতার অস্পৃশ্যত্বযুক্ত অশৌচ জন্মে, সপিণ্ডবর্গের ও সহোদরের সদ্যঃশৌচ হইয়া থাকে। জন্মিয়া দশাহ মধ্যে মরিলে মরণ জন্য অশৌচ হইবে না, কিন্তু জনক জননীর জননাশৌচ হইবে, সুতরাং বালক জন্মিয়া সেই অশৌচমধ্যে মরিলে পিতামাতার জননাশৌচ হইবে, জ্ঞাতিবর্গের অশৌচ হইবে না। নবম ও দশম প্রভৃতি মাসে মৃত পুত্র কি কন্যা জন্মিলে সপিণ্ডগণের সম্পূর্ণ জাতকাশৌচ হইবে।

জাতকাশৌচের পর ষষ্ঠমাস মধ্যে বালকের মৃত্যু হইলে মাতাপিতার একরাত্র এবং ছয় মাসের মধ্যেও যদি দন্ত জন্মিয়া বালকের মৃত্যু হয়, তবে পিতামাতার ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে।

ছয় মাসের পর দুই বৎসরের মধ্যে বালক মরিলে পিতামাতার তিনরাত্র এবং উক্ত মাসের মধ্যে অকৃতচূড় বালক মরিলে সপিণ্ডবর্গের একরাত্র অশৌচ হইয়া থাকে। দুই বৎসরের পর ছয়বৎসর তিন মাসের মধ্যে বালক মরিলে পিতামাতা প্রভৃতি সপিণ্ডগণের ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। ইহার পর উপনয়ন হউক বা না হউক বালকের মৃত্যু হইলে সপিণ্ডবর্গের দশাহ এবং পাঁচ বৎসরের উপনীত বালক মরিলেও সপিণ্ডসমূহের দশদিন অশৌচ হইবে।

জাতকাশৌচের পর ছয় মাস মধ্যে অজাত-দন্ত শূদ্র-বালক মরিলে সপিণ্ড-বর্গের ত্রিরাত্র অশৌচ হয়, ছয়মাসের পর দুই বর্ষ মধ্যে পাঁচ দিন, দুই বৎসর পর ষষ্ঠবর্ষ মধ্যে বার দিন এবং তৎপর পূর্ণাশৌচ হইবে।

অসপিণ্ডাশৌচ।—মাতামহ মরিলে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। শ্বশুর শাশুড়ী নিকটে মরিলে ত্রিরাত্র, মাতৃভগিনীপুত্র, পিতৃভগিনীপুত্র, ভাগিনেয়, পিতামহ-ভগিনীপুত্র, পিতামহীভগিনীপুত্র, পিতামহীভ্রাতৃপুত্র মরিলে পক্ষিণী অশৌচ হয় এবং শ্বশুর শাশুড়ী এক গ্রামে মরিলে পক্ষিণী অশৌচ হইয়া থাকে।

ভগিনী, মাতুলানী, মাতুল, পিতৃমাতৃ-ভগিনী, গুরুপত্নী এবং মাতামহী মরিলে পক্ষিণী অশৌচ হইবে। মাসী, মাতুল, শ্বশুর, শাশুরী, গুরু, পুরোহিত এবং শিষ্য যদি নিকটে বা নিজের গৃহে মরে তবে তিন রাত্র অশৌচ হইবে। সকুল্য (দশমপুরুষ পর্য্যন্ত) মরিলে ত্রিরাত্র, গোত্রজ (চতুর্দ্দশ পুরুষের পর) এক রাত্র, ঔরসব্যতীত পুত্রের জন্মমরণে ও আচার্য্যগুরু মরণে ত্রিরাত্র, বিবাহিতা কন্যার পিতৃমাতৃবিয়োগে ত্রিরাত্র। আচার্য্যপুত্র, আচার্য্য-পত্নী, স্বগ্রামস্থ উপাধ্যায়, বন্ধু ও সহাধ্যায়ী মরিলে একরাত্রি অশৌচ হইবে।

বিদেশস্থ অশৌচ।—স্বস্ব জাত্যুক্ত অশৌচকাল মধ্যে বিদেশস্থ অশৌচ শুনিলে শেষ যে কয়েক দিন থাকে, তাঁহাতেই অশৌচ যাইবে। জননাশৌচ অতীত হইলে যদি শ্রবণ করা যায়, তবে তাহাতে অশৌচ হইবে না। সংপূর্ণ মৃতাশৌচ অতীত হইলে এক বৎসর মধ্যে শুনিলে সপিণ্ডবর্গের ত্রিরাত্র, তৎপর শ্রবণ করিলে সদ্যঃশৌচ হইবে।

সঙ্করাশৌচ।—জাতকাশৌচের মধ্যে অন্য তুল্য জননাশৌচ হইলে পূর্ব্ব অশৌচের সহিত যাইবে। তুল্য মরণাশৌচ সম্বন্ধে ও ঐরূপ ব্যবস্থা। সংপূর্ণ জাতকাশৌচের শেষ দিন অপর সংপূর্ণজননাশৌচ হইলে অথবা সংপূর্ণ মৃতাশৌচের শেষ দিন অন্য মৃতাশৌচ হইলে পূর্ব্বাশৌচ দুই দিন বৃদ্ধি হইবে। সংপূর্ণ অশৌচের শেষ দিন রাত্রি প্রভাতে (অরুণোদয় হইতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে) অন্য পূর্ণাশৌচ হইলে সূর্য্য উদয় হইতে তিন দিন অশৌচ বৃদ্ধি হইবে।

পূর্ব্বোক্ত দুই কি তিন দিন বর্দ্ধিত অশৌচের মধ্যে অন্য পূর্ণাশৌচ হইলেও পূর্ব্বাশৌচের মধ্যেই যাইবে। সপিণ্ডমরণাশৌচের শেষ দিন, কি প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে পিতা, মাতা কি পতির মৃত্যু হইলে পূর্ব্বাশৌচের সহিত যাইবে না। পূর্ণাশৌচ প্রতিপালন করিতে হইবে।

সংপূর্ণ জননাশৌচের পূর্ব্বার্দ্ধে স্বীয় পুত্র জন্মিলে সপিণ্ডাশৌচের সহিত ঐ অশৌচ যাইবে, কিন্তু পরার্দ্ধে পুত্র জন্মিলে পুত্রের জন্মদিনাবধি পূর্ণাশৌচ হইবে।

স্বীয় পুত্র জন্মিলে অশৌচান্ত দিবসে কি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সপিণ্ডজ্ঞাতি জন্মিলে এবং পিতা, মাতা বা পতির মরণের অশৌচান্ত দিনে প্রভাতে সপিণ্ডজ্ঞাতি মরিলে দুই-তিন দিন বৃদ্ধি হইবে না।

জাতকাশৌচের মধ্যে অন্য জননাশৌচ হইয়া যদি পূর্ব্বজাত বালকের স্বীয় জাতকাশৌচের মধ্যে মৃত্যু হয় তবে পিতা মাতার জাতকাশৌচ থাকিবে,

সপিণ্ডগণের পূর্ব্বাশৌচের সহিত পর জাতকাশৌচ যাইবে, কিন্তু পর জাত বালকের পিতা মাতার অশৌচ থাকিবে। পরন্তু পরজাত বালকের মৃত্যু হইলে তাহাতে অশৌচ যাইবে না।

দিন-সংখ্যাতে সমান এই রূপ সাধারণ জাতকাশৌচ মরণাশৌচের সহিত মিলিত হইলে অথবা মরণাশৌচ জননাশৌচের সহিত যোগ হইলে, মৃতাশৌচ অতীতে শুদ্ধ হইবে। দিনসংখ্যায় ন্যূনাধিক অশৌচ যোগ হইলে যে অশৌচ দিন-সংখ্যায় অধিক সেই অশৌচাতীতে শুদ্ধ হইবে।

দাহাধিকারী নিরূপণ।

জ্যেষ্ঠ পুত্রই পিতার মৃত্যু হইলে দাহাদিকার্য্যে অধিকারী। তৎপর জ্যেষ্ঠ-পুত্রের অভাবে কনিষ্ঠপুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, অপুত্রা পত্নী, সপুত্রা পত্নী, অদত্তা কন্যা, বাগ্‌দত্তা কন্যা, দত্তা কন্যা, তদভাবে দৌহিত্র, কনিষ্ঠ-সহোদর, জ্যেষ্ঠ-সহোদর, কনিষ্ঠ-বৈমাত্রেয়, জ্যেষ্ঠ-বৈমাত্রেয়, কনিষ্ঠ-সহোদর-পুত্র, জ্যেষ্ঠ-সহোদর-পুত্র, কনিষ্ঠ-বৈমাত্রেয়-পুত্র, জ্যেষ্ঠ-বৈমাত্রেয়-পুত্র, তদভাবে পিতা, মাতা, পুত্রবধূ, পৌত্রী, দত্তা-পৌত্রী, প্রপৌত্র-স্ত্রী, প্রপৌত্রী, পিতামহ, পিতামহী, পিতৃব্যাদি, সপিণ্ড, সমানোদক, সগোত্র, তদভাবে মাতামহ, মাতুল, ভাগিনেয়, মাতামহসপিণ্ড, মাতামহ-সমানোদক, অসবর্ণা ভার্য্যা, বাগ্‌দত্তা অপরিণীতা স্ত্রী, শ্বশুর, জামাতা, পিতামহী-ভ্রাতা, শিষ্য, পুরোহিত, আচার্য্য, সখা, পিতৃ-মিত্র ও স্বজাতি দাহাদি কার্য্যে অধিকারী।

স্ত্রীজাতির দাহাধিকারী নির্ণয়।

জ্যেষ্ঠপুত্র, তদভাবে কনিষ্ঠপুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, কন্যা, বাগ্‌দত্তা কন্যা, দত্তা-কন্যা, দৌহিত্র, সপত্নীপুত্র, পতি, পুত্রবধূ, সপিণ্ড ও সমানোদক, সগোত্র, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনীপুত্র, স্বামীর ভাগিনেয়, ভ্রাতৃপুত্র, জামাতা, পতির মাতুল, পতির শিষ্য, পিতৃসমানোদক, পিতৃবংশ এবং মাতৃসমানোদক, মাতৃবংশ এবং স্বজাতি, স্ত্রীর দাহাদি কার্য্যে অধিকারী।

পিণ্ড-দানাধিকারী।

অসগোত্র কিংবা সগোত্র স্ত্রী অথবা পুরুষ যিনিই মৃতের মুখাগ্নি করিবেন, তিনিই দশপিণ্ড দান করিবেন।

দাহকস্য ত্বসামর্থ্যে পিণ্ডং দেয়ং সুতাদিনা—ইতি স্মার্ত্তঃ।

দাহক—অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুখাগ্নি করিয়াছে, সে যদি কোন কারণে পূরক পিণ্ডদানে অসমর্থ হয়, তবে অধিকারিক্রমে পুত্রাদি পিণ্ড দান করিবে।

প্রায়চিত্ত ব্যবস্থা

তপস্যা, দান ও ব্রত প্রভৃতি যে সকল কর্ম্মদ্বারা সঞ্চিত পাপ নাশ হয়, সেই কার্য্যের নাম প্রায়শ্চিত্ত।

পাতক নববিধ,—অতিপাতক, মহাপাতক, অনুপাতক, উপপাতক, জাতিভ্রংশকর, সঙ্করীকরণ, অপাত্রীকরণ, মলাবহ ও প্রকীর্ণ।

অতিপাতক,—জননী, কন্যা ও পুত্রবধূগমন। মহাপাতক,—ব্রহ্মহত্যা, সুরা, (মদ্য) পান, স্তেয় (অশীতিরত্তিকা সুবর্নহরণ), গুরুপত্নী ও মাতৃসপত্নীগমন। অনুপাতক,—পিতৃব্যপত্নী, মাতামহী, মাতুলানী, শাশুরী, রাজপত্নী, পিতৃ-মাতৃ-ভগিনী, শ্রোত্রীয়পত্নী পুরোহিতপত্নী, অধ্যাপকপত্নী, বন্ধুস্ত্রী, ভগিনীর সখী, সগোত্রা স্ত্রী, চাণ্ডালী, রজস্বলা ও শরণাগত স্ত্রী গমন, জাতির উৎকর্ষার্থ মিথ্যা বাক্য বলা এবং গুরু (পিতৃ) সম্বন্ধে মিথ্যা বাক্য বলা। উপপাতক,—গোবধ, অযাজ্য যাজন (পৌরোহিত্য,) পরস্ত্রী-গমন, গুরুজনের সেবা না করা ও পুত্রাদির অপরিপালন। জাতিভ্রংশ,—ব্রাহ্মণপীড়ন, মিত্রপ্রবঞ্চনা, মদ্যের আঘ্রাণ লওন ও পুরুষমৈথুন। সঙ্করীকরণ,—গর্দ্দভ, উষ্ট্র ও অশ্বাদি জন্তু বধ। অপাত্রীকরণ,—কুৎসিতবাণিজ্যকরণ, শূদ্রসেবা ও মিথ্যাবাক্য কথন। মলাবহ পাতক,—কৃমি, কীট ও পক্ষি বধ, মদ্য সংসৃষ্ট মাংস ভক্ষণ, পুষ্প ও কাষ্ঠ হরণ। প্রকীর্ণ পাতক,—যে সকল পাপের বিশেষ নামান্তর নাই।

অপালননিমিত্ত গোবধ ব্যবস্থা।—অপালননিমিত্ত গোবধ হইলে ব্রাহ্মণ গোস্বামী একটী প্রাজাপত্য ব্রত করিবেন। তদশক্তে একটী ধেনুদান কি তিন কাহন বরাটক দান কর্ত্তব্য। শূদ্রের যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণার সহিত দুইটী প্রাজাপত্য, তদশক্তে ছয় কাহন বরাটক দান কর্ত্তব্য।

অপালননিমিত্ত গোবধের ব্যবস্থাপত্র,—"অপালন নিমিত্তক গোবধজনিত পাপক্ষয়ার্থিনা ব্রাহ্মণাদিনা ব্রতাদ্যা-চরনাশক্তৌ ষট্ কার্ষাপণ কপর্দ্দক-দক্ষিণক-ষট্কার্ষাপণকপর্দ্দকদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি ব্যবস্থা।"

শূদ্রপক্ষে,—"অপালননিমিত্তকগোবধজনিতপাপক্ষয়ার্থিনা শূদ্রেণ ব্রতা-

দ্যাচরণাশক্তৌ যৎকিঞ্চিদ্দক্ষিণকষট্‌কার্ষাপণকপর্দ্দকদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি ব্যবস্থা।”

উপবীতচ্ছেদন প্রায়শ্চিত্ত।—ব্রাহ্মণ যদি অজ্ঞানতঃ ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত ছিন্ন করে, তবে মনস্তাপপূর্ব্বক শুদ্ধ হইবে, জ্ঞানতঃ করিলে প্রাণায়ামত্রয় করিয়া একদিন উপবাসী থাকিবে।

গোমাংস ভক্ষণ প্রায়শ্চিত্ত।—ব্রাহ্মণ অজ্ঞানপূর্ব্বক এক বার গোমাংস ভক্ষণ করিলে প্রাজাপত্য বা তিন কাহন বরাটক দান করিবে।

বেশ্যাগমনপ্রায়শ্চিত্ত।—জ্ঞানতঃ একবার বেশ্যাগমনে সকল জাতিরই প্রাজাপত্য করিতে হয়, তদশক্তে ধেনুদান কি তন্মূল্য তিন কাহন কড়ি দান করিতে হইবে।

সামান্য শ্রাদ্ধ কাল ব্যবস্থা।

রাত্রি, সন্ধ্যা ও রাক্ষসীবেলার ইতর কালই শ্রাদ্ধের সামান্য কাল সংক্রান্তি ও গ্রহণাদিতে রাত্রি, রাক্ষসীবেলা এবং সন্ধ্যাকালেও শ্রাদ্ধ করিতে পারা যায়।

শুক্লপক্ষ নিমিত্তক পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ ত্রিধা বিভক্তদিনের পূর্ব্বাহ্ণে, একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ পঞ্চধা বিভক্ত দিনের তৃতীয় ভাগে (মধ্যাহ্নে), কৃষ্ণপক্ষ নিমিত্তক যাবতীয় পার্ব্বণশ্রাদ্ধ, বিকৃতপার্ব্বণ এবং সপিণ্ডীকরণ উক্ত দিনের চতুর্থ ভাগে (অপরাহ্ণে) এবং বৃদ্ধিনিমিত্তক শ্রাদ্ধ প্রাতঃকালে করিবে। বিবাহ ও পুত্রজন্মনিমিত্তক বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ রাত্রি, সন্ধ্যা ও রাক্ষসীবেলাতেও করিতে পারিবে। উভয় দিনে অপরাহ্ণলাভ হইলে পার্ব্বণাদি শ্রাদ্ধ পূর্ব্বদিবস করিবে। আর যদি কোন দিনই অপরাহ্ণ লাভ না হয়, তবে অষ্টম ও নবম মুহূর্ত্তে (গৌণাপরাহ্ণে) করিবে। উভয় দিন পূর্ব্বাহ্ণ লাভ হইলে শুক্লপক্ষ নিমিত্তক পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ পক্ষভেদে ব্যবস্থা করিয়া পর দিনে করিতে হইবে।

অমাবস্যা শ্রাদ্ধ কাল ব্যবস্থা—যেখানে পঞ্চধা বিভক্ত দিনের অপরাহ্ণে একাদশ, দ্বাদশ বা ইহার অন্যতর যে কোন মুহূর্ত্ত অমাবস্যাতে লাভ হইবে, সেই দিনই অমাবস্যা নিমিত্তক পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ হইবে।

পূর্ব্বদিনে ত্রয়োদশ; চতুর্দ্দশ এবং পঞ্চদশ অথবা চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ মুহূর্ত্তব্যাপিনী ক্ষীণা অমাবস্যা হইয়া পরদিন মুখ্যাপরাহ্ণ না পায়, তবে পূর্ব্বদিন

শ্রাদ্ধ করিবে। পূর্ব্বদিন তিন মুহূর্ত্তব্যাপিনী অমাবস্যা হইয়া পর দিবস একাদশ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত পাইলে পরদিনই শ্রাদ্ধের কাল হইবে।

উভয় দিন মুখ্যাপরাহ্ণ কাল পাইয়া অমাবস্যা যদি চতুর্দ্দশীর সমানকালব্যাপিনী হয়, তবে ঋগ্বেদী পূর্ব্বদিন, যজুর্ব্বেদী পরদিন, সামবেদী যে দিন ইচ্ছা, সেই দিনই শ্রাদ্ধ করিবেন।

একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধকাল,—একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধকাল মধ্যাহ্ন। * তন্মধ্যে অষ্টম ও নবম মুহূর্ত্ত অতিশয় প্রশস্ত। যেদিন অষ্টম ও নবম মুহূর্ত্ত লাভ হইবে, সেইদিনই শ্রাদ্ধ হইবে। উভয়দিন অষ্টম ও নবম মুহূর্ত্ত লাভ হইলে শুক্লপক্ষে পরদিন এবং কৃষ্ণপক্ষে পূর্ব্বদিন একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ হইবে।

মৃত তিথির অজ্ঞানে শ্রাদ্ধকাল।—কোন ব্যক্তি বিদেশে মরিলে তাহার মৃততিথি জানিতে না পারিলে অথচ মাস জানা থাকিলে, সেই মাসের অমাবস্যাকে মৃততিথি জ্ঞান করিয়া তাহাতেই মাসিকৈকোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধাদি করিবে। তিথি জানা আছে, মাস জানা নাই, এরূপ স্থলে অগ্রহায়ণ, মাঘ ও ভাদ্রমাসের অন্যতম মাসে সেই তিথিতে শ্রাদ্ধ করিবে।

আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ ব্যবস্থা।—পুত্রের অন্নারম্ভ, চূড়াকরণ, উপনয়ন এবং বিবাহাদি সংস্কার কার্য্যে এবং কন্যার বিবাহে পিতা আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিবেন। কন্যার বিবাহ ব্যতীত অন্য কার্য্যে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ নাই। পুত্রের দ্বিতীয় বার বা ততোঽধিক বার বিবাহ হইলে পিতা আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিবেন না। পিতা বিদেশবাসী হইলে পুত্র প্রতিনিধিরূপে পিতার পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিতে পারেন। পিতামহ প্রভৃতি কন্যাদানে অধিকারী হইলেও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। যেস্থলে মাতা কন্যাদানাধিকারিণী, সেই স্থলে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ ব্যতীতই বিবাহ সম্পন্ন হইবে, কেন না স্ত্রীলোকের শ্রাদ্ধে অধিকার নাই।

একদিবস বহুকর্ম্মের যদি এক কর্ত্তা হন, তবে একবার মাতৃকাপূজা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিলে সকল কার্য্য করিতে পারিবেন। কিন্তু অবিভক্ত সহোদর ভ্রাতারা একদিনে নিজ নিজ পুত্রের সংস্কার কার্য্যে পৃথক্ পৃথক্ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিবেন। যাহার পিতা অবর্ত্তমান অথবা অনধিকারী এই প্রকার অকৃতচূড় বালকের চূড়োপনয়নাদি সংস্কার কার্য্য উপস্থিত হইলে সহোদর ভ্রাতারাও

* দিনমানকে পনর ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার সপ্তম, অষ্টম ও নবম ভাগের নাম মধ্যাহ্ন।

যদি অভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করেন, তথাপি বাক্যে "অমুকস্য পিতুঃ" ইত্যাদি উল্লেখ করত পিতৃপিতামহাদির নাম উল্লেখ করিতে হইবে। সামবেদীর নান্দীমুখশ্রাদ্ধে মাতৃপক্ষ নাই।

আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের কাল।—সূর্য্যোদয় হইতে এক মুহূর্ত্তের পর দুই মুহূর্ত্ত মুখ্য কাল এবং রাক্ষসী বেলা ভিন্ন দিবাতে অন্তকালেও করিতে পারিবে। বিবাহাদি নিমিত্তক আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধ রাক্ষসী বেলা, সন্ধ্যা এবং রাত্রিতেও করিতে পারিবে।

সপিণ্ডীকরণ ব্যবস্থা—সপিণ্ডীকরণের কাল পূর্ণ সংবৎসরে মৃত সজাতীয় তিথিতে মুখ্য। ষষ্ঠমাস, ত্রিপক্ষ অথবা বৃদ্ধি উপস্থিত হইলেও করিতে পারিবে।

বিবাহ-ব্যবস্থা।

যে কন্যা মাতামহের ও পিতার সপিণ্ডা কি সগোত্রা না হয়, তাহাকে ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণেই বিবাহ করিতে পারিবে। শূদ্রের সগোত্রা বিবাহ দোষাবহ হইবে না।

পিতৃপক্ষে সপ্তমী কন্যা ও মাতামহ পক্ষে পঞ্চমী কন্যা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া বিবাহ করিবে।

পিতৃভগিনী কন্যা, মাতৃভগিনী কন্যা, মাতুলকন্যা, মাতৃসগোত্রা, কি সমান-প্রবরা ইহাদিগকে বিবাহ করিলে চান্দ্রায়ণ করিতে হয়। মাতার গোপনীয় নামবিশিষ্টা কি প্রসিদ্ধ নাম যুক্ত কন্যা বিবাহ করিবে না। অবিবাহিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বর্ত্তমানে কনিষ্ঠ বিবাহ করিবে না। একদিবসে সহোদরদ্বয় ও কন্যা-দ্বয়ের বিবাহ দিবে না।

দশমবর্ষের মধ্যে কন্যাদান করিবে, দ্বাদশবর্ষের মধ্যে যদি কন্যার বিবাহ না হয় এবং পিতৃগৃহে অবিবাহিতা কন্যা রজস্বলা হয়, তবে তাহার পিতার ভ্রূণহত্যা জনিত পাতক জন্মে।

কন্যাদানাধিকারী নিরূপণ।—প্রথমতঃ পিতা, তদভাবে পিতামহ, তদভাবে ভ্রাতা, তদভাবে সকুল্য, তদভাবে মাতামহ, তদভাবে মাতা অধিকারিণী হইবেন।

ব্যবস্থা সংগ্রহ সমাপ্ত।

বিবিধ প্রমাণ সংগ্রহ ।

বৃষোৎসর্গ ফল ।—একাদশাহে প্রেতস্য যস্য চোৎসৃজ্যতে বৃষঃ।
প্রেতলোকং বিমুক্তঃ সঃ স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ স্মৃতিঃ

প্রেতের (মৃতব্যক্তির) একাদশাহে বৃষ উৎসর্গ করিলে, সেই ব্যক্তি প্রেতলোক হইতে বিমুক্তিপূর্ব্বক স্বর্গলোকে গমন করে।

নীল বৃষ লক্ষণ।—লোহিতো যস্ত বর্ণেন মুখে পুচ্ছে চ পাণ্ডুরঃ।
শ্বেতঃ ক্ষুরবিষাণাভ্যাং স নীলো বৃষ উচ্যতে। শঙ্খঃ।

যে বৃষের বর্ণ রক্ত, মুখ ও পুচ্ছ পাণ্ডুর বর্ণ এবং ক্ষুর ও শৃঙ্গ শ্বেতবর্ণ, তাহাকেই নীলবৃষ বলা যায়।

বৎসতরী লক্ষণ।—রক্তা নীলা পাণ্ডুরা চ কৃষ্ণা বৎসতরী স্মৃতা ॥ স্মৃতিঃ।

রক্ত, নীল, পাণ্ডুর ও কৃষ্ণবর্ণা বৎসতরী শ্রাদ্ধে উক্ত জানিবে।

বর্জ্জনীয় বৃষ লক্ষণ।—কৃষ্ণতাম্রোষ্ঠদশনা রুক্ষশৃঙ্গশফাশ্চ যে।
অশক্তদন্তা দ্রবাশ্চ ব্যাঘ্রভস্মনিভাশ্চ যে ॥
ধ্বাঙ্ক্ষগৃধ্রসবর্ণাশ্চ তথা মূষিকসন্নিভাঃ।
কুব্জাঃ কাণাশ্চ খঞ্জাশ্চ কেকরাক্ষা স্তথৈব চ ॥
অত্যন্তশ্বেতপাদাশ্চ উদ্‌ভ্রান্তনয়নাশ্চ যে।
নৈতে বৃষাঃ প্রয়োক্তব্যা বৃষোৎসর্গে কথঞ্চন ॥

যাহার কৃষ্ণ ও তাম্রবর্ণ দশন, ক্ষুর ও শৃঙ্গ অস্নিগ্ধ, পতিত ও সর্পাকার দন্ত, ব্যাঘ্র ও ভস্মাকার আভা, কাক, ও মূষিক (ইন্দুর) ও গৃধিনীর ন্যায় বর্ণ, কুব্জ, কাণা, খঞ্জ ও টেরা চক্ষু, অত্যন্ত শ্বেতবর্ণ পদ এবং ঊর্দ্ধদন্ত, এই প্রকার বৃষ বৃষোৎসর্গে বর্জ্জনীয় জানিবে।

মণ্ডপ প্রমাণ।—উত্তমং চাষ্টভির্জ্ঞেয়ং হস্তৈঃ ষড়্‌ভিশ্চ মধ্যমং।
চতুর্ভির্ম্মণ্ডপং হীনং বৃষোৎসর্গে চ কর্ম্মণি ॥
বৃষোৎসর্গে চ কার্য্যে চ চতুর্হস্ত বেদিকা।
হস্তমাত্রোচ্ছ্রিতা সম্যক্ পূর্ব্বোত্তরপ্লবা তথা ॥

বৃষোৎসর্গ কার্য্যে অষ্ট হস্ত প্রমাণ মণ্ডপ উত্তম, ছয় হস্ত প্রমাণ মধ্যম এবং চতুর্হস্ত প্রমাণ মণ্ডপ হীন জানিবে। বৃষোৎসর্গে দীর্ঘপ্রস্থে চারি হাত এবং উচ্চতায় একহাত প্রমাণ বেদী করিবে এবং বেদীর পূর্ব্ব ও উত্তরদিক্ কিঞ্চিৎ নিম্ন করিতে হইবে।

দেবপ্রতিষ্ঠাদি কার্য্যে।—দশাষ্টহস্তং হীনন্ত মধ্যং দ্বাদশষোড়শং।

ত্রিংশদ্ধস্তকোত্তমঞ্চ চতুর্ব্বিংশৎ তদুত্তমং ॥
চতুরস্রং চতুর্দ্বারং মধ্যে স্তম্ভচতুষ্টয়ং।
সুদৃঢ়ং ছাদিতং রম্যং স্তম্ভৈঃ ষোড়শভির্যুতং ॥

দেবাদি প্রতিষ্ঠাকার্য্যে দশ ও অষ্টহস্ত প্রমাণ মণ্ডপ হীন, দ্বাদশ ও ষোড়শ হস্ত প্রমাণ মধ্যম, বিংশহস্ত প্রমাণ উত্তম এবং চতুর্ব্বিংশ হস্ত প্রমাণ মণ্ডপ তদপেক্ষা উত্তম জানিবে। মণ্ডপ নির্ম্মাণার্থ চতুরস্র করিয়া তাহাতে চারিটী দ্বার করিবে এবং মধ্যে চারিটী ও চতুর্দ্দিকে চারিটী চারিটী করিয়া ষোলটী স্তম্ভ রোপণ করত দৃঢ় করিয়া আচ্ছাদিত ও সুরম্য করিবে।

মঠাদিপ্রতিষ্ঠায়।— প্রাসাদস্যাগ্রতঃ কুর্য্যান্মণ্ডপং দশহস্তকং।
কুর্য্যাদ্দ্বাদশহস্তং বা স্তম্ভৈঃ ষোড়শভির্যুতং ॥
ধ্বজাষ্টকৈশ্চতুর্হস্তং মধ্যে বেদীঞ্চ কারয়েৎ।
নারিকেলদলৈর্ব্বংশৈঃ শস্যদেশেষু সমন্ততঃ ॥

মঠাদি প্রতিষ্ঠা কার্য্যে প্রাসাদের অগ্রে ষোড়শ স্তম্ভযুক্ত দশ বা দ্বাদশ হস্ত প্রমাণ মণ্ডপ করিবে। তন্মধ্যে চতুর্হস্তপ্রমাণ বেদী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে অষ্টটী ধ্বজ দিবে এবং নারিকেল পত্রদ্বারা মণ্ডপের ছাউনি দিবে।

ব্রতপ্রতিষ্ঠাতে।—নবহস্তপ্রমাণং বা সপ্তহস্তমথাপি বা।
পঞ্চহস্তপ্রমাণং বা চতুরস্রং সমন্ততঃ ॥

ব্রতপ্রতিষ্ঠা কার্য্যে নয় হাত, সাত হাত বা পাঁচ হাত প্রমাণ মণ্ডপ করিয়া চতুর্দ্দিকে চতুষ্কোণ বেদী করিবে।

অঙ্গুলি প্রমাণ।—অঙ্গুষ্ঠোদরমধ্যে তু মধ্যে যবো বিরাজতে।
তেন মানেন চাঙ্গুষ্ঠঃ প্রমাণমিহ কথ্যতে ॥

অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির মধ্য স্থানে যে যবচিহ্ন আছে, সেই স্থানের প্রমাণে এক অঙ্গুষ্ঠ জানিবে।

হস্তপ্রমাণ।—চতুর্ব্বিংশাঙ্গুলো হস্তঃ স হস্তো যবসংজ্ঞকঃ।
চতুর্ব্বিংশাঙ্গুলশ্চান্যঃ সাঙ্গুষ্ঠেন চ সম্মিতঃ ॥
চতুরঙ্গুলসংযুক্তঃ স হস্তঃ পদ্মসংজ্ঞকঃ।
এভির্হস্তৈঃ প্রকুর্ব্বীত যাগমণ্ডপকুণ্ডকং ॥ কপিলপঞ্চরাত্রে

চতুর্ব্বিংশাঙ্গুল প্রমাণ হস্তকে যবহস্ত বলে এবং চতুর্ব্বিংশাঙ্গুল হস্তের সহিত আর চারি অঙ্গুলী যোগ করিলে তাহাকে পদ্ম হস্ত বলে, এই হস্তদ্বারা যাগমণ্ডপ ও কুণ্ডাদি নির্ম্মাণ করিবে।

অষ্টমঙ্গল।—বচং গোরোচনা কুষ্ঠং হরিদ্রা কুঙ্কুমং তথা।
দূর্ব্বাদারুসমাযুক্তং বটাগ্রং চাষ্টমঙ্গলং॥

একত্র মিলিত বচ, গোরোচনা, কুড়, হরিদ্রা, কুঙ্কুম, দূর্ব্বা, দেবদারু এবং বটাগ্রকে অষ্টমঙ্গল বলে।

শয়নবিধি।—স্বগৃহে দক্ষিণশিরাঃ প্রাক্‌শিরাঃ শ্বশুরালয়ে।
প্রবাসে পশ্চিমশিরা ন কদাচিদুদক্‌শিরাঃ॥
প্রাক্‌শিরাঃ শয়নে বিদ্যাদ্ধনমায়ুশ্চ দক্ষিণে।
পশ্চিমে প্রবলাং চিন্তাং হানিং মৃত্যুং তথোত্তরে॥

নিজের গৃহে দক্ষিণ শিরা, শ্বশুরালয়ে পূর্ব্বশিরা এবং প্রবাসে পশ্চিমশিরা হইয়া শয়ন করিবে। কিন্তু কদাচ উত্তর শিরা হইয়া শয়ন করিবে না। পূর্ব্বশিরা ও দক্ষিণশিরা হইয়া শয়ন করিলে ধন এবং আয়ু লাভ হয়, পশ্চিমশিরা হইয়া শয়ন করিলে প্রবল চিন্তা ও উত্তরশিরা হইয়া শয়ন করিলে হানি এবং মৃত্যু হইয়া থাকে।

প্রণামানন্তর জিজ্ঞাসা। ব্রাহ্মণান্ কুশলং পৃচ্ছেৎ ক্ষত্রবন্ধুমনাময়ং।
বৈশ্যং ক্ষেমং সমাগম্য শূদ্রমারোগ্যমেব চ॥

ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ নমস্কার করিলে কুশল জিজ্ঞাসা করিবে, ক্ষত্রিয়কে অনাময়, বৈশ্যকে মঙ্গল এবং শূদ্রকে আরোগ্য সমাচার জিজ্ঞাসা করিবে।

শান্তিকুম্ভ প্রমাণ।—হৈমং রৌপ্যং তথা তাম্রং মার্ত্তিক্যং বা স্বশক্তিতঃ।
বিত্তশাঠ্যং ন কুর্ব্বীত কৃতে নিষ্ফলমাপ্নুয়াৎ॥
ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুলং কুম্ভং বিস্তারোন্নতিশালিনং।
ষোড়শং দ্বাদশং বাপি অতো ন্যূনং ন কারয়েৎ॥
শান্ত্যর্থং স্থাপয়েৎ কুম্ভমৈশান্যাং দিশি দেশিকঃ॥ গৌতমীয়ে

স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র বা মৃত্তিকা দ্বারা স্বীয় শক্তি অনুসারে শান্তিকুম্ভ নির্ম্মাণ করিবে, কদাচ বিত্তশাঠ্য করিবে না; করিলে কর্ম্ম নিষ্ফল হইবে। কুম্ভ বত্রিশ অঙ্গুলি প্রমাণ উন্নত এবং তদ্রূপ বিস্তার করিবে; অথবা ষোড়শ বা দ্বাদশ অঙ্গুলি প্রমাণ করিবে, কিন্তু ইহার ন্যূন কদাচ করিবে না। এই শান্তিকুম্ভ শান্তির জন্য ঈশান কোণে স্থাপন করিবে।

উষ্ণীষ প্রমাণ।—নবেন শুক্লবস্ত্রেণ চোষ্ণীষং কারয়েদ্বুধঃ।
অষ্টাবিংশতিরত্নৌ বা দৈর্ঘ্যমানং প্রকীর্ত্তিতং॥
উষ্ণীষেণ বিনা যস্তু হূয়তে চ হুতাশনে।

কর্ত্তুর্যজ্ঞফলং নাস্তি হোতা চ নরকং ব্রজেৎ॥

নূতন শুক্ল বস্ত্র দ্বারা অষ্টাবিংশতি হস্ত বা অষ্ট হস্ত প্রমাণ দীর্ঘ উষ্ণীষ (শিরোবেষ্টন বস্ত্র) প্রস্তুত করিবে। উষ্ণীষ ব্যতীত হোম করিলে কর্ত্তার যজ্ঞফল নষ্ট হয় এবং হোতা নরকে গমন করে।

বিতান প্রমাণ।—নবেন চিত্রবস্ত্রেণ বিতানং কারয়েচ্ছুভং।

অথবা শুক্লবস্ত্রেণ মধ্যে জলদভূষিতং॥

নূতন বিচিত্র বস্ত্র দ্বারা বিতান (চাঁদোয়া) প্রস্তুত করিবে। অথবা শুক্ল বস্ত্র দ্বারা বিতান নির্ম্মাণ করিয়া উহার মধ্যদেশ মেঘবর্ণ বিশিষ্ট করিবে।

পঞ্চঘট লক্ষণ।—তোয়পূর্ণান্ ঘটান্ পঞ্চ স্থাপয়েৎ পূর্ব্বতঃ সুধীঃ।

ঐকৈকং বস্ত্রযুগ্মেন ছাদিতাস্যং সপল্লবং॥

অশক্তো ছাদয়েদ্বিপ্র ঐকৈকেন চ বাসসা।

কদাচিদপি নৈকেন সর্ব্বানাচ্ছাদয়েদ্‌ বুধঃ॥

অনাচ্ছাদিত-নিস্তোয়ান্ স্থাপয়িত্বা ব্রজত্যধঃ।

পূর্ব্বদিকে জলপূর্ণ পঞ্চঘট স্থাপন করিবে। যুগ্ম বস্ত্র দ্বারা পল্লবাস্য এক একটী ঘট আচ্ছাদন করিবে। অশক্ত পক্ষে এক একখানি বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিবে, কিন্তু কদাপি এক খানি বস্ত্র দ্বারা সমস্ত ঘট আচ্ছাদন করিবে না এবং অনাচ্ছাদিত জলহীন ঘট স্থাপন করিবে না।

পবিত্র প্রমাণ।—কুশৌ সমাবশীর্ণাগ্রৌ জ্ঞেয়ৌ প্রাদেশমাত্রকৌ।

কুশান্তরেণ ত্রিবৃত্তৌ পবিত্রমিহ কথ্যতে॥

প্রাদেশ প্রমাণ সাগ্র (সঙ্কুস্ত) কুশপত্রদ্বয়কে কুশান্তর দ্বারা তিনবার বেষ্টন করিবে, ইহাকেই পবিত্র বলে।

কুশব্রহ্মাদি প্রমাণ।—পঞ্চাশদ্‌ভিঃ কুশৈর্ব্রহ্মা তদর্দ্ধেন তু বিষ্টরঃ॥

তদর্দ্ধেনোপযমনং তদর্দ্ধেন কুশদ্বিজঃ॥

পঞ্চাশ গাছ কুশদ্বারা ব্রহ্মা নির্ম্মাণ করিবে. তদর্দ্ধ কুশ দ্বারা বিষ্টর, বিষ্টরার্দ্ধ দ্বারা উপযমন এবং তদর্দ্ধ দ্বারা কুশময় ব্রাহ্মণ নির্ম্মাণ করিবে।

উপযমনাদি কুশ প্রমাণ।—ত্রয়োদশকুশৈরেব ত্বথোপযমনং স্মৃতং।

সাগ্রমূলৈশ্চ দর্ভৈস্তু ষড়্‌ভিঃ সম্মার্জ্জনং ভবেৎ॥

এয়োদশ কুশদ্বারা উপযমন এবং সাগ্র সমূল ছয়টি কুশদ্বারা সম্মার্জ্জন করিবে।

পূর্ণপাত্র প্রমাণ।—অষ্টমুষ্টির্ভবেৎ কুঞ্চিঃ কুঞ্চয়োহষ্টৌ চ পুষ্কলং।

পুষ্কলানি চ চত্বারি পূর্ণপাত্রং প্রচক্ষতে॥

আটমুষ্টিতে এককুঞ্চি, অষ্টকুঞ্চিতে এক পুষ্কল এবং চারি পুষ্কলে এক পূর্ণ-পাত্র জানিবে।

যূপপ্রমাণ।—চতুর্হস্তো ভবেদ্যূপো যজ্ঞবৃক্ষসমুদ্ভবঃ।
বর্ত্তুলঃ শোভনঃ স্থূলঃ কর্ত্তব্যো বৃষমৌলিকঃ॥ স্মৃতিঃ
বিল্বস্য বকুলস্যৈব কলৌ যূপঃ প্রশস্যতে।
হস্তো ভূমিগতঃ কার্য্যো দৃশ্যো হস্তচতুষ্টয়ং॥ ভবিষ্যে।

স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে, যজ্ঞবৃক্ষ দ্বারা চারি হস্ত প্রমাণ যূপ নির্ম্মাণ করিবে এবং বর্ত্তুল, স্থূল ও সুদৃশ্য করিয়া তাহার মস্তকে বৃষ অঙ্কিত করিবে। ভবিষ্যে কথিত হইয়াছে, কলিতে বিল্ব ও বকুলবৃক্ষ নির্ম্মিত যূপ প্রশংসনীয়। একহস্ত ভূমিতে প্রোথিত করিয়া দৃশ্যতায় চারিহস্ত রাখিবে।

চমসপ্রমাণ।—চতুর্ব্বিংশাঙ্গুলৈঃ কার্য্যং বারুণং চমসং বুধৈঃ।
বিংশাঙ্গুলা ভবেদ্দীর্ঘা বিস্তারেণ ষড়ঙ্গুলা॥
সমন্তাচ্চতুরস্রা চ বেদী তস্য সুশোভনা।
চতুরঙ্গুলমানন্তু মূলদণ্ডং প্রকল্পয়েৎ॥
অষ্টাদশাঙ্গুলং দীর্ঘং বিস্তারং চতুরঙ্গুলং।
বিস্তারতুল্যং খননং খাতং সমতলং ভবেৎ॥

চতুর্ব্বিংশতি অঙ্গুলী প্রমাণ দীর্ঘ ও ষড়ঙ্গুলি প্রমাণ প্রস্থ বরুণ (বন্না) কাষ্ঠ দ্বারা পণ্ডিত ব্যক্তি চমস নির্ম্মাণ করিবেন। তন্মধ্যে বিশ অঙ্গুলি দীর্ঘ স্থানে চতুরস্র করিয়া সুশোভন বেদী করিবেন এবং তাহার মূলদণ্ড চতুরঙ্গুলি প্রমাণ কল্পনা করিয়া উক্ত বেদী মধ্যে অষ্টাদশ অঙ্গুলি দীর্ঘ ও চতুরঙ্গুলি প্রমাণ বিস্তার স্থানে বিস্তারতুল্য খনন করিয়া সমতল খাত করিবেন।

স্রুবস্রুচের প্রমাণ।—খাদিরো বাথ পালাশো দ্বিবিতস্তিঃ স্রুবঃ স্মৃতঃ।
স্রুগ্বাহুমাত্রা বিজ্ঞেয়া বৃত্তস্তু প্রগ্রহস্তয়োঃ॥
স্রুবাগ্রে ঘ্রাণবৎ খাতং দ্ব্যঙ্গুষ্ঠপরিমণ্ডলং।
স্থানং শরাববৎ খাতং সনির্ব্বাহং ষড়ঙ্গুলং॥

খদির অথবা পলাশ কাষ্ঠদ্বারা চব্বিশ আঙ্গুল প্রমাণ স্রুব ও বাহুপ্রমাণ স্রুবের দণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া স্রুবাগ্রে দুই অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ স্থানে নাসিকাবৎ গর্ত্ত এবং স্রুকের অগ্রে ষড়ঙ্গুল স্থানে শরাব ন্যায় গর্ত্ত করিবে।

আজ্যস্থালীলক্ষণ।—আজ্যস্থালী তু কর্ত্তব্যা তৈজসদ্রব্যসম্ভবা।

মাহেন্দ্রী বাপি কর্ত্তব্যা নিত্যং সর্ব্বাগ্নিকর্ম্মসু ॥

সমস্ত অগ্নিকার্য্যে আজ্যস্থালী তৈজস দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত করিবে, অথবা মৃত্তিকা দ্বারা নির্ম্মাণ করিবে।

চরুস্থালী প্রমাণ।—তির্য্যগূর্দ্ধ্বসমিন্মাত্রা দৃঢ়া নাতি বৃহন্মুখী।
ঔডুম্বরী তথা তাম্রী মৃন্ময়ী হস্তঘটিতা ॥

দ্বাদশাঙ্গুল প্রমাণ উচ্চ, দৃঢ় ও মূল হইতে কিঞ্চিৎ প্রশস্তমুখী চরুস্থালী যজ্ঞডুম্বুরকাষ্ঠ, তাম্র বা মৃত্তিকাদ্বারা নির্ম্মাণ করিবে।

দ্রব্যান্তরযুতং মাংসং দ্রব্যান্তরযুতং দধি।
পয়োমুক্তসারঞ্চ তাম্রপাত্রে ন দুষ্যতি ॥ কর্ম্মপ্রদীপে।

দ্রব্যান্তর যুক্ত মাংস, দ্রব্যান্তরযুক্ত দধি এবং অমুক্তসার দুগ্ধ তাম্রপাত্রে দূষণীয় নহে। সুতরাং তাম্রপাত্রে চরুপাকে দোষ হইবে না।

তাম্রপৃষ্ঠ ও কাংস্য ক্রোড় প্রমাণ।—তাম্রৈর্দ্দশপলৈঃ পৃষ্ঠমুপদোহস্তথৈব চ ॥

দশপল প্রমাণ তামাদ্বারা তাম্রপৃষ্ঠ ও দশপল প্রমাণ কাঁসা দ্বারা কাংস্য-ক্রোড় নির্ম্মাণ করিবে।

মেক্ষণ প্রমাণ।—ইধ্মজাতীয়মিধ্মার্দ্ধপ্রমাণং মেক্ষণং ভবেৎ।
বৃত্তং চাঙ্কক পৃথুগ্রমবদানক্রিয়াক্ষমং ॥

কাষ্ঠজাতীয় ইধ্মের অর্দ্ধ প্রমাণ অর্থাৎ প্রাদেশ প্রমাণ মেক্ষণ বৃক্ষের দ্বারা প্রস্তুত করিবে, শাখা দ্বারা প্রস্তুত করিবে না এবং তাহার অগ্রভাগ মোটা গর্ত্ত যুক্ত হইবে, যেন চরুগ্রহণ করা যাইতে পারে।

ঋগ্বেদী ব্রতপ্রতিষ্ঠা।

কৃতনিত্যক্রিয় যজমান প্রতিবর্ণীয় করণীয় ব্রত সম্পন্ন করত পুণ্যাহাদি বাচন করাইয়া স্বস্তি বাচন পূর্ব্বক যজুর্ব্বেদীয়বৎ সংকল্পাদি করিয়া ব্রহ্মবরণাদি করিবে। তৎপর হোতা যজুর্ব্বেদী ব্রত প্রতিষ্ঠাক্রমে সমস্ত কার্য্য করিয়া স্বপদ্ধতি ক্রমে বহ্নি স্থাপনাদি বিরূপাক্ষজপান্ত কুশণ্ডিকা নির্ব্বাহ করিয়া অগ্নির ধ্যান পূর্ব্বক সাহস নামা অগ্নির আবাহন ও পূজা করত প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ অগ্নিতে আহুতি দিয়া নিম্নলিখিত ক্রমে চরুহোম হইতে (৩১ পৃ ২১ পং হইতে) আরম্ভ করিয়া "ওঁ সোমং রাজানং" ইত্যাদি স্বাহান্ত মন্ত্র দ্বারা হোম পর্য্যন্ত (৩২ পৃ ৭ পং পর্য্যন্ত) যাবতীয় কার্য্য যজুর্ব্বেদী ব্রত-প্রতিষ্ঠা ক্রমে সম্পন্ন করিয়া দিক্পাল হোম ও নবগ্রহ হোম করিবেন।

দিক্‌পাল হোম।—"ওঁ যত ইন্দ্রঃ ভয়ামহে ততো ন অভয়ং কৃধি মঘবন্ সগ্মিতরম্ন উতিভি র্বিধদ্বিবো বিমৃধেতেহি স্বাহা।—ইদমিন্দ্রায়॥ ১॥ ওঁ অগ্নিং দূতং পুরোদধে হোতারং বিশ্ববেদসং অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুং স্বাহা।—ইদমগ্নয়ে॥ ২॥ ওঁ যমায় সোমং সুনুত যমায় সুহোতা হবিঃ। যমোহয়ঞ্জো গচ্ছত্বমগ্নিং দূতো অবদ্ধৃতঃ স্বাহা।—ইদং যমায়॥ ৩॥ ওঁ মোষুণঃ পরাপর নির্ঋতির্দ্দুরুহনাববধীত। পদীষ্ট কৃষ্ণয়া সহ স্বাহা।—ইদং নির্ঋতয়ে॥ ৪॥ ওঁ ত্বন্নোহগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্ দেবস্য হেলো অবযাসি সীষ্ঠাঃ। যজিষ্ঠো বহ্নিতমঃ শোশুচানো বিশ্বাদ্বেষাংসি প্রমুগ্ধ্যস্মৎ স্বাহা।—ইদং বরুণায়॥ ৫॥ ওঁ তববায় বৃহস্পতে সুফুর্জ্জামাতরদ্ভুতং অবাস্যা বৃণীমহে স্বাহা।—ইদং বায়বে॥ ৬॥ ওঁ সোমো ধেনুং সোমোঽর্ব্বস্তমাপশুং সোমো বীরং কর্ম্মণ্যং দদাতি সাদনং সীমতথ্যং সাতয়ং পিহ শ্রবণং যো দদাসদদস্মৈ স্বাহা।—ইদং কুবেরায়॥ ৭॥ ওঁ তমীশানং জগতস্তস্থুষস্পতিং ইত্যাদি স্বাহা।—ইদং ঈশানায়॥ ৮॥ ওঁ ব্রহ্ম যজ্ঞানাং প্রথমং পুরস্তাদ্বিষীমতঃ সুরুচোবেন আবঃ। সবুধ্না উপমা অস্য বিষ্ঠাঃ সতশ্চ যোনিমসতশ্চ বিব স্বাহা।—ইদং ব্রহ্মণে॥ ৯॥ ওঁ কালিকো নাম সর্পোনবনাগসহস্রবলঃ। যমুনাহ্রদেশো জাতো যো নারায়ণবাহনঃ। যদি কালিকদূতস্য যদি কালিকাত্তৎযম্। জন্মভূমিপরিক্রান্তো নির্বিষো যাতি কালিকঃ স্বাহা।—ইদমনন্তায়॥" ১০॥

নবগ্রহ হোম।—"ওঁ আকৃষ্ণেন ইত্যাদি স্বাহা—ইদং সূর্য্যায়॥ ১॥ ওঁ আপ্যায়স্ব ইত্যাদি স্বাহা।—ইদং সোমায়॥ ২॥ ওঁ অগ্নি মূর্দ্ধা ইত্যাদি স্বাহা।—ইদং মঙ্গলায়॥ ৩॥ ওঁ উদ্বুধ্যস্বাগ্নে ইত্যাদি স্বাহা।—ইদং বুধায়॥ ৪॥ ওঁ বৃহস্পতে ইত্যাদি স্বাহা।—ইদং বৃহস্পতয়ে॥ ৫॥ ওঁ শুক্রঃ শুক্রং উষোন জাবঃ পপ্রাসমীচীদিবো ন জ্যোতিঃ। কৃত্বা বভুব ভুবো দেবানাং পিতাপুত্রঃ সন্ স্বাহা।—ইদং শুক্রায়॥ ৬॥ ওঁ সমগ্নিরগ্নিভিঃ করচ্ছন্নস্তপতু সূর্য্যঃ। সংবাতো বত্বব পাত্বাপাম্মৃধঃ স্বাহা।—ইদং শনৈশ্চরায়॥ ৭॥ ওঁ কয়া নশ্চিত্র আভুবদূতী সদা বৃধঃ সখা কয়া সচিষ্ঠয়া বৃতা স্বাহা।—ইদং রাহবে॥ ৮॥ ওঁ কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে ইত্যাদি স্বাহা।—ইদং কেতুভ্যঃ॥" ৯॥

অতঃপর যজুর্ব্বেদী ব্রতপ্রতিষ্ঠা ক্রমে সমস্ত কার্য্য করিয়া পুরুষসূক্তোক্ত ১৮টী মন্ত্রদ্বারা আজ্যহোম করিবে। পরে ঘৃতাক্ত তিল দ্বারা "ওঁ ইড়াবতী" ইত্যাদি মন্ত্রে হোম (যজুর্ব্বেদী ব্রতপ্রতিষ্ঠা দেখ) করিয়া প্রায়শ্চিত্ত-হোম করিবে। যথা,—

"অদ্যেত্যাদি অস্মিন্ হোমকর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় 'ওঁ অয়াশ্চাগ্নে' ইত্যাদিভির্মন্ত্রৈঃ প্রায়শ্চিত্তহোমমহং করিষ্যে" এই প্রকার সংকল্প করিয়া প্রায়শ্চিত্তহোম (১ম কাণ্ড ৯৫ পৃ দেখ) করিবে। অতঃপর স্বিষ্টিকৃদ্ধোম (১ম কাণ্ড ৯৬ পৃ ৮ পং দেখ) করিয়া সাধারণ কুশণ্ডিকোক্ত যাবতীয় কার্য্য (১ম কাণ্ড ৯৬ পৃ ১৪ পং দেখ) সমাপন করিবে। অনন্তর দক্ষিণাদি করিয়া ডালা উৎসর্গ প্রভৃতি (যজুর্ব্বেদী ব্রত প্রতিষ্ঠা দেখ) করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবে।

চন্দ্রমৌলি ন্যাস।

"অং শ্রীকণ্ঠপূর্ণোদরীভ্যাং নমঃ। আং অনন্তবিরজাভ্যাং নমঃ। ইং সূক্ষ্ম-শাল্মলীভ্যাং নমঃ। ঈং ত্রিমূর্ত্তিলোলাক্ষীভ্যাং। উং অমরেশ্বরবর্ত্তুলাক্ষীভ্যাং। ঊং অর্ঘীশদীর্ঘঘোণাভ্যাং। ঋং ভাবভূতিসুদীর্ঘমুখীভ্যাং। ৠং অতিথীশগোমুখী-ভ্যাং। ৯ং স্থাণুকদীর্ঘঘোণাভ্যাং। ৡং হরকুণ্ডোদরীভ্যাং। এং ঝিণ্টীশোর্দ্ধ-মুখীভ্যাং। ঐং ভৌতিকবিকৃতমুখীভ্যাং। ওং সদ্যোজাতজ্বালামুখীভ্যাং। ঔং অনুগ্রহেশ্বরোল্কামুখীভ্যাং। অং অক্রূরশ্রীমুখীভ্যাং। অঃ মহাসেনবিদ্যামুখীভ্যাং। কং ক্রোধীশসর্ব্বসিদ্ধিমহাকালীভ্যাং। খং চণ্ডেশসর্ব্বসিদ্ধিসরস্বতীভ্যাং। গং পঞ্চান্তকগৌরীভ্যাং। ঘং শিবোত্তম-ত্রৈলোক্যবিদ্যাভ্যাং। ঙং একরুদ্রমন্ত্রশক্তি-ভ্যাং। চং কূর্ম্মাত্মশক্তিভ্যাং। ছং একনেত্রভূতমাতৃকাভ্যাং। জং চতুরাননলম্বো-দরীভ্যাং। ঝং অবক্ত্রেশদ্রাবিণীভ্যাং। ঞং সর্ব্বনাগরীভ্যাং। টং সোমেশ-খেচরীভ্যাং। ঠং লাঙ্গল-মঞ্জরীভ্যাং। ণং উমাকান্ত-কাকোদরীভ্যাং। তং আষাঢ়িপূতনাভ্যাং। থং দণ্ডিভদ্রকালীভ্যাং। দং অদ্রিযোগিনীভ্যাং। ধং মীন-শঙ্খিনীভ্যাং। নং মেষগর্জ্জিনীভ্যাং। পং লোহিতকালরাত্রিভ্যাং। ফং শিখি-কুব্জিকাভ্যাং। বং ছগলণ্ডক-কপর্দ্দিনীভ্যাং। ভং লোহিতকালরাত্রিভ্যাং। মং মহাকালজয়াভ্যাং। যং ত্বগাত্মবালিসুমুখেশ্বরীভ্যাং। রং অসৃগাত্মভুজঙ্গেশ-রেবতীভ্যাং। লং মাংসাত্মপিণাকীশ-মধ্বীভ্যাং। বং মেদাত্মখড়্গীশবারুণীভ্যাং। শং অস্থ্যাত্মকেশ-বায়বীভ্যাং। ষং মজ্জাত্মশ্বেত-রক্ষোবিদারিণীভ্যাং। সং শুক্রা-ত্মভৃগ্বীশ-সহজাভ্যাং। হং প্রাণাত্মনকুলীশলক্ষ্মীভ্যাং। লং বীজাত্মশিবব্যাপিনী-ভ্যাং। ক্ষং অক্রোধাত্মকসম্বর্ত্তমায়াভ্যাং।" ইহাদের প্রত্যেকের অন্তে "নমঃ" শব্দ যোগ করিয়া যে ব্রতের আরাধ্য দেবতা শিব, সেই ব্রতে মাতৃকান্যাসের স্থানে এই চন্দ্রমৌলি ন্যাস করিবে।

চন্দ্রমৌলিন্যাস সমাপ্ত।

সূর্য্যার্ঘ্য দানবিধি।

পুরোহিত প্রথমত স্বস্তিবাচনাদি করত সংকল্প করিবেন। যথা,—

"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকরোগ-উপশমনকামঃ হংসাদিসপ্ততিনাম্না অর্ঘ্যদানমহং করিষ্যামি।" অতঃপর সূক্তপাঠ করিয়া যেস্থানে সূর্য্যের উদয়াস্ত দৃষ্ট হয়, এই রূপ স্থানে বসিয়া অষ্টদলপদ্ম অঙ্কিত করত পদ্মের পূর্ব্বদলে বর্ত্তুলাকার রক্তবর্ণ সূর্য্যের আকৃতি আঁকিবে এবং অগ্নিকোণে—রবি, দক্ষিণে—বিবস্বান্, নৈঋর্তে—ভগ, পশ্চিমে—বরুণ, বায়ুকোণে—মিত্র, উত্তরে—আদিত্য, ঈশানকোণে—বিষ্ণু এবং মধ্যস্থলে ভাস্করমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া পুষ্প ও তণ্ডুলদ্বারা ইহাদিগের আবাহন করত পূজা করিবে। অনন্তর ষোড়শোপচারে সূর্য্যের পূজা করিয়া পূর্ব্বাদি-দিক্‌ক্রমে দীপ্তা, সূক্ষ্মা, জয়া, ভদ্রা, বিভূতি, বিমলা, অমোঘা, বিদ্যুতা, এবং মধ্যে ছায়ার পূজা করিবে।

তৎপর তাম্রপাত্রে পদ্ম, জবা বা করবীরপুষ্প ও তিল তণ্ডুল, কুশোদক এবং চন্দনদ্বারা অর্ঘ্য সাজাইয়া তাহা মস্তকে ধারণ করত জানুদ্বয় ভূমিসংলগ্ন করিয়া "ওঁ দিশি দিশি তপনো মহোগ্রতাপোজ্জ্বলতি হুতাশনঃ দীপ্ততেজসং। ত্রিবিক্রমণমহূর্ত্তকালচক্রং দিবসকরং শরণমুপৈমি সূর্য্যং॥ ওঁ এহি সূর্য্য সহস্রাংশো তেজোরাশে জগৎপতে। অনুকম্পয় মাং ভক্তং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর॥ ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ"। বলিয়া সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিবে। তৎপর করযোড়ে "ওঁ নমোঽস্তু সূর্য্যায় সহস্রভানবে নমোঽস্তু বৈশ্বানর জাতবেদসে। ত্বমেব বার্ঘ্যং প্রতিগৃহ্ণ দেবদেবাদিদেবায় নমোঽস্তু তুভ্যং। নমো ভগবতে তুভ্যং নমস্তে জাতবেদসে। দত্তাদর্ঘ্যং মহাভানুং ত্বং গৃহাণ নমোঽস্তু তে। হিমঘ্নায় তমোঘ্নায় রসঘ্নায় চ বৈ নমঃ। কৃতঘ্নায় চ দেবায় তস্মৈ সূর্য্যাত্মনে নমঃ। হরিতহয়রথং দিবাকরং কনকায়াস্‌জরেণপিঙ্গরং।" এই স্তব করিয়া সাতবার প্রদক্ষিণপূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গ নমস্কার করিবে। এইরূপ সর্ব্বস্থানে।—ওঁ হংসায়।১। ভানবে।২। সহস্রাংশবে।৩। তপনায়।৪। তাপনায়।৫। রবয়ে।৬। বিকর্ত্তনায়।৭। বিবস্বতে।৮। বিশ্বকর্ম্মণে।৯। বিভাবসবে।১০। বিশ্বরূপায়।১১। বিশ্বকর্ত্রে।১২। মার্ত্তণ্ডায়।১৩। মিহিরায়।১৪। অংশুমতে।১৫। আদিত্যায়।১৬। উষ্ণগবে।১৭। সূর্য্যায়।১৮। অর্য্যম্নে।১৯। ব্রধ্নায়।২০। দিবাকরায়।২১। দ্বাদশাত্মনে।২২। সপ্তহয়ায়।২৩।

ভাস্করায়। ২৪। অহস্করায়। ২৫। খগায়। ২৬। সূরায়। ২৭। প্রভাকরায়। ২৮। বিভাকরায়। ২৯। লোকচক্ষুষে। ৩০। গ্রহেশ্বরায়। ৩১। ত্রিলোকেশায়। ৩২। লোকসাক্ষিণে। ৩৩। তমোহরয়ে। ৩৪। শাশ্বতায়। ৩৫। শুচয়ে। ৩৬। গভস্তিহস্তায়। ৩৭। তীব্রাংশবে। ৩৮। তরণয়ে। ৩৯। সুমনোহরায়। ৪০। হরিদশ্বায়। ৪১। রশ্ময়ে। ৪২। অর্কায়। ৪৩। ভানুমতে। ৪৪। ভয়নাশনায়। ৪৫। ছন্দোগায়। ৪৬। বেদবেদ্যায়। ৪৭। ভাস্বতে। ৪৮। পূষ্ণে। ৪৯। বৃষাকপয়ে। ৫০। একচক্ররথায়। ৫১। মিত্রায়। ৫২। তমিস্রঘ্নে। ৫৩। দৈত্যঘ্নে। ৫৪। পাপহর্ত্রে। ৫৫। ধর্ম্মায়। ৫৬। ধর্ম্মপ্রকাশায়। ৫৭। হেলিকায়। ৫৮। চিত্রভানবে। ৫৯। কলিঘ্নায়। ৬০। তার্ক্ষ্যবাহনায়। ৬১। দিক্পতয়ে। ৬২। পদ্মিনীনাথায়। ৬৩। কুশেশয়করায়। ৬৪। হরয়ে। ৬৫। দিবিষদে। ৬৬। দুর্নিরীক্ষ্যায়। ৬৭। চণ্ডাংশবে। ৬৮। মান্দহারবে। ৬৯। কশ্যপাত্মজায়। ৭০॥”

অনন্তর নমস্কার করিয়া দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবেন।

সূর্য্যার্ঘ্যদান সমাপ্ত।

গয়াশ্রাদ্ধপদ্ধতি।

গয়াযাত্রা প্রয়োগ। গয়াযাত্রার পূর্ব্ব তৃতীয় দিবস ব্রহ্মচর্য্যাদি নিয়মে থাকিয়া তৎপর দিবস নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক সংকল্প করিবে। যথা,—

“অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা করিষ্যমাণগয়াযাত্রাঙ্গভূতোপবাসমহং করিষ্যে।” এইরূপ সংকল্প করিয়া সেই দিন উপবাস করিবে। তৎপর দিন নিত্যক্রিয়ান্তে শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমনপূর্ব্বক স্বস্তিবাচন করত সংকল্প করিবে।—“অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা করিষ্যমাণগয়াযাত্রানির্ব্বিঘ্নপরিসমাপ্ত্যর্থং গণপত্যাদি নানাদেবতা পূজাপূর্ব্বকং ইষ্টদেবতায়া যথাশক্তি পূজনমহং করিষ্যে।” এই প্রকার সংকল্প করিয়া গণেশাদি দেবতার পূজা করত ইষ্টদেবতার পূজা করিয়া দক্ষিণা দান করিবে। তৎপর কুলাচারানুসারে পার্ব্বণ বা আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিবে। শ্রাদ্ধে “তীর্থযাত্রানিমিত্তক” এইরূপ বাক্য উল্লেখ করিবে। স্ত্রীলোক শ্রাদ্ধ করিবে না, শূদ্র আমান্নদ্বারা শ্রাদ্ধ করিবে।

গয়া যাত্রাকৃত্য।—প্রথমত যথাশক্তি বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে পরিতুষ্ট করিয়া যাত্রাসংকল্প করিবে। যথা,—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা সমস্তপিতৄণাং দশপূর্ব্বদশপরস্ববংশ্যানাঞ্চ নরকোদ্ধারণানন্তরস্বর্গাধিরোহণপূর্ব্বক শাশ্বত ব্রহ্মপদপ্রাপ্তিকামো গয়াশ্রাদ্ধাদিকরণার্থং গয়াযাত্রামহং করিষ্যে।" এইরূপ সংকল্প করিয়া কাষায় বস্ত্র পরিধান করত ব্রহ্মচারিবেশ ধারণ করিয়া শুভলগ্নসময়ে গ্রাম হইতে নির্গত হইয়া সেই গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া ক্রোশান্তর মধ্যস্থ গ্রামান্তরে সেইদিন অবস্থিতি করিয়া পরদিন পূর্ব্বাহ্ণে স্নানাদি নিত্যক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করত গমন করিবে।

প্রথমদিন কৃত্য।—গয়াতে উপস্থিত হইয়া তীর্থ দৃষ্টিমাত্র ভূমিতে সাষ্টাঙ্গ নমস্কার করিবে। পরে হস্তপদাদি প্রক্ষালনপূর্ব্বক আচমন করত "ওঁ গয়াতীর্থায় নমঃ" বলিয়া গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিয়া ফল্গুতীর্থে গমন করিবে। তথায় পরিধেয় বস্ত্রসহিত স্নান করিয়া প্রাতঃসন্ধ্যাদি নিত্যক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া কুশহস্তে আচমনপূর্ব্বক সংকল্প করিবে। যথা,—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা সমস্তপিতৄণাং বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তয়ে আত্মনশ্চ ভুক্তিমুক্তিপ্রাপ্ত্যর্থং তীর্থপ্রাপ্তিনিমিত্তং অস্মিন্ ফল্গুতীর্থে স্নানমহং করিষ্যে।"

এই প্রকার সংকল্প করিয়া কৃতাঞ্জলি পুরঃসর বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রার্থনা ও প্রণাম করিবে। মন্ত্র যথা,—

"ওঁ নমো দেবদেবায় শিতিকণ্ঠায় দণ্ডিনে। রুদ্রায় চাপহস্তায় চক্রিণে বেধসে নমঃ॥ ওঁ সরস্বতী চ সাবিত্রী দেবতাত্মা গরীয়সী। সন্নিধানী ভবত্বত্র তীর্থপাপপ্রণাশিনী॥ ওঁ সাগরস্বননির্ঘোষ দণ্ডহস্তাসুরান্তক। জগৎস্রষ্ট জগমর্দ্দিন্নমামি ত্বাং সুরেশ্বর। তীক্ষ্ণদংষ্ট্র মহাকায় কল্পান্তদহনোপম। ভৈরবায় নমস্তুভ্যমনুজ্ঞাং দাতুমর্হসি॥ ওঁ ফল্গুতীর্থে বিষ্ণুজলে করোমি স্নানমাদৃতঃ। পিতৄণাং বিষ্ণুলোকায় ভুক্তিমুক্তিপ্রসিদ্ধয়ে॥"

অতঃপর হস্তপ্রমাণ চতুরস্র করিয়া "ওঁ গঙ্গে চ যমুনে" ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থাবাহন ও "ওঁ বিষ্ণুপাদপ্রসূতাসি" ইত্যাদি মন্ত্র (২য় কাণ্ড ৮৪ পৃ দেখ) পাঠ করিয়া সেই জলদ্বারা অঙ্গমার্জ্জন করত তিনবার নিমগ্ন হইবে। অতঃপর "ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভী" ইত্যাদি অঘমর্ষণ সূক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া জলাভিমন্ত্রণ করত সেই জলদ্বারা আচমনপূর্ব্বক জলমধ্যে উক্ত সূক্তমন্ত্র তিনবার জপ করিয়া তিনবার নিমগ্ন হইবে। শূদ্রাদি "ওঁ অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে" ইত্যাদি মন্ত্র (২য় কাণ্ড ৮৫ পৃ দেখ) পাঠ করিয়া সর্ব্বগাত্রে মৃত্তিকালেপনপূর্ব্বক স্নান করিবে।

তৎপর নাভিপ্রমাণ জলে দাঁড়াইয়া "ওঁ নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্রে চতুর্হস্ত করিয়া "ওঁ বিষ্ণুপাদপ্রসূতাসি" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত "ওঁ নমো নারায়ণায়" মন্ত্র জলমধ্যে সাতবার জপপূর্ব্বক মস্তকে সাতবার জলাঞ্জলি দিবে। পরে তিনবার বা একবার জলমধ্যে নিমজ্জিত হইবে।

এই প্রকারে স্নান কার্য্য সমাপন করিয়া ধৌতবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক তিলকাদি করিয়া মধ্যাহ্ন সন্ধ্যাদি নির্ব্বাহান্তে তর্পণ করিবে। যথা,—

প্রথমত সংকল্প করিবে।—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা সমস্তপিতৃণাং অক্ষয়তৃপ্তিপূর্ব্বকশাশ্বত ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তয়ে অসদ্‌গতীনাং সদ্‌গতিপ্রাপ্তয়ে চ অস্মিন্ ফল্গুতীর্থে তর্পণমহং করিষ্যে।"

এই প্রকার সংকল্প করিয়া স্ব স্ব বেদীয় তর্পণপদ্ধতি অনুসারে (২য় কাণ্ড ৭০ পৃ হইতে ৭৬ পৃ পর্য্যন্ত দেখ) তর্পণ কার্য্য সমাপন করিবে।

পরে "ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা" ইত্যাদি ধ্যান দ্বারা বিষ্ণুর ধ্যান করিয়া যথা সম্ভব উপচারে বিষ্ণুর পূজা করত কুলাচারানুসারে পার্ব্বণ বা আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিবে। শ্রাদ্ধানুজ্ঞাবাক্যে,—"গয়াখ্যমহাতীর্থপ্রাপ্তিনিমিত্তক ফল্গুতীর্থে শ্রাদ্ধমহং করিষ্যে" এইরূপ বাক্য করিবে। শ্রাদ্ধান্তর্গত পিণ্ড দান * করিবে। পিণ্ডদানক্রমে পিতা, পিতামহাদির পিণ্ড দান করিয়া ষোড়শ পিণ্ডদান করিবে। প্রথম পিতৃষোড়শী,—একটী পিণ্ড গ্রহণ করিয়া "ওঁ পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ। মাতা পিতামহী চৈব তথৈব প্রপিতামহী। মাতামহ স্তৎপিতা চ প্রমাতামহকাদয়ঃ। তেষাং পিণ্ডো ময়া দত্তো হ্যক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাং।" বলিয়া পিণ্ড প্রদান করত পিণ্ডান্তিকে পিণ্ডশেষ বিকীর্ণ করিবে।

অতঃপর আচমনপূর্ব্বক হরি স্মরণ করিয়া পিণ্ডপাত্র-প্রক্ষালিত জলদ্বারা "ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নবনেনিক্ষ্ব যে চাত্র ত্বামনু যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা" বলিয়া অবনেজন করত উত্তরাভিমুখী হইয়া "ওঁ অত্র পিতরো মাদয়ধ্বং যথাভাগমাবৃষায়ধ্বং। ওঁ অমমদন্ত পিতরো যথাভাগমাবৃষায়িষত ওঁ নমো বঃ পিতরো নমোঃ বঃ গৃহান্ন পিতরো দত্ত সতো বঃ পিতরো দেষ্ম।" ইহা পাঠ করিবে। যজুর্ব্বেদিগণ—পিণ্ডশেষ বিকীর্ণ করিয়া "ওঁ অত্র পিতরো মাদয়ধ্বং যথাভাগমাবৃষায়ধ্বং" ইহা জপ করিয়া উত্তরাভিমুখী হইয়া "ওঁ

* পিণ্ডদ্রব্য।—আমসেনাজ্যযুক্তেন শক্তুনা চরুণা তথা। পিণ্ডদানং তণ্ডুলৈশ্চ গোধূমৈস্তিলমিশ্রিতৈঃ॥ আগ্নেয়।

অসৌ মদন্তঃ পিতরো যথাভাগমাবৃষায়িষত” ইহা পাঠ করিবে। পরে পিণ্ডপাত্র-প্রক্ষালিত জল দ্বারা “ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্ এতত্তে প্রত্যবনে-জনং ভুঙ্ক্ষ্ব স্বধা” বলিয়া অবনেজন করিয়া নীবী ত্যাগ করত পিণ্ডোপরি ষড়ঞ্জলিমন্ত্র পাঠ করিবে। পরে উভয় বেদীয়গণই শুক্লবস্ত্রদশাভব বাসসূত্র গ্রহণ করিয়া “এতদ্বঃ পিতরো বাসঃ” বলিয়া পিণ্ডের উপর দিয়া সামবেদীয়-গণ— “ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মন্ এতত্তে বাসঃ স্বধা।” যজুর্ব্বেদীয়গণ “এতদ্বাসস্তভ্যং স্বধা” বলিয়া উৎসর্গ করত উর্জ্জধারা প্রদান করিয়া গন্ধাদির দ্বারা তুষ্ণীং পিণ্ডের পূজা করত পিণ্ড আঘ্রাণ করিয়া করযোড়ে “ওঁ তীর্থপ্রাপ্তিনিমিত্তকং পিণ্ডদানং পরিপূর্ণমস্তু” এই প্রার্থনা করিবে। পরে পিণ্ড তীর্থজলে নিক্ষেপ করিয়া বৈগুণ্যশান্তির জন্য বিষ্ণুস্মরণ করিবে। তৎপর পিতৃনমস্কার করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা,—

“ওঁ পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ তৃপ্তিমায়ান্তু পিণ্ডেন ময়া দত্তেন ভূতলে। মাতামহস্তৎপিতা চ পিত্রা তস্যাপি তৃপ্যতু। দ্বিজানাং তর্পণাদ্ধোমাৎ পিণ্ডদানাচ্চ যে সদা। গয়ায়াং মুণ্ডপৃষ্ঠে চ সরসি ব্রহ্মণস্তথা। গয়াশীর্ষে বটে চৈব পিতৄণাং দত্তমক্ষয়ং। গয়ায়াং পিতৃরূপেণ স্বয়মেব জনার্দ্দনঃ। তং দৃষ্ট্বা পুণ্ডরীকাক্ষং মুচ্যতে চ ঋণত্রয়াৎ। শমীপত্রপ্রমাণেন পিণ্ডং দদ্যাৎ গয়া-শিরে। উদ্ধরেৎ সপ্তগোত্রাণি কুলৈকোত্তরং শতং।

পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া “ওঁ ইদং গয়াশ্রাদ্ধং সাঙ্গমস্তু” এই প্রশ্ন করিলে ব্রাহ্মণ “ওঁ সম্পূর্ণমস্তু” ইহা বলিবেন।

দ্বিতীয় দিন কৃত্য। প্রথমতঃ ফল্গুতীর্থে প্রাতঃস্নানাদি নিত্যক্রিয়া করিয়া গয়ার বায়ুকোণে প্রেতপর্ব্বতে গমন করিয়া তন্মূলসন্নিধানে ঈশান কোণে ব্রহ্মকুণ্ডে যাইয়া “অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা সমস্ত-পিতৄণাং সপ্রাবিতপ্রেতত্বনাশপূর্ব্বকশাশ্বতব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিকামঃ অস্মিন্ ব্রহ্ম-কুণ্ডে তর্পণমহং করিষ্যামি” এইরূপ সংকল্পপূর্ব্বক তর্পণ করত শ্রাদ্ধার্থ জল লইয়া পুনর্ব্বার প্রেতপর্ব্বতে গমন করত স্বর্ণরেখাঙ্কিত শিলা-সন্নিকটে গমনপূর্ব্বক পাদপ্রক্ষালন করিয়া “ওঁ কব্যবালোহনলঃ সোমো যমশ্চৈবার্য্যমা তথা। অগ্নিষ্বাত্তা বর্হিষদঃ সোমপাঃ পিতৃদেবতাঃ। আগচ্ছন্তু মহাভাগা যুষ্মাভীরক্ষি-তাস্তথা। মদীয়াঃ পিতরো যে চ কুলে জাতাঃ সনাভয়ঃ। তেষাং পিণ্ডপ্রদানায় আগতোঽস্মি গয়ামিমাং। তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তু শ্রাদ্ধেনানেন শাশ্বতীং।” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পিতৃগণের আবাহন করিবে।

অতঃপর পূর্ব্ববৎ সংকল্পাদি করিয়া শ্রাদ্ধ করিবে। যথা,—প্রথমতঃ যথা-যোক্ত ক্রমে পূজাদ্রব্য শোধন করিয়া তদ্দ্বারা শ্রাদ্ধভূমি অভ্যুক্ষণপূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখী, পাতিত বাম জানু ও প্রাচীনাবীতী হইয়া আচমন করিয়া বিষ্ণুস্মরণ করত কুশোদক দ্বারা শ্রাদ্ধদ্রব্য সংপ্রোক্ষণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুরঃসর "ওঁ কব্যবালোঽনলঃ সোমো" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া পিতৃগণের আবাহন করত "ওঁ পিত্রাদিভ্যো নমঃ" মন্ত্রে পিত্রাদির পূজা করিয়া স্ব স্ব পার্ব্বণবিধিক শ্রাদ্ধ করিবে। অশক্ত হইলে পূর্ব্ববৎ সঙ্কল্পাদি স্থানশোধন পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া পিণ্ডদানবিধি ক্রমে "স্বধা" পদ উল্লেখ করিয়া পিতৃগণের পিণ্ডদান করত নমস্কার করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে।

অতঃপর পূর্ব্ববৎ পাত্রাসাদন হইতে পিতৃপূজান্ত কর্ম্ম করিয়া কুশ আস্তৃত করত "ওঁ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ। তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ। অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং। আব্রহ্মভুবনাল্লোকাদিদমস্তু তিলোদকং।" ইহা পাঠ করিয়া আস্তৃত কুশোপরি তিলোদকাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক "ওঁ পিতা পিতামহশ্চৈব" ইত্যাদি মন্ত্র (৭১ পৃ দেখ) পাঠ করিয়া তিল-মধু-দধি-ঘৃতযুক্ত মুষ্টিপ্রমাণ শক্তুকৃত পিণ্ড পিত্রাদি দ্বাদশ ব্যক্তিকে দান করিবে। তৎপর পিতৃব্যাদি ও পিতৃব্যপত্ন্যাদির শ্রাদ্ধ বা পিণ্ডদান করিয়া দক্ষিণমুখী হইয়া উপবেশন করত ষোড়শ পিণ্ডদান করিয়া তাহার দক্ষিণে বসিয়া স্ত্রীষোড়শী করিবে। যদি পুত্র কামনা থাকে তবে "ওঁ যো মে প্রজাং নাশয়তি জীবো নশ্যতি বা স্বয়ং। তস্য কশ্যপগোত্রস্য বায়ুরূপস্য দেহিনঃ। প্রেতত্বোদ্ধারবিধয়ে তস্মৈ পিণ্ডং দদাম্যহং। ১। ওঁ যো মে প্রজাং নাশয়তি জীবো নশ্যতি বা স্বয়ং। তস্য প্রেতস্য দত্তোঽহত্র পিণ্ডোঽক্ষয়মুপতিষ্ঠতু। ২। ওঁ যো মে প্রজাং নাশয়তি জীবো নশ্যতি বা স্বয়ং। বিষ্ণুরূপঃ স লভতাং যা পিণ্ডার্পণাহুতিঃ। তস্য কশ্যপগোত্রস্য বায়ুরূপস্য দেহিনঃ। অয়ং পিণ্ডো ময়া দত্তো যঃ পীড়াং কুরুতে মম। ৩। ওঁ ইমং তিলময়ং পিণ্ডং মধুসর্পিঃসমন্বিতং। দদামি তস্মৈ প্রেতায় যঃ পীড়াং কুরুতে মম। ৪।" এই মন্ত্রে চারিটী পিণ্ড দান করিয়া পিতৃনমস্কার করত "ওঁ পিত্রাদয়ঃ ক্ষমধ্বং" বলিয়া বিসর্জ্জন করিবে।

এই প্রকারে শ্রাদ্ধাদি নিষ্পাদন করত আচমনপূর্ব্বক পূর্ব্বাভিমুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ সাক্ষিণঃ সন্তু মে দেবা ব্রহ্মেশানাদয়স্তথা। ময়া গয়াং সমাসাদ্য পিতৄণাং নিষ্কৃতিঃ কৃতা। আগতোঽস্মি গয়াং দেব পিতৃকার্য্যে গদাধর। ত্বমেব

ষাক্ষী ভগবন্নৃণোঽহমৃণত্রয়াৎ।" ইহা পাঠ করিবে। তৎপর "অদ্যেত্যাদি—প্রেতপর্ব্বতে তিলমিশ্রিতশক্তুনিক্ষেপং সতিলজলাঞ্জলিদানঞ্চ করিষ্যে" এই প্রকার সংকল্প করিয়া "ওঁ যে কেচিৎ প্রেতরূপেণ বর্ত্তন্তে পিতরো মম। তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তু শক্তুভিস্তিলমিশ্রিতৈঃ।" এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক তিলমিশ্রিত শক্তু নিক্ষেপ করিয়া "ওঁ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং যৎ কিঞ্চিৎ সচরাচরং। ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্তিমায়ান্তু সর্ব্বশঃ॥" বলিয়া সতিল জলাঞ্জলি প্রদান করত পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া গয়ার উত্তর দিকে মহানদীর পশ্চিমতীরস্থ প্রেতশিলাতে গমন করিবে।

তৃতীয়দিন-কৃত্য।—ফল্গুতীর্থে প্রাতঃস্নানাদি নিত্যক্রিয়া সমাপন করত উত্তরমানসে গমনপূর্ব্বক তীর্থোদক দ্বারা মস্তক অভ্যুক্ষণ করিয়া "অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা আত্মশুদ্ধিসূর্য্যলোকাদি-প্রাপ্তিপিতৃমুক্তিকামঃ উত্তরমানসে স্নানমহং করিষ্যে।" এইরূপ সংকল্প করত স্নানোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া "ওঁ উত্তরে মানসে স্নানং করোম্যাত্মবিশুদ্ধয়ে। সূর্য্যলোকাদিসংসিদ্ধিসিদ্ধয়ে পিতৃমুক্তয়ে॥" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া যথাবিধি স্নান তর্পণাদি করিবে।

অতঃপর পিতৃগণের অক্ষয়তৃপ্তি কামনায় সংকল্প করিয়া প্রেতপর্ব্বতোক্ত শ্রাদ্ধাদি নিষ্পন্ন করত পিতৃগণের সূর্য্যলোক নয়নকামনায় "ওঁ নমো ভগবতে ভর্ত্তে সোমভৌমজ্ঞরূপিণে। জীবভার্গবসৌরেয়রাহুকেতুস্বরূপিণে" এই মন্ত্রে সূর্য্যের-পূজা ও প্রণাম করিবে।

তৎপর মৌনী হইয়া দক্ষিণমানসে গমন করত তদন্তর্গত উত্তরভাগস্থ উদীচী-নামক তীর্থে "অদ্যেত্যাদি আত্মশুদ্ধি সূর্য্যলোকাদিপ্রাপ্তিব্রহ্মহত্যাদিপাপ-সমূহনাশকামঃ পিতৃমুক্তিকামো বা উদীচীতীর্থে স্নানমহং করিষ্যে॥" এইরূপ সংকল্প করিয়া স্নানোক্ত মন্ত্র পাঠ করত কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ ব্রহ্মহত্যাদি-পাপৌঘঘাতনায় বিমুক্তয়ে। দিবাকর করোমীহ স্নানং দক্ষিণমানসে॥" ইহা পাঠ করিয়া যথাবিধি স্নান ও তর্পণাদি করিবে। পরে পিতৃমুক্তি কামনায় সংকল্প করিয়া প্রেতপর্ব্বতবৎ শ্রাদ্ধাদি করিবে এবং দক্ষিণ মানসান্তর্গত মধ্যভাগস্থ কনখল তীর্থে ও তদন্তর্গত দক্ষিণভাগস্থ দক্ষিণমানসে উদীচীতীর্থের ন্যায় কার্য্য করিবে। পরে "ওঁ নমামি সূর্য্যং তৃপ্ত্যর্থং পিতৃণাং তারণায় চ। পুত্রপৌত্রধনৈশ্বর্য্যায়ুরারোগ্যবৃদ্ধয়ে॥" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মৌনী হইয়া প্রণাম ও পূজা করিবে। মৌনাবলম্বন করিয়া পূজা করে বলিয়া ইহাকে মৌনার্ক বলে। তৎপর দ্বিতীয় দিন কৃত্যোক্ত "ওঁ কব্যবাল" ইত্যাদি "শাশ্বতীং"

পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া গদাধরের পূর্ব্বদিকে সর্ব্বতীর্থোত্তম ফল্গুতীর্থে যাইয়া "অস্মেত্যাদি পিতৃণাং বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তয়ে আত্মনশ্চ ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধয়ে চ ফল্গুতীর্থে স্নানমহং করিষ্যে।" এই প্রকার সঙ্কল্প করিয়া স্নানোক্ত মন্ত্রপাঠান্তে প্রথম দিনোক্ত "ওঁ ফল্গুতীর্থে বিষ্ণুজলে" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া যথাবিধি স্নান ও তর্পণাদি করিবে। তৎপর পিতৃগণের মোক্ষপ্রাপ্তিকামনায় সংকল্প করিয়া প্রেতপর্ব্বতোক্ত শ্রাদ্ধাদি করিবে॥ ইতি পঞ্চতীর্থ কৃত্য॥

তৎপর মধুস্রবার দক্ষিণকূলস্থিত মহেশ্বরকে "ওঁ নমঃ শিবায় দেবায় ঈশান পুরুষায় চ। অঘোর বামদেবায় সদ্যোজাতায় শম্ভবে॥" এই মন্ত্রে পূজা ও প্রণাম করিয়া গদাধরের পূজা হেতুক পুনর্ব্বার ফল্গু তীর্থে পূর্ব্ববৎ স্নান করত গদাধরের দর্শন করিয়া "ওঁ নমো বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ। প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় শ্রীধরায় চ বিষ্ণবে॥" বলিয়া নমস্কার ও পূজা করিবে। অনন্তর পিতৃগণের ব্রহ্মলোকগমন কামনায় পুনর্ব্বার পঞ্চতীর্থে যথাবিধি স্নান ও তর্পণ করিয়া পুনরায় গদাধরের সমীপে উপস্থিত হইয়া অষ্টোত্তরশতপল পরিমিত পঞ্চামৃত দ্বারা গদাধরকে স্নান করাইয়া পুষ্প বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা পূজা করিবে। এই কার্য্যে পঞ্চামৃত স্নান অবশ্য কর্ত্তব্য, অকরণে প্রত্যবায় আছে।

চতুর্থদিন কৃত্য।—ফল্গুতীর্থে প্রাতঃস্নানাদি নিত্যক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া ধর্ম্মারণ্যে গমন করিবে। তথায় মতঙ্গবাপীতে সর্ব্বপাপ বিশুদ্ধি কামনায় সংকল্পপূর্ব্বক যথাবিধি স্নানতর্পণ করিয়া পিতৃ-উদ্ধার কামনায় সংকল্প করত প্রেতপর্ব্বতোক্ত শ্রাদ্ধাদি করিবে। তৎপর মতঙ্গবাপীর উত্তরদিকস্থ মতঙ্গদেশ দর্শনপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ প্রমাণং দেবতাঃ সন্তু লোকপালাশ্চ সাক্ষিণঃ। ময়াগত্য মতঙ্গেঽস্মিন্ পিতৃণাং নিষ্কৃতিঃ কৃতা॥" ইহা পাঠ করিবে। তৎপর ব্রহ্মকূপে গমন করিয়া পিতৃ-উদ্ধার কামনায় সংকল্প করিয়া যথাবিধি স্নান ও তর্পণ করত প্রেতপর্ব্বতবৎ শ্রাদ্ধাদি করিবে। পরে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মেশ্বরকে প্রণাম করিয়া মহাবোধিবৃক্ষের অধোদেশে স্ব-স্বর্গ-কামনায় প্রেতপর্ব্বতের ন্যায় শ্রাদ্ধাদি করত "ওঁ চলদলায় বৃক্ষায় সর্ব্বদা স্থিতিহেতবে। বোধিসত্ত্বায় পূজ্যায় অশ্বত্থায় নমো নমঃ॥" বলিয়া নমস্কার করিয়া "ওঁ অশ্বত্থ যস্মাত্ত্বয়ি বৃক্ষরাজ নারায়ণস্তিষ্ঠতি সর্ব্বকালং। অতঃ শুভস্ত্বং সততং তরূণাং ধন্যোঽসি দুঃস্বপ্নবিনাশনোঽসি।" বলিয়া প্রার্থনা করিবে।

পঞ্চমদিনকৃত্য।—ফল্গুতীর্থে নিত্যক্রিয়াদি নির্ব্বাহ করিয়া ব্রহ্মসরোবরে গমন করিয়া "অদ্যেত্যাদি ঋণত্রয়বিমুক্তিকামঃ আত্মশুদ্ধিকামো বা ব্রহ্মসরসি স্নানমহং করিষ্যে।" এই রূপ সংকল্প করিয়া স্নানোক্ত মন্ত্র পাঠাদি করত "ওঁ স্নানং করোমি তীর্থেঽস্মিন্ ঋণত্রয়বিমুক্তয়ে। শ্রাদ্ধায় পিণ্ডদানায় তর্পণায়াত্মশুদ্ধয়ে।" এই মন্ত্র পড়িয়া যথাবিধি স্নান ও তর্পণ করিয়া পিতৃগণের ব্রহ্মলোক গমন কামনায় সংকল্প করত ব্রহ্মসরসীতে ব্রহ্মযূপ সমীপে পিতৃতারণকামনায় ব্রহ্মকূপ ও কূপের মধ্যে প্রেতপর্ব্বতোক্ত শ্রাদ্ধাদি করিবে। তৎপর "অদ্যেত্যাদি পিতৃমোক্ষকামো ব্রহ্মকল্পিতাম্রসেচনমহং করিষ্যে" এইরূপ সংকল্প করিয়া "ওঁ আম্রং ব্রহ্মসরোদ্ভূতং সর্ব্বদেবময়ং তরুং। বিষ্ণুরূপং প্রসিঞ্চামি পিতৃণাঞ্চ বিমুক্তয়ে॥" এই মন্ত্র পড়িয়া ব্রহ্মসরের জলধারা আম্রবৃক্ষ সেচন করিবে।

অতঃপর বাজপেয় ফল-সমফল প্রাপ্তি কামনায় ব্রহ্মযূপ প্রদক্ষিণ করত পিতৃগণের ব্রহ্মপুরনয়নকামনায় "ওঁ নমো ব্রহ্মণেঽজায় জগজ্জন্মাদিকারিণে। ভক্তানাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ তারণায় নমো নমঃ॥" এই মন্ত্রে ব্রহ্মসরসীর বায়ুকোণস্থ ব্রহ্মাকে প্রণাম ও পূজা করিবে। তৎপর ফল্গুতীর্থে যাইয়া পিতৃমুক্তিকামনায় প্রেতশিলাকৃত্য লিখিত "ওঁ যমরাজধর্ম্মরাজৌ" ইত্যাদি মন্ত্রে যমবলি, "ওঁ দ্বৌ শ্বানৌ শ্যামশবলৌ" ইত্যাদিমন্ত্রে কুক্কুরবলি প্রদান করিয়া "ওঁ ঐন্দ্রবারুণবায়ব্যা যাম্যা বৈ নৈঋতাস্তথা। বায়সাঃ প্রতিগৃহ্নন্তু ভূমৌ পিণ্ডং ময়োজ্ঝিতং॥" এই মন্ত্রে কাকবলি দিবে। পরে কাকবলির নিমিত্ত অশুচি দূরীকরণার্থ পুনর্ব্বার অমন্ত্রক ফল্গুতীর্থে স্নান করিবে।

ষষ্ঠদিনকৃত্য।—প্রথমতঃ ফল্গুতীর্থে দশলক্ষাশ্বমেধযজ্ঞজন্য ফলসম ফল প্রাপ্তিকামনায় সংকল্প করিয়া প্রথমদিনকৃত্যোক্ত "ওঁ ফল্গুতীর্থে বিষ্ণুজলে" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিয়া যথাবিধি স্নানতর্পণাদি করিয়া প্রেতপর্ব্বতোক্ত শ্রাদ্ধাদি করিবে। পরে প্রথমে বিষ্ণুপদ সমীপে যাইয়া নিজের পাপনাশকামনায় সংকল্প করত বিষ্ণুপদ দর্শনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ অত্র বিষ্ণুপদং দিব্যং দর্শনাৎ পাপনাশনং। স্পর্শনাৎ পূজনাচ্চৈব পিতৃণাং মুক্তিহেতবে॥" ইহা পাঠ করিয়া স্পর্শ করিবে।

পরে পিতৃমুক্তিকামনায় সংকল্প করিয়া প্রথমদিনকৃত্যোক্ত "ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা" ইত্যাদি ধ্যান করত পুরুষসূক্ত মন্ত্র বা "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওঁ বিষ্ণবে নমঃ" এই মন্ত্রে (ঘটস্থাপন, আবাহন ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা বর্জ্জন করিয়া)

সামান্য পূজাপদ্ধতিক্রমে বিষ্ণুর পূজা করিবে। তৎপর কেবলমাত্র পিত্রাদি সম্বন্ধী ব্যক্তির উল্লেখ না করিয়া "অদ্যেত্যাদি আত্মীয়কুলসহস্রসমুদ্ধারপূর্ব্বকবিষ্ণু-লোকগমনকামো বিষ্ণুপদে শ্রাদ্ধমহং করিষ্যে।" এইরূপ সংকল্প করিয়া প্রেতপর্ব্বতোক্ত শ্রাদ্ধাদি ও মাতৃষোড়শী করিয়া পিণ্ডোত্থান করিবে।

রুদ্রাদি সপ্তদশপদে রুদ্রাদিদেবতার পূজা করিয়া বক্ষ্যমাণ কামনা করত প্রেতপর্ব্বতোক্ত শ্রাদ্ধাদি করিবে।

কামনা যথা,—রুদ্রপদে,—"আত্ম সহিত কুলশত শিবপুরনয়নং॥" ব্রহ্ম-পদে,—"কুলশত সমুদ্ধারপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকনয়নং।" দক্ষিণাগ্নিপদে—"স্বস্য বাজপেয়যাগফলং।" গার্হপত্যপদে,—"স্বস্য অশ্বমেধযজ্ঞফলং।" আহবনীয়পদে,—"স্বস্য রাজসূয় যজ্ঞফলং।" সভ্যাগ্নিপদে,—"স্বস্য জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞফলং।" আবসথ্যাগ্নিপদে,—"স্বস্য সোমলোকপ্রাপ্তিফলং।" সূর্য্যপদে,—"পঞ্চশত কুলানাং সূর্য্যপুরনয়নম্।" কার্ত্তিকেয়পদে,—"পিতৃণাং শিবলোকনয়নং।" ইন্দ্রপদে,—"পিতৃণাং ইন্দ্রপদপ্রাপ্তিফলং। আত্মপদে,—"পিতৃণাং ব্রহ্মলোকনয়নং।" চন্দ্র-গণেশ-ক্রৌঞ্চ-মতঙ্গ-কশ্যপপদে,—"পিতৃণাং ব্রহ্মপুরনয়নং।"

অনন্তর পদশিলার উত্তরভাগস্থ গঙ্গকর্ণিকাতে পিতৃগণের স্বর্গকামনায় শুদ্ধজল দ্বারা যথাবিধি তর্পণ করিয়া পদশিলার উত্তর ভাগস্থ পথসমী-পস্থিত কনকেশ্বর, কেদারেশ্বর, নারসিংহ ও বামনদেবের যথাশক্তি পূজাদি করিবে।

সপ্তমদিন কৃত্য; পঞ্চতীর্থে নিত্যক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া গদালোলে গমন করত "অদ্যেত্যাদি আত্মনঃ শুদ্ধয়ে অক্ষয়স্বর্গপ্রাপ্তয়ে চ গদালোলে স্নানমহং করিষ্যে।" এইরূপ সংকল্প করিয়া স্নানোক্ত মন্ত্র পাঠান্তে কৃতাঞ্জলি-পূর্ব্বক—"ওঁ গদালোলে মহাতীর্থে গদাপ্রক্ষালনাদ্ধরে। স্নানং করোমি তীর্থেঽস্মিন্ অক্ষয্যং পদমাপ্নুয়াং॥" এই মন্ত্র পড়িয়া যথাবিধি স্নান ও তর্পণ করিয়া পিতৃগণের তৃপ্তি ও ব্রহ্মলোক গমনকামনায় সংকল্প করিয়া প্রেত-পর্ব্বতোক্ত শ্রাদ্ধাদি করিবে। তৎপর অক্ষয়বটে যাইয়া পিতৃগণের ব্রহ্মলোক-গমনকামনায় অক্ষয়বটচ্ছায়াতে প্রেতপর্ব্বতবৎ শ্রাদ্ধাদি করিবে। পিতৃ-লোকনয়ন কামনায় অক্ষয়বটমূলে একটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। তৎপর পিতৃব্রহ্মলোকগমন কামনায় অক্ষয়বটস্থ ঈশকে দৃষ্টি করিয়া পূজা করত "ওঁ একার্ণবে বটস্যাগ্রে যঃ শেতে যোগনিদ্রয়া। বালরূপধরস্তস্মৈ নমস্তে যোগশায়িনে॥" বলিয়া প্রণাম করিয়া পিতৃগণের অক্ষয়ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হেতু

করযোড়ে "ওঁ সংসারবৃক্ষশস্ত্রায় সর্ব্বপাপক্ষয়ায় চ। অক্ষয়ায় ব্রহ্মদাত্রে নমোঽক্ষয়বটায় তে॥" বলিয়া অক্ষয় বটকে নমস্কার করিবে। অতঃপর জনকের রুদ্রসদনগমন কামনায় প্রপিতামহরূপ গদাধরকে পূজা করিয়া "ওঁ কলৌ মহেশ্বরা লোকে যেন তস্য দৃগদাধরঃ। লিঙ্গরূপো ভবেত্তঞ্চ বন্দে শ্রীপ্রপিতামহং॥" বলিয়া প্রণাম করিবে।

অনিয়তদিনকৃত্য।—পূর্ব্বদিন উপবাসী থাকিয়া পরদিবস ফল্গুতীর্থে যাইয়া তাহার তীরে ব্রাহ্মণ্যাবিচ্ছেদকামনায় সংকল্প করিয়া প্রাতঃসন্ধ্যা বন্দনাদি করত শ্রাদ্ধ কার্য্য করিবে। অন্যদিনে উদ্যন্তনাম পর্ব্বতে সাচিত্রীসমীপস্থ সমুদিততীর্থে কুলশত স্বর্গকামনায় মধ্যাহ্ন সন্ধ্যাতর্পণশ্রাদ্ধাদি করিবে এবং সায়াহ্নে সরস্বতীতে কুল সহস্রমুক্তি কামনায় স্নান ও সন্ধ্যা করিবে। পরে শিলাতে, গোনিহানে, ভরতাশ্রমে, মুণ্ডপৃষ্ঠে, গদাধরসমীপে, আকাশগঙ্গায় ও গিরিকর্ণমুখে, কুলশত ব্রহ্মলোকগমনকামনায় শ্রাদ্ধ বা পিণ্ডদান করিবে এবং বৈতরণীতে একবিংশতি কুলোদ্ধারণ কামনায় স্নান, তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি করিবে। এই বৈতরণীতে বৈতরণীদানবিধিক্রমে গোদান করিয়া "ওঁ যা সা বৈতরণী নাম নদী ত্রৈলোক্যবিশ্রুতা। সা মে তীর্ণা মহাভাগা পিতৄণাং তারণায় বৈ॥" ইহা পাঠ করিয়া বৈতরণীজলে সন্তরণ করিবে।

দেবনদীতে, গোপ্রচারে, ঘৃতকুল্যা ও মধুকুল্যাতে, গদালোলে, কোটিতীর্থে ও রুক্মিণীকুণ্ডে পিতার স্বর্গ কামনায় এবং পিতার তারণ কামনায় মার্কণ্ডেয়েশ্বর কোটীশ্বরকে প্রণাম করিয়া পিতামহসন্নিহিত পারিজাতবনস্থ পাণ্ডুশিলাতে পিত্রাদির অক্ষয় তৃপ্তিকামনায় শ্রাদ্ধ বা পিণ্ডদান করিবে। অশ্বমেধ ফল কামনায় মধুস্রবাতে স্নান ও তর্পণ করিয়া কুলসহস্রের নরক-উদ্ধারণ-পূর্ব্বক বিষ্ণুপুর নয়নকামনায় শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। দশাশ্বমেধে, হংসতীর্থে, মহানদীতে ও মধুকুণ্ডে মুক্তিকামনায় স্নান ও পিতৃপ্রীতি কামনায় তর্পণ ও শ্রাদ্ধ করিবে। সঙ্গমে ও তারকেশ্বরে প্রণামে পিত্রাদির স্বর্গ লাভ হয় এবং অশ্বমেধফল কামনায় গয়াকূপে শ্রাদ্ধ করিবে। পিতৃসন্তারণ কামনায় ভস্মকূপে ভস্মদ্বারা স্নান, মহাকালীসমীপে একবিংশতি কুল স্বর্গকামনায় শ্রাদ্ধ, গৃধ্রবটে উত্তরস্থ বশিষ্ঠতীর্থে অশ্বমেধ ফল কামনায় স্নান ও বশিষ্ঠকে প্রণাম, ধেনুকারণ্যজলাশয়ে স্নান করিয়া কামধেনুকে প্রণাম করত জনকের ব্রহ্মলোকনয়নকামনায় শ্রাদ্ধ, কর্দ্দমালে, গয়ানাভিতে ও মুণ্ডপৃষ্ঠসমীপে জনকের স্বর্গ কামনায় স্নান ও শ্রাদ্ধ করিয়া চণ্ডিকা, গণেশ, চণ্ডীশ ও মঙ্গলাদিগ্রহকে প্রণাম করিবে। গয়াগজে,

গয়াদিত্যে, গায়ত্রীতে, গদাধর সমীপে, গয়াকে ও গয়াশিরে মুক্তিকামনায় পিণ্ড পূজা ও শ্রাদ্ধাদি করিবে। গয়াতে আদিগদাধরকে ধ্যান করত পিত্রাদির কুলশত নরক-উদ্ধারণ-পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকনয়ন কামনায় শ্রাদ্ধ বা পিণ্ড দান কর্ত্তব্য। তৎপরেই জনার্দ্দনকে প্রণাম করিয়া তাঁহার সমীপে বামজানু পাতিত করিয়া স্বীয় বিষ্ণুলোকগমনকামনায় পিত্রাদির শ্রাদ্ধ করিয়া জনার্দ্দনকে যথাশক্তি উপচারে পূজা করত দধিযুক্ত তণ্ডুলের নৈবেদ্য দিয়া নৈবেদ্য শেষদ্বারা বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তিকামনায় স্বীয় উদ্দেশে "ওঁ এষ পিণ্ডো ময়া দত্তস্তব হস্তে জনার্দ্দন। গয়াশীর্ষে ত্বয়া দেয়ো মহ্যং পিণ্ডো মৃতে ময়ি॥" বলিয়া জনার্দ্দনমূর্ত্তির বামহস্তে একপিণ্ড দিবে। অগ্নিপুরাণে পিণ্ডত্রয় দানের উল্লেখ আছে। যদি পিণ্ডত্রয় দিতে হয় তবে "ওঁ এতে পিণ্ডা ময়া দত্তাস্তব হস্তে জনার্দ্দন। পরলোকগতে মহ্যমক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাং" বলিয়া পিণ্ডত্রয় দিবে। অন্য জীবিত ব্যক্তিগণের উদ্দেশে পিণ্ড দিতে হইলে নৈবেদ্যশেষ দ্বারা "ওঁ এষ পিণ্ডো ময়া দত্তস্তব হস্তে জনার্দ্দন। দেহি দেব গয়াশীর্ষে তস্মৈ তস্মিন্ মৃতে তু তং" বলিয়া পিণ্ডাদি দিবে। তৎপরে "ওঁ জনার্দ্দন নমস্তুভ্যং নমস্তে পিতৃমোক্ষদ। পিতৃপতে নমস্তুভ্যং নমস্তে মুক্তিহেতবে॥" এই মন্ত্রে জনার্দ্দনকে প্রণাম করিয়া স্বপরের মুক্তিকামনায় পুণ্ডরীকাক্ষকে দর্শন করত সর্ব্বকামনায় অর্চ্চনা করিয়া "ওঁ পুণ্ডরীকাক্ষ নমস্তেহস্তু নমস্তে পিতৃমোক্ষদ। তাং দৃষ্ট্বা পুণ্ডরীকাক্ষং মুচ্যতে চ ঋণত্রয়াৎ॥" বলিয়া নমস্কার করত মধুস্রবার পর পাদগত ভগবানের সমীপে মহানদীতে স্নান করত রামেশ্বরকে পূজা করিয়া সেতুবন্ধকৃত লিখিত "ওঁ রাম রাম মহাবাহো" ইত্যাদি মন্ত্রে সীতার সহিত রামকে প্রণাম করিয়া পিতার কুলশতসহিত নিজের বিষ্ণুপুর গমন কামনায় রামপদে শ্রাদ্ধ বা পিণ্ডদান মাত্র করিয়া কুণ্ডপর্ব্বতে পিতা প্রভৃতির ব্রহ্মপুরনয়ন কামনায় এবং তত্রত্য মতঙ্গপদে পিতার সর্ব্বকামনায় শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। উদ্যন্তপদে পিত্রাদির ব্রহ্মপ্রাপ্তিকামনায় শ্রাদ্ধ এবং সেই স্থানে উদ্যন্তকুণ্ডে মধ্যাহ্নে স্নানাহ্নিক, সন্ধ্যোপাসনা ও তত্রত্য সাবিত্রীর পূজা করিবে।

অগস্ত্যপদে স্নান পূজাদি করিয়া পিতার ও নিজের ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিকামনায় শ্রাদ্ধ এবং শ্রমনিবারণপূর্ব্বক ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিকামনায় ব্রহ্মযোনিতে প্রবেশ করিয়া পুনর্নির্গমন করিবে। গয়াকুমারকে প্রণাম করিলে ব্রহ্মলোক লাভ হয়। পিতৃগণের চন্দ্রলোকপ্রাপ্তিকামনায় সোমকুণ্ডে স্নান, তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি কর্ত্তব্য।

কাকশিলাতে সপ্তজন্মকৃত পাপক্ষয় হেতু "ওঁ যমোঽসি যমদূতোঽসি বায়সোঽসি মহাবল। সপ্তজন্মকৃতং পাপং বলিং ভুক্ত্বা বিনাশয়॥" এই মন্ত্রে কাকবলি প্রদান করিবে। স্বর্গপ্রাপ্তিপূর্ব্বক ব্রহ্মলোক গমন কামনায় স্বর্গদ্বারস্থ ঈশানকে প্রণাম করিবে। পিতৃনিষ্পাপার্থ ব্যোমগঙ্গায়, ভস্মকূটাদ্রিতে স্বর্গপ্রাপ্তিকামনায় ভস্মদ্বারা স্নান করিবে। অক্ষয়বট সমীপে বটেশ্বর ও প্রপিতামহ এবং কপিলানদীতে কপিলেশ্বরের পূজা করিবে। স্বর্গকামনায় কপিলাতে, মাহেশ্বরীকুণ্ডে ও রুক্মিণীকুণ্ডে স্নান ও শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য এবং স্ত্রী-দিগের সৌভাগ্য কামনায় মাহেশ্বরী কুণ্ড সমীপে গৌরীর পূজা, পিতৃমুক্তিকামনায় প্রেতকূটপর্ব্বতে প্রেতকুণ্ডে পিতৃগণের প্রেতত্ব মুক্তি কামনায় এবং পিতৃব্রহ্মপুর প্রাপ্তিকামনায় হেমকূটপর্ব্বতে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। গৃধ্রকূটপর্ব্বতে শিবপুর প্রাপ্তিজন্য গৃধ্রেশ্বরকে দৃষ্ট করিয়া স্বর্গ কামনায় প্রণাম ও গৃধ্রগুহাতে পিতৃলোক প্রাপ্ত্যর্থ শ্রাদ্ধ এবং তত্রত্য মাহেশ্বরী ধারায় পিতৃস্বর্গার্থ শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। ব্রহ্মপ্রাপ্তিজন্য মূলক্ষেত্র সরসীতে স্নান, স্বীয় শিবত্ব কামনায় ঋণমোক্ষেশ্বর ও পাপমোক্ষেশ্বর দর্শন, বিঘ্নবিমুক্তি ও শিবপুরপ্রাপ্তি কামনায় গজরূপী গণেশ দর্শন, স্বর্গপ্রাপ্তি জন্য গায়ত্রী-গয়াতে আদিত্য দর্শন করিবে। পাপনাশার্থ মুণ্ডপৃষ্ঠপর্ব্বতে ইন্দ্রাদি দর্শন, পিতৃব্রহ্মপুর প্রাপ্তি জন্য গয়ানাভিতে ও ক্রৌঞ্চপদপর্ব্বতগত জলাশয়ে পিতৃ-মাতৃ-শ্বশুরকুলের স্বর্গার্থ শ্রাদ্ধ করিবে।

অতঃপর গয়া প্রদক্ষিণ করিয়া বিত্তানুসারে গদাধরকে পূজা করত কৃতাঞ্জলি-হইয়া "ওঁ গদাধরং কলিগতকল্মষাপহং গয়াগতং বিদিতগুণং গুণাত্মিগং। গুহাগতং গিরিবরগেহগোপিতং সুরার্চ্চিতং বরদমহং নমামি তং॥" বলিয়া প্রণাম করত "ওঁ আগতোঽস্মি গয়াং দেব পিতৃকার্য্যে গদাধর। ত্বমেব সাক্ষী ভগবন্ননৃণোঽহমৃণত্রয়াৎ॥" বলিয়া গদাধর সমীপে প্রার্থনা করিবে।

মাতৃগয়াপদ্ধতি—মাতৃগয়াতে গমন করিয়া প্রথমতঃ "অদ্যেত্যাদি মাতৃণাং স্বর্গপ্রাপ্তয়ে আত্মনশ্চ মুক্তয়ে সৌভাগ্যকুণ্ডে স্নানমহং করিষ্যে।" বলিয়া সঙ্কল্প করত সৌভাগ্যকুণ্ডে স্নান ও তর্পণ করিয়া স্ব স্ব পার্ব্বণবিধিক্রমে মাতা পিতামহী প্রপিতামহী ও মাতামহী প্রমাতামহী বৃদ্ধপ্রমাতামহীর শ্রাদ্ধ করিবে, শ্রাদ্ধ করিতে অশক্ত হইলে সামান্যতীর্থ পদ্ধত্যুক্ত ক্রমে পিণ্ডদান করিবে।

পরে যথোক্ত মন্ত্রে পঞ্চগব্য শোধন করিয়া তদ্দ্বারা স্থান শুদ্ধি করত সেই স্থানে কুশ আস্তৃত করিয়া পাতিত বামজানু ও দক্ষিণাভিমুখ হইয়া আচমনপূর্ব্বক "ওঁ সপ্তগোত্রমৃতা যা মে ধাত্র্যো বা যা মৃতা মম। তাসামুদ্ধরণার্থায় পিণ্ডমেতদ্দদাম্যহং। যথাগোত্রনামভ্যো অস্মাকং সপ্তগোত্রা ধাত্র্যশ্চ ইদমক্ষয্যং

পিণ্ডং যুষ্মভ্যং নমঃ।" বলিয়া সপ্তগোত্রমৃত স্ত্রীগণ ও ধাত্রীগণ উদ্দেশে একটী অক্ষয্যপিণ্ড প্রদান করিয়া দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবে। তৎপর পিণ্ডে মাতাকে স্মরণ করিয়া করযোড়ে "ওঁ আগচ্ছন্তু মহাভাগা মাতরো মে সদৈবতাঃ। কাঙ্ক্ষিণ্যো যাশ্চ পিণ্ডং মে পিণ্ডমাগত্য তিষ্ঠতে।" ইহা পাঠ করিয়া জগন্মাতৃ সমীপে যাইয়া "অদ্যেত্যাদি মাতৃণাং নরকোদ্ধারপূর্ব্বকাক্ষয়স্বর্গপ্রাপ্তয়ে আত্মনশ্চ মুক্তয়ে জগন্মাতৃ দর্শন-নমস্কারপূজামহং করিষ্যে।" এইরূপ সংকল্প করিয়া জগন্মাতাকে দর্শনপূর্ব্বক নমস্কার ও পূজা করিবে।

তৎপর জগন্মাতার সমীপে পূর্ব্ববৎ সংকল্প করিয়া পার্ব্বণবিধিক শ্রাদ্ধ, অসামর্থ্যে পূর্ব্ববৎ পিণ্ডদান মাত্র নির্ব্বাহ করিয়া শোধিত পঞ্চগব্য দ্বারা স্থান শোধন করত পূর্ব্বপ্রকারে উপবিষ্ট হইয়া কুশাস্তরণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে ষোড়শ পিণ্ডদান করিবে। যথা,—

"ওঁ দশমাসোদরে গর্ভো ধৃতো মাত্রা সুদুঃখিতং। তস্য নিষ্কৃতিকার্য্যায় মাত্রে পিণ্ডং দদাম্যহং॥ ১॥ ওঁ মহতী বেদনা দুঃখং জননে চাপি পুষ্কলং। তস্য ইত্যাদি॥ ২॥ ওঁ সংপূর্ণে দশমে মাসি অত্যন্তং মাতৃপীড়নং। তস্য ইত্যাদি॥ ৩॥ ওঁ শিথিলে গাত্রবন্ধে তু মাতুঃ স্যাৎ পরিবেদনং। তস্য ইত্যাদি॥ ৪॥ ওঁ গাত্রভঙ্গেন যন্মাতুর্মৃত্যুর্ভবতি নিশ্চিতং। তস্য ইত্যাদি॥ ৫॥ ওঁ বহ্নিনা শোষয়েদ্দেহং ত্রিরাত্রোপোষণেন চ। তস্য ইত্যাদি॥ ৬॥ ওঁ মাঘে মাসি নিদাঘে চ শিশিরাতপদুঃখিতা। তস্য ইত্যাদি॥ ৭॥ ওঁ যৎ পিবেৎ কটুদ্রব্যাণি কাথানি বিবিধানি চ। তস্য ইত্যাদি॥ ৮॥ ওঁ অনেকযাতনা মাতুঃ প্রাণান্ত-দুঃখসম্ভবঃ। তস্য ইত্যাদি॥ ৯॥ ওঁ আতপ্য নিধনে দুঃখং পোষণার্থী গতেহ-ন্যতঃ। তস্য ইত্যাদি॥ ১০॥ ওঁ নীচোচ্চক্রমণে দুঃখং গর্ভে দুরাচ্ছ সংস্থিতে। তস্য ইত্যাদি॥ ১১॥ ওঁ তৃষার্ত্তায়াস্তু যদ্দুঃখং শুষ্ককণ্ঠে চ তালুনি। তস্য ইত্যাদি॥ ১২॥ ওঁ রাত্রৌ মূত্রপুরীষাভ্যাং যন্মাতুর্গাত্রপীড়নং। তস্য ইত্যাদি॥ ১৩॥ ওঁ দুর্লভানি তু ভক্ষ্যাণি রুদত্যাত্মভয়ে সতি। তস্য ইত্যাদি॥ ১৪॥ ওঁ ক্রোড়স্থে ভোজনাদৌ যদ্দুঃখং মাতুশ্চ ব্যাধিতে। তস্য ইত্যাদি॥ ১৫॥ ওঁ এবং বহু-বিধৈর্দুঃখৈর্যন্মাতা দুঃখিতা সদা। তস্য ইত্যাদি॥ ১৬॥

উক্ত মন্ত্রে মাতা, বিমাতা ও ধাতৃমাতার পৃথক্ পৃথক্ পিণ্ড দিবে। তৎপর তাহার দক্ষিণে কুশপত্রত্রয় পাতিত করিয়া "ওঁ পিতৃমাত্রাদিকে সপ্তকুলে যাশ্চ যথাযথং। মৃতাস্তাসাঞ্চ স্বর্গায়াক্ষয়ং পিণ্ডং সমুৎসৃজে" বলিয়া একটী অক্ষয্যপিণ্ড দান করিয়া পিণ্ডসমূহে পিণ্ডশেষ বিকীর্ণ করত প্রত্যবনেজনাদি দক্ষিণান্ত

কর্ম্ম করিয়া একখানি ডালা মাতার বিমল অক্ষয় স্বর্গ প্রাপ্তি কামনায় ব্রাহ্মণকে দান করিয়া মাতাকে নমস্কার করিবে। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ সাক্ষিণঃ সন্তু মে দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ॥ ময়া গয়াং সমাগত্য মাতৃণাং নিষ্কৃতিঃ কৃতা॥" বলিয়া দেবগণকে সাক্ষী করিবে।

গয়া পদ্ধতি সমাপ্ত।

মাতৃ-ষোড়শী।

"ওঁ গর্ভান্তঃস্থেন গমনে দুঃখং বিষমবর্ত্মনি। তস্য নিষ্ক্রামণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং॥ ১॥ ওঁ যাবৎ পুত্রো ন ভবতি তাবন্মাতুশ্চ শোচনং। তস্য ইত্যাদি॥ ২॥ ওঁ মাসি মাসি কৃতং কষ্টং বেদনা প্রসবেষু চ। তস্য ইত্যাদি॥ ৩॥ ওঁ সংপূর্ণে দশমে মাসি অত্যন্ত মাতৃপীড়নং। তস্য ইত্যাদি॥ ৪॥ ওঁ মাঘে মাসি নিদাঘে চ শিশিরাতপদুঃখিতা। তস্য ইত্যাদি॥ ৫॥ ওঁ পুত্রে ব্যাধি-সমাযুক্তে মাতা হা ক্রন্দনকারিণী। তস্য ইত্যাদি॥ ৬॥ ওঁ দিবারাত্রৌ চ যা মাতা দদাতি নির্ভরং স্তনৌ। তস্য ইত্যাদি॥ ৭॥ ওঁ পিবেচ্চ কটুদ্রব্যাণি ক্বাথানি বিবিধানি চ। তস্য ইত্যাদি॥ ৮॥ ওঁ ক্ষুধয়া বিহ্বলে পুত্রে চান্নং মাতা প্রযচ্ছতি। তস্য ইত্যাদি॥ ৯॥ ওঁ পশ্চাৎ জনয়তে পুত্রো জনন্যাঃ পরিবেদনং। তস্য ইত্যাদি॥ ১০॥ ওঁ দুর্লভং ভক্ষ্যদ্রব্যঞ্চ যাবৎ পুত্রোঽস্তি বালকঃ॥ তস্য ইত্যাদি॥ ১১॥ ওঁ রাত্রৌ মূত্রপুরীষাভ্যাং ভিদ্যতে মাতৃকর্পটৌ। তস্য ইত্যাদি॥ ১২॥ ওঁ গাত্রভঙ্গো ভবেন্মাতুর্মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ। তস্য ইত্যাদি॥ ১৩॥ ওঁ যমদ্বারে মহাঘোরে যৎ স্যান্মাতুশ্চ শোচনং। তস্য ইত্যাদি॥ ১৪॥ ওঁ অগ্নিনা শোষয়েদ্দেহং ত্রিরাত্রোপোষণেন চ। তস্য ইত্যাদি॥ ১৫॥ ওঁ শৈথিল্যং প্রসবে প্রাপ্তে মাতা বিন্দতি দুষ্করং। তস্য ইত্যাদি॥১৬॥"

সমস্ত পিণ্ডোপরি প্রদক্ষিণ ক্রমে তিলাঞ্জলিদ্বারা অভিষেচন কর্ত্তব্য। মন্ত্র যথা,—"ওঁ যে চ বো যে চাস্মান্ যাশ্চ বো যাশ্চাস্মাংস্তে চাবহন্তুবাঃ তাশ্চ বিহন্তাঃ তৃপ্যন্তু ভবন্তু তৃপ্যন্তু গোত্রান্ পুত্রানভি তর্পয়ন্তীরাপো, মধুমতীরিমাঃ। স্বধা পিতৃভ্যো অমৃতং দুহানা আপোদেবীরুভয়াংস্তর্পয়ন্তু তৃপ্যন্তু তৃপ্যন্তু তৃপ্যন্তু তৃপ্যন্তু॥" তৎপর নমস্কার করিয়া "মাতঃ ক্ষমস্ব" বলিয়া বিসর্জ্জন করিবে।

অথ অন্নপূর্ণা-স্তোত্রম্।

নিত্যানন্দকরী বরাভয়করী সৌন্দর্য্যরত্নাকরী, নির্ধূতাখিলঘোরপাবনকরী প্রত্যক্ষমাহেশ্বরী। প্রালেয়াচলবংশপাবনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥ নানারত্নবিচিত্রভূষণকরী হেমাম্বরাড়ম্বরী মুক্তাহারবিলম্বমানবিলসদ্বক্ষোজকুম্ভান্তরী। কাশ্মীরাগুরুবাসিতারুচিকরী কাশীপুরাধীশ্বরী, ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥ যোগানন্দকরী রিপুক্ষয়করী ধর্ম্মার্থনিষ্ঠাকরী, চন্দ্রার্কানলভাসমানলহরী ত্রৈলোক্যরক্ষাকরী। সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমস্তবাঞ্ছনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী, ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥ কৈলাসাচলকন্দরালয়করী গৌরী উমা শঙ্করী, কৌমারী নিগমার্থগোচরকরী ওঙ্কারবীজাক্ষরী। মোক্ষদ্বারকপাটপাটনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥ দৃশ্যাদৃশ্যপ্রভূতবাহনকরী ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী, লীলানাটকসূত্রভেদনকরী বিজ্ঞানদীপাঙ্কুরী। শ্রীবিশ্বেশমনঃপ্রসাদনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী, ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥ উর্ব্বীসর্ব্বজনেশ্বরী ভগবতী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী। বেণীনীল-সমানকুন্তলহরী নিত্যান্নদানেশ্বরী। সর্ব্বানন্দকরী দশাশুভকরী কাশীপুরাধীশ্বরী, ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥ আদীক্ষান্তসমস্তবর্ণনকরী শম্ভোস্ত্রিভাবাকরী, কাশ্মীরাত্রিজলেশ্বরী ত্রিলহরী নিত্যাঙ্কুরা শর্ব্বরী। কামাকাঙ্ক্ষকরী জনোদয়করী কাশীপুরাধীশ্বরী, ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥ দেবী সর্ব্ববিচিত্ররত্নরচিতা দাক্ষায়ণী সুন্দরী, বামং স্বাদুপয়োধরপ্রিয়করী সৌভাগ্যমাহেশ্বরী। ভক্তাভীষ্টকরী দশাশুভকরী কাশীপুরাধীশ্বরী ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥ চন্দ্রার্কানলকোটিকোটিসদৃশা চন্দ্রাংশুবিম্বাধরী, চন্দ্রার্কাগ্নিসমানকুন্তলহরী চন্দ্রার্কবর্ণেশ্বরী। মালাপুস্তকপাশকাঙ্কুশধরী কাশীপুরাধীশ্বরী, ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥ ক্ষত্রত্রাণকরী মহাভয়করী মাতা কৃপাসাগরী, সাক্ষান্মোক্ষকরী সদাশিবকরী বিশ্বেশ্বরী শ্রীধরী। দক্ষাক্রন্দকরী নিরাময়করী কাশীপুরাধীশ্বরী, ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥ অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্করপ্রাণবল্লভে। জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি চ পার্ব্বতি॥ মাতা চ পার্ব্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ। বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং অন্নপূর্ণাস্তোত্রং।

শ্যামাস্তোত্র।—ওঁ কর্পূরং মধ্যমান্ত্যস্বরপরিরহিতং সেন্দুবামাক্ষিযুক্তং, বীজন্তে মাতরেতত্ত্রিপুরহরবধু ত্রিঃকৃতং যে জপন্তি। তেষাং গদ্যানি পদ্যানি চ মুখকুহরাদুল্লসন্ত্যেব বাচঃ, স্বচ্ছন্দং ধ্বান্তধারাধররুচিরুচিরে সর্ব্বসিদ্ধিং গতানাম্॥ ঈশানঃ সেন্দুবামশ্রবণপরিগতো বীজমন্যন্মহেশি, দ্বন্দ্বন্তে মন্দচেতা যদি জপতি জনো বারমেকং কদাচিৎ। জিত্বা বাচামধীশং ধনদমপি চিরং মোহয়ন্নম্বুজাক্ষীবৃন্দং চন্দ্রার্দ্ধচূড়ে প্রভবতি স মহাঘোরবালাবতংসে॥ ঈশো বৈশ্বানরস্থঃ শশধরবিলসদ্বামনেত্রেণ যুক্তো, বীজন্তে দ্বন্দ্বমন্যদ্বিগলিতচিকুরে কালিকে যে জপন্তি। দ্বেষ্টারং ঘ্নন্তি তে চ ত্রিভুবনমপি তে বশ্যভাবং নয়ন্তি, সৃক্কদ্বন্দ্বাস্রধারাদ্বয়ধরবদনে দক্ষিণে কালিকেতি॥ ঊর্দ্ধ্বং বামে কৃপাণং করকমলতলে ছিন্নমুণ্ডং তথাধঃ, সব্যে চাভীর্ব্বরঞ্চ ত্রিজগদঘহরে দক্ষিণে কালিকেতি। জপ্ত্বৈতন্নাম যে বা তব মনুবিভবং ভাবয়ন্ত্যেতদম্ব, তেষামষ্টৌ করস্থাঃ প্রকটিতবদনে সিদ্ধয়স্ত্র্যম্বকস্য॥ বর্গাদ্যং বহ্নিসংস্থং বিধুরতিবলিতং তত্ত্রয়ং কূর্চ্চযুগ্মং, লজ্জাদ্বন্দ্বঞ্চ পশ্চাৎ স্মিতমুখি তদধষ্ঠদ্বয়ং যোজয়িত্বা। মাতর্যে যে জপন্তি স্মরহরমহিলে ভাবয়ন্তঃ স্বরূপং, তে লক্ষ্মীলাস্যলীলাকমলদলদৃশঃ কামরূপা ভবন্তি॥ প্রত্যেকং বা ত্রয়ং বা দ্বয়মপি চ পরং বীজমত্যন্তগুহ্যং, ত্বন্নাম্না যোজয়িত্বা সকলমপি সদা ভাবয়ন্তো জপন্তি। তেষাং নেত্রারবিন্দে বিহরতি কমলা বক্ত্রশুভ্রাংশুবিম্বে, বাগ্দেবী দেবি মুণ্ডস্রগতিশয়লসৎকণ্ঠি পীনস্তনাঢ্যে। গতাসূনাং বাহুপ্রকরকৃতকাঞ্চীপরিলসন্নিতম্বাং, দিগ্বস্ত্রাং ত্রিভুবনবিধাত্রীং ত্রিনয়নাং। শ্মশানস্থে তল্পে শবহৃদি মহাকালসুরত-প্রসক্তাং, ত্বাং ধ্যায়ন্ জননি জড়চেতা অপি কবিঃ। শিবাভির্ঘোরাভিঃ শবনিবহমুণ্ডাস্থিনিকরৈঃ, পরং সংকীর্ণায়াং প্রকটিতচিতায়াং হরবধূং। প্রবিষ্টাং সন্তুষ্টামুপরিসুরতেনাতিযুবতীং, সদা ত্বাং ধ্যায়ন্তি ক্বচিদপি ন তেষাং পরিভবঃ॥ বদামস্তে কিং বা জননি বয়মুচ্চৈর্জ্জড়ধিয়ো, ন ধাতা নাপীশো হরিরপি ন তে বেত্তি পরমং। তথাপি ত্বদ্ভক্তির্মুখরয়তি চাস্মাকমসিতে, তদেতৎ ক্ষন্তব্যং ন খলু পশুরোষঃ সমুচিতঃ॥ সমন্তাদাপীনস্তনজঘনধৃগ্যৌবনবতী, রতাসক্তো নক্তং যদি জপতি ভক্তস্তব মনুং। বিবাসাস্ত্বাং ধ্যায়ন্ গলিতচিকুরস্তস্য বশগাঃ সমস্তাঃ সিদ্ধৌঘা ভুবি চিরতরং জীবতি কবিঃ। সমাঃ সুস্থীভূতো জপতি বিপরীতো যদি সদা, বিচিন্ত্য ত্বাং ধ্যায়ন্নতিশয়মহাকালসুরতাং। তদা তস্য ক্ষোণীতলবিহরমাণস্য বিদুষঃ, করাম্ভোজে বশ্যা হরবধু মহাসিদ্ধিনিবহাঃ। প্রসূতে সংসারং জননি জগতীং পালয়তি চ, সমস্তং ক্ষিত্যাদি প্রলয়-

সময়ে সংহরতি চ। অতস্ত্বাং ধাতাপি ত্রিভুবনপতিঃ শ্রীপতিরহো, মহেশোঽপি প্রায়ঃ সকলমপি কিং স্তৌমি ভবতীম্॥ অনেকে সেবন্তে ভবদধিকগীর্ব্বাণনিবহান্ বিমূঢ়াস্তে মাতঃ কিমপি ন হি জানন্তি পরমং। সমারাধ্যামাদ্যাং হরিহরবিরিঞ্চ্যাদিবিবুধৈঃ, প্রপন্নোঽস্মি স্বৈরং রতিরসমহানন্দনিরতাং॥ ধরিত্রী কীলালং শুচিরপি সমীরোঽপি গগনং, ত্বমেকা কল্যাণী গিরিশরমণি কালি সকলং। স্তুতিঃ কা তে মাতস্তবকরুণয়া মামগতিকং, প্রসন্না ত্বং ভূয়া ভবমনু ন ভূয়ান্মম জনুঃ। শ্মশানস্থঃ সুস্থো গলিতচিকুরো দিক্‌পটধরঃ, সহস্রন্ত্বর্কাণাং নিজগলিতবীর্য্যেণ কুসুমং। জপংস্ত্বৎ প্রত্যেকং মনুমপি তব ধ্যাননিরতো, মহাকালি স্বৈরং স ভবতি ধরিত্রীপরিবৃঢঃ॥ গৃহে সম্মার্জ্জন্যা পরিগলিতবীর্য্যং হি চিকুরং, সমূলং মধ্যাহ্নে বিতরতি চিতায়াং কুজদিনে। সমুচ্চার্য্য প্রেম্ণা মনুমপি সকৃৎ কালি সততং, গজারূঢ়ো যাতি ক্ষিতিপরিবৃঢ়ঃ সৎকবিবরঃ॥ স্বপুষ্পৈরাকীর্ণং কুসুমধনুষো মন্দিরমহো, পুরো ধ্যায়ন্ ধ্যায়ন্ যদি জপতি ভক্তস্তব মনুং। সগন্ধর্ব্বশ্রেণীপতিরপি কবিত্বামৃতনদীনদীনঃ পর্য্যন্তে পরমপদলীনঃ প্রভবতি॥ ত্রিপঞ্চারে পীঠে শবশিবহৃদি স্মেরবদনাং, মহাকালেনোচ্চৈর্মদনরসলাবণ্যনিরতাং। সমাসক্তো নক্তং স্বয়মপি রতানন্দনিরতো, জনো যো ধ্যায়েত্ত্বাময়ি জননি স স্যাৎ স্মরহরঃ॥ সলোমাস্থি স্বৈরং পললমপি মার্জ্জারমসিতে, পরঞ্চৌষ্ট্রং মৈষং, নরশিরসয়োশ্ছাগমপি বা। বলিন্তে পূজায়ামপি বিতরতাং মর্ত্ত্যবসতাং সতাং সিদ্ধিঃ সর্ব্বা প্রতিপদমপূর্ব্বা প্রভবতি॥ বশী লক্ষং মন্ত্রং প্রজপতি হবিষ্যাশনরতো, দিবা মাতর্যুষ্মচ্চরণযুগলধ্যাননিপুণঃ। পরং নক্তং নগ্নো নিধুবনবিনোদেন চ মনুং, জপেল্লক্ষং স স্যাৎ স্মরহরসমানঃ ক্ষিতিতলে॥ ইদং স্তোত্রং মাতস্তব মনুসমুদ্ধারণজনুঃ, স্বরূপাখ্যং পাদাম্বুজযুগলপূজাবিধিযুতং। নিশার্দ্ধে বা পূজাসময়মধি বা যস্তু পঠতি প্রলাপস্তস্যাপি প্রসরতি কবিত্বামৃতরসঃ॥ কুরঙ্গাক্ষীবৃন্দং তমনুসরতি প্রেমতরলং, বশস্তস্য ক্ষোণীপতিরপি কুবেরপ্রতিনিধিঃ। রিপুঃ কারাগারং কলয়তি চ তং কেলিকলয়া, চিরং জীবন্মুক্তঃ স ভবতি চ ভক্তঃ প্রতিজনুঃ॥ ইতি শ্রীমহাকালবিরচিতং শ্যামাস্তোত্রং সমাপ্তম্।

অথ গঙ্গাষ্টকস্তব॥ ওঁ মাতঃ শৈলসুতাসপত্নি বসুধাশৃঙ্গারহারাবলি স্বর্গারোহণবৈজয়ন্তি ভবতীং ভাগীরথীং প্রার্থয়ে। ত্বত্তীরে বসতস্ত্বদম্বু পিবতস্ত্বদ্বীচিষু প্রেঙ্খত-স্ত্বন্নাম স্মরতস্ত্বদর্পিতদৃশঃ স্যান্মে শরীরব্যয়ঃ॥ ১॥ ত্বত্তীরে তরুকোটরান্তরগতো গঙ্গে বিহঙ্গো বরং, ত্বন্নীরে নরকান্তকারিণি বরং মৎস্যো

হথবা কচ্ছপঃ। নৈবান্যত্র মদান্ধসিন্ধুরঘটাসংঘট্টঘণ্টারণৎকারত্রস্তসমস্তবৈরিবনিতালব্ধস্তুতির্ভূপতিঃ ॥২॥ কাকৈর্নিষ্কুষিতং শ্বভিঃ কবলিতং বীচিভিরান্দোলিতং স্রোতোভিশ্চলিতং তটান্তমিলিতং গোমায়ুভির্লুণ্ঠিতং। দিব্যস্ত্রীকরচারুচামরমরুৎসংবীজ্যমানঃ কদা, দ্রক্ষ্যেঽহং পরমেশ্বরি ত্রিপথগে ভাগীরথি স্বং বপুঃ॥ ৩॥ অভিনববিষবল্লী পাদপদ্মস্য বিষ্ণোর্মদনমথনমৌলের্মালতীপুষ্পমালা। জয়তি জয়পতাকা কাপ্যসৌ মোক্ষলক্ষ্মাঃ ক্ষয়িতকলিকলঙ্কা জাহ্নবি নঃ পুনাতু ॥ ৪ ॥ এতত্তাল-তমালশালসরলব্যালোলবল্লীলতাচ্ছন্নং সূর্য্যকরপ্রতাপরহিতং শঙ্খেন্দুকুন্দোজ্জ্বলং। গন্ধর্বামরসিদ্ধকিন্নরবধূতুঙ্গস্তনাস্ফালিতং, স্নানায় প্রতিবাসরং ভবতু মে গাঙ্গং জলং নির্ম্মলম্ ॥ ৫ ॥ গাঙ্গং বারি মনোহারি মুরারিচরণচ্যুতং ত্রিপুরারিশিরশ্চারি পাপহারি পুনাতু মাম্ ॥ ৬ ॥ পাপাপহারি দুরিতারি তরঙ্গধারি দূরপ্রচারি গিরিরাজগুহাবিদারি। ঝঙ্কারকারি হরিপাদরজোবিহারি গাঙ্গং পুনাতু দিনং শুভকারি বারি ॥ ৭ ॥ বরমিহ গঙ্গাতীরে শরটঃ করটঃ কৃশঃ শুনীতনয়ো, ন পুনর্দ্দূরতরস্থঃ করিবরকোটীশ্বরো নৃপতিঃ ॥ ৮ ॥ গঙ্গাষ্টকং পঠতি যঃ প্রযতঃ প্রভাতে বাল্মীকিনা বিরচিতং শুভদং মনুষ্যঃ। প্রক্ষাল্য সোঽত্র কলিকল্মষপঙ্কমাশু মোক্ষং লভেৎ পততি নৈব পুনর্ভবাব্ধৌ ॥ ইতি বাল্মীকিনা বিরচিতং গঙ্গাষ্টকং।

সূর্য্যস্তব।

বশিষ্ঠ উবাচ। স্তবংস্তত্র ততঃ শাম্বঃ কৃশো ধমনীসন্ততঃ। রাজন্নামসহস্রেণ সহস্রাংশুং দিবাকরম্॥ খিদ্যমানন্তু তং দৃষ্ট্বা সূর্য্যঃ কৃষ্ণাত্মজং তদা। স্বপ্নে তু দর্শনং দত্ত্বা পুনর্ব্বচনমব্রবীৎ॥ শ্রীসূর্য্য উবাচ। শাম্ব শাম্ব মহাবাহো শৃণু জাম্ববতীসুত। অলং নামসহস্রেণ পঠস্বেমং স্তবং শুভম্॥ যানি নামানি গুহ্যানি পবিত্রাণি শুভানি চ। তানি তে কীর্ত্তয়িষ্যামি শ্রুত্বা বৎসাবধারয়॥ বিকর্ত্তনো বিবস্বাংশ্চ মার্ত্তণ্ডো ভাস্করো রবিঃ। লোকপ্রকাশকঃ শ্রীমাল্লোকচক্ষুর্গ্রহেশ্বরঃ॥ লোকসাক্ষী ত্রিলোকেশঃ কর্ত্তা হর্ত্তা তমিস্রহা। তপনস্তাপনশ্চৈব শুচিঃ সপ্তাশ্ববাহনঃ॥ গভস্তিহস্তো ব্রহ্মা চ সর্ব্বদেবনমস্কৃতঃ। একবিংশতিরিত্যেষ স্তব ইষ্টঃ সদা মম। শ্রীরারোগ্যকরশ্চৈব ধনবৃদ্ধির্যশস্করঃ। স্তবরাজ ইতি খ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ॥ য এতেন মহাবাহো দ্বে সন্ধ্যেহস্তমনোদয়ে। স্তৌতি মাং প্রণতো ভূত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। কায়িকং

বাচিককৈব মানসং যচ্চ দুষ্কৃতং। একজপ্যেন তৎ সর্ব্বং প্রণশ্যতি মমাগ্রতঃ॥ এষ জপ্যশ্চ হোমশ্চ সন্ধ্যোপাসনমেব চ। বলিমন্ত্রোঽর্ঘ্যমন্ত্রশ্চ ধূপমন্ত্রস্তথৈব চ॥ অন্ন-প্রদানে স্নানে চ প্রণিপাতে প্রদক্ষিণে। পূজিতোঽয়ং মহামন্ত্রঃ সর্ব্বপাপ-হরঃ শুভঃ॥ এবমুক্ত্বা তু ভগবান্ ভাস্করো জগদীশ্বরঃ। আমন্ত্র্য কৃষ্ণতনয়ং তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ শাম্বোঽপি স্তবরাজেন স্তুত্বা সপ্তাশ্ববাহনং। পূতাত্মা নিরুজঃ শ্রীমাংস্তস্মাদ্রোগাদ্বিমুক্তবান্। ইতি শ্রীশাম্বপুরাণে রোগাপনয়নে শ্রীসূর্য্যবক্ত্র-বিনির্গত-শ্রীসূর্য্যস্তবরাজঃ।

শ্রীসূর্য্য-কবচম্।

শ্রীসূর্য্য উবাচ॥ শাম্ব শাম্ব মহাবাহো শৃণু মে কবচং শুভং। ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম কবচং পরমাদ্ভুতং॥ যজ্জ্ঞাত্বা মন্ত্রবিৎ সম্যক্ ফলমাপ্নোতি নিশ্চিতং। যদ্ধৃত্বা চ মহাদেবো গণানামধিপোঽভবৎ॥ পঠনাদ্ধারণা-দ্বিষ্ণুঃ সর্ব্বেষাং পালকঃ সদা। এবমিন্দ্রাদয়ঃ সর্ব্বে সর্ব্বৈশ্বর্য্যমবাপ্নুয়ুঃ॥ কবচস্য ঋষির্ব্রহ্মা ছন্দোঽনুষ্টুবুদাহৃতং। শ্রীসূর্য্যো দেবতা চাত্র সর্ব্বদেবনমস্কৃতঃ॥ যশআরোগ্যমোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। প্রণবো মে শিরঃ পাতু ঘৃণির্মে পাতু ভালকং॥ সূর্য্যোঽব্যান্নয়নদ্বন্দ্বমাদিত্যঃ কর্ণযুগ্মকং। অষ্টাক্ষরো মহামন্ত্রঃ সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদঃ। হ্রীঁ বীজং মে মুখং পাতু হৃদয়ং ভুবনেশ্বরী॥ চন্দ্রবীজং বিসর্গাঢ্যং পাতু মে গুহ্যদেশকং। ত্র্যক্ষরোঽসৌ মহামন্ত্রঃ সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতঃ॥ শিবো বহ্নিসমাযুক্তো বামাক্ষিবিন্দুভূষিতঃ। একাক্ষরো মহামন্ত্রঃ শ্রীসূর্য্যস্য প্রকীর্ত্তিতঃ॥ গুহ্যাদ্গুহ্যতরো মন্ত্রো বাঞ্ছাচিন্তামণিঃ স্মৃতঃ॥ শীর্ষাদিপাদপর্য্যন্তং সদা পাতু মনূত্তমঃ॥ ইতি তে কথিতং দিব্যং ত্রিষু লোকেষু দুর্লভং। শ্রীপ্রদং কান্তিদং নিত্যং ধনারোগ্যবিবর্দ্ধনং॥ কুষ্ঠাদি-রোগশমনং মহাব্যাধিবিনাশনং। ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নিত্যমরোগী বলবান্ ভবেৎ। বহুনা কিমিহোক্তেন যদ্যন্মনসি বর্ত্ততে। তত্তৎ সর্ব্বং ভবত্যেব কবচস্য চ ধারণাৎ॥ ভূতপ্রেতপিশাচাশ্চ যক্ষগন্ধর্ব্বরাক্ষসাঃ। ব্রহ্মরাক্ষসবেতালা নৈব দ্রষ্টুমপি ক্ষমাঃ॥ দূরাদেব পলায়ন্তে তস্য সঙ্কীর্ত্তনাদপি। ভূর্জ্জপত্রে সমালিখ্য রোচনাগুরুকুঙ্কুমৈঃ॥ রবিবারে চ সংক্রান্ত্যাং সপ্তম্যাঞ্চ বিশেষতঃ। ধারয়েৎ সাধকশ্রেষ্ঠস্ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ॥ ত্রিলোহমধ্যগং কৃত্বা ধারয়েদ্দক্ষিণে ভুজে। শিখায়ামথবা কণ্ঠে সোঽপি সূর্য্যো ন সংশয়ঃ॥ ইতি তে

কথিতং শাম্ব ত্রৈলোক্যমঙ্গলাভিধং। কবচং দুর্ল্লভং লোকে তব স্নেহাৎ প্রকাশিতং॥ অজ্ঞাত্বা কবচং দিব্যং জপেৎ সূর্য্যমনুত্তমং। সিদ্ধির্ন জায়তে তস্য কল্পকোটিশতৈরপি॥

ইতি ব্রহ্মযামলে ত্রৈলোক্যবিজয়ং নাম শ্রীসূর্য্য কবচং।

রুচি-স্তোত্র।

মার্কণ্ডেয় উবাচ। রুচিঃ প্রজাপতিঃ পূর্ব্বং নির্ম্মমো নিরহঙ্কৃতঃ। অত্রস্তোমিতশায়ী চ চচার পৃথিবীমিমাং॥ ১॥ অনগ্নিমনিকেতঞ্চৈবেকাহার মনাশ্রমং। বিমুক্তসঙ্গং তং দৃষ্ট্বা প্রোচুঃ স্বপিতরো মুনিং॥ ২॥ পিতর উচুঃ। বৎস কস্মাৎ ত্বয়া পুণ্যোন কৃতো দারসংগ্রহঃ। স্বর্গাপবর্গহেতুত্বাৎ, বন্ধস্তেনানিশং বিনা॥৩॥ গৃহী সমস্তদেবানাং পিতৄণাঞ্চ তথার্চ্চনং। ঋষীণামতিথীনাঞ্চ কুর্ব্বন্ লোকানুপাপ্নুতে॥ ৪॥ স ত্বং নৈবাদৃণাং বৎস বন্ধমস্য-দৃণাদপি। অবাপ্নোষি মনুষ্যাদিভূতেভ্যশ্চ দিনে দিনে॥ ৫॥ অনুৎপাদ্য সুতান্ দেবানসন্তর্প্য পিতৄংস্তথা। অকৃত্বা চ কথং মৌঢ্যাৎ স্বর্গতিং গন্তুমিচ্ছসি॥ ৬॥ ক্লেশমেবৈককং পুত্র মন্যামোঽত্র ভবেত্তব। মৃতস্য নরকং তদ্বৎ ক্লেশমেবান্যজন্মনি॥ ৭॥ রুচিরুবাচ। পরিগ্রহোঽতিদুঃখায় পাপায়াধোগতেস্তথা। ভবত্যতো ময়া পূর্ব্বং ন কৃতো দারসংগ্রহঃ॥৮॥ আত্মনঃ সংযমো যোঽয়ং ক্রিয়তেঽক্ষনিয়ন্ত্রণাৎ। স মুক্তিহেতুর্ন ভবত্যপি দারপরিগ্রহাৎ॥ ৯॥ প্রক্ষাল্যতেঽনুদিবসং যদাত্মা নিষ্পরিগ্রহৈঃ। মমত্বপঙ্কদিগ্ধোঽপি বিদ্যাম্ভোভির্ব্বরং হি তৎ॥১০॥ অনেক-ভব-সংভূতকর্ম্ম-পঙ্কাঙ্কিতো বুধৈঃ। আত্মা সদ্বাসনাতোয়ৈঃ প্রক্ষাল্যো নিয়তেন্দ্রিয়ৈঃ॥ ১১॥ পিতর উচুঃ। যুক্তং প্রক্ষালনং কর্ত্তুমাত্মনো নিয়তেন্দ্রিয়ৈঃ। কিন্তু নোপায়মার্গোঽয়ং যত্র ত্বং পুত্র বর্ত্তসে॥ ১২॥ পুত্রান্নদানৈরভুতং লভ্যতেঽনভিসন্ধিতৈঃ। ফলৈস্তথোপভোগৈশ্চ পূর্ব্ব-কর্ম্ম-শুভাশুভৈঃ॥ ১৩॥ এবং ন বন্ধো ভবতি কুর্ব্বতঃ করুণাত্মকং। ন চ বন্ধায় তৎ কর্ম্ম ভবত্যনভিসন্ধিতং॥ ১৪॥ পূর্ব্বং কর্ম্ম কৃতং ভোগৈঃ ক্ষীয়তেঽহনিশং তথা। সুখদুঃখাত্মকৈর্বৎস পুণ্যাপুণ্যাত্মকং নৃণাং॥ ১৫॥ এবং প্রক্ষাল্যতে প্রাজ্ঞৈরাত্মা বন্ধাচ্চ মোক্ষ্যতে। ন ত্বেবমবিবেকেন পাপপঙ্কেন গৃহ্যতে॥ ১৬॥ রুচিরুবাচ। অবিদ্যা পঠ্যতে বেদে কর্ম্মমার্গঃ পিতামহাঃ। তৎ কথং কর্ম্মণো মার্গে ভবন্তো যোজয়ন্তি মাং॥ ১৭॥ পিতর উচুঃ। অবিদ্যা সত্যমেবৈতৎ কর্ম্ম নৈতন্মৃষা বচঃ। কিন্তু

বিদ্যা-পরিপ্রাপ্তিহেতুঃ কর্ম্ম ন সংশয়ঃ ॥ ১৮॥ বিহিতঃ কর্ম্মণা বন্ধো অসদ্ভিঃ ক্রিয়তে তু-যৎ। সংযমো মুক্তয়ে নাস্তঃ প্রত্যুতাধোগতিপ্রদঃ ॥ ১৯ ॥ প্রক্ষালয়ামীতি ভবান্ বৎসাত্মানস্ত মন্যসে। বিহিতাকরণোদ্ভূতৈঃ পাপৈস্তত্ত্ব বিদহ্যসে ॥ ২০ ॥ অবিদ্যাপ্যুপকারায় বিষবজ্জায়তে নৃণাং। অনুষ্ঠিতা হ্যুপায়েন বন্ধায়াজ্ঞায়তো হি সা ॥ ২১ ॥ তস্মাৎ বৎস কুরুষ ত্বং বিধিবদ্দারসংগ্রহং। মা জন্ম বিফলং তেহস্তু অসংপ্রাপ্য তু লৌকিকং ॥ ২২॥ রুচিরুবাচ। বৃদ্ধোহহং সাম্প্রতং কো মে পিতরঃ সম্প্রদাস্যতি। ভার্য্যাস্তথা দরিদ্রস্য দুষ্করো দারসংগ্রহঃ ॥ ২৩ ॥ পিতর উচুঃ। অস্মাকং পতনং বৎস ভবতশ্চাপ্যধোগতিঃ। নূনং ভাবি ভবিত্রী চ নাভিনন্দসি নো বচঃ ॥ ২৪ ॥ ইত্যুক্ত্বা পিতরস্তস্য পশ্যতো মুনিসত্তম। বভূবুঃ সহসাহদৃশ্যা দীপা বাতাহতা ইব ॥ ২৫ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। স তেন পিতৃবাক্যেন ভৃশমুদ্বিগ্নমানসঃ। কন্যাভিলাষী বিপ্রর্ষিঃ পরিবভ্রাম মেদিনীং ॥ ২৬ ॥ কন্যামলভমানোহসৌ পিতৃবাক্যাগ্নিদীপিতঃ। চিন্তামবাপ মহতীমতীবোদ্বিগ্নমানসঃ ॥ ২৭ ॥ কিঙ্করোমি ক্ব গচ্ছামি কথং মে দারসংগ্রহঃ। ক্ষিপ্রং ভবেন্মৎপিতৄণাং মমভ্যুদয়কারকঃ ॥ ২৮ ॥ ইতি চিন্তয়তস্তস্য মতির্জাতা মহাত্মনঃ। তপসারাধয়াম্যেনং ব্রহ্মাণং কমলোদ্ভবং ॥ ২৯ ॥ ততো বর্ষশতং দিব্যং তপস্তেপে স বেধসঃ। আরাধনায় স তদা পরং নিয়মমাস্থিতঃ ॥ ৩০ ॥ ততঃ স্বং দর্শয়ামাস ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। উবাচ তং প্রসন্নোহস্মীত্যুচ্যতামভিবাঞ্ছিতং ॥ ৩১ ॥ ততোহসৌ প্রণিপত্যাহ ব্রহ্মাণং জগতঃ পতিং। পিতৄণাং বচনাত্তেন যৎ কর্ত্তুমভিবাঞ্ছিতং। ব্রহ্মা প্রাহ রুচিং বিপ্রং শ্রুত্বা তস্যাভিবাঞ্ছিতং ॥ ৩২ ॥ ব্রহ্মোবাচ। প্রজাপতিস্ত্বং ভবিতা স্রষ্টব্যা ত্বয়া প্রজাঃ। সৃষ্ট্বা প্রজাঃ সুতান্ বিপ্র সমুৎপাদ্য ক্রিয়াস্তথা ॥ ৩৩ ॥ কৃত্বা কৃতাধিকারস্ত্বং ততঃ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি। স ত্বং যথোক্তং পিতৃভিঃ কুরু দারপরিগ্রহং ॥ ৩৪ ॥ কামঞ্চেনমভিধ্যায়ন্ ক্রিয়তাং পিতৃপূজনং। ত এব তুষ্টাঃ পিতরঃ প্রদাস্যন্তি তবেপ্সিতং। পত্নীং সুতাংশ্চ সন্তুষ্টাঃ কিন্ন দদ্যুঃ পিতামহাঃ ॥ ৩৫ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। ইত্যৃষির্বচনং শ্রুত্বা ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ। নদ্যা বিবিক্তে পুলিনে চকার পিতৃতর্পণং ॥৩৬॥ তুষ্টাব চ পিতৄন্ বিপ্র স্তবৈরেভিরথাদৃতঃ। একাগ্রপ্রয়তো ভূত্বা ভক্তি-নম্রাত্মকন্ধরঃ ॥ ৩৭ ॥ নমস্যেহহং পিতৄন্ ভক্ত্যা যে বসন্ত্যধিদেবতাঃ দেবৈরপি হি তর্প্যন্তে যে শ্রাদ্ধেষু স্বধোত্তরৈঃ ॥ ৩৮ ॥ নমস্যেহহং পিতৄন্ স্বর্গে যে তর্প্যন্তে মহর্ষিভিঃ। শ্রাদ্ধৈর্মনোময়ৈর্ভক্ত্যা ভুক্তিমুক্তিমভীপ্সুভিঃ ॥ ৩৯ ॥ নমস্যেহহং পিতৄন্ স্বর্গে সিদ্ধাঃ সন্তর্পয়ন্তি যান্। শ্রাদ্ধেষু দিব্যৈঃ সকলৈরুপহারৈরনুত্তমৈঃ ॥ ৪০ ॥

নমস্যেঽহং পিতৄন্ ভক্ত্যা যেঽর্চ্চ্যন্তে গুহ্যকৈরপি। তন্ময়ত্বেন বাঞ্ছদ্ভির্ঋদ্ধিমাত্যন্তিকীং পরাং ॥ ৪১ ॥ নমস্যেঽহং পিতৄন্ মর্ত্তৈ্যরর্চ্চ্যন্তে যে সদা ভুবি। শ্রাদ্ধেষু শ্রদ্ধয়াভীষ্ট-লোকপুষ্টিপ্রদায়িনঃ ॥ ৪২ ॥ নমস্যেঽহং পিতৄন্ বিপ্রৈরর্চ্চ্যন্তে ভুবি যে সদা। বাঞ্ছিতাভীষ্টলাভায় প্রাজাপত্যপ্রদায়িনঃ ॥ ৪৩ ॥ নমস্যেঽহং পিতৄন্ যে বৈ তর্প্যন্তেঽরণ্যবাসিভিঃ। বন্যৈঃ শ্রাদ্ধৈর্যতাহারৈস্তপো-নির্ধূতকল্মষৈঃ ॥ ৪৪ ॥ নমস্যেঽহং পিতৄন্ বিপ্রৈর্নৈষ্ঠিকব্রতচারিভিঃ। যে সংযতাত্মভির্নিত্যং সন্তর্প্যন্তে সমাধিভিঃ ॥ ৪৫ ॥ নমস্যেঽহং পিতৄন্ শ্রাদ্ধে রাজন্যাস্তর্পয়ন্তি যান্। কব্যৈরশেষৈর্বিধিবল্লোকদ্বয়ফলপ্রদান্ ॥ ৪৬ ॥ নমস্যেঽহং পিতৄন্ বৈশ্যৈরর্চ্চ্যন্তে ভুবি যে সদা। স্বকর্ম্মাভিরতৈর্নিত্যং পুষ্প-ধূপান্ন-বারিভিঃ ॥ ৪৭ ॥ নমস্যেঽহং পিতৄন্ শ্রাদ্ধৈঃ শূদ্রৈরপি চ ভক্তিতঃ। সন্তর্প্যন্তে জগত্যত্র নাম্না খ্যাতাঃ সুকালিনঃ ॥ ৪৮ ॥ নমস্যেঽহং পিতৄন্ শ্রাদ্ধৈঃ পাতালে যে মহাসুরৈঃ। সন্তর্প্যন্তে স্বধাহারৈস্ত্যক্তদর্পমদৈঃ সদা ॥ ৪৯ নমস্যেঽহং পিতৄন্ শ্রাদ্ধৈরর্চ্চ্যন্তে যে রসাতলে। কব্যৈরশেষৈর্বিধিবন্নাগৈঃ কামানভীপ্সুভিঃ ॥ ৫০ ॥ নমস্যেঽহং পিতৄন্ শ্রাদ্ধৈঃ সর্পৈঃ সন্তর্পিতান্ সদা। তত্রৈব বিধিবন্মন্ত্রভোগসম্পৎসমন্বিতৈঃ ॥ ৫১ ॥ পিতৄন্নমস্যে নিবসন্তি সাক্ষাদ্যে দেবলোকে চ তথান্তরীক্ষে। মহীতলে যে চ সুরারিপূজ্যাস্তে মে প্রতীচ্ছন্তু ময়োপনীতং ॥ ৫২ ॥ পিতৄন্নমস্যে পরমার্থভূতা, যে বৈ বিমানে নিবসন্ত্যমূর্ত্তাঃ। যজন্তি যানস্তমলৈর্মনোভির্যোগীশ্বরাঃ ক্লেশবিমুক্তিহেতূন্ ॥ ৫৩ ॥ পিতৄন্নমস্যে দিবি যে চ মূর্ত্তাঃ, স্বধাভুজঃ কাম্যফলাভিসন্ধৌ। প্রদানশক্তাঃ সকলেপ্সিতানাং, বিমুক্তিদা যেঽনভিসংহিতেষু ॥ ৫৪ ॥ তৃপ্যন্তু তেঽস্মিন্ পিতরঃ সমস্তা, ইচ্ছাবতাং যে প্রদিশন্তি কামান্। সুরত্বমিন্দ্রত্বমিতোঽধিকং বা সুতান্ পশূন্ স্বানি বলং গৃহাণি ॥ ৫৫ ॥ সোমস্য যে রশ্মিষু যেঽর্কবিম্বে, শুক্লে বিমানে চ সদা বসন্তি। তৃপ্যন্তু তেঽস্মিন্ পিতরোঽন্নতোয়ৈর্গন্ধাদিনা পুষ্টিমিতো ব্রজন্তু ॥ ৫৬ ॥ যেষাং হুতেঽগ্নৌ হবিষা চ তৃপ্তির্যে ভুঞ্জতে বিপ্র-শরীরসংস্থাঃ। যে পিণ্ডদানেন মুদং প্রয়ান্তি তৃপ্যন্তু তেঽস্মিন্ পিতরোঽন্নতোয়ৈঃ ॥ ৫৭ ॥ যে খড়্গমাংসেন সুরৈরভীষ্টৈঃ, কৃষ্ণৈস্তিলৈর্দিব্য-মনোহরৈশ্চ। কালেন শাকেন মহর্ষিবর্য্যৈঃ, সংপ্রীণিতাস্তে মুদমত্র যান্তু ॥ ৫৮ ॥ কব্যান্যশেষাণি চ যান্যভীষ্টান্যতীব তেষামমরার্চ্চিতানাং। তেষান্তু সান্নিধ্যমিহাস্তু পুষ্প-গন্ধান্নভোজ্যেষু ময়াহৃতেষু ॥ ৫৯ ॥ দিনে দিনে যে প্রতিগৃহ্নতেঽর্চ্চাং, মাসান্তপূজ্যা ভুবি যেঽষ্টকাসু। যে বৎসরান্তেঽভ্যুদয়ে চ পূজ্যাঃ প্রয়ান্তু তে মে পিতরোঽত্র তুষ্টিং ॥ ৬০ ॥ পূজ্যা দ্বিজানাং কুমুদেন্দুভাসো, যে

ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ নবার্কবর্ণাঃ। তথা বিশাং যে কনকাবদাতা, নীলীনিভাঃ শূদ্রজনস্য যে বা॥ ৬১॥ তেঽস্মিন্ সমস্তা মম গন্ধ-পুষ্প-ধূপান্ন-তোয়াদিনিবেদনেন। তথাগ্নিহোমেন চ যান্তু তৃপ্তিং, সদা পিতৃভ্যঃ প্রণতোঽস্মি তেভ্যঃ॥ ৬২॥ যে দেবপূর্ব্বাণ্যতিতৃপ্তিহেতোরশ্নন্তি কব্যানি শুভাহৃতানি। তৃপ্তাশ্চ যে ভূতিসৃজো ভবন্তি, তৃপ্যন্তু, তেঽস্মিন্ প্রণতোঽস্মি তেভ্যঃ॥ ৬৩॥ রক্ষাংসি ভূতান্যসুরাংস্তথোগ্রান্নির্নাশয়ন্তস্ত্বশিবং প্রজানাং। আদ্যাঃ সুরাণামমরেশপূজ্যাস্তৃপ্যন্তু তেঽস্মিন্ প্রণতোঽস্মি তেভ্যঃ॥ ৬৪॥ অগ্নিষ্বাত্তা বর্হিষদ আজ্যপাঃ সোমপাস্তথা। ব্রজন্তু তৃপ্তিং শ্রাদ্ধেঽস্মিন্ পিতরস্তর্পিতা ময়া॥ ৬৫॥ অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতৃগণাঃ প্রাচীং রক্ষন্তু মে দিশং তথা। বর্হিষদঃ পান্তু যাম্যাং যে পিতরঃ স্মৃতাঃ॥ ৬৬॥ প্রতীচীমাজ্যপাস্তদ্বদুদীচীমপি সোমপাঃ। রক্ষোভূতপিশাচেভ্যস্তথৈবাসুরদোষতঃ। সর্ব্বতশ্চাধিপস্তেষাং যমো রক্ষাং করোতু মে॥ ৬৭॥ বিশ্বো বিশ্বভুগারাধ্যো ধর্ম্মো ধন্যঃ শুভাননঃ। ভূতিদো ভূতিকৃদ্ভূতিঃ পিতৃণাং যে গণা নব॥ ৬৮॥ কল্যাণঃ কল্যতা-কর্ত্তা কল্যঃ কল্যতরাশ্রয়ঃ। কল্যতাহেতুরনঘঃ ষড়িমে তে গণাঃ স্মৃতাঃ॥ ৬৯॥ বরো বরেণ্যো বরদস্তুষ্টিদঃ পুষ্টিদস্তথা। বিশ্বপাতা তথা ধাতা সপ্তৈবৈতে গণাঃ স্মৃতাঃ॥ ৭০॥ মহান্মহাত্মা মহিতো মহিমবান্ মহাবলঃ। গণাঃ পঞ্চ তথৈবৈতে পিতৃণাং পাপনাশনাঃ॥ ৭১॥ সুখদো ধনদশ্চান্যো ধর্ম্মদোঽন্যশ্চ ভূতিদঃ। পিতৃণাং কথ্যতে চৈতত্তথা গণচতুষ্টয়ং॥ ৭২॥ একত্রিংশৎ পিতৃগণা যৈর্ব্যাপ্তমখিলং জগৎ। তে মেঽত্র তৃপ্তাস্তুষ্যন্তু দিশন্তু চ সদা হিতং॥ ৭৩॥ এবন্তু স্তুবতস্তস্য তেজসো রাশিরুচ্ছ্রিতঃ। প্রাদুর্ব্বভূব সহসা গগনব্যাপ্তিকারকঃ॥ ৭৪॥ তদ্দৃষ্ট্বা সুমহত্তেজঃ সমাসাদ্য স্থিতং জগৎ। জানুভ্যামবনীং গত্বা রুচিঃ স্তোত্রমিদং জগৌ॥ ৭৫॥ রুচিরুবাচ। অর্চ্চিতানামমূর্ত্তানাং পিতৃণাং দীপ্ততেজসাং। নমস্যামি সদা তেষাং ধ্যানিনাং দিব্যচক্ষুষাং॥ ৭৬॥ ইন্দ্রাদীনাঞ্চ নেতারো দক্ষমারীচয়োস্তথা। সপ্তর্ষীণাং তথান্যেষাং তান্নমস্যামি কামদান্॥ ৭৭॥ মন্বাদীনাং মুনীন্দ্রাণাং সূর্য্যাচন্দ্রমসোস্তথা। তান্নমস্যাম্যহং সর্ব্বান্ পিতৄন্ প্রেসমধীরপি॥ ৭৮॥ নক্ষত্রাণাং গ্রহাণাঞ্চ বায়্বগ্ন্যোর্নভসস্তথা। দ্যাবাপৃথিব্যোশ্চ সদা নমস্যামি কৃতাঞ্জলিঃ॥ ৭৯॥ দেবর্ষীণাং জনিতৄংশ্চ সর্ব্বলোকনমস্কৃতান্। অভয়স্য সদা দাতৄন্নমস্যামি কৃতাঞ্জলিঃ॥ ৮০॥ প্রজাপতেঃ কশ্যপায় সোমায় বরুণায় চ। যোগেশ্বরেভ্যশ্চ সদা নমস্যামি কৃতাঞ্জলিঃ॥ ৮১॥ নমো গণেভ্যঃ সপ্তভ্যস্তথা লোকেষু সপ্তসু। স্বায়ম্ভুবে নমস্যামি ব্রহ্মণে লোকচক্ষুষে॥ ৮২॥ সোমাধারান্ পিতৃগণান্ যোগমূর্ত্তিধরাংস্তথা।

নমস্যামি সদা সোমং পিতরং জগতামহং ॥ ৮৩ ॥ অগ্নিরূপাংস্তথৈবান্যান্ নমস্যামি পিতৄনহং। অগ্নিসোমময়ং বিশ্বং যত এতদশেষতঃ ॥ ৮৪ ॥ যে তু তেজসি যে চৈব সোমসূর্য্যাগ্নিমূর্ত্তয়ঃ। জগৎস্বরূপিণশ্চৈব তথা ব্রহ্মস্বরূপিণঃ ॥ ৮৫ ॥ তেভ্যোঽখিলেভ্যো যোগিভ্যঃ পিতৃভ্যো যতমানসঃ। নমো নমো নমস্তে মে প্রসীদন্তু স্বধাভুজঃ ॥ ৮৬ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। এবং স্তুতাস্ততস্তেন তেজসো মুনিসত্তম। নিশ্চক্রমুস্তে পিতরো ভাসয়ন্তো দিশো দশ ॥ ৮৭ ॥ নিবেদিতঞ্চ যত্তেন গন্ধপুষ্পানুলেপনং। তদ্ভূষিতানথ স তান্ দদৃশে পুরতঃ স্থিতান্ ॥ ৮৮ ॥ প্রণিপত্য পুনর্ভক্ত্যা পুনরেব কৃতাঞ্জলিঃ। নমস্তভ্যং নমস্তভ্যমিত্যাহ পৃথগাদৃতঃ ॥ ৮৯ ॥ ততঃ প্রসন্নাঃ পিতরস্তমূচুর্ম্মুনিসত্তমং। বরং বৃণীষ্বেতি স তানুবাচানতকন্ধরঃ ॥ ৯০ ॥ রুচিরুবাচ। সাম্প্রতং সর্গকর্ত্তৃত্বমাদিষ্টং ব্রহ্মণা মম। সোঽহং পত্নীমভীপ্স্যামি ধন্যাং দিব্যাং প্রজাবতীং ॥ ৯১ ॥ পিতর উচুঃ। অত্রৈব সদ্যঃ পত্নী তে ভবত্বতিমনোরমা। তস্যাঞ্চ পুত্রো ভবিতা ভবতো মনুরুত্তমঃ ॥৯২॥ মন্বন্তরাধিপো ধীমাংস্ত্বন্নাম্নৈবোপলক্ষিতঃ। রুচে রৌচ্য ইতি খ্যাতিং প্রয়াস্যতি জগত্রয়ে ॥ ৯৩ ॥ তস্যাপি বহবঃ পুত্রা মহাবলপরাক্রমাঃ। ভবিষ্যন্তি মহাত্মানঃ পৃথিবীপরিপালকাঃ ॥ ৯৪ ॥ ত্বঞ্চ প্রজাপতির্ভূত্বা প্রজাঃ সৃষ্ট্বা চতুর্ব্বিধাঃ। ক্ষীণাধিকারো ধর্ম্মজ্ঞস্ততঃ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ৯৫ ॥ স্তোত্রেণানেন চ নরো যোঽস্মান্ স্তোষ্যতি ভক্তিতঃ। তস্য তুষ্টা বয়ং ভোগানাত্মজ্ঞানং তথোত্তমং ॥৯৬॥ শরীরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং পুত্রপৌত্রাদিকন্তথা। বাঞ্ছদ্ভিঃ সততং স্তব্যাঃ স্তোত্রেণানেন বৈ যতঃ ॥৯৭॥ শ্রাদ্ধেষু য ইমং ভক্ত্যা অস্মৎপ্রীতিকরং স্তবং। পঠিষ্যতি দ্বিজাগ্র্যাণাং ভুঞ্জতাং পুরতঃ স্থিতঃ ॥ ৯৮॥ স্তোত্রশ্রবণসংপ্রীত্যা সন্নিধানে কৃতে পরে। অস্মাকমক্ষয়ং শ্রাদ্ধং তদ্ভবিষ্যত্যসংশয়ং ॥ ৯৯ ॥ যদ্যপ্যশ্রোত্রিয়ং শ্রাদ্ধং যদ্যপ্যুপহতং ভবেৎ। অন্যায়োপাত্তবিত্তেন যদি বা কৃতমন্যথা ॥১০০॥ অশ্রাদ্ধার্হৈরুপহতৈরুপহারৈস্তথা কৃতং। অকালেঽপ্যথ বাঽদেশে বিধিহীনমথাপি বা ॥ ১০১ ॥ অশ্রদ্ধয়া বা পুরুষৈর্দম্ভমাশ্রিত্য যৎকৃতং। অস্মাকং তৃপ্তয়ে শ্রাদ্ধং তথাপ্যেতদুদীরণাৎ ॥ ১০২ ॥ যত্রৈতৎ পঠ্যতে শ্রাদ্ধে স্তোত্রমস্মৎসুখাবহং। অস্মাকং জায়তে তৃপ্তিস্তত্র দ্বাদশবার্ষিকী ॥ ১০৩ ॥ হেমন্তে দ্বাদশাব্দানি তৃপ্তিমেতৎ প্রযচ্ছতি। শিশিরে দ্বিগুণাব্দাংশ্চ তৃপ্তিং স্তোত্রমিদং শুভং ॥ ১০৪ ॥ বসন্তে ষোড়শসমাস্তৃপ্তয়ে শ্রাদ্ধকর্ম্মণি। গ্রীষ্মে চ ষোড়শৈবৈতৎ পঠিতং তৃপ্তিকারকং ॥ ১০৫ ॥ বিকলেঽপি কৃতে শ্রাদ্ধে স্তোত্রেণানেন সাধিতে। বর্ষাসু তৃপ্তিরস্মাকমক্ষয়া জায়তে রুচে ॥ ১০৬ ॥ শরৎকালেঽপি পঠিতং শ্রাদ্ধকালে প্রযচ্ছতি। অস্মাকমেতৎ পুরুষৈস্তৃপ্তিং

পঞ্চদশাব্দিকীং ॥ ১০৭ ॥ যস্মিন্ গৃহেঽপি লিখিতমেতত্তিষ্ঠতি নিত্যশঃ। সন্নিধানং কৃতে শ্রাদ্ধে তত্রাস্মাকং ভবিষ্যতি ॥ ১০৮ ॥ তস্মাদেতত্ত্বয়া শ্রাদ্ধে বিপ্রাণাং ভুঞ্জতাং পুরঃ। শ্রাবণীয়ং মহাভাগ অস্মাকং তৃপ্তিকারকং ॥ ১০৯ ॥ যথা গয়াকৃতং শ্রাদ্ধং পুষ্করে তু তথৈবচ। কুরুক্ষেত্রে নৈমিষে চ তথা স্তোত্রে কৃতে ধৃতে। ইতি দত্ত্বা বরং তস্মৈ পিতরঃ সিদ্ধিমাগতাঃ ॥ ১১০ ॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে রৌচ্যমন্বন্তরে রুচিস্তোত্রং।

ক্রিয়াবলির ফর্দ্দ।

সামবেদী আভ্যুদয়িক।—ষষ্ঠীর শাটী ১, মার্কণ্ডেয়ের জোড় ১টা, আসনাঙ্গুরীয় ২ প্রস্থ, মধুপর্কবাটী ২, ঘট ১, বটের ডাল ১, সিন্দূর, নৈবেদ্য ২ কুচ-নৈবেদ্য ১, দধি, মধু, ঘৃত, চিনি, বসুধারার ঘৃত, কদলীপত্র, গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকার শাটী ১৭ খান, আসনাঙ্গুরীয় ১৭, মধুপর্কের বাটী ১৭, নৈবেদ্য ১৭। বৃষগোময়, হরীতকী, পুষ্প, বিল্বপত্র, তুলসী, দূর্ব্বা, চন্দন, ধূপ, দীপ, বরণডালা ১ প্রস্থ, শ্রী, বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ,—ভোজ্য, যজ্ঞেশ্বরের ভোজ্য, বস্ত্র ৭, পক্ক কদলী ১৭ গণ্ডা পান ১৭ গণ্ডা সুপারি ১৭ গণ্ডা আতপ তণ্ডুল, যজ্ঞোপবীত ৭, ফলমূলাদি, যব, তিল, কুশ।

কুশণ্ডিকা।—বালি, যজ্ঞীয় কাষ্ঠ, গোময়, কুশ, কাংস্যপাত্র, আজ্যস্থালী চরুস্থালী, গব্যঘৃত, সূর্প, (কুলা), দুগ্ধদুগ্ধনী, তণ্ডুল, উড়ুম্বর সমিধ্ ১৮, পূর্ণপাত্র, তাম্বূল, কদলী, দধি, উদূখল, মুষল ও এক্ শাব। পূর্ণপাত্র; আস্তরণ কুশ ১২, পবিত্র ১০, হোমদক্ষিণা, ব্রহ্মস্থাপনার্থ কমণ্ডলু।

বিবাহের।—জামাতার বরণ, টোপর, লাজ (খৈ) শমীপত্র (শাঁইপাতা) বীরণপত্র (বেণাপাতা), সিন্দূর ১, বট ১, শীল নোড়া, আম্রশাখা ১, জলপূর্ণ কুম্ভ, সূর্প (কুলা) পুষ্প তুলসী তিল হরিতকী পঞ্চবিধফল, তণ্ডুলচূর্ণ দ্বারা সপ্তপদী, গোময় ভস্ম, লোহিত বৃষচর্ম্ম।

জাতকর্ম্ম।—নান্দীমুখ দ্রব্য, ব্রীহি-যবচূর্ণ, তিল, হরীতকী, বিল্বপত্র, ধূপদীপ, গব্য ঘৃত, আতপতণ্ডুল মিষ্টান্নদ্রব্যাদি, পুরোহিতদক্ষিণা।

নামকরণ।—নান্দীমুখ—কুশণ্ডিকার দ্রব্য,—ঘৃত মধু দধি দূর্ব্বা পুষ্প তুলসী বিল্বপত্র ধূপদীপ তিল হরিতকী, আতপতণ্ডুল, সুবর্ণলেখনী, থালা, পুস্তক ও টোপর এবং মিষ্টান্নাদি।

চূড়াকরণ।—নান্দীমুখ দ্রব্য, কুশণ্ডিকোক্ত দ্রব্য চূড়ার বস্ত্র ১ কাংস্য

বাটী ১ তাম্রক্ষুর ১ লৌহক্ষুর ১ দর্পণ ১ বৃষগোময়, তিল, মাষকলাই, ধান্ত, যব, পুষ্প, তুলসী বিল্বপত্র, ধূপদীপ, তিল, হরিতকী, উষ্ণোদক ও দক্ষিণা।

কর্ণবেধ। -রৌপ্য নির্ম্মিত শুঁজী ১টী।

উপনয়ন।—নান্দীমুখ ও কুশণ্ডিকোক্ত দব্য। লালপেড়ে ধুতি ১ জোড়া, পট্টবস্ত্র ১ জোড়, বীনামা ১ জোড়, ছত্র ১, বিল্বদণ্ড, বংশদণ্ড, টোপর, পুষ্পমালা, মুঞ্জমেখলা, কৃষ্ণসারচর্ম্ম, যজ্ঞোপবীত, ভিক্ষার গামছা ২, গৈরিক বস্ত্র ২, সমিধ্ ২৮, পুষ্প দুর্ব্বা তুলসী প্রভৃতি, পুরোহিত দক্ষিণা।

যজুর্ব্বেদীয় আভ্যুদয়িকের ফর্দ্দ।

ষষ্ঠীর শাটী ১, মার্কণ্ডেয়ের ধুতি ১ জোড়া, আসনাঙ্গুরী ১৭, মধুপর্ক বাটী ১৭, দধি মধু ঘৃত চিনি ঘট ১, সিন্দুর, নৈবেদ্য ২ কঁচা নৈবেদ্য ১৭, বসুধারার ঘৃত, কদলীপত্র, বরণডালা, শ্রী, গৌর্য্যাদি ষোড়শমাতৃকা পূজার্থ দ্রব্য, বটপত্র ১৭, বৃষগোময়, পান ১৭ গণ্ডা, শুপারী ১৭ টা, নানাবিধ উপকরণ দ্রব্য। কুশব্রাহ্মণ ৮, কুশাসন ৮, অর্ঘপাত্র ৮, ভোজনপাত্র ও জলপাত্র ৮, বস্ত্র ৪ জোড়, গামছা ১, যজ্ঞোপবীত ৮।

যজুর্ব্বেদীয় দশকর্ম্মের ফর্দ্দ।

বিবাহ।—নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ দ্রব্য, বরের পট্টবস্ত্র ১ জোড়, টোপর, বরের বরণাঙ্গুরী, ফুলের গড়ের মালা ২, বিনামা ১ জোড়া, বরাভরণ, দানীয় দ্রব্যাদি, কন্যার পট্টবস্ত্র, শাটী, শঙ্খচুড়ী, পঞ্চফল, গাইটছাড়া গামছা, মধুপর্কের বাটী ১, ঘৃত দধি পুষ্প দূর্ব্বা তুলসী তিল হরিতকী; বরদক্ষিণা ও পুরোহিত দক্ষিণা, পরদিবস কর্ত্তব্য কর্ম্মে, লাজ (খৈ) শমীপত্র (শাঁইপাতা) বীরণপত্র (বেণাপাতা,) সিন্দুর ১, জলপূর্ণ কুম্ভ ১, আম্রশাখা ১, ঘট ১, দধি, শীল, নোড়া, দক্ষিণা।

যজুর্ব্বেদীয় কুশণ্ডিকা।—বালি. কাষ্ঠ, কুশ, গোময়, গব্যঘৃত, আজ্যস্থালী, চরুস্থালী, উডুম্বর সমিধ্, কাংস্যপাত্র, ব্রীহি, মুষল, উদুখল, শূর্প, ধূচনী।

নামকরণ।—নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, নৈবেদ্য ২, কঁচানৈবেদ্য ১, দধি ঘৃত মধু পুষ্প দূর্ব্বা তুলসী বিল্বপত্র ধূপদীপ শিলা (শ্লেট) খাড়, পুরোহিত-দক্ষিণা।

অন্নপ্রাশন।—নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, দধি, মধু ঘৃত, নৈবেদ্য ২ কঁচা নৈবেদ্য ১, বরণ ডালা, বালকের পরিধেয় পট্টবস্ত্র, স্বর্ণাভরণ ও টোপর, পুষ্প দুর্ব্বা

তুলসী ধূপদীপ, দক্ষিণা নানাবিধ ব্যঞ্জনাদির সহিত অন্ন মৃত্তিকা, স্বর্ণ রৌপ্য, দোয়াত কলম।

চূড়াকরণ।—উদূখল, তিনটী সজারু কাঁটা নূতন সরা, বৃষগোময়, কাংস্যবাটি ১, লৌহক্ষুর ১, তাম্রক্ষুর ১, দর্পণ ১, তিল, মাসকলাই ধান্য, যব, দুগ্ধ চিনি, মালা, তিল, হরিতকী, পুষ্প দূর্ব্বা তুলসী, ধূপ দীপ দধি মধু পুরোহিত-দক্ষিণা।

উপনয়ন।—বৃতীর বরণ বস্ত্র ১ জোড়, বালকের রক্তবস্ত্র ১ জোড়, সমাবর্ত্তনের ধুতি ১, সাবিত্রীগ্রহণের ধুতি ১, ভিক্ষার গামছা ২, পট্টবস্ত্র ১ জোড়, বিল্বদণ্ড ১, বংশদণ্ড ১, মুঞ্জমেখলা, কৃষ্ণসারাজিন, ছত্র ১, টোপর, বিনামা ১ জোড়া, অলঙ্কার, চরুস্থালী, উদূখল, মুষল, গব্যঘৃত, দুগ্ধ, চিনি, অষ্টকলস, আম্রশাখা ৮, কুলা, ধূচনী, পূর্ণপাত্র, মাল্য পুষ্প, দূর্ব্বা তুলসী ধূপ-দীপ দধি, পিষ্টতিল, সুগন্ধি দ্রব্য, দন্তকাষ্ঠ ১, দর্পণ, তিল, হরিতকী পুরোহিত দক্ষিণা।

ঋগ্বেদীয় নান্দীমুখের ফর্দ্দ।

ষষ্ঠীর শাটী ১, মার্কণ্ডেয়ের ধুতি ১ জোড়া, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ,—প্রশস্তপক্ষে বস্ত্র ৭, আসনাঙ্গুরীয় ২ প্রস্ত, মধুপর্ক বাটী ২ সিন্দূর তিল, যব, হরিতকী শ্বেতসর্ষপ, ধূপ দীপ, নৈবেদ্য ২, কাঁচানৈবেদ্য ১, ঘট ১, বটের ডাল ১, আম্র, শাখা, তৈল হরিদ্রা পক্ককদলী ১৭ গণ্ডা; পান ঐ সুপারি ঐ বদরী (কুল) ঐ দধি, মধু; ঘৃত চিনি, বসুধারার ঘৃত, পুষ্প, দূর্ব্বা মালা; তুলসী, বিল্ব-পত্র; কদলীপত্র, গৌর্য্যাদিষোড়শমাতৃকার ধুতি ১৭, আসনাঙ্গুরীয় ১৭, মধু-পর্কবাটী ১৭, নৈবেদ্য ১৭, বরণডালা ১, শ্রী ১, মাঙ্গল্য শূর্প, আতপতণ্ডুল যজ্ঞোপবীত ৭, ফলমূলাদি, দক্ষিণা।

ঋগ্বেদীয় দশবিধ সংস্কার দ্রব্য।

বিবাহ।—বরের পট্টবস্ত্র ১ জোড়, কন্যার পট্টবস্ত্র শাটী ১, টোপর ১, বরণাঙ্গুরী, ফুলের গড়েমালা ২ ছড়, জুতা, যথাশক্তি দানীয় দ্রব্যাদি, আচ্ছাদনার্থ ধুতি ১, গামছা ১, তিল হরিতকী, পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী ধূপ দীপ, হরিদ্রাবর্ণের গাঁটছড়া বাঁধিবার গামছা ১, পঞ্চফল, মধুপর্কের কাঁসার বাটি ১, ঘৃত, মধু, দধি পুষ্পাদি, বরণডালা ১, বরদক্ষিণা পুরোহিত-দক্ষিণা।

পরদিন কর্ত্তব্য দ্রব্য।—বীরণপত্র (বেণাপাতা), সিন্দূর, শিল নোড়া, আম্রশাখা ১, জলপূর্ণ কুম্ভ ১, শূর্প (কুলা), পুষ্প তুলসী তিল হরিতকী, দক্ষিণা।

কুশণ্ডিকা,—বালি, কাষ্ঠ, গোময়, উদূখল, মুষল ১, শ্রুক্, শ্রুব, দর্ব্বী, মেক্ষণ, কাংস্যপাত্র ১, অরত্নিপ্রমাণ যজ্ঞীয় উডুম্বর সমিধ্ ১৫, আজ্যস্থালী, চরুস্থালী যব তিল হরিতকী দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত যজ্ঞীয় উডুম্বর ১০, গব্যঘৃত, দুগ্ধ, আতপতণ্ডুল, চিনি, প্রণীতাপাত্র বাটী ১, প্রোক্ষণীপাত্র বাটী ১, পূর্ণপাত্র, দধি, দক্ষিণা।

গর্ভাধান।—তিল হরিতকী পুষ্প, দূর্ব্বা, তুলসী বিল্বপত্র, ধূপদীপ, ঘট, আম্র-শাখা, বটের ডাল, সিন্দূর, তৈল হরিদ্রা, জবাপুষ্প, রক্তচন্দন, পিটুলির পুত্ত-লিকা, লাজ, তাম্বূল, পঞ্চগব্য, কোলসরা, নারিকেল, রক্তসূত্র, অলক্ত, হরিদ্রা-বর্ণের গামছা, যবচূর্ণ, সীমের রস, বরকন্যার ধুতি শাটী, পুরোহিত-দক্ষিণা।

সীমন্তোন্নয়ন।—উডুম্বর-ফলস্তবক ২ দফা, শজারুকাঁটা, রক্তসূত্র, দক্ষিণা।

চূড়াকরণ,—তিল হরিতকী, পুষ্প দূর্ব্বা, তুলসী বিল্বপত্র ধূপদীপ, কুশণ্ডিকা, অধিবাস ডালা, বালকের পরিধেয় বস্ত্র, কাংস্যবাটী ১; তাম্রক্ষুর ১, লৌহক্ষুর ১, দর্পণ, নবনীত, সাদা সজারুর কাঁটা, বৃষগোময়, তিল যব ব্রীহি, ধান্য, মাষ-কলাই, দক্ষিণা।

কর্ণবেধ।—রৌপ্য নির্ম্মিত শুঁজী ২টী।

উপনয়ন।—পুরোহিত বরণ, অধিবাস ডালা, নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ, সর্ব্বৌষ-ধিযুক্ত স্নানীয় জল, আজ্যস্থালী, উদূখল, মুষল, কুলা, ধুচুনি ছুরি গৈরিক বস্ত্র ১, লালপেড়ে ধুতি ১ ভিক্ষার গামছা ২, পট্টবস্ত্র ১, উপবীতগ্রহণের ধুতি ১, পাদুকা ছত্র, বিল্বদণ্ড ১, বংশদণ্ড ১, পুষ্পমালা ১, টোপর ১, কৃষ্ণসারাজিন মুঞ্জমেখলা, যজ্ঞকাষ্ঠ যজ্ঞোপবীত, দক্ষিণা।

পূরকপিণ্ড দান।—দুগ্ধ সরা ৩, মালসা ১, তিল ঘৃতমধু বাতাসা কাঁঠালি কলা ৪, মেষলোম, মৃৎপাত্রপঞ্চপঞ্চাশৎ (৫৫), আতপতণ্ডুল, প্রদীপ, পুষ্প তুলসী দক্ষিণা।

চতুর্দ্দশাশান্তি।—কলারপেটে বা পাতা ২, সুপারি ৫, ঘৃত, আতপ চাউল, তিল তুলসী পুষ্প, প্রদীপ, কুলত্থ কলাই, সরা ১ বংশ যষ্টি ১।

অঙ্গপ্রায়শ্চিত্ত।—সোণা ১ খণ্ড, গামছা, দক্ষিণা।

তিলকাঞ্চন।—তাম্রটাট ১ তিল ১।০ পোয়া, কলাপাতা ১ সোণা ১ খণ্ড, গামছা, দক্ষিণা।

আদ্যশ্রাদ্ধ।—আতপ চাউল উপকরণাদি কলাপালা ২০ যজ্ঞেশ্বরের বস্ত্র ১, ভোজ্যের গামছা ১ শ্রাদ্ধের বস্ত্র ১ তিল যব হরিতকী ঘৃত মধু চিনি দধি ধূপদীপ পুষ্প দূর্ব্বা তুলসী বিল্বপত্র পান সুপারি মালসা ১ অগ্রদানীর দক্ষিণা, পুরোহিত দক্ষিণা।

ষড়ঙ্গ।—থালা ১, ঘড়া বা ঘটী ১, পিলসুজ ১, খড়ম ১, ছাতা ১, শয্যা ১, আসন ১।

ষোড়শ দান।—ভূমি (১ বখুনা বাক্স, মৃত্তিকা ও মূল্য), আসন, জল (ঘড়া), বস্ত্র ১ জোড়, দীপ (পিলসুজ ও প্রদীপ), অন্ন (সভোজ্য থাল), পান (বাটা), ছত্র ১, গন্ধ (বাটী ও চন্দনকাষ্ঠ), মাল্য (রেকাব ও পুষ্পমালা), ফল (রেকাব ১ ও নারিকেল), পাদুকা ১ জোড়া, গো (মূল্য কড়ি এক কাহন গামলা বা মালসা ১), স্বর্ণ ১ খণ্ড, রৌপ্য ১ খণ্ড, শয্যা (সসাজ খাট ১), পাতনবস্ত্র ১, উৎসর্গ গামছা ১, দক্ষিণা।

বৃষোৎসর্গ।—সিন্দূর, ঠাকুর বরণ ১ জোড়, গুরুবরণ ঐ, পুরোহিত বরণ ঐ হোতার বরণ ঐ, আচার্য্যবরণ ১ জোড়, ব্রহ্মবরণ ঐ, সদস্যবরণ ঐ, বিরাট বরণ ঐ, বরণাঙ্গুরী ৮, বরণের কুশাসন ৮, যজ্ঞোপবীত ২০, হরিতকী ১০, ঘট (ঘড়া) ৫, শান্তি ঘট (ঘড়া) ১, ঘটাচ্ছাদন গামছা ৭, রুদ্র পূজার বস্ত্র ১, নারায়ণ পূজার ধুতি ১, উষ্ণীষ গামছা ১, চন্দ্রাতপ ১, যূপাচ্ছাদন ১ জোড়, বৎসতরীর গামছা ৪, বৃষ উৎসর্গের গামছা ১, বৃষের গামছা ১, আসনাঙ্গুরী ৪, মধুপর্ক বাটি ৫, দধি মধু চিনি পুষ্প দূর্ব্বা তুলসী বিল্বপত্র ধূপদীপ নৈবেদ্য, কুচানৈবেদ্য ১, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব ৯, সশীষ ডাব ৬, পুষ্পমালা বালিকাষ্ঠ, পেকাটী, গোময়, হোমের গব্যঘৃত, আজ্যস্থালী ১, চরুস্থালী ১, দুগ্ধ, কুলা ১ ধুচুনি ১, উদূখল মুষল ১, যূপকাষ্ঠ ১ উপযূপ কাষ্ঠ ৬, গোপবস্ত্র ১, টোপর, বৃষ ১, বৎসতরী ৪, বৃষাভরণ স্বর্ণশৃঙ্গ ২, স্বর্ণ বীরপট্ট ১, রৌপ্যক্ষুর ৪ তাম্রপৃষ্ঠ ১, কাংস্যক্রোড় ১, লৌহ বলয় ৪, লৌহঘণ্টা ১, লৌহ দাগনী ২, সূর্প ১ ত্রিশূল ১, ছোট চাদর ১, সর্ব্বৌষধি, কোশা ১, বখুনা ১, মাদুর ২, সামিধ ২৮, পূর্ণপাত্র ১, প্রধান দক্ষিণা, বৃত্তি-দক্ষিণা।

চন্দনধেনু।—সিন্দূর, পূর্ব্বোক্ত বরণ, বরণের স্বর্ণাঙ্গুরি ৮, বরণের আসন ৮, যজ্ঞোপবীত ২০, হরিতকী ১০, ঘট ৫, শান্তি ঘট (ঘড়া) ১, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চশস্য, পঞ্চপল্লব পঞ্চরত্ন, পঞ্চগব্য, সশীষ ডাব ৮, পুষ্প দূর্ব্বা তুলসী বিল্বপত্র ধূপদীপ তিল আম্রশাখা ৬, রুদ্রপূজার ধুতি ১, নারায়ণ পূজার ধুতি ১, ঘটাচ্ছাদন

গামছা ৭, উষ্ণীষ গামছা ১, চন্দ্রাতপ ১, যূপাচ্ছাদন ধুতি ১, গোপের ঐ ১, সবৎসা গাভীর লালপেড়ে শাটী, গামছা ১, আসনাঙ্গুরী ৪, মধুপর্ক বাটী ৪, দধি মধু চিনি, গব্যঘৃত, বালি, কাঠ, গোময়, নৈবেদ্য ৪, কুঁচানৈবেদ্য ১, আজ্যস্থালী, চরুস্থালী, কুলা ২, ধুচুনি ১, উদূখল মুষল ১, যূপকাষ্ঠ ১ উপযূপকাষ্ঠ ৪, দুগ্ধ, আতপতণ্ডুল, টোপর ১ স্বর্ণশৃঙ্গ ২, স্বর্ণ বীরপট্ট ১ রৌপ্যক্ষুর ৪, তাম্রপৃষ্ঠ ১, কাঁস্যক্রোড় ১ লৌহবলয় ৪ লৌহঘণ্টা ১, ত্রিশূল ১, চামর ১, সসাজ ক্ষৌম ১, সর্কৌষধি, কোশা ১, বখুনা ১, মাদুর ২, সমিধ ২৮, পূর্ণপাত্র ১, প্রধান দক্ষিণা, বৃত্তি-দক্ষিণা।

মাসিক-একোদ্দিষ্ট।—আতপ চাউল, কলাপাত বা পেটো, উপকরণাদি বাতাসা দধি মধু ঘৃত, পাকাকলা, পান সুপারি, তিল যব পুষ্প দূর্ব্বা তুলসী বিল্বপত্র ধূপদীপ, যজ্ঞেশ্বরের গামছা ১, শ্রাদ্ধের ধুতি ১, মালসা ১, দক্ষিণা।

সপিণ্ডীকরণ।—আতপ চাউল, কলাপাতা বা পেটো ২০, উপকরণাদি, তিল যব, গব্যঘৃত, দধি মধু চিনি বাতাসা, ধূপদীপ পুষ্প দূর্ব্বা, তুলসী, কাঁচকলা, যজ্ঞেশ্বরের বস্ত্র ১, সপিণ্ডীকরণের বস্ত্র ৫ জোড়, থালা ১, ঘটি ১, বাটি, পান ২৫, সুপারি ২০, মালসা ১, ভূরিভোজ্য, ষোড়শদান, দক্ষিণা।

সাম্বৎসরিকৈকোদ্দিষ্ট।—আতপতণ্ডুল, কলাপাতা বা পেটো ১০, উপকরণাদি, বাতাসা, পুষ্প দূর্ব্বা তুলসী, ধূপদীপ, দধি মধু চিনি ঘৃত, পাকাকলা ১০, পান ১০, সুপারি ১০, যজ্ঞেশ্বরের গামছা ১, শ্রাদ্ধের ধুতি ১ জোড়, তিল যব, মালসা ১ দক্ষিণা।

পার্ব্বণশ্রাদ্ধ।—আতপতণ্ডুল, কলাপাতা বা পেটো ২০, উপকরণাদি, পুষ্প দূর্ব্বা তুলসী, ধূপদীপ, দধি মধু চিনি ঘৃত বাতাসা, তিল যব, পাকাকলা, পান সুপারি, সামবেদীয়—যজ্ঞেশ্বরের গামছা ১, ভোজ্যের ঐ ১, ধুতি ৮, যজুর্ব্বেদীয় ও ঋগ্বেদীয় গামছা ২, ধুতি ১১, দক্ষিণা।

দুর্গোৎসবের ফর্দ্দ। কল্পারম্ভ।—সিন্দুর, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চপল্লব, পঞ্চগব্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চশস্য, ঘট ১, কুণ্ডহাঁড়ি ১, দর্পণ ১, তেকাঠা ১, তীর ৪; একসরা আতপচাউল, সশীষডাব ১, ঘটাচ্ছাদন গামছা ১, ধুতি ১ কল্পারম্ভের শাটী ১ চণ্ডীর শাটী ১ তিল হরিতকী পুষ্প দূর্ব্বা বিল্বপত্র তুলসী ধূপদীপ ধূনা চন্দ্রমালা ১ দধি মধু ঘৃত চিনি নৈবেদ্য ৩ কুঁচানৈবেদ্য ১ আসনাঙ্গুরী ৩, মধুপর্কবাটি ৩ বরণ ডালা।

প্রতিপদ তিথি হইতে পঞ্চমী পর্য্যন্ত বক্ষ্যমাণ দ্রব্য দিবে।—

প্রতিপদে মাথাঘসা ফুলল তৈল, চিরুণী ১, দ্বিতীয়াতে মাথা বাঁধিবার পট্টডোর। তৃতীয়াতে দর্পণ; সিন্দূর; অলক্ত। চতুর্থীতে মধুপর্ক কাংস্যবাটি, অঞ্জন। পঞ্চমীতে অঙ্গরাগ, পট্টবস্ত্র ও যথাশক্তি অলঙ্কার।

বোধন দ্রব্যাদি।—যুগ্মফল সহিত বেলের ডাল ১, ঘট ১; একসরা আতপ-চাউল ঘট, ঘটাচ্ছাদন গামছা ১, সশীষ ডাব ১; তীর ৫, পঞ্চশস্য; পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব, তেকাঠা ১. দর্পণ ১, বোধনের শাটী ১; শিবপূজার ধুতি ১; আসনাঙ্গুরী ২; মধুপর্ক বাটি ২, দধি মধু ঘৃত চিনি পুষ্প দূর্ব্বা তুলসী বিল্বপত্র ধূপদীপ ধূনা তিল হরীতকী নৈবেদ্য ২, কুঁচা নৈবেদ্য ১, ছুরি ১, চন্দ্রমাল্য ১।

অধিবাসের দ্রব্যাদি।—আমন্ত্রণের শাটী ১ শিবপূজার ধুতি ১ আসনাঙ্গুরী ২ মধুপর্ক বাটী ২ দধি মধু চিনি ঘৃত পুষ্প দূর্ব্বা বিল্বপত্র ধূপদীপ ধূনা নৈবেদ্য ২ কুঁচা নৈবেদ্য ১ তিল হরীতকী ১ অধিবাসের দ্রব্য।

সপ্তমীপূজার দ্রব্য।—নারায়ণ বরণ ১; গুরু বরণ ১, পুরোহিত বরণ, তন্ত্রধারবরণ বরণাঙ্গুরী ৩; বরণের আসন ৩; যজ্ঞোপবীত ২০, তিল হরীতকী দূর্ব্বা তুলসী; ঘট ১, সশীষ ডাব ১, দুইসরা আতপচাউল বিল্বপত্র ধূপ দীপ ধূনা তেকাঠা ১ প্রধান দীপ ১ দর্পণ ১।

মহাস্নানের দ্রব্যাদি।—তৈল হরিদ্রা দন্তকাষ্ঠ ১ অষ্টকলস; সহস্র ধারার ঘট ১; পঞ্চগব্য, পঞ্চকষায়, শিশিরোদক, ইক্ষুরস; বেশ্যাদ্বারমৃত্তিকা, গজদন্ত-মৃত্তিকা, বরাহদন্ত-মৃত্তিকা, চতুষ্পথ-মৃত্তিকা; রাজদ্বার-মৃত্তিকা, গঙ্গা-মৃত্তিকা, বল্মীক-মৃত্তিকা, বৃষশৃঙ্গ-মৃত্তিকা, নদীর উভয়কূল-মৃত্তিকা পর্ব্বত-মৃত্তিকা তিল-তৈল নারিকেলোদক, দধি, পঞ্চরত্ন, সাগরোদক, পদ্মরেণু, দুগ্ধ মধু কর্পূর, অগুরুচন্দন কুঙ্কুম বৃষ্টিজল পঞ্চপল্লব, সিন্দূর ঘট ৪ ঘটাচ্ছাদন গামছা ৪ আরতির গামছা শ্বেত সর্ষপ মাষ কলাই জবাপুষ্প, কুঁচা নৈবেদ্য আসনাঙ্গুরী ১৯ বা ১০, মধুপর্কের বাটী ১৯ বা ১০, দধি মধু ঘৃত চিনি, নৈবেদ্য কুঁচা নৈবেদ্য, নবপত্রিকার পরিধেয় শাটী ১, লক্ষ্মীর শাটী ১, সরস্বতীর শাটী ১ চণ্ডীর শাটী ১, নবপত্রিকাপূজার শাটী ৯ বা ১ কার্ত্তিকেয়ের ধুতি ১, গণেশের ধুতি ১, শিবের ধুতি ১ বিষ্ণুর ঐ ১ চন্দ্রমাল্য, থাল ১, ঘড়া বা ঘটী ১ লোহা, শঙ্খ ১ নত ১ সিন্দুরচুবড়ি ১ পুষ্পমালা বিল্বপত্র-মালা রচনাদ্রব্যাদি ফলমূলাদি ভোগের দ্রব্যাদি ও আরতি।

অষ্টমী পূজা,—মহাস্নান দ্রব্য। দন্তকাষ্ঠ ১, পুষ্প দূর্ব্বা তুলসী, বিল্বপত্র ধূপদীপ ধূনা, পূর্ব্বদিনের ন্যায় বস্ত্র আসনাঙ্গুরী ও মধুপর্কের বাটী, ১৯ বা ১০

দধি মধু ঘৃত চিনি, নৈবেদ্য ১ ; চন্দ্রমাল্য , পুষ্পমাল্য বিল্বপত্র-মালা, থাল ১ ; ঘড়া বা ঘটি ১ ; লোহা ; শঙ্খ ১ ; নত ১ রচনা ; সিন্দূরচুবড়ি ১, নবঘট, নবপতাকা, ভোগের দ্রব্যাদি , আরতি।

সন্ধিপূজা,—পুষ্পদূর্ব্বা বিল্বপত্র, ধূপদীপ ধূনা, আসনাঙ্গুরী ১ মধুপর্ক, কাংস্যবাটী, দধি চিনি মধু ঘৃত ; চেলির শাটী ১ ; চন্দ্রমালা ১ নৈবেদ্য ১ ; থাল ১, ঘড়া ১ লোহা ১ নত ১, পাটি ১ বালিস ১ চন্দ্রমাল্য ১; পুষ্পমাল্য ১ ভোগের দ্রব্যাদি রচনা, কুমারী পূজার দ্রব্য।

নবমী পূজা;—মহাস্নান দ্রব্য। দন্তকাষ্ঠ ১ পুষ্প দূর্ব্বা বিল্ব পত্র ধূপদীপ ধূনা পূর্ব্বদিনের ন্যায় বস্ত্র আসনাঙ্গুরী মধুপর্ক বাটী ঐ দধি মধু চিনি নৈবেদ্য কুঁচানৈবেদ্য থালা ১ ঘটি ১ সিন্দূরচুবড়ি ১ লোহা শঙ্খ ১ নত ১ চন্দ্র-মাল্য পুষ্পমাল্য বিল্বপত্র-মালা রচনা পান পানের মসলা ভোগের দ্রব্যাদি রচনাদ্রব্যাদি বিল্বপত্র ১০৮ বা ২৮ পূর্ণপাত্র, আরতি, দক্ষিণা।

দশমী পূজা—সকলের দশোপচারে পূজা গন্ধ পুষ্প দূর্ব্বা তুলসী বিল্বপত্র ধূপদীপ নৈবেদ্য দধি মুড়কি মিষ্টান্ন সিদ্ধি।

শ্যামাপূজা—সিন্দূর পূজকের বরণ ১ তন্ত্রধারকের বরণ ১ বরণাঙ্গুরী ২ বরণডালা যজ্ঞোপবীত ৬ তিল হরিতকী পঞ্চগুঁড়ি পঞ্চগব্য পঞ্চশস্য পঞ্চরত্ন পঞ্চপল্লব ঘট ১ একসরা আতপতণ্ডুল তেকাঠা ১ দর্পণ ১ সশীষডাব ১ ঘটাচ্ছাদন গামছা ১ শ্যামাপূজার শাটী ১ মহাকালের বস্ত্র ১ বিষ্ণুপূজার বস্ত্র ১ আসনাঙ্গুরী ৩ মধুপর্ক বাটী ৩ দধি মধু চিনি পুষ্প দূর্ব্বা তুলসী বিল্বপত্র ধূপদীপ ধূনা নৈবেদ্য ৪ কুঁচানৈবেদ্য চন্দ্রমাল্য ১ পুষ্পমালা ১ বিল্বপত্র মালা ১ থাল ১ ঘটী ১ লোহা ১ নত শঙ্খ ১ রচনা ১ সিন্দূরচুবড়ি ১ বালি কাষ্ঠ গব্যঘৃত হোমের বিল্বপত্র ২৮ ভোগের দ্রব্যাদি কর্পূর পান পানের মসলা পূর্ণপাত্র ১ ছাগবলি আরতি দক্ষিণা।

জগদ্ধাত্রী পূজা। সিন্দূর গুরুবরণ ১ পূজকের ঐ ১ তন্ত্রধারকের ঐ ১ বরণাঙ্গুরী ৩ যজ্ঞোপবীত ১০ বরণডালা তিল হরীতকী পঞ্চগুঁড়ি পঞ্চগব্য পঞ্চরত্ন পঞ্চশস্য পঞ্চপল্লব ঘট ১ সশীষডাব ১ একসরা আতপতণ্ডুল তেকাঠা ১ দর্পণ ১ ঘটাচ্ছাদন গামছা ১ জগদ্ধাত্রী পূজার শাটী ৩ বা বিষ্ণুর বস্ত্র ৩ বা ১০ নারিদের কাপড় ১ আসনাঙ্গুরী ৫ বা ৫ মধুপর্ক বাটী ৫ বা ১ নৈবেদ্য ১০ কুঁচানৈবেদ্য ১ চন্দ্রমাল্য ৩ পুষ্পমালা ৩ পুষ্প দূর্ব্বা তুলসী বিল্বপত্র ধূপদীপ বিল্বপত্র-মালা ৩ থাল ৩ বা ১ ঘটী ৩ বা ১

লোহা ১ নত ১ চুবড়ি ১ পট্টবস্ত্র ১ দধি মধু চিনি শঙ্খ ১ জোড়া রচনা ৩ বালি কাষ্ঠ গব্যঘৃত হোমের বিল্বপত্র ২৮ ভোগের দ্রব্যাদি পান পানের মসলা বলিদান দ্রব্য পূর্ণপাত্র ১ দক্ষিণা।

কার্ত্তিকেয় পূজা।—সিন্দুর আচার্য্য বরণ ১ বরণাঙ্গুরী ১ যজ্ঞোপবীত ১০ তিল হরীতকী ১ পঞ্চগুঁড়ি পঞ্চপল্লব পঞ্চশস্য পঞ্চরত্ন বরণডালা ঘট ১ কুণ্ডহাঁড়ি ১ একসরা আতপতণ্ডুল দর্পণ ১ তেকাঠা ১ সশীষডাব ১ ঘটাচ্ছাদন গামছা ১ পুষ্প দূর্ব্বা তুলসী বিল্বপত্র ধূপ দীপ ধুনা আসনাঙ্গুরী ৪ মধুপর্কের বাটী ৪ নৈবেদ্য ৪ কুঁচানৈবেদ্য ৪ তীর ধনু ১ লৌহখণ্ড ১ কার্ত্তিকেয় পূজার বস্ত্র ৪ ময়ূর পূজার বস্ত্র ৪ বা ১ বিষ্ণুপূজার বস্ত্র ৪ বা চন্দ্রমালা ৪ পুষ্পমালা ৪ থাল ৪ ঘটী ৪ দধি মধু চিনি খেলনা ১ মাদুর ১ বালিস ১ বালি কাঠ গব্যঘৃত হোমের বিল্বপত্র ২৮ ভোজ্য ৯ ভোগের দ্রব্যাদি রচন ৪ পূর্ণপাত্র ১ দক্ষিণা।

অন্নপূর্ণা পূজা—গুরুবরণ ১ পুরোহিত বরণ ১ তন্ত্রধার বরণ ১ বরণাঙ্গুরী ৩ বরণের আসন যজ্ঞোপবীত ১০ তিল হরীতকী সিন্দুর ঘট ১ কুণ্ডহাঁড়ি ১ তেকাঠা ১ সশীষডাব ১ একসরা আতপতণ্ডুল দর্পণ পঞ্চগুঁড়ি পঞ্চপল্লব পঞ্চশস্য পঞ্চরত্ন পঞ্চগব্য পুষ্প দূর্ব্বা তুলসী বিল্বপত্র ধূপদীপ, ধুনা বরণডালা অন্নপূর্ণার শাটী ১ শিবের বস্ত্র ১ বিষ্ণুর বস্ত্র ১ আসনাঙ্গুরী ৫ মধুপর্ক বাটী দধি মধু চিনি নৈবেদ্য ১ শয্যা ১ খাট ১ বালিস ১ লোহা নত ১ শঙ্খ ১ থাল ঘটী ১ সিন্দুরচুবড়ি ১ পুষ্পমালা বিল্বপত্রমালা চন্দ্রমালা ১ রচনা ১ চেলির শাটী ঝুলির [illegible] ১ কাংস্য থাল ১ পিতলের হাঁড়ি ১ বেড়ি ১ খুন্তি ১ বালি কাষ্ঠ গোময় হোমের গব্যঘৃত হোমের বিল্বপত্র ২৮ ভোগের দ্রব্যাদি আরতি দ্রব্য ও দক্ষিণা।

দোলযাত্রা—বহ্ন্যুৎসব (চাঁচর) পঞ্চগুঁড়ি পঞ্চগব্য তিল হরীতকী পুষ্প দূর্ব্বা তুলসী বিল্বপত্র ধূপদীপ ধুনা কৃষ্ণপূজার বস্ত্র ১ রাধিকার শাটী ১ আসনাঙ্গুরী ২ মধুপর্কবাটী ৩ নৈবেদ্য ২ কুঁচানৈবেদ্য ১ দধি মধু ঘৃত চিনি পুষ্পমালা ২ ভোগের জলপানীয় দ্রব্যাদি থাল ১ ঘটী ১ পান পানের মসলা কাষ্ঠ হোমের গব্যঘৃত করবীপুষ্প ১০৮ পূর্ণপাত্র ১ আবীর বরণডালা ও দক্ষিণা।

দেবদোল—পুষ্প দূর্ব্বা তুলসী বিল্বপত্র ধূপদীপ ধুনা নৈবেদ্য ১ কুঁচা-নৈবেদ্য ১ পূজার বস্ত্র ও শাটী আসনাঙ্গুরী ৩ মধুপর্কের বাটি ৩ দধি মধু, চিনি আবীর ও আরতি দ্রব্য।

অভিষেক—পঞ্চগব্য পঞ্চকষায় ডাবের জল সহস্রধারা ইক্ষুরস শিশিরোদক পুষ্পোদক নির্ঝরোদক সাগরোদক সর্ব্বৌষধি মহৌষধি সুগন্ধি তৈল বিষ্ণুতৈল তিলতৈল অগুরুচন্দন কর্পূর উষ্ণোদক পূজার দ্রব্যাদি আরতি ও দক্ষিণা।

রাসযাত্রা—পঞ্চগুঁড়ি পঞ্চগব্য কল্পবৃক্ষ ১ রাসফুল তিল হরীতকী ফুল দূর্ব্বা তুলসী বিল্বপত্র, ধূপদীপ ধূনা বরণডালা, আসনাঙ্গুরী ২ মধুপর্ক বাটি ২ দধি মধু চিনি নৈবেদ্য ১৮০ কুঁচানৈবেদ্য ১ কৃষ্ণের বস্ত্র ১ রাধিকার শাড়ী ষোড়শ গোপিকার ষোড়শোপচার পূজার দ্রব্য থাল ঘটি ১ ভোগের দ্রব্যাদি, পান পানের মসলা বালি কাষ্ঠ হোমের গব্যঘৃত করবী ফুল ১০৮ পূর্ণপাত্র ১ আরতি ও দক্ষিণা।

রথযাত্রা,—পঞ্চগুড়ি পঞ্চগব্য তিল হরীতকী পুষ্প দূর্ব্বা তুলসী বিল্বপত্র ধূপদীপ ধূনা বরণডালা ১ বিষ্ণুর বস্ত্র ১ লক্ষ্মীর শাটী ১ আসনাঙ্গুরী ২ মধুপর্ক বাটী ২ কুঁচানৈবেদ্য ১ দধি মধু চিনি ভোগের দ্রব্যাদি পান পানের মসলা থাল ঘটী পুষ্পমাল্য বালি কাষ্ঠ হোমের গব্যঘৃত করবীপুষ্প ১০৮ আরতি দ্রব্য ও দক্ষিনা।

ঝুলন যাত্রা,—পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য তিল হরিতকী পুষ্প দূর্ব্বা তুলসী বিল্বপত্র ধূপদীপ ধূনা পুষ্পমালা আসনাঙ্গুরী ২ মধুপর্কের বাটি ২ দধি চিনি নৈবেদ্য ২ কুঁচানৈবেদ্য ১ কৃষ্ণপূজার বস্ত্র ১ রাধিকাপূজার শাড়ী বরণডালা ১ থাল ১ ঘটি ১ বালিকাষ্ঠ গব্যঘৃত করবীপুষ্প ১০৮ পূর্ণপাত্র ১ আরতি দক্ষিণা দ্রব্য ও পূর্ব্ববৎ অভিষেক দ্রব্য।

দীক্ষা,—গুরুবরণ ১ বরণাঙ্গুরী ১ বরণের ধুতি ১ সিন্দূর ঘট ১ পঞ্চপল্লব, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য পঞ্চশস্য ডাব ১ তিল হরীতকী ৭ পুষ্প দূর্ব্বা তুলসী বিল্বপত্র ধূপদীপ ধূনা নৈবেদ্য ২ কুঁচানৈবেদ্য ১ আসনাঙ্গুরী ২ মধুপর্ক বাটি ১ দধি মধু চিনি গুরু ও মহাকাল পূজার বস্ত্র ১ পূজার শাড়ী ১ পুষ্পমালা, পান সুপারি থাল ১ ঘটী ১ জলপানীয় দ্রব্য ভোগের ঐ মিষ্টান্ন বালি কাষ্ঠ গব্যঘৃত বেলপাতা ১০৮ সমিধ ১০৮ পূর্ণকুম্ভ ১ আম্রশাখা ১ মন্ত্রগ্রহণের বস্ত্র ২ পূর্ণপাত্র ১ প্রধান দক্ষিণা গুরু দক্ষিণা।

পঞ্চাঙ্গ স্বস্ত্যয়ন—পঞ্চগব্য তিল হরীতকী পুষ্প দূর্ব্বা তুলসী বেলপাতা ধূপদীপ ধূনা নৈবেদ্য ৫ কুঁচানৈবেদ্য ১ আসনাঙ্গুরী ৪ মধুপর্ক বাটি ৪ দধি মধু চিনি নারায়ণ পূজার বস্ত্র ১ শিবের বস্ত্র দুর্গাপূজার শাড়ী ১ চণ্ডীর ঐ ১ ফল ১২ হরীতকী উপকরণাদি ; মিষ্টান্ন ; দক্ষিণা।

সূতিকাষষ্ঠী পূজা।—সিন্দূর, পঞ্চগুঁড়ি; পঞ্চগব্য; পঞ্চশস্য; আম্রশাখা ১ ঘট ১ বটের ডাল ১ তিল হরীতকী, পুষ্প দূর্ব্বা তুলসী বিল্বপত্র ধূপদীপ ধুনা; আসনাঙ্গুরী মধুপর্ক বাটি দধি মধু চিনি; নৈবেদ্য, কুঁচানৈবেদ্য ষষ্ঠীর শাড়ী ১ মার্কণ্ডেয়ের বস্ত্র ১ মন্থনদণ্ড ১ তীর ৭ ধনু ১ পিটুলি অঙ্কিত হাঁড়ি ১ পিটুলির পুত্তলিকা ২ শ্বেতসর্ষপ মাষকলাই বটের পাতা পাখা ১০ গামছা কাঁচা হলুদ ১ ঘৃত প্রদীপ ১ আঁতমড়া ফল ২ লোহা ২ ধুনসি তালপত্র ১ বালি কাঠ বকুলপত্রের দ্বারা হোম ২৮ ঘৃত পান সুপারি গোমুণ্ডের পূজা ব্রাহ্মণগণের পদধূলি; মিষ্টান্ন, দক্ষিণা।

প্রায়শ্চিত্ত—তিল হরীতকী পুষ্প দূর্ব্বা তুলসী ধূপদীপ আতপচাউল উপকরণাদি, পঞ্চগব্য কলাপাতা গঙ্গাজল গঙ্গামৃত্তিকা গামছা উৎসর্গের কড়ি বা তাহার মূল্য পার্ব্বণশ্রাদ্ধ গোগ্রাসের দূর্ব্বা ব্রাহ্মণভোজন ও দক্ষিণা।

গৃহপ্রবেশ।—বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, বরণডালা পঞ্চগুঁড়ি পঞ্চগব্য পঞ্চরত্ন পঞ্চশস্য পঞ্চপল্লব সশীষডাব ঘট তিল হরীতকী ফুল দূর্ব্বা তুলসী বেলপাতা ধূপদীপ ধুনা নৈবেদ্য ৪ কুচানৈবেদ্য ১ বিষ্ণুপূজার বস্ত্র ১ ব্রহ্মাপূজার ঐ ১ বিশ্বকর্ম্মার ঐ ১ বাস্তুপূজার ঐ ১ আসনাঙ্গুরী ৪ মধুপর্কের বাটি ৪ দধি মধু চিনি দুগ্ধ কুলা শ্বেতধান্য জীবিত মৎস্য ১ সবৎসা গো ১ যথাশক্তি ব্রাহ্মণকে স্বর্ণদান স্বর্ণমধ্যে স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র রক্ষা, বালি কাঠ, ঘৃত, করবীফুল পূর্ণপাত্র দক্ষিণা।

বাস্তুযাগ—সিন্দূর, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ পূর্ব্ববৎ; গুরুবরণ পুরোহিত বরণ নারায়ণ বরণ ১ ব্রহ্মবরণ ১ সদস্যবরণ ১ হোতৃবরণ ১ আচার্য্যবরণ বরণাঙ্গুরী ৭ বরণের আসন ৭ ঘড়া [illegible] তিল হরীতকী পঞ্চগুঁড়ি পঞ্চগব্য [illegible] পঞ্চপল্লব পঞ্চরত্ন আম্রশাখা ৬ ঘট ৫ শান্তিঘট ১ সশীষডাব ৬ [illegible] শান্তির শাড়ী ২ পূজার বস্ত্র ৫ পূজার শাড়ী ২ আসনাঙ্গুরী ৭ মধুপর্ক বাটি ৭ দধি মধু যব চিনি স্বর্ণ ১ খণ্ড রৌপ্য ১ খণ্ড মুগ গম ধান্য মাষকলাই ফুল দূর্ব্বা তুলসী বেলপাতা অশ্বস্থান-মৃত্তিকা গজদন্ত-মৃত্তিকা বল্মীক-মৃত্তিকা নদীসঙ্গম মৃত্তিকা হ্রদ-মৃত্তিকা গোকুল-মৃত্তিকা রণ-মৃত্তিকা ফুলের মালা ধূপদীপ ধুনা নৈবেদ্য ৭ কুঁচানৈবেদ্য ১ কাঁসার রেকাবী ৩ বালি কাঠ হোমের গব্যঘৃত আজ্যস্থালী ১ সমিধ ১০০, নবগ্রহ সমিধ প্রত্যেকে ২৮; নূতন ইট ৪ সাদাফুল সর্ব্বৌষধি [illegible] লালসূতা একহস্ত পরিমিত খদিরের খুঁটা ৪ বেলের বর্দ্ধনী ১ রজত প্রদীপ ১ স্বর্ণশলাকা ১ [illegible] স্বর্ণপদ্ম ১ পূর্ণপাত্র ২ প্রধান দক্ষিণা বৃতি-দক্ষিণা।